ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়-১: প্রাক-ইসলামি আরব

প্রশ্ন ▶১ হোয়াংহো নদীর তীরে প্রাচীন চীনা সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। হোয়াংহোকে চীনের দুঃখ বলা হলেও এই নদী অধিবাসীদের জীবনে বিশাল ভূমিকা রাখে। সদ্য আবিষ্কৃত এক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে তাদের ধর্ম বিশ্বাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে একজন সম্রাটের কফিন পাথরের দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত করা আছে। কফিনের চারদিকে পাথরনির্মিত সশস্ত্র সৈন্যরা কঠোর পাহারায় নিয়োজিত। *[চা. বো. '১৭]*

ক. পেপিরাস কী? ১

খ. মিসরীয়দের চিত্র লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের হোয়াংহো নদীর ভূমিকার মতোই কি নীল নদ মিসরীয় সভ্যতায় ভূমিকা রেখেছিল? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মিসরের ফারাও সম্রাটদের সমাধি সংরক্ষণের বিবরণ দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেপিরাস হলো নীল নদের তীরে জন্ম নেওয়া নলখাগড়া জাতীয় এক ধরনের ঘাস বা উদ্ভিদ, যা দিয়ে মিসরীয়রা কাগজ আবিষ্কার করে।

খ মিসরীয়রা চিত্রলিপিভিত্তিক লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করে সভ্যতার বিকাশে বিশেষ অবদান রেখেছে।

মিসরীয়দের লিখন পদ্ধতি 'হায়ারোগ্লিফিক' (Hieroglyphic) নামে পরিচিত। হায়ারোগ্লিফিক অর্থ পবিত্র লিপি। এটি ছিল একটি লিখিত ভাষা। এ ভাষায় নানাপ্রকার দ্রব্য, প্রাকৃতিক বিষয় প্রভৃতির ছবি আঁকা থাকত, যার মাধ্যমে জিনিসগুলোর পরিচয় ও নাম জানা সম্ভব হতো। হায়ারোগ্লিফিক শিলালিপি প্রথমে তৈজসপত্র, ফলক এবং কবরের গায়ে খোদাই করা হতো। পরে মিসরে কাগজ আবিষ্কৃত হলে এতে এ লিপি উৎকীর্ণ করা হয়। এ লিখন পদ্ধতি তিনটি রূপে বিকাশ লাভ করেছে। যথা: চিত্রভিত্তিক, অক্ষরভিত্তিক এবং বর্ণভিত্তিক। প্রায় ৭৫০টি চিত্রলিপির চিহ্ন দিয়ে প্রাচীন মিসরীয় লিপি পদ্ধতি তৈরি হয়েছিল।

গ হ্যাঁ, উদ্দীপকের হোয়াংহো নদীর মতোই নীল নদ মিসরীয় সভ্যতার কৃষির অগ্রগতিতে ভূমিকা রেখেছিল।

প্রাচীন সভ্যতাসমূহের মধ্যে মিসরীয় সভ্যতা অন্যতম। মিসরকে নীল নদের দান হিসেবে অভিহিত করা হয়। কেননা মিসরীয় সভ্যতার বিকাশে নীল নদই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। মিসরের ক্ষেত্রে নীল নদের এ অবদানই চীনের হোয়াংহো নদীর ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

হোয়াংহোকে চীনের দুঃখ বলা হলেও চীনা সভ্যতার বিকাশে এ নদী বিশাল ভূমিকা পালন করেছে। নদীর অববাহিকায় কৃষিকাজ ও প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা, ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও হোয়াংহো নদী অবদান রেখেছে। মিসরীয় সভ্যতার ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষ করা যায়। এ সভ্যতার বিকাশে নীল নদের ভূমিকা অতুলনীয়। মিসরীয় সভ্যতার সূচনাকারী জনগণ পানির প্রাপ্যতা, কৃষি উৎপাদন, মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ, পশু পালনের জন্য তৃণভূমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করে নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। আর এ ক্ষেত্রে তারা বেশ উপকৃতও হয়েছিল। ঘর-গৃহস্থালির কাজ থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নীল নদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মরুভূমিতে পরিণত হওয়া মিসর নীল নদের দানের ফলেই শস্য-শ্যামল ও সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত চীনা সভ্যতায় হোয়াংহো নদীর ভূমিকা মিসরীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে নীল নদের অবদানেরই ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাটের কফিন যেমন পাথরের দেয়াল দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছে, তেমনি মিসরীয় সভ্যতায় ফারাও সম্রাটদের মৃতদেহ মমি করে সংরক্ষণ করা হতো।

মিসরীয়রা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করত। আর তাদের এ ধর্ম বিশ্বাসের ছাপ পড়েছিল স্থাপত্যিক নিদর্শনে। তারা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিল। পিরামিড ছিল তাদের স্থাপত্য শিল্পের অসাধারণ সৃষ্টি। ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই তারা নির্মাণ করেছিল প্রকাণ্ড সৌধের এ পিরামিডগুলো। আর এ ধরনের বিশ্বাস থেকে নির্মিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কথাই উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে।

উদ্দীপকে সম্রাটের কফিন সুরক্ষিত রাখতে পাথরের নির্মিত সশস্ত্র সৈন্যের পাহারা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। একইভাবে মিসরীয়রা তাদের ফারাও সম্রাটদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য পিরামিড নির্মাণ করেছিল। তারা বিশ্বাস করত ফারাওদের মৃত্যুর পর তাদের আত্মা স্বর্গে চলে যায় এবং সেখানে দেবতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু মৃত ফারাওদের শরীর পচে গেলে এক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। এজন্য তারা মৃতদেহ প্রক্রিয়াজাত করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করত। এ মৃতদেহগুলোকে যেখানে কবর দেওয়া হতো, সেসব স্থান আগে থেকেই তৈরি করে রাখা হতো। এসব কবরে দেওয়া হতো সিন্দুকভর্তি অমূল্য গহনা, ধাতব তৈজসপত্র, মুদ্রা, দামি কাপড় প্রভৃতি। মৃত ফারাওদের দেহ ও মূল্যবান সামগ্রীর নিরাপত্তার জন্য মিসরীয়রা বড় বড় পাথরখণ্ড কেটে পিরামিড নির্মাণ করত। এগুলো ছিল জ্যামিতিক ত্রিভুজের আকৃতিতে তৈরি অতি উঁচু এক একটি সমাধিসৌধ।

পরিশেষে বলা যায়, ধর্মীয় বিশ্বাস থেকেই উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাটদের কফিন এবং মিসরীয় ফারাও সম্রাটদের মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হতো। তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই পাথরের দেয়াল দ্বারা মৃতদেহ সংরক্ষণের পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶২ জাতিগত দাঙ্গায় সিয়েরা লিওনের জনজীবন প্রায় বিপর্যস্ত। সামান্য স্বার্থহানি ঘটলেই তারা বড় সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ফলে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে। এ অবস্থায় জাতিসংঘের উদ্যোগে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনী সেখানে যুদ্ধ, নির্যাতন, অসাম্য দূর করে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দিনরাত কাজ করছে। *[চা. বো. '১৭]*

ক. 'মালা' কী? ১

খ. সাবায়ে মুয়াল্লাকাত বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জাতিগত দাঙ্গার সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের কোন বৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শান্তিরক্ষী বাহিনীর কর্মকাণ্ডের আলোকে আরব জীবনে ইসলামের ভূমিকা নিরূপণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক মালা হলো প্রাক-ইসলামি আরবের একটি রাজনৈতিক সংগঠন বা মন্ত্রণাসভা।

খ আরবের উকাজ মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাতটি কবিতাকে সাবায়ে মুয়াল্লাকাত বা 'সপ্ত ঝুলন্ত' কবিতা বলা হতো।

মক্কার নিকটবর্তী উকাজের বার্ষিক মেলায় আরবের প্রখ্যাত কবিগণ কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। উকাজের বাৎসরিক সাহিত্য সম্মেলনে

https://teachingbd24.com

সাতটি কবিতাকে পুরস্কৃত করা হতো। সোনালি হরফে লিপিবদ্ধ করে এ কবিতাগুলো মক্কায় কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এ কবিতাগুলোর বিষয়বস্তু ছিল প্রেম, যুদ্ধবিগ্রহ, বীরত্বপূর্ণ কাহিনি, বংশ গৌরব, আরব সমাজের আতিথেয়তা, স্বাধীনচেতা মনোভাব ইত্যাদি। এ কবিতাগুলোই সপ্ত ঝুলন্ত কবিতা বা সাবায়ে মুয়াল্লাকাত নামে পরিচিত ছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জাতিগত দাঙ্গার সাথে প্রাক-ইসলামি যুগের রাজনৈতিক অবস্থার মিল পাওয়া যায়।

কোনো অঞ্চল বা রাষ্ট্রে একাধিক গোত্র বা দল থাকলে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য হওয়াটা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতা না থাকলে সামান্য বিষয় নিয়েই গোত্রে গোত্রে সংঘাত হতে পারে। আর গোত্রীয় সংঘাত অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্ম দেয়। ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। যেমনটি প্রাক-ইসলামি আরব এবং উদ্দীপকের সিয়েরা লিওনে লক্ষ করা যায়।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে তুচ্ছ কারণেই গোত্রীয় কলহের সূত্রপাত হতো এবং এর জের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বংশানুক্রমে চলত। যেমন— মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে 'বুয়াসের যুদ্ধ' এবং মক্কার কুরাইশ ও হাওয়াযিন গোত্রদ্বয়ের মধ্যে 'হারবুল-ফুজ্জার' যুদ্ধ (৫৮৪-৫৮৮ খ্রি.) ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহের এ সময়কে 'আইয়াম আল-আরব' বলা হতো। পানির নহর, তৃণভূমি ও গবাদি পশুকে উপলক্ষ করে এক গোত্রের সঙ্গে অপর গোত্রের যুদ্ধের সূত্রপাত হতো। উদ্দীপকেও সিয়েরা লিওনে সংঘাতের নেতিবাচক ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী এ সংঘাতের কারণেই সেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে। সুতরাং প্রাক-ইসলামি আরবের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সিয়েরা লিওনের জাতিগত দাঙ্গার তুলনা করা চলে।

ঘ বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনী যেভাবে সিয়েরা লিওনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে, ঠিক একইভাবে অরাজকতাপূর্ণ, বিশৃঙ্খল আরব সমাজে ইসলাম শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে।

ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। এখানে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতার কোনো স্থান নেই। আর তাই আজ থেকে প্রায় ১৫০০ শত বছর পূর্বে বিশৃঙ্খল আরব সমাজে আবির্ভাব ঘটেছিল ইসলামের। আর এর ধারক ছিলেন বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি ইসলামের শাশ্বত ও সুমহান বাণী প্রচার করে নৈরাজ্যপূর্ণ আরব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইসলামের এ অবদানেরই একটি খণ্ডচিত্র বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকায় পরিলক্ষিত হয়।

সংঘাতপূর্ণ সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘের উদ্যোগে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনী যুদ্ধ, নির্যাতন ও অসাম্য দূর করে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। ইসলামও এমন বিপর্যস্ত আরব সমাজে সঠিক পথ প্রদর্শন করে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছিল। হত্যা, খুন, রাহাজানি, লুটতরাজ প্রভৃতি অসামাজিক কাজে সমাজ নিমজ্জিত ছিল। সমাজে নারীদের কোনো মর্যাদা ছিল না। তারা পণ্যসামগ্রী হিসেবে বাজারে বিক্রি হতো। কুসিদ প্রথার (চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের প্রচলন) বেড়াজালে সমাজে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল। গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত এত প্রবল ছিল যে সামান্য কারণেই যুদ্ধ লেগে যেত। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবনের (Edward Gibbon) মতে, 'অজ্ঞতার যুগে আরবে প্রায় ১৭০০ যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল।' এরূপ অরাজকতাপূর্ণ সমাজে শান্তির মহান বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হন হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি ইসলামের সুমহান আদর্শের আলোকে সমাজে বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেন। তিনি সমাজে বিদ্যমান খুন-খারাপি, মদ্যপান জুয়াখেলা, সুদপ্রথা ইত্যাদি অনাচার দূর করেন। নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে মা, স্ত্রী, কন্যা হিসেবে সম্মানজনক অবস্থান দান করেন। গোত্রীয় দ্বন্দ্ব নিরসন করে তিনি সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে তিনি সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণিত যে, উদ্দীপকে বর্ণিত সিয়েরা লিওনে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা ইসলামের সুমহান আদর্শেরই আংশিক প্রতিফলন।

প্রশ্ন ▶৩ জনাব আলী হায়দার সুনামগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি লক্ষ করলেন যে, জুন থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে সুরমা নদীর উভয় তীর প্লাবিত হয়। প্লাবনের ফলে উভয় তীরের ভূভাগ অত্যন্ত উর্বর হলেও বন্যায় উঠতি ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ মহাসংকট কাটিয়ে উঠতে তিনি সুরমা নদীর তীরে বাঁধ দেয়ার উদ্যোগ নেন এবং খাল কেটে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে কৃষিক্ষেত্রে উন্মোচিত হয় এক নতুন দিগন্ত। তবে শিল্পবাণিজ্য ও সংস্কৃতিতে সুনামগঞ্জ থাকে অবহেলিত।

[রা.; দি.; য.; সি.; ব.; কু.; চ. বো. '১৭]

ক. কোন শব্দ থেকে ব্যাবিলন শব্দের উৎপত্তি? ১

খ. জাজিরাতুল আরব বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সুরমা নদীর সাথে কোন নদীর সামঞ্জস্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আলী হায়দারের জেলার তুলনায় তোমার পঠিত সভ্যতাটি কোন অর্থে অধিক সমৃদ্ধ? যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বাব ইল' শব্দ থেকে ব্যাবিলন শব্দের উৎপত্তি।

খ জাজিরাতুল আরব বলতে আরব ভূখণ্ডকে বোঝায়।

'জাজিরা' আরবি শব্দ। এর অর্থ উপদ্বীপ। আর আরব একটি ভূখণ্ডের নাম। সুতরাং জাজিরাতুল আরব অর্থ আরব উপদ্বীপ। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আরব দেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এটি একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। এর তিন দিক বিশাল জলরাশি এবং একদিক বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর দ্বারা বেষ্টিত। এরূপ ত্রিভুজাকৃতির ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই আরব দেশকে জাজিরাতুল আরব বলা হয়।

গ উদ্দীপকের সুরমা নদীর সাথে মিসরীয় সভ্যতার নীল নদের সামঞ্জস্য রয়েছে।

প্রকৃতির অপার দান নদী একদিকে যেমন মানুষের জীবন-জীবিকায় ব্যাপক প্রভাব ফেলে, তেমনি প্লাবন কিংবা বন্যায় নদীতীরবর্তী অঞ্চলগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে নদী শাসনের যথাযথ কৌশল গ্রহণ করে এ ধরনের সংকট নিরসন করা সম্ভব হয়, যেমনটি লক্ষ করা যায় মিসরীয়দের বর্ষা মৌসুমে নীল নদে বাঁধ নির্মাণ করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থার মধ্যে। এভাবে পানি ধরে রেখে তা কৃষি কাজে ব্যবহার করায় মিসরীয়রা কৃষিক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি সাধন করেছিল। নীল নদকে কেন্দ্র করেই তারা সভ্যতার সূচনা করেছিল। উদ্দীপকে সুরমা নদীর এমন অবদানের চিত্রই লক্ষণীয়।

বর্ষা মৌসুমে প্লাবন বা বন্যা দেখা দিলে সুনামগঞ্জের সুরমা নদীর পানি বেড়ে গিয়ে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ সংকট উত্তরণে জেলা প্রশাসক জনাব আলী হায়দার সুরমা নদীতে বাঁধ দিয়ে এবং খাল কেটে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করেন, যা কৃষির ব্যাপক উন্নতিতে অবদান রাখে। একই পরিস্থিতি লক্ষ করা যায় প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায়। ইতিহাসে 'নীল কন্যা' নামে খ্যাত প্রাচীন মিসরে প্রতিবছর জুন থেকে অক্টোবর মাসে বন্যায় বা প্লাবনে নীল নদের উভয় তীর প্লাবিত হতো। ফলে ফসলের প্রচুর ক্ষতি হতো। ফসলের ক্ষতি এড়াতে তারা নীল নদে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রাখার কৌশল উদ্ভাবন করে। ফলে দেখা যায়, বন্যা শেষে নীল নদের উভয় তীর পলি মাটিতে ভরে যেত, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সুনামগঞ্জবাসীর জীবনে সুরমা নদীর অবদানের সাথে মিসরীয় সভ্যতায় নীল নদের অবদান সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ শিল্প, সংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করায় মিসরীয় সভ্যতা জনাব আলী হায়দারের জেলার তুলনায় অধিক সমৃদ্ধ।

উদ্দীপকের বর্ণনানুযায়ী জনাব আলী হায়দারের জেলাটি কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি অর্জন করলেও শিল্প, বাণিজ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি দিক থেকে বেশ অবহেলিত। কিন্তু মিসরীয় সভ্যতায় এর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

আধুনিক সভ্যতার মূলভিত্তি রচনাকারী মিসরীয়রা শিল্প, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তাদের অবদানের কাছে পরবর্তী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল সভ্যতাই ঋণী। মিসরীয়রা স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারের সাহায্যে নানা প্রকার অলংকার ও আসবাবপত্র নির্মাণ করত। অস্ত্র-শস্ত্র তৈরিতে তারা অনেক

https://teachingbd24.com

পারদর্শী ছিল। সুতি, পশমি এমনকি নানা প্রকার কারুকার্যখচিত বয়ন তৈরিতেও তারা দক্ষ ছিল। শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের অবদান ছিল অসামান্য। তারাই প্রথম লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে। 'হায়ারোগ্লিফিক' (Hieroglyphic) নামক চিত্রভিত্তিক লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। তাদের নির্মিত পিরামিডগুলো প্রাচীন বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম ছিল। তাদের স্থাপত্য শিল্পের কলাকৌশল গ্রিক ও রোমান স্থাপত্য শিল্প ও মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় স্থাপত্য শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। তাদের সাহিত্য ও দর্শন চর্চা ছিল ধর্মভিত্তিক। 'পিরামিড টেকস্টস' 'মেম্ফিস ড্রামা', 'রয়াল সান হিম', 'মৃতদের পুস্তক' ইত্যাদি তাদের সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এভাবে মিসরীয়রা শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রেখে বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত জেলা অর্থাৎ সুনামগঞ্জ সুরমা নদীর দানে ও নানা কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে মিসরীয়দের মতো কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু শিল্প, সংস্কৃতি, স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা কোনো অবদান রাখতে পারেনি। তাই উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটি প্রমাণিত যে, সুনামগঞ্জের চেয়ে মিসরীয় সভ্যতা অধিক সমৃদ্ধ।

প্রশ্ন ▶৪ এক সময় পৃথিবীতে দাস ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। শক্তিশালী দেশ তাদের কৃষিকাজের জন্য দরিদ্র দেশ থেকে অশিক্ষিত লোকদেরকে এনে কৃষিকাজে নিয়োজিত করত। এদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা ধনী দেশ কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। তবে তাদের কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতা ছিল না। বরং তাদের উপর নির্যাতন করা হতো। তারা তাদের প্রভুর কথা মেনে চলতে বাধ্য হতো। মত প্রকাশের অধিকার না থাকায় এক সময় তারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ গৃহ যুদ্ধের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য 'X' দেশের সরকার সংবিধান প্রণয়ন করে দাসদের স্বাধীনতা প্রদান করে। এ পদক্ষেপের ফলে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। *[রা.; দি.; য., সি.; ব.; কু.; চ. বো. '১৭]*

ক. হুদায়বিয়ার সন্ধি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? ১

খ. আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ইসলাম পূর্ব আরবের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যবস্থা বিলুপ্তির ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ছিল ইসলামের ইতিহাসের অনুরূপ— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক হুদায়বিয়ার সন্ধি ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়।

খ আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে ইসলামপূর্ব আরবের অরাজক ও বিশৃঙ্খল সময়কালকে বোঝায়।

আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দটি আরবি। এর বাংলা অর্থ অজ্ঞতা বা অন্ধকারের যুগ। মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের প্রায় একশ বছর সময়কালকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয়। এ সময় মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার নৈতিকতা, সততা, দায়িত্বজ্ঞান ও শালীনতা ছিল না। অন্যায়-অনাচারে সমাজ ভরপুর ছিল। এ জন্য এ সময়কালকে আইয়ামে জাহেলিয়া বা অন্ধকারের যুগ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে প্রাক-ইসলামি যুগের আরবের দাস প্রথার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

দাস প্রথা প্রাচীন বিশ্বের একটি কুপ্রথা। এ প্রথায় দেখা যায়, বিভিন্ন প্রয়োজনে দাসদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। এরপর তাদের ওপর কারণে— অকারণে অমানবিক নির্যাতন চালানো হতো। উদ্দীপকে এই দাস প্রথারই একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে, যা ইসলামপূর্ব আরবের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ইসলামপূর্ব আরবে পণ্যদ্রব্যের মতো হাটে-বাজারে দাস-দাসী বিক্রি করা হতো। তাদের কোনো স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদা ছিল না। দাস-দাসীদের ওপর নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাস-দাসীদের বিয়ে হতো, তবে তাদের সন্তান-সন্ততিও মনিবের দাস হিসেবে পরিগণিত হতো। তাদেরকে উপপত্নী হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। অমানবিক নির্যাতন সহ্য করে তাদের জীবনযাপন করতে হতো। উদ্দীপকেও দাসদের ওপর অনুরূপ নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এক সময় পৃথিবীতে দাসরা ছিল ইসলামপূর্ব আরবের ন্যায় অবহেলিত। তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা বা মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি ইসলামপূর্ব আরবের দাস প্রথার চিত্রই উপস্থাপন করে।

ঘ উক্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ দাস প্রথা বিলুপ্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপকে গৃহীত পদক্ষেপ ইসলামের ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দাস-দাসীরা আমাদের মতোই মানুষ। তাই তাদের স্বাধীনতা হরণ করা বা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। এ প্রেক্ষিতেই বর্তমান বিশ্বে দাস প্রথার বিলোপ ঘটেছে। তবে ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ প্রথার বিরুদ্ধে মহানবি (স)-এর অবস্থানই সামনে চলে আসে।

উদ্দীপকে 'X' দেশের গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষিতে সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে দাসদের স্বাধীনতা প্রদানের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে 'X' দেশের দাসরা পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার ফিরে পায়। অথচ ইসলামের ইতিহাসে আজ থেকে ১৫০০ বছর আগেই মহানবি (স) দাস-দাসীদেরকে প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। মহানবি (স) দাস প্রথাকে ঘৃণা করতেন এবং দাসমুক্তিকে উৎসাহিত করতেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'গোলামকে আজাদি দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কাজ আল্লাহর কাছে আর কিছুই নেই।' তিনি বিদায় হজের ভাষণে (৬৩২ খ্রি.) দাস-দাসীদের প্রতি সদয় আচরণের নির্দেশ দানের মাধ্যমে তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করেছিলেন। তিনি এ ভাষণে বলেছিলেন, 'দাস-দাসীদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের ওপর কোনোরূপ অত্যাচার করো না। তোমরা যা খাবে, তাদেরকেও তাই খাওয়াবে। তোমরা যা পরবে, তাদেরকেও তাই পরাবে— ভুলে যেও না তারাও তোমাদের মতোই মানুষ।' মূলত মহানবি (স)-এর এরূপ ভূমিকা সারা বিশ্বের জন্যই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। এর ফলেই আজ দাস প্রথার উচ্ছেদ সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, দাস প্রথার বিলোপে ইসলামের ইতিহাসে গৃহীত পদক্ষেপ উদ্দীপকে গৃহীত উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶৫ সার্কভুক্ত দেশগুলোর মহিলা পরিষদের একটি অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক ক্রিস্টিন মেডোনা অধিকার রক্ষায় নারী আন্দোলনের কার্যকর ভূমিকার জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় উপমহাদেশে একটি সময় ছিল যখন কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। তাদের কোনো অধিকার ছিল না। একজন পুরুষ একই সাথে একাধিক স্ত্রী রাখতে পারত। তারা 'জোর যার মুল্লুক তার' এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। *[সকল বোর্ড ২০১৬; কক্সবাজার সরকারি কলেজ; নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ]*

ক. 'ইয়েমেন' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. উটকে কেন মরুভূমির জাহাজ বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে প্রাক-ইসলামি আরবের নারীদের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'জোর যার মুল্লুক তার'— উক্তিটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ইয়েমেন' শব্দের অর্থ সুখী বা সৌভাগ্যবান।

খ মরুজীবনের প্রধান সহায়ক বাহন হওয়ায় উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

আরবের অধিকাংশ অঞ্চলই মরুময়। আর উত্তপ্ত মরু অঞ্চলে উটই চলাচলের একমাত্র উপযোগী প্রাণী। তাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় মরুময় আরবে এটি সর্বাধিক গৃহপালিত প্রাণী। মরুবাসীরা খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ, যোগাযোগ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান বাহন হিসেবে উটকে ব্যবহার করে। তাই একে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে প্রাক-ইসলামি আরবের অধিকারবঞ্চিত নারীদের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও যুগে যুগে নারীরা শিকার হয়েছেন নানা অত্যাচার-নির্যাতন আর বঞ্চনার। তারা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের দাবিদার হলেও কোনো যুগেই সে দাবি পরিপূর্ণভাবে আদায় হয়নি। নারীদের এ অসহায় অবস্থান এবং অধিকার বঞ্চনার দিকটিই উদ্দীপক এবং প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে লক্ষণীয়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে জাতিসংঘের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক ক্রিস্টিন মেডোনার কথায় ভারতীয় উপমহাদেশে কোনো এক সময়ে বিদ্যমান নারীদের অসহায় অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো বলে জানা যায়। এছাড়া এখানে একজন পুরুষ একই সাথে একাধিক স্ত্রী রাখতে পারতো। নারীরা ছিল সর্বক্ষেত্রে অধিকারবঞ্চিত। এ বিষয়গুলো প্রাক-ইসলামি আরবের নারীদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। তখনকার সময়ে আরবীয় নারীদের সামাজিক মর্যাদা বা অধিকার বলে কিছুই ছিল না। কন্যাসন্তানের জন্মকে আরববাসীরা অভিশাপ ও লজ্জাকর বলে মনে করত। অনেক পিতা-মাতা দারিদ্র্যের কশাঘাতে এবং সমাজের নিন্দার কারণে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। আবার, আরব সমাজে পুরুষেরা অবৈধভাবে একাধিক নারী গ্রহণ করত। বিবাহ প্রথা বলতে কিছুই ছিল না বলে তারা নারীদেরকে দাসী, অস্থাবর সম্পত্তি এবং ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করত। এক কথায় সমাজে তাদের কোনো অধিকার বা মর্যাদা ছিল না। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, উদ্দীপকে প্রাক-ইসলামি আরবের অধিকারবঞ্চিত নারীদের দৃশ্যপটই অঙ্কিত হয়েছে।

ঘ 'জোর যার মুল্লুক তার' উক্তিটির মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত ইসলামপূর্ব আরবে আইনের শাসনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অরাজক পরিস্থিতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয় ও নৈরাশ্যজনক। তৎকালীন আরবের অধিকাংশ অঞ্চলই ছিল স্বাধীন। তবে এখানে কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতাই বেশি প্রাধান্য পেত। উদ্দীপকের 'জোর যার মুল্লুক তার'- উক্তিটি আরবের এ অবস্থাকেই ধারণ করে।

উদ্দীপকে জাতিসংঘের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক ক্রিস্টিন মেডোনা ভারতীয় উপমহাদেশের এক সময়ের কিছু নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরেন। এখানে দেখা যায়, তৎকালীন ভারতবাসী 'জোর যার মুল্লুক তার' এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। অর্থাৎ এখানে স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এমন চিত্র আমরা প্রাক-ইসলামি আরবেও দেখতে পাই। সরকার কাঠামো বা শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে তখনকার আরবীয়রা অজ্ঞ ছিল। তাই সেসময়ে আরবের প্রায় সর্বত্রই 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি বিদ্যমান ছিল। রক্তের বদলে রক্ত, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত নীতিতে তারা বিশ্বাসী ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে Blood Money বা 'আল দিয়াৎ' (ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে খুনের ক্ষতিপূরণ) প্রদান করে হত্যাকারীও মুক্তি লাভ করত। নিজ নিজ ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তারা নানা ধরনের অন্যায়-অত্যাচার করে বেড়াত। কিন্তু তাদের কাজের কোনো জবাবদিহিতা ছিল না। যাদেরই ক্ষমতা ছিল তারাই সমাজে টিকে থাকত। অর্থাৎ সেখানকার শাসন ব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিগত দাপট বা শক্তিনির্ভর।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত কোনো এক সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে এবং প্রাক-ইসলামি আরবে আইনের শাসনের অভাবে জোর-জবরদস্তিমূলক শাসন কায়েম ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৬ সিন্ধু সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতাগুলোর অন্যতম। এটি একটি নগরভিত্তিক সভ্যতা। তাদের লিখন পদ্ধতি ছিল চিত্রভিত্তিক। সিন্ধু সভ্যতা নগরসভ্যতা হলেও তারা উন্নত কৃষিব্যবস্থার প্রচলন করেছিল। যব, গম, তুলাসহ নানা প্রকার ফসল তারা উৎপন্ন করত। ফলন বৃদ্ধির জন্য জমিতে বাঁধ দিত। বন্যার পানিকে সংরক্ষণ করে কাজে লাগাত। আবার জলসেচের জন্য নালা কেটে পানি এনে ফসলে দিত। *[সকল বোর্ড-২০১৫; আর. ডি. এ ল্যাব: স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া; রাজশাহীবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ; কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ]*

ক. মেমফিস কী? ১

খ. রাজা মেনেস ফেরাউনের মর্যাদা লাভ করেন কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সিন্ধু সভ্যতার লিখন পদ্ধতির সাথে প্রাচীন কোন সভ্যতার লিখন পদ্ধতির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সিন্ধু সভ্যতার কৃষিব্যবস্থা মিসরীয় সভ্যতার কৃষিব্যবস্থারই প্রতিচ্ছবি– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক মেমফিস একটি ড্রামা, যা প্রাচীন মিসরীয় সাহিত্যকর্মের নিদর্শন বহন করে।

খ উত্তর ও দক্ষিণ মিসরকে একত্রিত করার মাধ্যমে রাজা মেনেস ফেরাউনের মর্যাদা লাভ করেন।

প্রাক-ডাইনেস্টি যুগাবসানের পর মিসর উত্তর মিসর এবং দক্ষিণ মিসর এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে এ দু'অংশকে একত্র করে মেনেস তার শাসক নিযুক্ত হন। তাঁর রাজধানী স্থাপিত হয় মেমফিস শহরে। এভাবে রাজা মেনেস ফেরাউনের মর্যাদা লাভ করেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সিন্ধু সভ্যতার লিখন পদ্ধতির সাথে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার লিখন পদ্ধতির সাদৃশ্য রয়েছে।

লিপি বা লিখনের মাধ্যমে ভাষাকে লিখিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। মৌখিক ভাষার স্থানগত ও কালগত সীমাবদ্ধতা জয় করেছে এ লিখিত ভাষা। এ কারণে লিপি বা লিখন পদ্ধতি সভ্যতার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আবিষ্কার। প্রাচীন মিসরীয় এবং উদ্দীপকের সিন্ধু উভয় সভ্যতাই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয়রা চিত্রলিপিভিত্তিক লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করে। তাদের লিপির নাম ছিল 'হায়ারোগ্লিফিক', যার অর্থ 'পবিত্র লিপি'। এটি ছিল একটি লিখিত ভাষা। এ লিখিত ভাষায় নানা প্রকার দ্রব্য, প্রাকৃতিক বিষয় প্রকৃতির ছবি আঁকা থাকত। এ থেকে জিনিসগুলোর পরিচয় ও নাম জানা সম্ভব হতো। হায়ারোগ্লিফিক শিলালিপি প্রথমে তৈজসপত্র, ফলক এবং কবরের গায়ে খোদাই করা হতো। পরে মিসরে প্যাপিরাস উদ্ভিদ থেকে কাগজ আবিষ্কৃত হলে এতে এ লিপি উৎকীর্ণ করা হয়। প্রায় ৭৫০টি চিত্রলিপির চিহ্ন দিয়ে এ প্রাচীন মিসরীয় লিপি পদ্ধতি তৈরি করা হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরাও চিত্রভিত্তিক লিপি উদ্ভাবন করেছে। অর্থাৎ চিত্রের মাধ্যমে এ লিপিতে মনের ভাব প্রকাশ করা হয়। আর এ দিক থেকেই মিসর ও সিন্ধু সভ্যতার লিখন পদ্ধতি একই প্রকৃতির।

ঘ পদ্ধতিগত দিক থেকে উদ্দীপকে বর্ণিত সিন্ধু সভ্যতার কৃষি ব্যবস্থা মিসরীয় কৃষি ব্যবস্থারই প্রতিচ্ছবি।

কৃষিকাজের জন্য পানিসেচ ও উর্বর ভূমি প্রয়োজন হয়। নদী অববাহিকায় এ দুইয়ের প্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়। ফলে কৃষি উৎপাদনের জন্য নদীর পার্শ্ববর্তী ভূমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। আলোচ্য মিসর ও সিন্ধু সভ্যতা তার প্রমাণ বহন করে।

প্রতিবছর গ্রীষ্মকালের শুরুতে মধ্য আফ্রিকায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে নীলনদে প্লাবন সৃষ্টি হতো। ফলে এর পানি দুকূল ছাপিয়ে যেত। এতে পাহাড়ি মাটি, বরফগলা পানি অজস্র জলজ উদ্ভিদ, আবাদি জমিতে এসে পড়ত। এতে জমিতে প্রচুর পলি জমা হতো, যা জমির উর্বরাশক্তি দ্বিগুণ বাড়িতে দিত।

নীল নদের পানিবাহিত এ পলিমাটিতে মিসরীয়রা চাষাবাদ করে প্রচুর ফসল ফলাতে সমর্থ হয়েছিল। সে সময় কৃষি উৎপাদন হতো প্রচুর পরিমাণে। যার কারণে মিসরের ব্যবসা-বাণিজ্যেও সমৃদ্ধি এসেছিল। আর এ কৃষি উৎপাদন প্রাচীন মিসরীয়দের প্রধান জীবিকা হওয়ায় এ সময় কৃষিকে কেন্দ্র করেই বসতি স্থাপন, বাঁধ নির্মাণ কৌশল, সেচ ব্যবস্থা ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। প্রাচীন মিসরীয়রা কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিল। উদ্দীপকে বর্ণিত সিন্ধু সভ্যতাও সিন্ধু নদকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। সিন্ধুর অববাহিকায় তারা কৃষির ব্যাপক প্রচলন করেছিল। সিন্ধুর পানি তাদের কৃষি কাজের মূল উৎস ছিল। নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রেখে তারা কৃষিকাজে ব্যবহার করত, যা মিসরীয় সভ্যতারই অনুরূপ।

পরিশেষে বলা যায়, নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা হওয়ায় উদ্দীপকের সিন্ধু এবং প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা উভয়ই কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৭ একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শিক্ষাসফরে গিয়ে প্রতিবেদনে লিখল-এলাকাটির আবহাওয়া শুষ্ক, উষ্ণ ও রুক্ষ। এখানকার অধিকাংশ মরুভূমি। বাকি এলাকাগুলোর মধ্যে সামান্যতম অংশে সমভূমি, মালভূমি ও পর্বতমালা রয়েছে। মূল ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের কারণে এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এমন ভৌগোলিক পরিবেশ এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

https://teachingbd24.com

ক. সর্ববৃহৎ পিরামিডের নাম কী? ১
খ. উকাজ মেলা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অঞ্চলের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত কোন অঞ্চলের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অধিবাসীদের জীবনাচরণের ওপর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ব্যাপক— উক্তিটি পর্যালোচনা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সর্ববৃহৎ পিরামিডের নাম ফারাও খুফুর পিরামিড।

খ প্রাক-ইসলামি আরবে মক্কার নিকটবর্তী উকাজ নামক স্থানে যে বার্ষিক মেলার আয়োজন করা হতো, তা-ই উকাজ মেলা নামে পরিচিত ছিল।
উকাজ মেলায় তৎকালীন আরবীয়দের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠত। এ মেলায় নানা দ্রব্য-সামগ্রীর কেনা-বেচা ছাড়াও কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। শ্রেষ্ঠ সাতটি কবিতাকে পুরস্কৃত করা হতো এবং এগুলো সোনালি হরফে লিপিবদ্ধ করে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো, যা 'সাবায়ে মুয়াল্লাকাত' নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ উকাজ মেলা প্রাক-ইসলামি আরবের সংস্কৃতি চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত অঞ্চলের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকের আরব উপদ্বীপের মিল আছে।
ইসলামের জন্মভূমি আরব দেশ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। এর আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক, উত্তপ্ত ও রুক্ষ। এটি ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত, যথা— পাহাড়ি মরু এবং উর্বর অঞ্চল। উদ্দীপকে এ বিষয়টিই লক্ষণীয়।
উদ্দীপকে বর্ণিত অঞ্চলটিও পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ এবং এর আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক, উষ্ণ ও রুক্ষ। এখানকার অধিকাংশ এলাকা মরুভূমি এবং বাকি এলাকার মধ্যে সামান্য অংশে সমভূমি, মালভূমি ও পর্বতমালা রয়েছে। আরব উপদ্বীপেও এ রকম ভৌগোলিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এখানকার অধিকাংশ এলাকা মরুময় এবং অনুর্বর। এ মরু অঞ্চল প্রায়ই শুষ্ক থাকে। অতিরিক্ত উষ্ণতা ও ভূমির অনুর্বরতার জন্য এ অঞ্চল বসবাসের অনুপোযোগী। মরু অঞ্চল ছাড়া আরবের উত্তরে নজদ, হেজাজ প্রদেশ, ওমান ও হাজরামাউতে অনেক পাহাড়-পর্বত ও উচ্চ মালভূমি পরিদৃষ্ট হয়। আরব ভূখণ্ডে উর্বর তৃণভূমি অঞ্চলও বিদ্যমান। এ অঞ্চলই বসবাসের উপযোগী। বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এ উপদ্বীপের জনগণের জীবনযাত্রায় অনেক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং উদ্দীপকে বর্ণিত অঞ্চলটিকে আরব উপদ্বীপ বলাই যুক্তিযুক্ত।

ঘ উক্ত অঞ্চল তথা আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের জীবনাচরণের ওপর এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব ব্যাপক— মন্তব্যটি যথার্থ।
আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের দেহ, মন, চরিত্র ও সকল প্রকার কর্মকাণ্ডের ওপর বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশের ওপর যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। দিগন্ত বিস্তৃত মরুর মুক্ত পরিবেশ এর অধিবাসীদের করে তুলেছে স্বাধীনচেতা ও স্বতন্ত্রমনা। শুষ্ক আবহাওয়া, অনাবৃষ্টি, ভূমির অনুর্বরতা, পানির অভাব, চারণভূমির স্বল্পতা প্রভৃতি প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে তাদের প্রতিটি মুহূর্ত সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। আর ভৌগোলিক পরিস্থিতির প্রভাবে এর অধিবাসীরা সংগ্রামী হয়ে ওঠে। শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়া এবং খাদ্য ও পানীয়ের অভাব আরবদের দুর্ধর্ষ ও সংঘাতময় জীবনযাত্রায় প্ররোচিত করেছে, যা তাদেরকে যুদ্ধপ্রিয় জাতিতে পরিণত করেছে। অন্যদিকে পশুচারণ ছিল প্রাচীন আরবীয়দের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। পশুপালন ও খাদ্যের সন্ধানে তাদের এ স্থান থেকে অন্য স্থানে কাফেলাবদ্ধভাবে যেতে হতো। এর ফলে তারা গোত্রবদ্ধ হয় এবং তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে আসাবিয়া বা গোত্রপ্রীতি। ভৌগোলিক অবস্থা ও আবহাওয়ার প্রভাবে তথা লু হাওয়া এবং উত্তপ্ত বালু মিশ্রিত আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা ঢিলেঢালা লম্বা আলখাল্লার পশমের জোব্বা ও পাগড়ি পরিধান করত। অপরদিকে ভৌগোলিক প্রভাবে আরবদের মধ্যে মুক্ত চিন্তার উন্মেষ ঘটে, যা তাদেরকে কাব্যচর্চায় অনুপ্রেরণা যোগায়। সুতরাং বলা যায়, বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবে আরবজাতির জীবনাচরণে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৮ প্রতিবছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। বাংলাদেশ মহিলা সমিতি এ দিবসটি উপলক্ষে একটি সেমিনারের আয়োজন করে। আলোচনার এক পর্যায়ে জনৈক নারী নেত্রী বলেন, "অজ্ঞতার যুগের ন্যায় এখনো কন্যাসন্তানদের অবহেলা ও অবজ্ঞা করা হয়। তাদের লেখাপড়ার পরিবর্তে বাল্যবিবাহ দেয়া হয়। যৌতুকের জন্য শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়।"
[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, পিলখানা, ঢাকা]

ক. কাবাঘরে রক্ষিত প্রধান মূর্তিটির নাম কী? ১
খ. হানিফ কারা? ২
গ. উদ্দীপকে অজ্ঞতার যুগের কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নারীদের অধিকার রক্ষায় ইসলামের শিক্ষা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাবাঘরে রক্ষিত প্রধান মূর্তিটির নাম হোবল।

খ আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে ইবরাহিম (আ)-এর প্রচারিত একেশ্বরবাদী ধর্মমতে যারা বিশ্বাস করত, তারাই হলো হানিফ সম্প্রদায়।
আরব দেশ যখন কুসংস্কার ও অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন মদিনা নগরীতে এক শ্রেণির লোক একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা স্বতন্ত্রভাবে ধর্মীয় জীবনযাপন করতেন এবং কোনো প্রকার পূজায় অংশ নিতেন না। মূলত, তৎকালীন আরবের যে সম্প্রদায়টি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, পরলোক ও সুখ-দুঃখ ভোগ সম্পর্কে জানত এবং মেনে চলত তারাই হানিফ সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সমাজে নারীদের অধিকার রক্ষায় ইসলাম যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
ইসলাম সাম্যের ধর্ম। এ কারণে নারী-পুরুষের কোনো ধরনের বৈষম্য ইসলামে অনুমোদিত নয়। ইসলাম নারীদের দিয়েছে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা। মহান আল্লাহ পুরুষকে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন। রাসুল (স) বলেছেন, "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।' আর তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নারীদেরকে যথাযথ সম্মান ও অধিকার প্রদান করা। কিন্তু উদ্দীপকের বক্তব্যে এর বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে।
উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টিতে বলা হয়েছে, পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা বরাবরই অবহেলা, বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ইসলামপূর্ব আরব সমাজ এবং বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থা বিশ্লেষণে তা স্পষ্টত প্রমাণিত। অথচ ইসলামে নারীকে অত্যাচার ও নির্যাতন করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে জীবনযাপন করবে (সুরা আন-নিসা, আয়াত-১৯)। মহানবি (স) বলেন, "তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলবে।" এছাড়াও তিনি বলেছেন, "নারীদের ওপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, পুরুষের ওপরও নারীর সেরূপ অধিকার আছে। তাদের প্রতি কখনও অত্যাচার করো না।" এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামে নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা, মর্যাদা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রেও ইসলাম নারীকে পুরুষের সমান অধিকার ও সম্মান দিয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ করেছে। নারীগণ স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। শুধু তাই নয় পিতা-মাতা, স্বামী ও নিকটাত্মীয় এর উত্তরাধিকার হিসেবেও তারা সম্পদ লাভ করতে পারবে। এভাবে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলাম নারী জাতির পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে।
উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, নারীদের অধিকার রক্ষায় ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়িত হলে সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা লাভে সক্ষম হবে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৯ চৌধুরী সাহেব একটি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি মনোনীত হয়ে একটি গঠনতন্ত্র তৈরি করেন। সে গঠনতন্ত্রে সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি কর্তব্যে অবহেলা, অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া এবং অনৈতিক কাজে জড়িতদের বহিষ্কারের কথাও লিপিবদ্ধ করা হয়। এছাড়া তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের কার্যালয়ের সম্মুখে একটি 'ন্যাচারাল ঘড়ি' স্থাপন এবং প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষাকার্যক্রম যুগোপযোগী করার জন্য একটি 'বার্ষিক শিক্ষাকর্মসূচি' প্রকাশ করেন, যা ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. 'ইয়ামেন' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. কিউনিফর্ম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সভাপতির গঠনতন্ত্রের সাথে প্রাচীন সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গির কোন কার্যক্রমটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শুধু নিয়ম-নীতি প্রণয়নই নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সুমেরীয়রা অনেক অবদান রেখেছিল— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ইয়ামেন' শব্দের অর্থ সুখী বা সৌভাগ্যবান।

খ কিউনিফর্ম হলো সুমেরীয়দের আবিষ্কৃত লিখন পদ্ধতি।

সভ্যতার প্রথম দিকে সুমেরীয় লিপি ছিল মিসরীয়দের মতো চিত্রলিপিভিত্তিক। পরবর্তীকালে নিজেদের লেখাকে গতিশীল করতে তারা নতুন লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে, যা 'কিউনিফর্ম' (Cuneiform script) বা কীলকাকর নামে পরিচিত। সুমেরীয়রা কাদামাটির প্লেটে খাগের কলম (Reed Pen) দিয়ে কৌণিক কিছু রেখা ফুটিয়ে তুলত। খাঁজকাটা চিহ্নগুলো দেখতে অনেকটা ছিল তীরের মতো। কিউনিফর্মকে বলা হয় অক্ষরভিত্তিক চিত্রলিপি। এ লিপি বামদিক থেকে ডানদিকে লেখা হতো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সভাপতির নিয়মনীতির সাথে প্রাচীন সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গির প্রণীত আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুশৃঙ্খল ও সুন্দর সমাজব্যবস্থার জন্য আইনের কোনো বিকল্প নেই। সুমেরীয় সভ্যতায় এজন্য আইনের প্রবর্তন করা হয়েছিল। একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শৃঙ্খলা রক্ষার্থে উদ্দীপকেও একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আইনের ন্যায় কিছু নিয়ম-নীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

উদ্দীপকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি যেমন সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন, তেমনি সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গি সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য সুমেরীয় আইন প্রণয়ন করেন। ডুঙ্গি তার সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় প্রচলিত আইনগুলো সংগ্রহ করে সংকলন করেন। প্রতিটি অপরাধের জন্য অপরাধীকে সমান কষ্টদায়ক সাজা প্রদান সুমেরীয় ফৌজদারি আইনের বিধান ছিল। এক্ষেত্রে চোখের বদলে চোখ, অঙ্গের বদলে অঙ্গ কর্তনের বিধান ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেকে বা তার পরিবারকে উদ্যোগী হয়ে ন্যায়বিচারের প্রার্থনা করতে হতো। বিচারালয় তখন বাদি ও বিবাদির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করতো। উদ্দীপকের সভাপতিও তার গভর্নিং বডি পরিচালনার জন্য উক্ত সম্রাটের ন্যায় কিছু নিয়ম তৈরি করেছেন। এ নিয়মে কর্তব্যে অবহেলা ও অন্যায়ের জন্য শাস্তির বিধানও রয়েছে। তাই এ নিয়মনীতিকে সম্রাট ডুঙ্গির প্রণীত আইনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

ঘ শুধু নিয়ম-নীতি প্রণয়নই নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সুমেরীয়রা ব্যাপক অবদান রেখেছিল।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুমেরীয়রা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তারা বছরকে ১২ মাস, দিন-রাত্রিকে ঘণ্টায় এবং ঘণ্টাকে মিনিটে বিভক্ত করে। দিন এবং রাতের সময় নিরূপণের জন্য সুমেরীয়রা পানিঘড়ি ও স্বর্ণঘড়ি আবিষ্কার করে। তারা ২৪ ঘন্টায় এক দিন, ৭ দিনে এক সপ্তাহ এবং ৬০ মিনিটে এক ঘণ্টার নিয়ম প্রবর্তন করে। তারা গুণ, ভাগ, বর্গমূল ও ঘনমূলের ব্যবহার জানত। তারা '০' (শূন্য)-এর আবিষ্কার করে। কাপড় ও জমি পরিমাপের জন্য সুমেরীয়রা কাঠের পরিমাপদণ্ড ব্যবহার করত।

উদ্দীপকে গভর্নিং বডির সভাপতি নিয়মনীতি প্রণয়নের পাশাপাশি তার সদস্যদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। একইভাবে সুমেরীয়রাও আইন প্রণয়নের সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখেছিল। সুমেরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্য ও চন্দ্রের আপেক্ষিক অবস্থিতি নির্ণয় করেছিল এবং গ্রহের সময় নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছিল। পরিবর্তনশীল তারকারাজির প্রতি তাদের আগ্রহ থাকায় নভোমণ্ডল সম্বন্ধে জ্ঞান প্রসার লাভ করে। তারা রাশিচক্রকে বারো ভাগে ভাগ করে নক্ষত্রপুঞ্জের নামকরণ করে। সুমেরীয়রা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সম্বন্ধেও ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম ছিল। সুমেরীয়দের চিকিৎসাশাস্ত্র জাদুবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ২২০০ অব্দে সুমেরীয় চিকিৎসকেরা বেশ কিছু রসায়নের গুণ ও প্রণালী নির্ণয় করে। ভেষজ চিকিৎসাশাস্ত্রেও তারা অধিক সাফল্য দেখিয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, আইনের পাশাপাশি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুমেরীয়রা যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ১০ দীনবন্ধু মিত্র রচিত জমিদার দর্পণ নাটকে সাধারণ জনগণের ওপর তৎকালীন জমিদারদের অত্যাচার, অবিচার, জুলুম, নির্যাতনের করুণ কাহিনিচিত্রের বিবরণ জানা যায়। সেখানে জমিদারদের পাশাপাশি সুদখোর মহাজনদের অত্যাচারের বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। দরিদ্র জনগণ বেঁচে থাকার তাগিদে তাদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিত। ফলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিশাল ব্যবধানের সৃষ্টি হওয়ায় সমাজে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছিল। এ সব কিছুই সংঘটিত হতো শাসক শ্রেণির ছত্রছায়ায়। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. জিগুরাত কীসের নাম? ১

খ. হায়ারোগ্লিফিক কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র প্রাক-ইসলামি আরবের কোন অবস্থার প্রতিচ্ছবি? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি প্রাক-ইসলামি আরবের ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থারই বহিঃপ্রকাশ— বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জিগুরাত সুমেরীয়দের প্রধান ধর্মমন্দিরের নাম।

খ হায়ারোগ্লিফিক হলো প্রাচীন মিসরীয়দের চিত্রলিপিভিত্তিক লিখন পদ্ধতি।

হায়ারোগ্লিফিক অর্থ পবিত্র লিপি। এটি ছিল একটি লিখিত ভাষা। এ লিখিত ভাষায় নানাপ্রকার দ্রব্য, প্রকৃতি ও বিষয় প্রভৃতির ছবি আঁকা থাকত। হায়ারোগ্লিফিক শিলালিপি প্রথমে তৈজসপত্র, ফলক এবং কবরের গায়ে খোদাই করা হতো। পরে মিসরে প্যাপিরাস নামক কাগজ আবিষ্কৃত হলে এতে এ লিপি উৎকীর্ণ করা হয়। প্রায় ৭৫০টি চিত্র লিপির চিহ্ন দিয়ে এ প্রাচীন মিসরীয় লিপি পদ্ধতি তৈরি হয়েছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্র প্রাক-ইসলামি আরবের অসংগতিপূর্ণ সামাজিক অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সমাজে শ্রেণিবিভাজন, সুদপ্রথা প্রভৃতি চালু থাকলে সমাজ অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। প্রাক-ইসলামি আরবই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। উদ্দীপকে উল্লিখিত 'জমিদার দর্পণ' নাটকেও এ দুটি সামাজিক অসংগতি সমাজে কীরূপ প্রভাব ফেলে তা বর্ণিত হয়েছে।

প্রাক-ইসলামি আরবে যাযাবর বেদুইন এবং শহরের স্থায়ী বাসিন্দা -এ দুটি শ্রেণি ছিল। শহরবাসীরা উন্নত জীবনযাপন করলেও বেদুইনরা সভ্যজীবনের দেখা পায়নি। এ শ্রেণিবিভাজনের সূত্র ধরেই সে সময় আরবে অন্যায়, অবিচার বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার কুসীদ বা চক্রবৃদ্ধির হারে সুদ প্রথা আরবের সাধারণ অধিবাসীদের নিকট অভিশাপ হিসেবে গণ্য হতো। এ প্রথা এরূপ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ঋণ গ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি সময়মতো সুদ দিতে না পারলে মহাজন ঋণগ্রহণকারীর স্ত্রী অথবা পুত্র-কন্যাদের দাসে পরিণত করত। উদ্দীপকে বর্ণিত নাটকেও শ্রেণিবিভাজন বিদ্যামান। আবার এখানে মহাজনদের সুদ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে জুলুমের বর্ণনাও পাওয়া যায়। সুতরাং নাটকটি প্রাক-ইসলামি আরবের নেতিবাচক সামাজিক অবস্থাকেই তুলে ধরে।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকদের শ্রেণিশোষণের মধ্যে প্রাক-ইসলামি আরবের ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

শাসক শ্রেণি কর্তৃক সাধারণ জনগণকে শোষণ করার চিত্র ইতিহাসে বিরল নয়। ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়েই শাসক শ্রেণি এরূপ শোষণের পথ বেছে নেয়। উদ্দীপকের শোষক শ্রেণিও তার ব্যতিক্রম নয় এবং তাদের কর্মকাণ্ড প্রাক-ইসলামি আরবের রাজনৈতিক অবস্থার সাথেই তুলনীয়।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নৈরাজ্যজনক। এ নৈরাজ্যের মূলে ছিল গোত্রীয় সংঘাত। এ সংঘাত ছিল মূলত শাসক শ্রেণির ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। সে সময় আরবে পানির নহর, গবাদি পশু, তৃণভূমি দখল, ঘোড়দৌড়ের মতো সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতো। গোত্রের প্রধান শেখ নামে পরিচিত ছিলেন। তারা চাইলে এ সংঘর্ষ এড়াতে পারতেন। কিন্তু তাদের ক্ষমতার মোহ তৎকালীন আরবে অশান্তি আর নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি করেছিল। উদ্দীপকেও দেখা যায়, শাসক শ্রেণির দৌরাত্ম্যে সাধারণ জনগণের জীবন ওষ্ঠাগত। তাছাড়া জমিদারদের অত্যাচার, অবিচার, জুলুম, নির্যাতনে সাধারণ মানুষের জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নেই বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রাক-ইসলামি আরবের রাজনৈতিক অবস্থার সাথেই এর তুলনা চলে।

পরিশেষে বলা যায়, শাসক শ্রেণির ক্ষমতালিপ্সার কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে আসে, প্রাক-ইসলামি আরবে যেমন এটি লক্ষণীয়, তেমনি উদ্দীপকের বর্ণনায়ও এ বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ পদ্মা নদীর সাথে আজীবন সংগ্রাম করে আসছে সুজন। সে হচ্ছে মুন্সীগঞ্জের বাসিন্দা। এ এলাকা হচ্ছে তার বাপ-দাদার ভিটে। সিলেটের বন্ধু মাহফুজ তার এলাকায় বেড়াতে গিয়ে জানতে পারল, প্রতিবছর জুন হতে অক্টোবর মাসের মধ্যে পদ্মা নদীর উভয় তীর প্লাবিত হয়। তবে প্লাবনের ফলে পলিমাটির গুণে প্রচুর শস্য জন্মে। *[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর]*

ক. সুমেরীয়দের বাসস্থান কোথায় ছিল? ১

খ. কৃষি ও বাণিজ্যে সুমেরীয় সভ্যতা বিখ্যাত কেন? বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে মুন্সীগঞ্জের কৃষি ব্যবস্থার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা কোন প্রাচীন সভ্যতার কৃষি ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মুন্সীগঞ্জের তুলনায় উক্ত সভ্যতা কোন অর্থে অধিক গ্রহণযোগ্য? মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুমেরীয়দের বাসস্থান ছিল টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী সুমের অঞ্চলে।

খ কৃষি ও বাণিজ্যে সাফল্যের কারণেই এ দুটি ক্ষেত্রে সুমেরীয় সভ্যতা বিখ্যাত হয়ে আছে।

সুমেরীয়দের আয়ের প্রধান উৎসই ছিল কৃষি। তারা মেসোপটেমিয়ার উর্বর মাটিতে দক্ষতার সাথে চাষাবাদ করত। কৃষিতে তারা নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে প্রতিবেশী অঞ্চলে বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছিল। এভাবে কৃষি ও বাণিজ্যের মাধ্যমে সুমেরীয় সভ্যতায় উন্নত হয়ে উঠেছিল।

গ উদ্দীপকে মুন্সীগঞ্জের কৃষিব্যবস্থার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার কৃষিব্যবস্থায় সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কৃষিকাজের জন্য উর্বর ভূমির কোনো বিকল্প নেই। নদী তীরবর্তী অঞ্চলের জমি সাধারণত উর্বর হয়। এ কারণে বর্ষার সময় নদী প্লাবিত হলে জমিতে উর্বর পলিমাটি জমে। এ প্রাকৃতিক ঘটনাটিই উদ্দীপক ও মিসরীয় সভ্যতার কৃষিব্যবস্থার মধ্যে মিল সৃষ্টি করেছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মুন্সীগঞ্জ পদ্মা নদী বিধৌত অঞ্চল। প্রতিবছর জুন হতে অক্টোবর মাসের মধ্যে এই পদ্মা নদীর উভয় তীর প্লাবিত হয়। প্লাবনের ফলে জমিতে পলিমাটি জমে এবং সেখানে প্রচুর শস্য জন্মে। নীল নদের অববাহিকায় অবস্থিত মিসরীয় সভ্যতায়ও এরূপ পরিস্থিতি দেখা যায়। মিসরে প্রতিবছর গ্রীষ্ম কালের শুরুতে আফ্রিকার মধ্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট প্লাবনে নীল নদের দুকূল ছাপিয়ে যেত। এ সময় পাহাড়ি মাটি, বরফগলা পানি ও অজস্র জলজ উদ্ভিদ আবাদি জমিতে এসে পড়ত। এতে জমিতে পলি জমে প্রচুর ফসল উৎপাদিত হতো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নদীবাহিত পলিমাটির কারণেই মুন্সীগঞ্জ ও প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার কৃষিব্যবস্থা উন্নত রূপ লাভ করেছে।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১২ 'ক' নামক একটি দেশের ভিতর দিয়ে একটি বড় নদী প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে। জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে ঐ নদীর উভয় তীরে প্লাবিত হলে পলি জমা হয়। ফলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। এখানকার রাজারা মৃত্যুর পরে নিজেদের শরীরকে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করে যেত। তারা ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি সাধন করে ছিল। *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. 'জাহেলিয়া' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. দক্ষিণ আরবকে 'সুখী আরব ভূমি' বলা হয় কেন? ২

গ. 'ক' নামক রাষ্ট্রটির সাথে তোমার পঠিত কোন সভ্যতার সাদৃশ্য রয়েছে? ৩

ঘ. 'ক' নামক রাষ্ট্রটির তুলনায় তোমার পঠিত সভ্যতাটি কোন দিক দিয়ে অধিক সমৃদ্ধ? যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'জাহেলিয়া' অর্থ অজ্ঞতা, তমসা, বর্বরতা বা কুসংস্কার।

খ ধনসম্পদ ও রকমারি পণ্যদ্রব্যের জন্য প্রাচীনকালে দক্ষিণ আরবকে 'সুখী আরব ভূমি' বা সৌভাগ্য আরব নামে অভিহিত করা হতো।

দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন, হাজরামাইত ও ওমানে অনেক উর্বর ও বিস্তৃত উপত্যকা ছিল। এ উর্বর ভূখণ্ডগুলোতে কফি, নীল, খেজুর, শাকসবজি ও বিভিন্ন ফল ও ফসলের উৎপাদন হতো। এছাড়া ধান, গমন, বার্লি, ভুট্টা, আতা, ডুমুর, পীচ ও আঙ্গুর এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। এর ফলে আরবের এ অঞ্চল অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এবং কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

গ সৃজনশীল ১১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৩ জাতীয় মসজিদের খতিব খুতবায় বলেছেন যে, এমন একটা সময় ছিল যখন আরবে কোনো ধর্মের বালাই ছিল না। মূর্তিপূজা, সৌরপূজা, জড়পূজায় লিপ্ত ছিল আরববাসী। সেই আরবে আমরা প্রতি বছর হজ করতে যাই। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক উক্ত দেশে জন্মগ্রহণ করেন। *[শহীদ বীর বিক্রম রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. পবিত্র কুরআনে 'উম্মুল কুরা' বলা হয়েছে কোন নগরীকে? ১

খ. আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের খতিব প্রাক-ইসলামি আরবের কোন অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'প্রাক-ইসলামি আরবে একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ও বিদ্যমান ছিল'—উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবের মক্কা নগরীকে পবিত্র কুরআনে 'উম্মুল কুরা' বলা হয়েছে।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের খতিব প্রাক-ইসলামি আরবের ধর্মীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইসলামপূর্ব আরবের অধিকাংশ মানুষ ছিল অজ্ঞ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাদের ধর্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। পৌত্তলিকতা ও প্রকৃতি পূজা ছিল আরবের প্রধান ধর্ম। পরকাল সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। উদ্দীপকের খতিব এই ধর্মীয় অবস্থার কথাই উল্লেখ করেছেন।

উদ্দীপকের খতিব যে সময়ের কথা উল্লেখ করেন, তখন আরবেই ধর্মীয় অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। তারা মূর্তিপূজা, সৌরপূজা ও জড়পূজায় লিপ্ত ছিল। সেখানে ধর্মীয় অজ্ঞতা পুরো সমাজটাকে গ্রাস করেছিল। এককথায় ইসলামপূর্ব আরবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নৈরাশ্যকর অবস্থা

Teachingbd24.com

বিরাজমান ছিল। তারা আল্লাহর পরিবর্তে অদৃশ্য শক্তির ওপর বিশ্বাস করত। বিভিন্ন ধরনের দেব-দেবীর পূজায় তারা লিপ্ত থাকত এবং তাদের বিশ্বাস ছিল বিপদের সময় এই দেব-দেবীরা তাদের সাহায্য করবে। এ সময় কাবায় ৩৬০টি মূর্তি ছিল। যার চারপাশে নারী-পুরুষ উভয়েই উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের খতিব ইসলামপূর্ব আরবের ধর্মীয় অবস্থার কথাই উল্লেখ করেছেন।

ঘ প্রাক-ইসলামি আরবে একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ও বিদ্যমান ছিল— উক্তিটি যথার্থ।

প্রাক-ইসলামি আরবে বহু ঈশ্বরের ধারণা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধরনের দেব-দেবীর পূজায় তারা সারাক্ষণ মগ্ন থাকত। সে সময় সমগ্র আরববাসীরা নিজেদের পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত রেখেছিল কিন্তু এ ধর্মীয় অরাজকতার যুগেও আরবের এক শ্রেণির মানুষ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, প্রাক-ইসলামি আরবের লোকেরা মূর্তিপূজা, সৌরপূজা, জড়পূজায় লিপ্ত ছিল। এরূপ তমসাচ্ছন্ন অবস্থায়ও আরবের মদিনা নগরীর মুষ্টিমেয় লোক আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা স্বতন্ত্রভাবে ধর্মীয় জীবনযাপন করত। তারা পাপাচারে নিমজ্জিত ছিল না এবং মদ, নারী ও জুয়ার মোহে তারা আসক্ত ছিল না। বিশেষ করে পৌত্তলিকতা ও প্রকৃতিপূজায় তারা কখনই অংশগ্রহণ করত না। এই সম্প্রদায়ই ইতিহাসে হানিফ নামে পরিচিত ছিল। এরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ইদরিস (আ) এর অনুসারী ছিলেন। বিবি খাদিজার চাচাতো ভাই ওরাকা বিন নওফেল, উমাইয়া বিন আবি সালত ও জায়েদ প্রমুখ এ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তারা যাবতীয় মোহ উপেক্ষা করে ঐ অরাজকতা পরিস্থিতিতেও এক আল্লাহর উপাসনা করতেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাক-ইসলামি আরবে পৌত্তলিকতাসহ সমস্ত পাপাচার উপেক্ষা করে একেশ্বরবাদী সম্প্রদায় হযরত ইবরাহিম (আ)-এর ধর্ম অনুসরণ করতেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ জনাব রহমান মিয়া একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে তিনি তার দলের ইশতেহার ঘোষণা করেন, যা নিম্নরূপ:

(১) একটি বিখ্যাত আইন সংহিতা প্রণয়ন করা হবে।
(২) কৃষিকাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।
(৩) কৃষিকাজে অবহেলা কিংবা খাল খনন বা বাঁধ নির্মাণে অবহেলার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।
(৪) নির্দিষ্ট ওজন ও পরিমাণ পদ্ধতি প্রচলিত হবে।

[শহীদ বীর বিক্রম রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. সুমেরীয়দের ধর্ম মন্দিরের নাম কী? ১
খ. মিসরকে নীল নদের দান বলা হয় কেন? ২
গ. জনাব রহমান মিয়া ঘোষিত ইশতেহারের সাথে তোমার পঠিত কোন সভ্যতার নীতিমালা সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব রহমান মিয়ার ঘোষণা উক্ত সভ্যতার আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে— এর যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুমেরীয়দের ধর্ম মন্দিরের নাম ছিল জিগুরাত।

খ মিসরীয় সভ্যতার বিকাশে নীল নদের ভূমিকা অগ্রগণ্য ছিল বলে মিসরকে নীল নদের দান বলা হয়।

মিসরীয় সভ্যতার সূচনাকারী জনগণ পানির প্রাপ্যতা, নীল নদকে কেন্দ্র করে কৃষি উৎপাদন, মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ, পশু পালনের জন্য তৃণভূমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখে নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালের বন্যায় নীল নদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে পলি জমা হতো এবং কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে মিসরীয় সভ্যতা সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। তাই গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিসরের উৎকর্ষ দেখে নির্দ্বিধায় মিসরকে 'নীল নদের দান' বা 'The Gift of the Nile' বলে উল্লেখ করেছেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি ইশতেহারের সাথে প্রাচীন সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গির প্রণীত আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুশৃঙ্খল ও সুন্দর সমাজব্যবস্থার জন্য আইনের কোনো বিকল্প নেই। এজন্য সুমেরীয় সভ্যতায় আইনের প্রবর্তন করা হয়েছিল। সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গি সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য সুমেরীয় আইন প্রণয়ন করেন। ডুঙ্গি তার সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় প্রচলিত আইনগুলো সংগ্রহ করে, সংকলন করেন। অপরাধের জন্য অপরাধীকে সমান কষ্টদায়ক সাজা প্রদান সুমেরীয় ফৌজদারি আইনের বিধান ছিল। এক্ষেত্রে চোখের বদলে চোখ, অঙ্গের বদলে অঙ্গ কর্তনের বিধান ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেকে বা তার পরিবারকে উদ্যোগী হয়ে ন্যায়বিচারের প্রার্থনা করতে হতো। বিচারালয় তখন বাদি ও বিবাদির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করতো।

উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনি ইশতেহারে রাজনৈতিক দলের প্রধান জনাব রহমান মিয়া ঘোষণা দেন যে, তার দল নির্বাচনে জয়লাভ করলে কৃষিকাজের উন্নয়ন এবং আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হবে। কর্তব্যে অবহেলা ও অন্যায়ের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। তাই এ ইশতেহারকে সম্রাট ডুঙ্গির প্রণীত আইনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ইশতেহার ঘোষণা প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে— উক্তিটি যথার্থ।

বিশ্ব সভ্যতার অগ্রগতিতে যেসব সভ্যতা অসামান্য অবদান রেখেছে সেগুলোর মধ্যে সুমেরীয় সভ্যতা অন্যতম। বিশেষ করে লিখন পদ্ধতি, হাম্বুরাবির 'আইন সংহিতা', শিল্পকলা, সাহিত্য, ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থার প্রচলন, ধর্ম, চন্দ্র পঞ্জিকার উদ্ভাবন করে তারা বিশ্বকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। তাদের এসব অবদানের আংশিক প্রতিফলন উদ্দীপকে দেখা যায়।

উদ্দীপকে জনাব রহমান মিয়ার ইশতেহার ঘোষণায় আইন সংহিতা, কৃষিকাজের উন্নয়ন এবং ওজন ও পরিমাপের যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তা সুমেরীয় সভ্যতার অবদানের আংশিক প্রতিফলন। কেননা সুমেরীয় সভ্যতার অবদান ব্যাপক ও বিস্তৃত। তারা ভিন্নধর্মী লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। মিসরীয়দের মতো চিত্রলিপির ব্যবহার করলেও পরবর্তীতে নিজেদের আরো গতিশীল করতে কিউনিফর্ম নামক অক্ষরভিত্তিক চিত্রলিপির উদ্ভাবন করেন। আইনের ক্ষেত্রেও তাদের অবদান অনস্বীকার্য। তারা ৩০ দিনে মাস, ৩৬০ দিনে বছর গণনা করতো। এ সভ্যতায় দিনকে ঘণ্টা হিসেবে ভাগ করে ব্যবহার করা হতো। এভাবেই জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ সকল ক্ষেত্রে তারা অসমান্য অবদান রেখেছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সুমেরীয় সভ্যতার অবদানের আংশিক প্রতিফলন উদ্দীপকে পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সিরিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং হতাশাব্যাঞ্জক। দেশটিতে শান্তি এবং নিরাপত্তার লেশমাত্র নেই বললেই চলে। খুনের বদলে খুন, রক্তের বিনিময়ে রক্ত এসব প্রথা এখানে প্রচলিত। বিভিন্ন সহিংস ঘটনায় এখানে প্রতিনিয়ত জানমালের বিপুল ক্ষতি সাধিত হয়। সিরিয়ার বিদ্রোহী গ্রুপ ফ্রি সিরিয়ান আর্মির প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল রিয়াদ আল-আসাদ গত মার্চ মাসে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে পা হারিয়েছেন। সিরিয়ার জনগণ জানে না এ যুদ্ধের অবসান হবে কবে।

[শেখ ফাজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ]

ক. মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতির নাম লিখ। ১
খ. জাজিরাতুল আরব বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত বিষয়টির সাথে গোত্রদ্বন্দ্ব জড়িত ছিল— মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতির নাম হায়ারোগ্লিফিক।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে আমার পাঠ্যবইয়ের প্রাক-ইসলামি যুগের রাজনৈতিক অবস্থার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

https://teachingbd24.com

কোনো অঞ্চল বা রাষ্ট্রে একাধিক গোত্র বা দল থাকলে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য হওয়াটা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতা না থাকলে সামান্য বিষয় নিয়েই গোত্রে গোত্রে সংঘাত হতে পারে। আর গোত্রীয় সংঘাত অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্ম দেয়। ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। যেমনটি প্রাক-ইসলামি আরব এবং উদ্দীপকের সিরিয়ায় লক্ষ করা যায়।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে তুচ্ছ কারণেই গোত্রীয় কলহের সূত্রপাত হতো এবং এর জের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বংশানুক্রমে চলত। যেমন— মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে 'বুয়াসের যুদ্ধ' এবং মক্কার কুরাইশ ও হাওয়াযিন গোত্রদ্বয়ের মধ্যে 'হারবুল-ফুজ্জার' যুদ্ধ (৫৮৪-৫৮৮ খ্রি.) ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহের এ সময়কে 'আইয়াম আল-আরব' বলা হতো। পানির নহর, তৃণভূমি ও গবাদি পশুকে উপলক্ষ করে এক গোত্রের সঙ্গে অপর গোত্রের যুদ্ধের সূত্রপাত হতো। উদ্দীপকেও সিরিয়া সংঘাতের নেতিবাচক ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী এ সংঘাতের কারণেই সেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে। সুতরাং প্রাক-ইসলামি আরবের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থার সাথে সিরিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার তুলনা করা চলে।

ঘ প্রাক-ইসলামি যুগের রাজনীতির সাথে গোত্রদ্বন্দ্ব জড়িত ছিল বলে আমি মনে করি।

ইসলামপূর্ব যুগে আরবের অধিবাসীরা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা— শহরের বাসিন্দা ও মরুবাসী যাযাবর। শহরবাসী আরবদের রাজনৈতিক অবস্থা কিছুটা ভালো থাকলেও মরুবাসী আরবদের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল নৈরাজ্যজনক।

গোত্রপ্রীতি ছিল বেদুইন আরবদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গোত্রপ্রীতিকে কেন্দ্র করে আরবদের মাঝে সর্বদা সংঘাত লেগেই থাকত। পানির নহর, গবাদি পশু, তৃণভূমি দখল, ঘোড়দৌড়ের মতো অতি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতো। প্রত্যেক গোত্রে একজন করে গোত্রপতি থাকত যাকে শেখ বলা হতো। যুদ্ধ সন্ধি, ব্যবসায়িক যোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শেখের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল। সরকারপদ্ধতি বা শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে আরববরা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তৎকালীন সমাজে আইনের শাসন বলতে কিছু ছিল না। ফলে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি প্রচলিত ছিল। রক্তের বদলে রক্ত, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত নীতিতে তারা বিশ্বাসী ছিল। আরবদের এই গোত্রপ্রীতিকে বলা হয় আসাবিয়া। মক্কার নেতৃত্ব ইসলামপূর্ব আরবে গোত্রীয় কমনওয়েলথ গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক বালাজুরির মতে, আরবের পার্শ্ববর্তী সিরিয়া, ইয়ামেন, আম্মান প্রভৃতি অঞ্চলের রাজন্যবর্গের সাথে বিভিন্ন শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় সত্যিকার অর্থেই আরবে একটি গোত্রীয় কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, প্রাক-ইসলামি যুগের রাজনীতিতে গোত্রদ্বন্দ্বের উপস্থিতি ছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৬ আরাফাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র। সে একটি সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করছিল, যে সভ্যতার লোকজন সর্বপ্রথম লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার করে। সে গবেষণা করে পায় যে স্থাপত্য শিল্পে তাদের দক্ষতার জন্য তারা ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা হিসেবেও পরিচিত। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী, ময়মনসিংহ]*

ক. আলেকজান্ডারের শিক্ষক কে ছিলেন? ১

খ. আরবকে জাজিরাতুল আরব বলা হয় কেন? বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে আরাফাত কোন সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করছিল? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত সভ্যতার লোকজন ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা হিসেবে পরিচিত— কথাটি মূল্যায়ন কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আলেকজান্ডারের শিক্ষক ছিলেন এরিস্টটল।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে আরাফাত প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করেছিল।

প্রাচীন সভ্যতাসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো মিসরীয় সভ্যতা। আর ইতিহাসে এ সভ্যতার প্রধান অবদান হলো লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার। মিসরীয়দের এ লিখন পদ্ধতি আধুনিক বিশ্ব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে মিসরীয়রা স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও অসামান্য অবদান রেখেছে। উদ্দীপকেও মিসরীয় সভ্যতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আরাফাত একটি সভ্যতা নিয়ে গবেষণা করছিল। সে সভ্যতার লোকজন সর্বপ্রথম লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার করে। এছাড়া তারা স্থাপত্যশিল্পে অসামান্য অবদানের জন্য ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা হিসেবেও পরিচিত। আর আরাফাতের গবেষণাকৃত এ সভ্যতাটি নিশ্চিত ভাবেই প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা। কেননা সভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয়রাই সর্বপ্রথম লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার করে। যা 'হায়ারোগ্লিফিক' নামে পরিচিত। যার অর্থ পবিত্র লিপি। এ পদ্ধতিতে ২৪টি চিহ্ন ছিল। প্রতিটি চিহ্ন বিশেষ অর্থ নির্দেশ করত। প্রতিটি চিহ্ন পাশাপাশি খোদিত করে শব্দ বা বাক্য গঠন করে মনের ভাব প্রকাশ করা হতো। এছাড়াও মিসরীয়রা স্থাপত্যশিল্পে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এক্ষেত্রে মিসরীয়দের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো 'পিরামিড'। পিরামিড হলো পাথরের তৈরি আকাশচুম্বী বিশাল এক অন্যান্য শিল্পে মিসরীয়দের বাস্তবধর্মী ও সমৃদ্ধ ও সমৃদ্ধ শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, আরাফাতের গবেষণায় প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার লোকজন ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা হিসেবে বিশ্বে পরিচিত লাভ করেছিল।

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয় সভ্যতার অবদান অসামান্য। পৃথিবীর ইতিহাসে তারা শ্রেষ্ঠ নির্মাতা ছিল। কেননা পাথর কেটে প্রকাণ্ড সৌধ বানাতে তারা ছিল সিদ্ধহস্ত। বিশেষ করে পিরামিড নির্মাণের ক্ষেত্রে তারা শ্রেষ্ঠ স্থপতি হিসেবে বিবেচিত হয়। মৃত ফারাওয়ের দেহ ও তাদের সঙ্গে দেওয়া মূল্যবান সামগ্রীর নিরাপত্তার জন্য তারা এসব পিরামিড নির্মাণ করেছিল। বিশালাকার পিরামিড তাদের জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। সবচেয়ে বিখ্যাত পিরামিড ছিল ফারাও খুফুর পিরামিড। পিরামিড এক সময় সপ্তাশ্চর্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পিরামিডের পাশাপাশি তাদের স্থাপত্যশিল্পে জায়গা করে নেয় ধর্মমন্দির। মূলত পুরোহিতদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা অনেক বৃহৎ সুদৃশ্য ধর্মমন্দির নির্মাণ করেছিল। এগুলো অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ হলেও এটি নির্মাণে প্রচুর ব্যয় হতো। ধর্মমন্দির গুলোর মধ্যে কর্নাফ ও লাকজ ছিল বিখ্যাত।

পিরামিড ছাড়া আরও একটি স্থাপত্যশিল্প ছিল, যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে পিরামিড গড়ার সাথে সাথেই মিসরে ভাস্কর্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন সমাধিসৌধ, ধর্মমন্দির ও প্রাসাদের প্রবেশপথে ভাস্কর্য বিদ্যমান ছিল। স্ফিংকস ছিল মিসরীয় ভাস্কর্যের প্রধান উদাহরণ। এছাড়াও ভাস্করগণ নরম পাথরে মানুষের মূর্তি গড়তেন। ফারাও ইখনাটন ও রানি নেফারতিতির মূর্তি এর উজ্জ্বল নিদর্শন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়, পৃথিবীর ইতিহাসে মিসরীয়রাই শ্রেষ্ঠ নির্মাতা।

প্রশ্ন ▶ ১৭ পাহাড়পুরের গাবতলী গ্রামে আলাল সাহেবের দুটি কন্যা সন্তান। তাদের বয়স ১১ ও ৮ বছর। পুত্র সন্তান না হওয়ায় আলাল তার স্ত্রীর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতেন। সম্প্রতি সে গোপনে তার বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করে তার স্ত্রী ও কন্যাদের ফেলে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যায়। আর মোবাইল ফোনে স্ত্রীকে হুমকি দিয়ে যায় ঐ দেশে গেলে তারা কন্যা সন্তানদের বিক্রি করে দেবে। *[পৌরপুর সরকারি কলেজ, পৌরপুর]*

ক. আরব উপদ্বীপ এশিয়ার কোন দিকে অবস্থিত? ১

খ. আইয়ামে জাহেলিয়া কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের মিল আছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. ঐ যুগে নারীদেরকে কীভাবে দেখা হতো? মতামত দাও। ৪

https://teachingbd24.com

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরব উপদ্বীপ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের পাহাড়পুরের গাবতলীর ঘটনায় আইয়ামে জাহেলিয়া সমাজের নারীর অবস্থা ফুটে উঠেছে।

পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা সবসময়ই নির্যাতিত হয়েছে। অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার নারীরা বারবার অবমাননার মুখোমুখি হয়েছে। প্রাচীন আরব সমাজের নারীরাই তার বাস্তব উদাহরণ, উদ্দীপকেও যার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, যে গাবতলী গ্রামের দুই সহোদরের কারো কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় তারা তাদের স্ত্রীদের নির্যাতন করে। এমনকি তারা সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে স্ত্রীদের রেখে অন্য দেশে চলে যায়, যা প্রাক-ইসলামি যুগের আরবের নারীর অবস্থাকে নির্দেশ করে। জাহেলিয়া সমাজে নারী জাতি ছিল ঘৃণিত, অবহেলিত এবং ভোগের সামগ্রী। সে সময় বিবাহ বলতে কিছুই ছিল না। সমাজে বিমাতা ও ভগ্নিকে বিবাহ করার রীতি প্রচলিত ছিল। নারী পণ্যদ্রব্যের ন্যায় হাটে-বাজারে বিক্রয় হতো। মৃত স্বামী ও পিতার অথবা কোনো আত্মীয়ের সম্পদে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। কন্যাসন্তান জন্মদান অপমানজনক বিধায় তাদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। অনেকে দারিদ্র্যের ভয়েও কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। বনু কুরাইশ ও বনু তামিম গোত্রের লোকেরা কন্যাসন্তানকে হত্যা করে গর্ব করত। উদ্দীপকের ঘটনা নারীদের প্রতি প্রতি তৎকালীন আরব অধিবাসীদের এরূপ নৃশংসতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ ঐ যুগে অর্থাৎ আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে কন্যাসন্তানের জন্মদানকে অপমানজনক এবং নারীদের বিনোদনের বস্তু মনে করা হতো।

প্রাক-ইসলামি যুগে নারীর অবস্থা ছিল সীমাহীন অবমাননাকর ও হৃদয়বিদারক। মানবতাবিবর্জিত জাহেলিয়া যুগে নারীর কোনো মূল্যই ছিল না। তৎকালীন আরব সমাজ সম্পর্কে ঐতিহাসিক খোদাবক্স বলেন 'আরববাসীরা মদ, নারী ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো।' পুরুষেরা একাধিক বিয়ে করতে ও বিচ্ছেদ ঘটাতে পারতো। এ ব্যাপারে নারীর মতামত বা অনুভূতির কোনো তোয়াক্কাই করা হতো না। নারীর কোনো মানবীয় সত্তা, মানবিক আবেগ-অনুভূতি, পছন্দ-অপছন্দের সামান্যতম স্বীকৃতি ছিল না। প্রাক-ইসলামি যুগে কলুষিত আরব সমাজে একজন পুরুষ যেমন একাধিক নারী গ্রহণ করতো তেমনি বংশের বীর্যবান সন্তান লাভের আশায় স্ত্রীকে সম্ভ্রান্ত বংশের বীরপুরুষদের শয্যাশায়িনী হতে বাধ্য করা হতো। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। কন্যার জন্ম সংবাদ দেওয়া হলে তাদের চেহারা অপমানে কালো হয়ে যেত। অসম্মান ও দারিদ্র্যের ভয়ে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও তাদের হৃদয় কাঁপত না। পাষণ্ড আরব পুরুষেরা এরূপ হত্যাকাণ্ড দর্শনে উল্লাস প্রকাশ করত।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রতীয়মান হয় যে, প্রাক-ইসলামি আরবে নারীদের কোনো মান-সম্মান বা অধিকার ছিল না। তারা সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত, নিগৃহীত হয়ে অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করত।

প্রশ্ন ▶ ১৮ জাওয়াদ নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অনার্স ক্লাসের ছাত্র। সে গ্রামীণ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ওপর মাঠকর্মীর কাজ করতে গিয়ে নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রামে যায়। এখানে সে লক্ষ করে, অধিকাংশ মানুষ কৃষি কাজ নিয়ে ব্যস্ত। মাঠের মাঝে মাঝে ত্রিকোণাকার পাথরের স্থাপনা তার চোখে পড়ে। কৃষকদের সাথে তাদের আয়-রোজগারের কথা বলতে গিয়ে দেখে, তাদের ফসলের যাবতীয় হিসাব একটি খাতায় যোগ-বিয়োগ করে রেখেছে। *[নিউ গভ: ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. কিউনিফর্ম কী? ১

খ. ফারাও কাদের বলা হতো এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকে জাওয়াদ যে গ্রামে গিয়েছিল সেই গ্রামাবাসীদের জীবনযাপনের সাথে প্রাচীন কোন সভ্যতার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ত্রিকোণাকার পাথরের স্থাপনা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিউনিফর্ম সুমেরীয়দের চিত্রভিত্তিক লিখন পদ্ধতির নাম।

খ প্রাচীন মিসরীয় রাজা-বাদশাদের ফারাও বলা হতো।

'ফারাও' শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃহৎ গৃহ। মিসরীয় শাসকগণ ছিলেন প্রচণ্ড ক্ষমতাধর এবং তারা বিশাল প্রাসাদে বসবাস করতেন। তাই তাদেরকে ফারাও উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

গ উদ্দীপকে জাওয়াদ যে গ্রামে গিয়েছিলেন সেই গ্রামবাসীদের জীবনযাপনের সাথে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতির সাদৃশ্য রয়েছে।

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মানুষের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি। আর এ কৃষিকাজকে গতিময় করার ক্ষেত্রে প্রকৃতির দান হিসেবে নদীর ভূমিকা যে অপরিসীম তার প্রমাণ রয়েছে উদ্দীপকের গ্রামটিতে এবং প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার পরতে পরতে।

নীল নদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি। আর এ কৃষির উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে নীল নদ। প্রতি বছর জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত নীল নদের উভয় তীর প্লাবিত হয় এবং নদীর উভয় তীর পলিমাটিতে ভরে যায়। পলিমাটি সঞ্চিত উর্বর ভূমিতে নানা ধরনের ফসল উৎপাদন করে মিসরীয়রা তাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রেখে মিসরীয়রা কৃষিকাজকে চাঙ্গা করে তোলে। উদ্দীপকের গ্রামটিও নদীর তীরে অবস্থিত এবং এ গ্রামের মানুষেরা কৃষিকাজের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টায় লিপ্ত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মিসরীয় সভ্যতার কৃষিজীবী মানুষগুলোর সাথে উদ্দীপকের গ্রামবাসীর জীবনযাপন পদ্ধতির গভীর মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ত্রিকোণাকার স্থাপনাটি প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান স্থাপত্য নির্দশন পিরামিডের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে মিসরীয়রা অসামান্য কীর্তি প্রদর্শন করেছে। তাদের ধর্ম, দর্শন, সমাজ, রাজনীতি সবকিছুতে ছিল শিল্পকর্মের ছাপ। তাদের সজীব, বাস্তবধর্মী ও সমৃদ্ধ শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া যায় উদ্দীপকে বর্ণিত ত্রিকোণাকার স্থাপনা তথা সুউচ্চ পিরামিডগুলোতে।

পিরামিড প্রাচীন মিসরীয়দের এক অনন্য আশ্চর্য কীর্তি। গ্রিক ভাষায় 'পিরামিড' শব্দের অর্থ খুব উঁচু। পিরামিড হলো পাথরের তৈরি আকাশচুম্বী বিশাল ও ত্রিকোণাকার সমাধিসৌধ। এ পর্যন্ত ৮০টিরও বেশি পিরামিডের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ৭০টিরও বেশি কালের সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। প্রাচীন মিসরীয়রা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাসী ছিল। তারা মনে করত, সে জীবনেও তাদের ফারাওদের নেতৃত্ব প্রয়োজন। তাই মৃত রাজা-বাদশাহদের দেহ মমি করে রাখার জন্য পিরামিড তৈরি করা হয়। তাছাড়া রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতীক হিসেবে তৈরি করা হয় পিরামিড।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, উদ্দীপকে বর্ণিত ত্রিকোণাকার স্থাপনা বলতে প্রাচীন মিসরীয়দের পিরামিড স্থাপনাকে বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ গেদা আর গেদীর বিয়ের পর তাদের ঘরে একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তাদের আশা ছিল পুত্র সন্তান জন্মাবে। এর ফলে গেদীর সংসারে কলহের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয়বার আবারো কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ায় গেদীকে অভাবের সংসারে নতুন উপদ্রব মনে করে গেদা তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। গ্রামের শিক্ষিত যুবক দলিল গ্রামের এরূপ নির্যাতিত নারীদের রক্ষার কাজে এগিয়ে এলেন। 'কন্যা সন্তান অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ, এরূপ স্লোগান এর মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে সচেতন করলেন। এতে গেদা তার ভুল বুঝতে পারলো এবং তার সংসারে শান্তি ফিরে এলো। *[নিউ গভ: ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. 'জাহেলিয়া' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. হানিফ সম্প্রদায় কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে গেদার কর্মকাণ্ডে ইসলামপূর্ব আরবের সমাজ ব্যবস্থার কোন চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে দলিলের কার্যকলাপ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সামাজিক সংস্কারের আংশিক প্রতিফলন? তোমার মতামত দাও। ৪

https://teachingbd24.com

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'জাহেলিয়া' শব্দের অর্থ অজ্ঞতা, তমসা, অন্ধকার প্রভৃতি।

খ সৃজনশীল ৮ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১৭ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকে দলিলের কার্যকলাপ হযরত মুহাম্মদ (স) এর সামাজিক সংস্কারের আংশিক প্রতিফলন মাত্র।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে হযরত মুহাম্মদ (স) কে শ্রেষ্ঠ সংস্কারক হিসেবে মনে করা হয়। কেননা তিনি একাধারে সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতির সংস্কারের মাধ্যমে অন্ধকারে নিমজ্জিত একটি জাতিকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন। উদ্দীপকে মহানবি (স)-এর সামাজিক সংস্কারের আংশিক প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দলিল তার গ্রামের নির্যাতিত নারীদের অধিকার রক্ষায় কাজ করেন। তার প্রচেষ্টা গ্রামের মানুষকে সচেতন করে। ফলে পরিবারের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। দলিলের এ কাজটি রাসুল (স)-এর সামাজিক সংস্কারের একটি দিকমাত্র। কেননা মহানবি (স) শুধু নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা নয় বরং সমাজের সকলের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অভূতপূর্ব অবদান রাখেন। তিনি আভিজাত্যের গৌরব, কৌলীন্য প্রথা, বংশ মর্যাদা ইত্যাদি দূর করে ন্যায়ভিত্তিক, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি দাস-দাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিদায় হজের ভাষণে রাসুল (স) দাস-দাসীদের ব্যাপারে ঘোষণা করেন, "তোমরা যা খাবে, যা পরবে, দাস-দাসীদেরকেও তাই খেতে ও পরতে দেবে।' এভাবে সমাজের সকলের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় রাসুল (স) অসামান্য অবদান রাখেন, যার সামান্যই উদ্দীপকে পরিলক্ষিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দলিলের কর্মকাণ্ডে রাসুল (স) এর সমাজ সংস্কারের সামান্যই প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২০ কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারি উপজেলা চেয়ারম্যান তার উপজেলার সার্বিক উন্নয়ন কাজে নিজে অংশগ্রহণ করেন। উপজেলার সার্বিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার তদারকি করেন এবং শহরের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করার মাধ্যমে তার উপজেলা শহরের পরিবেশ উন্নততর করেন। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ]*

ক. পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা কোনটি? ১

খ. মিসরকে নীলনদের দান বলা হয় কেন? ২

গ. চেয়ারম্যান সাহেব কোন সভ্যতার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিজ এলাকার উন্নয়ন করেছেন। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চেয়ারম্যান সাহেবের গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ কি প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা হচ্ছে মেসোপটেমীয় সভ্যতা।

খ সৃজনশীল ১৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ চেয়ারম্যান সাহেব প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নিজ এলাকার উন্নয়ন করেছেন।

উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা হলো সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু নদের অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল বলে এই সভ্যতার নাম রাখা হয় সিন্ধু সভ্যতা। নগরকেন্দ্রিক উন্নত জীবন প্রচলনের ক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতার অবদান অসামান্য। যারা পাকা রাস্তা নির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে একটি উন্নতি নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিল। উদ্দীপকেও এরূপ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারী উপজেলা চেয়ারম্যান তার এলাকার উন্নয়নে নিজেই অংশগ্রহণ করেন। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার তদারকিসহ তার শহরের আধুনিকায়নের জন্য তিনি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার কার্যক্রমেরই অনুকরণ। কেননা প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় উন্নত নগরকেন্দ্রিক জীবনের উদ্ভব ঘটেছিল। তারা ঘর-বাড়ি পোড়া মাটির বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি করত। তাদের নগরীর ভিতর দিয়ে পাকা রাস্তা ছিল। এছাড়া প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা যায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট নর্দমাগুলি মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। আর নগর উন্নয়নের এ ধরনের কর্মকাণ্ড উদ্দীপকের চেয়ারম্যান প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অনেকেই কাজে লাগিয়েছেন।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে বর্ণিত চেয়ারম্যানের গৃহীত ব্যবস্থা প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার কার্যাবলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা অন্যতম। সিন্ধু নদীর তীরে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে গড়ে উঠেছিল এই সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতা নগর সভ্যতা হলেও তারা উন্নত কৃষিব্যবস্থার প্রচলন করেছিল। বন্যার পানি সংরক্ষণ ও বাঁধ দিয়ে এই ব্যবস্থাকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল। এছাড়াও পয়ঃপ্রণালি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছিল, যা উদ্দীপকে চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডে দেখা যায়।

উদ্দীপকে চেয়ারম্যান এলাকার উন্নয়নকল্পে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই এই উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। উপজেলার সার্বিক পয়ঃনিষ্কাশন তদারকিসহ শহরের আধুনিকীকরণ করেন। এভাবেই তিনি তার এলাকার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করেন। অনুরূপভাবে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার ক্ষেত্রেও আমরা এই অবস্থার প্রতিফলন দেখি। তারা নদীতে বাঁধ দিয়ে এবং বন্যায় পানি সংরক্ষণ করে কৃষি কাজে ব্যবহার করত। জলসেচের জন্য নালা কেটে পানি এনেও তারা ফসল উৎপাদন করত। বিশেষভাবে তারা সড়ক, কূয়া খনন, পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থার মাধ্যমে যে উন্নয়ন ঘটায় তা আধুনিক নগর বিকাশের ঘটনায় দীপ্তিমান ও প্রজ্জ্বলিত।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে আধুনিককরণের সাথে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার নগর বিকাশ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶২১ মেজর রাব্বানি জাতিসংঘ শান্তি মিশনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আফ্রিকার একটি দেশে নিযুক্ত হলেন। সেখানে তিনি লক্ষ করলেন বেশির ভাগ মানুষ মদ্যপান, জুয়া খেলা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি কাজকে মর্যাদা দিয়ে থাকে। মানুষ দাস হিসেবে বাজারে বিক্রয় হয়। শিশু কন্যাকে জীবিত কবর দেয়া হয়। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ]*

ক. কোন দেশকে জাজিরাতুল আরব বলা হয়? ১

খ. আইয়ামে জাহেলিয়া বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মেজর রাব্বানির দেখা প্রতিবেদনের সাথে তোমার পঠিত কোন যুগের সামাজিক অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে জাহেলিয়া যুগের সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরব ভূখণ্ডকে জাজিরাতুল আরব বলা হয়।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ মেজর রাব্বানির দেখা প্রতিবেদনের সাথে আমার পঠিত প্রাক-ইসলামি যুগের সামাজিক অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

আরবের ইসলাম-পূর্ব যুগকে বলা হতো আইয়ামে জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ। এ সময় আরববাসীর সামগ্রিক জীবন ছিল নৈরাজ্যকর, অনৈতিকতা এবং বিশৃঙ্খল। আর এ ধরনের পরিস্থিতি তৎকালীন সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এ নীতিহীন প্রাক-ইসলামি আরবীয় সমাজের প্রতিচ্ছবিই উদ্দীপকে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে মেজর রাব্বানির উল্লিখিত প্রতিবেদনে দেখা যায় আফ্রিকার একটি দেশে মানুষ মদ্যপান, জুয়া খেলা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি কাজকে মর্যাদা দিয়ে থাকে। মানুষ দাস হিসেবে বাজারে বিক্রয় হয়। শিশু কন্যাকে জীবিত কবর দেয়া হয়। প্রাক-ইসলামি সমাজে এমনটি দৃষ্টিগোচর হয়। তখন আরবের অধিবাসীদের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। আরব বেদুইনদের প্রধান পেশা ছিল লুটতরাজ। অনাচার, ব্যভিচার ও নৈতিক অবক্ষয় আরব সমাজকে কলুষিত করে তুলেছিল। নারীহরণ, ধর্ষণ, চুরি, মদ্যপান, খুন ইত্যাদি গর্হিত কাজ তখনকার আরবীয় সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। এছাড়া প্রাক-ইসলামি যুগে ইহুদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কুসীদ প্রথা বা সুদের ব্যবসা প্রচলিত ছিল। এ প্রথা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ঋণ গ্রহণকারী অর্থ পরিশোধ করতে না পারলে মহাজন তার স্ত্রী এবং সন্তানদের হস্তগত করে দাস-দাসীরূপে বিক্রি করত। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের প্রতিবেদনের সাথে প্রাক-ইসলামি আরব সমাজের ব্যাপক সাদৃশ্য বিদ্যমান।

Teachingbd24.com

ঘ জাহেলিয়া যুগের সমাজব্যবস্থা ছিল বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যকর।
ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের প্রায় একশ বছরকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয়। এটি ছিল অজ্ঞতা বা বর্বরতার যুগ। সভ্য সমাজের কোনো বৈশিষ্ট্য তখনকার মানুষের মধ্যে ছিল না। সুষ্ঠু, সুন্দর, সুশৃঙ্খল জীবন সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ ছিল। তারা সামাজিক অধঃপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। উদ্দীপকে বর্ণিত দৃশ্যপটও এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত প্রদান করছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, আফ্রিকার একটি দেশের বেশিরভাগ মানুষ মদ্যপান, জুয়া খেলা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি কাজকে মর্যাদা দিয়ে থাকে। সেখানে শিশু কন্যাকে জীবিত কবর দেওয়া হয়। যা আইয়ামে জাহেলিয়া যুগের প্রতিফলন। কেননা প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে নারী বা কন্যা শিশুদেরকে অভিশাপ মনে করা হতো। কন্যাসন্তানের বাবা হওয়াকে লজ্জাকর মনে করে তাদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। অন্যদিকে, নারীদের কোনো মর্যাদা ছিল না। তাদেরকে ভোগ্যপণ্য ব্যতীত আর কিছুই ভাবা হতো না। আবার মদ, জুয়া ছিল তখনকার সমাজের মানুষের নিত্য দিনের সাথী। ঐতিহাসিক খোদাবক্স এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, মদ, নারী, জুয়া ছাড়া তারা একদিনও চলতে পারত না, যার প্রচলন আফ্রিকার দেশটিতেও লক্ষণীয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আইয়ামে জাহেলিয়া যুগের সমাজব্যবস্থা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ও চরমভাবে বিশৃঙ্খল।

প্রশ্ন ▶ ২২ জনাব হাসান রাজশাহী জেলা কর্মকর্তা। তার জেলার পাশ দিয়ে পদ্মা নদী প্রবাহিত। জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বন্যায় তার জেলার ব্যাপক ক্ষতি হয়। তিনি রাজশাহীবাসীকে নিয়ে পদ্মা নদীতে বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ফলে রাজশাহী এখন কৃষিসমৃদ্ধ জেলায় পরিণত হয়েছে। *[গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. 'বাবইল' শব্দের অর্থ কী ১
খ. 'উকাজ মেলা' সম্পর্কে যা জান লিখ। ২
গ. রাজশাহীবাসী কোন সভ্যতার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করেছে? লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাচীন মিসরীয়দের অবদান আলোচনা কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'বাবইল' শব্দের অর্থ- দেবতার নগর।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ রাজশাহীবাসী মিসরীয় সভ্যতার জ্ঞান কাজ লাগিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করেছে।
মিসরীয় সভ্যতার বিকাশে নীলনদই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। এ জন্যই মিসরকে বলা হয় 'Gift of the Nile'। মিসরীয় সভ্যতার উষালগ্নে জনগণ পানির প্রাপ্যতা, নীলনদকে কেন্দ্র করে কৃষি উৎপাদন, মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ, পশুপালনের জন্য তৃণভূমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখে নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রতি বছর গ্রীষ্ম কালের শুরুতে প্লাবনের ফলে নীলনদের দুকূল ছাপিয়ে যেত। মাসব্যাপী এ বন্যায় নদীর দুই তীরের জমিতে পলিমাটির আস্তরণ পড়তো। এ কারণে মিসরের জমি খুব উর্বর হতো। ফলে প্রচুর কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হতো। কৃষি ছিল মিসরীয়দের প্রধান পেশা। এ সময় কৃষিকে কেন্দ্র করেই বসতি স্থাপন, বাঁধ নির্মাণ কৌশল, সেচ ব্যবস্থার বিকাশ ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব হাসান বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রাজশাহী বাসীকে নিয়ে পদ্মা নদীতে বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ফলে রাজশাহী এখন কৃষিসমৃদ্ধ জেলায় পরিণত হয়েছে। মিসরীয় সভ্যতার লোকেরাও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ করেছিল। এর মাধ্যমে তারা শুষ্ক মৌসুমে সেচের জন্য বন্যার পানি ধরে রাখত। সুতরাং বলা যায়, রাজশাহীবাসী মিসরীয় সভ্যতার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করেছিল।

ঘ কৃষির বিকাশ, ধর্ম এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে মিসরীয় সভ্যতার অবদান অসামান্য।
সভ্যতার বিকাশে মিসরীয়দের অবদান সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। ধর্ম, শিল্পকলা, স্থাপত্য, চিত্রকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা অসাধারণ অবদান রেখেছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রে মিসরীয়রা বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনা করতো। তারা পরকালে বিশ্বাস করতো। তাদের মাধ্যমে পৃথিবীতে একেশ্বরবাদের উত্থান ঘটে। ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মিসরীয়রা পিরামিড নির্মাণ করে। এজন্য পাথর কাটতে তারা প্রসিদ্ধ হস্ত ছিল। পিরামিড ছাড়াও তারা ধর্ম মন্দির নির্মাণ করেছে। মন্দিরের প্রবেশ পথের দু পাশে সারি সারি স্ফিংস মূর্তি ও সামনে ফারাওয়ের মূর্তি রাখা হতো। চত্তরের শেষ ভাগে থাকত একটি বিশাল হলঘর। মিসরীয়রা মূর্তি খোদাই করে মন্দিরের দেওয়াল সাজাত। স্ফিংস ছিল মিসরীয় ভাস্কর্যের প্রধান উদাহরণ। মিসরীয়রা নগর সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে 'হায়ারোগ্লিফিক' নামে বর্ণভিত্তিক লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে। প্যাপিরাস কাগজে তারা এ বর্ণগুলো চর্চা করতো। এ ছাড়াও গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, সাহিত্য ও দর্শনের বিকাশে মিসরীয়দের অবদান অপরিসীম।
পরিশেষে বলা যায়, সভ্যতার সূচনালগ্নে মিসরীয়রা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার প্রভূত উন্নতি সাধন করে, যা পরবর্তী সভ্যতাসমূহের বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে মাসব্যাপী ক্রেতা, বিক্রেতা, দর্শনার্থী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত হন। উন্মুক্ত মঞ্চে প্রতিদিন আবৃত্তি, সঙ্গীত, প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর সাহিত্যকর্মের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কারও এখান থেকে ঘোষণা করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্তদের পদক, প্রত্যয়নপত্র ও নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। *[রাঙ্গণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. প্রাক-ইসলামি আরবের একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের নাম কী? ১
খ. জাজিরাতুল আরব বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলা একাডেমি পুরস্কারের সাথে আরবের উকাজ মেলায় কোন পুরস্কারের তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের মেলাটির মতো উকাজ মেলাও সাহিত্যনির্ভর ছিল? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাক-ইসলামি আরবের একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের নাম 'হানিফ'।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ বাংলা একাডেমি পুরস্কারের সাথে প্রাচীন আরবের উকাজ মেলায় সেরা কবিতার জন্য প্রদত্ত পুরস্কারের তুলনা করা যায়।
মানবমনের শুদ্ধতম ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। এজন্য সাহিত্য চর্চা মানসিকতার পরিবর্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দীপক এবং ইসলামপূর্ব আরবের মধ্যে এ সাহিত্য চর্চার অনুসঙ্গটিই সাদৃশ্য স্থাপন করেছে।
প্রাচীন আরবের সাংস্কৃতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল কবিতা চর্চা। এক্ষেত্রে প্রাচীন আরবের অধিবাসীদের দক্ষতা, পারদর্শিতা ও ভাষাজ্ঞান ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। কাব্যপ্রীতি ছিল তাদের সাহিত্য প্রতিভার উজ্জ্বলতম দিক। মক্কার বাৎসরিক উকাজ মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল কবিতা প্রতিযোগিতা। প্রতিবছর এখানে কবিতা প্রতিযোগিতা হতো এবং শ্রেষ্ঠ কবিদের পুরস্কৃত করা হতো। নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোকে কাবাঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো, যা সাবায়ে মুয়াল্লাকাত নামে পরিচিত ছিল। উদ্দীপকেও কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন ও পুরস্কার প্রদানের দিকটি লক্ষণীয়। এরূপ পুরস্কার কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং বলা যায়, এ পুরস্কারটি প্রাচীন আরবের উকাজ মেলার সেরা কবিতার জন্য প্রদত্ত পুরস্কারের সাথেই তুলনীয়।

ঘ উকাজ মেলা বাংলা একাডেমির মেলার মতো সাহিত্যনির্ভর ছিল না বলে আমি মনে করি।
উকাজ মেলা ছিল আরব সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। সেখানে সাহিত্যের বাইরেও অনেক কিছুর উপস্থিতি ছিল, যা আরবের তৎকালীন সংস্কৃতির পরিচয় বহন করত। কিন্তু বাংলা একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত বইমেলা শুধু সাহিত্যনির্ভর।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বই ক্রয়-বিক্রয়ের পাশাপাশি উন্মুক্ত মঞ্চে আবৃত্তি, সংগীত, প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যকর্মের জন্য পুরস্কারও দেওয়া হয়। অর্থাৎ এ মেলার সব কর্মকাণ্ডই সাহিত্যনির্ভর। উকাজ মেলায়ও আরবের শ্রেষ্ঠ কবিদের নিয়ে কবিতা প্রতিযোগিতার আসর বসত। প্রতিযোগিতায় এক বা একাধিক কবিতা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতো। তবে উকাজ মেলা বাংলা একাডেমির মেলার মতো শুধু সাহিত্যনির্ভর ছিল না। এখানে সাহিত্য প্রতিযোগিতা ছাড়াও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন খেলা যেমন— জুয়া, লাঠি, মল্লযুদ্ধ, বিভিন্ন ধরনের নৃত্য-গীত ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। এ মেলায় আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য প্রদর্শিত হতো। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীও ঐ মেলা থেকে আরবরা সংগ্রহ করত। এটি ছিল মোটামুটি আরব সংস্কৃতির সামগ্রিক চিত্র। সাহিত্যচর্চা ছিল শুধু এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলা একাডেমির মেলাটির ন্যায় 'উকাজ মেলা' কেবল সাহিত্যের গণ্ডিতেই আবদ্ধ ছিল না; বরং এর পরিসর ছিল বহুমাত্রিক।

প্রশ্ন ▶ ২৪ 'দীপা হত্যার বিচার চাই', 'নারী নির্যাতন বন্ধ কর', 'নিরাপদ সমাজ চাই', অধিকার নিয়ে বাঁচতে চাই প্রভৃতি শ্লোগানে সজ্জিত ব্যানার নিয়ে বিশ্ব নারী দিবসে রাস্তার পাশে মানববন্ধন করছিল সবুজপত্র বিদ্যানিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা। তারা শিশু, কিশোরী, ছাত্রী, বধূ, পুত্রবধূ সবার নিরাপত্তা চায়। তাদের প্রতি পাশবিক, নিষ্ঠুর ও অমানবিক অত্যাচার নির্যাতনের অবসান চায়। তারা নিঃসংকোচে বেড়ে ওঠার নিশ্চয়তা চায়, নারীর প্রতি ঘৃণিত অত্যাচারের অধ্যায়ের সমাপ্তি চায়। মানববন্ধনে অংশ নিয়ে নারীনেত্রী জুলেখা চৌধুরী বলেন যে, নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, তাদের লেখা পড়া শেখাতে হবে, সম্পত্তির অধিকার দিতে হবে, তাদের মর্যাদা দিতে হবে। তবেই নারীর প্রতি পাশবিক আচরণ বন্ধ হবে।

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

ক. কাকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়? ১

খ. 'সুখী আরব ভূমি' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকটিতে প্রাক-ইসলামি আরবের সমাজব্যবস্থার কোন দিকটি প্রকাশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জুলেখা চৌধুরীর বক্তব্যটি যেন নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর গৃহীত সংস্কারের আদর্শিক প্রতিফলন।' বিশ্লেষণ করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

খ সুখী আরব ভূমি বলতে দক্ষিণ আরব অর্থাৎ ইয়েমেন, হাজরামাউত ও ওমান অঞ্চলকে বোঝায়।

দক্ষিণ আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে পাহাড়ি ও অনাবাদি ভূমি থাকলেও কয়েকটি উর্বর ও বিস্তৃত উপত্যকা রয়েছে। এ উর্বর ভূখণ্ডে কফি, নীল, খেজুর, শাকসবজি, বিভিন্ন ফল ও ফসলের উৎপাদন হয়ে থাকে। এ অঞ্চলগুলো কৃষি উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, রকমারি পণ্যদ্রব্যের কেন্দ্রস্থল ও ধন-সম্পদের কেন্দ্রভূমি হওয়ায় প্রাচীনকালে এগুলোকে 'সুখী আরব ভূমি' বা আরবদের সৌভাগ্য বলা হতো।

গ উদ্দীপকে প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে বিদ্যমান নারীর প্রতি অত্যাচার, নির্যাতন ও তাদের অধিকার বঞ্চনার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও সব যুগেই নারীরা সমাজে নিগৃহীত, অবহেলিত হয়ে নানা অত্যাচার, নির্যাতনের শিকার হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজের হীন দৃষ্টিভঙ্গিই নারীর মর্যাদা আর অধিকারকে বারবার ভূলুণ্ঠিত করেছে। উদ্দীপকে যেমন এ বাস্তবতা অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি প্রাক-ইসলামি আরব সমাজেও নারীর এমন করুণ ও মর্যাদাহীন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সবুজপত্র বিদ্যানিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা নারী দিবসে রাস্তার পাশে মানববন্ধন করছে। তারা দীপা নামের একটি মেয়ে হত্যার বিচারসহ নারী নির্যাতন বন্ধের দাবি জানায়। তাদের দাবিতে আমাদের সমাজে নারী নির্যাতন এবং নারীর নিরাপত্তাহীনতার কথা ফুটে উঠেছে। প্রাক-ইসলামি আরব সমাজেও নারী এভাবে নির্যাতিত হতো। তাদের সামাজিক মর্যাদা বলে কিছুই ছিল না। তারা ভোগ্যপণ্য হিসেবে হাটে-বাজারে বিক্রি হতো। কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়াকে আরবরা অমর্যাদাকর মনে করত। তাই কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও তারা দ্বিধা করত না। অনাচার, ব্যভিচার, নারী হত্যা ছিল তাদের নিত্যনৈমত্তিক কর্মকাণ্ড। প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে নারী ছিল পুরুষদের ভোগের সামগ্রী। এক কথায় তৎকালীন নারী সমাজ ছিল সকল অধিকারবঞ্চিত, নির্যাতিত, অবহেলিত। উদ্দীপকে প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে নারীদের এমন করুণ অবস্থার চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ জুলেখা চৌধুরীর বক্তব্যটি যেন নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর গৃহীত সংস্কারের আদর্শিক প্রতিফলন— উক্তিটি যথার্থ।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। এতে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ, নির্বিশেষে সবার সমান অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে বিশ্বনবি মুহাম্মদ (স) সর্বপ্রথম নারীর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন। উদ্দীপকেও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসুল (স)-এর ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নারী নেত্রী জুলেখা চৌধুরী নারী নির্যাতন বন্ধের জন্য তাদের সম্পত্তির অধিকার এবং মর্যাদা নিশ্চিতকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। জুলেখা চৌধুরীর কথায় রাসুল (স)-এর নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংস্কারমূলক কাজের প্রতিফলন ঘটেছে। কেননা রাসুল (স) অবহেলিত নারী জাতিকে স্বীয় পিতা ও স্বামীর সম্পদের অংশ প্রদান করেছেন। সকল প্রকার অবৈধ বিবাহ প্রথা বাতিল করে বৈধ বিবাহের প্রচলন করেন। মোহরানা প্রথার মাধ্যমে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনিই প্রথম নারীকে মাতা, কন্যা, বোন ও স্ত্রী হিসেবে সমাজে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন, তিনি ঘোষণা করেন, 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহশত।' নারীদের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে বিদায় হজের ভাষণে রাসুল (স) বলেন 'নারীর ওপর পুরুষের যতটুকু অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীর ততটুকু অধিকার আছে।' রাসুল (স) কন্যাসন্তান পছন্দ করতেন। তিনি অপরিসীম স্নেহ, মমতা দিয়ে তার কন্যাদের বড় করে তোলেন। তিনি ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী নারীকে সকল অধিকার প্রদান করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, জুলেখা চৌধুরীর বক্তব্যে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসুল (স)-এর সংস্কারসমূহই প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৫ তানিয়া ডিসকভারি চ্যানেলে আফ্রিকার একটি আদিম মানব গোষ্ঠীর জীবন প্রবাহ দেখছিল। তাদের একটি স্বতন্ত্র শাসনপ্রণালি আছে। শাসন বিভাগের প্রধানকে তারা বলে 'চিংগুরা'। তার হাতে প্রচুর ক্ষমতা। তিনি তাদের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের মালিক। তিনি রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, প্রধান বিচারপতি ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেও তিনি বিচারক। তাই তারা নিজেদের জন্য ঘর বাড়ি না বানালেও তাদের সম্মানিত 'চিংগুরার' জন্য সুন্দর ঘরবাড়ি তৈরি করে। তার মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য তারা বানিয়েছে পৃথক ও আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্থাপনা। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]*

ক. কে মিসরকে নীল নদের দান বলেছেন? ১

খ. 'জাজিরাতুল আরব' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'চিংগুরা' ও তার প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উভয়ের মৃতদেহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য এক হলেও সংরক্ষণের জন্য নির্মিত স্থাপনার বৈশিষ্ট্য কি এক? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস মিসরকে নীল নদের দান বলেছেন।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'চিংগুরা' ও তার প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার ফারাও এর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দুতে সাধারণত একজন ব্যক্তি অবস্থান করতেন। যিনি ফারাও নামে পরিচিত। রাষ্ট্রের সব কর্মকাণ্ড তার নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হতো। এমনকি ফারাওকে আধ্যাত্মিক জগতেরও প্রধান বলে গণ্য করা হতো। উদ্দীপকে ফারাও এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে নির্দেশিত ডিসকভারি চ্যানেলে দেখা যায়, আফ্রিকার একটি আদিম মানবগোষ্ঠীর বিচার বিভাগের প্রধানকে চিংগুরা বলা হতো। যিনি ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, প্রধান বিচারপতি। এমনকি তিনি মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেরও বিচারক। চিংগুরার মধ্যে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার ফারাও এর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। কেননা এ সভ্যতার শাসক ফারাও বিপুল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল বিশ্ব জোড়া। তারা শুধু পৃথিবীর নয় আধ্যাত্মিক জগতেরও প্রধান ছিলেন। বিচারব্যবস্থায়ও ফারাও ছিলেন প্রধান ভূমিকায়। তাই বলা যায়, চিংগুরার কর্মকাণ্ডে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার শাসক ফারাও এর প্রভাব- প্রতিপত্তির প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ না, উভয়ের মৃতদেহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য এক হলেও সংরক্ষণের জন্য নির্মিত স্থাপনার বৈশিষ্ট্য এক নয়।

প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্যতম দিক ছিল মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া। তারা বিশ্বাস করত মৃত মানুষ কবরে গেলে তার দেহে আবার আত্মা ফিরে আসে। কিন্তু দেহ পচে গেলে আত্মার ফিরে আসতে সমস্যা হয়। এ জন্য তারা দেহকে মমি করে রাখত। যেখান থেকে পরবর্তীতে পিরামিডের উদ্ভব ঘটে। উদ্দীপকেও দেহ মমি করে রাখা এবং পিরামিডের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে নির্দেশিত ডিসকভারি চ্যানেলে দেখা যায়, আফ্রিকার একটি আদিম মানবগোষ্ঠী তাদের বিচারক চিংগুরার মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। তারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য চিংগুরার জন্য সুন্দর ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। অনুরূপভাবে প্রাচীন মিসরীয়রাও তাদের শাসক ফারাও এর দেহ সংরক্ষণ করত। চিংগুরা এবং ফারাও এর দেহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য এক। কেননা তারা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর কবরে দেহে আবার আত্মা ফিরে আসবে। এ কারণে তারা মৃতদেহকে সংরক্ষণ করে। কিন্তু তাদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য নির্মিত স্থাপনার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা চিংগুরার জন্য সুন্দর ঘর বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে, পক্ষান্তরে ফারাওদের জন্য মিসরীয়রা তৈরি করত পাথরের পিরামিড। পিরামিডের গঠন কাঠামো এতই উন্নত যে শতশত বছর পরেও তা টিকে আছে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকের চিংগুয়া ও ফারাও এর দেহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য এক হলেও সংরক্ষণের জন্য নির্মিত স্থাপনা ভিন্ন ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৬ সোমার শহর 'কেশবপুরে' বই মেলা চলছিল। সোমা তার বান্ধবী রূপাকে নিয়ে একদিন বিকেলে বই মেলায় বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে তারা দেখতে পেল মেলার একদিকে নতুন নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হচ্ছে। মেলার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বুক স্টল। সেগুলোতে খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকরা উপস্থিত হচ্ছেন। আরেক প্রান্তে কবিতা প্রযোগিতা হচ্ছে। স্থানীয় কবি ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে প্রতিযোগীরা এতে অংশ নিচ্ছে। বিচারকমণ্ডলীর রায়ে তিনজন শ্রেষ্ঠ কবিকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। মেলার বিভিন্ন প্রান্তে বই ছাড়াও স্থানীয় জিনিসপত্রের পশরা তাদের চোখে পড়ে। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]*

ক. কাকে আরব শেক্সপিয়ার বলা হয়? ১

খ. Public Register of the Arabs বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের পুরস্কারের সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের কোন পুরস্কারের তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মেলার চেয়ে প্রাক-ইসলামি আরবে অনুষ্ঠিত মেলাটির কার্যক্রম ছিল আরও বিস্তৃত।' উক্তিটি সমর্থন কর কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইমরুল কায়েসকে আরব শেক্সপিয়ার বলা হয়।

খ ইসলামপূর্ব যুগে আরবে রচিত কবিতাগুলোকে The Public Register of the Arabs বলা হয়।

আরবি ভাষা জাহেলিয়া যুগেও খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। সে সময়ে আরবি কবিতাসমূহ উন্নত গঠনশৈলী অনুসারে রচিত হতো। আর ইসলামপূর্ব আরবদের জীবনপ্রণালি জানার জন্য কাব্য ছাড়া অন্য কোনো উৎস ছিল না। কাব্যের মাধ্যমে আরবরা প্রেম, ভালোবাসা, গোত্রপ্রীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, গণতান্ত্রিক ভাবাবেগ, স্বাধীনচেতা মনোভাব, বীরত্ব তথা তাদের সার্বিক জীবনপ্রণালি তুলে ধরেছেন। এ কারণে ইসলামপূর্ব আরবের কবিতাগুলোকে The Public Register of the Arabs বা 'দিয়ানুল আরব' বলা হয়।

গ কেশবপুর বইমেলায় পুরস্কারের সাথে 'উকাজ মেলায়' নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য প্রদত্ত পুরস্কারের তুলনা করা যায়।

প্রাক-ইসলামি আরবের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিক 'উকাজ মেলার' সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল কাব্য প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর এক বা একাধিক কবিতাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে ঘোষণা করে পুরস্কার দেওয়া হতো। কেশবপুরের বইমেলায়ও সেরা সাহিত্যকর্মের জন্য অনুরূপ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্রাক-ইসলামি আরবে হজের মৌসুমে মাসব্যাপী উকাজ মেলা অনুষ্ঠিত হতো। এ মেলায় কবিতা পাঠের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। এ প্রতিযোগিতায় তারাফা আমর, ইবনে কুলসুম, লাবিদ ইবনে রাবিয়া, আনতারা ইবনে শাদ্দাদ, ইমরুল কায়েস প্রমুখ কবি অংশগ্রহণ করতেন। এখানে শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্বাচন করে পুরস্কৃতও করা হতো। এই মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাতটি কবিতা সোনালি অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে কাবাঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এগুলো 'সাবায়ে মুয়াল্লাকাত' নামে পরিচিত ছিল। উদ্দীপকেও দেখা যায়, কেশবপুরে অনুষ্ঠিত বইমেলায় বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকগণকে সম্মানিতও করা হয়। তাই বলা যায়, কেশবপুর বইমেলার পুরস্কারের সাথে 'উকাজ মেলায়' নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য প্রদত্ত পুরস্কারের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ সৃজনশীল ২৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৭ উত্তরবঙ্গের কিছু অঞ্চলে খরার কারণে কোনো শস্যাদি জন্মায় না। আবহাওয়া বেশি প্রখর। আবহাওয়াও প্রখর ছিল। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে মাঝে মাঝে কিছু বৃষ্টি হয়। আবহাওয়ার এমন প্রতিকূলতা সেখানকার জনগণকেও গড়ে তুলেছে রুক্ষ ও কষ্ট সহিষ্ণু করে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. সাইমুম কী? ১

খ. আরব জাতির শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ স্থানের আবহাওয়া বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. আবহাওয়ার প্রভাবে আরব অধিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাইমুম হলো মরুর বালুঝড়।

খ আরব জাতি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। সেগুলো হলো আরব-ই-বায়দা, আরব-ই-আরিবাহ এবং আরব-ই-মুস্তারিবাহ।

আরবের আদিম অধিবাসীদের আরব-ই-বায়দা বলে। আদ, সামুদ, তামস, জাদীস, জারহাম বংশ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তী জাতিগুলোর আবির্ভাবে এ জাতিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। আরব-ই-বায়দার ধ্বংসের পর যে জাতিগোষ্ঠী আরবে বসতি স্থাপন করেছিল তারাই আরব-ই-আরিবাহ নামে পরিচিত। উত্তর আরবের অধিবাসীদের আরব-ই-মুস্তাবিরাহ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত অঞ্চলের আবহাওয়ার সাথে আরব উপদ্বীপের আবহাওয়া সাদৃশ্যপূর্ণ।

https://teachingbd24.com

ভৌগোলিক দিক দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ আরব ভূখণ্ড বিভিন্ন সাগর-মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত হলেও এর আবহাওয়া ও জলবায়ু অত্যন্ত শুষ্ক এবং উত্তপ্ত। অভ্যন্তরীণ নদ-নদীর অভাবে এ অঞ্চলটি উত্তপ্ত মরু অঞ্চল, শুষ্ক নিষ্করুণ, রৌদ্রদগ্ধ, গাছপালা শূন্য এবং লু হাওয়া প্রবাহিত। অনুরূপ আবহাওয়া উদ্দীপকের অঞ্চলেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, উত্তরবঙ্গে খরার কারণে কোনো শস্যাদি জন্মায় না। এখানকার আবহাওয়াও বেশ প্রখর। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হয়। আরব মরুভূমিতে একই অবস্থা বিরাজমান। আরব ভূমির অধিকাংশই বৃষ্টিহীন প্রান্তর। তাই এর আবহাওয়ায় অনাবৃষ্টির রুক্ষতাই প্রবল। দক্ষিণের সমুদ্র থেকে জলীয় বাষ্প ভেসে এলেও মরুভূমির তপ্ত হাওয়া তা শুষে নেয়। তাই ঐ মেঘ যখন আরবের প্রান্তে এসে পৌঁছে তাতে আর জলীয় বাষ্প থাকে না। শুষ্ক আবহাওয়া, অনাবৃষ্টি ও ভূমির লবণাক্ততা প্রভৃতির মতো প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম করেই আরববাসীদের জীবন গড়ে উঠেছে।

ঘ সৃজনশীল ৭ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২৮ আতিক ঢাকাস্থ কামরাঙ্গীর চরে ঘুরতে গিয়ে এক শ্রেণির কিছু মানুষ দেখল যারা তাঁবু খাঁটিয়ে পরিবার মিলে বসবাস করছে। তাদের কাছে খোঁজ নিয়ে আতিক জানতে পারে তারা এখানে কিছুদিন হলো পটুয়াখালী থেকে এসেছে। আবার তারা সপ্তাহ খানিক পর জামালপুর যাবে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়েই তারা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে। এক জায়গায় তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। *[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. প্রাচীন আরবের আয়তন কত? ১

খ. উকাজ মেলার গুরুত্ব বর্ণনা করো। ২

গ. আতিকের দেখা মানুষগুলোর সাথে ইসলামপূর্ব আরবের কোন সম্প্রদায়ের মানুষের সাদৃশ্য বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীন আরবের আয়তন প্রায় ১০,২৭,০০০ বর্গমাইল।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে আতিকের দেখা মানুষগুলোর সাথে ইসলামপূর্ব আরবের বেদুইন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

আরব বেদুইনরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে এবং তৃণ অঞ্চলে তাঁবু খাটিয়ে জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত। ছন্দময় চলার পথেই তারা প্রচুর আনন্দ লাভ করে। পশুচারণই তাদের প্রধান জীবিকা। জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে তারা একস্থান হতে অন্যস্থানে গমন করে। তারা সাদাসিধা জীবনযাপন করে। তারা উটের দুধ, মাংস খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে। কৃষিকাজ ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি তারা আদৌ মনোযোগী ছিল না। তারা মনে করে শিকার এবং লুণ্ঠনই জীবনধারণের মোক্ষম উপায়। লুণ্ঠনকে তারা অপরাধ মনে করত না। বরং অনুর্বর ভূমিতে লুণ্ঠন করে খাওয়া তারা ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার বলে মনে করত।

উদ্দীপকে কামরাঙ্গীর চরেও আরব বেদুইনদের মতো কিছু উদ্বাস্তু মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যারা জীবিকার তাগিদে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের মানুষগুলো আরব বেদুইনদেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতবহ প্রাক-ইসলামি যুগের আরব বেদুইনরা ছিল ভিন্নধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

আইয়ামে জাহেলিয়া যুগের আরব বেদুইনরা রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যে কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। ফলে তাদের চরিত্রে স্বাভাবিকভাবেই নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। কিন্তু বেদুইনদের চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, পৌরুষত্ব, কষ্টসহিষ্ণুতা, অতিথিপরায়ণতা এবং গোত্রপ্রীতি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তারা শুধু পানির জন্য বা তৃণভূমির অধিকারের মানসে বেপরোয়া হয়ে উঠত। আঞ্চলিকতাভিত্তিক কূপমণ্ডূকতা কখনও তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। নিজেদের পৌরুষত্ব জাহির করার ক্ষেত্রে তারা সর্বত্র সমভাবে অবিচল থাকত। জলবায়ু, প্রকৃতিগত অবস্থার প্রতিকূলতা তাদেরকে সর্বাগ্রে সংগ্রামী মনোবৃত্তির অধিকারী করে তুলেছিল। বেদুইন নারীগণ পূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদ লাভে কখনও বঞ্চিত হতো না। প্রয়োজনবোধে স্বামীকে পরিত্যাগ করার অধিকারও সংরক্ষণ করত।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রকৃতির কঠোরতার জন্যই আরব বেদুইনরা নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল।

প্রশ্ন ▶২৯ খুলনা বালিয়াঘাটা অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর। কিন্তু প্রতিবছর বন্যা হওয়ায় পশুর নদীর পানি ঢুকে এ অঞ্চলের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ সমস্যা দূর করার জন্য এলাকাবাসী স্থানীয় ভাইস চেয়ারম্যান এর বাসায় একত্রিত হয়। চেয়ারম্যান সাহেব তখন এলাকাবাসীকে বললেন, প্রাচীনকালেও কোনো এক সভ্যতার মানুষেরা এ জাতীয় সমস্যার মোকাবিলা করেছিল। ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে, যা স্থানীয় সংস্কৃতি ও স্থাপত্য কলার বিকাশে ভূমিকা রাখে। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

ক. কোন নদীকে কেন্দ্র করে মিসরীয় সভ্যতা গড়ে উঠে ছিল? ১

খ. উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে প্রাচীন কোন সভ্যতার মিল পাওয়া যায়? ৩

ঘ. প্রাচীন সভ্যতা বিকাশে নদীর অবদান উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নীল নদকে কেন্দ্র করে মিসরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার মিল পাওয়া যায়।

প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি ভূমি হিসেবে বিবেচিত মিসরের অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে। আজ থেকে ৭০০০ বছর আগে যখন পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুতে নানা পরিবর্তনের ফলে দিনের পর দিন বৃষ্টি পড়ত, মিসরের নীলনদের পানি উপচে দুকূল ছাপিয়ে নবোপলীয় মানুষের কৃষি উৎপাদনসহ সকল সহায়-সম্বল ভাসিয়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিত, তখন মিসরীয়রা প্রতি বছরের এ বন্যাকে রোধ করার জন্য বাঁধ দেওয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। উক্ত সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে প্রাচীন মিসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, কৃষি উপকরণ, সেচব্যবস্থা প্রভৃতির বিকাশের সাথে সাথে নগরের বিকাশ ঘটতে থাকে যা মিসরকে সভ্যতার পটভূমিতে পরিণত করে।

উদ্দীপকের বালিয়াঘাটা এলাকার লোকজন মিসরীয়দের মতোই সমস্যা কবলিত। তারাও নদীর বন্যার কারণে ক্ষতির শিকার। এলাকাবাসী সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালালে বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব এবং তারাও মিসরীয়দের মতো বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনার সাথে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার মিল পাওয়া যায়।

ঘ প্রাচীন সভ্যতা বিকাশে নদীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে– উদ্দীপক এবং প্রাচীন সভ্যতাগুলো বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা এর প্রমাণ পাই।

আমরা জানি যেকোনো সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশে যোগাযোগব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাচীনকালে জলপথ ছাড়া যাতায়াতের কোনো মাধ্যম ছিল না। বিকল্প যাতায়াত মাধ্যম না থাকায় মানুষ জীবিকার জন্য জলপথের ওপর নির্ভর করত। এছাড়া নদীতে মৎস্যচাষ, নদীর অববাহিকার প্লাবিত হয়ে মাটিতে ভরে যাওয়ার ফলে ফসল উৎপাদন এবং শিল্প কারখানার কাজে ব্যবহার করার জন্য মানুষ নদীর তীরকেই সভ্যতা নির্মাণের উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচনা করত।

মিসরের দিকে তাকালে দেখা যায়, এখানকার মানুষ নীল নদের উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ করে নদীকে শাসন করে। ফলে এখানে যাতায়াত, মৎস্যচাষ, পশুপালন, ফসলাদি উৎপাদন, এবং জনপদ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। ফলে এখানে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে ওঠে। আবার রোমান সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা টাইবার নদীর অবদান দেখতে পাই। এছাড়া মিসরীয় সভ্যতার সমসাময়িককালে ইরাক অঞ্চলে বেশ কয়েকটি

Teachingbd24.com

নগর সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। এগুলোকে একত্রে মেসোপটেমীয় সভ্যতা বলে। এই মেসোপটেমীয় সভ্যতায় ফোরাত এবং দজলা নদীর প্রভাব লক্ষণীয়। নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ফলে এসব সভ্যতার শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প, স্থাপত্যকলা উন্নত পর্যায়ে স্থান লাভ করে। ফলে এসব সভ্যতা দ্রুতগতিতে বিকশিত হয়। উদ্দীপকেও খুলনার বালিয়াঘাটা ও এর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে পশুর নামক একটি নদী গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। সরকার এ নদীতে বাঁধ নির্মাণ করার ফলে এর তীরবর্তী এলাকা বন্যামুক্ত হয়েছে এবং পরিকল্পিত সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষি উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা সাপেক্ষে বলা যায় যে, মানব সভ্যতা বিভিন্ন নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং বিকশিত হয়। তাই সভ্যতার বিকাশে নদীর অবদান অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶৩০ গ্রিনলিফ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি 'Z' তার ক্লাবের জন্য একটি গঠনতন্ত্র তৈরি করেন। সেখানে ক্লাবের সদস্যদের সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়। পাশাপাশি কর্তব্যে অবহেলা, অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া এবং অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে জড়িতদের বহিষ্কারের কথাও উল্লেখ করা হয়। *[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]*

ক. কোন নদীর তীরে মিসরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? ১

খ. কিউনিফর্ম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সভাপতির কাজের সাথে প্রাচীন সভ্যতার কোন শাসকের কাজের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের প্রণীত আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি— মূল্যায়ন করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নীলনদকে কেন্দ্র করে মিসরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

খ সৃজনশীল ৯ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সভাপতির নিয়মনীতির সাথে প্রাচীন সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গির প্রণীত আইনের সাদৃশ্য রয়েছে।

সুশৃঙ্খল ও সুন্দর সমাজব্যবস্থার জন্য আইনের কোনো বিকল্প নেই। সুমেরীয় সভ্যতায় এজন্য আইনের প্রবর্তন করা হয়েছিল। একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শৃঙ্খলা রক্ষার্থে উদ্দীপকেও একটি ক্লাবের জন্য আইনের ন্যায় কিছু নিয়ম-নীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

উদ্দীপকের গ্রিনলিফ ক্লাবের সভাপতি ক্লাবের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। অনুরূপভাবে সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গি সুষ্ঠুভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য সুমেরীয় আইন প্রণয়ন করেন। ডুঙ্গি তার সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য স্থানীয় প্রচলিত আইনগুলো সংগ্রহ করে, সংকলন করেন। অপরাধের জন্য প্রত্যেক অপরাধীকে সমান কষ্টদায়ক সাজা প্রদান সুমেরীয় ফৌজদারি আইনের বিধান ছিল। এক্ষেত্রে চোখের বদলে চোখ, অঙ্গের বদলে অঙ্গ কর্তনের বিধান ছিল। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবার উদ্যোগী হয়ে ন্যায়বিচারের প্রার্থনা করতে পারত। বিচারালয় তখন বাদি ও বিবাদির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করতো। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সভাপতি 'Z' এর কাজে প্রাচীন সুমেরীয় শাসক ডুঙ্গির কাজের ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের ইঙ্গিতবহ সম্রাট ডুঙ্গির প্রণীত আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি— উক্তটি যথার্থ।

আইন একটি সমাজে বসবাসরত মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করে। সুমেরীয় সভ্যতায় এ জন্য আইনের প্রবর্তন করা হয়েছিল। সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গি নিয়মনীতি সংবলিত একটি আইন কাঠামো প্রণয়ন করেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত গঠনতন্ত্রে ক্লাবের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়। এ নিয়মে কর্তব্যে অবহেলা, অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া এবং অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য বহিষ্কার তথা শাস্তির উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে সুমেরীয় সম্রাট ডুঙ্গি সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য সুমেরীয় আইন প্রণয়ন করেন। ডুঙ্গি তার সাম্রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় প্রচলিত আইনগুলো সংগ্রহ করে সংকলন করেন। প্রত্যেক অপরাধের জন্য অপরাধীকে সমান কষ্টদায়ক সাজা প্রদান সুমেরীয় ফৌজদারি আইনের বিধান ছিল। এক্ষেত্রে চোখের বদলে চোখ, অঙ্গের বদলে অঙ্গ কর্তনের বিধান ছিল। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে বা তার পরিবার উদ্যোগী হয়ে ন্যায় বিচারের প্রার্থনা করতে হতো। বিচারালয় তখন বাদি ও বিবাদির মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বা সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে কাজ করতো।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, সম্রাট ডুঙ্গির প্রণীত আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ▶৩১ আফ্রিকার সিয়েরালিয়নে শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত বাংলাদেশি যুবক রহিম। স্থানীয় যুবক সিবাবার সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। রহিম বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারে বিভিন্ন গোত্র দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত যা যুদ্ধের রূপ ধারণ করে। এ গোত্রীয় দ্বন্দ্বে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে। বিদ্যমান আইন থাকলেও নেতাদের নির্দেশকে তারা অধিক গুরুত্ব দিত। এ প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞরা জাতীয় ঐক্য ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার পক্ষে মত প্রকাশ করে। *[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]*

ক. প্রাক-ইসলামি যুগে মক্কার শাসন পরিষদের নাম কী ছিল? ১

খ. 'জাজিরাতুল আরব' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত গোত্রীয় দ্বন্দ্বের সাথে প্রাক-ইসলামি যুগের কোন বৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি হতে উত্তরণের জন্য জাতীয় ঐক্য ও যোগ্য নেতৃত্ব অপরিহার্য— বক্তব্যটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-মালা ছিল প্রাক-ইসলামি যুগে মক্কার শাসন পরিষদ বা মন্ত্রণা সভা।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত গোত্রীয় দ্বন্দ্বের সাথে প্রাক-ইসলামি যুগের গোত্র কলহের মিল পাওয়া যায়।

প্রাক-ইসলামি যুগে তুচ্ছ কারণেই গোত্রীয় কলহের সূত্রপাত হতো এবং এর জের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে বংশানুক্রমে চলত। যেমন বানু বকর ও তাঘলিবের মধ্যে সংঘটিত 'বাসুস যুদ্ধ' দীর্ঘ চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়েছিল। মদিনার আউস ও খাজরাব গোত্রের মধ্যে 'বুয়াসের যুদ্ধ' এবং মক্কার কুরাইশ ও হাওয়াযিন গোত্রদ্বয়ের মধ্যে 'হারবুল ফুজ্জার' ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ীভাবে সংঘটিত হয়েছিল। অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহের এ সময়কে 'আইয়াম আল-আরব' বলা হতো। পানির নহর, তৃণভূমি ও গবাদিপশুকে উপলক্ষ করে এক গোত্রের সঙ্গে অপর গোত্রের যুদ্ধের সূত্রপাত হতো। ঐতিহাসিক গীবন বলেন, ইসলাম পূর্বযুগে আরবে প্রায় ১৭০০টি যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং বাসুস, বুয়াস, হারবুল ফুজ্জার ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। এ থেকে বোঝা যায় যে, আরবে কোনো কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা কিংবা সুসংগঠিত কোনো রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না।

উদ্দীপকের গোত্রীয় দ্বন্দ্বে যেমন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে, তেমনি প্রাক-ইসলামি যুগের গোত্রকলহের কারণেও তারা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ঘ গোত্রীয় দ্বন্দ্বের ভয়াবহতা হতে উত্তরণের জন্য জাতীয় ঐক্য ও যোগ্য নেতৃত্ব অপরিহার্য।

জাহেলিয়া যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল নৈরাশ্যজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। উত্তরে বাইজান্টাইন ও দক্ষিণে পারস্য শাসিত কতিপয় রাজ্য ব্যতীত সমগ্র আরবদেশ ছিল স্বাধীন। কেন্দ্রীয় কোনো শাসন বা শক্তির নিয়ন্ত্রণ না থাকায় আরবগণ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি

Teachingbd24.com

গোত্র বংশ হিসেবে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত ছিল। আরবদের সমাজজীবনে গোত্রই ছিল একমাত্র রক্ষাকবচ। এজন্য গোত্রভুক্ত হয়ে বসবাস করা অপরিহার্য ছিল। স্বগোত্রীয় সদস্যদের প্রতি তারা যেমন সহানুভূতিশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল, তেমনি শত্রু গোত্রের প্রতিও তারা অনুরূপ শত্রুতা পোষণ করত। পানির নহর, গবাদি পশু, তৃণভূমি দখল, ঘোড়দৌড়ের মতো অতি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ সংঘর্ষ দীর্ঘদিন ধরে চলত। এর ফলে পুরো সমাজে নৈরাজ্যমূলক অবস্থা বিরাজ করছিল। প্রাক-ইসলামি যুগের এসকল কারণে মানুষে মানুষে হানাহানি লেগেই থাকত। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আরবদের মধ্যে প্রয়োজন ছিল জাতীয় ঐক্য ও যোগ্য নেতৃত্ব। যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমাজের অন্যায়, অবিচার, সংঘর্ষ হতে মানুষকে রক্ষা করতে হলে জাতীয় ঐক্য ও যোগ্য নেতৃত্ব অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ৩২ মিতু বাবার সাথে একুশে বইমেলায় গেল। সে বাবাকে প্রশ্ন করল, 'বাবা, বইমেলা কী?' বাবা বলল, 'বইমেলা হলো এক ধরনের সাহিত্য মেলা।' এখানে বিভিন্ন লেখকের বই বিক্রয় ও প্রকাশিত হয়। মাসব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেমিনার ও আলোচনা হয়। সারা দেশের কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী মানুষ এখানে মিলিত হন। এখানে প্রতিবছর কয়েকজন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিককে একুশে পদক দেওয়া হয়। মিতু দেখল, একদিকে আলোচনা সভা, অন্যদিকে গান-বাজনা। চারদিকে উৎসবমুখর পরিবেশ। সবাই হাসি মুখে বইমেলায় হাটছে আর বই কিনছে। এ যেন সকল শ্রেণি মানুষের মিলনমেলা।

[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]

ক. আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দের অর্থ কী? ১

খ. হযরত মুহাম্মদ (স) কে আল আমিন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত একুশে পদকের সাথে প্রাক-ইসলামি যুগের কোন পুরস্কারের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত মেলায় প্রাক-ইসলামি যুগের সাংস্কৃতিক অবস্থার সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটেছে? তোমার মতামত যুক্তিসহ লিখ। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দের অর্থ অজ্ঞতার যুগ।

খ বিশ্বাসযোগ্যতা ও সত্যবাদিতার কারণে মহানবি (স)-কে আল আমিন বলা হতো।

হযরত মুহাম্মদ (স) ছোটবেলা থেকেই সত্যবাদী ছিলেন। এ কারণে আরবের বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিরা তাঁকে আমানতদার হিসেবে গ্রহণ করেন। নম্র ব্যবহার, সততা, সরলতা, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি কারণে তিনি আরববাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা, চরিত্রিক মাধুর্য, সরলতা, পবিত্রতা, সত্যের প্রতি অনুরাগ ইত্যাদি কারণে মক্কাবাসীগণ তাঁকে 'আল-আমিন' বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত একুশে পদকের সাথে 'উকাজ মেলায়' নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য প্রদত্ত পুরস্কারের মিল রয়েছে।

আরবের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিক 'উকাজ মেলার' সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল কাব্য প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর এক বা একাধিক কবিতাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে ঘোষণা করে পুরস্কার দেওয়া হতো। একুশে বই মেলাতেও প্রতি বছর সাহিত্যকর্মের জন্য অনুরূপ পুরস্কার প্রদান করে।

প্রাক-ইসলামি আরবে হজ মৌসুমে মাসব্যাপী উকাজের বাৎসরিক মেলা অনুষ্ঠিত হতো। এ মেলায় কবিতা পাঠের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। এ প্রতিযোগিতায় আমর ইবনে কুলসুম, লাবিদ ইবনে রাবিয়া, আনতারা ইবনে শাদদাদ, ইমরুল কায়েস প্রমুখ কবি অংশগ্রহণ করতেন। এখানে শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্বাচন করে পুরস্কৃতও করা হতো। এই মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাতটি কবিতা সোনালি অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে কাবাঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এগুলো 'সাবায়ে মুয়াল্লাকাত' নামে পরিচিত ছিল। উদ্দীপকেও দেখা যায়, প্রতিবছর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বইমেলায় বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ মেলায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকগণকে সম্মানিতও করা হয়। তাই বলা যায়, একুশে পদকের সাথে 'উকাজ মেলায়' নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতার জন্য প্রদত্ত পুরস্কারের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উক্ত মেলায় অর্থাৎ উকাজ মেলায় প্রাক-ইসলামি যুগের সাংস্কৃতিক অবস্থার সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটেছে।

উকাজ মেলা ছিল আরব সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। সেখানে সাহিত্যের বাইরেও অনেক কিছুর উপস্থিতি ছিল, যা আরবের তৎকালীন সংস্কৃতির পরিচয় বহন করত। উকাজ মেলায় আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক প্রতিফলন দেখা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বই ক্রয়-বিক্রয়ের পাশাপাশি উন্মুক্ত মঞ্চে আবৃত্তি, সংগীত, প্রকাশনা উৎসব ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যকর্মের জন্য পুরস্কারও দেওয়া হয়। অর্থাৎ এ মেলার সব কর্মকাণ্ডই সাহিত্যনির্ভর। উকাজ মেলায়ও আরবের শ্রেষ্ঠ কবিদের নিয়ে কবিতা প্রতিযোগিতার আসর বসত। প্রতিযোগিতায় এক বা একাধিক কবিতা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতো। তবে উকাজ মেলা বাংলা একাডেমির মেলার মতো শুধু সাহিত্যনির্ভর ছিল না। এখানে সাহিত্য প্রতিযোগিতা ছাড়াও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন খেলা যেমন- জুয়া, লাঠি, মল্লযুদ্ধ, বিভিন্ন ধরনের নৃত্য-গীত ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। এ মেলায় আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য প্রদর্শিত হতো। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীও ঐ মেলা থেকে আরবরা সংগ্রহ করত। এটি ছিল মোটামুটি আরব সংস্কৃতির সামগ্রিক চিত্র। সাহিত্যচর্চা ছিল শুধু এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

পরিশেষে বলা যায়, 'উকাজ মেলা' কেবল সাহিত্যের গন্ডিতেই আবদ্ধ ছিল না; বরং এটিতে আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে মাসব্যাপী বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ মেলায় ক্রেতা বিক্রেতা দর্শনার্থী, শিল্পী সাহিত্যিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত হন। মেলায় প্রতিদিন স্বরচিত কবিতা পাঠ, সঙ্গীত, প্রকাশনা উৎসব, আলোচনা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর বাংলা একাডেমি সাহিত্যকর্মের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। পুরস্কার প্রাপ্তদের পদক, নগদ অর্থ ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচিকে ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. কোন কবিকে 'আরবের শেক্সপিয়ার' বলা হয়? ১

খ. হিলফুল ফুজুল গঠন করা হয়েছিল কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সাহিত্যকর্মের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সাহিত্যকর্ম ও পুরস্কারের মিল রয়েছে— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাহিত্যকর্মের ন্যায় তোমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত সাহিত্যকর্ম 'ইতিহাস রচনার উৎস হিসেবে অনেক অবদান রেখেছে'— বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইমরুল কায়েসকে আরবের শেক্সপিয়র বলা হয়।

খ যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নৃশংসতা থেকে আরববাসীকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মহানবি (স) হিলফুল ফুজুল গঠন করেছিলেন।

মহানবি (স) ছিলেন শান্তির দূত। বালক বয়সে যখন তিনি 'হারবুল ফুজ্জার' এর ভয়াবহতা দেখলেন তখন তাঁর অন্তর মানবতার জন্য কেঁদে উঠল। এ প্রেক্ষিতেই তিনি সমমনা কয়েকজন উৎসাহী যুবক ও পিতৃব্য যুবাইরকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন হিলফুল ফুজুল নামের শান্তিসংঘটি।

গ সৃজনশীল ৩২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের সাহিত্য কর্মের ন্যায় আমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত সাহিত্য কর্ম অর্থাৎ, 'সাবয়ায়ে মুয়াল্লাকাত' ইতিহাস রচনার উৎস হিসেবে অনেক অবদান রেখেছে।

প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় পর্যবসিত হলেও সাংস্কৃতিক চর্চায় তার কোনো ছাপ পড়েনি। আরবের অধিকাংশ লোকই ছিল মূর্খ। তা সত্ত্বেও তাদের লোকগাথা, প্রবাদ, লোকশ্রুতি সংরক্ষিত হয়েছিল। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির বলে প্রায় ১ লক্ষের অধিক কবিতা তারা সংরক্ষিত করে রাখে। তৎকালীন আরবরা গীতিকাব্য ও সাহিত্য চর্চায় ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল। আর আরবদের সাহিত্য কর্ম তৎকালীন সময়ের ইতিহাস রচনার অন্যতম উৎস।

উদ্দীপকে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে আয়োজিত বই মেলার কথা বলা হয়েছে। যেখানে কৃতিত্বপূর্ণ সাহিত্য কর্মের জন্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে প্রাক-ইসলামি আরবের উকাজ মেলায় আয়োজিত সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ সময় আরবগুণ উকাজ মেলায় তাদের রচিত কবিতা নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করত এবং শ্রেষ্ঠ কবিতার লেখককে পুরস্কৃত করা হতো। পুরস্কারপ্রাপ্ত সাতটি কবিতা কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এদেরকে 'সাবয়ায়ে মুয়াল্লাকাত' বলা হতো। সাবয়ায়ে মুয়াল্লাকাতের রচয়িতাগণ সমাজে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতেন। তাছাড়া আরবি ভাষা জাহেলিয়া যুগে খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। উন্নত গঠনশৈলীর কারণে এ সময় আরবি কবিতাকে 'The Public Resister of the Arabs' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। আর এ সমস্ত সাহিত্যের উৎসের ওপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকগণ প্রাক-ইসলামি আরবের ইতিহাস রচনা করেছেন। কেননা তাদের সাহিত্যের মধ্যেই রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রভৃতি সকল বিষয় প্রতিফলিত হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাক-ইসলামি আরবের সাহিত্য কর্ম তৎকালীন আরবের সাহিত্য রচনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ প্রতি বছর মাঘ মাসে যশোরের সাগরদাড়িতে মধুমেলার আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলা এক ধরনের সাংস্কৃতিক মেলা। উক্ত মেলায় বিভিন্ন লেখকের বই বিক্রয় করা হয়। মাঘ মাসব্যাপী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেমিনার ও আলোচনা হয়। সারা দেশের কবি-সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমী মানুষ এখানে এসে মিলিত হয়। এখানে প্রতিবছর বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য কয়েকজন ব্যক্তিকে পদক দেয়া হয়। সারা দেশের মানুষ এখানে এসে উৎসব মুখর পরিবেশে বই ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করে। মাঘ মাসের মধুমেলা যশোরের একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। *[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. শেখ কথাটির অর্থ কী? ১

খ. প্রাক-ইসলামি যুগে গোত্র কীভাবে গঠিত হতো? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদকের সাথে প্রাক-ইসলামি যুগের কোন পুরস্কারের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকে উল্লিখিত মেলায় প্রাক-ইসলামি যুগের সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে? তোমার মতামত যুক্তিসহ লিখ। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শেখ কথাটির অর্থ গোত্র প্রধান।

খ প্রাক-ইসলামি যুগে শেখের নেতৃত্বে গোত্র গঠিত হতো।

প্রাক-ইসলামি যুগের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নৈরাজ্যজনক ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। কেন্দ্রীয় শাসন বলতে কিছু ছিল না। সমগ্র উপদ্বীপে গোত্রভিত্তিক শাসন বিদ্যমান ছিল। যে গোত্রগুলো গড়ে উঠেছিল শেখ বা গোত্রপ্রধানের নেতৃত্বে। গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় গোত্রের প্রধান ছিল সর্বেসর্বা। শেখগণ বয়স, সামরিক যোগ্যতা, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতির ভিত্তিতেই মনোনীত হতেন এবং তাদের নেতৃত্বে গোত্র পরিচালিত হতো।

গ সৃজনশীল ৩২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ কুষ্টিয়া জেলার পাশ দিয়ে পদ্মা নদী বয়ে গেছে। এক সময় কুষ্টিয়ার জনগণ আতঙ্কগ্রস্ত থাকত। কারণ আষাঢ় হতে ভাদ্র মাসে প্রতিবছরই পদ্মা নদীর উভয় তীর বন্যায় ডুবে যেত। ফলে উভয় তীরের ভূ-ভাগ অত্যন্ত উর্বর হলেও কুষ্টিয়া শহরসহ আশপাশের অঞ্চলসমূহের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতো। এ সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকার শহর রক্ষা বাঁধ দিয়ে নদী শাসনের ব্যবস্থা করে। পদ্মা নদীতে বাঁধ দেয়ার কারণে আশপাশ অঞ্চলসহ কুষ্টিয়া শহর বন্যামুক্ত হয়েছে। তা ছাড়া সরকার বিভিন্ন জায়গায় খাল খনন করে বর্ষা মৌসুমে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছে। যার কারণে শুকনা মৌসুমে জমিতে জল সেচ করে স্থানীয় কৃষি উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। ফলে স্থানীয় অর্থনীতিতে এসেছে পরিবর্তন। তবে শিল্প-বাণিজ্য এবং আধুনিক উন্নয়নের ধারায় কুষ্টিয়া জেলা তেমন একটা উন্নত হতে পারে নাই। *[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. কিউনিফর্ম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে প্রাচীন কোন সভ্যতার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কুষ্টিয়া জেলার তুলনায় তোমার পঠিত সভ্যতাটি কোন অর্থে অধিক সমৃদ্ধ যুক্তি দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি।

খ সৃজনশীল ৯ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার সাদৃশ্য রয়েছে।

নীলনদকে কেন্দ্র করে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। মিসরীয়দের জীবনযাত্রা প্রণালি, অর্থনৈতিক উন্নতি সবকিছুতেই ছিল নীলনদের ব্যাপক প্রভাব। নীলনদের পানি ব্যবহার করেই প্রাচীন মিসরীয়রা কৃষি কাজে উন্নতি লাভ করে। আর অর্থনীতিতে নদীর এমন ভূমিকাই উদ্দীপকে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কুষ্টিয়া জেলার পাশ দিয়ে প্রবাহিত পদ্মা নদী বন্যার সময় আশে-পাশের অঞ্চলসমূহ প্লাবিত করত। এতে মানুষের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হত। এ জন্য সরকার শহর রক্ষা বাঁধ দিয়ে নদী শাসনের ব্যবস্থা করে এবং বিভিন্ন জায়গায় খাল খনন করে। যা ওই অঞ্চলের অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করে। অনুরূপভাবে মিসরীয় সভ্যতায় আজ থেকে ৭০০০ বছর পূর্বে যখন পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুতে নানা পরিবর্তনের ফলে দিনের পর দিন বৃষ্টি পড়ত, নীলনদের পানি উপচে দু'কূল ছাপিয়ে উপকূলীয় মানুষের কৃষি উৎপাদনসহ সহায়-সম্বল ভাসিয়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিত, তখন প্রাচীন মিসরীয়রা প্রতি বছরের এ বন্যাকে রোধ করার জন্য বাঁধ দেওয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। এভাবে সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে প্রাচীন মিসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ, কৃষি উপকরণ, সেচব্যবস্থা প্রভৃতির বিকাশের সাথে সাথে নগরের বিকাশ ঘটতে থাকে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের পদ্মা নদীটিতে বাঁধ দিয়ে যেমন কুষ্টিয়া জেলায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা হয়, ঠিক একইভাবে নীলনদে বাঁধ দেওয়ার মাধ্যমে মিসরের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়।

ঘ উন্নয়ন ও অবদানগত দিক দিয়ে কুষ্টিয়া জেলার তুলনায় আমার পঠিত সভ্যতাটি অর্থাৎ মিসরীয় সভ্যতা অধিক সমৃদ্ধ।

প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা মানব সভ্যতার উন্নয়নে বিভিন্নমুখী অবদান রাখে। এরা ধর্মের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্ম বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইখনাটন 'এটন' দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে ইতিহাসে একেশ্বরবাদী ধারণার জন্ম দেন। এছাড়া বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখায়ই প্রাচীন মিসরীয়দের বিশেষ অবদান লক্ষ করা যায়। আবার দর্শনের দিক দিয়েও তারা অত্যন্ত মননশীলতার পরিচয় বহন করছে।

এ সভ্যতার মানুষ আরও বিভিন্ন বিষয়ে অবদান রেখে নিজেদের সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু উদ্দীপকের নদীতে বাঁধ নির্মাণ ও খাল খননের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া অন্য কোনো অবদান পরিলক্ষিত হয় না।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে বর্ণিত কুষ্টিয়া জেলায় পদ্মা নদীতে বাঁধ দিয়ে এবং বিভিন্ন স্থানে খাল খনন করে সরকার এখানকার অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু মিসরীয় সভ্যতায় শুধুমাত্র কৃষির উন্নতি নয় বরং ব্যবসা-বাণিজ্যে ও তারা অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জন করে। মিসরীয় শিল্প ও স্থাপত্য অনন্য ঐশ্বর্যের দাবিদার। ইতিহাসে তারা শ্রেষ্ঠতম নির্মাতা হিসেবে পরিচিত। পিরামিড ছাড়াও বিভিন্ন সমাধিসৌধ, ধর্ম মন্দির ও প্রাসাদের প্রবেশ পথে ভাস্কর্য নির্মাণ করে সভ্যতাকে উন্নত করেছে। তারা সমাধিসৌধ ও মন্দিরসমূহের দেয়াল অলংকৃত করে চিত্রশিল্পের বিকাশ ঘটায়। তবে সভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে বর্ণভিত্তিক চিত্রলিপির উদ্ভাবন। এছাড়া তারা বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার, মৃৎপাত্র নির্মাণ, মিনা করার পদ্ধতি, জলাশয়কে কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তর করার কৌশল জানতো এবং উন্নতমানের লিলেন কাপড় তৈরি করতে পারত। এ সভ্যতার উপাদানসমূহ অধিকহারে পরবর্তীকালের সভ্যতাগুলোতে পরিলক্ষিত হয় এবং আধুনিক বিশ্বেও এ সভ্যতার প্রভাব পড়ে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মিসরীয় সভ্যতা সুনিশ্চিতভাবেই উদ্দীপকে উল্লিখিত কুষ্টিয়া জেলার তুলনায় সমৃদ্ধ ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ পাগলাদহ গ্রামের আদিবাসীদের মধ্যে সবসময় গোলমাল লেগেই থাকে। গ্রামে অনেক জোতদার লোকের বাস। জোতদারদের নিজস্ব অনুগত বাহিনী আছে। বছরের বিভিন্ন সময় ধান কাঠা, মাছ ধরা বিভিন্ন কারণে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকে। তার চেয়েও ভয়াবহ অবস্থা বাজিতপুরের নারীদের। নারী যেহেতু পুরুষের মতো ক্ষেতে ফসল ফলানো, পুকুরে মাছ ধরা প্রভৃতি কাজে অক্ষম সে কারণে তাদেরকে বোঝা মনে করা হয়। সামর্থ্যবান পুরুষেরা তাদেরকে নানাভাবে নিগৃহীত করে থাকে। তবে যেসব নারী তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়, তাদেরকে জোতদারেরা সমীহ করে। *[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. আসাদুল্লাহ কোন খলিফার উপাধি? ১

খ. প্রাচীনকাল থেকে মক্কার গুরুত্বের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের গ্রামের অবস্থার সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের কোন অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজিতপুরের নারীর অবস্থার আলোকে প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের নারীর অবস্থা মূল্যায়ন করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আসাদুল্লাহ হযরত আলী (রা)-এর উপাধি।

খ ধর্মীয় কারণে প্রাচীনকাল থেকেই মক্কার গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি।

হযরত ইবরাহিম (আ) মক্কায় কাবা ঘর নির্মাণ করার পর থেকে হজ পালনের উদ্দেশ্যে লোকেরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মক্কায় গমন করত। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও মক্কায় হজ পালন হতো। মুহাম্মদ (স) এর আবির্ভাবের পরেও মুসলমানদের হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার যেতে হয়। তাই ধর্মীয় কারণে মক্কার গুরুত্ব প্রাচীন কাল থেকেই।

গ উদ্দীপকের পাগলাদহ গ্রামের অবস্থার সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের সামাজিক অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রাক-ইসলামি যুগ বলতে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমনের পূর্ববর্তী একশ বছরকে বোঝানো হয়। এ সময়কে 'আইয়ামে জাহেলিয়া' বা অন্ধকার যুগও বলা হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে সব সময় গোলমাল লেগেই থাকে। এই গ্রামে অনেক জোতদার লোকের বাস। বছরের বিভিন্ন সময়ে ধান কাটা, মাছ ধরা বিভিন্ন কারণে দ্বন্দ্ব সংঘাত লেগেই থাকতো। তেমনিভাবে প্রাক-ইসলামি আরবদের মধ্যেও বংশগৌরব, বীরত্ব, শৌর্যবীর্য নিয়ে সর্বদাই দ্বন্দ্ব ও কলহ লেগেই থাকত। এ সময় কৌলীন্য প্রথা থেকেই ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিমারীয় ও মুদারীয়দের মধ্যে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল।

প্রাক-ইসলামি আরব সমাজে নারীর অবস্থা ছিল সীমাহীন অবমাননাকর ও হৃদয়বিদারক। নারীকে আপদ ও অশুভ সত্তা বলে মনে করা হতো। সমাজে এরা ভোগের সামগ্রী ও অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হতো। তাদের আর্থ-সামাজিক কোনো মর্যাদা ছিল না। বাজারের পণ্যের মতো হস্তান্তরযোগ্য ছিল নারী। সামাজিক মর্যাদা তো দূরের কথা তাদের ন্যূনতম মানবিক অধিকার পর্যন্ত ছিল না। নারীরা যুদ্ধ-বিগ্রহে অক্ষম ছিল বিধায় তাদেরকে সর্বদা লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও হেয় প্রতিপন্ন করা হতো। এক কথায় প্রাক-ইসলামি যুগে নারীর কোনো মূল্য ছিল না— উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের পাগলাদহ গ্রামের অবস্থার সাথে প্রাক-ইসলামি আবরের সামাজিক অবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ অবহেলা লাঞ্ছনা ও নিগ্রহের দিক দিয়ে উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজিতপুরের নারীদের অবস্থা এবং প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের নারীর অবস্থা ছিল একই রকম।

উদ্দীপকে বাজিতপুরের নারীদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। নারীরা যেহেতু পুরুষের মতো ক্ষেতে ফসল ফলানো, পুকুরে মাছ ধরা প্রভৃতি কাজে অক্ষম সে কারণে তাদের বোঝা মনে করা হয়। সামর্থ্যবান পুরুষেরা তাদেরকে নানাভাবে নিগৃহীত করে থাকে। তবে যে সকল নারী তাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হয় তাদেকে সামর্থ্যবান পুরুষেরা সমীহ করে।

প্রাক-ইসলামি যুগে নারীর অবস্থা ছিল সীমাহীন অবমাননাকর ও হৃদয়বিদারক মানবতাবিবর্জীত জাহেলিয়া যুগে নারীর কোনো মূল্যই ছিল না। তৎকালীন আরব সমাজ সম্পর্কে ঐতিহাসিক খোদাবক্স বলেন, 'আরববাসীরা মদ, নারী ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো।' পুরুষেরা একাধিক বিয়ে ও বিচ্ছেদ ঘটাতে পারতো। এ ব্যাপারে নারীর মতামত বা অনুভূতির কোন তোয়াক্কাই করা হতো না। নারীর কোনো মানবীয় সত্তা, মানবিক আবেগ অনুভূতি, পছন্দ-অপছন্দের সামান্যতম স্বীকৃতি ছিল না।

প্রাক ইসলামি যুগে কলুষিত আরব সমাজে একজন পুরুষ যেমন একাধিক নারী গ্রহণ করতো তেমনি বংশের বীর্যবান সন্তান লাভের আশায় স্ত্রীকে সম্ভ্রান্ত বংশের বীরপুরুষদের শয্যাশায়িনী হতে বাধ্য করা হতো। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। কন্যার জন্ম সংবাদ দেওয়া হলে তাদের চেহারা অপমানে কালো হয়ে যেত। অসম্মান ও দারিদ্রের ভয়ে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও তাদের হৃদয় কাঁপত না। পাষণ্ড আরব পুরুষেরা এরূপ হত্যাকাণ্ড দর্শনে উল্লাস প্রকাশ করত। পরিশেষে বলা যায়, প্রাক-ইসলামি যুগে নারীরা সর্বক্ষেত্রে ছিল অধিকারবঞ্চিত। শুধু বঞ্চনাই নয়, তাদের কোনো মর্যাদা বা সম্মান ছিল না। পদে পদে তাদেরকে হেয় করা হতো।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ কদমতলিতে গ্রাম্য মোড়লদের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। গ্রামের লোকজন তাদের মধ্য হতে সর্বাপেক্ষা সৎ, যোগ্য এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে মোড়ল নির্বাচিত করেন। নির্বাচিত মোড়ল গ্রামের গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে গ্রামের সার্বিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন। *[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. 'আরবের শেক্সপিয়ার' কাকে বলা হয়? ১

খ. উকাজ মেলা সম্পর্কে লেখ। ২

গ. আল মালার বিভিন্ন শাখার কার্যাবলির বিবরণ দাও। ৩

ঘ. 'প্রাচীন আরবের শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল গোত্র-প্রীতি' উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবের শেক্সপিয়ার বলা হয় ইমরুল কায়েসকে।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ প্রাক-ইসলামি আরব শাসনের ক্ষেত্রে আল মালার বিভিন্ন শাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করত।

ইসলামপূর্ব আরবে 'আল মালা' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন বা মন্ত্রণাসভা ছিল। আল মালা নামে আখ্যায়িত এ পরিষদ মক্কার বিবদমান

Teachingbd24.com

গোত্রগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করত। এর উদ্দেশ্য ছিল শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, গোত্রীয় ভারসাম্য রক্ষা করা এবং মৈত্রী ও সদ্ভাব কায়েম করা। উদ্দীপকেও মালার কার্যাবলির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, নির্বাচিত মোড়লদের মাধ্যমে একটি গ্রামের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তিনি গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে গ্রামের সার্বিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। আর এ পরামর্শ সভাটিই ছিল প্রাক-ইসলামি আরবের মালা। এ পরিষদের কোনো নির্বাহী ক্ষমতা ছিল না। এটি কেবল পরামর্শ দিতে পারত। এর বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল রিফাদাহ, সিকায়াহ, নাসি ও লিওয়া। এর মধ্যে রিফাদাহ তীর্থ যাত্রীদের জন্য রসদ সরবরাহের প্রধান দায়িত্ব পালন করত। সিকায়াহ তীর্থ যাত্রীদের পানীয় সরবরাহ করত। নাসির দায়িত্ব ছিল সৌর ও চন্দ্র বছরের মধ্যে পঞ্জিকার সামঞ্জস্য বিধান করা। আর লিওয়া যুদ্ধের সময় পতাকা বহনের দায়িত্ব পালন করত। এভাবে মালার বিভিন্ন শাখাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি পরিচালনা করত। যে কক্ষে এ পরিষদের সভা বসত তাকে 'দারুন নাদওয়া' বলা হতো।

ঘ প্রাচীন আরবের শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল গোত্রপ্রীতি— উক্তিটি যথার্থ।

প্রাক-ইসলামি আরবের অধিকাংশ বাসিন্দাই ছিল বেদুইন বা যাযাবর। বিশেষ কিছু জীবনাচরণ বা বৈশিষ্ট্যের জন্য বেদুইনদের সভ্য মানুষের সাথে তুলনা করা যায়। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম ছিল গোত্রপ্রীতি। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকের প্রাক-ইসলামি আরবের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেখানে গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আর আরবদের মধ্যে গোত্রপ্রীতি ছিল অত্যন্ত প্রকট।

আরবের বেদুইনদের সমাজের ভিত্তিই ছিল গোষ্ঠীবদ্ধতা। স্বজাতীয় কয়েকটি গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে 'কাবিলা' গঠন করত। কাবিলার প্রধানের প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল সীমাহীন। গোত্রের প্রতি তাদের মমত্ববোধ এত প্রখর ছিল যে, এর জন্য প্রয়োজনে তারা জান মাল দিতেও প্রস্তুত ছিল। তাছাড়া গোত্রের স্বার্থে তারা প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে দ্বিধা করত না। এ গোত্রীয় সংহতি তাদেরকে এক সূত্রে আবদ্ধ রেখেছে যুগ যুগ ধরে। আবার তারা রক্তের বদলে রক্তের নীতিতে বিশ্বাসী হলেও যথেষ্ট অতিথিপরায়ণ ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রাক-ইসলামি আরবের গোত্রীয় শাসনব্যবস্থায় গোত্রপ্রীতিই ছিল প্রধান।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কোরিয়া উপদ্বীপের পূর্বে জাপান সাগর, পশ্চিমে কোরীয় উপসাগর, দক্ষিণে পীত সাগর ও পূর্বে চীন সাগর এবং উত্তরে চীনের চুংচান এবং ফুসান রাজ্য অবস্থিত। ভূ-প্রাকৃতিকভাবে এ উপদ্বীপ পাহাড়ি ও সমতল ভূমির সমন্বয়ে গঠিত। আর সমতল ভূমির মাটি উর্বর বিধায় এ অঞ্চলে প্রচুর শস্য জন্মে। এ উপদ্বীপের আবহাওয়া কৃষি ও জনগণের জীবনাচরণের অনুকূলে। তবে কোনো উল্লেখযোগ্য মরুভূমি না থাকায় এ অঞ্চলে আবহাওয়া শুষ্ক নয়। ফলে জনগণের জীবনযাপনে আবহাওয়া তেমন প্রভাব ফেলতে পারে না।

[শেখ বোরহান উদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, ঢাকা]

ক. কোন মৌসুমে উকাজ মেলা বসতো? ১

খ. হেজাজকে ইসলামের কেন্দ্রভূমি বলা হয় কেন? ২

গ. কোরিয়া উপদ্বীপের সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের ভৌগোলিক সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর কোরীয়বাসীদের মতো আরবদের ওপরও আবহাওয়া তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি— উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হজ মৌসুমে উকাজ মেলা বসতো।

খ বিশ্ব মুসলমানদের পবিত্র স্থান মক্কা ও মদিনা হেজাজ প্রদেশে অবস্থিত হওয়ার কারণে এটিকে ইসলামের কেন্দ্রভূমি বলা হয়।

সৈয়দ আমীর আলী বলেন, হেজাজ একটি বিচ্ছিন্ন দেশ, বিশেষত মক্কার চতুর্দিকের ভূখন্ডকেই হেজাজ বলে। হেজাজের বিখ্যাত শহর মক্কা, মদিনা ও তায়েফ শস্য-শ্যামল, ছায়া-শীতল হওয়ায় কৃষি উৎপাদন ও মনুষ্য বসবাসের উপযোগী। ফলে এই অঞ্চলে মানুষ ব্যাপকভাবে বসতি স্থাপন করে। আর ইসলামের পবিত্র ভূমি ধারনকারী এ অঞ্চলটিকে ইসলামের কেন্দ্রভূমি বলা হয়।

গ ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কোরিয়া উপদ্বীপের সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ আরবের তিন দিক পানি ও একদিক স্থল দ্বারা পরিবেষ্টিত। এটি ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তিন ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে পাহাড়ি অঞ্চল ও উর্বর অঞ্চল আরবীয়দের জন্য উল্লেখযোগ্য দুটি ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল। এ বিষয়গুলোরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় কোরিয়া উপদ্বীপের ক্ষেত্রে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, কোরিয়া উপদ্বীপের তিন দিক পানি এবং এক দিক স্থলবেষ্টিত। কোরিয়া উপদ্বীপের এরূপ ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে ইসলামপূর্ব আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থার মিল রয়েছে। কোরিয়া উপদ্বীপের মতোই আরব উপদ্বীপের তিন দিক পানিবেষ্টিত ও এক দিক স্থলবেষ্টিত। এর পূর্বে পারস্য উপসাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং উত্তরে সিরিয়া ভূ-খন্ড অবস্থিত। এছাড়া উদ্দীপকে কোরিয়ার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সমতলভূমিকে উর্বর বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রাক-ইসলামি আরব উপদ্বীপে পাহাড়ি ও উর্বর এ দুইটি ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কোরিয়া উপদ্বীপের উর্বর অঞ্চলের ন্যায় আরব উপদ্বীপের উর্বর অঞ্চলেও কফি, নীল, খেজুর, শাক-সবজি ও বিভিন্ন ফলসমূহ, প্রচুর শস্য জন্মে। আর এভাবেই কোরিয়া উপদ্বীপের সাথে প্রাক-ইসলামি আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রচিত হয়েছে।

ঘ না, আমি মনে করি, কোরীয়বাসীদের ওপর আবহাওয়া তেমন প্রভাব ফেলতে না পারলেও আরবদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আরব উপদ্বীপটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। শুষ্ক ও উত্তপ্ত আবহাওয়া এবং জনজীবনে এর প্রভাব আরব উপদ্বীপকে বিশিষ্টতা দান করেছে। এ উপদ্বীপটির আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য জনজীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে ছিল। যা উদ্দীপকে উল্লিখিত কোরিয়া উপদ্বীপটির সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

কোরিয়া উপদ্বীপটি ভূ-প্রাকৃতিকভাবে পাহাড়ি ও সমতল ভূমি সমন্বয়ে গঠিত। সমতল ভূমির মাটি উর্বর হওয়ায় এ অঞ্চলে প্রচুর শস্য জন্মে। এ উপদ্বীপের আবহাওয়া কৃষি ও জনগণের জীবনাচরণের অনুকূলে। কোনো উল্লেখযোগ্য মরুভূমি না থাকায় এ অঞ্চলে আবহাওয়ায় তেমন কোনো শুষ্কতা বিরাজ করে না। ফলে জনগণের জীবনযাপনে আবহাওয়া তেমন প্রভাব ফেরতে পারে না। অপরপক্ষে, ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে সমগ্র আরব উপদ্বীপ তিন ভাগে বিভক্ত। যেমন— মরু অঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল এবং উর্বর অঞ্চল। তবে আরবের অধিকাংশ অঞ্চলই মরুময়। আরব উপদ্বীপ সিরিয়ার মরভূমি, আফ্রিকার সাহারা ও গোবি মরুভূমির একটি বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। আরবে উত্তর অঞ্চলে শ্বেত ও লোহিত বালুকায় পরিপূর্ণ এলাকা 'আন নুফুদ' অবস্থিত। এ অঞ্চল প্রায়ই শুষ্ক থাকে। এছাড়া আদ দাহনা ও আল হাররাহ অঞ্চলও অতিরিক্ত উষ্ণতা ও ভূমির অনুর্বরতার জন্য বসবাসের উপযোগী নয়। এরূপ শুষ্ক আবহাওয়া, অনাবৃষ্টি, ভূমির অনুর্বরতা, পানীয় জলের অভাব ইত্যাদির জন্য আরববাসীগণ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করত। প্রকৃতির সাথে লড়াই করতে করতে তারা একদিকে যেমন রুক্ষ, দুঃসাহসী, দুর্ধর্ষ সৈনিক। অন্যদিকে তারা কষ্টসহিষ্ণু, কঠোর পরিশ্রমী ও ধৈর্যশীল হয়ে গড়ে উঠে। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, আরবের আবহাওয়া ও জলবায়ু তাদেরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ জনাব এজাজ আহমদ সাহেব টাঙ্গাইল থেকে বদলি হয়ে মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক হিসেবে আগমন করেন। 'মৌলভীবাজারের দুঃখ' বলে পরিচিত মনু নদীতে প্রতি বছর বন্যার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এতে করে উক্ত এলাকার জনগণের কষ্টের সীমা থাকত না। জনাব এজাজ আহমদ সাহেব মনু নদীতে বাধ নির্মাণ করে বন্যার পানিকে সেচ কার্যে ব্যবহার করে মৌলভীবাজারে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেন। মৌলভীবাজার এখন এক সমৃদ্ধশালী জেলায় পরিণত হয়েছে। মনু নদীকে এখন মৌলভীবাজার জেলার প্রাণ ও উন্নয়নের চাবি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট]

https://teachingbd24.com

ক. জাহেলিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? ১
খ. বেদুইনের গোত্রপ্রথা সম্পর্কে কী জান? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মনু নদীর সাথে পাঠ্যবইয়ের বর্ণিত কোন নদীর মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নদীতে বাঁধ দিয়ে সেচ কার্যের উদ্ভাবন কৃষি উন্নতির কোন সভ্যতার সহিত সম্পৃক্ত? আলোচনা করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাহেলিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ অজ্ঞতা, বর্বরতা, তমসা, অন্ধকার।

খ বেদুইনদের গোত্রপ্রথা সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হতো। বেদুইনগণ পরিবারবন্ধ হয়ে বসবাস করত তাঁবুতে। কয়েকটি তাঁবু নিয়ে গঠিত হতো শিবির বা হাই এবং একাধিক শিবির বা হাইয়ের সদস্যরা মিলে গঠন করে গোষ্ঠী বা কওম, প্রধান ছিল শেখ। প্রত্যেক বেদুইন গোত্রের এক একটি নির্দিষ্ট এলাকা রয়েছে যা 'জিরা' নামে পরিচিত। বৃষ্টিপাত ভালো না হলে তারা প্রতিবেশী জিরায় গমন করত এবং এভাবেই গোত্রে গোত্রে বন্ধুত্ব তৈরি হতো। কখনও কোনো গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে তা বংশপরম্পরায় চলতে থাকত এবং রক্তের বদলে রক্তই ছিল মরুভূমির আইন।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ মৌলভীবাজারের মনু নদীতে বাঁধ দিয়ে সেচ কার্যের উদ্ভাবনের ন্যায় মিসরীয় সভ্যতা কৃত্রিম সেচ পদ্ধতির উদ্ভাবন করে কৃষিতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল।
মিসরীয় সভ্যতা প্রাচীন সভ্যতাগুলোর লীলাভূমি হিসেবে খ্যাত। প্রাচীন মিসরই ছিল বিশ্বের সকল উন্নতির অগ্রদূত। মিসরের এ উন্নতির পেছনে নীল নদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। কৃষিক্ষেত্রে নীল নদ উদার ভূমিকা পালন করার কারণেই মিসরীয় সভ্যতা বিশ্ব ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। নদীর দানে কৃষির উন্নতির এমন দৃষ্টান্ত উদ্দীপকেও লক্ষণীয়। মৌলভীবাজারের মনু নদীতীরের মানুষ নদীর অববাহিকায় সেচ কাজ, ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে কৃষি সম্পর্কিত সকল কাজ করে থাকে। ফলে অন্যান্য সকল দিকের মতো কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নও মৌলভীবাজারের মানুষকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে নীল নদের অবদানের ফলে মিসরেও এমন দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালের শুরুতে আফ্রিকার মধ্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট প্লাবনে নীল নদের দুকূল ছাপিয়ে যেত। এ সময় পাহাড়ি মাটি, বরফগলা পানি ও অজস্র জলজ উদ্ভিদ আবাদি জমিতে এসে পড়ত। মাসব্যাপী স্থায়ী এ বন্যার সময় গাছ-গাছড়া পচে গিয়ে এবং এর সাথে জলধারার পাহাড়ি লাল পাথুরে মাটি মিশে এক উর্বর পলিমাটির সৃষ্টি হতো। প্লাবন শেষে বন্যার উর্বর পলি মাটিতে নীল নদের উভয় তীর দৈর্ঘ্যে ৬০০ মাইল এবং প্রস্থে ১০ মাইল পর্যন্ত ভরে যেত। এ কারণে মিসরের জমি খুব উর্বর হতো। তাই মানুষ খুব সহজেই নরম মাটিতে ফসল ফলাতে পারত। ফলে এখানে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। আর কৃষি উৎপাদন প্রাচীন মিসরীয়দের প্রধান জীবিকা হওয়ায় এ সময় কৃষিকে কেন্দ্র করেই মিসর সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল।
উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, মৌলভীবাজারের ন্যায় নদীর অপার দানকে কাজে লাগিয়ে মিসরীয়রা কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪০ স্বপ্না একটি বিশেষ এলাকার জাতি-গোষ্ঠীর সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন। এই জাতির লোকেরা প্রাচীন কালে বায়দা ও বাকিয়া নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে তারা আরিবা ও মুস্তারিয়া নামে খ্যাতি লাভ করে। এই খ্যাতির অবস্থান অনুসারে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত। *[পঞ্চগড় সরকারি কলেজ, পঞ্চগড়]*

ক. পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপের নাম কী? ১
খ. উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের পর্যালোচনা কৃত জাতির পরিচয় কোন জাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আলোচনা করো। ৩
ঘ. স্বপ্নার পর্যালোচনাকৃত জাতির ওপর ভৌগোলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর বৃহত্তম উপদ্বীপের নাম আরব উপদ্বীপ।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে পর্যালোচনাকৃত জাতিটি ছিল আরবের আদিম অধিবাসী।
আরব উপদ্বীপে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করে। আরব গবেষক ও ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন আরবদের ৩টি জাতিতে বিভক্ত করেছেন। যারা আরব-ই-বায়দা, আরব-ই-আরিবাহ ও আরব-ই-মুস্তারিবাহ নামে পরিচিত ছিল। উদ্দীপকেও আরবের আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।
উদ্দীপকে স্বপ্না একটি বিশেষ জাতি গোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা করে। যারা প্রাচীনকালে বায়দা ও বাকিয়া নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে তারা আরিবা ও মুস্তারিয়া নামে পরিচিত লাভ করে। খ্যাতি অনুসারে তারা উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অনুরূপভাবে প্রাচীন আরবের আদিম অধিবাসীরা বায়দা ও বাকিয়া নামে পরিচিত ছিল। যাদেরকে আরব-ই-বায়দা বলা হত। বায়দা ও বাকিয়া শব্দের অর্থ জঙ্গল। বাদিয়াদের বেদুইন বলে। পরবর্তীতে এই গোষ্ঠী ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে আরব উপদ্বীপে আরব-ই-আরিবাহ নামক জাতি বসতি স্থাপন করে। বনু কাহ্তান ছিল এ জাতিগোষ্ঠীর একটি বংশ। যারা দক্ষিণ আরবে বসবাস করত। মূলত এই গোত্রের উত্থানের মধ্যদিয়েই আরবে ইতিহাস রচনা শুরু হয়। অন্য দিকে আরবের উত্তরের অধিবাসীরা আরব-ই-মুস্তারিবাহ নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে আলোচিত গোষ্ঠীটি আরবের আদিম অধিবাসী ছিল।

ঘ স্বপ্নার পর্যালোচনাকৃত আরবের আদিম জাতির ওপর আবহাওয়ার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়।
অত্যন্ত শুষ্ক ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশগুলোর মধ্যে আরব অন্যতম। পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্রবেষ্টিত থাকলেও সেই জলরাশি এখানকার ভূমি সিক্ত করতে পারেনি। কারণ আরব ভূমি তথা আল হিজাজে তিন বছর বা তার বেশি সময় বৃষ্টিহীন থাকা অস্বাভাবিক নয়। প্রাচীন আদিম আরবরা এই ভৌগোলিক অবস্থার মধ্যে বসবাস করত যাযাবরের মতো। যার ফলে এরূপ আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব তাদের ওপর পড়ত। মাঝে মাঝে মরু প্রান্তরে কয়েক বছর বৃষ্টিহীন থাকার ফলে স্থানীয় যাযাবরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। কিংবা বিশাল মরুভূমিতে বালুঝড়ের কবলে পড়েও অনেক যাযাবর গোত্র নিশ্চিত হয়ে যায়। তাছাড়াও অতিরিক্ত গরম, তৃণভূমি না থাকার ফলে যাযাবরদের জনজীবন বিপর্যস্ত হতো এবং অনেক সময় পুরো জাতি বা গোত্র এই বিরূপ আবহাওয়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। উদ্দীপকে বর্ণিত জাতিটির ক্ষেত্রেও একই দৃশ্য দেখা যায়।
উদ্দীপকে বর্ণিত স্বপ্নার পর্যালোচনাকৃত জাতিটি ছিল প্রাচীন আরবের। অনুরূপভাবে ইসলাম-পূর্ব-আদিম আরবও ছিল যাযাবর। তাদেরও স্থায়ী কোন ঠিকানা ছিল না। কারণ আরব ভূমির অধিকাংশই বৃষ্টিহীন মরু প্রান্তর। এখানে আবহাওয়ায় অনাবৃষ্টির রুক্ষতার প্রবণতাই বেশি। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে স্বাভাবিক কারণে মেঘ উঠলেও মরুর বালুঝড় তা বাতাসেই শুষে নেয়। তখন অল্প সময়ের জন্য ঝড় বৃষ্টির প্রাবল্য আল হিজাজে দেখা দিত এবং তা বিপজ্জনক হয়ে উঠত। কিন্তু এই বৃষ্টির পরই আবির্ভাব ঘটত তৃণভূমি। ফলে উক্ত আল হিজাজের প্রায় ১০ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে স্থায়ী বাসিন্দা গড়ে ওঠে। আদিম আরবদের ছয় ভাগের পাঁচ ভাগই ছিল যাযাবর। উত্তপ্ত মরুভূমিতে পানি যেখানে দুর্লভ সেই আরবে এই যাযাবররা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হতো। আবহাওয়ার এই বিরূপ প্রভাবের ফলে তৎকালীন আরবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল অনেক জাতি। যাদের মধ্যে বায়দা বা বাকিয়া উল্লেখযোগ্য ছিল।
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, আদিম আরবে যাযাবরদের ওপর আবহাওয়ার প্রভাব মারাত্মক ও ভয়াবহ ছিল।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪১ টিভিতে একটি খবর দেখে অবাক হয়েছি। পৃথিবীতে এখনো অনেক মানুষ আছে যারা আধুনিকতার সংস্পর্শে আসেনি। খবরটি হলো— আফ্রিকা মহাদেশে অনেক দেশ আছে যে দেশের অধিবাসীরা পাহাড়ে, জঙ্গলে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বাস করে। তারা ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে না। বৈচিত্র্যময় পাহাড়ি পরিবেশ তাদের জীবন প্রণালিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তবে সাহসিকতা, আতিথেয়তা স্বজনপ্রিয়তা ও মননশীলতায় তারা ব্যতিক্রম। খাদ্যের অভাব হলে তারা বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায়। *[চট্টগ্রাম বন্দর কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. ইলিয়ড ও ওঁডেসি কোন সভ্যতার অমূল্য সম্পদ? ১

খ. উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয় কেন? ২

গ. আফ্রিকার জঙ্গালী মানুষের সাথে প্রাক-ইসলামি যুগের কাদের জীবনপ্রণালি মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আফ্রিকার পাহাড়ি মানুষগুলোর বৈশিষ্ট্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইলিয়ড ও ওডেসি গ্রিক সভ্যতার অমূল্য সম্পদ।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ আফ্রিকার জঙ্গালী মানুষের সাথে প্রাচীন আরবের মরুবাসী বেদুইন বা যাযাবর আরবদের মিল পাওয়া যায়।

পৃথিবীর বেশির ভাগ জনগোষ্ঠী সুনির্দিষ্টভাবে একটি অঞ্চলে বসবাস করে থাকে। তবে কোথাও কোথাও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রাচীন আরবের বেদুইনরা কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করতো না। গৃহপালিত পশুর ঘাস ও পানির সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে বেড়াত। বেদুইনদের সাথে প্রায়ই স্বার্থান্বেষী শহরবাসীদের সংঘর্ষ লাগত। উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টিতে এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত আফ্রিকার কিছু মানুষ যারা আধুনিকতার সংস্পর্শে আসেনি। তারা পাহাড়, জঙ্গালে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে বাস করে। তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। বিশেষ করে বৈচিত্র্যময় পাহাড়ি পরিবেশ তাদের জীবন প্রণালিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তার পরও তারা সাহসিকতা, আতিথেয়তা, স্বজনপ্রিয়তা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে তারা ব্যতিক্রম। অভাবের ফলে তারা বিভিন্ন স্থানে হামলা চালায়। অনুরূপভাবে প্রাচীন আরবের বেদুইনদের জীবনপ্রণালি, নিয়মনীতি, সাহসিকতার ক্ষেত্রে অভিন্নতা দেখা যায়। স্থায়ীভাবে বেদুইনরা এক জায়গায় থাকত না। জীবিকার তাগিদে মরুর বিভিন্ন জায়গায় তারা ছুটে বেড়াত। প্রকৃতির সাথে কঠোর সংগ্রাম করে পানি ও খাদ্য সংগ্রহ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। উদ্দাম ও বেপরোয়া জীবনযাপনে তারা অভ্যস্ত ছিল। বিশেষ করে মরুভূমির কঠোর প্রকৃতি, পানির স্বল্পতা, অসহ্য উত্তাপ, অনুবর্বরতা প্রভৃতি কারণে তারা উদ্দাম ও অপ্রতিরোধ্য হয়েছিল। গোত্রীয় চেতনাই তাদের গোষ্ঠীবদ্ধতার মূল কারণ। অতিথি আপ্যায়নেও তারা আন্তরিক ছিল। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের আফ্রিকার জঙ্গালী মানুষের সাথে প্রাচীন আরবের বেদুইনদের মিল লক্ষ করা যায়।

ঘ সৃজনশীল ২৮ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪২ সিফাত একটি ছোট শহরে বাস করে। তার শহরের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটগুলো সুপরিকল্পিত। যদিও নদীর প্লাবনে ফসলের ক্ষতি হয় এবং শহর প্লাবিত হয়। কিন্তু শহরবাসী বসে না থেকে সরকারের সাহায্য নিয়ে নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করে। এ পানির দ্বারা সেচ দিয়ে প্রচুর ফসল ফলায় এবং নদীপথে বাণিজ্য করে আর্থিক উন্নতি লাভ করে। তাদের বসতবাড়িগুলো তারা খুব যত্ন সহকারে তৈরি করে। তবে মন্দির ও মসজিদ তৈরিতে তারা তেমন যত্নশীল ছিল না। তাদের শহর ধর্মীয় কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত। *[নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ]*

ক. সুমেরীয়দের ধর্ম মন্দিরকে কী বলা হত? ১

খ. মিসরীয়দের লিখন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সিফাতের শহরে কোন সভ্যতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শহরের সাথে মিসরীয় সভ্যতার ধর্ম ও স্থাপত্য শিল্পের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাচীন সভ্যতায় সুমেরীয়দের ধর্মমন্দিরকে 'জিগুরাত' বলা হতো।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সিফাতের শহরের সাথে মিসরীয় সভ্যতার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি ভূমি হিসেবে বিবেচিত মিসরের অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে। আজ থেকে ৭০০০ বছর পূর্বে পুরোপলীয় যুগ হতে নবোপলীয় যুগ পেরিয়ে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে মিসরে সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মিসরীয়দের অবদান অপরিসীম।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সিফাতের বসবাসরত শহরটির ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটগুলো সুপরিকল্পিতভাবে তৈরি। নদীর প্লাবনে তাদের ফসলের ক্ষতি হলেও তারা বসে না থেকে সরকারের সাহায্য নিয়ে নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে পানি ধরে রাখার চেষ্টা করে এবং পানি দ্বারা সেচ দিয়ে প্রচুর ফসল ফলায়, যা তাদের অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করে তোলে। মিসরীয়দের ক্ষেত্রে একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উন্নত নগর পরিকল্পনার জন্য তারা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। তাদের নির্মিত রাস্তাঘাট এবং সুউচ্চ প্রাসাদগুলো তাদের আভিজাত্য এবং উন্নত রুচিবোধের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তাছাড়া বর্ষার সময় নীল নদের দু'কূল ছাপিয়ে পানি উঠত, যা নগরীবাসীকে দুরবস্থায় ফেলে দিত। এ সমস্যা সমাধানে মিসরীয়রা নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রাখার চেষ্টা করে, যা তাদের কৃষিক্ষেত্রে সমৃদ্ধি এনে দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সিফাতের শহরের সাথে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতারই সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের শহরের সাথে মিসরীয় ধর্ম ও স্থাপত্য শিল্পের তুলনামূলক আলোচনায় বৈসাদৃশ্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়।

মিসরীয়রা প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করত। সূর্য ছিল তাদের প্রধান দেবতা। সূর্যদেবতার নাম 'রে' বা 'রা' থেকে 'আমন রে'-তে রূপান্তরিত হয়। তারা বিশ্বাস করত 'আমন রে' এবং 'ওসিরিস' মিলিতভাবে পৃথিবী পরিচালনা করেন। মিসরীয় সভ্যতার অবসানের যুগে ধর্মে নানারকম কুসংস্কার যুক্ত হয়। পুরোহিতরা এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদের স্বার্থ আদায় করত।

পক্ষান্তরে, উদ্দীপকে বর্ণিত শহরের লোকজনের মাঝে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সাম্প্রদায়িকতা নেই। তারা নিজেদের উন্নতি নিয়েই সবসময় চিন্তাভাবনা করে। তাদের কাছে জাতীয় উন্নতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মিসরীয়দের স্থাপত্যশিল্পের সাথেও উদ্দীপকের শহরের স্থাপত্যশিল্পের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মিসরীয়রা মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য পিরামিড তৈরি করে, যা একসময় সপ্তাশ্চর্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া তাদের স্থাপত্যশিল্পে প্রধান জায়গা করে নেয় ধর্মমন্দিরগুলো। মিসরের জাতীয় শক্তি ও পারলৌকিক বিশ্বাসে গড়ে ওঠা এ মন্দিরগুলো শিল্পকলার উৎকর্ষ প্রমাণ করে। কিন্তু উদ্দীপকের শহরের লোকজন মন্দির ও মসজিদ নির্মাণে যত্নশীল নয়। তারা তাদের বাড়িঘরগুলো পরিকল্পিতভাবে এবং যত্নসহকারে নির্মাণ করতে আগ্রহী ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, ধর্ম ও স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের শহর ও মিসরীয়দের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪৩ রূপগঞ্জ গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ খুবই মনোরম। সেখানকার মানুষ সহজ-সরল জীবন যাপন করে। মাটি উর্বর কিন্তু গ্রামে প্রতিবছর বন্যা হওয়ায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ সমস্যা সমাধানের উপায় বের করার জন্য গ্রামবাসী মাসুদ সাহেবের বাসায় একত্রিত হয়। মাসুদ সাহেব বললেন, প্রাচীন কালে কোনো এক সভ্যতার মানুষেরা এ জাতীয় সংকটের মধ্যে পড়েছিল। কিন্তু উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে তারা শুধু সংকট সমাধানের পথ বের করেনি মানব সভ্যতার ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদানও রেখেছে। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ, খুলনা]*

ক. সুমেরীয়দের ধর্ম মন্দিরকে কী বলা হতো? ১

খ. মিসরীয়দের লিখন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রূপগঞ্জের অধিবাসীরা কোন সভ্যতার আলোকে তাদের সমস্যা সমাধান করতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তারা শুধু সংকট সমাধানের পথ বের করেনি, মানব সভ্যতার ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদানও রেখেছে উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুমেরীয়দের ধর্ম মন্দিরকে 'জিগুরাত' বলা হতো।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ রূপগঞ্জের এলাকাবাসী প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তাদের এ সমস্যার সমাধান করতে পারে।

প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি ভূমি হিসেবে বিবেচিত মিসরের অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে। আজ থেকে ৭০০০ বছর আগে যখন পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ুতে নানা পরিবর্তনের ফলে দিনের পর দিন বৃষ্টি পড়ত, মিসরের নীলনদের পানি উপচে দুকূল ছাপিয়ে নবোপলীয় মানুষের কৃষ্টি উৎপাদনসহ সকল সহায়-সম্বল ভাসিয়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিত, তখন মিসরীয়রা প্রতি বছরের এ বন্যাকে রোধ করার জন্য বাঁধ দেওয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। উক্ত সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে প্রাচীন মিসরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, কৃষি উপকরণ, সেচব্যবস্থা প্রভৃতির বিকাশের সাথে সাথে নগরের বিকাশ ঘটতে থাকে যা মিসরকে সভ্যতার পটভূমিতে পরিণত করে।

উদ্দীপকের রূপগঞ্জ এলাকার লোকজন মিসরীয়দের মতোই সমস্যা কবলিত। তারাও নদীর বন্যার কারণে ক্ষতির শিকার। এলাকাবাসী সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালালে বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব এবং তারাও মিসরীয়দের মতো বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে। অর্থাৎ মিসরীয়দের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে রূপগঞ্জ এলাকাবাসী নদীকে তাদের উপকারের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করতে পারে।

ঘ প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার মানুষের বুদ্ধিমত্তার যে বিকাশ ঘটেছিল তা শুধু সংকট নিরসনে অবদান রাখেনি বরং তা মানবসভ্যতার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে, স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে– এমনকি কাগজ আবিষ্কার ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে মিসরীয় সভ্যতার অবদান রয়েছে। যেমন— প্রাচীন মিসরীয়রা প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা মেনে পূজা করত এবং সূর্যদেবতা 'আমন' বা 'আমন রে' ছিল তাদের প্রধান দেবতা। স্বর্গের প্রতিনিধি হিসেবে তারা ফারাওদের পূজা করত। স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা মিসরীয়রা পিরামিড তৈরি করেছিল যার ভেতরে ফারাওদের দেহ মমি হিসেবে সংরক্ষিত হতো। এ সভ্যতার শেষ ভাগে পুরোহিতদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ধর্মমন্দির নির্মিত হয় এবং বিভিন্ন সমাধিসৌধ, ধর্মমন্দির ও প্রাসাদের প্রবেশপথে ভাস্কর্য বিদ্যমান ছিল। তৎকালীন সময়ে সমাধি আর মন্দিরের দেয়াল সাজাতে গিয়েই মিসরীয় চিত্রকলার সূচনা হয়। সভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয়দের প্রধান অবদান লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার যা 'হায়ারোগ্লিফিক' নামে পরিচিত। অর্থাৎ 'পবিত্র লিপি' তারা গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন এবং কাগজের আবিষ্কার তাদের মাধ্যমেই হয়। তারা নীলনদের তীরে জন্মানো প্যাপিরাস নামক নলখাগড়া দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে উন্নত মানের কাগজ আবিষ্কার করে। প্যাপিরাসে লিপিবদ্ধ মিসরীয় লিপি উদ্ধারের পর বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, প্রাচীন মিসরে উন্নত মানের সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, মিসরীয়রা শুধু উদ্দীপকে বর্ণিত সংকট নিরসনই নয়, মানবসভ্যতার উৎকর্ষ সাধনেও মিসরীয়রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ বাংলা ভাষাকে শাসন করে বাংলা একাডেমি নামক একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। ঠিক তেমনি ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে Oxford - অনুরূপভাবে একটি বিশেষ অঞ্চল ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের জন্য প্রতি বছর একটি মেলার আয়োজন করতো। এই মেলায় সে অঞ্চলের প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকরা অংশগ্রহণ করতো। সেখানে নানা বর্ণিল উৎসবের মাঝে কবিতা প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হতো। বিজয়ী প্রতিযোগিদের পুরস্কারের পাশাপাশি তাদের স্মৃতিকর্মকে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে পবিত্র গৃহে ঝুলিয়ে রাখা হতো। *[চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দের অর্থ কী? ১

খ. হযরত মুহাম্মদ (স)-কে 'আল আমিন' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে ঘটনার মিল রয়েছে তা উল্লেখপূর্বক ভাষা বিকাশে তাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উদ্দীপকে উল্লিখিত মেলার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ মেলায় তৎকালীন যুগের সাংস্কৃতিক অবস্থায় সামগ্রিক প্রতিফলন ঘটেছে— ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আইয়ামে জাহেলিয়া শব্দের অর্থ অজ্ঞতা বা অন্ধকার যুগ।

খ সৃজনশীল ৩২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের মেলার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের প্রাক-ইসলামিক যুগের উকাজ মেলায় আয়োজিত কবিতা প্রতিযোগিতাও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনকারীদের পুরস্কার প্রদানের সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রাক-ইসলামিক যুগে আরবদের সাংস্কৃতিক জীবনে উকাজ মেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এ মেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল কাব্য প্রতিযোগিতা। এ সময় আরবে সাহিত্যিকগণ বেশকিছু মূল্যবান সাহিত্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন, উদ্দীপকেও তা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, একটি বিশেষ অঞ্চলের জনগণ সে অঞ্চলের ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের জন্য প্রতি বছর একটি মেলার আয়োজন করতো সেখানে কবিতা প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হতো। সে অঞ্চলের প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকরা সে মেলার অংশগ্রহণ করতো। অনুরূপভাবে প্রাক-ইসলামিক যুগে আরবেও একটি মেলার আয়োজন করা হতো যা উকাজ মেলা নামে পরিচিত। প্রতি বছর এখানে কবিতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো এবং শ্রেষ্ঠ কবিতাকে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো। এ সময় আরবে সাহিত্যিকগণ বেশকিছু মূল্যবান সাহিত্যকর্ম সম্পাদনা করেছিলেন। তাদের ভাষাজ্ঞান উন্নত ছিল। কবিতা রচনা, বাগ্মিতা ও সাহিত্যে তারা বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করেন। যার মধ্যে দিওয়ান-আল হামাসা' 'আল মুফাজ্জালিয়াত' ও কিতাব আল-আগানীর' নাম উল্লেখযোগ্য। এগুলো প্রাচীন আরবি সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। যা আরবি ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। আরবি ভাষা বহু শতাব্দীকাল ধরে সভ্যজগতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উন্নতির একমাত্র মাধ্যম ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভাষার বিকাশে কবি সাহিত্যিকদের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ।

ঘ সৃজনশীল ৩২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-১: প্রাক-ইসলামি আরব

১. 'জাজিরাতুল আরব' অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক আরব দ্বীপ খ আরব মরুভূমি
গ আরব সংস্কৃতি ঘ আরব উপদ্বীপ **ঘ**

২. আরবের বৃহত্তম মরুভূমির নাম কী? (জ্ঞান)
ক নুফুদ খ আদ দাহানা
গ গোবি ঘ সাহারা **খ**

৩. সাইমুম কাকে বলে? (অনুধাবন)
ক মরুভূমির বৃষ্টিপাতকে
খ মরুভূমির বালুঝড়কে
গ মরুভূমির মরীচিকাকে
ঘ মরুভূমির ঝর্ণাকে **খ**

৪. আসাবিয়া কী? (জ্ঞান)
ক যাযাবর আরবদের গোত্রের মূলমন্ত্র
খ প্রাচীন আরবের বৃহৎ জনগোষ্ঠী
গ প্রাচীন আরবের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী
ঘ প্রাচীন আরবীয় বাসিন্দা **ক**

৫. আরবে মক্কার নিকটবর্তী স্থানে প্রতি বছর কী মেলা হতো? (জ্ঞান)
ক উকায খ আকাব
গ বেদুনা ঘ আলফালা **ক**

৬. আফ্রিকার রিখা জাতিগোষ্ঠী আমাজান জঙ্গলে বসবাস করত এবং খাদ্যের সন্ধানে একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। রিখা জাতিগোষ্ঠীর সাথে আরবের কোন জনগোষ্ঠীর মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক বেদুইন খ কুরাইশ
গ ইহুদি ঘ নাসারা **ক**

৭. পাথরের যুগকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫ **ক**

৮. পুরোপলীয় যুগ কী? (জ্ঞান)
ক পুরনো পাথরের যুগ
খ তাম্রযুগ
গ নতুন পাথরের যুগ
ঘ লৌহযুগ **ক**

৯. আত্মরক্ষার তাগিদে মানুষ কোন জিনিসের আবিষ্কার করেছে? (অনুধাবন)
ক পাথর খ আগুন
গ মুদ্রা ঘ অস্ত্র **ঘ**

১০. মিসরকে নীলনদের দান বলেছেন কে? (জ্ঞান)
ক পি.কে. হিট্টি খ হেরোডোটাস
গ আমীর আলী ঘ বিজয় সেন গুপ্ত **খ**

১১. হায়রোগ্লিফিক অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক অপবিত্র লিপি খ অনুলিপি
গ পবিত্র লিপি ঘ প্রতিলিপি **গ**

১২. পিরামিড নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য কী? (অনুধাবন)
ক ঐশ্বর্য প্রদর্শন
খ মৃতদেহ সংরক্ষণ
গ বিপদে আশ্রয় গ্রহণ
ঘ শাসনকার্য পরিচালনা **খ**

১৩. নগররাষ্ট্রের ধারণা পাওয়া যায় কোন সভ্যতায়? (জ্ঞান)
ক মিসরীয় খ সুমেরীয়
গ রোমান ঘ গ্রিক **খ**

১৪. চীনের দুঃখ বলা হয় কাকে? (জ্ঞান)
ক নীলনদকে খ সিন্ধুনদকে
গ লোহিত সাগরকে ঘ হোয়াংহো নদীকে **ঘ**

১৫. আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরটি কোথায়? (জ্ঞান) [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]
ক সিরিয়া খ মিসর
গ তুরস্ক ঘ সৌদি আরব **খ**

১৬. মিসরীয় লিখন পদ্ধতি কয়টি স্তরে বিকশিত হয়? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা]
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি **খ**

১৭. জিগুরাত ছিল— (জ্ঞান) [সরকারি কে.সি. কলেজ ঝিনাইদহ]
ক সুমেরীয় ধর্মমন্দির
খ মিসরীয় ধর্মমন্দির
গ ক্যালডীয় ধর্মমন্দির
ঘ অ্যাসিরীয় ধর্মমন্দির **খ**

১৮. হায়ারোগ্লিফিকস বা চিত্রলিখন কী? (জ্ঞান) [মেহেরপুর সরকারি কলেজ]
ক মিসরীয় লিখন পদ্ধতি
খ হিমারীয় লিখন পদ্ধতি
গ সুমেরীয় লিপি
ঘ আব্বাসীয় লিখন পদ্ধতি **ক**

১৯. কোন রাজা সমগ্র মিসরকে একত্রিত করেন? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা]
ক মেনেস খ হাম্মুরাবি
গ জুলিয়াস ঘ ফেরাউন **ক**

২০. সম্রাট হাম্মুরাবি কোনটি প্রণয়ন করে ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন? (জ্ঞান) [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক মূল্যবান সাহিত্য খ নতুন ধর্ম
গ আইন সংহিতা ঘ নতুন নীতিমালা **গ**

২১. টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী দুটির মধ্যবর্তী স্থানকে কী বলে? (জ্ঞান) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]
ক মেসোপটেমীয় খ আসুর
গ ব্যাবিলন ঘ সাত-ইল-আরব **ক**

২২. লিখন পদ্ধতি চিত্র ইত্যাদির আবিষ্কারের সাথে কাদের নাম জড়িত? (জ্ঞান) [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক মেসোপটেমীয় সভ্যতার লোকদের
খ গ্রিক সভ্যতার লোকদের
গ রোমান সভ্যতার লোকদের
ঘ সিন্ধু সভ্যতার লোকদের **ক**

Teachingbd.com

২৩. পৃথিবীর ইতিহাসে কারা প্রথম 'সৌরপঞ্জিকা' উদ্ভাবন করে?
ক মিসরীয়রা খ সুমেরীয়রা
গ রোমানরা ঘ গ্রিকরা — খ

২৪. সুমেরীয় সভ্যতায় রাজ্যগুলো পরস্পর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত থাকত কেন? (অনুধাবন)
ক উত্তরাধিকারের জন্য
খ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য
গ স্বভাবগত কারণে
ঘ বহিঃশত্রুর আক্রমণে — খ

২৫. কোন সভ্যতাকে নগরসভ্যতা বলা হয়? (জ্ঞান) [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক গ্রিক সভ্যতা
খ প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা
গ চীনা সভ্যতা
ঘ সিন্ধু সভ্যতা — ক

২৬. গ্রিসের কোন নগররাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? (জ্ঞান) [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
ক স্পার্টা খ এথেন্স
গ থিবস ঘ কোরিন্থ — খ

২৭. কারা প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেছিল? (জ্ঞান) [মেহেরপুর সরকারি কলেজ]
ক রোমানরা খ ইরাকিরা
গ গ্রিকরা ঘ ভারতীয়রা — গ

২৮. History of the Person War's গ্রন্থটি রচনা করেন কে? (জ্ঞান) [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক হোমার খ সক্রেটিস
গ এরিস্টটল ঘ হেরোডোটাস — ঘ

২৯. অলিম্পিক খেলা প্রচলিত হয়েছিল কেন? (জ্ঞান) [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
ক শুধু বিনোদনের
খ বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে
গ গ্রিক বীরদের বীরত্ব দেখানোর জন্য
ঘ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে — খ

৩০. রোমান সভ্যতা কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল? (জ্ঞান)
ক টাইগ্রিস খ ইউফ্রেটিস
গ নীল ঘ টাইবার — ঘ

৩১. হেবিয়াস কর্পাস বলতে কী বোঝ? (অনুধাবন)
ক তামাদি আইন খ রোমান আইন
গ মুসলিম আইন ঘ টর্ট আইন — খ

৩২. আরবদের দার্শনিক– (জ্ঞান) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]
ক আল কিন্দি খ আল ফারাবি
গ ইবনে সিনাহ ঘ আল গাজ্জালি — ক

৩৩. কোন কবিকে আরবদের ডেভিড বলা হয়েছিল? (জ্ঞান) [কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ]
ক আন তারা ইবন-শাদ্দাদ
খ লাবিদ ইনন-রাবিয়া
গ আমর ইবন-কুলসুম
ঘ ইমরুল কায়েস — ঘ

৩৪. আরববাসী কোন দুটি জিনিসকে খুব সম্মান করত? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা]
ক মদ ও নারী
খ কবিতা ও যুদ্ধ
গ খেজুর গাছ ও উট
ঘ যুদ্ধ ও নারী — খ

৩৫. আরবীয় ভূখণ্ডকে উপদ্বীপ বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক সমভূমিতে অবস্থিত বলে
খ মরুভূমিতে অবস্থিত বলে
গ সবদিকে পানিদ্বারা বেষ্টিত বলে
ঘ তিনদিকে পানিদ্বারা বেষ্টিত বলে — ঘ

৩৬. বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো কৃষি উৎপাদনের অনুকূল হওয়ায় এসব এলাকা বেশ ঘনবসতিপূর্ণ। এ অঞ্চলসমূহ আরবের কোন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে? (প্রয়োগ)
ক হেজাজ খ ইয়েমেন
গ ওমান ঘ হাজরামাউত — ক

৩৭. আরবের অধিবাসীগণের রুক্ষ, দুঃসাহসী ও দুর্ধর্ষ সৈনিক হয়ে উঠার নেপথ্যে কোন বিষয়টি যৌক্তিকভাবে পরিলক্ষিত হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য
খ রাজনৈতিক জ্ঞান না থাকা
গ বিশ্বের অন্যান্য জাতিকে হুমকি মনে করা
ঘ প্রশিক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা থাকা — ক

৩৮. প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসানের পর কোন যুগের সূচনা হয়? (জ্ঞান)
ক পাথরের যুগের খ সভ্যতার যুগের
গ পুরোপলীয় যুগের ঘ নবোপলীয় যুগের — খ

৩৯. মিসরে সাম্রাজ্যের যুগের সূচনা করেন কে? (জ্ঞান)
ক প্রথম আহমোজ খ তৃতীয় থুথমোস
গ দ্বিতীয় রামসেস ঘ তৃতীয় আমেনহোটেপ — ক

৪০. পানিদ্বারা পরিচালিত ঘড়ি কারা আবিষ্কার করে? (জ্ঞান)
ক মিসরীয়রা খ গ্রিকরা
গ সুমেরীয়রা ঘ হিব্রুরা — গ

৪১. মহাকাব্য ইনিড কার লেখা? (জ্ঞান)
ক দান্তে খ হোমার
গ ভার্জিল ঘ কৌটিল্য — গ

৪২. কাসিদা বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
ক কাব্য খ মহাকাব্য
গ গীতিনাট্য ঘ গীতিকাব্য — ঘ

Teachingbd.com

৪৩. আরব উপদ্বীপকে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে—(অনুধাবন)

i. নীলনদ
ii. লোহিত সাগর
iii. ভারত মহাসাগর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

৪৪. ইয়ামেন শব্দের অর্থ— (অনুধাবন) [গাইবান্ধা সরকারি কলেজ]

i. সৌভাগ্যবান
ii. সুখী
iii. সুন্দর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

৪৫. আরব বেদুইনরা জীবিকা নির্বাহ করত— (অনুধাবন) [সরকারি কে. সি. কলেজ ঝিনাইদহ]

i. পশুপালন কমর
ii. কৃষিকাজ করে
iii. লুটতরাজ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও ii ঘ i, ii ও iii

ঘ

৪৬. ইসলাম-পূর্ব আরবের অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল— (অনুধাবন)

i. পশুপালন
ii লুটতরাজ
iii. সুদ ব্যবসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

৪৭. সৈয়দপুর গ্রামের কৃষকেরা একজন লোকের কাছে ঋণী। তারা ঋণের চেয়েও অধিক টাকা তাকে দেয়। এই ঘটনাটি মনে করিয়ে দেয় জাহেলিয়া যুগের—(অনুধাবন) [গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা]

i. সুদ প্রথা
ii. মহাজনি প্রথা
iii. বিনিময় প্রথা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও ii ঘ i, ii ও iii

ক

৪৮. প্রাক ইসলামি আরবে আল্লাহর কন্যা বলা হতো— (অনুধাবন)

i. লাতকে
ii. উজ্জাকে
iii. মানাতকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৯ ও ৫০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

X যুগকে পুরোপলীয় ও নবোপলীয় এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। পুরোপলীয় যুগের উন্নততর সংস্কার হচ্ছে নবোপলীয় যুগ। এ যুগে মানুষ যাযাবর জীবন থেকে সভ্য জীবনে পদার্পণ করতে শেখে।

৪৯. অনুচ্ছেদে 'X' যুগ বলতে কোন যুগকে বোঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক ঐতিহাসিক খ লৌহ
গ প্রাগৈতিহাসিক ঘ আধুনিক

গ

৫০. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত যুগে মানুষের যাযাবর থাকার নেপথ্যে কোন বিষয়টি প্রভাব ফেলে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য স্থানান্তরিত হওয়া
খ শিকারের জন্য স্থানান্তরিত হওয়া
গ কৃষির জন্য স্থানান্তরিত হওয়া
ঘ কাজের উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত হওয়া

খ

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৫১ ও ৫২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সোমপুর গ্রামের একদল মানুষ সারা বছর প্রতিমা বানায়। পাথর কিংবা মাটি দ্বারা তৈরি এসব প্রতিমা ও অবয়ব নানা ডিজাইন ও আকৃতির সৌন্দর্যমন্ডিত ও ব্যবহারিক রঙের এসব শিল্পকর্ম মানুষের কাছে সমাদৃত। এ শিল্পের দ্বারা এলাকাটি বেশ পরিচিতি লাভ করেছে। [ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

৫১. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পটির সাথে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার কোন দিকটির মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)

ক স্থাপত্য খ ভাস্কর্য
গ ধর্ম ঘ সমাজব্যবস্থা

খ

৫২. উক্ত শিল্পটির বৈশিষ্ট্য হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. ব্যাপকতা
ii. বৈচিত্র্য
iii. ধর্মীয় ভাবধারা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

খ

উদ্দীপকটি পড়ে ৫৩ ও ৫৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

স্বৈরশাসক ইদি আমিনের শাসনকালে অন্যায়-অত্যাচার, কলহ-বিবাদ, সাধারণ লোকদের হত্যা, নারীদের লাঞ্ছনা, মানবাধিকার হরণ প্রভৃতিতে উগান্ডা দোজখে পরিণত হয়েছিল।

৫৩. আলোচ্য উদ্দীপক কোন যুগের কথা মনে করিয়ে দেয়? (প্রয়োগ)

ক জাহেলিয়া যুগ খ সামন্তবাদের যুগ
গ আদিম যুগ ঘ আধুনিক যুগ

ক

৫৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. বর্বর জীবনপ্রণালীর অভিপ্রায়
ii. উন্নত সংস্কৃতির ধারক
iii. অজ্ঞতা ও নিষ্ঠুরতা জর্জরিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

Teachingbd.com

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়-২: হযরত মুহাম্মদ (স) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

প্রশ্ন ▶১ আশরাফ সাহেবের বাসায় সবসময় দুই ধরনের রান্না হয়। ভালোমানের রান্না হয় তার পরিবারের জন্য, আর নিম্নমানের খাবার তৈরি হয় ড্রাইভার, বাবুর্চি আর পরিচারিকাদের জন্য। তাদের চিকিৎসা, বাসস্থান ও ভালো পোশাকেরও সুব্যবস্থা নেই। আশরাফ সাহেব তার স্ত্রীর সাথেও সবসময় দুর্ব্যবহার করেন। পারিবারিক কোনো সিদ্ধান্তে তিনি স্ত্রীর মতামত গ্রহণ করেন না। এসব নিয়ে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকে। *[চা. বো. '১৭]*

ক. মহানবি (স) কত খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন? ১

খ. মুহাম্মদ (স)-কে 'আল-আমিন' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আশরাফ সাহেব মহানবি (স)-এর কোন উপদেশ মেনে চললে অধীনদের সাথে বিরূপ আচরণ করতে পারতেন না? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে নারীর প্রতি যে অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে তা মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণের এ সংক্রান্ত নির্দেশাবলির পরিপন্থি– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (স) ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

খ সততা ও বিশ্বস্ততার ধারক হওয়ায় মহানবি (স)-কে আল-আমিন বলা হয়।

'আল আমিন' শব্দের অর্থ বিশ্বাসী। মহানবি (স) ছোটবেলা থেকেই এ গুণটির অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। তাই সবাই তাঁকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করত এবং তাঁর ওপর আস্থা রাখত। এ মহান গুণের জন্য তাঁকে সবাই 'আল-আমিন' বলে ডাকত।

গ মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণে দেওয়া দাস-দাসীদের প্রতি সদয় আচরণের উপদেশটি মেনে চললে আশরাফ সাহেব অধীনদের সাথে বিরূপ আচরণ করতে পারতেন না।

১০ম হিজরির ৯ জিলহজ (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ) মহানবি (স) বিশ্বমানবতার জীবন পরিচালনার সার্বিক নির্দেশনাস্বরূপ মক্কার আরাফাতের ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, যা বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত। এ ভাষণে তিনি মানবজাতির সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার সার্বিক উপদেশ প্রদান করেন। অধীন বা দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহারও ছিল এ ভাষণের একটি উপদেশ। কিন্তু আশরাফ সাহেব এ নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন।

আশরাফ সাহেব তার অধীন ড্রাইভার, পরিচারিকা, বাবুর্চির সাথে সমতাভিত্তিক আচরণ করেন না। তিনি তাদের জন্য আলাদা খাবারের ব্যবস্থা করেন। তাদের চিকিৎসা, পোশাক, বাসস্থানের ব্যাপারেও তিনি উদাসীন। অথচ বিদায় হজের ভাষণে রাসুল (স) বলেছেন, 'দাস-দাসীদের সাথে সদয় ব্যবহার করো। তাদের ওপর কোনোরূপ অত্যাচার করো না। তোমরা যা খাবে, তাদেরও তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরবে, তাদেরও তাই পরাবে– ভুলে যেও না তারাও তোমাদের মতো মানুষ।' রাসুল (স)-এর এ নির্দেশ মেনে চললে আশরাফ সাহেব তার অধীন কর্মচারীদের প্রতি অন্যায় আচরণ করতে পারতেন না।

ঘ উদ্দীপকে নারীর প্রতি যে অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে তা মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণের নারীর প্রতি সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনার পরিপন্থি।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বিদায় হজের ভাষণ ছিল মানবজাতির জীবন পরিচালনার সার্বিক দিকনির্দেশনা। এ ভাষণে মানবজাতির মুক্তির নির্দেশনা দিতে গিয়ে রাসুল (স) বলেন 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না। তাদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে।' কিন্তু জনাব আশরাফ এ নির্দেশ অমান্য করেছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আশরাফ সাহেব তার স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করেন। পারিবারিক কোনো সিদ্ধান্তে তিনি স্ত্রীর মতামত গ্রহণ করেন না। তার এ কর্মকাণ্ড ইসলাম তথা রাসুল (স)-এর নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। কারণ ইসলাম নারীর সবধরনের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। মহান আল্লাহ স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুল (স)ও বিদায় হজের ভাষণে স্ত্রীদের প্রতি সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম নারীকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে তাদের সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই প্রত্যেকের কর্তব্য হলো ইসলামের এ নির্দেশ মেনে চলে নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করা।

প্রশ্ন ▶২ আব্দুস সামাদ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি এলাকার মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হওয়ার পর সমাজের সকল অনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে বলেন। এতে সমাজের এক শ্রেণির মানুষের কাছে তিনি শত্রু হয়ে যান। এক পর্যায়ে তাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয় এবং তিনি দেশ ত্যাগে বাধ্য হন। *[রা.; দি.; য.; সি.; ব.; কু.; চ. বো. '১৭]*

ক. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাতার নাম কী? ১

খ. হিলফুল ফুজুল বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহামানবের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত মহাপুরুষের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের ঘটনা তাঁর প্রচারিত ধর্মের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা– বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাতার নাম আমিনা বেগম।

খ হিলফুল ফুজুল বলতে কিশোর বয়সে মহানবি (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শান্তিসংঘকে বোঝায়।

মহানবি (স) ছিলেন শান্তির দূত। তাই বালক বয়সে যখন তিনি পাঁচ বছর স্থায়ী 'হারবুল ফুজ্জার' যুদ্ধের (৫৮৪-৫৮৮ খ্রি.) ভয়াবহতা দেখলেন তখন তাঁর অন্তর মানবতার জন্য কেঁদে উঠল। এ প্রেক্ষিতেই তিনি সমমনা কয়েকজন উৎসাহী যুবক ও পিতৃব্য যুবাইরকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন 'হিলফুল ফুজুল' নামের শান্তিসংঘটি। সংগঠনটি গোত্রীয় যুদ্ধের অবসানসহ সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করত। এটি প্রায় ৫০ বছর স্থায়ী ছিল।

গ উদ্দীপকের সাথে মহানবি (স)-এর নবুয়ত লাভের পর ইসলাম প্রচার এবং এ কাজে নির্যাতনের শিকার হয়ে হিজরত করার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

সত্য ও ন্যায়ের পথে চলতে গেলে অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। সত্যের পথে থাকা এবং এ পথে মানুষকে আহ্বান করতে গিয়ে যুগে যুগে মহামানবেরা নানা অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর সত্যের পথে অবিচল থেকে ধৈর্য ও হিজরতের মাধ্যমে রাসুল (স)-এর পরিস্থিতি মোকাবিলার আংশিক প্রতিফলন লক্ষ করা যায় আব্দুস সামাদের কর্মকাণ্ডে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আব্দুস সামাদকে এলাকাবাসী সবাই শ্রদ্ধা করত। তিনি মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হওয়ার পর সবাইকে অনৈতিকতা পরিহার করে সত্য ও ন্যায়ের পথে চলার আহ্বান জানান। কিন্তু তার এ কাজে সমাজের এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষীরা বিরোধিতা শুরু করে এবং তাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে দেশ ত্যাগ করেন। একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনে। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত লাভের পর মহানবি (স) গোপনে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে এবং পরবর্তীতে ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে মক্কাবাসীদের কাছে তাওহিদের বাণী প্রচার শুরু করেন। এতে মক্কার পৌত্তলিক, কুরাইশসহ মূর্তিপূজার দিশারি সকল গোত্র মুহাম্মদ (স)-এর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মহানবি (স)-এর ওপর তারা অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে; তাঁকে পাগল

https://teachingbd24.com

বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। কুরাইশদের অত্যাচার যখন চরম আকার ধারণ করে তখন মহানবি (স) আল্লাহর নির্দেশে তাঁর শিষ্যদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের পরামর্শ দেন। তাছাড়া মহানবি (স) মক্কায় অবস্থান করলে তাঁর বিরুদ্ধে কুরাইশদের ষড়যন্ত্রের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি তারা রাসুল (স) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এ প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ তাঁকে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেন। কারণ তখন মদিনায় ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। তাই মহানবি (স) মহান আল্লাহর নির্দেশে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন এবং মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাসুল (স)-এর ইসলাম প্রচার, নির্যাতন সহ্য করা এবং হিজরতের ঘটনার সাথে আব্দুস সামাদের কর্মকান্ড আংশিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ রাসুল (স)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের ঘটনা তাঁর জীবনের জন্য ছিল মোড় পরিবর্তনকারী এবং ইসলামের ভিত প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা যখন বেড়ে যায় তখন তিনি মহান আল্লাহর আদেশে হযরত আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন এবং এখানেই মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। মদিনাবাসীর সহযোগিতায় ইসলামের বিস্তৃতি সহজ হয়ে যায়। এই হিজরতের ফলে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, যা পরবর্তীকালে মক্কা বিজয় তথা অর্ধেক পৃথিবী বিজয় করার দ্বার উন্মোচন করে।

হিজরতের ফলে মহানবি (স)-এর জীবনধারায় পরিবর্তন আসে এবং তিনি সুস্থ পরিবেশে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেন। ঐতিহাসিক P.K. Hitti বলেন, 'হিজরতের সাথে সাথে হযরতের মক্কা জীবনের অবসান ও মদিনা জীবনের সূচনা হয় এবং এখানেই মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের মোড় ঘুরে যায়।' মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করলে মদিনাবাসী তাঁকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বরণ করে নেয়। এরপর মদিনায় ইসলাম দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র আরবজাহান মুসলমানদের অধীনে আসে। হিজরতের পরপরই মুহাম্মদ (স) মদিনাতে মুসলমানদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে মসজিদে নববি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও মদিনাবাসী মহানবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তাদের নগরীর নাম রাখেন 'মদিনাতুন্নবি' বা নবির শহর। এতে মদিনাবাসীর সম্মান অনেক বেড়ে যায়। মহানবি (স)-এর হিজরতের ফলে মদিনার লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদিনাবাসী দীর্ঘদিনের ভেদাভেদ ও শত্রুতা ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। হিজরতের ফলেই মহানবি (স) বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদিনা সনদ' প্রণয়ন করেন।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মহানবি (স)-এর হিজরতের ফলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶৩ মুক্তিযুদ্ধের সময় রাশেদদের গ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামে প্রবেশের রাস্তা কেটে দিয়েছিল, যাতে পাকিস্তান আর্মি সহজে প্রবেশ করতে না পারে। রাস্তা কাটা থাকায় পাক আর্মি গাড়ি ছাড়া পায়ে হেঁটে গ্রামে প্রবেশ করার সাহস পায়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের এ রণকৌশলের কারণে রাশেদদের গ্রাম ছিল নিরাপদ ও মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ঘাঁটি।

[রা.; দি.; য.; সি.; ব.; কু.; চ. বো. '১৭]

ক. হিজরত অর্থ কী? ১

খ. হিজরত ও দেশত্যাগের মধ্যে পার্থক্য কী? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের অনুরূপ রণকৌশল মহানবি (স) কোন যুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. মহানবি (স)-এর উক্ত রণকৌশলটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'হিজরত' শব্দের অর্থ দেশত্যাগ, প্রস্থান এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করা।

খ হিজরত এবং দেশত্যাগের মধ্যে মৌলিক ও উদ্দেশ্যগত কিছু পার্থক্য রয়েছে।

শাব্দিকভাবে হিজরত ও দেশত্যাগ একই অর্থ ধারণ করে। অর্থাৎ এগুলোর অর্থ এক দেশ বা একস্থান থেকে অন্য স্থানে প্রস্থান করা। কিন্তু উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে দুটি ভিন্ন বিষয়। দেশত্যাগ যে কোনো প্রয়োজনে, বৈষয়িক বা পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনে হতে পারে। কিন্তু 'হিজরত' শব্দটির সাথে ইসলাম প্রচার বা প্রসারের বিষয়টি জড়িত। রাসুল (স) ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে বিরোধীদের নির্যাতনের শিকার হয়ে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বর্তমান সময়েও কেউ যদি অনুরূপ পরিস্থিতিতে বা উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তবে তা হিজরত বলে পরিগণিত হবে।

গ উদ্দীপকের অনুরূপ রণকৌশল মহানবি (স) খন্দকের যুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন।

ইসলামের সূচনালগ্নে যে কয়টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হলো 'খন্দকের যুদ্ধ'। এ যুদ্ধ ইতিহাসে বিভিন্ন নামে পরিচিত। মুহাম্মদ (স) সালমান ফারসির পরামর্শক্রমে মদিনার চারপাশে খাল বা খন্দক খনন করে যে অভিনব যুদ্ধ কৌশলের অবতারণা করেন তাই ইতিহাসে 'খন্দকের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। উদ্দীপকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করতে কৌশল অবলম্বনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রামে প্রবেশের রাস্তা ভেঙে দিয়ে গ্রামবাসী শত্রুপক্ষ থেকে নিরাপদ থাকতে সক্ষম হয়। খন্দকের যুদ্ধেও এ ধরনের কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমানরা কুরাইশদের পরাজিত করেছিল।

৬২৭ সালের ৩১ মার্চ কুরাইশ, ইহুদি ও বেদুইনদের সর্বাধিনায়ক আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কার মুশরিকরা মদিনা আক্রমণ করে। তাদের প্রতিহত করতে মুহাম্মদ (স) তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী মদিনার চারপাশে খননকৃত পরিখার প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন। পরিখা পেরিয়ে হামলা করতে ব্যর্থ হয়ে তারা মদিনাকে ২৭ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখে। কিন্তু দীর্ঘ অবরোধের ফলে শত্রু বাহিনীতে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব দেখা দেয় ও ঝড়ো হাওয়ায় তাদের তাঁবু উড়ে যায়। অনুরূপ ঘটনা রাশেদদের গ্রামের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাশেদদের গ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামে প্রবেশের একমাত্র রাস্তাটি কেটে দিয়েছিল, যাতে পাকিস্তানি আর্মি সহজে গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে। মুক্তিযোদ্ধারা এ রণকৌশলের মাধ্যমে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, খন্দকের যুদ্ধে রাসুল (স)-এর গৃহীত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমেই রাশেদদের গ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা এদেশকে শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

ঘ খন্দকের যুদ্ধে মহানবি (স)-এর গৃহীত রণকৌশল অর্থাৎ মুসলমানদের পরিখা খনন করার মাধ্যমে মদিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল।

৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ কুরাইশ, ইহুদি ও বেদুইনদের সম্মিলিত শক্তি উহুদ যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১০,০০০। এ সমন্বিত শক্তির মোকাবিলা করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স) মাত্র ৩,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণের জন্য মহানবি (স) সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন। বৈঠকে পারস্যের জনৈক মুসলমান সালমান ফারসির পরামর্শক্রমে মদিনা নগরীর অরক্ষিত স্থানসমূহে গভীর পরিখা খনন করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মহানবি (স) স্বয়ং এ কাজে অংশ নেন।

৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ মক্কার যৌথবাহিনী মদিনায় হামলা চালায়। কিন্তু মদিনার অভিনব আত্মরক্ষার কৌশল দেখে তারা বিস্মিত হয়। শত চেষ্টা সত্ত্বেও পরিখা অতিক্রম করে শত্রুপক্ষ মদিনায় প্রবেশ করতে পারেনি। তাই তারা ২৭ দিন মদিনা অবরোধ করে রাখে। দীর্ঘ অবরোধের পর খাদ্যাভাব, ঝড়-বৃষ্টি, হিমেল হাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে যৌথবাহিনী অবরোধ প্রত্যাহার করে স্বদেশে ফিরে যায়। শুধু পরিখা খননের এই কৌশলের মাধ্যমে মুসলমানরা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পায়, যা ছিল মুসলমানদের জন্য অনেক বড় বিজয়। উদ্দীপকে রাশেদদের গ্রামের লোকেরা মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গ্রামে প্রবেশের রাস্তাটি কেটে ফেলে। ফলে হানাদার বাহিনী ঐ গ্রামে প্রবেশ করতে পারে না। এভাবে তাদের গ্রাম রক্ষা পায়। একইভাবে খন্দকের যুদ্ধের সময় মদিনার অরক্ষিত অঞ্চলগুলোতে পরিখা খনন করে। এই পরিখা অতিক্রম করে শত্রু বাহিনী সামনে সামনে এগুতে ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, যুদ্ধের সময় পরিখা খননের মতো এ ধরনের কৌশল গ্রহণ যুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৪ বিরূপ আবহাওয়া, প্রকৃতির শুষ্কতা ও রুক্ষতার জন্য প্রাচীন আরবের মক্কাবাসীগণ কোনো কিছু ভালোভাবে চিন্তা করতে পারত না। অন্যদিকে, পুতুল পূজার বিপরীতে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের অর্থোপার্জনের পথ, সামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব সবই শেষ হয়ে যায়। অপরদিকে শস্য-শ্যামল ও স্বাস্থ্যকর মদিনার অধিবাসীগণ সত্য ও শান্তির ধর্ম ইসলামকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং মদিনার দুটি গোত্র মহানবি (স) কে তাদের মধ্যকার বিরোধ দূরীকরণের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে সত্যের ডাকে ও কর্তব্যের খাতিরেই মহানবি (স) কে মদিনায় হিজরত করতে হয়েছিল। *[সিলেট বোর্ড ২০১৬]*

ক. মদিনার পূর্ব নাম কী ছিল? ১

খ. কাদেরকে আনসার ও মুহাজির বলা হয়? ২

গ. মহানবি (স)-এর হিজরতের কারণগুলো উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণ ব্যতীত মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের আরও কারণ আছে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মদিনার পূর্ব নাম ছিল ইয়াসরিব।

খ জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে যারা হিজরত করেন তাদেরকে মুহাজির এবং যারা হিজরতকারীদের সর্বতোভাবে সাহায্য ও আশ্রয় দান করেন তাদেরকে আনসার বলা হয়।

মক্কায় ইসলাম প্রচারের কারণে মহানবি (স) এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। এ কারণে আল্লাহর নির্দেশে যারা জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন তাদেরকে মহানবি (স) মুহাজির নামে অভিহিত করেন। আর রক্তের সম্পর্ক বিবেচনা না করে ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে মুহাজিরদের যারা আশ্রয়দান করেন তাদেরকে তিনি 'আনসার' (সাহায্যকারী) নামে অভিহিত করেন।

গ উদ্দীপকে মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের (দেশত্যাগ বা একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন) তিনটি কারণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নবুয়ত প্রাপ্তির ১২ বছর পর ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। মূলত তিনি ইসলাম প্রচার এবং সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে মদিনাবাসীকে আবদ্ধ করতে হিজরত করেছিলেন। এছাড়াও মহানবি (স) এর হিজরতের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ নিহিত ছিল, যার তিনটি কারণ উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত হিজরতের কারণসমূহের মধ্যে একটি হলো প্রাকৃতিক পরিবেশ। শুষ্ক জলবায়ু এবং উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য মক্কাবাসীগণ ছিল রুক্ষ এবং বদমেজাজি। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা গভীরভাবে চিন্তা করতে পারত না। অপরদিকে, মদিনার সুশীতল স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও শস্য-শ্যামল ভূমির কারণে সেখানকার লোকজন সুবিবেচক, দয়ালু, শান্ত ও সরলমনা ছিল। তাই তারা ইসলামকে সাদরে গ্রহণ করে এবং মহানবি (স)কে মদিনায় হিজরতের আহ্বান জানায়। মহানবি (স)-এর হিজরতের আর একটি কারণ হলো তৎকালীন আরবে বিদ্যমান আভিজাত্য ও কৌলীন্যপ্রথা। মক্কার স্বার্থপর পুরোহিত শ্রেণি এবং রক্ষণশীল কুরাইশগণ ইসলাম প্রচারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ পৌত্তলিকতার অবসান ঘটিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই তারা মহানবি (স)-এর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হিজরত করতে বাধ্য করে। এছাড়া উদ্দীপকে হিজরতের আর যে কারণটি উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হলো মদিনাবাসীর মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ মীমাংসাকারী হিসেবে মহানবি (স)কে তাদের আমন্ত্রণ। মদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্র দুটি তাদের মধ্যকার বুয়াস নামক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মধ্যস্থতাকারীর সন্ধান করছিল। এ কারণে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবি (স)কে তারা আমন্ত্রণ জানায়। তিনি তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় পৌঁছান। মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের উল্লিখিত কারণগুলোই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণ ছাড়াও মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের পেছনে আরও কারণ বিদ্যমান ছিল।

মহানবি (স)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পেছনে কিছু কারণ ছিল যার তিনটি উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– প্রাকৃতিক প্রভাব, আভিজাত্য ও কৌলিন্যপ্রথা এবং মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আহ্বান। হিজরতের পেছনে শুধু এ কারণগুলোই নিহিত ছিল না। এগুলো ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় মহানবি (স)-কে হিজরতে বাধ্য করেছিল। ইসলামের ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কোনো নবিকেই তাঁর স্বদেশবাসী সাদরে গ্রহণ করেনি। মহানবি (স)-ও মক্কাবাসীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাননি। মক্কার অভিজাত কুরাইশগণ মহানবি (স)কে চিরশত্রু মনে করে তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালায় এবং ইসলাম প্রচারে বাধা দেয়। তাদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও ইসলাম দিন দিন প্রসার লাভ করতে থাকে। ফলে সর্বশেষ নির্যাতন হিসেবে তারা মহানবি (স)-কে হত্যার পরিকল্পনা করে। এরূপ পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ মহানবি (স)-কে ওহির (আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্ত আদেশ) মাধ্যমে মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেন।

অন্যদিকে পৌত্তলিকতা, জড়বাদ, খ্রিষ্টানবাদ কোনোটিই মদিনার সাধারণ জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। এসব ধর্মের প্রভাবে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত ছিল। তাই তারা মক্কার নিকটবর্তী আকাবা নামক স্থানে দু'বার রাসুল (স)-এর কাছ থেকে বায়াত (ইসলাম গ্রহণের শপথ) গ্রহণ করে তাঁকে মদিনায় হিজরতের আহ্বান জানান। মহানবি (স)-এর পিতা আবদুল্লাহ এবং পূর্বপুরুষ হাশিম মদিনায় বিয়ে করেছিলেন। এ আত্মীয়তার সম্পর্ক মহানবি (স)-কে মদিনায় হিজরতের অনুপ্রেরণা দেয় এবং মদিনাবাসীও তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দেয়। এছাড়া মদিনার ইহুদিগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের বিষয়টি জানতে পারে। এ কারণেও তারা মহানবি (স)-কে আমন্ত্রণ জানায়। মদিনাবাসীদের এমন আগ্রহ দেখে মহানবি (স) তাঁর অনুগত মুসাব (রা)-কে মদিনায় পাঠান। তিনি মদিনায় ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে বলে তাঁকে অবহিত করেন। ফলে তিনি মদিনায় হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন।

সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও এসব কারণে মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করেন।

প্রশ্ন ▶৫ কমলাপুর গ্রামের মানুষ পার্শ্ববর্তী ইসলামপুর গ্রামের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদেরকে আক্রমণ করলে যুদ্ধে কমলাপুর গ্রাম পরাজিত হয় এবং তাদের নেতা নিহত হন। এ পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলা এবং নেতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কমলাপুরবাসী আবারো ইসলামপুর গ্রাম আক্রমণ করে। ফলে ইসলামপুর গ্রামের চেয়ারম্যান ইবনে আব্দুল্লাহ ৫০ জন তীরন্দাজকে নির্দেশ দেন, আমরা সবাই যুদ্ধে মারা গেলেও তোমরা এখান থেকে সরবে না। কিন্তু নেতার আদেশ অমান্য করার জন্য ইসলামপুরবাসী এ যুদ্ধে পরাজিত হন।

[সিলেট বোর্ড ২০১৬; কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ; কক্সবাজার সরকারি কলেজ]

ক. উহুদের যুদ্ধে কুরাইশ নেতা কে ছিলেন? ১

খ. 'ফাতহুম মুবিন' কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনা তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'নেতার আদেশ অমান্য করা উক্ত যুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম কারণ'– উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উহুদের যুদ্ধে কুরাইশ নেতা ছিলেন আবু সুফিয়ান।

খ হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই 'ফাতহুম মুবিন' বা সুস্পষ্ট বিজয় বলা হয়।

ইসলাম ও বিশ্বের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ এটি সর্বতোভাবে মুসলিমদের স্বার্থের অনুকূলে ছিল। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স) এবং কুরাইশদের মধ্যে মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে এ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এ সন্ধির দ্বারা কুরাইশরা মহানবি (স)-কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। এ সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানরা যে একটি স্বতন্ত্র শক্তি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মোট কথা, এ সন্ধি মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। এ কারণে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা শ্রেষ্ঠ বিজয় বলা হয়।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের ঘটনা আমার পাঠ্যপুস্তকের উহুদ যুদ্ধের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে।

মহানবি (স) মহান আল্লাহর নিকট ধৈর্যের যতগুলো পরীক্ষা দিয়েছিলেন তার মধ্যে উহুদ যুদ্ধ একটি। এটি মুসলমানদের জন্যও এক কঠোর অগ্নিপরীক্ষা ছিল। এ যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা পরবর্তীতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা অর্জন করেছিল। ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট কুরাইশদের পরাজয় ঘটে। এ প্রেক্ষাপটে ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি এ যুদ্ধের ঘটনারই দৃষ্টান্ত বহন করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কমলাপুর গ্রামের মানুষ পার্শ্ববর্তী ইসলামপুর গ্রামের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হয় এবং তাদেরকে আক্রমণ করে যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং তাদের নেতাকে হারায়। তাই প্রতিশোধ নিতে তারা আবারও ইসলামপুর গ্রাম আক্রমণ করে। এ সংঘর্ষে নেতার নির্দেশ অবমাননার কারণে ইসলামপুরের পরাজয় ঘটে। উহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। মহানবি (স) মদিনায় হিজরতের মাত্র দুই বছরের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করে। সেখানে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে কুরাইশগণ ভীষণভাবে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। ফলে কুরাইশগণ মুসলমানদের সাথে বদরের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এতে আবু জেহেলসহ বহু কুরাইশ নিহত হয় এবং তারা পরাজয় বরণ করে। ফলশ্রুতিতে কুরাইশরা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আবারও উহুদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ যুদ্ধে মহানবি (স)-এর নির্দেশ অমান্যের কারণে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ঘটে। সুতরাং এটি প্রমাণিত যে, উদ্দীপকের ঘটনা উহুদের যুদ্ধের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ নেতার আদেশ অমান্য করাই উক্ত যুদ্ধে অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

যেকোনো যুদ্ধে বা কাজে নেতা হলেন অনুসরণীয় আদর্শ। তিনি হলেন পরিচালক। তার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক নির্দেশ যে কোনো কাজে সফলতা বা যুদ্ধে জয়লাভে সহায়তা করে। নেতার আদেশ অমান্য করে কোনো কালেই কোনো শক্তি জয়লাভ করতে পারেনি। এমন পরাজয়ের দৃষ্টান্তই উদ্দীপকে বর্ণিত ইসলামপুর এবং উহুদ যুদ্ধের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। উদ্দীপকে বলা হয়েছে পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলা এবং নেতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কমলাপুর গ্রামের মানুষ ইসলামপুর গ্রাম আক্রমণ করে। এ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ইসলামপুর গ্রামের চেয়ারম্যান ইবনে আবদুল্লাহ ৫০ জন তীরন্দাজকে নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ না করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এ নির্দেশ অমান্য করার কারণে ইসলামপুরের পরাজয় ঘটে। উহুদ যুদ্ধেও একই কারণে মুসলমানরা পরাজিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (স) আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজ সৈন্যকে উহুদ ও আইনাইন পর্বতের মাঝামাঝি সংকীর্ণ গিরিপথে নিয়োজিত করেন। যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ সৈন্যদের এখানে অবস্থান করতে বলেন। কিন্তু সৈন্যরা মহানবি (স)-এর আদেশ অমান্য করে গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ; যেমন– অশ্ব, উট, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি) মাল সংগ্রহের জন্য গিরিপথ থেকে সরে গেলে কুরাইশরা খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে এ পথ দিয়ে আক্রমণ করে মুসলমানদের পরাজিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উহুদ যুদ্ধের নেতা মুহাম্মদ (স) দূরদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। তিনি যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে গিরিপথ থেকে সৈন্যদের না সরার নির্দেশ দেন। কিন্তু এ নির্দেশ না মানার কারণেই মুসলমানরা পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে।

প্রশ্ন ▶ ৬ মজিদ লালসালুকে ঘিরে যে মিথ্যা মাজারটি তৈরি করেছে সেটা দিয়েই তার জীবন-জীবিকা নির্বাহ হয়। এটি নিরাপদ করার জন্য সে একদল ভক্ত শ্রেণিও তৈরি করে। এলাকার শিক্ষিত শ্রেণি যখন মজিদের এই মিথ্যার প্রতিরোধে সোচ্চার হলো তখন সে তার ভক্তদের নিয়ে প্রতিরোধকারীদের নিঃশেষ করতে উঠেপড়ে লাগল। ফলে উভয় পক্ষ প্রথম সরাসরি যে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় তাতে শিক্ষিত শ্রেণিই জয়লাভ করে। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

ক. হিজরতের সময় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গী কে ছিলেন? ১

খ. হযরত মুহাম্মদ (স) কে আল-আমিন বলা হতো কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত উভয়পক্ষের প্রথম লড়াইয়ের সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মজিদের স্বার্থ ও কুরাইশদের স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা– উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিজরতের সময় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত উভয়পক্ষের প্রথম লড়াইয়ের সাথে ইসলামের ইতিহাসের বদরের যুদ্ধের সামঞ্জস্য রয়েছে।

অন্যায়, অমঙ্গল আর অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ন্যায়, মঙ্গল আর সত্যই জয়ী হয়। কারণ সত্যের শক্তি এতটাই দীপ্তমান যে, এর সামনে কোনো মিথ্যা অন্যায় টিকে থাকতে পারে না। বদরের যুদ্ধের ইতিহাস আর উদ্দীপকের ঘটনাটিতেও অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের জয় হয়েছে।

মক্কার কুরাইশদের শত্রুতা, ইহুদি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর ষড়যন্ত্র, মক্কাবাসীদের দস্যুবৃত্তি ও লুটতরাজ এবং কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের মিথ্যা প্রচারণা প্রভৃতি কারণে ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মার্চ মক্কায় বদর নামক প্রান্তরে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে আবু জেহেলের নেতৃত্বে কুরাইশদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১০০০ জন। অপরদিকে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। এত স্বল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েও ন্যায়ের শক্তিতে বলীয়ান মুসলিম বাহিনী এ যুদ্ধে জয়ী হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস ছিল প্রখর। কারণ তারা ছিল সত্যের পক্ষে। তাই তারা দীপ্ত শপথে যুদ্ধ করে। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে ছিল বলেই এ যুদ্ধে মহান আল্লাহ তাদের বিজয় সুনিশ্চিত করে। ফলে এ যুদ্ধে অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের বিজয় ঘটে। উদ্দীপকেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়। মিথ্যা, প্রতারণা আর ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সত্যান্বেষী মানুষের সংগ্রাম সফল হয়। মজিদের প্রতারণার ফাঁদকে মিথ্যা প্রমাণিত করে এলাকার শিক্ষিত শ্রেণি সত্যকে উন্মোচন করে এবং সত্যের বিজয় ঘটে। সুতরাং সত্যের বিজয়ের দিক দিয়ে বদর যুদ্ধের সাথে উদ্দীপকের ঘটনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ স্বার্থগত বিষয় বিবেচনায় উদ্দীপকের মজিদ মক্কার কুরাইশদেরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

স্বার্থান্ধ মানুষেরা নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলেই সমাজে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। উদ্দীপকের মজিদ তার বাস্তব দৃষ্টান্ত। মক্কার কুরাইশরাও স্বার্থগত কারণে মহানবি (স)-এর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। মহানবি (স) ইসলাম প্রচার করতে থাকলে মক্কার কুরাইশগণ ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। কেননা এতে তাদের পুরোহিতের একচেটিয়া অধিকারের ভিত্তি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে। মক্কার কুরাইশরা তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ধর্মীয় কর্তব্যগুলো থেকে দূরে সরতে বাধ্য হয়। তাছাড়া সিরিয়া ও পারস্যের বাণিজ্য পথে মদিনা অবস্থিত ছিল। কুরাইশদের সাথে এ দুই দেশেরই বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু রাসুল (স)-এর ইসলাম প্রচারের কাজ মদিনায়ও সম্প্রসারিত হচ্ছিল। ফলে বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় কুরাইশরা রাসুল (স)-এর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত মজিদও নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য লালসালুকে ঘিরে একটি মিথ্যা মাজার তৈরি করে। আর নিজের স্বার্থ উদ্ধারে যাতে কোনো ধরনের ব্যাঘাত না ঘটে, সেজন্য প্রতিরোধকারী শিক্ষিত শ্রেণির সাথে সে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করে। নিজের অন্যায় কাজ আর ভণ্ডামিকে টিকিয়ে রাখতে সে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, স্বার্থগত দিক থেকে উদ্দীপকের মজিদ ও কুরাইশদের অভিন্নতা সম্পর্কিত প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ৭ পদ্মার ভাঙন কবলিত একদল লোক নদীর অপর পাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ওপাড়ের উর্বর ভূমির আশ্রয় প্রদানকারীদের উঠতি নেতা জাহাঙ্গীরসহ প্রায় সকলে মিলে আশ্রিতদের সহযোগিতা করে। কেউ যাতে অসহযোগিতা বা বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে না পারে সেজন্য উভয় পক্ষ মিলে একটি সমঝোতা দলিলও স্বাক্ষর করে। নদীভাঙা আশ্রিতরা আশ্রয়দাতাদের সাথে মিলেমিশে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে

https://teachingbd24.com

এলাকাটিকে একটি আদর্শ বসতিতে রূপান্তর করে। কিন্তু এ অবস্থায় এলাকার নেতৃত্ব যোগ্যতার কারণে আশ্রিতদের হাতে চলে যাওয়ায় জাহাঙ্গীর তার কিছুসংখ্যক লোকজনসহ আশ্রিতদের উৎখাতে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

ক. প্রাক-ইসলামি যুগে আরববাসীর প্রধান খাদ্য কী ছিল? ১

খ. আকাবার শপথ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের জাহাঙ্গীরের সাথে মদিনায় কোন ইহুদি নেতার সামঞ্জস্য দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আশ্রিতদের মতোই মদিনায় মুহাজিরদের অবস্থা ছিল– ব্যাখ্যা করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাক-ইসলামি যুগে আরববাসীর প্রধান খাদ্য ছিল খেজুর।

খ আল আকাবার শপথ বলতে মক্কার নিকটবর্তী আকাবা নামক স্থানে মদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের তিন বার ইসলাম গ্রহণ ও প্রসারের অঙ্গীকারকে বোঝায়।

৬২০ খ্রিষ্টাব্দে মদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের ৬ জন লোক মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ৬২১ খ্রিষ্টাব্দে মদিনা থেকে ১০ জন খাযরাজ এবং ২ জন আউস গোত্রের লোক আকাবা পাহাড়ের পাদদেশে এসে রাসুল (স)-এর সাথে সাক্ষাত করে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরের বছর (৬২২) কয়েকজন মহিলাসহ ৭৫ জন মদিনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে তিন বার মদিনাবাসী আকাবার শপথের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলাম প্রসারে সহযোগিতায় সম্মত হয়। তাদের এ অঙ্গীকারই ইতিহাসে আকাবার শপথ নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের জাহাঙ্গীরের সাথে মদিনার ইহুদি নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সামঞ্জস্য দেখা যায়।

স্বার্থান্ধ মানুষের একটি অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো বিশ্বাসঘাতকতা। তারা নিজ স্বার্থের কারণে নিজ গোত্রের সাথেও বেইমানি করতে পারে। উদ্দীপকের জাহাঙ্গীর এবং মদিনার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এমনই দুজন বিশ্বাসঘাতক চরিত্র।

মহানবি (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেই ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। এ লক্ষ্যে তিনি ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি সনদ প্রণয়ন করেন। এতে মদিনার সকল ধর্মের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ করা হয়। তবে এতে ইহুদি নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মদিনার শাসক হওয়ার স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে সে মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান মহানবি (স) কে মদিনা থেকে বহিষ্কারের পরিকল্পনা করে। এই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতা উহুদ যুদ্ধে (৬২৫) মুসলিমদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল। কারণ কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে রাসুল (স) কে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েও সে পথিমধ্যে তার ৩০০ জন অনুচরসহ মুসলিমদের দল ত্যাগ করে। ফলে মুসলমানরা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। উদ্দীপকের জাহাঙ্গীরও বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অন্য এলাকা থেকে আসা আশ্রিতদের সে বিশেষ সাহায্য-সহযোগিতা করে। কিন্তু সে যখন দেখতে পেল তাদের জন্য তার স্বার্থে কিছুটা ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে, তখন সে তার নিজস্ব লোকজন নিয়ে আশ্রিতদের উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। জাহাঙ্গীরের এ আচরণ মদিনার ইহুদি নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের ধূর্ত আচরণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকের আশ্রিতদের মতোই মদিনায় মুহাজিরদের (ইসলামের জন্য হিজরতকারী) অবস্থা ছিল– বক্তব্যটি সঠিক।

মদিনাকে আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করার ক্ষেত্রে মক্কা থেকে আগত মুহাজিররা যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল, পদ্মা পাড়ের আশ্রিতরাও একইভাবে তাদের নতুন বসতির উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। এদিকে বিবেচনায় উদ্দীপকের আশ্রিতরা যেন মদিনার মুহাজিরদেরই প্রতিরূপ। মক্কা থেকে আগত সকল মুহাজির শান্তিকামী মদিনাবাসীর নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হন। এ মুহাজিররা মদিনাকে একটি আদর্শ রাষ্ট্রে রূপায়িত করেন। এ লক্ষ্যে তারা একটি চার্টার বা সনদ প্রণয়ন করেন, যা ছিল বিশ্বের ইতিহাস প্রথম লিখিত সনদ। এ সনদে স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায় একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে এবং সকল সম্প্রদায়ের সমান নাগরিক অধিকার ভোগ- এমন অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। এই সনদ প্রণীত হওয়ার ফলেই মুহাজিরগণ মদিনাবাসীর সাথে মিলেমিশে একটি সুসংহত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকের আশ্রিতরাও তাদের নতুন বসতিকে একটি আদর্শ স্থানে পরিণত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে। সবার সহযোগিতায় পদ্মাপাড়ের এলাকাটি একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ ও শান্তিময় স্থানে পরিণত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, মুহাজির এবং মদিনাবাসীর সম্মিলিত চেষ্টাতেই মদিনার রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল। আবার উদ্দীপকে বর্ণিত আশ্রিত ও আশ্রয়দাতাদের যৌথ উদ্যোগে পদ্মাপাড়ে একটি আদর্শ বসতি গড়ে ওঠে। সুতরাং উদ্দীপকের আশ্রিত এবং মদিনার মুহাজিরদের অবস্থা একই ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৮ 'ক' অঞ্চলের একজন মহাপুরুষ নতুন ধর্মমত প্রচার শুরু করেন। ফলে ঐ অঞ্চলের পুরাতন ধর্মমতের অনুসারীরা তাঁর ওপর অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে। এ অবস্থায় তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করেন। সেখানকার লোকেরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে এবং তাঁকে রাষ্ট্র প্রধানের মর্যাদা দেয়। তিনি কৃতিত্বের সাথে ৪৭টি নীতিমালা প্রণয়ন করে কলহপ্রিয় গোত্রগুলিকে একত্রিত করে একটি জাতিতে পরিণত করেন ও একটি প্রজাতন্ত্র উপহার দেন।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. কুরাইশ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. জাজিরাতুল আরব বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'উদ্দীপকের মহাপুরুষের অন্যত্র গমনের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন মহাপুরুষের মাতৃভূমি ত্যাগের সাদৃশ্য রয়েছে'– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত মহাপুরুষ শতধাবিভক্ত জাতিকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'কুরাইশ' শব্দের অর্থ বণিক বা সওদাগর।

খ জাজিরাতুল আরব বলতে আরব ভূখণ্ডকে বোঝায়।

'জাজিরা' আরবি শব্দ। এর অর্থ উপদ্বীপ। আর আরব একটি ভূখণ্ডের নাম। সুতরাং জাজিরাতুল আরব অর্থ আরব উপদ্বীপ। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আরব দেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে এটি একটি বৈচিত্র্যময় দেশ। এর তিন দিকে বিশাল জলরাশি এবং একদিকে বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর দ্বারা বেষ্টিত। এরূপ ত্রিভুজাকৃতির ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই আরব দেশকে জাজিরাতুল আরব বলা হয়।

গ উদ্দীপকের মহাপুরুষের অন্যত্র গমনের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় গমন করার সাদৃশ্য রয়েছে।

শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান বার্তা নিয়ে মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত লাভের পর তিনি ধীরে ধীরে মক্কায় তাওহিদের (আল্লাহর একত্ববাদ) প্রচার করতে থাকেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মক্কার কুরাইশরা তাঁর ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা তাঁর জীবননাশের চেষ্টা করলে আল্লাহর নির্দেশে তিনি ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় গমন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে হিজরত নামে পরিচিত। উদ্দীপকে বর্ণিত মহাপুরুষের ক্ষেত্রেও এমনটি পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' অঞ্চলের একজন মহাপুরুষ নতুন ধর্মমত প্রচার করতে গিয়ে পুরাতন ধর্মমত অনুসারীদের অত্যাচর-নির্যাতনের শিকার হন। তাই বাধ্য হয়ে তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান, সেখানকার লোকেরা তাকে সাদরে গ্রহণ করে। একইভাবে হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কার কুরাইশদের গভীর ষড়যন্ত্রে টিকে থাকতে না পেরে মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় স্থানান্তরিত হন তথা হিজরত করেন। সেখানে তিনি সবার কাছে গ্রহণীয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। যেমনটি 'ক' অঞ্চলের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের মহাপুরুষের সাথে রাসুল (স)-এর মদিনায় হিজরত এবং সেখানে সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘটনাবলি সাদৃশ্যপূর্ণ।

https://teachingbd24.com

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উক্ত মহাপুরুষ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (স) ঐতিহাসিক 'মদিনা সনদ' প্রণয়নের মাধ্যমে মদিনায় বসবাসকারী শতধা বিভক্ত জাতিকে একত্র করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মহানবি (স) ছিলেন সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মদিনায় হিজরত করে তিনি তাঁর উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তথা— সাম্য, উদারতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সততা, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি দ্বারা মদিনাবাসীকে আকৃষ্ট করেন। তিনি তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মদিনায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করেন। সকলের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে সবাইকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। উদ্দীপকেও যার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকের বর্ণনার মাধ্যমে রাসুল (স)-এর হিজরত এবং মদিনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে মদিনায় আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

মহানবি (স) মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের পর উপলব্ধি করেন যে মদিনা ও আশেপাশে বসবাসকারী ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করা ছাড়া একটি সুসংহত রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। মদিনায় অবস্থিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবি (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন।

মদিনায় বসবাসরত ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক, আনসার, মুহাজিরসহ সর্বসাধারণের অধিকার রক্ষায় মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। মদিনা সনদ মদিনার সকল মানুষের, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করে। কেননা মদিনা সনদ মদিনাবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে, শতধাবিভক্ত মদিনাবাসী মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে বিপদে-আপদে পাশে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। মদিনার মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে ও ইসলামি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণিত হয় যে, রাসুল (স) তাঁর ঐক্য ও উদারনীতি বাস্তবায়ন করে শতধাবিভক্ত মদিনাবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৯ একজন সাধক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে এসে বাধার মুখে পড়েন। যুদ্ধ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও মহাপুরুষের প্রতিপক্ষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। শান্তিপ্রিয় সাধক সংলাপের প্রস্তাব দিলেন। শুরুতে অচল অবস্থা দেখা দেয়। পরবর্তীতে সংলাপ ফলপ্রসূ হয়। ১২ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতিতে দুপক্ষ সম্মত হয় পরবর্তীতে এই সমঝোতা সাধকের জন্য মহাবিজয় বয়ে আনে। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. উহুদের যুদ্ধে কুরাইশ নেতা কে ছিলেন? ১

খ. কাদের আনসার ও মুহাজির বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকটি কোন ঘটনার ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কী এই সমঝোতাকে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলে মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উহুদের যুদ্ধে কুরাইশ নেতা ছিলেন আবু সুফিয়ান।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকটি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে ইঙ্গিত করে।

ইসলাম ও পৃথিবীর ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক যুগান্তকারী ঘটনা। মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশে বাধা প্রদানের প্রেক্ষিতে উভয়পক্ষের মধ্যে যখন বিরোধ তুঙ্গে ওঠে সেই মুহূর্তে কুরাইশরা মহানবি (স)-এর সাথে সন্ধি করতে সম্মত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, একজন সাধক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে এসে বাধার মুখে পড়েন। সাধকের প্রতিপক্ষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। শান্তিপ্রিয় সাধক সংলাপের প্রস্তাব দিলে তাদের মধ্যে ১২ বছর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি হয়। এই সমঝোতা সাধকের জন্য মহাবিজয় বয়ে আনে। অনুরূপভাবে মদিনায় হিজরতের পর দীর্ঘ ছয় বছর মহানবি (স) ও তার অনুসারীরা মক্কা দর্শন ও হজ পালন করেননি। এজন্য মহানবি (স) তাঁর ১৪০০ জন সাহাবি নিয়ে অষ্টম হিজরির জিলকদ মাসের ২৫ তারিখে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু কুরাইশরা মহানবি (স)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে 'সতুওয়া' নামক স্থানে প্রতিরোধ গড়ে। ফলে মহানবি (স) মক্কার নয় মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। এ অবস্থায় তিনি ওসমান (রা)-কে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কুরাইশদের শিবিরে পাঠালে তার আটক হওয়ার গুজব রটায়। ফলে মুসলমানগণ এর প্রতিশোধ নেওয়ার কঠোর শপথ করলে কুরাইশরা ভীত হয়ে মহানবি (স)-এর সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ হুদায়বিয়ার সন্ধির মাঝে ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় সংকেত লুকায়িত ছিল। এ সন্ধি স্বাক্ষর করে মহানবি (স) অসাধারণ প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দেন। এ চুক্তি বিশ্বে মুসলমানদের একটি স্থায়ী অবস্থান তৈরি করে। তাই কুরআনে এ চুক্তিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা প্রকাশ্য বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠ বিজয়। আপাতদৃষ্টিতে এ সন্ধিপত্র কুরাইশদেরই অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু দূরদৃষ্টিতে বিচার করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এটি সর্বোতভাবে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে হয়েছিল। এ চুক্তিটি মুসলমানদেরকে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা দান করে। মুসলমানরা যে একটি স্বতন্ত্র শক্তি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ চুক্তির মাধ্যমেই কুরাইশরা মহানবি (স)-কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে দশ বছর যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হওয়ায় মুসলমানগণ নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করার সুযোগ লাভ করে। এ সন্ধির ফলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথ দিন দিন প্রশস্ত হতে থাকে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। ইসলামের শ্রেষ্ঠ বীর ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায়। হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলেই মুসলমানরা বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করে। এছাড়াও হুদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের ও মুসলমানদের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুফল বয়ে আনে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্য বিজয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ ১৯৭২ সালে ড. কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয়। পরবর্তীতে ইহাতে ১৫ বার সংশোধনী আনা হলেও ইহা মানুষের সব সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। কিন্তু দেড় হাজার বছর পূর্বে আরব দেশে যে সংবিধান প্রণীত হয় তা রক্তের পরিবর্তে ধর্মের ভিত্তিতে একটি সাধারণ উম্মাহ গঠন করতে ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, পিলখানা, ঢাকা]*

ক. কত সালে মেরাজ সংঘটিত হয়েছিল? ১

খ. আকাবার শপথ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংবিধানের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সংবিধানের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরবদের সংবিধানের ভূমিকা লেখো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬২০ সালে মেরাজ সংঘটিত হয়েছিল।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধান প্রণয়নের সাথে মহানবি (স)-এর মদিনা সনদ প্রণয়নের মিল পরিলক্ষিত হয়।

একটি দেশকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার মূল চাবিকাঠি হলো সংবিধান। সংবিধানে লিখিত নীতিমালা অনুযায়ী মানুষের মৌলিক অধিকারসহ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়। মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পারস্পরিক সহাবস্থানের মাধ্যমে একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করাই একটি সংবিধানের মূল লক্ষ্য থাকে। রাসুল (স) প্রণীত মদিনা সনদের ধারায় যেমন এ বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়, তেমনি উদ্দীপকের সংবিধানেও এগুলো লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি পরিচালনার জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। এ সংবিধানে মানুষের মৌলিক অধিকার, ধর্মীয় অধিকারসহ স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলা হয়। একইভাবে

https://teachingbd24.com

বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সনদের ধারায় রাসুল (স) মদিনাকে একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি সাধারণ জাতি গঠন করে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করেন। প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষাসহ অসহায় ও দুর্বলদের সর্বতোভাবে সহযোগিতার বিধান রাখা হয় এ সনদে। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত এ সংবিধানের মাধ্যমে মহানবি (স) মদিনায় বসবাসরত বিবদমান সকল সম্প্রদায়কে সদ্ভাব ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে একটি শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু সমাজ গঠনে সক্ষম হয়েছিলেন। উল্লিখিত বিষয়গুলোই উদ্দীপকের সংবিধানের সাথে মদিনা সনদের সাদৃশ্য রচনা করেছে।

ঘ মহানবি (স)-এর গৃহীত সংবিধান আরবে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান হচ্ছে মদিনা সনদ। একটি আদর্শ সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে সংযোজিত নীতিমালা একটি সুন্দর, সুষ্ঠু, ন্যায় ও সাম্যভিত্তিক আদর্শ সমাজ গঠনে সহায়ক হবে। আরবদের সংহতির কথা চিন্তা করে সেখানে বসবাসকারী পৌত্তলিক, ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদের জন্য মহানবি (স) শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় দিক দিক দিয়ে মদিনা সনদ ছিল মহানবি (স)-এর অনন্য অবদান। মদিনা সনদ মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে হিংসা, বিদ্বেষ, ও দ্বন্দ্ব-কলহের অবসান ঘটায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির বন্ধনে বেঁধে একটি তুলনাহীন রাজনৈতিক ঐক্যের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে স্ব স্ব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে গৃহযুদ্ধের ডামাডোল থেকে মদিনাকে রক্ষা করে এ সনদের বিধান। সুদহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় এ সনদের বিধান বিশ্বের সকল শাসকদের জন্য অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। মদিনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স) মদিনাকে একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন। এ সনদে প্রণীত নীতিমালা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূরীকরণ, বর্ণবৈষম্য থেকে বিশ্বকে মুক্ত করণের পাশাপাশি গৃহযুদ্ধের মতো ঘটনা নিরসনে প্রত্যেক শান্তিকামী মানুষের জন্য আদর্শ উদাহরণ।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আরবদের সংবিধানের ভূমিকা ছিল অসামান্য।

প্রশ্ন ▶ ১১ আহাদ ও আসাদ ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছিল। আহাদ আসাদকে জানায় এ যুদ্ধ ছিল যুগান্তকারী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইসলাম আরব উপদ্বীপে টিকে যায়।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, পিলখানা, ঢাকা]

ক. মহানবি (স) কত সালে নবুয়ত লাভ করেন? ১

খ. হিলফুল ফুজুল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? লেখো। ৩

ঘ. এ যুদ্ধের গুরুত্ব লেখো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (স) ৬১০ সালে নবুয়ত লাভ করেন।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে আহাদ ও আসাদের বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ বদর যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে সংঘটিত হয়েছিল। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভের ফলে ইসলাম আরব উপদ্বীপে টিকে যায়। এই তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধটি বদরের যুদ্ধ।

ইসলাম প্রচারে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে এবং কুরাইশদের অত্যাচারে আল্লাহর নির্দেশে মহানবি (স) ও অন্যান্য মুসলমানরা মক্কা ছেড়ে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন। এরপর মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের ক্ষিপ্ততা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি মুসলমানদের সাথে তাদের শত্রুতাও সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া মদিনার ইহুদি নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের মহানবি (স) কে মদিনা থেকে বহিষ্কারের ষড়যন্ত্র, মদিনায় ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা, আবু সুফিয়ানের মিথ্যা প্রচারণার কারণে এ শত্রুতা আরও বেড়ে গেলে ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মার্চ বদর প্রান্তরে মক্কার কুরাইশ ও মদিনার মুসলমানদের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ নামে খ্যাত। এ যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করে এবং এজন্য বদর যুদ্ধকে ইসলামের প্রথম বিজয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত উসমান এ যুদ্ধের কথাই উল্লেখ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টির মধ্যে বদর যুদ্ধের চিত্র ফুটে উঠেছে এবং ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময়ই ন্যায়ের জয় হয়। আর অসত্য কখনো সত্যকে পরাজিত করতে পারে না। বদর যুদ্ধ ছিল এরই প্রতিফলন। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম ও যুগান্তকারী ঘটনা ছিল বদর যুদ্ধ। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাওহিদ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এটা অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জ্ঞানের, সত্যের এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাওহিদের বিজয় সূচনা করেছে। এটা ছিল ইসলাম ধর্মের এক বিশেষ পরীক্ষার দিন।

এ যুদ্ধে ইসলাম ও পৌত্তলিকতার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায় এবং এতে মুসলিমরা জয়লাভ করে। সামান্য সংখ্যক মুসলমান সহস্রাধিক কুরাইশদেরকে পরাজিত করেন। যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম আল্লাহর প্রেরিত ধর্ম এবং ইসলামকে ধ্বংস করার ক্ষমতা মানুষের সধ্যাতীত। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ না করলে ইসলাম ধর্ম পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। বদর যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলমানদের মনোবল, শক্তি, সাহস ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের ধর্মবিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মের জন্য প্রাণদানের দৃঢ়সংকল্প গ্রহণই পরবর্তীকালে মুসলমানদের জন্য ব্যাপক সুফল বয়ে এনেছিল। এছাড়াও এ যুদ্ধে পরাজয়ের পর কুরাইশদের শক্তি খর্ব এবং সকল প্রকার অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অন্যদিকে ইসলামের গৌরব ও শক্তি মদিনায় ও মদিনার বাইরে বহুগুণে দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামের প্রথম যুদ্ধ হিসেবে বদর যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶ ১২ বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন রহমান সাহেব। কমান্ডার জলিল সাহেবের দলে তিনি যুদ্ধে অংশ নেন। এ বাহিনী সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে যখন তাদের অঞ্চলকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছিল, তখন উক্ত বাহিনীর অধিনায়ক এক অভিনব পন্থা বের করেন। তার পরামর্শে রাতের অন্ধকারে উক্ত অঞ্চলের প্রবেশের প্রধান প্রধান সড়কগুলো কেটে বড় বড় খাদের সৃষ্টি করে দিয়ে সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা হয়। ফলে শত্রু বাহিনীর হাত থেকে উক্ত অঞ্চল রক্ষা পায়। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. খন্দক শব্দের অর্থ কী? ১

খ. হিলফুল ফুজুল কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কমান্ডার মহানবি (স)-এর যে যুদ্ধকৌশলটি অনুসরণ করেন তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত কৌশলের দ্বারাই মহানবি (স) মদিনাকে রক্ষা করতে সক্ষম হন– মূল্যায়ন করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খন্দক শব্দের অর্থ পরিখা।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত কমান্ডার মহানবি (স)-এর খন্দকের যুদ্ধকৌশল অনুসরণ করেননি।

খন্দকের যুদ্ধে মহানবি (স) মদিনাকে ঘিরে পরিখা খনন করেছিলেন। কুরাইশরা এই অভিনব কৌশলে অনেকটা হতভম্ব হয়ে পড়ে। পরিখা পেরিয়ে হামলা করতে ব্যর্থ হয়ে তারা মদিনাকে ২৭ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখে। কিন্তু একপর্যায়ে শত্রু বাহিনীতে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব দেখা দেয় এবং ঝড়ো হাওয়ায় তাদের তাঁবু উড়ে যায়। অনুরূপ ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামে প্রবেশের একমাত্র রাস্তাটি কেটে দিয়েছিল, যাতে পাকিস্তানি আর্মি সহজে গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে। মুক্তিযোদ্ধারা এ রণকৌশলের মাধ্যমে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

https://teachingbd24.com

ব্যবস্থা গড়ে তোলে। খন্দক যুদ্ধে মহানবি (স) যেমন পরিখা খননের মাধ্যমে মদিনাকে হেফাজত করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধারাও তেমনি নিজের দেশকে বহিঃশত্রুর হাত হতে রক্ষা করার জন্য রাস্তা কেটে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ফলশ্রুতিতে মদিনাবাসীদের মতো তারাও এদেশকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। সুতরাং বলা যায়, খন্দক যুদ্ধের যুদ্ধ কৌশলই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উক্ত রণকৌশলটির কারণেই উদ্দীপকের অঞ্চলটির মতো মহানবি (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বজায় ছিল— উক্তিটি যথার্থ হয়েছে।

যুদ্ধে প্রতিপক্ষ দলের মোকাবিলা করার জন্য সামরিক শক্তির পাশাপাশি উন্নত রণকৌশলেরও প্রয়োজন হয়। ইসলামের ইতিহাসে খন্দকের যুদ্ধে অভিনব রণকৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল। উদ্দীপকেও অনুরূপ ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

খন্দকের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা অনেক কম ছিল। মহানবি (স) নিজেদের এই সামরিক দুর্বলতার জন্য মদিনার ভিতরে থেকেই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন। মদিনাকে শত্রুপক্ষের প্রবল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য উত্তর-পশ্চিম দিকে দশ হাত প্রশস্ত ও দশ হাত গভীর পরিখা খনন করেন। ফলে শত্রুপক্ষ এই পরিখা পার হতে না পেরে মদিনাবাসীর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধারাও শত্রুবাহিনীকে অনুরূপ কৌশলের মাধ্যমে তাদের অঞ্চলে ঢুকতে দেয়নি। এক্ষেত্রে তারা তাদের অঞ্চলে প্রবেশের একমাত্র রাস্তাটি কেটে দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। আর এই কৌশল অবলম্বনের ফলেই মুক্তিযোদ্ধাদের অঞ্চলটি শত্রুবাহিনী থেকে নিরাপদ ছিল।

পরিশেষে বলা যায়, পরিখা খননের ফলেই মুশরিকদের আক্রমণ থেকে মদিনা নিরাপদ থাকে। আর মুক্তিযোদ্ধারাও রাস্তা কেটে শত্রুর আক্রমণ থেকে তাদের অঞ্চলকে রক্ষা করে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ দৈনিক ইত্তেফাক আয়োজিত সংবিধান সংশোধন শীর্ষক সেমিনারে আসাদ সাহেব দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সব শ্রেণির মতামতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন মহানবি (স) মদিনায় হিজরতের পর সেখানে অবস্থানরত সব ধর্ম ও গোত্রের মধ্যে বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা এড়াতে জনগণকে নিয়ে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করেন। এর মাধ্যমে সেখানে একটি স্থানীয় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. আকাবার শপথ কত সালে হয়েছিল? ১

খ. হিলফুল ফুজুলের গুরত্ব কী ছিল? বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদের শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স)-এর ভূমিকা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আকাবার শপথ ৬২১ সালে হয়েছিল।

খ হিলফুল ফুজুল সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

মহানবি (স) ছিলেন শান্তির দূত। তাই বালক বয়সে যখন তিনি হারবুল ফুজ্জার যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখলেন তখন তার অন্তর মানবতার জন্য কেঁদে উঠল। এ প্রেক্ষিতেই তিনি সমমনা কয়েকজন উৎসাহী যুবক ও পিতৃব্য যুবাইরকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন হিলফুল ফুজুল নামের শান্তি সংঘটি। যেটি পরবর্তী পঞ্চাশ বছর আরবের গোত্রগুলোর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদের শিক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

যেকোনো রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন অপরিহার্য। লিখিত সংবিধান এক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে ভূমিকা রাখে। তাই যেকোনো রাষ্ট্রের জন্য লিখিত সংবিধান প্রণয়ন সেই রাষ্ট্রের সরকারের দায়িত্ব। যে কাজটি মহানবি (স) মদিনা রাষ্ট্রের জন্য করেছিলেন। যা মদিনার জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সম অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছিল। উদ্দীপকে মদিনা সনদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের আসাদ সাহেব বলেন, মহানবি (স) মদিনায় হিজরতের পর সেখানে অবস্থানরত সব ধর্ম ও গোত্রের মধ্যে বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা এড়াতে জনগণকে নিয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। প্রকৃতপক্ষ মহানবি (স) বিশ্বের ইতহাসে মদিনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে প্রথম লিখিত সংবিধানের প্রচলন করেছিলেন। সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এই সংবিধানটি অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে মদিনা সনদ প্রণয়নের ফলেই মদিনায় একটি শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তাই মদিনা সনদ বিশ্বনেতাদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। কেননা এই সনদের মাধ্যমে মদিনা রাষ্ট্রের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই নাগরিক অধিকার লাভ করে। মদিনা একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তাই বলা যায়, নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করণে মদিনা সনদ আজও মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় শিক্ষা হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

ঘ শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স) মদিনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন।

মহানবি (স) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর লক্ষ করলেন মদিনার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সর্বদা লেগেই থাকে। মহানবি (স) উপলব্ধি করেন যে, মদিনা ও আশপাশে বসবাসকারী ইহুদি, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্থাপন করা ছাড়া একটি সুসংহত রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। এজন্য মহানবি (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন।

উদ্দীপকে মদিনা সনদ সম্পর্কে আলোচনা পরিলক্ষিত হয়ে। আর মদিনায় বসবাসরত ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক, আনসার, মুহাজিরসহ সর্বসাধারণের অধিকার রক্ষায় মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। মদিনা সনদ মদিনার সকল মানুষের, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করে। এই মদিনা সনদই মদিনাবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে, শতধাবিভক্ত মদিনাবাসী মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে বিপদে-আপদে পাশে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। মদিনায় বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে গোত্রীর দ্বন্দ্ব প্রকটভাবে বিদ্যমান ছিল। মদিনার ইহুদি, খ্রিস্টান, পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু মহানবি (স) মদিনায় হিজরতের পর মদিনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে সকল দ্বন্দ্ব সংঘাত বিদূরীত করে একটি শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় বিশৃঙ্খলপূর্ণ আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স) ছিলেন অগ্রনায়ক।

প্রশ্ন ▶ ১৪ বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর সরকার প্রধান দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের কথা ভাবলেন যেখানে নাগরিকদের সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অধিকারের কথা বর্ণিত থাকবে। রাষ্ট্রের সকল সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দল একটি স্বাভাবিক পরিবেশে তাদের কর্মকান্ড স্বাধীনভাবে পরিচালনার দিক নির্দেশনা লাভ করবে। এ নিয়ে সরকার প্রধান, রাষ্ট্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে সংবিধান রচনা করেন। এর ফলে রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. মহানবি (স) কত খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন? ১

খ. 'হুজ্জাতুল বিদা' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংবিধান প্রণয়নের সাথে মহানবি (স)-এর যে পদক্ষেপটির সাদৃশ্য রয়েছে তার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উক্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে।' মূল্যায়ন করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন।

খ মহানবি (স)-এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বশেষ হজ পালনকেই 'হুজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ বলা হয়।

হিজরির দশম বছরে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় হজরত মুহম্মদ (স) বুঝতে পারলেন তাঁর ওপর অর্পিত ইহলৌকিক

Teachingbd24.com

কর্তব্য শেষ হয়েছে। পরস্পরের আহ্বান সমাগত। এ উপলব্ধি থেকে তিনি হজ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১০ হিজরি সনের ২৫ জিলকদ (৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি) ১ লক্ষ ১৪ হাজার মুসলমান নিয়ে মক্কায় হাজির হন। এটিই মহানবি (স)-এর প্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বশেষ হজ পালন।

গ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সাথে মহানবি (স)-এর মদিনা সনদের সাদৃশ্য রয়েছে।

রাসুল (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনা ও আশপাশে বসবাসকারী সম্প্রদায়দের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্থাপন করার জন্য যে সনদ প্রণয়ন করেন তাই 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। এ সনদ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। এটাই বিশ্বের ইতিহাসে সর্ব প্রথম লিখিত সংবিধান।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার পর সরকার প্রধান দেশের জন্য এমন একটি সংবিধানের কথা ভাবলেন যেখানে নাগরিকদের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের কথা থাকবে। তাই রাষ্ট্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় সংবিধান রচনা করা হয়। ফলে নাগরিক অধিকার ও সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় থাকে। এ বিষয়টি রাসুল (স)-এর মদিনা সনদের সাথে তুলনীয়। কেননা মদিনা সনদের ফলে সকল নাগরিকের অধিকার সুনিশ্চিত হয়। মদিনার মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এক সুস্থ ও স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হয়। তাই বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন রাসুল (স)-এর মদিনা সনদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ মদিনা সনদের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠেছে।

ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সনদ। এ সনদ প্রমাণ করে যে রাসুল (স) একজন ধর্ম প্রচারকই নন বরং বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ। ঐতিহাসিক ম্যুর বলেন, 'রাসুল (স)-এর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব মননশীলতা শুধু তৎকালীন যুগের নয়। বরং সর্ব যুগের ও সর্বকালের মহামানবের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।'

মদিনা সনদ মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে হিংসা, দ্বেষ ও কলহের অবসান ঘটায়। মদিনা তথা ইসলামি প্রজাতন্ত্র সংরক্ষণে সকলের সমভাবে যুদ্ধব্যয় বহন করার ব্যবস্থা রাসুল (স)-এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। এ সনদের ধারাগুলো প্রমাণ করে রাসুল (স) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহাপুরুষ ও রাষ্ট্রনায়ক। এ সনদ রাসুল (স)-কে কুরাইশদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করে। মদিনা সনদের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আল্লাহ রাসুল (স)-এর উপর ন্যস্ত হয়। ফলে সকলের জান, মাল নিরাপত্তা পায়।

পরিশেষে বলা যায়, মদিনা সনদের মাধ্যমে রাসুল (স) যে দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছিলেন তা তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিকটি ফুটিয়ে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ আবিদ একজন যোদ্ধা। যুদ্ধের পর বাড়ি ফিরে এসে সে ছোট বোন লীমার কাছে যুদ্ধের কথা বর্ণনা করেছিল। যুদ্ধে তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। লীমা এর কারণ জানতে চাইলে আবিদ বলল, আসলে তাদের রণকৌশল ঠিকই ছিল কিন্তু প্রথম দিকে কয়েকজন শত্রু সৈন্য মারা যেতে দেখে তারা কমান্ডারের নির্দেশ ভুলে গিয়ে প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। অবশ্য পরে আর কখনো তারা এমন ভুল করেনি।

[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা কত ছিল? ১

খ. হিজরত ও স্বদেশ ত্যাগের মধ্যে পার্থক্য কী? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে তোমার পঠিত গ্রন্থে উল্লিখিত যুদ্ধে থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে? আলোচনা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন।

খ হিজরত ও স্বদেশ ত্যাগের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান।

'হিজরত' শব্দটির শাব্দিক অর্থ স্থানান্তর বা দেশত্যাগ হলেও এটি কোনো সাধারণ দেশ ত্যাগ নয়। মক্কার কুরাইশদের অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে মুহাম্মদ (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় গমন করেন। ইসলামের ইতিহাসে এ গমন 'হিজরত' নামে পরিচিত। মহানবি (স)-এর এ স্বদেশ ত্যাগের উদ্দেশ্য ছিল জীবনের নিরাপত্তা ও ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অপরপক্ষে স্বদেশ ত্যাগ একটি সাধারণ বিষয়। যেকোনো মানুষ তার যেকোনো প্রয়োজনে নিজের দেশ থেকে অন্যত্র গমন করলেই তাকে স্বদেশত্যাগ বলা হয়। তাই বলা যায়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত কারণে হিজরত ও স্বদেশ ত্যাগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইসলামের ইতিহাসের উহুদ যুদ্ধের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

মহানবি (স) উহুদ যুদ্ধের সময় উহুদ পাহাড়ের গোলাকার অংশের বাইরে থেকে যুদ্ধ পরিচালনার মনস্থির করেন এবং সেভাবে সৈন্য সমাবেশ করেন। মুসলিম শিবিরের পশ্চাতে বাম পাশে একটি গিরিপথ ছিল। রাসুলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ ছিল 'জয় অথবা পরাজয় কোনো অবস্থাতেই মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী যেন গিরিপথ অতিক্রম না করে'। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী মল্লযুদ্ধে হযরত হামজা তালহাকে নিহত করেন। প্রথম দিকে মুসলমানরা পর পর সাফল্য লাভ করে। এতে শত্রুবাহিনী দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন শুরু করে। যুদ্ধের প্রাথমিক সাফল্যের উল্লাসে মুসলিম সৈন্যবাহিনী শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলে এবং তীরন্দাজ বাহিনী মহানবি (স)-এর আদেশ ভুলে গিয়ে গিরিপথের রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে গনিমতের মাল সংগ্রহে নিয়োজিত হয়। এই সুযোগে শত্রুপক্ষ মুসলমানদের আক্রমণ করে এবং মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে।

উদ্দীপকের আবিদও একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এ যুদ্ধে যোদ্ধাদের রণকৌশল ঠিক থাকলেও প্রথম দিকে কয়েকজন শত্রু সৈন্য মারা যেতে দেখে তারা কমান্ডারের নির্দেশ অমান্য করে প্রকাশ্যে চলে আসে। ফলে যুদ্ধে তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং কয়েকজন যোদ্ধা মারা যায় যেমনটি ঘটেছিল উহুদ যুদ্ধে। সুতরাং বলা যায়, এ যুদ্ধের সাথে উহুদ যুদ্ধের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা এবং এ ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ইসলামের ইতিহাসের উহুদ যুদ্ধ থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় তা হলো- নেতার আদেশ অমান্য করা অনুচিত।

উহুদ যুদ্ধে মুহাম্মদ (স) আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইয়েরের নেতৃত্বে ৫০ তীরন্দাজ সেন্যকে উহুদ ও আইনাইন পর্বতের মাঝামাঝি সংকীর্ণ গিরিপথে নিয়োজিত করেন। যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সৈন্যদেরকে এখানে অবস্থান করতে বলেন। কিন্তু সৈন্যরা মহানবি (স)-এর আদেশ অমান্য করে গনিমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হয়। ফলে এ পথ দিয়ে শত্রুরা আক্রমণ করে মুসলমানদের পরাজিত করে। বদর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের যে বিজয় যাত্রা শুরু হয়েছিল এ যুদ্ধে তা দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। তবে উহুদের অগ্নিপরীক্ষা ইসলামের দৃঢ় সংকল্প ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ, নেতার নির্দেশ অমান্য করার কারণে উহুদের বিপর্যয় মুসলমানদেরকে পরবর্তীতে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সামরিক জাতিতে পরিণত করে। এ যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তারা বুঝতে পারে নেতার আদেশ অমান্য করলে পরাজয় অনিবার্য। এ শিক্ষা পরবর্তী সময়ের সকল যুদ্ধে তাদের সফল হতে সাহায্য করে।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, আবিদ যে দলটিতে যুদ্ধ করছিল তারা কমান্ডারের নির্দেশ অমান্য করে। প্রথম দিকে কয়েকজন শত্রুকে মারা যেতে দেখে তারা নিজেদের বিজয়ের কথা ভেবে প্রকাশ্যে চলে আসে। ফলে সে যুদ্ধে তারা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তবে এখান থেকে তারা নেতার আদেশ অমান্য না করার শিক্ষাগ্রহণ করে এবং এ ভুল তারা আর করেনি।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণ হয় যে, নেতার আদেশ অমান্য করার কারণে উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। তাই সর্বাবস্থায় নেতার আদেশ মান্য করাই উদ্দীপক এবং উহুদ যুদ্ধের শিক্ষা।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৬ আবিদ একজন যোদ্ধা। যুদ্ধের পর বাড়ি ফিরে এসে তার ছোট বোন লিমার কাছে যুদ্ধের কথা বর্ণনা করছিল। একটি যুদ্ধে তাদের অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছিল, লিমা এর কারণ জানতে চাইলে আবিদ বলল, তাদের রণকৌশল ঠিকই ছিল কিন্তু কিছু যোদ্ধা কমান্ডারের নির্দেশ ভুলে গিয়ে প্রকাশ্যে চলে এসেছিল। অবশ্য তারা আর ভুল করেনি। *[শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. কুরাইশ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. আনসার ও মুহাজিরীন কারা? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইসলামের কোন যুদ্ধের কী মিল খুঁজে পাও? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত ঘটনার সাথে তোমার পঠিত গ্রন্থে উল্লিখিত যুদ্ধ থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুরাইশ শব্দের অর্থ বণিক বা সওদাগর।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৭ শফিক ও রাজিব ইসলামের এক যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছিল। শফিক জানায়, এই যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ। রাজিব বিষয়টির সাথে একমত পোষণ করে এবং বলে, এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ছিল অসত্যের ওপর সত্যের এবং পৌত্তলিকতার ওপর তৌহিদের। এ যুদ্ধে কোরাইশদের শক্তি ও অহংকার খর্ব হয়। *[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ]*

ক. হিজরত কী? ১

খ. হিলফুল-ফুজুল বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে শফিক তোমার পঠিত কোন যুদ্ধের কথা বলেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজিবের মতামতটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মক্কাবাসীর অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে আল্লাহর নির্দেশে রাসুল (স)-এর মক্কা থেকে মদিনায় গমনকে হিজরত বলা হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের শফিক আমার পঠিত বদর যুদ্ধের কথা বলেছে।

উদ্দীপকের শফিক ও রাজিব ইসলামের ইতিহাসের এক যুদ্ধ নিয়ে কথা বলে। যেটা ছিল মুসলমানদের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধ। এই তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধটি বদরের যুদ্ধ।

ইসলাম প্রচারে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে এবং কুরাইশদের অত্যাচারে আল্লাহর নির্দেশে মহানবি (স) ও অন্যান্য মুসলমানরা মক্কা ছেড়ে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরত করেন। এরপর মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের ক্ষোভ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি মুসলমানদের সাথে তাদের শত্রুতাও সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া মদিনার ইহুদি নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের মহানবি (স)কে মদিনা থেকে বহিষ্কারের ষড়যন্ত্র, মদিনার ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা, আবু সুফিয়ানের মিথ্যা প্রচারণার কারণে এ শত্রুতা আরও বেড়ে যায়। এর ফলে ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ মার্চ বদর প্রান্তরে মক্কার কুরাইশ ও মদিনার মুসলমানদের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ নামে খ্যাত। এ যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করে। এজন্য বদর যুদ্ধকে ইসলামের প্রথম বিজয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত শফিক এ যুদ্ধের কথাই উল্লেখ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজিবের মতামতটি যথার্থ।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবসময়ই ন্যায়ের জয় হয়। আর অসত্য কখনোই সত্যকে পরাজিত করতে পারে না। এজন্য সব সময় সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে হয়। বদরের যুদ্ধের ঘটনা আমাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয় লাভ ছিল অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জ্ঞানের বিজয়, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের বিজয়, বেইমানের বিরুদ্ধে ইমানের বিজয় ও পৌত্তলিকতার ওপর তৌহিদের বিজয়। এটি ছিল ইসলাম ধর্মের এক বিশেষ পরীক্ষার দিন। এ যুদ্ধে ইসলাম ও পৌত্তলিকতার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায় এবং এতে মুসলিমরা জয় লাভ করে। সামান্য সংখ্যক মুসলমান সহস্রাধিক কুরাইশদের সাথে জয়লাভ করে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হন। তাদের মনোবল, শক্তি, সাহস ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। তারা বুঝতে পারেন সত্যের পথে অবিচল থাকলে জয় আসবেই। আর এ থেকে আমরাও সত্য, ন্যায় ও মঙ্গলের পথে অবিচল থাকার শিক্ষা লাভ করি। এক্ষেত্রে বদরের যুদ্ধের ঘটনাটি মুসলমানদের জন্য শিক্ষণীয়।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজিবের মতামত হলো বদরের যুদ্ধ ছিল অসত্যের ওপর সত্যের, পৌত্তলিকতার ওপর তৌহিদের বিজয় যা যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৮ মাহি তার দাদার কাছে মুসলমানদের এক যুদ্ধের ইতিহাস শুনছিল। এই যুদ্ধে মহানবি (স) তার দুটি দাঁত হারান। যুদ্ধে জয় যখন সুনিশ্চিত তখন মুসলিম বাহিনী নেতার আদেশ অমান্য করে গণিমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হয়। ফলে শত্রুবাহিনীর পাল্টা আক্রমণে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী]*

ক. ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের সর্বপ্রথম যুদ্ধ কোনটি? ১

খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের সর্বপ্রথম যুদ্ধ ছিল বদর যুদ্ধ।

খ হুদায়বিয়া সন্ধির মধ্যে মুসলমানদের প্রকৃত বিজয় নিহিত ছিল বলে এ সন্ধি 'ফাতহুম মুবিন' নামে পরিচিত।

ইসলাম ও বিশ্বের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক যুগান্তকারী ঘটনা, কারণ এটি সর্বোতভাবে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে হয়েছিল। এ সন্ধির দ্বারা কুরাইশরা মহানবি (স) কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। মুসলমানরা যে একটি স্বতন্ত্র শক্তি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এ সন্ধির মাধ্যমে। মোটকথা এ সন্ধি মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা দান করে। এ কারণে হুদায়বিয়া সন্ধিকে ফাতহুম মুবিন বা শ্রেষ্ঠ বিজয় বলা হয়।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৯ জনাব মতিউর রহমান নামক এক ধর্ম প্রচারক নিজ এলাকার মানুষের অত্যাচারে অন্য এলাকায় চলে যান এবং সেখানে গিয়ে M নামক একটি সনদ প্রণয়ন করেন। এ সনদ ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত দলিল এবং এক যুগান্তরকারী বিপ্লব। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী]*

ক. মুহাম্মদ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. হিলফুল ফুজুল বলতে কী বোঝ? বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের সনদের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন সনদের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত সনদ ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত দলিল' উক্তিটির যথার্থতা যাচাই কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুহাম্মদ শব্দের অর্থ– প্রশংসিত।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রণীত মদিনা সনদের মিল রয়েছে।

Teachingbd24.com

ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের প্রবর্তন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে এটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এ সংবিধানের মাধ্যমে সকল মানুষের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। একই সাথে ধর্মীয় স্বাধীনতাও প্রদান করা হয়েছে। উদ্দীপকেও এ সনদের প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের মহামানবের প্রবর্তিত সংবিধানের মাধ্যমে তার রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল ধর্মের লোকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত হয়। পরবর্তী পৃথিবীর সব সংবিধানই এ সংবিধানের আলোকে রচিত। উদ্দীপকে মূলত মহানবি (স)-এর মদিনা সনদকেই নির্দেশ করা হয়েছে। মুহাম্মদ (স) মদিনায় হিজরতের পর আনসার, মুহাজির এবং সকল গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে একটি সনদ প্রণয়ন করেন, যা মদিনা সনদ নামে পরিচিত। এ সনদের মাধ্যমে মুসলমান ও অমুসলমানদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়। এ সনদে বলা হয় মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা একে অপরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এ ধারার মাধ্যমে মহানবি (স)-এর ধর্মীয় সহিষ্ণুতারই প্রমাণ মেলে। পরবর্তীকালের পৃথিবীর সকল সংবিধানই এ সনদের থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের সংবিধান প্রণয়ন করেছে। উদ্দীপকেও এ চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ আমার পঠিত সংবিধান অর্থাৎ মদিনা সনদ ছিল বিশ্বের ইতিহাসের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রথম সংবিধান।

৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় হিজরতের পর মহানবি (স) মদিনার সংহতির কথা চিন্তা করে সেখানে বসবাসকারী পৌত্তলিক, ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদের জন্য যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন তাই হলো মদিনা সনদ। পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম সংবিধান।

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় দিক দিয়ে মদিনা সনদ ছিল মহানবি (স)-এর এক অনন্য অবদান, এটি মহানবি (স)-এর সর্বাধিক দূরদর্শিতার ফসল। এটি ছিল বিশ্বের ইতিহাসের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। তার পূর্বে কোনো নবি তার জাতিকে লিখিত সংবিধান দিতে পারেননি। তাদের মুখোচ্চারিত বাণীই ছিল আইন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর সংবিধানের ভিত্তিতে বিশ্বের মানুষকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বহন করেছেন। তাই আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এটিকে 'The first written constitution' হিসেবে আখ্যা দিয়ে আরবের 'ম্যাগনাকার্টা' বলে অভিহিত করেছেন। আবার ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, এটিই ছিল পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মদিনা সনদই বিশ্বের ইতিহাসের রাষ্ট্র পরিচালনা করার প্রথম সংবিধান।

প্রশ্ন ▶ ২০ বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। দেশের প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সামাজিক পরিবেশ স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু রাখার জন্য তখন একটি সংবিধান প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়ে। দেশের সকল মানুষ ও সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এতে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের অধিকারের পাশাপাশি মৌলিক মানবাধিকারও নিশ্চিত হয়।

[শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর]

ক. 'আল-মালা' কী? ১

খ. হুদায়বিয়ার সন্ধির ধারাগুলো কী? ২

গ. বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সাথে মহানবি (স)-এর গৃহীত কোন ব্যবস্থার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গৃহীত ও সংবিধানটিতে রাসুল (স)-এর ইহুদি, খ্রিষ্টানদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্কস্থাপনে দূরদর্শিতা ও সহনশীলতার পরিচয় মেলে— মন্তব্যটি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাক-ইসলামি আরবের রাজনৈতিক সংগঠন বা মন্ত্রণাসভা মালা নামে পরিচিত ছিল, যেটি মক্কায় বিবদমান গোত্রীয় ভারসাম্য রক্ষায় কাজ করত।

খ হুদায়বিয়ার সন্ধির ১০টি ধারা ছিল। যে ধারাগুলোতে মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করাসহ জানমালের নিরাপত্তা বিধানের কথা বলা হয়েছে।

মুসলমান ও কুরাশইদের মধ্যে ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এ সন্ধিতে পরবর্তী দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকবে এবং যেকোনো গোত্র ইচ্ছা করলে মুসলমান বা কুরাইশদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে এ কথা বলা হয়। এছাড়া মুসলমানগণ হজ করতে পারবে কিন্তু তিনদিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না এবং এ সময়কালে কুরাইশরা মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করবে। এ সন্ধিতে বলা হয় চুক্তির মেয়াদকালে মুসলমান-কুরাইশরা একে-অপরের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

গ সৃজনশীল ১০ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ মহানবি (স)-এর গৃহীত পদক্ষেপে ইহুদি, খ্রিষ্টানদের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ও সহনশীলতার পরিচয় মেলে– উক্তিটি যথার্থ।

মহানবি (স) যে নিছক একজন ধর্ম প্রচারকই নন বরং বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক, কূটনীতিক ও বিপ্লবী মহাপুরুষ ছিলেন তা এ সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। ঐতিহাসিক উইলিয়াম ম্যুর বলেন, "হজরত মুহাম্মদ (স)-এর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব মননশীলতা শুধু তৎকালীন যুগের পরই নয়। সর্বযুগের ও সর্বকালের মহামানবের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।" মদিনা সনদ মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে হিংসা, দ্বেষ ও কলহের অবসান ঘটায়। মদিনা রাষ্ট্র তথা ইসলামি প্রজাতন্ত্র সংরক্ষণে সকলের সমভাবে যুদ্ধ ব্যয় বহন করার ব্যবস্থা, হজরত মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। মদিনা সনদ মদিনায় মহানবির অবস্থান সুসংহত করে। মদিনা সনদের ধারাগুলো প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ (স) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহাপুরুষ ও যুগান্তকারী রাষ্ট্রনায়ক। এ সনদ মহানবি (স)কে মদিনা রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং কুরাইশদের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থানকে শক্তিশালী করে। মদিনা সনদের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর নবি মুহাম্মদ (স)-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়। ইসলামি রাষ্ট্রের জনসাধারণকে তাদের গোত্রীয় স্বাধীনতা পরিহার করে ঐশী নির্দেশের নিকট আনুগত্য স্বীকার করতে হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, মদিনা সনদের মাধ্যমে হজরত মুহাম্মদ (স) যে দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়েছিলেন তা তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিকটিই ফুটিয়ে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ২১ মৌ এর ধর্মের মূল স্তম্ভ হলো– ইমান, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত। তার ধর্ম পৌত্তলিকাত, সামাজিক সমস্যা, ব্যাভিচার এবং সর্বপ্রকার অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

[নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]

ক. মহানবি (স) কোথায় নবুয়ত প্রাপ্ত হন? ১

খ. মেরাজ শরীফ বলতে কী বুঝ? ২

গ. মৌ কোন ধর্মে বিশ্বাসী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মৌ এর ধর্মই মুক্তির পথ— বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (স) কাবা থেকে তিন মাইল দূরে 'জাবালে নূর' পাহাড়ের হেরা নামক গুহায় নবুয়তপ্রাপ্ত হন।

খ 'মেরাজ শরিফ' বলতে মহানবি (স)-এর উর্ধ্বাকাশে গমন করে আল্লাহর দিদার লাভ করার ঘটনাকে বোঝায়।

মহানবি (স)-এর জীবনের সবচেয়ে চমকপ্রদ ও অলৌকিক ঘটনা হলো মেরাজ গমন। 'মেরাজ' শব্দের অর্থ উর্ধ্বে গমন। ৬২০ খ্রিষ্টাব্দের রজব মাসের ২০ তারিখে মুহাম্মদ (স) পবিত্র মসজিদুল আকসা থেকে বোরাক নামক দ্রুতগতির বাহনে চড়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি মেরাজ থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার নির্দেশ পান যা সকল মুসলমানের জন্য আদায় করা ফরজ।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের মৌ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী।
ইসলাম হলো আল্লাহ মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান। ইসলাম ধর্ম ইমান, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এ পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যখন কোনো ব্যক্তি এই পাঁচটি বিষয় পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে তখন সে মুসলিম হিসেবে অভিহিত হয়।
উদ্দীপকের মৌ একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তার ধর্মে কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত মূল ভিত্তি। অর্থাৎ তিনি মুসলমান। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে তিনি কালেমায় বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হিসেবে এবং আল্লাহর নবি-রাসুল, আসমানি কিতাব, ফেরেশতা, পরকাল ইত্যাদি বিশ্বাস করেন। আর এই বিশ্বাস থেকেই তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়সহ রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি মৌলিক বিধান মেনে চলেন। আবার উদ্দীপকে আলোচ্য ধর্মের চ্যালেঞ্জসমূহ বলতে পৌত্তলিকতা, সামাজিক সমস্যা, ব্যভিচার ও সর্বপ্রকার অন্যায়-অবিচারের কথা বলা হয়েছে। এ থেকেও বোঝা যায় আলোচ্য ধর্মটি ইসলাম এবং মৌ একজন মুসলমান।

ঘ উদ্দীপকে মৌ-এর ধর্ম ইসলাম। আর এ ধর্মই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং মুক্তির পথ।
মানবতার মুক্তির দূত মহানবি (স) ইসলাম ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন। এই ধর্ম অনুসারে চললে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফল হওয়া যায়। ইসলাম ধর্ম মানার মধ্যেই রয়েছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনে মুক্তি।
হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা দিয়ে ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ধর্মে রয়েছে মানবতার মুক্তির পথ। কোনো রূপ অন্যায় অবিচার এ ধর্মে স্বীকৃত নয়। বরং সাম্যবাদ এ ধর্মের মূলকথা। মহানবি (স) নিজেই সাম্যবাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি কখনো মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করেননি। তিনি নারীদেরকে ও প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে মুক্তির আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। তাছাড়া মহানবি (স) ইসলাম ধর্মে আমাদের জীবনে চলার জন্য সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান দিয়ে গেছেন। জীবনের সকল সমস্যারই যৌক্তিক ও সুষ্ঠু সমাধান এই ধর্মে বিদ্যমান। সমাজব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা সবকিছু সম্পর্কেই ইসলাম ধর্মে সুন্দর বিধান রয়েছে, যা মেনে চললে জীবন সুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে।
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মৌ- এর ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ধর্মই মুক্তির একমাত্র পথ।

প্রশ্ন ▶ ২২ বাংলাদেশে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৯৭১ সারে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে এটি স্বাধীন হয়। এ যুদ্ধে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধারা আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করে। শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করার জন্য তারা অনেক ব্রিজ, কালভার্ট ভেঙ্গে ফেলে এবং বাংকার খনন করে। এরূপ রণকৌশলের ফলে তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হয়।
[নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]

ক. বদরের যুদ্ধে কতজন মুসলমান সৈন্য অংশগ্রহণ করেন? ১
খ. মহানবি (স) কেন হিলফুল ফুজুল প্রতিষ্ঠা করেন? ২
গ. উদ্দীপকে ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধের রণকৌশল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধের সাথে উক্ত যুদ্ধের বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বদরের যুদ্ধে ৩১৩ জন মুসলমান সৈন্য অংশগ্রহণ করেন।

খ সমাজে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন এবং নিগৃহীত ও শোষিত শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স) হিলফুল ফুজুল বা শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।
হারবুল ফুজ্জার নামক ৫ বছর স্থায়ী যুদ্ধের বীভৎসতা ও সহিংসতা দেখে শান্তিপ্রিয় মুহাম্মদ (স) অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং সমমনা যুবক ও পিতৃব্য যুবাইরকে নিয়ে ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে হিলফুল ফুজুল গঠন করেন। গোত্রীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং গরিব অত্যাচারিতদের অধিকার পেতে সাহায্য করার পাশাপাশি বণিকদের জানমালের নিরাপত্তা দানের লক্ষ্যে এ সংঘ গঠন করা হয়।

গ উদ্দীপকে খন্দক যুদ্ধে মহানবি (স)-এর প্রয়োগকৃত রণকৌশল প্রতিফলিত হয়েছে।
খন্দকের যুদ্ধে মহানবি (স) মদিনাকে ঘিরে পরিখা খনন করেছিলেন। কুরাইশরা এ অভিনব কৌশলে অনেকটা হতভম্ব হয়ে পড়ে। পরিখা পেরিয়ে হামলা করতে ব্যর্থ হয়ে তারা মদিনাকে ২৭ দিন পর্যন্ত অবরোধ করে রাখে। কিন্তু একপর্যায়ে শত্রু বাহিনীতে খাদ্য ও পানীয়ের অভাব দেখা দেয় ও ঝড়ো হাওয়ায় তাদের তাবু উড়ে যায়। অনুরূপ ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়।
১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা রাস্তা-ঘাট, পুল-সাকো, ব্রিজ ভেঙে ফেলে যাতে পাকিস্তানি সেনারা সহজে গ্রামে প্রবেশ করতে না পারে। মুক্তিযোদ্ধারা এ রণকৌশলের মাধ্যমে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। খন্দক যুদ্ধে মহানবি (স) যেমন পরিখা খননের মাধ্যমে মদিনাকে হেফাজত করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধারাও তেমনি নিজের দেশকে বহিঃশত্রুর হাত হতে রক্ষা করার জন্য রাস্তা কেটে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। ফলশ্রুতিতে মদিনাবাসীদের মতো তারাও এদেশকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। সুতরাং বলা যায়, খন্দক যুদ্ধের যুদ্ধ কৌশলই মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধের মাধ্যমে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলেও উক্ত যুদ্ধ অর্থাৎ খন্দকের যুদ্ধ ছিল শুধু আত্মরক্ষামূলক যা উভয় যুদ্ধের মধ্যে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।
খন্দকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মহানবি (স)-এর নেতৃত্বে পারস্যের জনৈক মুসলমান সালমান ফারসির পরামর্শক্রমে মদিনার অরক্ষিত স্থানসমূহে গভীর পরিখা খনন করে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে কুরাইশরা মদিনায় প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। পরিখা খননের মাধ্যমে কুরাইশরা এ যুদ্ধে আত্মরক্ষা করে। যা কোনো স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল না। কিন্তু উদ্দীপকের যুদ্ধ একটি স্বাধীনতা সংগ্রাম। যে সংগ্রামের মাধ্যমে একটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়েছে। উদ্দীপকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। যে যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুপক্ষকে প্রতিহত করার জন্য অনেক ব্রিজ, কালভার্ট ভেঙ্গে ফেলে এবং বাংকার খনন করে। এভাবে যুদ্ধ করে বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এ যুদ্ধে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানি সেনাদের মধ্যে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। যে যুদ্ধ দীর্ঘ নয় মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। অপরপক্ষে, খন্দক যুদ্ধে মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে কোনো সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। বরং কুরাইশরা মাত্র তিন সপ্তাহ মদিনা অবরোধ করে রাখার পর তারা ফিরে যায়। এ যুদ্ধে পরোক্ষভাবে মুসলমানদের জয় হলেও প্রত্যক্ষ যুদ্ধে কোনো ফলাফল নির্ধারিত হয়নি। যেটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে হয়েছিল। এছাড়া খন্দকের যুদ্ধ কোনো দেশের স্বাধীনতা ও কাফিরদের মাঝে সংঘটিত একটি যুদ্ধ। যা উভয় যুদ্ধে মাঝে বিশেষ বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।
উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও খন্দকের যুদ্ধের মধ্যে সুস্পষ্ট বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ ইসলামের ইতিহাসের স্যার ক্লাসে এক যুদ্ধের কাহিনি বর্ণনা করছিলেন, যে যুদ্ধে মুসলামানদের যুদ্ধ কৌশল ঠিকই ছিল; কিন্তু কিছু সংখ্যক সৈন্য কমান্ডারের আদেশ অমান্য করে প্রকাশ্যে চলে আসায় যুদ্ধে চরম মূল্য দিতে হয় মুসলমানদের। অবশ্য পরে আর কখনও এমন ভুল করেনি।
[আর ডি এ স্যাব: স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. আবু জেহেল কোন যুদ্ধে নিহত হয়? ১
খ. মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে তোমার পঠিত গ্রন্থে উল্লিখিত যুদ্ধ থেকে কী শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে আলোচনা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আবু জেহেল বদর যুদ্ধে নিহত হয়।

খ মুসলমানদের আবিসিনিয়া হিজরতের গুরুত্ব অনেক।

https://teachingbd24.com

আবিসিনিয়ায় প্রথম ও দ্বিতীয় বার হিজরত করে মুসলমানগণ এটাই প্রমাণ করেন যে, সত্য ধর্ম ইসলামের জন্য তাঁরা যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত আছেন। তাঁরা আত্মত্যাগের একটা নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ধর্মের জন্য দেশত্যাগ কেন, জীবন বিসর্জন দিতেও তাঁরা যে সদা প্রস্তুত, আবিসিনিয়ায় হিজরত করে তাঁরা তাও প্রমাণ করেন। আবিসিনিয়া তাঁদের দুর্দিনের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবেও পরিগণিত হয়। তাছাড়া এটা মদিনায় বৃহত্তর হিজরতের পূর্বাভাস সূচনা করেছিল। মদিনাবাসীগণ মুসলমানদেরকে আশ্রয় দিতে রাজি না থাকলে এবং আল্লাহর প্রত্যাদেশ না পেলে হযরত মুহাম্মদ (স) হয়ত আবিসিনিয়াতেই হিজরত করতেন। কাজেই মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইসলামের ইতিহাসের উহুদ যুদ্ধে নেতার আদেশ অমান্য করার ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে নেতার আদেশ অমান্য করলে তার পরিণতি কখনোই ভালো হয় না। উহুদ যুদ্ধে মহানবি (স)-এর আদেশ অমান্য করার কারণেই মুসলিমরা পরাজিত হয়েছিল। উদ্দীপকেও অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে।

উহুদ প্রান্তরে মুসলিম শিবিরের পশ্চাতে বাম পাশে একটি গিরিপথ ছিল। রাসুলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ ছিল 'জয় অথবা পরাজয় কোনো অবস্থাতেই মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী যেন গিরিপথ অতিক্রম না করে'। প্রথম দিকে মুসলমানরা পর পর সাফল্য লাভ করে। এতে শত্রুবাহিনী দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন শুরু করে। এমন পরিস্থিতিতে তীরন্দাজ বাহিনী মহানবি (স)-এর আদেশ ভুলে গিয়ে গিরিপথের রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে গনিমতের মাল সংগ্রহে নিয়োজিত হয়। এই সুযোগে শত্রুপক্ষ মুসলমানদের আক্রমণ করে এবং মুসলমানরা পরাজয়বরণ করে। উদ্দীপকে বর্ণিত ইসলামের ইতিহাসের ক্লাসে স্যার যে যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন সেটিতে কিছু মুসলিম সৈন্য নেতার আদেশ অমান্য করে সামনে চলে আসে। ফলে যুদ্ধে তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং কয়েকজন যোদ্ধা মারা যায়। সুতরাং বলা যায়, এ যুদ্ধের সাথে উহুদ যুদ্ধের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ইসলামের ইতিহাসের উহুদ যুদ্ধ থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো– নেতার আদেশ অমান্য করা অনুচিত।

যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সুযোগ্য নেতা তার নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে সৈন্যদলকে সঠিকভাবে পরিচালনা করেন। তাই তার নির্দেশ অমান্য করলে বিপর্যয় অনিবার্য। এ কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে নেতার আদেশ মেনে চলাটা সৈন্যদের জন্য অপরিহার্য।

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা চরম শিক্ষা লাভ করে। এ যুদ্ধে নেতার নির্দেশ অমান্য করার কারণে উহুদের বিপর্যয় মুসলমানদেরকে পরবর্তীতে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সামরিক জাতিতে পরিণত করে। এ যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তারা বুঝতে পারে নেতার আদেশ অমান্য করলে পরাজয় অনিবার্য। এ শিক্ষা পরবর্তী সময়ের সকল যুদ্ধে তাদের সফল হতে সাহায্য করে। উদ্দীপকে বর্ণিত যুদ্ধেও উহুদ যুদ্ধের মতো নেতার আদেশ অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। তাই আমাদের সকলের উচিত নেতার আদেশ মেনে চলা।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণ হয় যে, নেতার আদেশ অমান্য করার কারণে উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়বরণ করতে হয়েছে। তাই সর্বাবস্থায় নেতাকে মান্য করাই উদ্দীপক এবং উহুদ যুদ্ধের শিক্ষা।

প্রশ্ন ▶ ২৪ আব্দুল খালেক চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জে বসবাস করেন। সে সমাজে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান, ইহুদী ও পৌত্তলিক সকল ধর্মের লোক বাস করে। তাদের সকলকে নিয়ে তিনি (আব্দুল খালেক) একটি সামাজিক সংঘ গঠন (নীতিমালা) করেন, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের সকল সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ধর্মীয় নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ সংঘের দ্বারা সমাজে শান্তি আনয়ন করেন এবং সবাইকে একই ছাতার ছায়াতলে নিয়ে আসেন।

[দিনাজপুর সরকারি কলেজ]

ক. আরবদের শেক্সপিয়ার কাকে বলা হয়? ১

খ. ফাতহুম মুবিন কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আব্দুল খালেক সাহেবের কর্মকাণ্ড মদিনা সনদের কোন ধারার অনুরূপ-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আব্দুল খালেক সাহেবের কর্মকাণ্ড সমাজে কী ধরনের প্রভাব ফেলে? আলোচনা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবদের শেক্সপিয়ার বলা হয় ইমরুল কায়েসকে।

খ হুদায়বিয়ার সন্ধিই হলো 'ফাতহুম মুবিন' বা সুস্পষ্ট বিজয়।

ইসলাম ও বিশ্বের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ এটি সর্বোতভাবে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে হয়েছিল। এ সন্ধির দ্বারা কুরাইশরা মহানবি (স)-কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। মুসলমানরা যে একটি স্বতন্ত্র শক্তি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এ সন্ধির মাধ্যমে। মোট কথা, এ সন্ধি মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদাদান করে। এ কারণে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা শ্রেষ্ঠ বিজয় বলা হয়।

গ উদ্দীপকে আব্দুল খালেকের কর্মকাণ্ড মদিনা সনদে স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায় একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে এবং সকল সম্প্রদায় সমান নাগরিক অধিকার ভোগ করবে– এ ধারাটির অনুরূপ।

হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর একটি সুসংহত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার জন্য একটি সনদ প্রণয়ন করেন। যে সনদে মদিনায় বসবাসরত সকল জাতি গোষ্ঠীর সমান অধিকার প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। উদ্দীপকেও মদিনা সনদের সকল জাতি ধর্মের মানুষকে সংঘবদ্ধ করার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের আব্দুল খালেক হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান, ইহুদি ও পৌত্তলিক সকল ধর্মের মানুষকে নিয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। তিনি সকল মানুষকে একই ছাতার ছায়াতলে আনার ব্যবস্থা করেন। যা মদিনা সনদের সকল জাতি সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে একটি জাতি প্রতিষ্ঠা ও সকলের সমান অধিকার প্রদান সংক্রান্ত ধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা মহানবি (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় পৌঁছে তিনি মদিনায় বসবাসরত সকল সম্প্রদায়কে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং বিভিন্ন গোত্রের জনসাধারণ মহানবি (স)-কে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনিও তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। আর এ প্রেক্ষিতেই প্রণয়ন করেন ঐতিহাসিক মদিনা সনদ, যা বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত মদিনা রাষ্ট্রকে সুসংহতভাবে পরিচালনা এবং সকল জাতির অধিকার রক্ষার মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাই ছিল এ সনদ প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য। যা উদ্দীপকের আব্দুল খালেকের কর্মকাণ্ডেও প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের আব্দুল খালেকের কর্মকাণ্ডের ন্যায় রাসুল (স)-এর মদিনা সনদ প্রণয়ন সমাজে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহৎ লক্ষ্যে রাসুল (স) মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ইসলামি রাষ্ট্রকে সুসংহত ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হলে মদিনায় বসবাসরত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। এ কারণে তিনি সকলকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এ মহৎ উদ্যোগই 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত। এ সনদে সংযোজিত ধারাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলো শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয়, মদিনার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিল। যেমন এ সনদে বলা হয় কোনো বহিঃশত্রু মদিনাকে আক্রমণ করলে সব সম্প্রদায়ের সমবেত শক্তির সাহায্যে সেই শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। এটি মদিনাবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। আবার কোনো সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবেই চিহ্নিত করা হতো। তাছাড়া মদিনাকে পবিত্র শহর ঘোষণা করে এখানে রক্তপাত, হত্যা, বলাৎকার এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়। এগুলো মদিনার সামাজিক জীবনে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কার্যকর

Teachingbd24.com

হাতিয়ার ছিল। সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার নিশ্চিত করে মদিনা সনদ মানবাধিকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে এ সনদের ধারাগুলো সকল ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, রাসুল (স) প্রণীত মদিনা সনদ তৎকালীন আরব বিশ্বের ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়াও সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

প্রশ্ন ▶২৫ সেজুতি এবং সুইটি ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছিল। সেজুতি সুইটিকে জানায় ইতিহাসের প্রথম এ যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করেন। সুইটি জানায় মুসলমানদের জয়লাভের ফলে অসত্য ও পৌত্তলিকতা বাধাগ্রস্ত হয়। কুরাইশদের অহমিকা এবং দম্ভ খর্ব হয়– মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রেরণা যোগায়। *[গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. হিজরত কী? ১
খ. হযরত ওসমান (রা) কে 'যুন্নুরাইন' বলা হয় কেন? ২
গ. বদরের যুদ্ধের ৩টি কারণ উল্লেখ কর। ৩
ঘ. বদরের যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিজরত হলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করা।

খ হযরত ওসমান (রা) মহানবি (স)-এর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করার জন্য তাকে যুন্নুরাইন বলা হয়।

যুন্নুরাইন শব্দের অর্থ- দুই জ্যোতিষ্কের অধিকারী। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কন্যারা ছিলেন জ্যোতিষ্কের ন্যায়। বিবাহসূত্রে ওসমান (রা) তাদের অধিকার লাভ করেন। এজন্য তাকে দুই জ্যোতিষ্কের অধিকারী বা যুন্নুরাইন বলা হয়।

গ সৃজনশীল ১৭ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ নিম্নে বদর যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করা হলো–

সর্বদা সত্যের ওপর অবিচল থাকতে বদরের যুদ্ধের শিক্ষা অপরিসীম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবসময়ই ন্যায়ের জয় হয়। আর অসত্য কখনোই সত্যকে পরাজিত করতে পারে না। এজন্য সব সময় সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে হয়। বদরের যুদ্ধের ঘটনা আমাদেরকে এ শিক্ষাই দেয়। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয় লাভ ছিল অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জ্ঞানের বিজয়, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের বিজয়, বেইমানের বিরুদ্ধে ইমানের বিজয়। এটি ছিল ইসলাম ধর্মের এক বিশেষ পরীক্ষা। এ যুদ্ধে ইসলাম ও পৌত্তলিকতার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যায় এবং এতে মুসলিমরা জয় লাভ করে। সামান্য সংখ্যক মুসলমান সহস্রাধিক কুরাইশদের সাথে জয়লাভ করে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হন। তাদের মনোবল, শক্তি, সাহস ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। তারা বুঝতে পারেন সত্যের পথে অবিচল থাকলে জয় আসবেই। আর এ থেকেই আমরাও সত্য, ন্যায় ও মঙ্গলের পথে অবিচল থাকার শিক্ষা লাভ করি। এক্ষেত্রে বদরের যুদ্ধের ঘটনাটি মুসলমানদের জন্য শিক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুইটি জানায় যুদ্ধে মুসলমানদের জয় লাভের ফলে অসত্য ও পৌত্তলিকতা বাধাগ্রস্ত হয়। কুরাইশদের অহমিকা এবং দম্ভ খর্ব হয় মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রবেশ যোগায়।

পরিশেষে বলা যায়, বদর যুদ্ধের শিক্ষা অনুসারে আমরা সকলেই সত্যের পথে জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করব।

প্রশ্ন ▶২৬ একজন আদর্শ মহাপুরুষ ৬ বছর পর ১৪০০ অনুসারি নিয়ে নিজ জন্মভূমি দর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রিয় ভূমিদর্শন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা। পথিমধ্যে তিনি বিধর্মীদের দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত হলে উভয়ের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আদর্শ মহাপুরুষ ধর্ম পালন না করে অনুসারিদের নিয়ে পূর্বের শহরে ফিরে যান। *[গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. 'সাবা-আল-মুয়াল্লাকাত' শব্দের অর্থ কী? ১
খ. 'ভন্ড নবিদের' সম্পর্কে যা জান লিখ। ২
গ. হুদায়বিয়ার সন্ধির ৩টি শর্ত লিখ। ৩
ঘ. হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলাফল আলোচনা কর? ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সাবা-আল-মুয়াল্লাকাত' শব্দের অর্থ– 'সপ্ত ঝুলন্ত কবিতা'।

খ মহানবি (স)-এর ওফাতের পর মিথ্যা নবুয়াতের দাবিদারদেরকে ভন্ডনবি বলা হয়।

রাসুল (স)-এর ওফাতের পর ইসলামি সম্রাজ্যের সর্বত্র চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সমগ্র আরবের বিভিন্ন স্থানে মুসায়লামা, তোলায়হা, বানু আসাদ, সাজাহসহ অনেকেই নবুয়ত দাবি করেন। তারা ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু আবু বকর (রা.) তাদের কঠোরভাবে দমন করেন।

গ ইসলামের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পবিত্র কুরআনে একে প্রকাশ্য বিজয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবি (স) ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হজব্রত পালন করার জন্য ১৪০০ সাহাবি নিয়ে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা দেন। কিন্তু মক্কার কাফিরদের দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে মহানবি (স) হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। তারপর কুরাইশদের সাথে সন্ধি আলোচনার জন্য ওসমান (রা)-কে পাঠান। কিন্তু তারা হযরত ওসমানকে (রা) আটকিয়ে রাখে। ফলে হত্যার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। মহানবি (স) এই হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য দৃঢ় শপথ করেন। যা দেখে কুরাইশরা সন্ধিচুক্তি করে। আর এ চুক্তিটি ইসলামের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। এতে বেশকিছু শর্ত ছিল। নিম্নে তিনটি উল্লেখ করা হলো–

১. মুসলমানরা এ বছর (৬২৮) হজ পালন না করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবে।
২. আগামী ১০ বছর যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।
৩. পরবর্তী বছর হজ পালন করতে পারবে। তবে বেশিদিন অবস্থান করতে পারবে না।

উদ্দীপকে দেখা যায় একজন আদর্শ মহাপুরুষ ১৪০০ অনুসারি নিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার জন্য রওয়ানা হলে পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে নির্দেশ করে।

ঘ বাহ্যিক দৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের পরাজয়কে তুলে ধরলেও পরোক্ষভাবে এটি ছিল মুসলমানদেরই প্রকাশ্য বিজয়।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থি বলে মনে হলেও দূরদৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ সন্ধি মুসলমানদের অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছিল। ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় সংকেত এতে লুকায়িত ছিল। সন্ধি স্বাক্ষর করে মহানবি (স) অসাধারণ প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দেন। এ চুক্তি বিশ্বে মুসলমানদের একটি স্থায়ী অবস্থান তৈরি করে। তাই পবিত্র কুরআন এ চুক্তিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা প্রকাশ্য বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

স্বাধীন ও অবাধ গতিবিধির ফলে অনেক গোত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে ইসলামের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। হজরত মুহাম্মদ (স) আরব দেশের বাইরে সিরিয়া, মিসর, পারস্য, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশে এবং আরব দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোত্রপতির নিকট দূত প্রেরণ করেন। উপরন্তু কুরাইশগণ নিরপেক্ষ হয়ে পড়ায় মহানবি (স) ইসলামের জাতশত্রু খাইবারের ইহুদিদের শাস্তি দেওয়ার সুযোগ পেলেন। এর ফলে একদিকে হযরতের ক্ষমতা বৃদ্ধি, অপরদিকে কুরাইশদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে লাগল। এভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের অনুকূলে থাকায় ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্র হিসেবে আরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহির্বিশ্বে এর সম্প্রসারণে সহায়তা করে। যথার্থ অর্থে এ সন্ধি ছিল ইসলামের "মহাবিজয়" বা "প্রকাশ্য বিজয়"।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একজন মহাপুরুষ ১৪০০ অনুসারি নিয়ে প্রিয় ভূমিদর্শন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সন্ধি স্থাপন করেন। যা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, বৃহৎ বিজয়ের পথ তৈরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৭ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ যে শহরে বসবাস করেন সেই শহরে তার ধর্ম ছাড়াও আরো অন্যান্য ধর্মের লোক বাস করত। তিনি তাদের মধ্যে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি সংবিধান তৈরি করেন। তার এ সংবিধান পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান। *[গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ইসলামের প্রথম খলিফার নাম কী? ১
খ. দক্ষিণ আরবকে 'সুখি আরব ভূমি' বলা হয় কেন? ২
গ. 'মদিনা সনদের' তিনটি শর্ত লিখ? ৩
ঘ. মদিনা সনদের ফলাফল আলোচনা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের প্রথম খলিফা হলেন হযরত আবু বকর (রা)।

খ ধনসম্পদ ও রকমারি পণ্যদ্রব্যের জন্য প্রাচীনকালে একে 'সুখী আরব ভূমি' বা সৌভাগ্য আরব নামে অভিহিত করা হতো।
দক্ষিণ আরবের ইয়েমেন, হাজরামাউত ও ওমানে অনেক উর্বর ও বিস্তৃত উপত্যকা ছিল। এ উর্বর ভূখণ্ডগুলোতে কফি, নীল, খেজুর, শাকসবজি ও বিভিন্ন ফল ও ফসলের উৎপাদন হতো। এছাড়া ধান, গম, বার্লি, ভূট্টা, আতা, ডুমুর, পীচ ও আঙ্গুর এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। এর ফলে আরবের এ অঞ্চল অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এবং কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

গ মদিনা সনদের তিনটি শর্ত লিখা হলো–
মহানবি (স) মদিনা ও আশেপাশের বসবাসকারী মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে সদ্ভাব গড়ে তোলার জন্য যে সনদ প্রণয়ন করে তাই ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। এ সনদের তিনটি শর্ত হলো–

১. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহ একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে এবং নাগরিক অধিকার ভোগ করবে।
২. মুহাম্মদ (স) হবে মদিনা প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ও প্রধান বিচারক।
৩. মদিনা নগরী আক্রান্ত হলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলে যুদ্ধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ ব্যয়ভার বহন করবে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের শহরে বসবাসকারী ভিন্নধর্মীয় লোকদের নিয়ে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সংবিধান তৈরি করেন। যা মদিনা সনদকে নির্দেশ করে।

ঘ মদিনা সনদের ফলাফল আলোচনা করা হলো–
ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এ সনদের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা প্রতিফলিত হয়। এটিই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত দলিল। তাই আধুনিক ঐতিহাসিকগণ একে "The first written constitution" হিসেবে আখ্যা দিয়ে আরবের ম্যাগনাকার্টা বলে অভিহিত করেছেন। এ সনদে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন স্বীকৃত হয়। যা ধর্মীয় স্বাধীনতার ইঙ্গিত প্রদান করে। এ সনদে প্রমাণিত হয় যে মহানবি (স) শুধু একজন ধর্মীয় নেতাই নন বরং তিনি আইন, বিচার, সামরিক ও প্রশাসনিক বিভাগের প্রধান। যা তার Supreme leadership এর পরিচয় বহন করে। এ সনদের ফলে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সর্বোপরি এ সনদের ফলে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ও প্রচার ঘটে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, মহানবি (স) মুসলমান ও অন্যান্য জাতির মধ্যে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠায় একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। তার এ সংবিধান পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান। যা মদিনার সনদকে নির্দেশ করে।
পরিশেষে বলা যায়, মদিনার সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার পর মুসলমানদের সাথে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠে। ফলে ইসলাম প্রসারের পথ সুগম হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৮ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র জানতে পেরে, ঐশী বাণী প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে সর্বাধিক বিশ্বাসী বন্ধুতুল্য শিষ্যকে নিয়ে নিজ জন্মভূমি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়ে পৌছেন। এতে তার ঐশী বিধান পরিপূর্ণতা লাভ করে। উক্ত প্রস্থানটি একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। *[গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পিতার নাম কী? ১
খ. খেজুর বৃক্ষকে 'রানি বৃক্ষ' বলা হয় কেন? ২
গ. হিজরতের ৩টি কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. হিজরতের ফলাফল আলোচনা করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পিতার নাম আবদুল্লাহ।

খ বিভিন্ন উপকারিতার জন্য খেজুর বৃক্ষকে 'রানি বৃক্ষ' বলা হয়।
খেজুর ছিল তৎকালীন আরববাসির প্রধান খাদ্য। এর রস তাদের প্রিয় পানীয়। সে দেশে গৃহনির্মাণের কাজে, মাদুর ও দড়ি তৈরি, জ্বালানি কাঠরূপে এবং বিভিন্ন কাজে খেজুর গাছ ব্যবহার করা হতো। এজন্যই খেজুর গাছকে তারা 'রানি বৃক্ষ' নামে ডাকত।

গ মক্কার কাফিরদের অমানষিক নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে মহানবি (স)-এর মদিনায় গমন করাকে হিজরত বলা হয়।
হিজরতের পিছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে নিম্নে ৩টি আলোচনা করা হলো–
কুরাইশদের বাধা সত্ত্বেও মহানবি (স) অবিরামভাবে ইসলাম প্রচার চালু রাখায় সর্বশেষ নির্যাতন হিসেবে তারা তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে। এজন্য বিভিন্ন গোত্রের যুবকদের নিয়ে দল গঠন করা হয়। তাদের এ সিদ্ধান্ত জানতে পেরে মহানবি মদিনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কাফিরদের এরূপ সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হলে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবিকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন।
এছাড়া পরিবেশগত কারণে মক্কার জনগণ রুক্ষ ও বদমেজাজি ছিলেন। তারা কোনোকিছুকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। অন্যদিকে, চিন্তাশীল মদিনাবাসী মহানবি (স)-কে সহজেই গ্রহণ করে এবং মদিনায় আমন্ত্রণ জানায়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র জানতে পেরে, ঐশী বাণী প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বাধিক বিশ্বাসী বন্ধুতুল্য শিষ্যকে নিয়ে নিজ জন্মভূমি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়ে পৌছান। যা হিজরতে নির্দেশ করে।

ঘ নিম্নে হিজরতের ফলাফল আলোচনা করা হলো–
হিজরতের ফলে মহানবি (স)-এর জীবনধারায় পরিবর্তন আসে এবং তিনি সুস্থ পরিবেশে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেন। ঐতিহাসিক P.K. Hitti বলেন, হিজরতের সাথে সাথে হযরতের মক্কা জীবনের অবসান ও মদিনা জীবনের সূচনা এবং এখানেই মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের মোড় ঘুরে যায়।
মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করলে মদিনাবাসী তাঁকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বরণ করে নেয়। এরপর মদিনায় ইসলাম দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে এবং অল্প সময়ের মাঝে সমগ্র আরবজাহান মুসলমানদের অধীনে আসে। হিজরতের পরপরই মুহাম্মদ (স) মদিনাতে মুসলমানদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে মসজিদে নববি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও মদিনাবাসী মহানবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তাদের নগরীর নাম রাখেন 'মদিনাতুন্নবি' বা নবির শহর। এতে মদিনাবাসীর সম্মান অনেক বেড়ে যায়। মহানবি (স)-এর হিজরতের ফলে মদিনার লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদিনাবাসী দীর্ঘদিনের ভেদাভেদ ও শত্রুতা ভুলে গিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। হিজরতের ফলেই মহানবি (স) বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদিনা সনদ' প্রণয়ন করেন।
সার্বিক আলোচনার মাধ্যমে বলা যায়, মহানবি (স)-এর হিজরতের ফলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। যা হিজরতকে নির্দেশ করে।
পরিশেষে বলা যায়, মহানবি (স) এর হিজরতের ফলে ইসলামের প্রসার ও প্রচার বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▶ ২৯ মি. সালাম টেলিভিশনের প্রতিবেদনে দেখতে পেলেন কিছু নর-নারী মদ্যপান, জুয়াখেলা, ব্যভিচার এবং কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দিচ্ছে। তারা অর্থনৈতিক সংকট দূরীকরণে কুসিদপ্রথা, চুরি, ডাকাতি এবং পরসম্পদ আত্মসাৎ-এ লিপ্ত। তাদের মধ্যে অনাচার, মিথ্যাচার এবং সংকীর্ণতা লক্ষণীয়। *[গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ]*

https://teachingbd24.com

ক. কাদের 'ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা' বলা হয়? ১
খ. 'উটকে মরুভূমির জাহাজ' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. সালামের দেখা প্রতিবেদনের সাথে তোমার পঠিত কোন যুগের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত জাহেলিয়া যুগের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিসরীয়দের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয়।

খ মরুপথের প্রধান সহায়ক বাহন হওয়ায় উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

উট আরবদের সবচেয়ে প্রিয় গৃহপালিত জন্তু। আরবদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই উটের ভূমিকা অপরিসীম। আরবে নৌ চলাচলের উপযোগী কোনো নদ-নদী নেই। এ কারণে আরববাসীরা খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ, যোগাযোগ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো বাহন ব্যবহার করতে পারে না। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান বাহন হিসেবে উট কাজ করে। উট মরুভূমিতে চলাচলের জন্য সবচেয়ে উপযোগী প্রাণী। তাই উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

গ মি. সালামের দেখা প্রতিবেদনের সাথে আমার পঠিত আইয়ামে জাহেলিয়া যুগের কথা বলা হয়েছে।

'আইয়াম' শব্দটি আরবি শব্দ। যার অর্থ যুগ। আর 'জাহেলিয়া' অর্থ অজ্ঞতা। সুতরাং আইয়ামে জাহেলিয়া অর্থ অজ্ঞতার যুগ। ধারণা করা হয় যে, যুগে আরবে কোনো প্রকার কৃষ্টি, সূক্ষ্ম ধর্মীয় অনুভূতি বা চেতনা ছিলনা সে যুগকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয়। এ যুগের সামাজিক ও নৈতিক জীবন ছিল কলুষিত ও হতাশাব্যঞ্জক। আরবগণ সূরা, নারী ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। এ যুগে পাপাচার, কুসংস্কার, অন্যায়, অবিচার সমাজকে কলুষিত করেছিল। মদ্যপান, জুয়াখেলা, সুদ ও নারীসঙ্গ ছিল তাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এ সমাজে নারীর কোনো সামাজিক অবস্থান ছিল না। নারীদের ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হতো। পুরুষরা একাধিক নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত থাকত। নারীরা সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে লজ্জার কারণে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. সালাম টেলিভিশনের প্রতিবেদনে দেখতে পেল কিছু নর-নারী মদ্যপান, জুয়াখেলা, ব্যভিচার এবং কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দিচ্ছে। যা আইয়ামে জাহেলিয়াতকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত জাহেলিয়া যুগের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করা হলো–

জাহেলিয়া যুগে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল চরম হতাশাপূর্ণ। এ যুগে মানুষ মূর্খতা, বর্বরতা ও প্রকৃতি পূজায় মগ্ন ছিল। সমাজে কৌলিন্য প্রথা বিরাজমান ছিল। ফলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে থাকত। এ যুগে অন্যায়-অনাচার, পাপাচার, সূরা পান, জুয়া খেলা, সুদপ্রথা মানুষের জীবনকে কলুষিত করেছিল। মানবতা ছিল ভূলুণ্ঠিত, সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল না, লজ্জার কারণে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে তারা কুণ্ঠাবোধ করতো না। নারী ছিল ভোগ্যপণ্য মাত্র। এ সমাজে দাস-দাসীদের পণ্যের মতো হাটে-বাজারে বিক্রি করা হতো। তাদের ওপর নিষ্ঠুর আচরণ করা হতো। এ সমাজে নৈতিকতার চরম অবক্ষয় ঘটেছিল। তারা অনৈতিক কাজগুলো গর্বের সাথে সম্পন্ন করতো। যুদ্ধে যাওয়ার আগে তারা বীর পুরুষদের পূজা করতো। এ সমাজে সুদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। সময়মতো ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধ করতে না পারলে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের জোরপূর্বক দখল করে দাসে পরিণত করা হতো। এতসব অনৈতিক গুণাবলির মাঝেও আরবদের চরিত্রে অতিথিপরায়ণতা, স্বাধীনতা, স্বদেশপ্রীতি, কাব্যচর্চা প্রভৃতি সদগুণগুলো বিদ্যমান ছিল।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. সালামের দেখা প্রতিবেদনটিতে কিছু নর-নারী মদ্যপান, জুয়াখেলা, ব্যভিচার এবং কন্যাসন্তানদের জীবন্ত কবর দিচ্ছে। তারা অর্থনৈতিক সংকট দূরীকরণে কুসিদপ্রথা, চুরি, ডাকাতি এবং পরসম্পদ আত্মসাতে লিপ্ত। তাদের মধ্যে অনাচার, মিথ্যাচার এবং সংকীর্ণতা লক্ষণীয়। যা জাহেলিয়া যুগের সামাজিক অবস্থাকে নির্দেশ করে।

পরিশেষে বলা যায়, জাহেলিয়া যুগের সামাজিক অবস্থা ছিল পাপ-পঙ্কিলতা ও অনৈতিকতায় ভরপুর। এ সমাজে নৈতিক গুণাবলি নির্বাসিত ছিল। মানুষ অনৈতিক উপায়ে তাদের কর্মকাণ্ড হাসিলে ব্যস্ত ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩০ জাতিসংঘ ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮সালে মানবাধিকার সনদ ঘোষণা করে। এ সনদে উল্লিখিত ধারাসমূহে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের সহজাত মর্যাদা, সমতা ও সমানাধিকার রক্ষার কথা বলা হয়। এছাড়াও সনদে বিশ্বের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং সকল ধর্মের মানুষের সমমর্যাদার কথা বলা হয়েছে যা বিশ্ব মানবের একই সূত্রে গ্রথিত করার সুযোগ দেয়। এভাবে এ সনদ বিশ্ব মানবের ম্যাগনাকার্টা হিসেবে বিশ্ব বিবেককে সচেতন করে দেয়। *[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. বদরের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১
খ. কেন হিলফুল ফুজুল গঠিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের সনদের সাথে নবি (স)-এর কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সনদ থেকে যে ইঙ্গিতকৃত সনদ অধিক কার্যকর হয়েছিল তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বদরের যুদ্ধ ৬২৪ সালে সংঘটিত হয়।

খ সৃজনশীল ২২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সনদের সাথে মহানবি (স) প্রণীত মদিনা সনদের সাদৃশ্য রয়েছে।

মানবতার মুক্তির দূত রাসুল করিম (স)-এর আজ থেকে প্রায় পনেরোশত বছর পূর্বে মানবমুক্তির দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে বিশ্বমানবতাকে সঠিক পথে চলার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। মদিনা সনদ প্রণয়নও তাঁর এ রকম একটি দৃষ্টান্তমূলক কর্মসূচি। এ সনদে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বেশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার রক্ষার মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজ গঠনের রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন, যার প্রতিফলন রয়েছে উদ্দীপকে বর্ণিত মানবাধিকার সনদে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জাতিসংঘের সাধারণ সভা ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর বিশ্বের সকল মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সনদ প্রণয়ন করেছে, যা মানবাধিকার সনদ নামে পরিচিত। হিজরতের (৬২২ খ্রি.) পর মদিনায় পৌঁছে রাসুল (স) এরকম একটি সনদ প্রণয়ন করেছিলেন। মদিনা ও আশপাশে বসবাসকারী মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্থাপনের মাধ্যমে একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তিনি এ সনদ প্রণয়ন করেন। বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সনদে তিনি ৪৭টি ধারা সংযোজন করেন, যার সবকটিই ছিল মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অধিকারের রক্ষাকবচ। এ সনদে তিনি সকল সম্প্রদায়কে সমান অধিকার প্রদানের ঘোষণা দেন। পাশাপাশি সবাইকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার প্রদান করেন। এ সনদে তিনি রক্তপাত, হত্যা, বলাৎকার প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দুর্বল, অসহায়কে সর্বোতভাবে সাহায্য করার আহ্বান জানান। মহানবি (স)-এর এসব কর্মসূচির সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের মানবাধিকার সনদ ঘোষণায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সনদের অর্থাৎ মদিনা সনদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যধিক।

মদিনা সনদ মহানবি (স)-এর সর্বাধিক দূরদর্শিতার ফসল। তার পূর্বে কোনো প্রশাসক বা নবি তাঁর জাতিকে লিখিত সংবিধান দিতে পারেননি। তাদের মুখোচ্চারিত বাণীই ছিল আইন। হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর সংবিধানের ভিত্তিতে বিশ্বের সকল মানুষকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন।

মদিনা সনদ শতধাবিভক্ত মদিনাবাসী মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে হিংসা, দ্বেষ ও কলহের অবসান করে এবং বিপদে সবাই একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির বন্ধনে মদিনা সনদ এক তুলনাহীন রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। তাছাড়া হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর মদিনা পরিচালনার ভার অর্পিত হলে তিনি গোত্রভিত্তিক শাসনব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘোষণা করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও ইসলামি শাসনতন্ত্র কায়েম করেন। আর এই সনদের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় মেলে। তিনি কুরাইশদের বিরুদ্ধে তাঁর হাত শক্তিশালী করেন। এ সনদের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর পারদর্শিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়।

https://teachingbd24.com

A. H. Siddiqi বলেন, 'এ সনদের ধারা অনুযায়ী রাসুল (স) নিজেকে বিচার বিভাগীয়, আইন প্রণয়নকারী, সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। আর মদিনা সনদের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স) মুসলমান, ইহুদি, খ্রিস্টান প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করেন।'
পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের উল্লিখিত সনদ অর্থাৎ মদিনা সনদ মদিনায় বিদ্যমান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩১ এই প্রেরিত মহাপুরুষ ঐশীবাণী প্রাপ্ত হয়ে এবং অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র সমন্ধে জানতে পেরে তাঁর সর্বাধিক বিশ্বাসী শিষ্যকে সাথে নিয়ে নিজ জন্ম ভূমি 'ক' ছেড়ে প্রায় ২৫০ মাইল দূরের শহর 'ম' এ গমন করেন। তাঁর এই দেশ ত্যাগের পরই ঐশী বিধান পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং অনুসারির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ]*

ক. হযরত মুহাম্মদ (স) এর জন্ম তারিখ লেখ। ১
খ. হিলফুল ফুজুল বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকের বর্ণিত মহাপুরুষের দেশ ত্যাগের সাথে তোমার পঠিত কোন প্রেরিত মহাপুরুষের দেশ ত্যাগের সম্পর্ক আছে। ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মহাপুরুষের দেশ ত্যাগের ঘটনার পরই ছিল তার প্রচারিত ধর্মের জন্য এক গৌরবান্বিত প্রস্থান এবং চূড়ান্ত প্রসার। ব্যাখ্যা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট (১২ রবিউল আউয়াল) জন্ম গ্রহণ করেন।

খ হিলফুল ফুজুল বলতে যুবক বয়সে মহানবি (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শান্তিসংঘকে বোঝায়।
মহানবি (স) ছিলেন শান্তির দূত। তাই বালক বয়সে যখন তিনি 'হারবুল ফুজ্জার' যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখলেন তখন তাঁর অন্তর মানবতার জন্য কেঁদে উঠল। এ প্রেক্ষিতেই তিনি সমমনা কয়েকজন উৎসাহী যুবক ও পিতৃব্য যুবাইরকে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন হিলফুল ফুজুল নামের শান্তিসংঘ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মহাপুরুষের দেশ ত্যাগের সাথে আমার পঠিত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের ঘটনা সামঞ্জস্যপূর্ণ।
উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, উল্লিখিত মহাপুরুষ অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে জানতে পেরে, ঐশীবাণী প্রাপ্ত হয়ে রাতের অন্ধকারে প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করেন। তিনি ২৫০ মাইল দূরের শহরের উদ্দেশ্যে রওনা করেন। এ বিষয়গুলো হযরত মুহাম্মদ (স)-এর হিজরতের ঘটনার মধ্যেও লক্ষ করা যায়।
হযরত মুহাম্মদ (স) ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে নিজ গোত্র কুরাইশ বংশের লোকের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও অত্যাচারে জর্জরিত হন। তিনি কুরাইশদের এ সকল নির্যাতন হাসিমুখে সহ্য করেন। কিন্তু কুরাইশ বংশের লোকেরা নিজ ধর্মকে রক্ষার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স)কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এ ষড়যন্ত্রের কথা তিনি জানতে পারেন এবং আল্লাহর নির্দেশে রাতের অন্ধকারে প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা নগরী ত্যাগ করেন। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মক্কা থেকে ২৫০ মাইল দূরের শহর ইয়াসরিবের (মদিনা) উদ্দেশ্যে রওনা হন। ইসলামের ইতিহাসে এটাই হিজরত নামে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত দেশ ত্যাগের ঘটনা আমার পঠিত হযরত মুহাম্মদ (স) ও তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্মের জন্য ছিল এক গৌরবান্বিত প্রস্থান।
হিজরতের ফলে মহানবি (স) এর জীবনধারায় পরিবর্তন আসে এবং তিনি সুস্থ পরিবেশে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেন। ঐতিহাসিক P. K. Hitti বলেন, "হিজরতের সাথে সাথে হযরতের মক্কা জীবনের অবসান ও মদিনা জীবনের সূচনা এবং এখানে মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের মোড় ঘুরে যায়।"
মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করলে মদিনাবাসী তাঁকে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বরণ করে নেয়। এরপর মদিনায় ইসলাম দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র মানবজাহান মুসলমানদের অধীনে আসে। হিজরতের পরই তিনি মদিনার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'মদিনা সনদ' প্রণয়ন করেন। এ সনদই মদিনাকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে মর্যাদা দান করে। হিজরতের পরপরই মুহাম্মদ (স) মদিনাতে মুসলমানদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে মসজিদে নববি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও মদিনাবাসী মহানবি (স)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তাদের নগরীর নাম রাখেন 'মদিনাতুন্নবি' বা নবির শহর।
মহানবি (স) হিজরতের ফলে মদিনার লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদিনাবাসী দীর্ঘদিনের ভেদাভেদ ও শত্রুতা ভুলে প্রিয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। হিজরতের ফলেই মহানবি (স) ইসলামকে কল্যাণধর্মী ও শান্তিপ্রিয় একমাত্র ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ লাভ করেন। তাই এ ঘটনাকে রাসুল (স)-এর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী হিসেবে আখ্যায়িত করাই যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ৩২ তুরস্কের উসমানীয় সুলতান আব্দুল মজিদ রাজ প্রাসাদ গুলহান হতে 'হাত্তী হুমায়ুন' নামে রাজকীয় ফরমান জারি করেন। এ ঘোষণার মাধ্যমে জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জানমাল ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করা হয়। অমুসলিম প্রজাদেরকেও এ ঘোষণায় বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। তুরস্কের ইতিহাসে 'হাত্তী হুমায়ুন' ঘোষণাকে আন্তর্জাতিক সনদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. 'হারবুল ফুজ্জার' অর্থ কী? ১
খ. আরব ভূমিকে 'জাজিরাতুল আরব' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'হাত্তী হুমায়ুনের ন্যায় তোমার পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত 'পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান'— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হারবুল ফুজ্জার হলো উকাজ মেলার সময় সংঘটিত পাঁচ বছর দীর্ঘস্থায়ী একটি যুদ্ধ।

খ জাজিরাতুল আরব বলতে আরব উপদ্বীপকে বোঝায়।
যে ভূখণ্ডের তিন দিক পানিবেষ্টিত এবং এক দিকে স্থলভাগ থেকে তাকে জাজিরা বলা হয়। আর আরব ভূখণ্ডের তিন দিকে পানি এবং এক দিকে স্থলভাগ বলে একে জাজিরাতুল আরব বলা হয়। অর্থাৎ ভৌগোলিক কারণে আরব উপদ্বীপের এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকের সনদের সাথে মহানবি (স)-এর প্রণীত মদিনা সনদের সাদৃশ্য রয়েছে।
মানবতার মুক্তির দূত রাসুল করিম (স) আজ থেকে প্রায় পনেরোশত বছর পূর্বে মানব মুক্তির দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি তাঁর কথা কাজের মাধ্যমে বিশ্ব মানবতাকে সঠিক পথে চলার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। মদিনা সনদ প্রণয়নও তাঁর এ রকম একটি দৃষ্টান্তমূলক কর্মসূচি। এ সনদে তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বেশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার রক্ষার মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজ গঠনের রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন, যার প্রতিফলন রয়েছে উদ্দীপকে বর্ণিত মানবাধিকার সনদে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জাতিসংঘের সাধারণ সভা ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর বিশ্বের সকল মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সনদ প্রণয়ন করেছে। যা মানবাধিকার সনদ নামে পরিচিত। হিজরতের পর মদিনায় গমন করেও রাসুল (স) এরকম একটি সনদ প্রণয়ন করেছিলেন। মদিনা ও আশপাশে বসবাসকারী মুসলিম, ইহুদি, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্থাপনের মাধ্যমে একটি আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তিনি এ সনদ প্রণয়ন করেন। বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সনদে তিনি ৪৭টি ধারা সংযোজন করেন, যার সবকটিই ছিল মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অধিকারের রক্ষাকবচ। এ সনদে তিনি সকল সম্প্রদায়কে সমান অধিকার প্রদানের ঘোষণা দেন। পাশাপাশি সবাইকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার প্রদান করেন। এ সনদে তিনি রক্তপাত, হত্যা, বলাৎকার অপরাধমূলক কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দুর্বল, অসহায়কে সর্বোতভাবে সাহায্য করার আহ্বান জানান। মহানবি (স)-এর এসব অমোঘ এবং শাশ্বত- কর্মসূচির সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের মানবাধিকার ঘোষণায়।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত হাত্তী হুমায়ুনের আমার পঠিত প্রথম লিখিত সংবিধান হচ্ছে মদিনা সনদ।

মদিনা সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। ইতিপূর্বে শাসকের ঘোষিত আদেশই ছিল আইন। মহানবি (স) সর্বপ্রথম জনগণের মঙ্গলার্থে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দেশের সব সম্প্রদায় ও জনগণের আন্তরিক সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করে তিনি সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। মদিনার সনদে সাম্যের মহান নীতি, আইনের শাসন, ধর্মের স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকায় এই সনদকে মহাসনদ (Magna Carta) বলা হয়। এই সনদের মাধ্যমে মুসলমান ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিপদের সময় একে অপরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয় এই সনদে। মদিনা রাষ্ট্র তথা ইসলামি প্রজাতন্ত্র সংরক্ষণে সবার সমভাবে যুদ্ধব্যয় বহন করার ব্যবস্থা মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। পূর্বের শেখতন্ত্রের পরিবর্তে এই সনদে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মদিনার সনদের মাধ্যমে মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত মদিনা নগরীর পুনর্গঠন ও পরবর্তীতে নির্বিঘ্নে দূরদেশে ইসলামের প্রসারে রাসুল (স) আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পান।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ যাদবপুর ও মাধবপুর গ্রামের মধ্যে দীর্ঘদিনের শত্রুতা। কিছুদিন পূর্বে দুই গ্রামের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তুলনামূলকভাবে অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যাদবপুর গ্রাম মাধবপুরের কাছে হেরে যায়। এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এক বছর ধরে যাদবপুর যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ব্যাপক শক্তি ও অস্ত্র নিয়ে যাদবপুর মাধবপুর গ্রামের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মাধবপুর গ্রামের প্রধান জুনায়েদ খান কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫০ জন লাঠিয়ালকে পাহারা দিতে বলে এবং যে কোন অবস্থাতে উক্ত স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করে। যুদ্ধে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছেও নেতার আদেশ অমান্য করে উক্ত স্থান ত্যাগ করায় মাধবপুরবাসী পরাজিত হয়।

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

ক. ওহশি কে? ১

খ. নাখলার খণ্ড যুদ্ধকে বদরের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকটি ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'মাধবপুর গ্রামের মত উক্ত যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণও একই।' বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওহশি হলো আরবের একজন যোদ্ধা যিনি উহুদ যুদ্ধে রাসুল (স)-এর চাচা হামজা (রা)-কে হত্যা করেছিলেন।

খ নাখলার খণ্ডযুদ্ধের ফলেই কুরাইশরা আক্রমণমুখী হয়ে পড়েছিল বলে এটিকে বদর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ বলা হয়।

কুরাইশদের ধ্বংসাত্মক কার্যাবলি থেকে মদিনা রাষ্ট্রকে রক্ষার উদ্দেশ্যে হজরত মুহম্মদ (স) আবদুল্লাহ ইবনে জাহনের নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি গোয়েন্দা দল দক্ষিণ আরবে প্রেরণ করেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ ভুলক্রমে মক্কাগামী কুরাইশদের একটি কাফেলাকে আক্রমণ করে বসেন। ফলে নাখলায় একটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশ নেতা আমর নিহত ও অপর দুই ব্যক্তি বন্দি হয়। আমর আল হাজরামির মৃত্যু মক্কাবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং এটিই বদরের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ সালাম বিজ্ঞান বিভাগে একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। পত্রিকায় বাংলাদেশ সংবিধান সংশোধন বিষয়ক একটি খবর দেখে সে তার বড় ভাই জহিরের কাছে জানতে চাইল সংবিধান কী? জহির তাকে বলল, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মৌলিক কিছু নীতিমালা প্রয়োজন যা লিখিত বা অলিখিত থাকতে পারে। হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। *[কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ, কুমিল্লা]*

ক. হযরত মুহাম্মদ (স) কত সালে হিজরত করেন? ১

খ. উকাজ মেলার বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে বিষয়টিতে মহানবি (স)-এর জীবনের কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রথম লিখিত সংবিধানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত মুহাম্মদ (স) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হিজরত করেন।

খ প্রাক-ইসলামি আরবে মক্কার অদূরে উকাজ নামক স্থানে যে বার্ষিক মেলার আয়োজন করা হতো, তা-ই উকাজ মেলা নামে পরিচিত ছিল।

উকাজ মেলায় তৎকালীন আরবীয়দের সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। এ মেলায় নানা দ্রব্য-সামগ্রীর কেনা-বেচা ছাড়াও কবিতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হতো। শ্রেষ্ঠ সাতটি কবিতা পুরস্কৃত করা হতো এবং এগুলো সোনালি হরফে লিপিবদ্ধ করে কাবার দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো, যা 'সাবায়ে মুয়াল্লাকাত' নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ উকাজ মেলা প্রাক-ইসলামি আরবের সাংস্কৃতিক চর্চার একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিল।

গ উদ্দীপকের বিষয়টিতে মহানবি (স)-এর মদিনা সনদ প্রণয়নের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা থেকে ইয়াসরিবে হিজরত করার পর বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন। রাসুল (স) অনুভব করেন যে, মক্কার মুহাজির আর স্থানীয় ইয়াসরিববাসীদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি সীমারেখা টানা প্রয়োজন। মুহাজিররা কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করবেন তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। কুরাইশদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত মুহাজিরদের ক্ষতিপূরণ কীভাবে হবে এর সুরাহা হওয়া প্রয়োজন। মদিনার অমুসলিম ইহুদিদের সাথে মুসলমানদের সুসম্পর্ক সৃষ্টি কীভাবে হতে পারে, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মদিনার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় রূপরেখা এবং মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রার পথ তৈরি করা প্রয়োজন। এসব বিষয় সন্নিবেশ করে রাসুল (স) ইয়াসরিবের পৌত্তলিক, ইহুদি, আনসার ও মুহাজিরদের জন্য বিশ্বের ইতিহাসের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন করেন। এরই নাম 'মদিনা সনদ'।

ঘ ইসলামি আদর্শের আলোকে প্রণীত ঐতিহাসিক মদিনা সনদের ধারাগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে আইনের শাসন ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উদ্দীপকে বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধানের কথা বলা হয়েছে। যেটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এটি রাসুল (স)-এর ঐতিহাসিক মদিনা সনদ প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের ঘটনারই প্রতিচ্ছবি।

মহানবি (স) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পর লক্ষ করলেন মদিনার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সর্বদা দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও হিংসাত্মক মনোভাব বিদ্যমান। মহানবি (স) উপলব্ধি করেন যে মদিনা ও আশপাশে বসবাসকারী ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্থাপন করা ছাড়া একটি সুসংহত রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। তাই মদিনায় অবস্থিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবি (স) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন। মদিনায় বসবাসরত ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক, আনসার, মুহাজিরসহ সর্বসাধারণের অধিকার রক্ষায় মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম। মদিনা সনদ মদিনার সকল মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করেছে। কেননা মদিনা সনদ মদিনাবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে, শতধাবিভক্ত মদিনাবাসী মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে পরস্পরকে বিপদে-আপদে পাশে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। মদিনার মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে ও ইসলামি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম।

মদিনা সনদের মাধ্যমে মদিনায় বসবাসরত সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, জান-মালের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বলা যায়, আইনের শাসন ও মানবাধিকার রক্ষায় মদিনা সনদের গুরুত্ব অপরিসীম।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩৫ 'A' গ্রুপ ও 'B' গ্রুপের মধ্যে ১০ বছরের জন্য এক সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এতে ১০ বছরের জন্য শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করলেও কিছুদিন পরই 'B' গ্রুপ সন্ধি ভঙ্গ করে অন্যটিকে আক্রমণ করে। যাই হোক না কেন এটি 'A' গ্রুপের জন্য একটি মহা বিজয় ও রাজনৈতিক দূরদর্শীতার পরিচায়ক। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. মদিনার পূর্বনাম কী? ১

খ. কাদের আনসার ও মুহাজির বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ সন্ধি স্বাক্ষরের পটভূমি লেখো। ৩

ঘ. উক্ত সন্ধির প্রধান প্রধান শর্তাবলি বর্ণনা করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মদিনার পূর্ব নাম ছিল 'ইয়াসরিব'।

খ জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে যারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন তাদেরকে মুহাজির এবং যারা হিজরতকারীদের সর্বতোভাবে সাহায্য ও আশ্রয় দান করেন তাদেরকে আনসার বলা হয়।

মক্কায় ইসলাম প্রচারের কারণে মহানবি (স) এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। এ কারণে আল্লাহর নির্দেশে যারা জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন তাদেরকে মহানবি (স) মুহাজির নামে অভিহিত করেন। আর রক্তের সম্পর্ক বিবেচনা না করে ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে মুহাজিরদের যারা আশ্রয়দান করেন তাদেরকে তিনি 'আনসার' (সাহায্যকারী) নামে অভিহিত করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাটির সাথে মহানবি (স)-এর জীবনের হুদায়বিয়ার সন্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

হিজরতের পর দীর্ঘ ছয় বছর মহানবি (স) ও তার অনুসারীগণ মদিনায় অবস্থান করেন। এ সময় তারা জন্মভূমি মক্কা দর্শন ও হজ পালন করতে পারেননি। তৎকালীন আরবের নিয়ম অনুসারে জিলকদ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। এজন্য মহানবি (স) তাঁর ১৪০০ জন সাহাবি নিয়ে ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসের ২৫ তারিখ মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

মহানবি (স) যখন ওসকান নামক স্থানে পৌঁছান তখন সুফিয়ান আলকারীর পুত্র বিশর মহানবি (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল কুরাইশরা আপনার যাত্রার সংবাদ পেয়ে চিতাবাঘের চামড়ার পোশাক পরিধান করে মক্কা হতে যাত্রা করেছে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছে আপনাকে কোনোক্রমেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। তারা 'সতুওয়া' নামক স্থানে প্রতিরোধ গড়েছে। মহানবি (স) কুরাইশদের দুরভিসন্ধির কথা অবগত হয়ে মক্কার নয় মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। তিনি বুদাইল নামক দূত মারফত কুরাইশদের জানান যে, তারা শুধু হজ পালনের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করতে নয়। কুরাইশগণ মহানবি (স)-এর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে আবওয়াকে আলোচনার জন্য পাঠায় কিন্তু আবহাওয়ার দুর্ব্যবহারে এ আলোচনা ব্যর্থ হয়। তবে পরবর্তীতে উভয় পক্ষ আলোচনা করে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর করে।

ঘ উক্ত সন্ধি তথা হুদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

মক্কার কুরাইশরা মহানবি (স) কে মক্কায় প্রবেশে বাধা দেওয়ার প্রেক্ষিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এ সন্ধির প্রধান প্রধান শর্তগুলো হলো– ১. এ বছর (৬২৮) মুসলমানরা হজ না করে মদিনায় ফিরে যাবে; ২. মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে পরবর্তী দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকবে; ৩. যেকোন গোত্র ইচ্ছা করলে মুসলমান ও কুরাইশদের সাথে সন্ধি করতে পারবে; ৪.কোনো কুরাইশ মদিনায় গেলে মুসলমানরা ফেরত দিবে; কিন্তু কোনো মুসলমান মক্কায় গেলে কুরাইশরা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না; ৫. হজের সময় কুরাইশগণ মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তা দিবে; ৬. মক্কার কোনো নাবালোক অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুসলমানদের দলে যোগ দিলে ফেরত দিতে হবে; ৭. চুক্তির মেয়াদকালে একে অপরের কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না এবং ৮. সন্ধির চুক্তি উভয় পক্ষকেই পূর্ণভাবে মেনে চলতে হবে।

প্রশ্ন ▶৩৬ 'ক' অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে সামান্য বিষয় নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি চলে আসছিল। এ সময় এক সত্যবাদী যুবকের মনে এ বিষয়টি রেখাপাত করে। তিনি সেই অবস্থার নিরসনকল্পে সেখানকার উৎসাহী যুবকদের নিয়ে একটি শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে। এ সংঘ শান্তি প্রতিষ্ঠায় কিছু শর্তাবলীকে সামনে রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. দারুন নাদওয়া কী? ১

খ. আমুল হুজন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ শান্তিসংঘের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. 'উক্ত সংঘ দুর্বল ও মজলুম মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রভূত শক্তি সঞ্চার করেছিল।'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল মালার রাজনৈতিক সভা যে কক্ষে বসতো তাই দারুন নাদওয়া নামে পরিচিত।

খ রাসুল (স)-এর দুজন প্রিয় ব্যক্তি চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী খাদিজা (রা) মৃত্যুবরণ করার কারণে ৬২০ খ্রিষ্টাব্দকে আমুল হুজন বা শোকের বছর বলা হয়।

৬২০ খ্রিষ্টাব্দে রাসুল (স)-এর চাচা আবু তালিব ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং এর কয়েকদিনের মধ্যেই বিবি খাদিজা (রা) ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এ দুজন ব্যক্তি মহানবি (স) কে ইসলাম প্রচারে ঘরে-বাইরে সহায়তা করতেন। ফলে তাদের মৃত্যুতে রাসুল (স) মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এ জন্য বছরটিকে আমুল হুজন বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর 'হিলফুল ফুজুল' গঠনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় যারা নিজে থেকে উদ্যোগী হন তারা সবার কাছেই শ্রদ্ধেয় ও প্রশংসিত। যেটি আমরা রাসুল (স)-এর ক্ষেত্রে দেখতে পাই। মহানবি (স) সর্বদা শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তিনি মক্কায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিশোর বয়সে এলাকায় শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরূপ সংগঠন প্রতিষ্ঠার ঘটনা উদ্দীপকেও পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে 'ক' অঞ্চলের মারামারি, কাটাকাটি বন্ধ করার জন্য এক সত্যবাদী যুবক একটি সমিতি গঠন করেন। অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (স) বাল্যকাল থেকেই সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও কোমল স্বভাবের মানুষ ছিলেন। সত্যবাদিতার জন্য তাকে সবাই 'আল আমিন' বলে ডাকত। মহানবি (স)-এর যুবক বয়সে উকাজ মেলাকে কেন্দ্র করে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে অনেক লোক নিহত হয়। এ যুদ্ধ স্থায়ী ছিল দীর্ঘ পাঁচ বছর। এ দৃশ্য দেখে মানবদরদি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বুক কেঁপে ওঠে। মহানবি (স) যুদ্ধ থেকে মুক্তি ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজের শান্তিকামী যুবকদের নিয়ে 'হিলফুল ফুজুল' নামে একটি শান্তি সংঘ গঠন করেন।

ঘ উক্ত সংঘ তথা হিলফুল-ফুজুল দুর্বল ও মজলুম মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রভূত শক্তি সঞ্চার করেছিল– উক্তিটি যথার্থ।

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় যুবকেরা কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে। মহানবি (স) তাঁর যুবক বয়সে একটি শান্তি সংঘ গঠন করে তার প্রমাণ রেখেছেন।

৫৮৫ থেকে ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর কুরাইশ ও কায়েশ গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। আরবের নিয়মানুযায়ী নিষিদ্ধ মাসে এই গোত্রীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে এটিকে 'অন্যায় সমর' বা হরব আল ফুজ্জার' বলা হয়। এই যুদ্ধের বিভীষিকায় মহানবি (স) অত্যন্ত ব্যথিত হন। তাই তিনি আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। এটি 'হিলফুল-ফুজুল' নামে পরিচিত। এ সংঘের সদস্যরা অত্যাচারিতকে রক্ষা করতো, বণিকদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতো। এছাড়া তারা অন্যায় রক্তপাত বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এর ফলে দুর্বল ও অসহায় মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

সুতরাং বলা যায়, হিলফুল-ফুজুল দুর্বল ও মজলুম মানুষদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও জুলুমকারীর হাত থেকে রক্ষা করতে প্রভূত শক্তি সঞ্চার করেছিল।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩৭ রায়ের বাজার ও হাজারীবাগ এলাকার লোকদের মধ্যে একে অপরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে দীর্ঘদিন দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এ সমস্যা নিরসনে রায়েরবাজার এলাকার সমাজসেবক মশিউর রহমান উদ্যোগী হন। তিনি উভয় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে দীর্ঘ-আলাপ আলোচনার পর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। হাজারীবাগ এলাকার কিছুটা প্রভাব মেনে নিয়েও শর্তযুক্ত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এতে দু এলাকার মারামারি বন্ধ হয় এবং রায়েরবাজার এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। *[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. পবিত্র কাবাঘরে রক্ষিত পাথরটির নাম কী? ১

খ. মজলিস উস শূরা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে মশিউর রহমান কোন চুক্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উক্ত সন্ধি ছিল মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্য বিজয়" যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পবিত্র কাবাঘরে রক্ষিত পাথরটির নাম হাজরে আসওয়াদ।

খ 'শূরা' একটি আরবি শব্দ যার অর্থ পরামর্শ। মজলিস-উস-শূরা একটি মন্ত্রণাপরিষদ। প্রাক-ইসলামি যুগের দারুল নাদওয়ায় বয়োজ্যেষ্ঠ পরিষদ এর অনুকরণে রাসুল (স) একটি পরামর্শব্যবস্থা চালু রাখেন। যা পরবর্তীতে হজরত আবু বকর (রা)ও এই ব্যবস্থা অনুসরণ করেন। হজরত উমর (রা) এ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কারণ তিনি সব সময় বলতেন, পরামর্শ ব্যতীত খিলাফত চলতে পারে না। এ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জনগণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং স্বচ্ছভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করেন যা মজলিস-উস-শূরা নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের মশিউর রহমান হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

মহানবি (স) ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় হজ যাত্রায় কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ সন্ধির মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটে। উদ্দীপকে বর্ণিত চুক্তিতে অনুরূপ বিষয় লক্ষণীয়।

রায়েরবাজার ও হাজারিবাগ এলাকার লোকদের মধ্যে একে অপরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা দ্বন্দ্ব নিরসনে রায়েরবাজার এলাকার সেবক মশিউর রহমান হাজারিবাগ এলাকার কিছুটা প্রভাব মেনে নিয়ে শর্তযুক্ত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, এতে দু এলাকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি হয়। একইভাবে মহানবি (স) মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার আহবান জানান। কুরাইশদের বিভিন্ন শর্ত মেনে নিয়েও তিনি হুদায়বিয়া সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এ সন্ধির মাধ্যমে দশ বছর যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হওয়ায় মুসলমানগণ নিশ্চিতভাবে বসবাসের সুযোগ লাভ করে। এই সন্ধির ফলে কুরাইশরা মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হওয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের চুক্তিটি হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রতিরূপ।

ঘ হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বিরাট সাফল্য বয়ে আনে বলে এটিকে প্রকাশ্য বিজয় বলা যথার্থ।

হুদায়বিয়ার সন্ধির দু বছর পরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়ও পূর্ণতা লাভ করে। রাসুল (স)-এর সাথে মক্কার কাফিরদের সম্পাদিত এ চুক্তিটির ধারাগুলো পাঠ করলে মনে হবে এটি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক। কিন্তু চরম সত্য হলো এ সন্ধির মাধ্যমেই মক্কার কাফিররা মহানবি (স), ইসলাম ও মুসলমানদের এক অপরাজেয় শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

হুদায়বিয়ার এ সন্ধি চুক্তির মেয়াদ ছিল দশ বছর। তাই রাসুল (স) এ সময়ে নির্বিঘ্নে ইসলামের দাওয়াত সর্বত্র বলিষ্ঠভাবে প্রদানের সুযোগ পান। এতে করে অধিক হারে লোকজন ইসলামকে জানতে পারে এবং অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে। এ চুক্তির ফলে মক্কাবাসীরা মদিনায় ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য নিঃসংকোচে ও নিরাপদে আসতে পারে। তারা মদিনার মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং ইসলামের সৌন্দর্য অবলোকন করতে পারে। তারা মুসলমানদের এতটা উন্নতি ও উৎকর্ষের বার্তা মক্কায় পৌঁছে দেয়। ফলে ইসলামের প্রতি মক্কাবাসীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এভাবে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ইসলাম সম্প্রসারিত হতে থাকে। ফলে মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে ১৪০০ সাহাবির পরিবর্তে ১০,০০০ সাহাবি নিয়ে রাসুল (স) মক্কা বিজয় করেন। সে জন্যই হুদায়বিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলা যথার্থ।

প্রশ্ন ▶৩৮ আহমদ নগরে দীর্ঘদিন ধরে সামান্য বিষয় নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি চলে আসছিল। এ সময় এক সত্যবাদী যুবকের মনে এ বিষয়টি রেখাপাত করে। সে এটি নিরসনকল্পে সেখানকার উৎসাহী যুবকদের নিয়ে একটি শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংঘর্ষের শর্তাবলির মধ্যে অত্যাচারীকে দমন, অসহায়কে সাহায্য ও শান্তি নিরাপত্তাই ছিল প্রধান। *[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. আরবদের গোত্র প্রধানকে কী বলা হতো? ১

খ. মিসরকে 'নীল নদের দান' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবই এর সাদৃশ্যপূর্ণ শান্তি সংঘের বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. 'উক্ত সংঘের কার্যাবলি বর্ণনা করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবদের গোত্র প্রধানকে শেখ বলা হতো।

খ মিসরীয় সভ্যতার বিকাশে নীলনদই সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিল তাই মিসরকে নীলনদের দান বলা হয়।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মিসরীয় সভ্যতার সূচনাকারী জনগণ পানির প্রাপ্যতা, নীলনদকে কেন্দ্র করে কৃষি উৎপাদন, মাছ ধরে জীবিকানির্বাহ, পশুপালনের জন্য তৃণভূমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি বিষয়কে মাথায় রেখে নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। প্রতিবছর গ্রীষ্মকালে বন্যায় নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে পলি জমা হতো এবং কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে মিসরীয় সভ্যতা সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। তাই গ্রিক ঐতিহাসিক ও ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস মিসরের উৎকর্ষ দেখে নির্দ্বিধায় মিসরকে 'নীলনদের দান' বা 'The Gift of the Nile' বলে উল্লেখ করেছেন।

গ উদ্দীপকের আহমদ নগরের যুবকদের প্রতিষ্ঠিত শান্তি সংঘের সাথে ইসলামের ইতিহাসের 'হিলফুল ফুজুল' নামক শান্তি কমিটির মিল পরিলক্ষিত হয়।

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় যুবকেরা কার্যকর ও ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারে। মহানবি (স) তাঁর যুবক বয়সে একটি শান্তি সংঘ গঠন করে তার প্রমাণ রেখেছেন। উদ্দীপকেও মহানবি (স) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তি সংঘের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের আহমদনগরে অনুরূপভাবে বহুকাল ধরে সামান্য বিষয় নিয়ে বিরোধ চলছিল। এ অবস্থা দেখে গ্রামের কয়েকজন যুবক একটি শান্তিসংঘ গঠন করে। এ সংঘটি গ্রামে শান্তি বজায় রাখার পাশাপাশি মানবসেবার লক্ষ্যে কাজ করার ঘোষণা দেয়। ৫৮৫ থেকে ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর কুরাইশ ও কায়েশ গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। আরবের নিয়মানুযায়ী নিষিদ্ধ মাসে এই গোত্রীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে এটিকে 'অন্যায় সমর' বা হরব আল-ফুজ্জার' বলা হয়। এই যুদ্ধের বিভীষিকায় মহানবি (স) অত্যন্ত ব্যথিত হন। তাই তিনি আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। এটি 'হিলফুল-ফুজুল' নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে এ সংগঠন অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, বণিকদের নিরাপত্তা প্রদান প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করেছিল।

ঘ উক্ত সংঘ অর্থাৎ হিলফুল ফুজুল সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করে।

মহানবি (স) ছিলেন শান্তির দূত। তাই বালক বয়সে যখন তিনি হারবুল ফুজ্জার যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখলেন তখন তার অন্তর মানবতার জন্য কেঁদে উঠল। এ প্রেক্ষিতেই তিনি সমমনা কয়েকজন উৎসাহী যুবকদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন হিলফুল ফুজুল নামের শান্তিসংঘটি।

হিলফুল ফুজুলের সদস্যরা শপথ নেয় যে তারা–

https://teachingbd24.com

১. দেশের আইনকানুন ও নিরাপত্তা বজায় রাখবে; ২. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সমস্ত প্রকার অন্যায় ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করবে; ৩. দুর্বল, নিঃস্ব, এতিম ও অসহায়কে সাহায্য করবে; ৪. মজলুম জনগণকে জালিমদের হাত থেকে রক্ষা করবে; ৫. বিদেশিদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এবং ৬. সমস্ত প্রকার অন্যায়-অবিচার অবসানের জন্য চেষ্টা করবে।
হিলফুল ফুজুল নামক শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে মহানবি (স) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই শান্তিবাদী চিন্তা-চেতনার বাস্তব প্রতিফলন ঘটান।
পরিশেষে বলা যায় হিলফুল ফুজুলের শর্তগুলো ছিল মানব কল্যাণের রক্ষা কবচস্বরূপ।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ সারোয়ার সাহেব মেয়েদের জন্য পোশাক কিনেন। পোশাক কিনার সময় তিনি নিজের মেয়ের পোশাক বাড়ির কাজের মেয়েদের জন্যও অনুরূপ পোশাক কিনেন এবং এতে তার স্ত্রী রেগে গিয়ে বলেন, 'কাজের মেয়ের পোশাক নিজের মেয়ের মতো হতে পারে না।

[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম, বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত' উক্তিটি কার? ১
খ. 'নহর-ই-জুবায়দা' কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সারোয়ার সাহেবের স্ত্রীর আচরণ বিদায় হজের কোন অংশের পরিপন্থি? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বিদায় হজের ভাষণে সমাজে নারীদের কী মর্যাদা দেওয়া হয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত' উক্তিটি মহানবি (স)-এর।

খ নহর-ই-জুবাইদা হলো খলিফা হারুন-অর-রশিদের স্ত্রী জুবাইদার অর্থায়নে খননকৃত একটি খাল।
হারুন- অর- রশীদ ৮০২ খ্রিষ্টাব্দে মহীয়সী জুবাইদা, আমীন ও মামুনকে নিয়ে মক্কায় হজ পালন করেন। এ সময় সম্রাজ্ঞী জুবাইদা মক্কাবাসীর পানির কষ্ট দেখে ১৫,০০,০০০ দিনার ব্যয়ে সেখানে একটি খাল খনন করেন। এটা নহর-ই- জুবাইদা নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সারোয়ার সাহেবের স্ত্রীর আচরণ বিদায় হজের দাস-দাসীদের সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশের পরিপন্থি।
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ঐতিহাসিক বিদায় হজের ভাষণ বিশ্বমানবতা প্রতিষ্ঠায় একটি অসামান্য দলিল। ইসলাম সুমহান মর্যাদা ও উদারতার দ্বারা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে একত্রে বসবাসের লক্ষ্যে এক সুখকর পরিবেশ রচনার ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাপত্র। এ অমূল্য ভাষণে তিনি দাসদাসীর প্রতি অন্যায় অবিচার দূর করে তাদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। উদ্দীপকে এর বিপরীত আচরণ পরিলক্ষিত হয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সারোয়ার সাহেব মেয়েদের জন্য পোশাক কেনার সময় বাড়ির কাজের মেয়ের জন্য অনুরূপ পোশাক কেনেন। এতে তার স্ত্রী রেগে গিয়ে বলেন, 'কাজের মেয়ের পোশাক নিজের মেয়ের মতো হতে পারে না।' কিন্তু বিদায় হজের ভাষণে সকলের সমান অধিকারের কথা বলা হয়। মহানবি (স) ভাষণে দাস-দাসীদের প্রতি সর্বদা সদাচরণ করার নির্দেশ দেন। এছাড়া তিনি বলেন, তোমরা যা খাও, যে বস্তু পরিধান কর তাদেরকে অনুরূপ খাদ্য ও বস্ত্র দান কর। তারা যদি কখনো ক্ষমার অযোগ্য কোনো কাজ করে তবে তোমরা তাদেরকে মুক্তি দান কর। স্মরণ রেখ, তারাও আল্লাহর সৃষ্টি এবং তোমাদের মতো মানুষ। উদ্দীপকে উল্লিখিত সারোয়ার সাহেবের স্ত্রীর বক্তব্যে এটিকে অবমাননা করা হয়। তিনি তার সন্তান এবং কাজের মেয়েকে আলাদা করে দেখেন- যা বিদায় হজের ভাষণে নিষেধ করা হয়। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বিদায় হজের নির্দেশ উদ্দীপকের সারোয়ার সাহেবের স্ত্রীর আচরণে প্রতিফলিত হয়নি।

ঘ বিদায় হজের ভাষণে সমাজে নারীদের পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।
প্রাক ইসলামি যুগের নারীদের কোনো মর্যাদাই ছিল না। মহানবি (স) তার বিদায় হজের ভাষণে নারীদেরকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। বিদায় হজে তিনি নারী পুরুষের সমানাধিকারের কথা ঘোষণা ও নারীদের প্রতি বিরূপ আচরণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। উদ্দীপকে বর্ণিত সারোয়ার সাহেব বিদায় হজের নির্দেশকে অনুসরণ করেই মেয়েদের সাথে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করেন।
মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণ ইসলামি সমাজনীতি ও মানব অধিকারের একটি দলিল। এ ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন, নারীর ওপর পুরুষের যতটুকু অধিকার আছে, পুরুষের ওপর নারীরও ঠিক ততটুকু অধিকার আছে। এ ঘোষণায় তিনি নারীদের সমান অধিকার প্রদান করে তাদের প্রতি অন্যায় অবিচার দূর করেন। তিনি সকল প্রকার অবৈধ বিবাহ প্রথা বাতিল করে বৈধ বিবাহের প্রচলন করেন এবং মোহরানা প্রথার প্রবর্তন করে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের নিকট সেই শ্রেষ্ঠ যে তার স্ত্রীর নিকট শ্রেষ্ঠ।' মায়ের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তিনি ঘোষণা করেন 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।' জাহেলি যুগের কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য তিনি বিদায় হজের ভাষণে উল্লেখ করেন, 'যার প্রথমে কন্যা সন্তান হবে সে ভাগ্যবান।'
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিদায় হজের ভাষণে নারীদের সম্পর্কে প্রচলিত সকল কুসংস্কার দূর করে তাদের উপর্যুক্ত সম্মানের আসনে আসীন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ ঢাকা শহরের নবনির্বাচিত মেয়র প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক পরিবেশ স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু রাখার জন্য ৩০ ধারা সম্বলিত একটি সর্বপালনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেন। ফলে শহরের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়ের ঐক্যমত ও আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে। সকল নাগরিক অধিকারের পাশাপাশি মানব অধিকারও নিশ্চিত হয়। *[কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার]*

ক. বদর যুদ্ধে মুসলমানদের কতজন শহিদ হন? ১
খ. হিজরত কী মহানবি (স)-এর মক্কা থেকে পলায়ন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকে মেয়র কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার সাথে মদিনা প্রজাতন্ত্রের কোন নীতিমালার সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. যুদ্ধ সম্মুখীন গোত্রগুলোকে একত্রিত করে একটি জাতিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালার ভূমিকা কী? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের ১৪ জন সৈন্য শহিদ হন।

খ মুহাম্মদ (স) এর হিজরত পলায়ন ছিল না।
হিজরত শব্দের অর্থ প্রস্থান বা গমন। হিজরতকে পলায়ন বলা যায় না। কারণ ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করার কতিপয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মহানবি (স) মদিনায় হিজরত করেন। মূলত মক্কার রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিবেশ। ভৌগোলিক কারণে মক্কার লোকদের রুক্ষ ও বদমেজাজি স্বভাব প্রভৃতি কারণে মহানবি (স) স্বদেশবাসীর কাছে সম্মানিত হননি। অন্যদিকে শস্য শ্যামল মদিনার অধিবাসীরা চিন্তাশীল ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহর নিকট থেকে প্রত্যাদেশ লাভ তথা আল্লাহর নির্দেশে মহানবি (স) মদিনাবাসীর আমন্ত্রণে মদিনায় হিজরত করেন যাকে কোনভাবেই পলায়ন বলা যায় না।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঢাকা শহরের মেয়রের প্রণীত নীতিমালার সাথে মদিনা প্রজাতন্ত্রের মদিনা সনদের নীতিমালার সামঞ্জস্য রয়েছে।
পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সনদে। মদিনায় বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হযরত মুহাম্মদ (স)-এ সনদ প্রণয়ন করেন। সকল সম্প্রদায়ের অধিকার ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক মদিনা সনদের প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকে বর্ণিত নীতিমালায়।
উদ্দীপকে উল্লিখিত ঢাকা শহরের নবনির্বাচিত মেয়র প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক পরিবেশ স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু রাখার জন্য ৩০টি ধারা সম্বলিত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন, যেটিতে সকল নাগরিক অধিকারের পাশাপাশি মানব অধিকার রক্ষিত হয়। একইভাবে মহানবি (স) মদিনা ও তার আশপাশে বসবাসকারী মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে সকল জাতির জন্য একটি আন্তর্জাতিক সনদ প্রণয়ন করেন, যা বিশ্ব ইতিহাসে 'মদিনা সনদ' নামে পরিচিত। এ সনদে তিনি ৪৭টি ধারা সংযোজন করেন যার সবকটিই ছিল মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অধিকারের রক্ষাকবচ। এ

https://teachingbd24.com

সনদে সকল সম্প্রদায়কে সমান অধিকার প্রদানের ঘোষণা দেওয়া হয়। এছাড়াও এ সনদে রক্তপাত, হত্যা, বলাৎকার প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দুর্বল, অসহায়কে সর্বতোভাবে সাহায্য করার আহ্বান জানানো হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে বর্ণিত নীতিমালায় মদিনা সনদে সংযোজিত কিছু ধারা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ কলহে লিপ্ত গোত্রগুলোকে একত্র করে একটি জাতিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা তথা মদিনা সনদ অসাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান- মদিনা সনদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার মহান শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। সকলের অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের যাবতীয় দিকনির্দেশনা রয়েছে এ সনদে। এ সুমহান শিক্ষাকে ধারণ করে যুগে যুগে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ ন্যায় ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন। উদ্দীপকে বর্ণিত মানবাধিকার সনদও মানুষকে এ ধরনের শিক্ষায় উদ্দীপ্ত করে।

ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের গুরুত্ব অত্যধিক। এ সনদ মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে হিংসা, দ্বেষ ও কলহের অবসান ঘটায়। অসাম্প্রদায়িক চেতনার এ সুমহান শিক্ষা উদ্দীপকে বর্ণিত নীতিমালায়ও লক্ষ করা যায়। ৩০ ধারা সম্বলিত এ নীতিমালার অবদানের ফলেই ঢাকা শহরের সকল সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়। মদিনা সনদও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে তুলনাবিহীন রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় অপরিসীম অবদান রাখে। এ সনদ শতধাবিভক্ত মদিনাবাসী তথা মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হবার শিক্ষা দেয়। মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের মিলন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ সনদের মাধ্যমে দীর্ঘকালব্যাপী সংঘটিত বুয়াসের যুদ্ধের অবসান হয় এবং রক্তপাতের স্থলে শান্তির ধারক হয়ে মদিনাবাসী একটি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, সাম্য, শান্তি, শৃঙ্খলা, ঐক্য প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে মদিনা সনদের তাৎপর্য অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৪১ ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে বাগমারা ও পশ্চিম গাঁও এর মধ্যে বারবার মারামারি হচ্ছিল। ফলে পশ্চিম গাঁও এর লোকজন বাগমারায় প্রবেশ করতে পারছিল না। পরিস্থিতি যখন চরম পর্যায়ে তখন পশ্চিম গাঁও এর মোড়ল সন্ধির প্রস্তাব দেয়। বাগমারার অধিবাসীরা পশ্চিম গাঁ এর অধিবাসীদের উপর কড়া শর্ত চাপিয়ে দেয়। তা সত্ত্বেও পশ্চিম গাঁও এর মোড়ল এলাকাবাসীর স্বার্থে সন্ধি প্রস্তাবে সম্মত হয়। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

ক. মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সংস্কারক কে? ১

খ. বদরের যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (স) বন্দীদের কী রূপ মহানুভবতা প্রদর্শন করেছিলেন। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সন্ধির সাথে মদিনা প্রজাতন্ত্রের কোন সন্ধি সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলে অভিহিত করার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সংস্কারক হলেন হযরত মুহাম্মদ (স)।

খ বদরের যুদ্ধে বন্দিদেরকে সহজ শর্তে মুক্তি দিয়ে মহানবি (স) উদার মহানুভবতার পরিচয় দেন।

বদরের যুদ্ধে যুদ্ধবন্দি হিসেবে যারা মুসলমানদের হাতে নিপতিত হন তাদের প্রতি মহানবি (স) উদার আচরণ করেন। বন্দিদের মধ্যে সামর্থ্যবানদের ৪ হাজার দিরহাম মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর যারা মুক্তিপণ দানে অসমর্থ ছিলেন তাদেরকে মুসলমানদের বিরোধিতা না করার এবং মুসলমানদের বালকদের শিক্ষা দানের শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। আর এভাবেই যুদ্ধবন্দিদের প্রতি মহানবি (স) মহানুভবতা প্রদর্শন করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সন্ধির সাথে মদিনা প্রজাতন্ত্রের হুদায়বিয়ার সন্ধির সাদৃশ্য রয়েছে।

ইসলাম ও পৃথিবীর ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক যুগান্তকারী ঘটনা। মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশে বাধা প্রদানের প্রেক্ষিতে উভয়পক্ষের মধ্যে যখন বিরোধ তুঙ্গে ওঠে সেই মুহূর্তে কুরাইশরা মহানবি (স)-এর সাথে সন্ধি করতে সম্মত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে বিরোধের জের ধরে পশ্চিমগাঁও এর লোকজন বাগমারায় প্রবেশ করতে পারছিল না। এরূপ পরিস্থিতিতে কঠোর শর্ত সত্ত্বে পশ্চিমগাঁও এর মোড়ল বাগমারার সঙ্গে এক সন্ধিতে সম্মত হয়। অনুরূপভাবে মদিনায় হিজরতের পর দীর্ঘ ছয় বছর মহানবি (স) ও তার অনুসারীরা মক্কা দর্শন ও হজ পালন করেননি। এজন্য মহানবি (স) তাঁর ১৪০০ জন সাহাবি নিয়ে অষ্টম হিজরির জিলকদ মাসের ২৫ তারিখে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু কুরাইশরা মহানবি (স)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে 'সতুওয়া' নামক স্থানে প্রতিরোধ গড়ে। ফলে মহানবি (স) মক্কার নয় মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। এ অবস্থায় তিনি ওসমান (রা)-কে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কুরাইশদের শিবিরে পাঠালে তার আটক হওয়ার গুজব রটায়। ফলে মুসলমানগণ এর প্রতিশোধ নেওয়ার কঠোর শপথ করলে কুরাইশরা ভীত হয়ে মহানবি (স) এর সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উক্ত সন্ধি অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলে অভিহিত করা সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক।

হুদায়বিয়ার সন্ধির মাঝে ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় সংকেত লুকায়িত ছিল। এ সন্ধি স্বাক্ষর করে মহানবি (স) অসাধারণ প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দেন। এ চুক্তি বিশ্বে মুসলমানদের একটি স্থায়ী অবস্থান তৈরি করে। তাই কুরআনে এ চুক্তিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা প্রকাশ্য বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠ বিজয়। আপাতদৃষ্টিতে এ সন্ধিপত্র কুরাইশদেরই অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু দূরদৃষ্টিতে বিচার করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এটি সর্বোতভাবে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে হয়েছিল। এ চুক্তিটি মুসলমানদেরকে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা দান করে। মুসলমানরা যে একটি স্বতন্ত্র শক্তি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ চুক্তির মাধ্যমেই কুরাইশরা মহানবি (স)-কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে দশ বছর যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হওয়ায় মুসলমানগণ নিশ্চিন্তভাবে বসবাস করার সুযোগ লাভ করে। এ সন্ধির ফলে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথ দিন দিন প্রশস্ত হতে থাকে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। ইসলামের শ্রেষ্ঠ বীর ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায়। হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলেই মুসলমানরা বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করে। এছাড়াও হুদায়বিয়ার সন্ধি ইসলামের ও মুসলমানদের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ অনেক সুফল বয়ে আনে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল মুসলমানদের জন্য প্রকাশ্য বিজয়।

প্রশ্ন ▶ ৪২ তাহসিন, রানার কাছ থেকে জানতে পারে পৃথিবীতে প্রথম লিখিত সংবিধান ছিল সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। সকল গোত্রের প্রতি সহনশীলতা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার অপূর্ব নিদর্শন। ঐ সংবিধানের প্রতিটি ধারাকে আজও মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

ক. মদিনা সনদে কয়টি ধারা ছিল? ১

খ. মদিনা সনদকে পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতার ক্ষেত্রে মদিনা সনদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণিত শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মদিনা সনদের তাৎপর্য নিরূপন করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মদিনা সনদে ৪৭টি ধারা ছিল।

Teachingbd24.com

ঘ ঐতিহাসিক তথ্য মতে, মদিনা সনদই বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পূর্বে কোনো প্রশাসক বা নবি তাঁর জাতিকে লিখিত সংবিধান দিতে পারেননি। তাদের মুখোচ্চারিত বাণীই ছিল আইন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর সনদের ভিত্তিতে বিশ্ব মানুষকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বহন করেছেন। তাই মদিনা সনদকে বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা স্থাপনের ক্ষেত্রে মদিনা সনদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
সহনশীলতা অর্থ সহ্য করার ক্ষমতা। অপরের মতামত, বিশ্বাস প্রভৃতির প্রতি বিরূপ ধারনা পোষণ না করে সেগুলোকে সম্মান করাকে সহনশীলতা বলে। এটি একটি মহৎ গুণ। শান্তিপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে এর কোনো বিকল্প নেই। পৃথিবীর প্রথম সংবিধান হিসেবে পরিচিত মদিনা সনদে মহানবি (স) সহনশীলতার অপূর্ব নিদর্শন স্থাপন করেন।
উদ্দীপকের রানার কাছ থেকে তাহসিন জানতে পারে যে পৃথিবীর প্রথম সংবিধান তথা মদিনা সনদে সব গোত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল। মহানবি (স) প্রণীত এ সংবিধানে সব সম্প্রদায়কে ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়। এতে বলা হয় কেউ কারো ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। মদিনার ইহুদি, খ্রিষ্টান, পৌত্তলিক, মুসলমানসহ সকলে মিলে একটি অভিন্ন উম্মাহ বা জাতি গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়। অন্যের ধর্মের প্রতি সহনশীলতা থাকার কারণেই রাসুল (স) মদিনা সনদে ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারাটি যুক্ত করেন। সুতরাং বলা যায় ধর্মীয় সহনশীলতা স্থাপনের ক্ষেত্রে এ সনদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ রাসুল (স)-এর উক্ত কর্মপ্রক্রিয়া অর্থাৎ মদিনা সনদের মাধ্যমে মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্রের একটি নতুন জাতি প্রতিষ্ঠা করেছিল।
মহানবি (স) তাঁর সংবিধানের ভিত্তিতে বিশ্বের মানুষকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেন, যা জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির বন্ধনময় এক তুলনাহীন রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। আর প্রতিষ্ঠিত হয় মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও বিস্তৃত হয় ইসলামি জাতীয়তাবোধ।
মহানবি (স)-এর প্রচেষ্টাতেই মদিনার সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়। ঐতিহাসিক P. K. Hitti বলেন, 'মুহাম্মদ তাঁর সংক্ষিপ্ত নশ্বর জীবনে সম্ভাবনাহীন উপাদান থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, যারা আগে কখনও ঐক্যবদ্ধ ছিল না। আর তাদের মাধ্যমে এমন একটি দেশের সৃষ্টি করেছিল, যা কেবল একটি ভৌগোলিক সীমা বোঝাত কিন্তু জাতীয় চরিত্র বলতে কিছু ছিল না।' আর এ মদিনার ইসলামি প্রজাতন্ত্র বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের যে মহিরুহ ছড়িয়ে দিয়েছিল তা সারাবিশ্বে ইসলামের কেতন উড়িয়ে স্বমহিমায় সুদৃঢ়তম অবস্থান গ্রহণ করেছে। মহানবি (স) রাজনৈতিক প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব সেই মুসলিম জাতি কালক্রমে আরব ভূমি অতিক্রম করে সারাবিশ্বে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে সমধিক পরিচিত হয়েছে।
পরিশেষে বলা যায়, মদিনা সনদের ধারাগুলো বাস্তবায়ন করে মহানবি (স) ইসলাম ধর্মের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে একটি নতুন জাতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ এনভার তার দাদার কাছ থেকে মুসলমানদের এক যুদ্ধের ইতিহাস শুনছিল। এই যুদ্ধে মহানবি (স) তার দুটি দাঁত হারান। যুদ্ধজয় যখন সুনিশ্চিত, তখন মুসলিম বাহিনী মহানবি (স)-এর আদেশ অমান্য করে লুটতরাজে যোগ দেয়। ছত্রভঙ্গ মুসলিম বাহিনী শত চেষ্টায়ও আর একত্রিত হতে পারল না। পরাজিত হয়ে মুসলিম বাহিনী পলায়ন করতে লাগলো। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

ক. মহানবি (স)-এর দুটি দাঁত শহিদ হয় কোন যুদ্ধে? ১
খ. কুরাইশগণ কোন গুজবের কারণে উহুদের যুদ্ধপ্রান্তর ত্যাগ করে? ২
গ. উদ্দীপকে কোন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে উক্ত যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হতো না? তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (স)-এর দুটি দাঁত শহিদ হন উহুদ যুদ্ধে।

খ কুরাইশগণ রাসুল (স) শহিদ হয়েছেন এই গুজবের কারণে উহুদের প্রান্তর ত্যাগ করে।
উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী মুসাব শহিদ হলে একটি গুজব রটে যে মুহাম্মদ (স) যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। এ সংবাদ পেয়ে কুরাইশরা উহুদ যুদ্ধ প্রান্তর ত্যাগ করে।

গ উদ্দীপকে উহুদের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।
উদ্দীপকের এনভার তার দাদার কাছ থেকে মুসলমানদের একটি যুদ্ধের ইতিহাস জানতে পেরেছে। এই যুদ্ধে মুসলমানরা মহানবি (স)-এর আদেশ অমান্য করেছিল এবং মহানবি (স) তাঁর দুটি দাঁত হারান। এ থেকে বোঝা যায় যুদ্ধটি উহুদের যুদ্ধ।
বদরের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করার পর কুরাইশগণ হতোদ্যম হয়ে পড়ে। কিন্তু মদিনার স্বার্থপর ইহুদিগণ কাব্য রচনার মাধ্যমে এবং কুমন্ত্রণার মাধ্যমে আবার কুরাইশদের উত্তেজিত করে তোলে। ফলে প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে গিয়ে কুরাইশগণ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৬২৫ সালের ২১ মার্চ মোট ৩০০০ সৈন্যসহ মদিনার ৫ মাইল পশ্চিমে উহুদ নামক স্থানে উপস্থিত হন। হযরত মুহাম্মদ (স) ৭০০ মুজাহিদ নিয়ে উহুদের প্রান্তরে উপস্থিত হন। ফলে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মহানবি (স) তাঁর দুটি দাঁত হারান। যুদ্ধজয় যখন সুনিশ্চিত তখন মুসলিম বাহিনী মহানবির (স) আদেশ অমান্য করে লুটতরাজে যোগ দেয়। ছত্রভঙ্গ মুসলিম বাহিনী শত চেষ্টা করেও আর একত্রিত হতে পারলো না। অবশেষে পরাজিত হয়ে তারা পলায়ন করতে বাধ্য হলো।

ঘ উদ্দীপকে এনভার দাদার বর্ণিত যুদ্ধে অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধে নেতার আদেশ মান্য, সৈনিকদের অলসতা দূর, বস্তুবাদী মনোবৃত্তি দূর, অশ্বারোহী বাহিনী বৃদ্ধি, সৈনিকদের লোভ-লালসা ত্যাগ এবং সৈনিকরা নিষ্ঠার সাথে যুদ্ধ করলে মুসলমানদের পরাজয় হতো না।
যুদ্ধক্ষেত্রে সুষ্ঠু রণকৌশল যেমন প্রয়োজন, তেমনি নেতার আদেশ ঠিকমতো মেনে চলাটাও অপরিহার্য। অন্যায়ের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য প্রাণপণ লড়াই করাটাও দরকার। এসব কিছুর সমন্বয় না হলে যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য।
উহুদের যুদ্ধে সৈনিকগণ যদি মুহাম্মদ (স)-এর আদেশ মান্য করে নিয়মানুবর্তিতার সাথে যুদ্ধ করত তাহলে মুসলমানদের জয় সুনিশ্চিত ছিল। এছাড়াও তীরন্দাজ বাহিনী যদি যুদ্ধক্ষেত্রে লোভের বশবর্তী হয়ে অবহেলা না করে আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করত তাহলে মুসলমানরা পরাজিত হতো না। সৈনিকরা যদি লুটতরাজে এত বেশি ব্যস্ত না থেকে সত্যের জন্য লড়াই করতে আগ্রহী হতো তাহলেও এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় সুনিশ্চিত ছিল। তাছাড়া খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে কুরাইশ অশ্বারোহী বাহিনী ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। অপরদিকে মুসলমানদের অশ্বারোহী বাহিনী ছিল একেবারেই নগণ্য। যদি মুসলমানরা অশ্বারোহী বাহিনী বৃদ্ধি করে কুরাইশ বাহিনীকে আক্রমণ করত তাহলে মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত ছিল।
পরিশেষে বলা যায়, উহুদ যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদের ভুলগুলো না হলেই তারা সহজেই জয়লাভ করতে পারত।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ আমাদের ইতিহাস শোনার এক পর্যায়ে ফাহিম তার মামাকে জিজ্ঞেস করে, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় কি আপনাদের গ্রাম আক্রান্ত হয়েছিল?' উত্তরে মামা বললেন, আশ-পাশের প্রায় সকল গ্রাম আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু আমরা আমাদের গ্রামকে রক্ষা করতে পেরেছিলাম। ফাহিম অবাক চোখে এ বিষয়টি জানতে চাইলে মামা বললেন, আমরা গ্রামে প্রবেশের একমাত্র সেতুটি ভেঙ্গে দিয়েছিলাম। এতে গ্রামটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শত্রুপক্ষ শত চেষ্টা করেও গ্রামে প্রবেশ করতে পারেনি। এভাবে আমাদের গ্রামটি রক্ষা পায়। *[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]*

ক. বদরের যুদ্ধ কোন সালে সংঘটিত হয়? ১
খ. উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয়ের মূল কারণটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধে উদ্দীপকের অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মদীনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়– তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

https://teachingbd24.com

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬২৪ সালে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

খ উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল নেতার আদেশ অমান্য করা।

যুদ্ধে জয়লাভের ক্ষেত্রে নেতার নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত উহুদের যুদ্ধে রাসুল (স) আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের নেতৃত্বে ৩০ জন তীরন্দাজ সৈন্যকে উহুদ ও আইনাইন পর্বতের মাঝামাঝি সংকীর্ণ গিরিপথে নিয়োজিত করে চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতে বলেন। কিন্তু সৈন্যরা গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) মাল সংগ্রহের জন্য গিরিপথ থেকে সরে যায় এবং তারা কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কুরাইশরা সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে এ পথ দিয়ে আক্রমণ করলে মুসলমানরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ফলে এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে।

গ সৃজনশীল ৩ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৪৫ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সামাজিক, পরিবেশ সুষ্ঠু স্বাভাবিক রাখতে রাষ্ট্র প্রধান বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সম্প্রদায়ের প্রধানদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। এতে ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে সকল ধর্মাবলম্বী স্ব স্ব ধর্ম-নির্বিঘ্নে প্রতিপালন করতে পারবে এই বলে নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]

ক. মদিনার পূর্ব নাম কী? ১

খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে কেন 'ফাতহুম মুবিন' বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সংবিধান প্রণয়নের সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন পদক্ষেপের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসে উল্লিখিত পদক্ষেপটির পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি— তুমি কি এক মত? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মদিনার পূর্ব নাম ইয়াসরিব।

খ হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানরা স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা লাভ করায় এটিকে ফাতহুম মুবিন বা মহান বিজয় বলা হয়।

আপাতদৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের অনুকূলে না থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বিজয় হয়েছিল। কারণ এই সন্ধির দ্বারা কুরাইশরা মহানবি (স)-কে মহান নেতা ও মদিনার প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। আর মহানবি (স)-এর বিচক্ষণতার এই সন্ধি মুসলমানদের স্বতন্ত্র পরিচয় এনে দিয়েছিল, যা ছিল মুসলমানদের প্রকৃত বিজয়।

গ সৃজনশীল ১০ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসে মদিনা সনদের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব প্রথম লিখিত সংবিধান মদিনা সনদে সকল ধর্মাবলম্বী স্ব স্ব ধর্ম পালন করার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। ইসলামি আদর্শের আলোকে ঐতিহাসিক সনদের ধারাগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টিও মদিনা সনদ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ঘটনারই প্রতিচ্ছবি।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। এই সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। যেখানে প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা পায়। একইভাবে মদিনায় অবস্থিত বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা মদিনা সনদ প্রদান করেন। যেখানে প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা পায়। কেননা মদিনা সনদ শতধাবিভক্ত মদিনাবাসী মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে পরস্পরকে বিপদে-আপদে পাশে থাকতে অনুপ্রাণিত করে। এই সনদের ৪৭টি ধারা সংযোজন করলে যার সবকটি মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অধিকার রক্ষা করে। এ সনদে ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ সমস্ত ক্ষেত্রে সমান অধিকার ও স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়।

প্রশ্ন ▶৪৬ মোহনপুর ও রসুলপুরের জমিদাররা ধর্মীয়, বাণিজ্যিক ও আভিজাত্যের কারণে প্রায় সময়ই যুদ্ধে লিপ্ত হত। এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে এক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত ছিল উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই রসুল পুরের জমিদার মোহন পুরের জমিদেরর ওপর আক্রমণ করে চুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে মোহনপুরের জমিদার রসুল পুরের জমিদারী দখল করে নেয়।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. খন্দক শব্দের অর্থ কী? ১

খ. উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত চুক্তির সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন চুক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? বুঝিয়ে বল। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত তোমার পাঠ্য বইয়ের চুক্তিটিকে 'মহাবিজয়' বলা হয়েছে পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খন্দক শব্দের অর্থ– পরিখা।

খ মরুজীবনের প্রধান সহায়ক বাহন হওয়ায় উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

আরবের অধিকাংশ অঞ্চলই মরুময়। আর উত্তপ্ত মরু অঞ্চলে উট চলাচলের একমাত্র উপযোগী প্রাণী। তাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় মরুময় আরবে এটি সর্বাধিক গৃহপালিত প্রাণী। মরুবাসীরা খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ, যোগাযোগ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান বাহন হিসেবে উটকে ব্যবহার করে। তাই একে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত চুক্তির সাথে আমার পঠিত হুদায়বিয়ার সন্ধির সাদৃশ্য রয়েছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধি মহানবি (স)-এর জীবনে Land Mark বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মাতৃভূমি মক্কা থেকে হিজরতের পর দীর্ঘ ছয় বছর পর জিলকদ মাসের ২৫ তারিখ ১৪০০ সাহাবিসহ মহানবি (স) মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু কুরাইশরা এ সংবাদ পেয়ে-মক্কায় 'যতুওয়া' নামক স্থানে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যাতে মহানবি (স) ও তাঁর অনুসারীগণ মক্কায় প্রবেশ করতে না পারে। মহানবি (স) তাদের দূরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে তাদের কাছে দূত পাঠায় যে, তারা শুধু হজ করার উদ্দেশ্যেই মক্কায় এসেছে। কুরাইশরা মহানবি (স)-এর সততায় বিশ্বাস স্থাপন করে রাসুল (স)-এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। প্রথম বার আলোচনা ব্যর্থ হলে রাসুল (স) প্রথমে খোরাস ও পরে ওসমান (রা)-কে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কুরাইশদের নিকট পাঠান। তারা ওসমান (রা)-কে আটক করে রাখলে মুসলিম শিবিরে রব ওঠে যে ওসমানকে হত্যা করা হয়েছে। মুসলমানগণ ওসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বজ্রকঠিন শপথ গ্রহণ করে। কুরাইশরা ভয় পেয়ে ওসমানকে মুক্তি দেয় এবং সুহায়েল বিন আমরকে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পাঠায়। এ প্রেক্ষিতে ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ ও মহানবি (স)-এর মধ্যে ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। উদ্দীপকে দেখা যায় মোহনপুর এবং রসুলপুরের জমিদারগণ তাদের ধর্মীয়, বাণিজ্যিক এবং আভিজাত্যের দ্বন্দ্বের একপর্যায়ে যুদ্ধ বন্ধের জন্য সন্ধি করে। হুদায়বিয়ার সন্ধিতেও দশ বছরব্যাপী যুদ্ধ বিরতির শর্ত ছিল।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের বর্ণনায় হুদায়বিয়ার সন্ধিরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

Teachingbd24.com

ঘ বাহ্যিক দৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের পরাজয়কে তুলে ধরলেও পরোক্ষভাবে এটি ছিল মুসলমানদের জন্য মহাবিজয়।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থি বলে মনে হলেও দূরদৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ সন্ধি মুসলমানদের অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছিল। ইসলামের সর্বাত্মক বিজয় সংকেত এতে লুকায়িত ছিল। সন্ধি স্বাক্ষর করে মহানবি (স) অসাধারণ প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দেন। এ চুক্তি বিশ্বে মুসলমানদের একটি স্থায়ী অবস্থান তৈরি করে। তাই পবিত্র কুরআনে এ চুক্তিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা প্রকাশ্য বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

স্বাধীন ও অবাধ গতিবিধির ফলে অনেক গোত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলে ইসলামের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। হজরত মুহাম্মদ (স) আরব দেশের বাইরে সিরিয়া, মিসর, পারস্য, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশে এবং আরব দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন গোত্রপতির নিকট দূত প্রেরণ করেন। উপরন্তু কুরাইশগণ নিরপেক্ষ হয়ে পড়ায় মহানবি (স)-ইসলামের জাতশত্রু খাইবারের ইহুদিদের শাস্তি দেওয়ার সুযোগ পেলেন। এর ফলে একদিকে হযরতের ক্ষমতা বৃদ্ধি; অপরদিকে কুরাইশদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে লাগল। এভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের অনুকূলে থাকায় ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্র হিসেবে আরবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহির্বিশ্বে এর সম্প্রসারণে সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, বৃহৎ বিজয়ের পথ তৈরিতে 'হুদায়বিয়ার সন্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এ সন্ধি ছিল ইসলামের "মহাবিজয়" বা "প্রকাশ্য বিজয়"।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য চলাচলের পথে গর্ত খনন এবং পুল কালভার্ট ভেঙ্গে রাখত। এটি যুদ্ধের একটি অন্যতম কৌশল। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ সহজ হয়।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক কে ছিলেন? ১

খ. তাবুক অভিযানকে কষ্টের যুদ্ধ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত কোন যুদ্ধের মিল পাওয়া যায়- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'জয় লাভের জন্য যুদ্ধ কৌশল মুখ্য ভূমিকা পালন করে, পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক হযরত আলী (রা)।

খ চলমান দুর্ভিক্ষ ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে তাবুকের যুদ্ধকে 'গাজওয়াতুল ওসারাৎ' বা কষ্টের যুদ্ধ বলা হয়।

মহানবি (স) যখন তাবুক অভিযান প্রেরণ করেন তখন সমগ্র আরবে দুর্ভিক্ষ চলছিল। ফলে যুদ্ধের জন্য অর্থ, খাদ্যদ্রব্য ও সামরিক রসদ সংগ্রহ করা কষ্টকর হয়েছিল। তাছাড়া সে সময় ছিল প্রখর রৌদ্রতাপ। ফলে তাবুক অভিযান ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত কষ্টের।

গ সৃজনশীল ২২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ খন্দকের যুদ্ধে মহানবি (স)-এর গৃহীত রণকৌশল অর্থাৎ মুসলমানদের পরিখা খনন করার মতো কৌশল যুদ্ধ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মার্চ কুরাইশ, ইহুদি ও বেদুইনদের সম্মিলিত শক্তি উহুদ যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল ১০,০০০। এ সমন্বিত শক্তির মোকাবিলা করার জন্য হযরত মুহম্মদ (স) মাত্র ৩,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণের জন্য মহানবি (স) সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন। বৈঠকে পারস্যের জনৈক মুসলমান সালমান ফারসির পরামর্শক্রমে মদিনা নগরীর অরক্ষিত স্থানসমূহে গভীর পরিখা খনন করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মহানবি (স) স্বয়ং এ কাজে অংশ নেন।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মার্চ মক্কার যৌথবাহিনী মদিনায় হামলা চালায়। কিন্তু মদিনার অভিনব আত্মরক্ষার কৌশল দেখে তারা বিস্মিত হয়। শত চেষ্টা সত্ত্বেও পরিখা অতিক্রম করে শত্রুপক্ষ মদিনায় প্রবেশ করতে পারেনি। তাই তারা ২৭ দিন মদিনা অবরোধ করে রাখে। দীর্ঘ অবরোধের পর খাদ্যাভাব, ঝড়-বৃষ্টি, হিমেল হাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে যৌথবাহিনী অবরোধ প্রত্যাহার করে স্বদেশে ফিরে যায়। শুধু পরিখা খননের এই কৌশলের মাধ্যমে মুসলমানরা শত্রুর অস্ত্রসম থেকে রক্ষা পায়, যা ছিল মুসলমানদের জন্য অনেক বড় বিজয়। উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধজয়ের কৌশল হিসেবে রাস্তাঘাট ভেঙে দেয়, ব্রিজগুলো গুড়িয়ে দেয়। ফলে পাকবাহিনী সহজে আক্রমণ করতে পারত না। এটি ছিল এই যুদ্ধের অন্যতম একটি কৌশল। একইভাবে খন্দকের যুদ্ধের সময় মদিনার অরক্ষিত অঞ্চলগুলোতে পরিখা খনন করে। এই পরিখা অতিক্রম করে শত্রু বাহিনী সামনে এগুতে ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, যুদ্ধের সময় পরিখা খননের মতো এ ধরনের কৌশল গ্রহণ যুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ যশোরের ছোট গ্রাম ভেকুটিয়া। গ্রামের লোকেরা আদর্শবাদী ও নীতিবান সালেহিনের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। এ কারণে উত্তোরোত্তর ভেকুটিয়া বাসির সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশে-পাশের গ্রামের অধিকার বঞ্চিত লোকের মাঝেও সালেহিনের গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা দেখে পাশ্ববর্তী প্রভাবশালী গ্রাম মকিমপুরের লোকেরা ঈর্ষান্বিত হয়। তারা সালেহিনের ও ভেকুটিয়া গ্রামের লোকদের প্রভাব ক্ষুণ্ন করার জন্য দলবল সহ বিরাট বাহিনী নিয়ে ভেকুটিয়া গ্রাম আক্রমণ করে। ভেকুটিয়া বাসী সালেহিনের নেতৃত্বে স্বল্প সংখ্যক লোকের একটা বাহিনী নিয়ে এবং দৃঢ় কঠিন মনোবল নিয়ে মকিমপুরবাসীর আক্রমণ প্রতিহত করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে। সেই সাথে তাদের গ্রামকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করে। এর মাধ্যমে সালেহিনের আদর্শের জয় হয়।

[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর]

ক. হযরত মুহাম্মদ (স) কত খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত লাভ করে? ১

খ. হিলফুল ফুজুল বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের দুই গ্রামবাসীর দ্বন্দ্বের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের উল্লিখিত ইসলামের কোন যুদ্ধের ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ইসলাম রক্ষায় উক্ত যুদ্ধের গুরুত্ব তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত মুহাম্মদ (স) ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়ত লাভ করেন।

খ 'হিলফুল ফুজুল' হলো রাসুল (স)-এর প্রতিষ্ঠিত একটি শান্তি সংঘ।

'হিলফুল ফুজুল' অর্থ শান্তিসংঘ। এ শান্তিসংঘ ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীর্ঘ ৫০ বছর স্থায়ী থাকে। তৎকালীন আরবে প্রতি বছর "উকাজ মেলা" নামে এক মেলা বসত। উকাজ মেলায় জুয়াখেলা, ঘোড়দৌড় ও কাব্য প্রতিযোগিতা নিয়ে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধ হারবুল ফোজ্জার বা অন্যায় যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধ পাঁচ বছর স্থায়ী হয়। এ যুদ্ধের ভয়াবহতা বালক মুহাম্মদ-এর মনে গভীর রেখাপাত করে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ৫৯৫ সালে কয়েকজন উৎসাহী যুবক এবং পিতৃব্য যুবাইরকে নিয়ে যে শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন তাই ইতিহাসে হিলফুল ফুজুল নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ১৭ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ ইসলাম রক্ষায় বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয়লাভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধ। এটি ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাওহিদ দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এটা সত্যের এবং পৌত্তলিকতার ওপর তাওহিদের বিজয় সূচনা করেছে। যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে ইসলাম আল্লাহর অভিপ্রেত ধর্ম এবং ইসলামকে ধ্বংস করা মানুষের সাধ্যাতীত। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়লাভ না করলে ইসলাম ধর্ম ধরণীর বুক হতে চিরদিনের জন্য বিলীন হয়ে যেত।

পক্ষান্তরে বদর যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলমানগণের ধর্মবিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে ধর্মের জন্য প্রাণ দানের দৃঢ়সংকল্প গ্রহণই পরবর্তীকালে মুসলমানদের জন্য সুফল বয়ে এনেছিল। এছাড়াও এ যুদ্ধে পরাজয়ের পর কুরাইশদের শক্তি খর্ব এবং সকল প্রকার অহংকার ধূলিসাৎ হয়। পক্ষান্তরে, ইসলামের গৌরব ও শক্তি মদিনায় ও মদিনার বাইরে বহুগুণে দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইসলামের ইতিহাসে বদরের যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪৯ নিমতলি বাজার সমিতি তাদের নেতা নির্বাচিত করেন আ: সামাদকে, যিনি তাঁর এলাকা থেকে আপনজনদের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিলেন। নিদারুণ কষ্ট নিয়ে তিনি তাঁর এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাজার সমিতির নেতা নির্বাচিত হয়ে তিনি সর্ব সম্মতিক্রমে একটি সনদ প্রণয়ন করেন যার ভিত্তিতে বাজারের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। *[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. সালমান ফার্সি কে ছিলেন? ১

খ. আকাবার শপথ সম্পর্কে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের আ: সামাদের সাথে ইসলামের কোন ব্যক্তির মিল খুঁজে পাওয়া যায়? তার হিজরতের কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'মদিনা সনদ' মদিনায় কীরূপ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, পাঠ্য বইয়ের আলোকে উত্তর দাও। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সালমান ফার্সি একজন পারসিক সাহাবি যিনি খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের আ: সামাদের সাথে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মিল রয়েছে। যিনি নানা কারণে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন।

মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের পেছনে কিছু কারণ নিহিত ছিল যার তিনটি উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– প্রাকৃতিক প্রভাব, আভিজাত্য ও কৌলিন্যপ্রথা এবং মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আহ্বান। হিজরতের পেছনে শুধু এ কারণগুলোই নিহিত ছিল না। এগুলো ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ মহানবি (স)-কে হিজরতে বাধ্য করেছিল। ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কোনো নবিই তাঁর স্বদেশবাসী কর্তৃক সম্মানিত হননি। মহানবি (স) ও মক্কাবাসীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাননি। মক্কার অভিজাত কুরাইশগণ মহানবি (স)-কে চিরশত্রু মনে করে তাঁর ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালায় এবং ইসলাম প্রচারে বাধা দেয়। তাদের বাধা সত্ত্বেও ইসলাম দিন দিন প্রসার লাভ করে। ফলে সর্বশেষ নির্যাতন হিসেবে মহানবি (স)-কে তারা হত্যার পরিকল্পনা করে। এরূপ পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ মহানবি (স)-কে ওহির মাধ্যমে মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরতের নির্দেশ দেন।

পৌত্তলিকতা, জড়বাদ, খ্রিষ্টানবাদ কোনোটিই মদিনার জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। এসব ধর্মের প্রভাবে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত ছিল। মদিনাবাসীগণ আকাবা নামক স্থানে দু'বার রাসুল (স)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করে মদিনায় হিজরতের আহ্বান জানান। মহানবি (স)-এর পিতা আবদুল্লাহ এবং পূর্বপুরুষ হাশিম মদিনায় বিয়ে করেছিলেন। এ আত্মীয়তার সম্পর্ক মহানবি (স)-কে মদিনায় হিজরতের অনুপ্রেরণা দেয় এবং মদিনাবাসীও তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস দেয়। এছাড়া মদিনার ইহুদিগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের মাধ্যমে মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের বিষয়টি জানতে পারে। এ কারণেও তারা মহানবি (স)-কে আমন্ত্রণ জানায়। মদিনাবাসীদের এমন আগ্রহ দেখে নবি (স) মুসাব (রা)-কে মদিনায় পাঠান। তিনি মদিনায় ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে বলে মহানবি (স)-কে জানায়। উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও এসব কারণে মহানবি (স) হিজরত করেন।

ঘ রাসুল (স)-এর উক্ত বাণী অর্থাৎ মদিনা সনদের মাধ্যমে মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্রের একটি নতুন জাতি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

মহানবি (স) তাঁর সংবিধানের ভিত্তিতে বিশ্বের মানুষকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেন, যা জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির বন্ধনময় এক তুলনাহীন রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। আর প্রতিষ্ঠিত হয় মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও বিস্তৃত হয় ইসলামি জাতীয়তাবোধ।

মহানবি (স)-এর প্রচেষ্টাতেই মদিনার সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়। ঐতিহাসিক P. K Hitti বলেন, 'মুহাম্মদ তাঁর সংক্ষিপ্ত নশ্বর জীবনে সম্ভাবনাহীন উপাদান থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, যারা আগে কখনও ঐক্যবদ্ধ ছিল না। আর তাদের মাধ্যমে এমন একটি দেশের সৃষ্টি করেছিল, যা কেবল একটি ভৌগোলিক সীমা বোঝাত কিন্তু জাতীয় চরিত্র বলতে কিছু ছিল না।' আর এ মদিনার ইসলামি প্রজাতন্ত্র বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের যে মহিরূহ ছড়িয়ে দিয়েছিল তা সারাবিশ্বে ইসলামের কেতন উড়িয়ে স্বমহিমায় সুদৃঢ়তম অবস্থান গ্রহণ করেছে। মহানবি (স) রাজনৈতিক প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব সেই মুসলিম জাতি কালক্রমে আরব ভূমি অতিক্রম করে সারাবিশ্বে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে সমধিক পরিচিত হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, মদিনা সনদের ধারাগুলো বাস্তবায়ন করে মহানবি (স) ইসলাম ধর্মের ভিত্তিকেই সুদৃঢ় করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৫০ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাইকগাছাকে শত্রুমুক্ত করার জন্য কামরুজ্জামান টুকুর নেতৃত্বে এক অভিযান পরিচালিত হয়। পূর্ব পরিকল্পনা থেকে নেতা উপযুক্ত সময়ে ট্রেসার বুলেট ছুড়ে যুদ্ধ শুরুর সংকেত দিলেন। সংকেত পাওয়ার সাথে সাথে একযোগে আক্রমণ চালাতে হবে। কিন্তু নেতার নির্দেশ পাওয়ার পূর্বেই জনৈক মুক্তিযোদ্ধা ট্রেসার বুলেট নিক্ষেপ করে যুদ্ধ শুরু করে দেন। সঠিক সময়ে যুদ্ধ শুরু করতে না পারায় মুক্তিযোদ্ধাদের নিশ্চিত জয়ের স্থলে শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতর আহত হন। *[বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা]*

ক. খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের পরামর্শ দেন কে? ১

খ. দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি ইসলামের কোন যুদ্ধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়কে কী সত্যিকার পরাজয় বলা যায়? তোমার মতামত বিশ্লেষণ করো। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সালমান ফারসি খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের পরামর্শ দেন।

খ উহুদ যুদ্ধের অমীমাংসিত ফলাফলের প্রেক্ষিতে বদরের প্রান্তরে দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী মুজাহিদ মুসাব উহুদের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু কুরাইশ বাহিনী মুহাম্মদ (স) নিহত হয়েছেন মনে করে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে। কিন্তু যখন অবগত হলো যে, মহানবি (স) নিহত হননি তখন আবারও বদর প্রান্তরে তাঁর সাথে মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু মুহাম্মদ (স)- এর সংঘবদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব দেখে ভীত হয়ে কুরাইশরা পশ্চাদপসারণ করে। ইসলামের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় বদরের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম ঘটনা উহুদ যুদ্ধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে মুসলমানদেরকে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিতে হয়েছে। মুসলিমদের জন্য এ রকম একটি অগ্নিপরীক্ষা ছিল উহুদের যুদ্ধ। মহানবি (স) এর নির্দেশ অমান্য, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, মুনাফিকদের বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি কারণে এ যুদ্ধে মুসলমানগণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। এমনকি মহানবি (স) নিজে এ যুদ্ধে মারাত্মক আহত হন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কামরুজ্জামান টুকু নামের একজন নেতা তার বাহিনীকে সংকেত পাওয়ার পর আক্রমণ পরিচালনার নির্দেশ দেন। কিন্তু সৈন্যরা নেতার নির্দেশ অমান্য করে সংকেত পাওয়ার পূর্বেই আক্রমণ পরিচালনা করায় নিশ্চিত জয়ের স্থলে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। এর থেকে বোঝা যায় যুদ্ধটি ছিল উহুদের যুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে বদরের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করার পর কুরাইশগণ হতোদ্যম হয়ে পড়ে। কিন্তু মদিনার স্বার্থপর ইহুদিগণ কাব্য ও রচনা এবং কুমন্ত্রণার মাধ্যমে আবার কুরাইশদের উত্তেজিত করে তোলে। ফলে প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে গিয়ে কুরাইশগণ আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৬২৫ সালের ২১ মার্চ মোট ৩০০০ সৈন্যসহ মদিনার ৫ মাইল পশ্চিমে উহুদ নামক স্থানে উপস্থিত হন। হযরত (স) ৭০০ মুজাহিদ নিয়ে উহুদের প্রান্তরে উপস্থিত হন। ফলে উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মহানবি (স) তাঁর দুটি দাঁত হারান। যুদ্ধজয় যখন সুনিশ্চিত তখন মুসলিম বাহিনী মহানবির (স) আদেশ অমান্য করে গনিমতের মাল সংগ্রহে যোগ দেয়। ছত্রভঙ্গ মুসলিম বাহিনী শত চেষ্টা করেও আর একত্র হতে পারলো না। অবশেষে তাদের সাময়িক পরাজয় ঘটে।

https://teachingbd24.com

ঘ না, উদ্দীকের ইঙ্গিতবহ উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ঘটেছিল যাকে সত্যিকার পরাজয় বলা যায় না।

উহুদ যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য বিরাট এক পরীক্ষা। বীরবিক্রমে যুদ্ধে করা সত্ত্বেও এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় বরণ করে নিতে হয়েছিল। এর প্রধান কারণ ছিল নেতার আদেশ অমান্য করে মুসলমান সৈন্যদের গনিমতের মাল সংগ্রহ করা। আর এ বিপর্যয় থেকে পরবর্তীতে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধভাবে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করার দীপ্ত শপথ গ্রহণ করে। ফলে এই যুদ্ধকে কোন ভাবেই মুসলমানদের পরাজয় বলা যায় না। বরং এটা ছিল সাময়িক পরাজয়। যা পরবর্তীতে যুদ্ধগুলোতে আমরা প্রত্যক্ষ করি।

যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সুযোগ্য নেতা তার নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে সৈন্য দলকে সঠিকভাবে পরিচালনা করেন। তাই তার নির্দেশ অমান্য করলে বিপর্যয় অনিবার্য। এ কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে নেতার আদেশ মেনে চলাটা সৈন্যদের জন্য অপরিহার্য। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা চরম শিক্ষা লাভ করে। এ যুদ্ধে নেতার নির্দেশ অমান্য করার কারণে উহুদের বিপর্যয় মুসলমানদেরকে পরবর্তীতে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সামরিক বাহিনীতে পরিণত করে। এ যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তারা বুঝতে পারে নেতার আদেশ অমান্য করলে পরাজয় অনিবার্য। এ শিক্ষা পরবর্তী সময়ের সকল যুদ্ধে তাদের সফল করতে সাহায্য করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা সাময়িক পরাজিত হলেও এই যুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা মুসলমানদেরকে পরবর্তী যুদ্ধসমূহে সফল হতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ▶৫১ মজিদ লালসালু ঘিরে যে মিথ্যা মাজারটি তৈরি করেছে, সেটা দিয়েই তার জীবন জীবিকা নির্বাহ হয়। এটি নিরাপদ করার জন্য সে একদল ভক্ত শ্রেণীও তৈরি করে। এলাকার শিক্ষিত শ্রেণী যখন মজিদের এই মিথ্যার প্রতিরোধে সোচ্চার হল, তখন সে তার ভক্তদের নিয়ে প্রতিরোধকারীদের নিঃশেষ করতে উঠে পড়ে লাগল। ফলে উভয় পক্ষ প্রথম সরাসরি যে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় তাতে শিক্ষিত শ্রেণীই জয় লাভ করে। *[শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর]*

ক. হিজরতের সময় হযরত মুহাম্মদ (স) এর সঙ্গী কে ছিলেন? ১

খ. মদিনার সনদ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উভয় পক্ষের প্রথম লড়াইয়ের সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মজিদের স্বার্থ ও কুরাইশদের স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিজরতের সময় হযরত মুহাম্মদ (স) এর সঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)।

খ ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কা থেকে মদিনায় গমন করে মদিনা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সনদ প্রণয়ন করেন, যা ইতিহাসে মদিনা সনদ নামে পরিচিত।

মদিনা সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান। মহানবি (স) হিজরতের মাধ্যমে মদিনায় গমন করে মদিনার ইহুদিদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য 'মদিনা সনদ' নামে এক মহাসনদ গড়ে তোলেন। এ সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে মদিনায় একটি সাধারণ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানে বসবাসকারী সকল নাগরিক সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৫২ সেই প্রেরিত মহাপুরুষ ঐশীবাণী প্রচারের জন্য নিজ জন্মভূমি ছেড়ে অন্য শহরে বসবাস শুরু করেন এবং সেই শহরে তার ধর্মের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করা ও শহরের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তিনি একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেন। ইতিহাসিকদের মতে এই নীতিমালা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত দলিল। *[জালালাবাদ কলেজ, সিলেট]*

ক. বদরের যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়। ১

খ. ফাতহুম মুবিন বা মহাবিজয় বলতে কী বোঝ? ২

গ. সেই মহা পুরুষের জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়ার কারণ তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নীতিমালা ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছিল— উক্ত নীতিমালার গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৪

৫২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বদরের যুদ্ধ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়।

খ হুদায়বিয়ার সন্ধিই হলো 'ফাতহুম মুবিন' বা সুস্পষ্ট বিজয়।

ইসলাম ও বিশ্বের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ এটি সর্বোতভাবে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে হয়েছিল। এ সন্ধির দ্বারা কুরাইশরা মহানবি (স)-কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। মুসলমানরা যে একটি স্বতন্ত্র শক্তি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এ সন্ধির মাধ্যমে। মোট কথা, এ সন্ধি মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদাদান করে। এ কারণে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' বা শ্রেষ্ঠ বিজয় বলা হয়।

গ উদ্দীপকে মহানবি (স)-এর মদিনায় হিজরতের কিছু কারণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) নবুয়ত প্রাপ্তির ১২ বছর পর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। মূলত সত্যের ডাকে এবং কর্তব্যের খাতিরেই তিনি হিজরত করেছিলেন। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ মহানবি (স)-এর হিজরতের পেছনে নিহিত ছিল, উদ্দীপকেও হিজরতের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত হিজরতের কারণসমূহের মধ্যে একটি হলো প্রাকৃতিক প্রভাব। শুষ্ক জলবায়ু এবং উষ্ণ আবহাওয়ার জন্য মক্কাবাসীগণ ছিল রুক্ষ এবং বদমেজাজি। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তারা গভীরভাবে চিন্তা করতে পারত না। অপরদিকে, মদিনার সুশীতল স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও শস্য-শ্যামল ভূমি সেখানকার লোকদের সুবিবেচক, দয়ালু স্বভাবের করে গড়ে তুলেছিল। তাই তারা ইসলামকে সাদরে অভ্যর্থনা জানায়। হিজরতের আর একটি কারণ হলো আভিজাত্য ও কৌলীন্যপ্রথা। মক্কার স্বার্থপর পুরোহিত শ্রেণি এবং রক্ষণশীল কুরাইশগণ ইসলাম প্রচারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ পৌত্তলিকতার অবসান হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে। এছাড়াও উদ্দীপকে হিজরতের আর যে কারণটি উল্লিখিত হয়েছে সেটি হলো মধ্যস্থতাকারী হিসেবে মহানবি (স)-কে আমন্ত্রণ। মদিনার আওস ও খাযরাজ গোত্র দুটি তাদের মধ্যকার বুয়াস নামক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মধ্যস্থতাকারীর সন্ধান করছিল। এ কারণে তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসন করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবি (স)-কে তারা আমন্ত্রণ জানায়। মহানবি (স) এসব কারণে মদিনায় হিজরত করেন।

ঘ উদ্দীপকের নীতিমালায় ঐতিহাসিক মদিনা সনদের নীতিমালার ইঙ্গিত রয়েছে, যা ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়াও আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।

মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহৎ লক্ষ্যে রাসুল (স) মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ইসলামি রাষ্ট্রকে সুসংহত ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হলে মদিনায় বসবাসরত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। এ কারণে তিনি সকলকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এ মহৎ উদ্যোগই 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত। এ সনদে সংযোজিত ধারাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলো শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয়, মদিনার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিল। যেমন এ সনদে বলা হয় কোনো বহিঃশত্রু মদিনাকে আক্রমণ করলে সব সম্প্রদায়ের সমবেত শক্তির সাহায্যে সেই শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে। এটি মদিনাবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। আবার কোনো সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবেই চিহ্নিত করা হতো। তাছাড়া মদিনাকে পবিত্র শহর ঘোষণা করে এখানে রক্তপাত, হত্যা,

Teachingbd24.com

বলাৎকার এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়। এগুলো মদিনার সামাজিক জীবনে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কার্যকর হাতিয়ার ছিল। সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার নিশ্চিত করে মদিনা সনদ মানবাধিকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে এ সনদের ধারাগুলো সকল ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত নীতিমালা অর্থাৎ মদিনা সনদ তৎকালীন আরব বিশ্বের ধর্মীয় ক্ষেত্র ছাড়াও সামাজিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

প্রশ্ন ▶৫৩ লোপা ও আলো একটি যুদ্ধ নিয়ে কথা বলছিল। লোপা আলোকে জানায়, এ যুদ্ধ হলো ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের দ্বিতীয় যুদ্ধ। আলো লোপার সাথে এ বিষয়ে বলে যে, এ যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয় এবং মহানবি (স)-এর পরিকল্পনার গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

[সফিউদ্দিন সরকারি একাডেমি এন্ড কলেজ]

ক. মহানবি (স) কত সালে নবুয়ত লাভ করেন? ১

খ. আনসার ও মোহাজেরিন কারা? ২

গ. উদ্দীপকে লোপা ও আলো কোন যুদ্ধের কথা বলছে? পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুসলমানদের দ্বিতীয় যুদ্ধের পরাজয়ের ফলাফল ব্যাখ্যা করো। ৪

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহানবি (স) ৬১০ সালে নবুয়ত লাভ করেন।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মুসলমানদের দ্বিতীয় অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধের পরাজয় ছিল সাময়িক এবং এ যুদ্ধের শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীতে মুসলমানরা বিশ্ব জয় করতে সমর্থ হয়।

উহুদ যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী রাসুল (স)-এর নির্দেশ অমান্য করার কারণে নিশ্চিত জয়লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তারা নেতার নির্দেশ মান্য করার শিক্ষা লাভ করে। যা মুসলমানদের পরবর্তী সকল যুদ্ধে নেতার আদেশ মান্য করে সুশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ করার শিক্ষা দেয়। উদ্দীপকেও এ যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

উদ্দীপকের লোপা ও আলো ইসলামের দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে কথা বলে অর্থাৎ তারা উহুদ যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করে। আর এই যুদ্ধে মুসলমানরা কুরাইশদের নিকট পরাজিত হয় এবং রাসুল (স)-এর দন্ত মোবারক শহিদ হয়। এ পরাজয় ছিল সাময়িক। কেননা মুসলমানরা এ যুদ্ধের পরাজয় থেকে আরো বেশি ঐক্যবদ্ধ ও সু-শৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ করার শিক্ষা অর্জন করে। কেননা এ যুদ্ধে মহানবি (স) রণকৌশল হিসেবে উহুদের গিরিপথে ৫০ জন তীরন্দাজ নিযুক্ত করেন এবং বিজয় পুরোপুরি সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ না করতে আদেশ দেন। কিন্তু বিজয় নিশ্চিত মনে করে নেতার কথা অমান্য করে অস্থির তীরন্দাজ বাহিনী গতিমতের মাল হস্তগত করতে স্থান ত্যাগ করে। কুরাইশ বীর খালিদ বিন ওয়ালিদ এ স্থান দিয়ে এসে অতর্কিত মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে। ফলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়। এ যুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীতে মুসলিম সৈনিকরা কখনও এ ভুল করেনি।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা সাময়িকভাবে পরাজিত হলেও এ পরাজয় পরোক্ষভাবে মুসলমানদের জন্য ইতিবাচক ফল বয়ে এনেছিল।

প্রশ্ন ▶৫৪ যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের অবসানকল্পে গেটিসবার্গে এক বিখ্যাত ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ সাধনের ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আজ থেকে কৃষ্ণাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে এককভাবে কেউ শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতে পারবে না। এমনকি দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে কাঁধে কাঁধ মিলে সমাজের উন্নয়নকে তরান্বিত করতে তিনি জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

ক. হুদায়বিয়ার সন্ধি কত হিজরিতে স্বাক্ষরিত হয়? ১

খ. কাদেরকে আনসার ও মুহাজির বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের ভাষণে মহানবি (স)-এর জীবনের কোন ঘটনার আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিল থাকলেও উদ্দীপকের বর্ণনা মহানবি (স)-এর জীবনের উক্ত ঘটনার সমগ্রিকতা ধারণ করে না— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ষষ্ঠ হিজরিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের ভাষণে মহানবি (স)-এর জীবনের বিদায় হজের ভাষণের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

জাতির কাণ্ডারি হিসেবে তেজোদীপ্ত একটি ভাষণই জাতির মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে। যুগে যুগে এমন অনেক মহামানব পৃথিবীতে এসেছেন, যারা মানুষের মুক্তি নিয়ে ভেবেছেন, মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে কীভাবে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা যায় সেসব নিয়ে চিন্তা করেছেন। সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তারা গ্রহণ করেছেন নানা মহতী উদ্যোগ। উদ্দীপকে বর্ণিত ভাষণে যেমন এ ধরনের মহৎ চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসুল (স) বিদায় হজের ভাষণেও মানুষের মুক্তির এমন নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬৩ সালে গৃহযুদ্ধের অবসান কল্পে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব ভুলে গিয়ে মানুষকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। একইভাবে আজ থেকে প্রায় পনেরো শত বছর পূর্বে মানবতার মুক্তির দূত রাসুল (স) বিদায় হজের ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন— অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আবার কালোর ওপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি)। এ ভাষণে মহানবি (স) সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সকল মুসলমানদের সাম্যভিত্তিক ভ্রাতৃসমাজ গঠনের আহ্বান জানান। নারী-পুরুষ, দল, মত নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে এ ভাষণের মাধ্যমে রাসুল (স) একটি আদর্শ-সমাজ গঠনের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিদায় হজের ভাষণে রাসুল (স) যে সাম্যভিত্তিক উন্নয়নমুখী সমাজ গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তারই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের ভাষণে।

ঘ উদ্দীপকের ভাষণে মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণের দিক-নির্দেশনার কিছু দিক প্রতিফলিত হয়েছে, যা উক্ত হজের সামগ্রিকতা ধারণ করে না।

বিদায় হজের ভাষণ ছিল বিশ্বমানবতার সার্বিক জীবন পরিচালনার সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। বিশ্ব মানবাধিকার রক্ষা, সুষ্ঠু পারিবারিক ও সামাজিক জীবন গঠন, সাম্যভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা সর্বোপরি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স)-এর জীবনাদর্শ মেনে চলার আহ্বান জানানো হয় এ ভাষণে। উদ্দীপকে বর্ণিত ভাষণে আমরা উল্লিখিত বিষয়গুলোর একটিমাত্র দিকের প্রতিফলন দেখতে পাই।

উদ্দীপকের ভাষণে জাতিগত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর এ ধরনের চিন্তা-চেতনা রাসুল (স)-এর বিদায় হজের ভাষণের দিক-নির্দেশনার একটি দিক মাত্র। এ ভাষণে রাসুল (স) মানুষকে সকল প্রকার কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অন্যায়-অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানান। মানুষের জান-মাল ইজ্জতের হেফাজতের জন্য প্রত্যেককে দায়িত্বশীল হতে নির্দেশ দেন। নারী-পুরুষ, দাস-দাসী সকলের প্রতি সমতাভিত্তিক আচরণের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে এ ভাষণে। তাছাড়া ধর্মের ব্যাপারে যেকোনো ধরনের জোর-জবরদস্তি পরিহার করে সবাইকে নিজ নিজ ধর্ম পালনের আহ্বান জানান রাসুল (স)। মানুষের সকল কাজের জবাব দিতে হবে- এই অনুভূতি জাগ্রত করে তিনি সবাইকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স)-এর নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে মেনে চলার আহ্বান জানান বিদায় হজের ভাষণে।

বিদায় হজের ভাষণ ছিল বিশ্বমানবতার মুক্তির সনদ। সকল মানুষের সমান অধিকার ঘোষণা করে এ ভাষণের মাধ্যমে রাসুল (স) মানুষকে ন্যায়, আদর্শ ও সাম্যের ধারক হতে নির্দেশ দেন। একতাবদ্ধ হয়ে এক আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে এ ভাষণে। উদ্দীপকের ভাষণে মহানবি (স)-এর সার্বিক নির্দেশনার একটি দিক ফুটে উঠেছে। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে আমরা সঠিক বলতে পারি।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৫৫ ঈদে মিলাদুন্নবি উপলক্ষে আলোচনা সভায় জনৈক আলোচক মহানবি (স)-এর আগমনকে পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মানব জাতির অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় মুক্তির দিশারীরূপে আগমন করেন রাসুল (স)। তার আগমনে যেন গহীন অন্ধকার পর্দা ছিঁড়ে উঁকি দেয় নতুন সূর্য। বিশ্বমানবের চিরন্তন কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হয়। বিপন্ন মানবতা পায় মুক্তির দিশা। *[নোয়াখালী সরকারি কলেজ, নোয়াখালী]*

ক. 'মুহাম্মদ' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. মহানবি (স) কে আল-আমিন বলা হয় কেন? ২

গ. বর্তমান সময়ে বিশ্ব মানবের দুর্দশা লাঘবে মহানবি (স)-এর জীবনাদর্শ কীভাবে কাজে লাগানো যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মহানবি (স) এর আগমনে বিশ্বমানবতা খুঁজে পায় মুক্তির দিশারী। উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুহাম্মদ শব্দের অর্থ প্রশংসিত।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ বর্তমান সময়ে বিশ্বমানবের দুর্দশা লাঘবে মহানবি (স)-এর জীবনাদর্শ পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে প্রায় একশ বছর আরবের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রতিটি ক্ষেত্রই ছিল চরম অধঃপতিত ও নৈরাশ্যজনক। এ সময়কে আইয়ামে জাহেলিয়া বা অন্ধকার যুগ নামে অভিহিত করা হয়। জাহেলিয়া যুগের অন্ধকার থেকে আরব সমাজকে মুক্ত করতে শান্তি ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হন হযরত মুহাম্মদ (স) এবং সকল অন্যায়-অত্যাচার দূর করে প্রতিষ্ঠা করেন সত্য ও শান্তিপূর্ণ আদর্শ সমাজ। তাঁর মহান আদর্শেরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকে।

উদ্দীপকের আলোচক বলেছেন মানবজাতির অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় মুক্তির দিশারীরূপে রাসুল (স) আগমন করেন। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন আরব সমাজে বিদ্যমান নানা দুর্নীতি, অরাজকতা, নৈরাজ্য দেখে রাসুল (স) বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি হেরা গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন থেকে এসব থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকেন। আবার তখনকার সময়ে সংঘটিত ফিজার যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে তাঁর মন কেঁদে ওঠে। আরব সমাজের শান্তিপ্রিয় যুবকদের নিয়ে তিনি 'হিলফুল ফুজুল' নামক সংঘ গড়ে তোলেন এবং আরব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। নবুয়ত লাভের পর তিনি ইসলামের শান্তি ও মানবতার আদর্শ সবার মাঝে প্রচার করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন সত্য সুন্দর ও কল্যাণের ধারক ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা। সুতরাং বলা যায়, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উল্লিখিত আদর্শের বাস্তবায়ন পৃথিবীতে যাবতীয় বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ঘ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমনে বিশ্বমানবতা খুঁজে পায় মুক্তিরদিশারী– উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আনোয়ার হোসেন মজুমদার একজন সত্যবাদী এবং বিনয়ী মানুষ। তিনি ছোটবেলা থেকেই সততা, বিনয় এ গুণগুলোর চর্চা করেছেন। আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি তিনি সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করেছেন। তার এ ধরনের চরিত্রে রাসুল (স)-এর আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (স) জাহিলিয়াতের অন্ধকার সমাজে আগমন করে মানবজাতিকে আলোর পথ দেখান। সত্য, সুন্দর আর ন্যায়ের বার্তা নিয়ে আগমন করে মানুষকে আহ্বান করেন এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি। সকল অন্যায়-অত্যাচার নির্মূল করে ইসলামের আলোকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন কল্যাণময় শান্তির সমাজ। তিনিই প্রথম মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেন। ঘোষণা করেন মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। কিশোর বয়সে 'হিলফুল ফুজুল' নামক শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে তিনি মানবজাতিকে দেখিয়েছেন কীভাবে যুদ্ধ পরিহার করে মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করা যায়। আবার সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনে যুদ্ধ করার আদর্শও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। রাসুল (স)-এর জীবনের প্রতিটি ঘটনা মানবজাতির মহান আদর্শ। হুদায়বিয়ার সন্ধি, মক্কা বিজয় প্রভৃতি ঘটনা সন্ধির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান, ক্ষমা ও উদারতার মাধ্যমে মানুষকে আপন করে নেওয়ার শিক্ষা দেয়।

সর্বোপরি বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (স) মানবজাতিকে সঠিক পথে চলার যেসব দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, তা সর্বকালের মানুষের জন্য সুষ্ঠু, সুন্দর, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ রহিম ও পরসের পরিবারের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সংঘটিত হয়। একদা তাদের মধ্যে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে চূড়ান্ত এবং একটি বড় ধরণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ ছিল রহিম পরিবারের ইতিহাসের প্রথম বড় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রহিমের পরিবার পরসের বিশাল বাহিনীকে সহজেই পরাজিত করে। এ বিজয় অসত্যের ওপর সত্যের এবং অন্যায়ের ওপর ন্যায়ের জয়। এ যুদ্ধে পরসের শক্তি ও অহংকার খর্ব হয়। *[রংপুর সরকারি কলেজ, রংপুর]*

ক. 'আহযাব' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. হিজরত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কোন যুদ্ধের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত যুদ্ধের সাথে তোমার পঠিত বইয়ের কোন যুদ্ধের মিল রয়েছে তার কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আহযাব শব্দের অর্থ দুঃখ, কষ্ট।

খ সততা ও বিশ্বস্ততার ধারক হওয়ায় মহানবি (স)-কে আল আমিন ডাকা হতো।

'আল আমিন' শব্দের অর্থ বিশ্বাসী। মহানবি (স) ছোটবেলা থেকেই এ গুণটির অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। তাই সবাই তাঁকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করত এবং তাঁর ওপর আস্থা রাখত। তাঁর এ মহান গুণের জন্য তাকে সবাই 'আল আমিন' বলে ডাকত।

গ সৃজনশীল ১৭ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত যুদ্ধটি ইসলামের প্রথম যুদ্ধ যা বদর যুদ্ধ নামে পরিচিত।

কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর নির্দেশে মহানবি (স) মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করলে মুসলমান ও মদিনাবাসীদের ওপর কুরাইশদের ক্ষিপ্রতা আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন কারণে এ শত্রুতা আরো বেড়ে গেলে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ বদর প্রান্তরে মক্কার কুরাইশ ও মদিনার মুসলমানদের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এই ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধ নামে খ্যাত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দুই পরিবারের ঝগড়া বিবাদের জের ধরে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি ছিল দুই পরিবারের প্রথমবারের যুদ্ধ। যুদ্ধে অসত্যের ওপর সত্যের, অন্যায়ের ওপর ন্যায়ের জয় হয়। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রথম যুদ্ধেও এরূপ জয় লক্ষ করা যায়। কিন্তু এ যুদ্ধের অনেক কারণ ছিল যা এই যুদ্ধের সম্ভাবনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। মদিনায় হিজরতের পর মুহাম্মদ (স) ইসলামের বাণী চারদিকে ছড়িয়ে দিতে থাকেন। এ সময় মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করতে ষড়যন্ত্র শুরু করে। অন্য দিকে মদিনায় মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে মক্কার কুরাইশরা আতঙ্কিত হয় যে সিরিয়া ও পারস্যে তাদের বাণিজ্য পথ অবরুদ্ধ হতে পারে। কেননা মক্কাবাসীদের অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার জন্য সচেতন হয়ে সিরিয়ার সাথে মক্কার ব্যবসা বন্ধ করার পরিকল্পনা করে। দস্যুবৃত্তি ও লুটতরাজের ফলে মদিনার লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে যায়। এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ষড়যন্ত্র, ইহুদিদের ষড়যন্ত্র, আবু সুফিয়ানের মিথ্যা প্রচারণা, নাখলার খন্ড যুদ্ধ এবং মুহাম্মদ (স)-এর ঐশী বাণী লাভ প্রভৃতি এই যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে। যার ফলস্বরূপ মদিনার ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর নামক প্রান্তরে উভয় বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মহানবি (স)-এর নেতৃত্বে মদিনাবাসী বিজয়ী হন। এ যুদ্ধ ছিল অসত্যের ওপর সত্যের ও অন্যায়ের ওপর ন্যায়ের বিজয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামের প্রথম যুদ্ধ হিসেবে বদর যুদ্ধের অনেক কারণ ছিল যা এই যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলে।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-২: হযরত মুহাম্মদ (স) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

৫৫. হিলফুল ফুজুল গঠন করা হয়েছিল কেন? (অনুধাবন)
ক গোত্রীয় সমৃদ্ধির জন্যে
খ গোত্রীয় ঐক্যের জন্যে
গ যুদ্ধে জয়লাভের জন্যে
ঘ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে — ঘ

৫৬. প্রাক-ইসলামি যুগে আরবের অবস্থা কেমন ছিল? (জ্ঞান)
ক কুসংস্কারাচ্ছন্ন খ সুশৃঙ্খল
গ শান্তিপূর্ণ ঘ কুসংস্কারমুক্ত — ক

৫৭. হাজরে আসওয়াদ কী?
ক মসজিদ খ পাথরখণ্ড
গ মিনার ঘ কাবাঘর — খ

৫৮. মুহাম্মদ (স) কত বছর বয়সে বিবি খাদিজাকে বিবাহ করেন? (জ্ঞান)
ক ২৫ বছর খ ৩০ বছর
গ ৩৫ বছর ঘ ৪০ বছর — ক

৫৯. ওকাজ মেলায় জুয়াখেলা, ঘোড়দৌড় ও কাব্য প্রতিযোগিতা নিয়ে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এ যুদ্ধের নাম কী? (জ্ঞান) [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]
ক ফিযার খ বদর
গ হারবুল ফোজ্জার ঘ উহুদ — গ

৬০. কুরাইশ ও হাওয়াজিন গোত্রদ্বয়ের যুদ্ধ কোনটি? (জ্ঞান) [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক হারবুল ফোজ্জার খ বাসুসের যুদ্ধ
গ বুয়াসের যুদ্ধ ঘ বদরের যুদ্ধ — ক

৬১. তোমার এলাকায় প্রতিনিয়ত চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি হচ্ছে। এমতাবস্থায় তুমি মহানবি (স)-এর কোন ঘটনাটি অনুসরণ করবে? [বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা] (প্রয়োগ)
ক হিলফুল-ফুজুল খ হিজরত
গ মদিনা সনদ ঘ হুদায়বিয়ার সন্ধি — ক

৬২. মহানবি (স) কত বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন? (জ্ঞান)
ক ৪০ খ ৪২
গ ৪৪ ঘ ৪৬ — ক

৬৩. হিজরতের সময় কিছু মুসলমান মহানবি (স)-এর সাথে মদিনায় গিয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে তারা কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
ক আনসার খ তবিবার
গ মুস্তাক ঘ মুহাজের — ঘ

৬৪. মহানবি (স)-এর মেরাজ গমনের সময় বাহক কী ছিল? (জ্ঞান)
ক ঘোড়া খ বোরাক
গ উট ঘ জিবরাইল ফেরেশতা — খ

৬৫. শাহজালাল (রহ) সুদূর ইয়েমেন থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য। তার বাংলা আগমনের সাথে মহানবির সফরকৃত কোন অঞ্চলটির মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক সিরিয়া খ ইয়েমেন
গ তায়েফ ঘ দামেস্ক — গ

৬৭. মহানবি (স) মুসাবকে মদিনায় কেন প্রেরণ করেছিলেন? (অনুধাবন) [ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
ক মদিনার পরিস্থিতি জানার জন্য
খ ব্যবসায়িক কাজে
গ শান্তির বার্তা দিয়ে
ঘ ধর্ম প্রচারের জন্য — ক

৬৮. হিজরি সাল গণনা শুরু হয়— (জ্ঞান) [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]
ক ৬১০ খ্রি. খ ৬১২ খ্রি.
গ ৬২২ খ্রি. ঘ ৬২৪ খ্রি. — গ

৬৯. মদিনার সনদ ব্যাপকভাবে কী নিশ্চিত করেছে? (জ্ঞান) [ঢাকা রেসিডেনশিয়াল মডেল কলেজ]
ক ব্যক্তি শাসন খ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
গ ধর্মহীন সমাজ ঘ আইনের শাসন — খ

৭০. হিজরতের আশ্রয় দানকারীরা কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
ক আনসার খ মুত্তাকিম
গ মুকদ্দিস ঘ মুকাসিন — ক

৭১. মদিনার সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায়ই লুটতরাজ করত করা? (জ্ঞান)
ক ইহুদিরা
খ কুরাইশগণ
গ কুরাইজা গোত্রীয়রা
ঘ হিমারীয়রা — খ

৭২. সাদির বাবা সৌদি আরবে চাকরি করতে গিয়ে প্রথমে কুবা মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করেন। এই স্থানটিতে মহানবি (স) কখন গিয়েছিলেন? (প্রয়োগ)
ক তায়েফ গমনের সময়
খ মেরাজের সময়
গ মদিনা হিজরতের সময়
ঘ বিদায় হজের সময় — গ

৭৩. আনসার শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক সাহায্যকারী খ গৃহত্যাগী
গ প্রচেষ্টাকারী ঘ আল্লাহ ভীরু — ক

৭৪. 'মদিনা সনদের' কয়টি ধারা ছিল? (জ্ঞান)
ক ৪৫ খ ৪৭
গ ৪৯ ঘ ৫১ — খ

Teachingbd.com

৭৫. মদিনা সনদে মদিনার সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারক করা হয় কাকে? (জ্ঞান)
ক মহানবি (স)কে
খ হযরত আলী (রা)কে
গ একজন মুহাজিরকে
ঘ একজন আনসারকে **ক**

৭৬. মদিনা থেকে বদর কত মাইল দূরে অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক ৭০ খ ৮০
গ ৯০ ঘ ১০০ **খ**

৭৭. ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সামরিক বিজয় কোনটি? (জ্ঞান)
ক বদর যুদ্ধ খ খন্দকের যুদ্ধ
গ উহুদের যুদ্ধ ঘ মুতার যুদ্ধ **ক**

৭৮. উহুদ যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? (জ্ঞান)
ক ৬২০ সালে খ ৬২২ সালে
গ ৬২৪ সালে ঘ ৬২৫ সালে **ঘ**

৭৯. উহুদের যুদ্ধে ইসলামের পতাকাবাহী কে ছিল? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
ক যুবায়ের খ মুসাব
গ হামযা ঘ হযরত আলী (রা) **খ**

৮০. উহুদের যুদ্ধ থেকে মুসলমানরা কী শিক্ষা নিয়েছিল? (অনুধাবন)
ক গনিমতের মাল সংগ্রহ
খ খালিদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ
গ নেতার আনুগত্য পালন
ঘ কুরাইশদের শত্রু হিসেবে বিবেচনা **গ**

৮১. কোন মাসে পরিখা খনন করা হয়? (জ্ঞান)
ক শাবান খ রমযান
গ শাওয়াল ঘ রজব **খ**

৮২. খন্দকের যুদ্ধের অন্য নাম কী? (জ্ঞান) [বিএন কলেজ, ঢাকা]
ক আহযাবের যুদ্ধ
খ নাখলার যুদ্ধ
গ ফিজারের যুদ্ধ
ঘ সিফফিনের যুদ্ধ **ক**

৮৩. সেন্ট ক্যাথারিন কোন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ছিল? (জ্ঞান)
ক ইহুদি খ বৌদ্ধ
গ খ্রিস্টান ঘ পৌত্তলিক **গ**

৮৪. পবিত্র কুরআনে 'ফাতহুম মুবিন' বলা হয়েছে কোনটিকে? (জ্ঞান)
ক হুদায়বিয়ার সন্ধিকে
খ হিলফুল ফুজুলকে
গ মক্কা বিজয়কে ঘ মদিনা বিজয়কে **ক**

৮৫. "হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে আমরা যেরূপ জয়ী হয়েছি সেরূপ কখনও হই নাই"— উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ক হযরত আলী (রা)-এর
খ আবু বকর (রা)-এর
গ মহানবি (স)-এর
ঘ আবু সুফিয়ান-এর **খ**

৮৬. কাকে মহানবি (স) আসাদুল্লাহ উপাধি দেন? (জ্ঞান)
ক আলী (রা)কে খ মুসা (আ)কে
গ উমর (রা)কে ঘ ইসা (আ)কে **ক**

৮৭. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকার বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরণ করে। ইসলামের ইতিহাসের কোন ঘটনার আলামতের সাথে এর সাদৃশ্যতা লক্ষ করা যায়। (প্রয়োগ)
ক হুদায়বিয়ার সন্ধি খ মুতার যুদ্ধ
গ মক্কা বিজয় ঘ তায়েফ বিজয় **ক**

৮৮. হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ৬২৫ খ ৬২৬
গ ৬২৭ ঘ ৬২৮ **ঘ**

৮৯. কাবাঘরে মূর্তিসমূহ কত সালে অপসারিত হয়? (জ্ঞান)
ক ৬২৬ সালে খ ৬২৮ সালে
গ ৬২৯ সালে ঘ ৬৩০ সালে **ঘ**

৯০. বিদায় হজ কত খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা]
ক ৬২৮ খ্রি. খ ৬২৯ খ্রি.
গ ৬৩০ খ্রি. ঘ ৬৩২ খ্রি. **ঘ**

৯১. হুজ্জাতুল বিদা অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক বাবুল হজ খ বিদায় হজ
গ মুসাফিরের হজ ঘ বিদাআত হজ **খ**

৯২. দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ শুরু করলে মহানবি (স)-এর মনে কোন ভাবনাটি উদয় হয়? (অনুধাবন)
ক কুরাইশদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন
খ দায়িত্বের পরিসমাপ্তি
গ খিলাফতের শুরু ঘ বিশ্বময় ইসলাম প্রচার **খ**

৯৩. মহানবি (স) ধর্মীয়ভাবে আরবে কোন সংস্কারটি চালিয়েছেন? (অনুধাবন)
ক কুসংস্কার দূর খ হজ ব্যবস্থা চালু
গ যাকাতের প্রবর্তন ঘ ইহুদি ধর্মের বিলুপ্তি **ক**

৯৪. হযরত মুহাম্মদ (স) প্রত্যক নর-নারীর জন্য কোন জিনিস অত্যাবশ্যকীয় বলে ঘোষণা করেছেন? (জ্ঞান)
ক বিদ্যাশিক্ষা খ যুদ্ধ-বিগ্রহ
গ হজ পালন ঘ ব্যবসা-বাণিজ্য **ক**

৯৫. "শিক্ষার জন্য সুদূর চীনে যেতে হলে যাও"— উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ক ইসা (আ)-এর খ আলী (রা)-এর
গ মহানবি (স)-এর ঘ মুসা (আ)-এর **গ**

৯৬. "আলেমদের ঘুম মূর্খের ইবাদতের চেয়ে উত্তম" উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ক মহানবি (স)-এর খ উমর (রা)-এর
গ আলী (রা)-এর ঘ মুসা (আ)-এর **ক**

Teachingbd.com

৯৭. "আধিপত্য একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর"— উক্তিটি কোন সুরার? (জ্ঞান)
ক ফাতিহার খ বাকারাহর
গ ইয়াসিনের ঘ আর রহমানের — খ

৯৮. হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সর্বপ্রথম কে প্রতিশ্রুত পয়গম্বর হিসেবে সনাক্ত করেন? (জ্ঞান)
ক আব্দুল মুত্তালিব খ ওরাকা বিন নওফল
গ বুহিরা ঘ বিবি খাদিজা — খ

৯৯. হযরত হামযা (রা) কত খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক ৬১৬ খ ৬১৮
গ ৬২০ ঘ ৬২২ — ক

১০০. উহুদ উপত্যকা মদিনার কোন দিকে অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক পূর্বে খ পশ্চিমে
গ উত্তরে ঘ দক্ষিণে — খ

১০১. মহানবি (স) শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কাকে কুরাইশদের নিকট পাঠিয়েছিলেন? (জ্ঞান)
ক আবু বকরকে খ উমরকে
গ ওসমানকে ঘ আলীকে — গ

১০২. "সকল মানুষ সমান, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট সে ব্যক্তি যিনি আল্লাহর সর্বাধিক কল্যাণকামী"– উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ক উমর (রা)-এর খ মহানবি (স)-এর
গ আলী (রা)-এর ঘ ইবনে হুসাম-এর — খ

১০৩. 'ক' ও 'খ' ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে ইসলামের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। 'ক' ও 'খ' ব্যক্তি ইসলামের ইতিহাসের যেসব ব্যক্তিকে সমর্থন করে— (প্রয়োগ)
i. হযরত হামযা (রা) ও হযরত ওমর (রা)
ii. হযরত ওমর (রা) ও হযরত আবু বকর (রা)
iii. হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত হামযা (রা)
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i খ ii
গ iii ঘ i ও iii — ঘ

১০৪. মদিনা সনদে নাগরিক অধিকার ভোগের কথা বলা হয়— (অনুধাবন) [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা]
i. ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য
ii. খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য
iii. পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

১০৫. মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ছিল— (অনুধাবন) [সরকারি কে.সি. কলেজ ঝিনাইদহ]
i. গনিমত
ii. যাকাত
iii. জিজিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

১০৬. ঐতিহাসিক মদিনা সনদের বৈশিষ্ট্য হলো— (অনুধাবন)
i. বিপুল সংখ্যক ধারা
ii. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
iii. সহাবস্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — গ

১০৭. বদরের যুদ্ধকে মুসলমানদের ভাগ্য পরীক্ষার যুদ্ধ বলা হয়। কারণ, এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে— (অনুধাবন)
i. হুনায়নের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে
ii. ইসলাম প্রথম চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে
iii. মহানবি (স)-এর পার্থিব ক্ষমতার ভিত্তি স্থাপিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ iii ঘ ii ও iii — ঘ

১০৮. হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষর করেন— (অনুধাবন)
i. মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ
ii. হযরত আলী (রা)
iii. সুহায়েল বিন আমর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১৯ ও ১২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সিরিয়ার civil war-এর কারণে লক্ষ লক্ষ লোক তুরস্কে আশ্রয় গ্রহণ করে।

১০৯. তুরস্কের সাথে মুসলমানদের হিজরতের ইতিহাসে কোন দেশটির মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক মিসর খ ইরাক
গ আবিসিনিয়া ঘ সিরিয়া — গ

১১০. মুসলমানদের মক্কা ত্যাগের কারণ কী ছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক কুরাইশদের অত্যাচার
খ বিদেশিদের আক্রমণ
গ বাণিজ্যিক ভ্রমণ
ঘ দুর্ভিক্ষের তাড়না — ক

উদ্দীপকটি পড়ে ১১১ ও ১১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
রূপগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতি তাদের সাপ্তাহিক হাট পরিচালনার জন্য কিছু নিয়মনীতি নির্ধারণ করেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল বহিরাগত ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা বিধান।

১১১. মহানবি (স)-এর কোন আদর্শের সাথে ব্যবসায়ী সমিতির কাজের মিল পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)
ক হিলফুল ফুজুল খ আকাবার শপথ
গ মদিনা সনদ ঘ হুদায়বিয়ার সন্ধি — ঘ

১১২. উক্ত আদর্শ গ্রহণের ফলে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. দুর্বলরা রক্ষা পায় ii. গরিবরা উপকৃত হয়
iii. সদস্যরা লাভবান হয়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

Teachingbd.com

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়-৩: খুলাফায়ে রাশেদিন

প্রশ্ন ▶১ জনাব 'ক' অধ্যক্ষ হিসেবে কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করে কিছু বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব দেন। যেমন, কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তিনি একা গ্রহণ না করে বরং শিক্ষক পরিষদের সাথে আলোচনা করে তা গ্রহণ করেন। পূর্বে কলেজের কোনো আর্থিক ফান্ড ছিল না। নতুন অধ্যক্ষ ব্যাংকে একাউন্ট খুলে কলেজের সকল আয় সেখানে সংরক্ষণ করেন। দৈনন্দিন খরচ বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ তিনি সেখানে সংরক্ষণ করেন। তাছাড়া উদ্বৃত্ত অর্থ তিনি কলেজের উন্নয়ন ও বৃত্তি আকারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। *[ঢা. বো. '১৭]*

ক. হযরত ওমর (রা) কত খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন? ১

খ. খালিদ বিন ওয়ালিদ ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যাসহ লেখো। ২

গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণে নতুন অধ্যক্ষের গৃহীত ব্যবস্থার সাথে হযরত ওমর (রা)-এর কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থার সামঞ্জস্য দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'উদ্বৃত্ত অর্থ' বিষয়ে অধ্যক্ষের পদক্ষেপে হযরত ওমর (রা)-এর নীতির প্রতিফলন লক্ষণীয়— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওমর (রা) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।

খ দক্ষ ও সুকৌশলী বীর সেনাপতি হিসেবে খালিদ বিন ওয়ালিদ ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রাথমিক জীবনে কুরাইশদের সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধ করলেও হুদায়বিয়ার সন্ধির পর (৬২৮ খ্রি.) খালিদ বিন ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর রাসুল (স)-এর সময়ে হুনায়ুনের যুদ্ধ, তায়েফ বিজয়, তাবুক অভিযানে দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করে তিনি ইসলামের বিজয় ত্বরান্বিত করেন। তাছাড়া রাসুল (স)-এর মৃত্যুর পর ইয়ামামার যুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে তিনি ভণ্ডনবিদের শায়েস্তা করেন। এরপর জীবিত থাকা পর্যন্ত তিনি ইসলামের সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। ইসলামের খেদমতে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্যই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

গ সিদ্ধান্ত গ্রহণে নতুন অধ্যক্ষের গৃহীত ব্যবস্থার সাথে হযরত ওমর (রা)-এর প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্যতম দিক মজলিস-উশ-শুরা বা পরামর্শসভা গঠনের মিল রয়েছে।

হযরত ওমর (রা) ছিলেন গণতন্ত্রমনা। তার প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গণতান্ত্রিক শাসন। আর এ আদর্শ দ্বারাই তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ইসলামি গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধন করেন। কুরআন-হাদিসের আলোকে জনগণের ইচ্ছার প্রতি খেয়াল রেখে তিনি পরামর্শভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। আর তার এ বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় নতুন অধ্যক্ষের গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে।

কলেজের নতুন অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে জনাব 'ক' সকল বিষয়ে শিক্ষক পরিষদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রা)ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মজলিস-উশ-শুরা বা পরামর্শসভা গঠন করেছিলেন। যেকোনো সমস্যা তিনি কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক মজলিস-উশ-শুরার সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সমাধান করতেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'পরামর্শ ব্যতীত কোনো খিলাফত চলতে পারে না।' তার গঠিত পরামর্শসভা দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন- ক. মজলিস-উল-আম এবং খ. মজলিস-উল-খাস। মহানবি (স)-এর ঘনিষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবা এবং মদিনার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে মজলিস-উল-আম গঠিত ছিল। এরা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। অন্যদিকে দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদনের জন্য অল্প সংখ্যক মুহাজিরিন নিয়ে মজলিস-উল-খাস গঠিত ছিল। হযরত ওমর (রা) মজলিস-উশ-শুরা ছাড়াও রাজ্য শাসনের ব্যাপারে সাধারণ জনগণের মতামত গ্রহণ করতেন। হযরত ওমর (রা)-এর উল্লিখিত আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছে নতুন অধ্যক্ষের গৃহীত কর্মকাণ্ডে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'উদ্বৃত্ত অর্থ' বিষয়ে অধ্যক্ষের গৃহীত পদক্ষেপে হযরত ওমর (রা)-এর রাষ্ট্রীয় কোষাগার হিসেবে বায়তুল মাল পুনর্গঠন নীতির প্রতিফলন লক্ষণীয়।

হযরত ওমর (রা) ছিলেন জনকল্যাণকামী ও ন্যায়ের উজ্জ্বল আদর্শ। খলিফা হিসেবে তিনি ইসলামের আদর্শকে ধারণ করে সর্বদা জনকল্যাণে ব্রতী হয়েছেন। তাই খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার সরকারি কোষাগার হিসেবে বায়তুল মালকে পুনর্গঠন করেন। বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে রাষ্ট্রীয় খরচ বাদে উদ্বৃত্ত অর্থ বায়তুল মাল বা কেন্দ্রীয় অর্থ তহবিলে জমা করা হতো। এ অর্থই বিভিন্ন খাতে সরকারিভাবে বণ্টন করা হতো। উল্লিখিত নীতিরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্বৃত্ত অর্থ বিষয়ে অধ্যক্ষের নেওয়া পদক্ষেপে।

কলেজের নতুন অধ্যক্ষ কলেজের ব্যয়ভার বহনের জন্য একটি আর্থিক ফান্ড গড়ে তোলেন। এ ফান্ডে তিনি কলেজের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ জমা রাখেন এবং এ অর্থ কলেজের উন্নয়ন ও বৃত্তি হিসেবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বণ্টন করেন। একইভাবে হযরত ওমর (রা) বায়তুল মাল সংস্কার ও পুনর্গঠন করে সকল প্রদেশে এর শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুল মাল প্রধানত তিন প্রকারের ছিল। ক. বায়তুল মাল আল খাস- এটি ছিল শাসক ও অভিজাতদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। খ. বায়তুল মাল আল আম-এটি খিলাফতের রাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে পরিচিত ছিল। গ. বায়তুল মাল আল মুসলেমিন- এটি ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের দ্বিতীয় রাজকোষাগার। বায়তুল মালের এ শাখা সমাজকল্যাণমূলক কাজ, যেমন- রাস্তাঘাট, সেতু, মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ, এতিম ও দরিদ্রের সাহায্যদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত।

পরিশেষে বলা যায়, জনকল্যাণকামী চিন্তা-চেতনা ও কর্মকাণ্ডের দিক দিয়ে অধ্যক্ষের গৃহীত 'উদ্বৃত্ত অর্থ' বিষয়ক পদক্ষেপটি হযরত ওমর (রা)-এর বায়তুল মাল নীতির আংশিক প্রতিফলন।

প্রশ্ন ▶২ জনাব 'ক' পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান। মেয়াদের প্রথম দিকে তিনি জনগণের কাছে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু মেয়াদের শেষের দিকে পৌরসভার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে আপনজনদের নিয়োগ দিয়ে তিনি সমালোচনার পাত্রে পরিণত হন। বিরোধীপক্ষ তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ছাড়াও আরও অনেক অভিযোগ আনয়ন করতে থাকে। জনাব 'ক' সকল অভিযোগ তদন্ত করে দেখবেন এবং প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দিবেন— এই মর্মে আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। কিন্তু পৌরসভার সচিবের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তিনি সফল হতে পারেননি। ফলে পৌরসভায় স্থায়ী অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। *[ঢা. বো. '১৭]*

ক. 'যুন্নুরাইন' অর্থ কী? ১

খ. হযরত ওসমান (রা) কীভাবে খলিফা নির্বাচিত হন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সচিবের সাথে খলিফা ওসমান (রা)-এর প্রশাসনের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে আনীত অভিযোগের আলোকে খলিফা ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পর্যালোচনা করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'যুন্নুরাইন' অর্থ দুই জ্যোতি বা নুরের অধিকারী।

খ সাহাবিদের দ্বারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ওসমান (রা) খলিফা নির্বাচিত হন।

খলিফা নির্বাচনের জটিলতা এড়াতে হযরত ওমর (রা) মৃত্যুর পূর্বে একটি নির্বাচনি পরিষদ গঠন করেন। যার সদস্য ছিলেন হযরত ওসমান (রা), হযরত আলী (রা), তালহা, যুবাইর, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও আবদুর রহমান। হযরত ওমর (রা)-এর মৃত্যুর পর (৬৪৪ খ্রি.) খলিফা নির্বাচন

https://teachingbd24.com

নিয়ে একটি বৈঠক বসে। তালহা এ সময় মদিনায় উপস্থিত ছিলেন না এবং আব্দুর রহমান খিলাফতের গুরুভার নিতে সম্মত ছিলেন না। আব্দুর রহমান, যুবাইর, ওসমান ও আলীকে সমর্থন করেন। অন্যদিকে, সাদ ওসমানকে, ওসমান আলীকে এবং আলী ওসমানকে সমর্থন করেন। ফলে এক ভোট বেশি পেয়ে হযরত ওসমান ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন।

গ উদ্দীপকের সচিবের সাথে হযরত ওসমান (রা)-এর প্রশাসনের প্রধান উপদেষ্টা মারোয়ানের মিল রয়েছে।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) প্রশাসনিক স্বার্থে এবং খিলাফতের স্থিতিশীলতার জন্য তিনি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী মহল তার এসব উদ্যোগকে গণতন্ত্র বিরোধী এবং স্বজনপ্রীতিমূলক বলে অভিযোগ দেয়। যদিও তিনি এসব অভিযোগ খণ্ডাতে পেরেছিলেন, কিন্তু লোভী, বিশ্বাসঘাতক মারোয়ানের চক্রান্তে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। উদ্দীপকে বর্ণিত সচিবের মধ্যেও এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকতামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব 'ক' তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের সঠিক তদন্ত ও শাস্তির ব্যবস্থার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও সচিবের ষড়যন্ত্রে তিনি সফল হতে পারেননি। একইভাবে হযরত ওসমান (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে (৬৪৪ খ্রি.) প্রথম ছয় বছর বেশ সুনামের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এরপর তার বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তিনি একটু উদার এবং সরলমনা ছিলেন। আর এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে খিলাফতের প্রধান উপদেষ্টা এবং খলিফার চাচাত ভাই ও জামাতা মারোয়ান বেশ কিছু ধ্বংসাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। স্বার্থপর ও কূটনীতিবিদ মারোয়ানের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করা। তাই তিনি উমাইয়াগণকে রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে নিয়োগ দেন এবং হাশেমিদের অপসারণ করেন। হাশেমিদের ধনে-মানে দুর্বল করে উমাইয়াদের সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। এ নীতি খিলাফতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। মারোয়ানের কুচক্রান্ত ও স্বার্থনীতি খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে উস্কে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তার বিশ্বাসঘাতকতায় খলিফা ওসমান (রা) কে মিথ্যা অভিযোগে প্রাণ দিতে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চরিত্রগত দিক দিয়ে মারোয়ান এবং উদ্দীপকের সচিব একে অন্যের প্রতিরূপ।

ঘ উদ্দীপকে আনীত অভিযোগের মতো খলিফা ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ এনে দুষ্কৃতকারীরা তাকে হত্যা করেছিল। কিন্তু এসব অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন এবং কল্পনাপ্রসূত।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) ছিলেন সরলমনা ও উদার প্রকৃতির। প্রশাসনিক সুবিধার্থে তিনি রদবদল সংক্রান্ত কিছু সিদ্ধান্ত নিলেও তা অযৌক্তিক ছিল না। কিন্তু তার সরলতার সুযোগ নিয়ে অনেকে তার বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের অভিযোগ আনে, যা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ভিত্তিহীন। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব 'ক' এর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ আনা হয়, যা ছিল ষড়যন্ত্রমূলক। অনুরূপভাবে হযরত ওসমানের বিরুদ্ধেও বেদুইন ও অনারব মুসলমানগণ স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনে। কিন্তু তিনি আত্মীয়স্বজনের প্রতি কিছুটা দুর্বল থাকলেও কোনো অনুপযুক্ত আত্মীয়কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগদান করেননি। পরিস্থিতির কারণে তিনি গভর্নর পরিবর্তন করলেও গভর্নর তার আত্মীয় ছিল না। হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুতর অভিযোগ ছিল কুরআন শরিফ দগ্ধীকরণ। তার রাজত্বকালে ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ নিজেদের সুবিধার্থে কুরআনের ভাষা ও উচ্চারণ পরিবর্তন করে পাঠ করতে থাকে। তাই তিনি কুরআন শরিফের উচ্চারণগত সমস্যা দূর করার জন্যই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং ত্রুটিপূর্ণ ও অসংগতিপূর্ণ কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ তো দূরের কথা বরং তিনি নিজের সম্পদ ইসলামের জন্য অকাতরে দান করেছেন। সরকারি চারণভূমি রাষ্ট্রীয় পশুপালনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি তার পূর্বের দুইজন খলিফাকে অনুসরণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্যই তিনি আবু জর গিফারিকে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ছিল ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন ▶৩ বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রাক্কালে বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক ভণ্ড পিরের আবির্ভাব হয়। তারা ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে মন্দ ও পাপ কাজে লিপ্ত করায়, যা ইসলাম পরিপন্থি। তারা প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করে। নব্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীগণ সঠিকভাবে ইসলামের মর্মবাণী অনুধাবন করতে না পারায় এবং কোনো মহান নেতার সাহচর্য না পাওয়ায় দুর্বল ইমানি শক্তি নিয়ে সঠিক পথের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। *[বা.; দি.; য.; সি.; ব.; কু.; চ. বো. '১৭]*

ক. ধর্মত্যাগী ভণ্ডনবিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের নাম কী? ১

খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ভণ্ডপিরের সাথে আবু বকর (রা)-এর সময়কালের ভণ্ডনবিদের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রিদ্দা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মত্যাগী ভণ্ডনবিদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের নাম রিদ্দার যুদ্ধ।

খ ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ ও রাসুল (স)-এর মধ্যে সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধিতে পরোক্ষভাবে মুসলমানদের বিজয় নিহিত ছিল। তাই পবিত্র কুরআনে একে প্রকাশ্য বিজয় হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

ইসলাম ও বিশ্বের ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ এটি সর্বতোভাবে মুসলিম স্বার্থের অনুকূলে ছিল। এ সন্ধির দ্বারা কুরাইশরা মহানবি (স) কে একজন মহান নেতা এবং মদিনা রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। মুসলমানরা যে একটি স্বতন্ত্র শক্তি তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এ সন্ধির মাধ্যমে। মোট কথা, এ সন্ধি মুসলমানদের একটি স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা দান করে। এ কারণে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবীন' বা শ্রেষ্ঠ বিজয় বলা হয়।

গ মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে ভণ্ডনবির আবির্ভাবের ঘটনার সাথে উদ্দীপকে বর্ণিত ভণ্ড পিরদের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে ভণ্ড পিরদের আবির্ভাব হয়। তারা ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তারা প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাদের এরূপ কর্মকাণ্ডের সাথে মহানবি (স)-এর মৃত্যুর পর আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালের কিছু ভণ্ডনবির কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্য রয়েছে।

আখেরি জামানার নবি ও বিশ্বমানবতার উত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মৃত্যুর পর অর্থাৎ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের পর গোটা মুসলিম জাহানে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ সময় কিছু লোক হীনস্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজেদেরকে নবি হিসেবে দাবি করে। এদের মধ্যে আসওয়াদ আনাসি, মুসায়লামা, তোলায়হা এবং সাজাহ ছিল অন্যতম। এরা নিজেদের নবি হিসেবে ঘোষণা করে জনসাধারণের মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। রাসুলের মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় উদ্দীপকেও তা লক্ষণীয়। সুতরাং উদ্দীপকের সাথে রাসুল (স)-এর ওফাতের পর এবং হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়কার ভণ্ডনবিদের মিল রয়েছে।

ঘ রিদ্দা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর অধ্যায়।

মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর বিভিন্ন আরব গোত্র ধর্ম ত্যাগ করে পূর্ব ধর্মে ফিরে যাচ্ছিল। এই সুযোগে কতিপয় ভণ্ডনবির আবির্ভাব ঘটে। হযরত আবু বকর (রা) এ সমস্ত ধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের দমন করার জন্য যে যুদ্ধ পরিচালনা করেন তাই রিদ্দা যুদ্ধ নামে পরিচিত। উদ্দীপকেও এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভণ্ড পিরের আবির্ভাবের ঘটনায় ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। তার শাসনামলে আসওয়াদ আনাসি, মুসায়লামা, তোলায়হা এবং সাজাহ নামে বেশ কয়েকজন ভণ্ডনবির আবির্ভাব ঘটে। এ সমস্ত ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের প্রবল আন্দোলনে আরব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়লে হযরত আবু বকর (রা) তার নির্ভীকতা, বিচক্ষণতা ও সত্যনিষ্ঠার মাধ্যমে তাদেরকে দমন করেন। আবু বকর (রা) প্রথমে ফিরোজ দাইলামীর মাধ্যমে আসওয়াদ আনাসিকে হত্যা করেন। পরবর্তীকালে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রেরণ করে তোলায়হা, সাজাহ ও

https://teachingbd24.com

মুসায়লামাকে কঠোর হস্তে দমন করেন। এছাড়া আবু বকর (রা) দক্ষিণ সিরিয়ার যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশকারীদেরকেও কঠোর হস্তে দমন করেন। আর এভাবেই বিভিন্ন ঘটনা ও বিচক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে রিদ্দা যুদ্ধ পরিচালিত হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের দমনের প্রেক্ষিতে হযরত আবু বকর (রা) রিদ্দা যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন ▶ ৪ সমশের উদ্দিন একজন বড় ব্যবসায়ী ও ধনবান ব্যক্তি। তার উদারতার কথা কারো অজানা নয়। তিনি যেমন নম্র, ভদ্র ও চরিত্রবান তেমনি পরোপকারীও বটে। যে কোনো সমস্যা বা দুর্যোগের সময় তিনি মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। তার দয়া-দাক্ষিণ্য, উত্তম চরিত্র ও মহত্ত্বের কারণে সকলেই তাকে সম্মান করে। ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট আনুগত্যশীল। তিনি এলাকাবাসীর অনুরোধে নিজ খরচে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেন। এতে এলাকাবাসী খুবই খুশি হয়।

[রা.; দি.; য.; সি.; ব.; কু.; চ. বো. '১৭; নোয়াখালী সরকারি কলেজ]

ক. হযরত ওমর (রা)-এর উপাধি কী ছিল? ১
খ. দিওয়ান বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সমশের সাহেব কোন খলিফাকে অনুসরণ করে মসজিদের সকল ব্যয়ভার বহন করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আর্তমানবতার সেবায় সমশের সাহেবের মতো মানুষদের ভূমিকা সমাজে কী ধরনের অবদান রাখবে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওমর (রা)-এর উপাধি ছিল 'ফারুক' বা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী।

খ হযরত ওমর (রা)-এর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের একটি অন্যতম দফতর ছিল দিওয়ান বা রাজস্ব বিভাগ।
সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য হযরত ওমর (রা) দিওয়ান নামক একটি স্থায়ী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রশাসনিক সুবিধার্থে একে দুভাগে বিন্যস্ত করা হয়। এর প্রথম ভাগে আয় এবং দ্বিতীয় ভাগে ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষিত হয়। রাজস্ব আদায়ের উৎসগুলো ছিল– গনিমত, যাকাত, উশর, জিজিয়া, আল খারাজ (ভূমিকর), উশুর, ফাই (রাষ্ট্রীয় ভূমির আয়), আল-হিসা। এসব উৎস থেকে আয়কৃত অর্থ বায়তুল মালের মাধ্যমে জনকল্যাণে ব্যয় করা হতো।

গ সমশের উদ্দিন সাহেব ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) কে অনুসরণ করে মসজিদের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন।
হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে জনকল্যাণ ও খিলাফতের বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়। এ সময় মাঝে মাঝে খায়বরের দিক হতে জলোচ্ছ্বাস আসায় জনসাধারণকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হতো। তাই মদিনার কিছু দূরে হযরত ওসমান (রা) 'মাহজুর' নামক একটি বেড়িবাঁধ নির্মাণ করে দেন। মসজিদে নববির প্রাসাদের কাজ ২০ হিজরিতে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে নতুন করে আরম্ভ করেন। মদিনার পার্শ্ববর্তী জমিগুলো ক্রয় করে দশ মাসের অবিরাম চেষ্টার পর ইট, পাথর ও চুনার সাহায্যে একটি সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করেন। উদ্দীপকে সমশের উদ্দিন হযরত ওসমান (রা)-এর এ নীতি অনুসরণ করেন।
উদ্দীপকে সমশের উদ্দিন ধর্মানুরাগী ব্যক্তি। তিনি মানুষের অনুভূতিকে সম্মান জানান। তাই এলাকার মানুষ তাকে অনুরোধ জানালে তিনি মসজিদ নির্মাণের ব্যয় ও জায়গার ব্যাপারে যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণের ঘোষণা দেন। এতে সমশের উদ্দিনের মহানুভবতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। একই বৈশিষ্ট্য হযরত ওসমান (রা)-এর ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। তিনি মুসলমানদের পানির কষ্ট লাঘবের জন্য এক ইহুদির কাছ থেকে ২০০০০ দিনারের বিনিময়ে মদিনার বীররুমা নামক একটি কূপ ক্রয় করে দান করেন। হযরত ওসমান (রা)-এর এ উদ্যোগ জনকল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। সুতরাং বলা যায়, সমশের উদ্দিন মসজিদের ব্যয়ভার বহনের ক্ষেত্রে হযরত ওসমান (রা) কে অনুসরণ করেছেন।

ঘ আর্তমানবতার সেবায় সমশের সাহেবের মতো মানুষদের ভূমিকা সমাজ উন্নয়ন এবং দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণে সহায়ক হবে।
ইসলাম মানবতা ও কল্যাণের ধর্ম। মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ইসলামের সকল বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। আর ইসলামের অনুসারীগণ এসব বিধান অনুসরণ করেই যুগে যুগে মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। রাসুল (স) থেকে শুরু করে চার খলিফার জীবন ছিল আর্তমানবতার সেবায় উৎসর্গকৃত। আর এ মহান ব্যক্তিদের ভূমিকায় একটি সুষ্ঠু, সুন্দর, সাবলীল, ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হয়েছে। উদ্দীপকের সমশের উদ্দিনও তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেকে মানবতার সেবায় উৎসর্গ করেছেন।
সমশের উদ্দিনের মতো সমাজের অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা যদি দরিদ্র-অসহায়দের কল্যাণে দান করতে উৎসাহী হন, তবে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে। সেই সাথে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হলে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) এক্ষেত্রে ধনীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তিনি সমাজ বিনির্মাণে অকাতরে সম্পদ ব্যয় করেছেন। ইসলামের খেদমতে তার বিপুল সম্পদ দান করে দিয়েছেন। ফলে ইসলামের প্রসার ও প্রচারে আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়েছে। অন্যদিকে মসজিদ, কূপ নির্মাণে তার অবদান মুসলমানদের ধর্মীয় কাজকে সহজসাধ্য করে দিয়েছে। ফলে মানুষের মধ্যে ধর্ম পালনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। উদ্দীপকের সমশের উদ্দিনও তার নীতি অনুসরণ করেছেন। এভাবে সমাজের বিত্তবান ও সম্পদশালীরা যদি ইসলামের সেবা ও মানুষের কল্যাণে সম্পদ ব্যয়ে আত্মনিয়োগ করেন; তবে দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নয়নমুখী ও কল্যাণধর্মী সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হবে।
পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে সমশের উদ্দিন যেভাবে সমাজে ভূমিকা রাখছেন, সমাজের প্রত্যেক বিত্তবানদের কর্তব্য সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সম্পদ ব্যয় করে সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন ▶ ৫ সাধুহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আল-আমীনের মৃত্যুর পর ইউনিয়নবাসী জনাব আসলামকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে তিনি অনেক সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। এ সময় কিছু ভণ্ডপির ও ইউনিয়নের কর দিতে অস্বীকারকারীগণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটান। কিন্তু চেয়ারম্যান আসলাম সাহেব অসীম সাহস ও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। বিশ্বস্ততার জন্য তাকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

[সকল বোর্ড ২০১৬]

ক. হযরত ওমর (রা) তার বিশাল সাম্রাজ্যকে কতটি প্রদেশে বিভক্ত করেন? ১
খ. মহানবি (স) কাকে এবং কেন সিদ্দিক উপাধি দিয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আসলাম সাহেবের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন খলিফার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত খলিফাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায় কি? মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওমর (রা) তার বিশাল সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন।

খ মিরাজের কথা সর্বপ্রথম বিশ্বাস করার জন্য মহানবি (স) হযরত আবু বকর (রা) কে 'সিদ্দিক' উপাধি দিয়েছিলেন।
হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন মহানবি (স)-এর একান্ত সহযোগী। তাই রাসুল (স)-এর নবুয়ত লাভের পর বয়স্ক পুরুষ হিসেবে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া রাসুল (স)-এর মেরাজ (আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের জন্য ঊর্ধ্বগমন) গমনের কথা হযরত আবু বকর (রা) সর্বপ্রথম নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেন। এসব কারণে মহানবি (স) তাঁকে 'সিদ্দিক' বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আসলাম সাহেবের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর সাদৃশ্য আছে।
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওফাতের (মৃত্যুবরণ) পর যে চারজন সাহাবি তাঁর প্রতিনিধিরূপে মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন তাদের মধ্যে আবু বকর (রা) একজন। তিনি ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রের

https://teachingbd24.com

কল্যাণের জন্য অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং সুষ্ঠুভাবে রাজ্যের শাসনকার্যাদি পরিচালনা করেছেন। এ দক্ষ রাষ্ট্র পরিচালকের বৈশিষ্ট্যটিই আসলাম সাহেবের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

সাধুহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আল-আমীনের মৃত্যুর পর ইউনিয়নবাসী আসলাম সাহেবকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। চেয়ারম্যান হয়ে তিনি অনেক সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। এ সময় কিছু ভণ্ডপির ও ইউনিয়নের কর অস্বীকারকারীগণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটান। কিন্তু জনাব আসলাম অসীম সাহস ও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। এছাড়া বিশ্বস্ততার জন্য তিনি বিশেষ উপাধিতে ভূষিত হন। হযরত আবু বকর (রা)-এর ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। মহানবি (স)-এর জীবনের শেষ দিকে এবং আবু বকর (রা)-এর ক্ষমতা গ্রহণের পর আসওয়াদ আনাসি, মুসায়লামা, তোলায়হা এবং সাজাহ নবুয়তের দাবি করে রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। কিন্তু তিনি বিশিষ্ট মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদদের সহায়তায় এদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। এছাড়া মহানবি (স)-এর মেরাজ গমনের ঘটনা তিনিই প্রথম বিশ্বাস করে সিদ্দিক উপাধিপ্রাপ্ত হন। এসব কারণে বলা যায়, আসলাম সাহেবের সাথে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, ইসলামের সেবায় কল্যাণধর্মী ভূমিকা রাখায় হযরত আবু বকর (রা) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়।

মহানবি (স)-এর মৃত্যুর পর তার প্রতিনিধি হয়ে হযরত আবু বকর (রা) মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহানবি (স)-এর যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধি। মহান আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামের একনিষ্ঠ সেবা করে তিনি ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি পান।

মহানবি (স)-এর ওফাতের পর মুসলমানদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছিল তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা দূর করে মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেন। রাসুল (স)-এর পবিত্র দেহ সমাহিতকরণ ও খলিফা নির্বাচনকেন্দ্রিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামকে রক্ষা করেন। ইসলামের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি নিয়ন্ত্রণহীন বিশৃঙ্খল জনগণকে সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় অনুশাসন পালনে বাধ্য করেন। তাছাড়া যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী বেদুইন গোত্রগুলোর (আবস ও জুবিয়ান) বিরুদ্ধে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইসলামি বিধান অনুযায়ী, তাদের যাকাত প্রদানে বাধ্য করেন। তিনি দীনকে (ইসলাম) সকল আদর্শের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করেন। ভণ্ডনবিদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে তিনি ইসলামের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আমির উল মুমেনীন (বিশ্বাসীদের নেতা) হিসেবে হযরত আবু বকর (রা) আরব ভূখণ্ড থেকে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ভণ্ডামি এবং অনৈসলামিক কার্যকলাপের মূলোৎপাটন করে ইসলামকে নিরাপদ করেন। এছাড়া তিনি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা পবিত্র কুরআনের বাণীগুলো সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে লিখে রাখার ব্যবস্থা করেন।

পরিশেষে বলা যায়, খিলাফত লাভের পর ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রের একনিষ্ঠ সেবা করে হযরত আবু বকর (রা) ইসলামি খেলাফতকে যেভাবে রক্ষা করেছেন, তাতে নিঃসন্দেহে তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়।

প্রশ্ন ▶৬ জনাব আলী আশরাফ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যে পূর্বের শাসকের নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরদের বরখাস্ত করেন। মুহিব নামক গভর্নর ব্যতীত সকল গভর্নর তার নির্দেশনার প্রতি সম্মান দেখান। তাছাড়া গভর্নর মুহিব সাহেব পূর্বের শাসনকর্তার সময়ে যেসব সরকারি সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন নতুন শাসনকর্তা তা রাজকোষে ফিরিয়ে নিলে উক্ত শাসনকর্তা ও গভর্নর মুহিবের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। *[সকল বোর্ড ২০১৬]*

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১

খ. দুমার মীমাংসা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংঘর্ষ দ্বারা তোমার পঠিত কোন সংঘর্ষের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংঘর্ষে খলিফার ব্যর্থতার ফলে ইসলামে গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬২৬ খ্রিষ্টাব্দে।

খ ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা)-এর সাথে আমির মুয়াবিয়ার সংঘর্ষের পরিসমাপ্তির জন্য যে সালিশির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেটাই 'দুমার মীমাংসা' নামে পরিচিতি।

সিফফিনের যুদ্ধের একপর্যায়ে হযরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করে নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত নেন। বিরোধ মীমাংসার জন্য আলী (রা) তার পক্ষে মুসা আল আশআরিক এবং মুয়াবিয়া আমর ইবন আল-আসকে প্রতিনিধি মনোনীত করেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিনিধিরা প্রত্যেকে ৪০০ জন লোকসহ ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী 'দুমাতুল জন্দল' নামক স্থানে হাজির হন। তবে এ সালিশি বৈঠকে মুয়াবিয়ার প্রতিনিধি আমর ইবন আল-আসের ধূর্ততার জন্য হযরত আলী (রা) খলিফা পদ থেকে অপসারিত হন। ঐতিহাসিক এ ঘটনাই 'দুমার মীমাংসা' নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংঘর্ষ দ্বারা আমার পঠিত সিফফিনের যুদ্ধের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতকাল ছিল আন্তঃবিপ্লব ও গোলযোগে পরিপূর্ণ। এ সময় হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই তিনটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এগুলোর মধ্যে সিফফিনের যুদ্ধ একটি। উদ্দীপকের বর্ণনায় এ যুদ্ধের ঘটনারই প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আলী আশরাফ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের শাসকের নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরদের বরখাস্ত করেন। গভর্নর মুহিব ব্যতীত সকলে তার নির্দেশনার প্রতি সম্মান দেখান। এছাড়া আলী আশরাফ মুহিবের সম্পত্তি রাজকোষে ফিরিয়ে নিলে আলী আশরাফ ও মুহিবের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সিফফিনের যুদ্ধের ক্ষেত্রেও এ ধরনের ঘটনা লক্ষণীয়। হযরত আলী (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে হযরত ওসমান (রা) এর সময়কার প্রাদেশিক গভর্নরদের অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন। সকল গভর্নর তার এ সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেও সিরিয়ার গভর্নর আমির মুয়াবিয়া এ সিদ্ধান্ত মানতে অনীহা প্রকাশ করেন। তিনি হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে দুর্নীতি করে রাজকোষের অর্থের মাধ্যমে বিপুল সম্পত্তির মালিক হন। হযরত আলী (রা) এসব সম্পত্তি পুনরায় রাজকোষে ফিরিয়ে নিলে মুয়াবিয়ার স্বার্থে আঘাত লাগে। ফলে তিনি আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এ খবর পেয়ে আলী (রা)-ও যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ফলে ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুলাই সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের সংঘর্ষ সিফফিনের যুদ্ধেরই ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ উক্ত সংঘর্ষে খলিফার ব্যর্থতার ফলে ইসলামে গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়— মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে জনাব আলী আশরাফের সিদ্ধান্তের প্রতি জনাব মুহিবের আনুগত্যহীনতা, তার সম্পত্তি রাজকোষে ফিরিয়ে আনা এবং এর জের ধরে যে সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে তা মূলত সিফফিনের যুদ্ধকেই ইঙ্গিত করে। এ যুদ্ধ ছিল ইসলামের সংহতি রক্ষা এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে ঘোর অমঙ্গলজনক। এ অমঙ্গলেরই একটি প্রতিচ্ছবি হলো গণতন্ত্রের অবসান এবং রাজতন্ত্রের সূচনা।

সিফফিনের যুদ্ধের পর ৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে আমির মুয়াবিয়া নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেন। অমীমাংসিত এ যুদ্ধে খলিফা আলী (রা)-এর সরলতার সুযোগ নিয়ে আমির মুয়াবিয়া দুমাতুল জন্দলে সালিশির আয়োজন করে ধূর্ততার মাধ্যমে নিজেকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করেন। ফলে গণতন্ত্র ও খিলাফতের অবসান ঘটে এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। সকল জনগণ শাসক ও শাসিত এ দু দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ যুদ্ধের ফলে শুধু আলী (রা)-এরই পরাজয় ঘটেনি বরং মহানবি (স)-এর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সূচনা হয়, যা ইসলামের মৌলিক আদর্শে আঘাত হানে। তাছাড়া মুয়াবিয়ার সাথে আলী পুত্র হাসানের সন্ধি অনুযায়ী আলী (রা)-এর দ্বিতীয় পুত্র হুসাইনের খলিফা নিযুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিজ পুত্র ইয়াজিদকে খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এভাবে নির্বাচনভিত্তিক খিলাফতকে উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্রে রূপান্তর করা হয়।

https://teachingbd24.com

পরিশেষে বলা যায়, সিফফিনের যুদ্ধে খলিফা আলীর দূরদর্শী চিন্তার অভাবে মুয়াবিয়া হঠকারিতা করার সুযোগ পায়। ফলে ইসলামের ভিত্তিমূল আলোড়িত হয় অর্থাৎ গণতন্ত্রের বিলোপ ঘটে। আর এটি রাজতন্ত্র উদ্ভবের পথ সহজ করে দিয়ে ইসলামকে শক্তিহীন করে দেয়।

প্রশ্ন ▶ ৭ রহিমা বিবি মিরপুর শাহ আলীর মাজারের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাস করে। সে মাজারের মান-মর্যাদা ও দান-দক্ষিণার মাধ্যমে প্রতিদিন মাজারের আয়-ইনকামের প্রাচুর্য দেখে নিজেই একটি মাজার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। সে নিজের ঘরের মধ্যে একটি মিথ্যা মাজার নির্মাণ করে লোভ-লালসা দিয়ে কিছু ভক্তশ্রেণিও তৈরি করে। বিষয়টি সরকারের নজরে এলে সরকার রহিমা বিবিকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে বলে। কিন্তু লোভের বশে সে তা অমান্য করে এবং সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে তোলে। তার প্ররোচনায় পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ীরাও সরকারকে ট্যাক্স প্রদানে বিরত থাকে। ফলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

ক. 'সিদ্দিক' কোন খলিফার উপাধি? ১

খ. হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা) কে প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করতে চাইলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ট্যাক্স প্রদানে বিরত থাকা ব্যবসায়ীদের সাথে মদিনার কোন সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রহিমা বিবির স্বার্থ ও ভণ্ডনবি সাজাহর স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা— বিষয়টি বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সিদ্দিক' হযরত আবু বকর (রা)-এর উপাধি।

খ বয়স, পদমর্যাদা ও ইসলাম প্রতিষ্ঠায় অবদানের কথা বিবেচনা করে হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বকর (রা) কে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করেন।

হযরত ওমর (রা) ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা) কে নির্বাচনের ব্যাপারে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন। আবু বকর (রা)-এর ইমামতিতে মহানবি (স)-এর কয়েকবার নামাজ আদায় করা, বয়োজ্যেষ্ঠতা, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, তাঁর প্রতি মহানবির (স) আস্থা প্রভৃতি বিবেচনা করে ওমর (রা) আবু বকর (রা) কে প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করার পক্ষে মত দেন।

গ উদ্দীপকে ট্যাক্স প্রদানে বিরত থাকা ব্যবসায়ীদের সাথে মদিনার ধনী ও সম্পদশালী আরববাসী, বিশেষ করে বেদুইনগণ এবং ভণ্ডনবি তোলায়হার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

জাকাত ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধানতম আয়ের উৎস এবং ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ। রাসুল (স)-এর মৃত্যুর পর ভণ্ডনবি তোলায়হার প্ররোচনায় ধনী ও সম্পদশালী আরববাসী, বিশেষ করে আরব বেদুইনগণ এই কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। পরিস্থিতির জটিলতা বিবেচনা করে আবু বকর (রা) কে অনেক সাহাবি আপাতত জাকাত মাফ করে বিদ্রোহীদের সাথে আপসের পরামর্শ দেন। খলিফা সাহাবিদের পরামর্শ এবং বিদ্রোহীদের আবেদন দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করলে, আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। খলিফা এই আন্দোলনকারীদের কঠোর হস্তে দমন করে জাকাত প্রদানে বাধ্য করেন। একইভাবে উদ্দীপকে যে সকল ব্যবসায়ী ট্যাক্স প্রদানে বিরত ছিল তাদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ট্যাক্স প্রদানে অস্বীকার করে জনগণ মূলত রাষ্ট্রের আইনকেই অস্বীকার করেছে, যেমন যাকাত অস্বীকারকারীরা ইসলামের মৌলিক বিধান অমান্য করেছিল। উভয় অপব্যাখ্যাকারীদের উদ্দেশ্য হলো স্বার্থ হাসিল। তবে সরকার কঠোর হাতে দমন করে উদ্দীপকে ভণ্ড পিরদের কর প্রদানে বাধ্য করে। ইসলামের ইতিহাসে এ ধরনের অস্বীকারকারীদের সাথে আবু বকরের শাসনামলের জাকাত অস্বীকারকারীদের সাদৃশ্য রয়েছে। সুতরাং ট্যাক্স প্রদানে বিরত থাকা গোষ্ঠী ও যাকাত অস্বীকারকারীরা স্বার্থ হাসিলে অভিন্ন দুটি সম্প্রদায়।

ঘ উদ্দীপকের রহিমা বিবির স্বার্থ ও ভণ্ডনবি সাজাহর স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা।

হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতের প্রথম দিকে অনেকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে নবি বলে দাবি করেন। ফলে সমগ্র আরবে খণ্ড বিপ্লব দেখা দেয়। মূলত ইসলাম প্রচারের অভাব, খাঁটি বিশ্বাসের অভাব, ইসলামের বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধাচরণ মদিনার প্রাধান্য অস্বীকার ও নবুয়তের প্রতি লোভের কারণেই অনেকে নিজেকে নবি বলে দাবি করেছিল। এদের মধ্যে সাজাহ ছিল অন্যতম। মূলত নবুয়তকে লাভজনক ব্যবসা ভেবে এবং নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্যই সাজাহ নিজেকে ভণ্ডনবি দাবি করে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তবে হযরত আবু বকর (রা)-এর সেনাপতি খালিদ কর্তৃক কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমন করা হয়।

সাজাহর মতো রহিমা বিবিও মাজারের আয়-ইনকামের প্রাচুর্য দেখে নিজেই মাজার নির্মাণ করে, যা ছিল প্রতারণায় ভরা। তাছাড়া মাজার নির্মাণ করে লোভ -লালসা দেখিয়ে সে কিছু ভক্তশ্রেণিও তৈরি করে। এর সাথে উদ্দীপকের রহিমা বিবির স্বার্থও জড়িত ছিল। খ্যাতি লাভের আশা মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। কিছু ভক্ত শ্রেণি তৈরি হওয়ায় রহিমা বিবি নিজেকে খ্যাতিমান ভেবে সরকারের নির্দেশ অমান্য করে। সাজাহ ছিলেন তার মতোই একজন নারী যে খ্যাতির আশায় নবুয়ত দাবি করে ঘৃণ্যতম কাজের অবতারণা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সাজাহ ও রহিমা বিবির কর্মকাণ্ড একই সূত্রে গাঁথা। কারণ লোভ, ব্যবসা, অজ্ঞতাই তাদেরকে অন্যায় কাজে প্ররোচিত করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ এটলাস নামক সমবায় সমিতির কলেবর বৃদ্ধি পেলে এটির সম্পদ-সম্পত্তিও অনেক গুণ বেড়ে যায়। ফলে পরিচালনা কর্তৃপক্ষ সমিতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের নিমিত্তে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। তাছাড়া সম্পদ-সম্পত্তি সংরক্ষণ ও লভ্যাংশ বিলি-বণ্টনের জন্য একটি আলাদা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে একটি ক্যাশ কাউন্টার স্থাপন করে। এই কার্যালয় সকল প্রকার মুনাফা সংগ্রহ করে কোষাগারে জমা রাখে এবং সদস্যদের মধ্যে তা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করে দেয়। *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

ক. ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী কোথায় স্থাপিত হয়? ১

খ. জিজিয়া কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে হযরত ওমর (রা)-এর কোন নীতি অনুসৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সমিতির সম্পদ-সম্পত্তি সংরক্ষণ ও বিলি-বণ্টনে হযরত ওমর (রা) প্রতিষ্ঠিত দিওয়ান ও বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লক্ষণীয়– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম রাজধানী মদিনায় স্থাপিত হয়।

খ জিজিয়া হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ওপর ধার্যকৃত নিরাপত্তা কর।

জিজিয়া মাথাপিছু হারে নির্ধারিত হয়ে থাকে। অমুসলিম নাগরিকরা জিজিয়া প্রদানের মাধ্যমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি পেত। জিজিয়া দেওয়ার বদৌলতে মুসলিম শাসকগণ অমুসলিম নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। তবে নারী, শিশু, বয়োবৃদ্ধ, উন্মাদ ও ধর্মীয় পুরোহিতরা এ কর হতে অব্যাহতি পেত।

গ উদ্দীপকের উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে হযরত ওমর (রা)-এর মজলিশ উস-শুরার নীতি অনুসৃত হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (স) ও হযরত আবু বকর (রা)-এর অনুকরণে হযরত ওমর (রা) মজলিস-উস-শুরা ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কারণ তিনি সব সময় বলতেন পরামর্শ ব্যতীত খিলাফত চলতে পারে না। এ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জনগণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং স্বচ্ছভাবে শাসনকার্যে পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করেন, যা মজলিস-উস-শুরা বা মন্ত্রণা পরিষদ নামে পরিচিত। এটি মজলিস-উস-খাস ও মজলিস-উস-আম এ দুটো ভাগে বিভক্ত ছিল। উদ্দীপকেও এ ধরনের পরিচালনা নীতি দেখা যায়।

এটলাস সমবায় সমিতির কলেবর বৃদ্ধি পেলে কর্তৃপক্ষ সম্পদ সংরক্ষণ ও বণ্টনের জন্য আলাদা বিভাগ গঠন করে। তাদের এ কাজটি ওমর (রা)-এর প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে মজলিস-উস-শুরা গঠনের মতোই। সময়ের সাথে সাথে ওমর (রা)-এর খিলাফত অর্ধজাহান পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এত বড় খিলাফত পরিচালনার তাগিদেই তিনি আলাদাভাবে শক্তিশালী বিচার বিভাগ গঠন করেন। ভিন্ন ক্ষেত্র হলেও এটলাস সমিতি ওমর (রা)-এর ন্যায় নীতি গ্রহণ করেছে। সুতরাং, উদ্দীপকে ওমর (রা)-এর মজলিস-উস-শুরা গঠনের নীতি অনুসৃত হয়েছে।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে সমিতির সংরক্ষণ ও বিলি-বণ্টনে হযরত ওমর (রা) প্রতিষ্ঠিত দিওয়ান ও বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লক্ষণীয়।
বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) এর পুনর্গঠন খলিফা হযরত ওমরের (রা) একটি শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। ওমর (রা) আব্দুল্লাহ বিন আকরামকে প্রধান কোষাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করে মদিনায় বায়তুল মালের সংস্কার ও পুনর্গঠন করেন। সেখানে প্রদেশ হতে প্রেরিত উদ্বৃত্ত অর্থ জমা থাকত। ঐ কোষাগার পাহারার জন্য অস্ত্র সজ্জিত প্রহরীও নিযুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া খিলাফতের আয় বৃদ্ধি করার সাথে সাথে খলিফা দিওয়ান-উল খারাজ নামে একটি নতুন রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এর কাজ ছিল রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ রক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় খরচ নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা।
উদ্দীপকেও এ ধরনের অর্থ সংগ্রহের বিষয়টি অর্থ বিভাগ রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটলাস সমিতি এ বিভাগ সংস্কারের মাধ্যমে সমিতিকে আর ও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে। এটি ওমর (রা)-এর দিওয়ান উল খারাজ ও বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠার অনুরূপ। ওমর (রা)-এর এ ব্যবস্থা রাষ্ট্র সম্পদের অপচয়ের হাত থেকে যেমন রক্ষা পেত, তেমনি সঠিক বণ্টন নিশ্চিত হতো। একইভাবে এটলাস সমিতিও সম্পদ সংরক্ষণ ও বিলি বণ্টনের নিশ্চয়তার জন্য আলাদা বিভাগ ও ক্যাশ কাউন্টার চালু করে।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, এটলাস সমিতি ওমর (রা)-এর দিওয়ান ও বাইতুল মাল গঠনের নীতিই অনুসরণ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৯ 'ক' নামক একজন শাসক ক্ষমতায় এসেই সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বরখাস্ত করে তাদের স্থলে নতুন শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। 'গ' নামক শাসনকর্তা ব্যতীত সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তা 'ক' শাসকের আদেশ পালন করেন। 'গ' নামক প্রাদেশিক শাসনকর্তার সাথে 'ক' শাসকের সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সংঘর্ষের ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. আরবদের প্রধান খাদ্য কী? ১
খ. হযরত ওমর (রা) আবু বকর (রা) কে কেন নির্বাচিত করেন? ২
গ. উদ্দীপকের 'ক' ও 'গ' এর মধ্যে সংঘর্ষ খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের কোন সংঘর্ষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর তোমার পঠিত সংঘর্ষ পরবর্তী ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবদের প্রধান খাদ্য খেজুর।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের 'ক' ও 'গ' এর মধ্যকার সংঘর্ষ খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার মধ্যকার সংঘর্ষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
হযরত আলী (রা) এর খিলাফতকাল ছিল আন্তঃবিপ্লব ও গোলযোগে পরিপূর্ণ। এ সময় হযরত ওসমান (রা) এর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই তিনটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এগুলোর মধ্যে সিফফিনের যুদ্ধ একটি। উদ্দীপকের বর্ণনায় এ যুদ্ধের ঘটনারই প্রতিফলন ঘটেছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের শাসকের নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরদের বরখাস্ত করেন। গভর্নর 'গ' ব্যতীত সকলে তার নির্দেশনার প্রতি সম্মান দেখান। এছাড়া 'ক' 'গ' এর সম্পত্তি রাজকোষে ফিরিয়ে নিলে 'ক' ও 'গ'-এর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সিফফিনের যুদ্ধের ক্ষেত্রেও এ ধরনের ঘটনা লক্ষণীয়। হযরত আলী (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে হযরত ওসমান (রা) এর সময়কার প্রাদেশিক গভর্নরদের অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন। সকল গভর্নর তার এ সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেও সিরিয়ার গভর্নর আমির মুয়াবিয়া এ সিদ্ধান্ত মানতে অনীহা প্রকাশ করেন। তিনি হযরত ওসমান (রা) এর খিলাফতকালে দুর্নীতি করে রাজকোষের অর্থের মাধ্যমে বিপুল সম্পত্তির মালিক হন। হযরত আলী (রা) এসব সম্পত্তি পুনরায় রাজকোষে ফিরিয়ে নিলে মুয়াবিয়ার স্বার্থে আঘাত লাগে। ফলে তিনি আলী (রা) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এ খবর পেয়ে আলী (রা)ও যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ফলে ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুলাই সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের সংঘর্ষ সিফফিনের যুদ্ধেরই ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি সিফফিনের যুদ্ধের ঘটনা পরবর্তী ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের সূচনা হয়।
উদ্দীপকে জনাব 'ক' সিদ্ধান্তের প্রতি জনাব 'গ'-এর আনুগত্যহীনতা, তার সম্পত্তি রাজকোষে ফিরিয়ে আনা এবং এর জের ধরে যে সংঘর্ষের কথা বলা হয়েছে তা মূলত সিফফিনের যুদ্ধকেই ইঙ্গিত করে। এ যুদ্ধ ছিল ইসলামের সংহতি রক্ষা এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির পক্ষে ঘোর অমঙ্গলজনক। এ অমঙ্গলেরই একটি প্রতিচ্ছবি হলো গণতন্ত্রের অবসান এবং রাজতন্ত্রের সূচনা।
সিফফিনের যুদ্ধের পর ৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে আমির মুয়াবিয়া নিজেকে আনুষ্ঠানিকভাবে খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেন। অমীমাংসিত এ যুদ্ধে খলিফা আলী (রা)-এর সরলতার সুযোগ নিয়ে আমির মুয়াবিয়া দুমাতুল জন্দলে সালিশির আয়োজন করে ধূর্ততার মাধ্যমে নিজেকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করেন। ফলে গণতন্ত্র ও খিলাফতের অবসান ঘটে এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়। সকল জনগণ শাসক ও শাসিত এ দু দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ যুদ্ধের ফলে শুধু আলী (রা)-এরই পরাজয় ঘটেনি বরং মহানবি (স)-এর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সূচনা হয়, যা ইসলামের মৌলিক আদর্শে আঘাত হানে। তাছাড়া মুয়াবিয়ার সাথে আলী পুত্র হাসানের সন্ধি অনুযায়ী আলী (রা)-এর দ্বিতীয় পুত্র হুসাইনের খলিফা নিযুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিজ পুত্র ইয়াজিদকে খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এভাবে নির্বাচনভিত্তিক খিলাফতকে উত্তরাধিকারভিত্তিক সালতানাতে রূপান্তর করা হয়।
পরিশেষে বলা যায়, সিফফিনের যুদ্ধে খলিফা আলীর (রা) দূরদর্শী চিন্তার অভাবে মুয়াবিয়া হঠকারিতা করার সুযোগ পায়। ফলে ইসলামের ভিত্তিমূল আলোড়িত হয় অর্থাৎ গণতন্ত্রের বিলোপ ঘটে। আর এটি রাজতন্ত্র উদ্ভবের পথ সহজ করে দিয়ে ইসলামকে শক্তিহীন করে দেয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ শাহমাকদুমের মাজার একটি প্রসিদ্ধ মাজার। মাজারের মান মর্যাদা ও দান-দক্ষিণার মাধ্যমে প্রচুর আয় ইত্যাদি দেখে কয়েকজন ভন্ডপির মাজার নির্মাণ করে। লোভ-লালসা দিয়ে একদল ভক্ত শ্রেণিও তৈরি করে। একজন ভন্ডপিরের পরামর্শে ব্যবসায়ীরা সরকারকে কর দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ভন্ডপিরদের মধ্যে একজন করিমন বিবি নামে মহিলাও ছিলেন। সরকার তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে বলে। কিন্তু লোভের বসে তারা তা অমান্য করে ও সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে তোলে। পরবর্তীতে সরকার ভন্ডপিরদের শক্ত হাতে দমন করে। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর হিজরতের সফরসঙ্গী কে ছিলেন? ১
খ. খুলাফায়ে রাশেদিন বলতে কী বোঝ? ২
গ. কর প্রদানে বিরত থাকা ব্যবসায়ীদের সাথে মদিনার কোন সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. করিমন বিবির স্বার্থ ও ভন্ডনবি সাজাহ এর স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা— বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত মুহাম্মদ (স)-এর হিজরতের সফরসঙ্গী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা)।

খ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইন্তেকালের পর যে চারজন সাহাবি তাঁর প্রতিনিধিরূপে আরব রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজের সর্বাধিনায়কত্ব করে গেছেন, তাঁরাই মুসলিম জাহানের ইতিহাসে 'খুলাফায়ে রাশেদিন' নামে পরিচিত।
খুলাফায়ে রাশেদিনের চার জন খলিফা হলেন- হযরত আবু বকর (রা) হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)। তারা আল্লাহ ও রাসুল (স) নির্দেশিত পথ অনুসারে খিলাফত পরিচালনা করেছেন বলে তাঁদেরকে খুলাফায়ে রাশেদিন বা সত্য বা ন্যায়পথগামী বলা হয়।

গ সৃজনশীল ৭ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৭ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১১ মুর সম্প্রদায়ের দলনেতা আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি তার কোনো উত্তরাধিকারী মনোনীত করেননি। দলনেতা নির্বাচন নিয়ে গোত্রের লোকদের মধ্যে সংঘাত দেখা দিলো। দলের বয়োজ্যেষ্ঠ সাদাব জ্ঞানী মানুষ হিসেবে সকলের শ্রদ্ধেয়। মৃত দলনেতার বিশেষ আস্থাভাজন ছিলেন তিনি। আকিব বললেন, আমাদের নেতা হবেন সাদাব। সকলে তার কথা মেনে নিল। আসন্ন সংঘাত থেকে মুর সম্প্রদায় রক্ষা পেল। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

ক. কাদেসিয়ার যুদ্ধ কতো দিনব্যাপী সংঘটিত হয়েছিল? ১

খ. বায়তুল মাল কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সঙ্গে মিল রয়েছে তোমার পঠিত কোন ঘটনার? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনা আসন্ন সংঘাত থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করে ছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাদেসিয়ায় যুদ্ধ তিন দিনব্যাপী সংঘটিত হয়েছিল।

খ বায়তুল মাল বলতে ইসলামি রাষ্ট্রের সরকারি কোষাগারকে বোঝায়।

ইসলামি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের সমস্ত অর্থ এক স্থানে জমা থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনায় এ অর্থ ব্যয় করা হয়। রাষ্ট্রের বাৎসরিক ব্যয় ভার নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ গরিবদের মাঝে বণ্টন করা হয়। রাষ্ট্রের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এ সম্পদের ওপর নির্ভর করে। এ ধরনের রাষ্ট্রীয় কোষাগারই বায়তুল মাল নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনার সাথে হযরত আবু বকর (রা)-এর খলিফা নির্বাচিত হওয়ার মিল পরিলক্ষিত হয়।

মহানবী (স)-এর ওফাতের পর মুসলিম জগতে এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। কারণ মহানবি (স) কাউকে খলিফা নির্বাচিত করে যাননি। তিনি খলিফা বা প্রতিনিধি নির্বাচনের দায়িত্ব সমস্ত মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত করে যান। এমতাবস্থায় খলিফা নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন গোত্র ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে। যার ফলে এক ভয়াবহ ও সংশয়পূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তবে অনেক বাক-বিতণ্ডার পরে শেষ হযরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন। উদ্দীপকেও এরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মুর সম্প্রদায়ের দলনেতার হঠাৎ মৃত্যুতে গোত্রদ্বয়ের মধ্যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। জ্ঞানী ও বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে সাদাব সকলের কাছে সম্মানিত বলে পরিচিত ছিল। তাই আকিব নামক অন্য একজন ব্যক্তি সাদাবকে নেতা ঘোষণা করেন এবং সকলে তাকে দলনেতা হিসেবে মেনে নেয়। অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শাহাদাতের পর মুসলিম সাম্রাজ্যে এক সঙ্কটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কেননা মহানবি (স) কোন উত্তরাধিকারী মনোনীত করেননি। ফলে খিলাফতকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। এ সময় বিভিন্ন গোত্রগুলো নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শেখ তথা নেতাকে খলিফা নির্বাচনের দাবি জানায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মুসলিম জাহান যখন খলিফা নির্বাচনে দ্বিধান্বিত তখন হযরত উমর (রা) খলিফা হিসেবে আবু বকর (রা) সমর্থনে জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং আরবদের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আবু বকর (রা) হাত চুম্বন করে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার সাথে সাথে সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আবু বকর (রা)কে খলিফা হিসেবে স্বীকার করেন। উদ্দীপকে এ ঘটনারই প্রতিফলন দেখা যায়।

ঘ মহানবি (স)-এর শাহাদাতের পর খলিফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিম জাহানে যে চরম সংঘাতের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল তা আবু বকর (রা)-এর খলিফা নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে দূরীভূত হয়।

মহানবি (স) ছিলেন গণতন্ত্রের একজন প্রবক্তা। যার ফলে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর খিলাফতকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহের মধ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে আসন্ন দ্বন্দ্বের আশঙ্কা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় হযরত ওমর (রা) জোরালো সমর্থন এবং আরব প্রথানুযায়ী আবু বকর (রা)-এর হাত চুম্বনের মাধ্যমে তাকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। উদ্দীপকে এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত মুর সম্প্রদায়ের দলনেতার আকস্মিক মৃত্যুতে উত্তরাধিকারী নিয়ে গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সাদাব নেতা নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি শান্ত হয়। অনুরূপভাবে মুসলিম উম্মাহ মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়। কারণ গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহানবি (স) খলিফা নির্বাচনের ভার মুসলিম উম্মাহর ওপর দিয়ে যান। তাই নেতা নির্বাচন নিয়ে এ সময় এক ভয়ঙ্কর অবস্থা সৃষ্টি হয়।

পি. কে. হিট্টি বলেন, 'খিলাফত প্রশ্নই ছিল ইসলামের প্রথম সমস্যা এটি অদ্যাবধিই একটি জীবন্ত সমস্যা।' খলিফা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ সাকিফা বানি সাদিয়া' নামক স্থানে মিলিত হন। এখানে খলিফা নির্বাচনের প্রশ্নে চারটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। তারা নিজেদের পক্ষের লোকদের সমর্থনে কথা বলেন। অনেক বাক-বিতণ্ডার পরে উমর (রা) বয়োজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানী ও ইসলামে জন্য নিবেদিত প্রাণ হিসেবে আবু বকর (রা)-এর হাত চুম্বনের মাধ্যমে তার আনুগত্য স্বীকার করেন। ফলে সবাই আবু বকর (রা)-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আবু বকর (রা) অত্যন্ত সংকটময় মুহূর্তে মুসলিম সাম্রাজ্যের নেতা নির্বাচিত হন। খিলাফতকে কেন্দ্র করে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল আবু বকর (রা)-এর নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এটি না হলে ইসলামের বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া অনিশ্চিত হয়ে যেত।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হয়ে অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

প্রশ্ন ▶ ১২ মাওলানা আহম্মদ উল্লাহ সাহেব অনেক কষ্ট করে তার জনপদের লোকজনকে সুন্দর ও সঠিক পথে আনায়ন করেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা পুনরায় অসৎ পথে ফিরে যায়। এমতাবস্থায়, তার পরবর্তী শিষ্য তাদের দমন করেন এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

ক. ভণ্ডনবিদের নেতা কে ছিলেন? ১

খ. কাকে এবং কেন 'সিদ্দিক' বলা হতো? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? লিখ। ৩

ঘ. শিষ্য কীভাবে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভণ্ডনবিদের নেতা ছিলেন মুসায়লামা।

খ সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্থতার জন্য হযরত আবু বকর (রা) কে 'সিদ্দিক' বলা হতো।

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন মহানবি (স) এর একান্ত অনুগত। মহানিব (স) সব কিছুতেই তার ছিল অগাধ বিশ্বাস এবং তার সমস্ত কথাই আব বকর (রা) অকপটে বিশ্বাস করতেন। মহানিব (স) মিরাজ গমনের কথা শুনা মাত্রই তিনি সন্ধিহানভাবে বিশ্বাস করেন। তিনিই সর্ব প্রথম মহানিব (স)-এর মিরাজের ঘটনা বিশ্বাস করেন। এ জন্য মুহাম্মদ (স) তার উপাধি দেন 'সিদ্দিক' বা বিশ্বাসী। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আবু বকর (রা) কে সিদ্দিক বলা হতো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটেছে।

হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা ও একনিষ্ঠ সেবক। মহানবি (স)-এর নবুয়ত লাভের পর বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর খিলাফতকালে ইসলামের বিরুদ্ধে অনেকে আন্দোলন শুরু করে, যা ছিল ইসলাম ধর্মের জন্য ক্ষতিকর। তবে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ গুলো নিরসন করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, একজন মহাপুরুষের পরলোকগমনের পর তার একজন সাথীকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়। এ সময় তিনি অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হলেও যোগ্যতার সাথে তা সমাধান করেন। অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (স) এর মৃত্যুর পর আরবের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন সংকটাপন্ন সেই সময় হযরত আবু বকর (রা) ইসলামি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন স্বধর্মত্যাগী, যাকাত বিরোধীদের বিদ্রোহ, রোমান ও পারসিক সাম্রাজ্যদ্বয়ের ইসলাম বিরোধী তৎপরতায় আরব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন প্রায় ছিল। আবু বকর (রা) তার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার দ্বারা ইসলামি সাম্রাজ্যকে এ সকল বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। উদ্দীপকে হযরত আবু বকর (রা)-এর এ বিচক্ষণ কার্যাবলিরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের ন্যায় হযরত আবু বকর (রা) ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের দমনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মহানবী (স)-এর ওফাতের পর নবদীক্ষিত আরববাসীর অধিকাংশই ইসলাম পরিত্যাগ করে বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে যেতে থাকে। এই সুযোগে আসওয়াদ, আনাসি, মুসায়লামা, তোলায়হা ও সাজাহসহ বেশ কয়েকজন ভণ্ডনবির আর্বিভাব হয়। হযরত আবু বকর (রা) এ সমস্ত স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আবার অনেক গোত্র যাকাত প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র চরম সংকটজনক পরিস্থিতিতে নিপতিত হয়। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। উদ্দীপকেও এরূপ ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে আহম্মদ সাহেবের মৃত্যুর পর জনপদের লোকের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। তারা পুনরায় অসৎ পথে ফিরে যায়। এই পরিস্থিতিতে তার এক শিষ্য তাদের দমন করে সমাজে শান্তি আনয়ন করেন। অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর (রা) ও ইসলামি রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের বিদ্রোহের ফলে ইসলামে চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়ে ছিল। সে মুহূর্তে যদি আবু বকর (রা) তাদের দমন করতে ব্যর্থ হতেন তাহলে তারা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করত এবং ইসলামি রাষ্ট্রকে বিলীন করে দিত। কিন্তু আবু বকর (রা) দৃঢ়সংকল্প, গভীর আত্মপ্রত্যয় ও অনমনীয় মনোভাবের মাধ্যমে ভণ্ডনবিদের দুরভিসন্ধি ধূলিসাৎ করে দেন। ফলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপযুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের দমনের মাধ্যমে উদ্দীপকের ন্যায় আবু বকর (রা)ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

প্রশ্ন ▶ ১৩ গত নির্বাচনে জনাব এনায়েতুল্লাহ মজুমদার পেরিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি শাসনকার্যে জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি তার পরিষদের সদস্য ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভা গঠন করেন। এর ফলে শাসনকার্যে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটতে থাকে।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]

ক. হযরত ওমর (রা) কতো খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ১

খ. বায়তুল মাল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? লিখ। ৩

ঘ. ঐ আমলের গণতন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওমর (রা) ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

খ সৃজনশীল ১১ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৮ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ হযরত ওমর (রা)-এর শাসনকাল ছিল আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি।

হযরত ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থা ছিল গণতান্ত্রিক, তার চোখে সকল প্রজা সমান ছিল। ধনী-গরিব, মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষের কোনো প্রকার পার্থক্য তিনি করতেন না। তিনি সকলকে অপরাধী আর নির্দোষ এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতেন। অপরাধী হওয়ার কারণে কোনো মুসলমান তার আত্মীয় হলেও তার রক্ষা ছিল না, শাস্তি তাতে পেতেই হতো।

ওমর (রা) নিজেকে একজন সাধারণ মানুষের মর্যাদাই দিতেন। খলিফা হওয়ার দাম্ভিকতা তার মাঝে ছিল না। তিনি সকলের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। গণতন্ত্রের অন্যতম দিক হলো—জনগণের মতামতের প্রাধান্য এবং স্বাধীন বিচারব্যবস্থা। তিনি খলিফা হওয়ার কারণে স্বেচ্ছাচারী কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে তিনি শাসন পরিচালনা করতেন। বিচারব্যবস্থা ছিল স্বাধীন। এই বিচারব্যবস্থায় তিনি কারও প্রতি অনুরাগ কিংবা বিরাগ প্রকাশ করতেন না।

ওমর (রা) নিজেকে কখনই সকল ভুলের উর্ধ্বে মনে করতেন না। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলে অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ নাগপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হয়ে জনাব কফিল সাহেব কাউন্সিলরদের সাথে কোন একটি বিষয় নিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করায় বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য সালিশি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকটিতে 'ক' ও 'খ' যথাক্রমে মেয়র ও কাউন্সিলদের প্রতিনিধি মনোনীত হন। কিন্তু 'ক' এর সরলতা ও 'খ' এর ধূর্ততার কারণে সালিশির রায়টি মেয়র পক্ষের লোকদের মনঃপুত হয়নি। মেয়র মীমাংসটি মেনে নিলেও তার দলের একটি অংশ তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তার দলত্যাগ করে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. উশর কোন ধরনের কর ব্যবস্থার নাম? ১

খ. শিয়া কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সালিশি বৈঠকটির সঙ্গে খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলের কোন ঘটনাটির সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ মীমাংসা বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি করে— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উশর হলো মুসলমানদের দেয়া ভূমি কর ব্যবস্থার নাম।

খ ইসলামের ইতিহাসে 'শিয়া' বলতে মহানবি (স)-এর জামাতা আলী (রা)-এর সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠিত দলকেই বোঝায়।

'শিয়া' হচ্ছে সেই গোষ্ঠী যারা একমাত্র মহানবি (স)-এর গোত্রভুক্ত। বিশেষ করে মুহম্মদ (স)-এর কন্যা ফাতিমা এবং তার স্বামী আলীর অনুসারী। ইসলামে 'খিলাফত' ও 'ইমামত' প্রশ্নে যে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা হযরত আলী (রা) কে সমর্থন করে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল তারাই 'শিয়া'।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সালিশি বৈঠকটির সঙ্গে খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলের দুমার মীমাংসা ঘটনাটির সাদৃশ্য রয়েছে।

সিফফিনের যুদ্ধ বন্ধের পর বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়ার পক্ষ হতে একজন করে সালিশ বা মধ্যস্থ ব্যক্তি নিযুক্ত হন। আলী (রা)-এর পক্ষে আবু মুসা আল আশারি এবং মুয়াবিয়ার পক্ষে আমর ইবনুল আসকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে মদিনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী দুমাতুল জন্দল নামক স্থানে সালিশি মজলিস বসে। আমর আবু মুসাকে বোঝালেন যে, ইসলামের স্বার্থে আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কে অপসারণ করতে হবে। কথা অনুযায়ী প্রথমে আবু মুসা বেদির ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, আমি খিলাফত হতে আলীকে পদচ্যুত করলাম। এরপর আমর দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি আলী (রা) এর পদচ্যুতি অনুমোদন করলাম এবং তদস্থলে মুয়াবিয়াকে নিযুক্ত করলাম। এ সালিশির রায়ে, খলিফার সমর্থকগণ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল। হযরত আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীর একটি অংশ যুদ্ধ বিরতিতে রাজি ছিল না। তারা সালিশির রায়ে অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত আলীর দল ত্যাগ করেন।

উদ্দীপকে 'ক' এর সরলতার কারণে মীমাংসাটি যেমন মেয়রের পক্ষের লোকদের বিপক্ষে যায়, ঠিক একইভাবে দুমার মীমাংসার ক্ষেত্রেও মীমাংসাটির রায়ও অন্যায়ভাবে আলী (রা)-এর বিপক্ষে চলে যায়। সত্যিকার জনপ্রতিনিধির ক্ষেত্রে, কোনো সিদ্ধান্ত বিপক্ষে গেলেও বৃহৎ স্বার্থে সে তা মেনে নেয়। কিন্তু সমর্থকরা অন্যায় সিদ্ধান্ত না মেনে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। আলী (রা) ক্ষেত্রে খারিজি উদ্ভব এবং উদ্দীপকে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অবস্থান সে বিষয়টির ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং, উদ্দীপকের সাথে দুমার বৈঠকের খারিজি উদ্ভবের মিল রয়েছে।

ঘ দুমার মীমাংসার মতো ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি করে।

দুমাতুল জন্দলের রায় প্রহসনে রূপ নেয়। হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা) স্ব-স্ব পদে বহাল থাকেন। হযরত আলী (রা) এর সমর্থকগণ শিয়া ও খারেজি এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। শিয়াগণ হযরত আলী (রা)কে অন্ধভাবে অনুসরণ করে এবং খারেজিগণ দু'মাতুল জন্দলের রায়কে বাতিল করে পুনরায় মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানান। হযরত আলী (রা) যুদ্ধ করতে সম্মত না হলে খারেজিগণ তাকে অস্বীকার করে। এভাবে খারেজি নামে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি হয়।

https://teachingbd24.com

খারেজিরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মতবাদ প্রদান করায় তাদের মাঝে কতকগুলো দলের সৃষ্টি হয়েছিল। এ দলগুলো হচ্ছে নাফি-আজরাক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আজরাকি সম্প্রদায়, নাজদ বিন-আমর প্রতিষ্ঠিত নাজদিয়া সম্প্রদায়, আবদুল্লাহ ইবনে ইবাদ প্রতিষ্ঠিত ইবাদিয়া সম্প্রদায় এবং জায়েদ-বিন-আফসার প্রতিষ্ঠিত সাফারিয়া সম্প্রদায়। অন্যদিকে দুমাতুল জন্দলের সালিশে আলী (রা) সাথে প্রতারণা করে মুয়াবিয়াকে জয়ী ঘোষণা করলে শিয়াদের উদ্ভব হয়। হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় শিয়াদের উৎপত্তি ঘটলেও হযরত আলী খারেজিদের দ্বারা নিহত হওয়ার পর 'শিয়ারা একটি সাংগঠনিক রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ইমামতের প্রশ্নে শিয়ারা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ায় শিয়াদের মধ্যে কতগুলো উপদলের সৃষ্টি হয়েছিল। এ সময় শিয়াদের মধ্যে তিনটি দল দেখা যায়। যথা– ইসনা আশারিয়া, ইসমাইলিয়া ও জায়েদিয়া।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকের ন্যায় ত্রুটিপূর্ণ মীমাংসা মুসলিম দলের ঐক্য ব্যাহত করে নানা উপদলের জন্ম দেয়।

প্রশ্ন ▶ ১৫ কালুবাবার মাজারের সুনাম ও সুখ্যাতিকে অবলম্বন করে কতিপয় ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তি নিজেদের এলাকায় আস্তানা তৈরি করে নিজেদের পির বলে আখ্যায়িত করে। তারা মানুষের সরলতা ও অশিক্ষাকে পুঁজি করে ধর্ম ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে মাজার কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে তাদের দমন করে মাজারের পবিত্রতা ও সুনাম ফিরিয়ে আনে।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]

ক. শুরা শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? ১

খ. স্ব-ধর্মত্যাগী আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্ম ব্যবসায়ীদের দমন আবু বকরের কর্মকাণ্ডের সাথে যে বিষয়টির মিল খুঁজে পাওয়া যায় তার স্বরূপ বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপ শিশু ইসলামি রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলম- মূল্যায়ন করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শুরা শব্দের আভিধানিক অর্থ পরামর্শ।

খ স্ব-ধর্মত্যাগী আন্দোলন বলতে ভণ্ডনবিদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা)-এর পরিচালিত যুদ্ধকে বোঝায়।

মহানবি (স)-এর পরলোকগমনের পর গোত্রের পর গোত্র ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে তাদের পূর্বের ধর্মে ফিরে যেতে থাকে। এছাড়া এসময় কিছু সংখ্যক গোত্রপ্রধান নবুয়তলাভকে একটি লাভজনক পেশা মনে করে নিজেদেরকে নবি ঘোষণা করে। এদের মিথ্যা বক্তব্যে সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও ইসলাম ধর্মের নেতৃত্ব নিয়ে চরম সংকট তৈরি হয়। এই চরম সংকটময় মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে এসব ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এ যুদ্ধই ইসলামের ইতিহাসে রিদ্দার যুদ্ধ বলে খ্যাত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্ম ব্যবসায়ীদের দমনের সাথে আবু বকর (রা)-এর যুদ্ধের মাধ্যমে স্বধর্মত্যাগীদের দমনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

হজরত মুহম্মদ (স)-এর জীবনের শেষদিকে আরবের বিভিন্ন অংশে কতিপয় ভণ্ড বা নকল নবির আবির্ভাব ঘটে নবুয়তপ্রাপ্তিকে তারা লাভজনক মনে করেই নিজেদেরকে নবি হিসেবে দাবি করে। মহানবি (স) এর মৃত্যুর সংবাদে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ইসলামের বিনাশ সাধনে তৎপর হয়। হজরত আবু বকর (রা) স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। মাজার কর্তৃপক্ষ উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে তাদের দমন করেন এবং মাজারের পবিত্রতা ও সুনাম ফিরিয়ে আনেন। একইভাবে আবু বকর (রা)ও ভণ্ডনবিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের দমন করেন।

আবু বকর (রা) মদিনায় সৈন্যদল সংগ্রহ করে তাদেরকে মোট ১১টি ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটি সৈন্যদলকে একজন অভিজ্ঞ সেনাপতির অধীনে ন্যস্ত করে আরবদের বিভিন্ন অংশে পাঠান। তিনি প্রথমে রণকুশালি খালিদ-বিন ওয়ালিদকে তোলায়হা এবং পরে মালিক বিন নোবায়রার বিরুদ্ধে পাঠান। ইকরাম বিন আবি জেহেলকে মুসায়লামার বিরুদ্ধে পাঠান। সুরাহবিলকে ইকরামার সাহায্যে পাঠান। মোজাহির-বিন-আবি উমাইয়াকে ইয়েমেন এবং হাজরামাউত বিজয়ে পাঠান। তার একদল বাহিনীকে তিনি সিরিয়া সীমান্ত প্রহরার জন্য পাঠান। এছাড়া তিনি আম্মান ওমাহরাব বিদ্রোহ দমন। কাজাগোত্রের বিদ্রোহ দমন, বনু সালাম ও হাউয়াবিন গোত্রকে দমণ ও অন্যান্যদের দমনে সেনাবাহিনী পাঠান। বিনা যুদ্ধেই অনেকেই খলিফার নিকট আত্মসমর্পণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আর যারা তা অস্বীকার করে পূর্ববর্তী মতে দৃঢ় থেকে আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের দমন করেন।

ঘ উল্লিখিত পদক্ষেপ অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে স্বধর্মত্যাগীদের দমন বা রিদ্দার যুদ্ধ শিশু ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

মাজার কর্তৃপক্ষ যেভাবে ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে মাজারের সুনাম ও সুখ্যাতি ফিরিয়ে আনেন ঠিক একইভাবে আবু বকর (রা) রিদ্দার যুদ্ধের, মাধ্যমে শিশু ইসলামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে।

হজরত আবু বকর (রা) স্বধর্মত্যাগীদের সকল চক্রান্ত ধূলিসাৎ করে ইসলামি রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বজায় রাখতে সক্ষম হন। রিদ্দা যুদ্ধে জয় লাভ করে মুসলমানরা শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয়, বহির্বিশ্বেও ইসলাম প্রচার করার সুযোগ লাভ করে।

রিদ্দা যুদ্ধে মুসলমানদের জয় লাভের ফলে আরব হতে পৌত্তলিকতা চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং সমগ্র আরবে আল্লাহর একত্ববাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রিদ্দা যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইসলামি রাষ্ট্র ধ্বংসের হাত হতে চিরদিনের মতো রক্ষা পায় এবং মুসলমানদের শক্তি ও শৃঙ্খলার কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মদিনা রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হতে রক্ষা পায় এবং মুসলিম জাতি নব বলে বলীয়ান হয়। রিদ্দার যুদ্ধের সময় পারসিক ও আরবের বিদ্রোহী গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছিল। কাজেই যুদ্ধ প্রশমিত হলে আবু বকর (রা) তাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। এরই ফলশ্রুতিতে পরবর্তী খলিফা ওমরের খিলাফতকালে সমগ্র পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়। এ যুদ্ধে জয় লাভের ফলে ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের পথ বেড়ে যায়। বিভিন্ন গোত্র সম্প্রদায়ের নিকট হতে যাকাত সংগৃহীত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়। ইসলাম সম্বন্ধে মুসলমানদের সন্দেহের অবসান হয় এবং তাদের মনে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আশার আলোর সঞ্চয় হয়।

পরিশেষে বলা যায়, হজরত আবু বকর (রা) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ শিশু ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৬ দিল্লীর বাদশাহ নাসিরউদ্দিন ছিলেন একজন প্রজারঞ্জক শাসক। তিনি রাত্রে ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা দেখতেন। কখনও নিজে আটার বস্তা দরিদ্র প্রজার ঘরে পৌছে দিতেন। কখনও বা প্রসূতির প্রসব বেদনা নিবারণার্থে নিজের স্ত্রীকে বেদুঈনের গৃহে নিয়ে যেতেন। তবে তার বিচার বিভাগ ছিল বড়ই দুর্বল।

[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ]

ক. ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম কী? ১

খ. হযরত আবু বকর (রা) কে সিদ্দিক বলা হয় কেন? ২

গ. বাদশাহ নাসিরউদ্দিনের সাথে তোমার পঠিত কোন খলিফার কর্মকাণ্ডের মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বাদশাহ অপেক্ষা তোমার পঠিত খলিফার কর্মকাণ্ড কোন দিক দিয়ে অধিক প্রশংসার দাবি রাখে? বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম হযরত ওসমান (রা)।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বাদশাহ নাসির উদ্দিনের কর্মকাণ্ডের সাথে ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর কর্মকাণ্ড সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হযরত ওমর (রা) হযরত আবু বক্কর (রা)-এর মৃত্যুর পর ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পান। তিনি এমন জনদরদি শাসক ছিলেন যে, রাতের বেলা ছদ্মবেশে নগরীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতেন। প্রজাদের দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং অভাবের কারণে

https://teachingbd24.com

কোনো প্রজা কষ্টে আছেন কিনা তা দেখা ও জানার জন্য। তিনি ভাবতেন তার সাম্রাজ্যে যদি কেউ কষ্টে থাকেন তাহলে আল্লাহর কাছে তাকে অপরাধের শাস্তি পেতে হবে। এজন্য তিনি নিজে অভাবীদের দুয়ারে খাদ্য পৌঁছে দিতেন। এমনকি প্রসূতির প্রসব যন্ত্রণা দূর করতে নিজ স্ত্রীকে প্রেরণ করতে দ্বিধা করতেন না।

হযরত ওমর (রা)-এর মতোই জনদরদি শাসক ছিলেন দিল্লির বাদশা নাসির উদ্দিন। নাসির উদ্দিনের রাতের অন্ধকারে প্রজাদের খোঁজ রাখা, প্রসূতির প্রসব যন্ত্রণায় সাহায্য করা প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড হযরত ওমর (রা)-এর কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরে। সুতরাং, প্রজাহিতৈষী শাসনকার্য বিবেচনায় উদ্দীপকের শাসক হযরত ওমর (রা) এর আদর্শ ধারণ করেছে।

ঘ দূরদর্শী চিন্তা-চেতনা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে উদ্দীপকের বাদশাহর চেয়ে হযরত ওমর (রা) অধিক কৃতিত্বের অধিকারী।

হযরত ওমর (রা) প্রজারঞ্জক খলিফা ছিলেন। রাতের অন্ধকারে গরিব প্রজাদের দুঃখ নিজ চোখে দেখতেন এবং অভাবীর ঘরে নিজে বয়ে নিয়ে যেতেন খাবার। প্রসূতির যন্ত্রণা দূর করার জন্য তার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিতেন প্রসব যন্ত্রণায় কাতর মায়েদের গৃহে। এগুলো ছিল হযরত ওমরের (রা) কোমলতার দিক, যা উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকের বাদশাহর সাথে ওমর (রা)-এর মৌলিক প্রশংসনীয় পার্থক্য হচ্ছে তার বিচারব্যবস্থা। ওমর (রা) ছিলেন ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি কঠোরভাবে অন্যায় দমন করতেন। তার কাছে আপন-পর ভেদাভেদ ছিল না। বিচারক হিসেবে তিনি সকলকে সমানভাবে বিবেচনা করতেন। ওমরের (রা) কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বিচারব্যবস্থায় অন্যায় করে কেউ মুক্তি পেত না। তিনি তার পুত্রকে অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলেন। তখন তার পিতৃহৃদয় পুত্রের জন্য একটুও করুণা ঝরায়নি। শাস্তি প্রয়োগে তার পুত্র মারা গিয়েছিল।

ওমর (রা)-এর বিচারব্যবস্থায় মুসলিম-অমুসলিম বিবেচনা করা হতো না। মুসলমান অপরাধীর চেয়ে তিনি অমুসলিম নিরাপরাধীর পক্ষেই থাকতেন। এই ছিল তার ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারব্যবস্থা। তিনি শরিয়তের বিধানাবলি রাষ্ট্রে কার্যকর করেছিলেন। কথিত আছে 'ওমরের (রা) চাবুক অপরের তরবারি হতেও বেশি ভয়ংকর।'

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বিচার ব্যবস্থায় নিরপেক্ষ এবং ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তাই উদ্দীপকের শাসক থেকে হযরত ওমর (রা) কে অধিক মর্যাদার আসীনে অধিষ্ঠিত করেছে।

প্রশ্ন ▶১৭ ঢাকার মোহাম্মদপুরে বিশুদ্ধ পানির সংকট বহুদিনের। জনাব মামুন উক্ত এলাকার কমিশনার নিযুক্ত হন। জনগণের দুর্দশার কথা ভেবে তিনি একটি পানি বিশুদ্ধকরণ পাম্প স্থাপন করেন। তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ফলে ঐ এলাকায় দীর্ঘদিনের বিশুদ্ধ পানির সমস্যা সমাধান হয়। *[আজিমপুর গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. হযরত ওসমান (রা) কতো খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন? ১

খ. ওসমান (রা) এর সময়কার কুরআন দগ্ধীকরণ সংক্রান্ত ঘটনাটি কী ছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে কোন খলিফার কার্যকলাপের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কমিশনারের পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনার প্রভাব তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওসমান (রা) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।

খ ওসমান (রা) এর সময়কালে পবিত্র কুরআনের বিকৃতি রোধে মূল কপি থেকে কয়েকটি কপি সংকলন করে বাকিগুলো তিনি পুড়িয়ে ফেলেন।

হযরত ওসমান (রা) এর শাসনামলে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পঠিত হওয়ায় স্থানভেদে কুরআন তিলাওয়াতে ভিন্নতা দেখা দেয়। যেটি পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধতার জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল। এ কারণে ওসমান (রা) পবিত্র কুরআনের বিকৃতি রোধ করে বিশুদ্ধতা রক্ষায় বিবি হাফসার নিকট রক্ষিত পবিত্র কুরআনের মূল কপি থেকে কয়েকটি কপি সংকলন করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে পুরনো কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেন।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর কার্যকলাপের মিল পাওয়া যায়।

হযরত ওসমান (রা) ছিলেন মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা। তিনি ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ সৈনিক ও মানবদরদী। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে তার ধন-সম্পদ ব্যয় করেন। উদ্দীপকেও এরূপ দানশীলতার ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ঢাকার মোহাম্মদপুরে বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিলে কমিশনার জনাব মামুন একটি পাম্প স্থাপন করেন এবং জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ফলে জনগণের দুর্দশার অবসান ঘটে। অনুরূপভাবে হযরত ওসমান (রা) মদিনার অধিবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য তিনি আঠারো হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে একটি কূপ ক্রয় করে তা জনগণের জন্য ওয়াকফ করে দেন। তাই বলা যায়, এলাকার অধিবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য উদ্দীপকে বর্ণিত দীনি সহায়তা ও অসাধারণ মানবকল্যাণে নিবেদিত হওয়ার ঘটনায় ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর কার্যকলাপেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ কমিশনারের পদক্ষেপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা অর্থাৎ হযরত-ওসমান (রা)-এর মদিনাবাসীর জন্য কূপ ক্রয়ের ঘটনার প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ইসলামের খিদমতে তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর অপরিসীম অবদান রয়েছে। তিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। ইসলাম গ্রহণের পর ওসমান (রা) ইসলাম ও মানবতার সেবায় অকাতরে তার সম্পদ ব্যয় করে। মদিনার অধিবাসীদের পানির অভাব দূর করার জন্য ১৮০০০ দিরহাম ব্যয় করে একটি কূপ ক্রয় করে তা ওয়াকফ করে দেন।

উদ্দীপকের কমিশনার মোহাম্মদপুরের বিশুদ্ধ পানির সংকট দূর করার জন্য একটি পানি বিশুদ্ধকরণ পাম্প স্থাপন করেন। অনুরূপভাবে হযরত ওসমান (রা) মদিনার মুসলমানদের পানির কষ্ট দূর করার জন্য ১৮,০০০ দিরহাম দিয়ে এক ইহুদির নিকট থেকে 'বীরে রুমা' নামক একটি কূপ ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। পরবর্তীতে এটি সংস্কারের জন্য আরও ২,০০০ দিরহাম খরচ করেন। হযরত ওসমান (রা)-এর কর্মকাণ্ড তৎকালীন মদিনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। কেননা আরবের আবহাওয়া অত্যন্ত উষ্ণ ও রুক্ষ হওয়ার ফলে মদিনায় বিশুদ্ধ পানির চরম সংকট ছিল। ওসমান (রা)-এর বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করার ফলে মানুষের প্রভূত উপকার হয়। ফলে তাদের বিশুদ্ধ পানির অভাব দূরীভূত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত ওসমান (রা)-এর মদিনাবাসীর বিশুদ্ধ পানির অভাব দূর করার জন্য কূপ ক্রয় অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

প্রশ্ন ▶১৮ রহিম ও করিমের মধ্যে জমিজমা নিয়ে সংঘর্ষ বাধে। পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে করিম কৌশলে আপস মীমাংসার প্রস্তাব দেন। রহিম করিমের কূট-কৌশল বুঝতে পেরে আপস করতে রাজি ছিল না। কিন্তু তার পরিবারের লোকজনের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত রহিমের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু করিম পরবর্তীতে রহিমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. খিলাফত শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে কোথা থেকে? ১

খ. উষ্ট্রের যুদ্ধ কেন সংঘটিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রহিম ও করিমের সংঘর্ষের সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের কোন যুদ্ধের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "করিমের বিশ্বাসঘাতকতা একটি পরিবারের ক্ষতিসাধন করেছিল। কিন্তু খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের উক্ত যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতকতা ইসলামি শাসন ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছিল।" উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খিলাফত শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'খুলাফা' শব্দ থেকে।

খ হযরত ওসমান (রা) এর হত্যার বিচার দাবির প্রেক্ষিতে উষ্ট্রের যুদ্ধ হয়।

হযরত আলী (রা) ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকেই তালহা ও যুবায়ের তার কাছে ওসমান (রা)-এর হত্যার বিচার দাবি করেন। কিন্তু হত্যাটি সুপরিকল্পিত হওয়ায় এর বিচার কাজে আলী (রা) বিলম্ব করেন। এর

https://teachingbd24.com

ফলে তালহা ও যুবায়ের ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে আলী (রা) কে হত্যাকান্ডে দায়ী বলে মনে করেন। এদিকে আলী (রা) সাথে আয়েশা (রা)-এর বিদ্বেষের কারণে আয়েশা (রা) তালহা ও যুবায়েরের পক্ষে অবস্থান নেন। ফলে ওসমান হত্যার বিচার দাবি জোরালো হয়ে ওঠলে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ "করিমের বিশ্বাসঘাতকতা একটি পরিবারের ক্ষতিসাধন করেছিল। কিন্তু খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগের উক্ত যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতকতা ইসলামি শাসন ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছিল।"— উক্তিটি যথার্থ।

সিফফিনের যুদ্ধের বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে মুয়াবিয়া সিংহাসনে বসে। খলিফা আলী (রা) এর সরলতার সুযোগ নিয়ে আমির মুয়াবিয়া দুমাতুল জন্দলে সালিশির আয়োজন করে ধূর্ততার মাধ্যমে নিজেকে খলিফা পদে অধিষ্ঠিত করে।

উদ্দীপকে করিমের বিশ্বাসঘাতকতা একটি পরিবারের ক্ষতি করে কিন্তু খলিফা মুয়াবিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা ইসলামের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য অমঙ্গলজনক। এ অমঙ্গালেরই একটি প্রতিচ্ছবি হলো গণতন্ত্রের অবসান ও রাজতন্ত্রের সূচনা। সকল জনগণ শাসক ও শাসিত দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। মুয়াবিয়া বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ইসলামের শাসন ব্যবস্থায় প্রজাতন্ত্রের অবসানে রাজতান্ত্রিক শাসনের সৃষ্টি করে। যা ইসলামের মৌলিক আদর্শে আঘাত হানে। তাছাড়া মুয়াবিয়ার সাথে আলীর পুত্র হাসানের সন্ধি অনুযায়ী আলী (রা) এর দ্বিতীয় পুত্র হুসাইনের খলিফা নিযুক্ত হওয়ার কথা থাকলেও ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে নিজ পুত্র ইয়াজিদকে খিলাফতের পরবর্তী উত্তারাধিকারী মনোনীত করে। এভাবে নির্বাচনভিত্তিক খিলাফতকে উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্রের রূপান্তর করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সিফফিনের যুদ্ধে মুয়াবিয়ার বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ইসলামে গণতন্ত্রের বিলোপ ঘটে। আর এটি রাজতন্ত্রের উদ্ভবের পথ সহজ করে দিয়েই ইসলামকে শক্তিহীন ও কলুষিত করে।

প্রশ্ন ▶ ১৯ আবুল কালাম একজন শাসকের কর্মকান্ড পড়ছিলেন। শাসন ক্ষমতা লাভের পর এ শাসকের অনেক সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। তার সময় ভন্ড ধর্ম প্রচারকদের উদ্ভব, কর বিরোধী আন্দোলন ও স্বধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ রাষ্ট্রের ওপর আঘাত হানে। তিনি সাহস ও দৃঢ়তার সাথে এ জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন।

[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

ক. কতো খ্রিষ্টাব্দে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১

খ. মজলিস-উস-শুরা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আবুল কালামের পঠিত শাসকের সাথে তোমার পঠিত ইসলামের ইতিহাসের কোন শাসকের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার পঠিত শাসককে কি ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়? মতামত দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।

খ মজলিস-উস-শুরা ইসলামি রাষ্ট্রের একটি মন্ত্রণাপরিষদ।

প্রাক-ইসলামি যুগের দারুল নাদওয়ার বয়োজ্যেষ্ঠ পরিষদ এর অনুকরণে রাসুল (স) একটি পরামর্শব্যবস্থা চালু রাখেন, যা পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা)ও অনুসরণ করেন। হযরত ওমর (রা) এ ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কারণ তিনি সব সময় বলতেন, পরামর্শ ব্যতীত খিলাফত চলতে পারে না। এ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জনগণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং স্বচ্ছভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রণাপরিষদ গঠন করেন, যা মজলিস-উস-শুরা নামে পরিচিত। এটি মজলিস-উস-আম ও মজলিস-উস-খাস-এ দু ভাগে বিভক্ত ছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আবুল কালামের পঠিত শাসকের সাথে আমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর সাদৃশ্য আছে।

হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওফাতের (মৃত্যুবরণ) পর যে চারজন সাহাবি তাঁর প্রতিনিধিরূপে মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন তাদের মধ্যে আবু বকর (রা) একজন। তিনি ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এবং সুষ্ঠুভাবে রাজ্যের শাসনকার্যাদি পরিচালনা করেছেন। এ দক্ষ রাষ্ট্র পরিচালকের বৈশিষ্ট্যটিই আকুল কালামের পঠিত শাসকের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

আবুল কালামের পঠিত শাসক শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে তিনি অনেক সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। এ সময় কিছু ভন্ডপির ও কর অস্বীকারকারীগণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটান। কিন্তু উক্ত শাসক অসীম সাহস ও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। এছাড়াও বিশ্বস্ততার জন্য তিনি বিশেষ উপাধিতে ভূষিত হন। হযরত আবু বকর (রা) এর ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। মহানবি (স) এর জীবনের শেষ দিকে এবং আবু বকর (রা) এর ক্ষমতা গ্রহণের পর আসওয়াদ আনাসি, মুসায়লামা, তোলায়হা এবং সাজাহ নবুয়তের দাবি করে রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। কিন্তু তিনি বিশিষ্ট মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদদের সহায়তায় এদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন। এছাড়া মহানবি (স) এর মেরাজ গমনের ঘটনা তিনিই প্রথম বিশ্বাস করে সিদ্দিক উপাধিপ্রাপ্ত হন। এসব কারণে বলা যায়, আবুল কালামের পঠিত শাসকের সাথে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২০ 'ক' রাষ্ট্রের জনৈক শাসনকর্তা ক্ষমতা গ্রহণের পর শাসনব্যবস্থার সুবিধার্থে প্রাদেশিক গভর্নর পদে নতুন ব্যক্তিদের নিয়োগ দিলে প্রদেশের পূর্ববর্তী গভর্নরগণ তা মেনে নেন। কিন্তু মুহিব নামক গভর্নর মেনে নেননি। ফলে শাসনকর্তার সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন এবং উভয়ের মধ্যে এক সংঘর্ষ শুরু হয়।

[শহীদ বীর বিক্রম রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. খিলাফত শব্দের অর্থ কী? ১

খ. বায়তুল মাল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' অঞ্চলের শাসনকর্তার সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত সংঘর্ষে খলিফার ব্যর্থতার ফলে ইসলামের গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'খিলাফাত' শব্দের অর্থ প্রতিনিধিত্ব করা।

খ সৃজনশীল ১১ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' অঞ্চলের শাসনকর্তার খলিফা মুয়াবিয়ার সাদৃশ্য রয়েছে।

হযরত আলী (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ওসমান (রা) কর্তৃক নিযুক্ত সকল দুর্নীতিপরায়ণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে অপসারণের নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। আল মুগিরা ও ইবনে আব্বাস খলিফাকে এ নীতি বর্জনের পরামর্শ দিলে খলিফা কর্ণপাত করেননি। তিনি সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে বরখাস্ত করে তাদের স্থলে নতুন ও উপযুক্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। তার নির্দেশ সকলে মেনে নিলেও মুয়াবিয়া (রা) খলিফার আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন। হযরত আলী (রা) তার অবাধ্যতা নিরসনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আলী ও মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে মুয়াবিয়া অনেক সরকারি সম্পত্তি লাভ করে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন। এমনিভাবে আরও অনেক উমাইয়া সরকারি ভূমির মালিক হয়েছিলেন। আলী (রা) এ সম্পত্তিগুলো সরকারি করে নিলে উমাইয়ারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মুয়াবিয়া এর প্রতিশোধ নিতে চাইলে আলী মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায়, 'ক' অঞ্চলের শাসক মুয়াবিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে।

ঘ সৃজনশীল ৯ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶২১ মৌসুমী একটি প্রামাণ্যচিত্রে দেখেছে যে, একজন মহাপুরুষের পরলোক গমনের পর তার একজন সহচরকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। কিন্তু এসময় অনেক গোত্রের দলনেতাগণ তাদের মতাদর্শ ত্যাগ করে পূর্বের ধর্মে ফিরে যান। ফলে নবনির্বাচিত প্রতিনিধি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। */শহীদ বীর বিক্রম রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা/*

ক. খারিজি শব্দের অর্থ কী? ১

খ. মজলিস-উস-শুরা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মৌসুমীর দেখা প্রামাণ্যচিত্রটির সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার পঠিত শাসককে কি ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়? মতামত দাও। ৪

২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক খারিজি শব্দের অর্থ দল ত্যাগী।

খ সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১২ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶২২ রহমতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য মনিরের সভাপতি পদটির প্রতি খুব আগ্রহ। তাই তিনি তার সমর্থকদের নিয়ে সভাপতির একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে এবং এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে এক পর্যায়ে বিরোধ বেঁধে যায়। মনিরের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগীর উদ্যোগে উভয়ের বিরোধ মীমাংসার জন্য বৈঠক বসলে প্রতারণার মাধ্যমে বর্তমান সভাপতিকে অপসারণ করে মনিরকে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এতে উপস্থিত সদস্যদের মাঝে কয়েকজন এর বিরোধিতা করে তৃতীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং এ তৃতীয় শক্তির কার্যকলাপ ছিল চরমভাবাপন্ন। পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ডে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

/শেখ ফজিলাতুন্নেছা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ/

ক. আনসার বলা হয় কাদেরকে? ১

খ. মজলিস-উস-শুরার বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের সমঝোতা বৈঠকের ফলে সৃষ্ট তৃতীয় শক্তির সাথে ইসলামের কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের দ্বন্দ্বটি হযরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর দ্বন্দ্বের পূর্ণাঙ্গ রূপ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারী মুজাহিদদেরকে মদিনার যেসব মুসলিম সাহায্য করেছিল তাদেরকে আনসার বলা হয়।

খ সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সমঝোতা বৈঠকের ফলে সৃষ্ট তৃতীয় শক্তির সাথে ইসলামের ইতিহাসে খারেজি দল আবির্ভূত হওয়ার সাদৃশ্য রয়েছে।

খারেজি অর্থ দলত্যাগী। হযরত আলী (রা)-এর দল ত্যাগ করে এরা অন্য একটি দলের উদ্ভব ঘটায়। পরবর্তীতে এরাই উমাইয়া খিলাফতে গোলযোগ সৃষ্টি করে এবং শক্তিশালী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। উদ্দীপকের সমঝোতা বৈঠকের ফলে সৃষ্ট তৃতীয় পক্ষটির ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে সমঝোতা বৈঠকে দেখা যায়, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদের প্রতি আগ্রহী মনির সাহেব বর্তমান সভাপতিকে প্রতারণার মাধ্যমে অপসারণ করে নিজেই সভাপতির পদ দখল করে। এতে উপস্থিত সদস্যদের মাঝে কয়েকজন এর বিরোধিতা করে তৃতীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। ইসলামের ইতিহাসেও এমন একটি ঘটনা দেখা যায়, যা হযরত আলী (রা) এর খিলাফতে ঘটেছিল। খলিফা পদের প্রতি আগ্রহী মুয়াবিয়া প্রতারণামূলক দুমাতুল জন্দলের মীমাংসার বৈঠকে হযরত আলী (রা) কে পদচ্যুত করে নিজেকে খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত করে। এতে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষের কিছু সমর্থক এই রায় মেনে নিতে না পেরে দলত্যাগ করে। পরবর্তীতে এরা তৃতীয় দল হিসেবে আবির্ভূত হয় যারা খারেজি নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত দল সৃষ্টির সাথে খারেজি দলের আবির্ভাবের সামঞ্জস্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের দ্বন্দ্বটিকে আমি হযরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা) এর দ্বন্দ্বের পূর্ণাঙ্গ রূপ বলে মনে করি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মনির সাহেব ও রহমতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য বৈঠক বসলে প্রতারণার মাধ্যমে বর্তমান সভাপতিকে অপসারণ করে মনিরকে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। একইভাবে দেখা যায়- হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতে মুয়াবিয়ার খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাটি ছিল প্রতারণামূলক দুমাতুল জন্দলের সালিশের মাধ্যম।

সিফফিনের যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে মুয়াবিয়া রাজনৈতিক কৌশলের আশ্রয় নেয়। মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে ধূর্ত আমর ইবনে আস এবং হযরত আলী (রা)-এর পক্ষ থেকে সরল মনের মুসা-আল আশারি উভয়েই দুমাতুল জন্দল নামক স্থানে উভয় পক্ষের সমর্থকদের নিয়ে বৈঠক ডাকে। ধূর্ত আমর মুসাকে বললেন প্রথমে মুসা হযরত আলী (রা)-এর পদচ্যুতির ঘোষণা করবেন এবং পরে আমর মুয়াবিয়াকে পদচ্যুতির ঘোষণা দিবেন। দেখা গেল সরলমনা মুসা আল আশারি আলী (রা) কে পদচ্যুতির ঘোষণা দিলেন, কিন্তু আমর আলী (রা) কে পদচ্যুতির অনুমোদন করে তার স্থলে মুয়াবিয়াকে নিযুক্তির ঘোষণা দিলেন। এ ঘোষণায় হযরত আলী (রা)-এর কিছু সমর্থক রায় অমান্য করে বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে। পরে তারা দলত্যাগী হয় এবং পরবর্তীতে উমাইয়া খিলাফতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণ হয় যে, উদ্দীপকের দ্বন্দ্বটিতে হযরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া (রা)-এর দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶২৩ জনাব বজলুর রহমানের একটি ছাপাখানা আছে। তিনি একটি গ্রন্থ ছাপাতে গিয়ে অনেক ভুল করেন। ফলে তিনি ভুল কপিগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। সাইফুল বলল যে, খুলাফায়ে রাশেদিনের যুগে পবিত্র কোরআন শরিফ সংকলন করার সময় কুরআনের কিছু ভুল কপি পুড়িয়ে ফেলার জন্য ইসলামের একজন খলিফা অভিযুক্ত হন। এছাড়া উক্ত খলিফার বিরুদ্ধে বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ এবং স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ওঠে।

/শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ/

ক. হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকাল কতো বছর স্থায়ী হয়েছিল? ১

খ. খারেজি কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সাইফুলের কথাটি ইসলামের কোন খলিফার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে, উক্ত খলিফার বিরুদ্ধে এমনি আরও অনেক মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মতামত দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনকাল ১২ বছর স্থায়ী হয়েছিল।

খ ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে হযরত আলী (রা) ও হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর মধ্যে সংঘটিত সিফফিনের যুদ্ধের মাধ্যমে আবির্ভূত সম্প্রদায় খারেজি নামে পরিচিত।

'খারেজি' শব্দের অর্থ দলত্যাগী। হযরত আলী (রা) ও মুয়াবিয়া (রা) এর মধ্যকার গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বনু তামিম গোত্রের একদল লোক খিলাফতে বিশ্বাস ও ধর্মের যৌক্তিকতায় প্রশ্ন তোলে। অতঃপর এরা হযরত আলী (রা) এর দলত্যাগ করে। এজন্য ইতিহাসে এরা খারিজি নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের সাইফুলের কথাটি ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইসলামের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ সাহাবি হযরত ওসমান (রা) ছিলেন সরল, বিনয়ী স্বভাবের। এটাই তার ব্যর্থতার প্রধান কারণ। তার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল কুরআন শরিফ দগ্ধীকরণ, যা উদ্দীপকের সাইফুলের কথায় প্রকাশ পেয়েছে।

ওসমান (রা)-এর খিলাফত লাভের সময় মুসলিম সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময় রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের মধ্যে কুরআন পাঠ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। তারা নিজেদের মতো করে কুরআনের ভাষা

https://teachingbd24.com

উচ্চারণ করে যাতে করে অর্থের বিকৃতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ওসমান (রা) এ সকল মতভেদ দূর করে কুরআনের বিশুদ্ধ উচ্চারণের জন্য হাফসার নিকট থেকে মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে কুরআন তৈরি করেন। এছাড়া অসামঞ্জস্য সকল পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলেন। এটি প্রশংসিত উদ্যোগ হলেও বিরুদ্ধমহল এটিকে অভিযোগ হিসেবে উল্লেখ করে। সুতরাং উদ্দীপকের সাইফুলের কথাটি ওসমান (রা)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি যে, উক্ত খলিফার বিরুদ্ধে কুরআন শরিফ দগ্ধীকরণ, স্বজনপ্রীতি ও বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ ছাড়াও আরও অনেক মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়।

হযরত ওসমান (রা) ছিলেন একজন সরলমনা শাসক। তার সরলতার সুযোগ নিয়ে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। উদ্দীপকে বর্ণিত অভিযোগ ছাড়াও আরও কিছু অভিযোগ করা হয়। যেমন- সরকারি চারণ ভূমি নিজের পশুপালনে ব্যবহার, আবুজর গিফারি (রা) কে নির্বাসন ইত্যাদি।

হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে বেদুইন ও অনারব মুসলমানগণ স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনেন। কিন্তু তিনি আত্মীয়স্বজনের প্রতি কিছুটা দুর্বল থাকলেও কোনো অনুপযুক্ত আত্মীয়কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগদান করেননি। পরিস্থিতির কারণে তিনি গভর্নর পরিবর্তন করলেও গভর্নর তার আত্মীয় ছিল না। হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুতর অভিযোগ ছিল কুরআন শরিফ দগ্ধীকরণ। তার রাজত্বকালে ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ নিজেদের সুবিধার্থে কুরআনের ভাষা ও উচ্চারণ পরিবর্তন করে পাঠ করতে থাকে। তাই তিনি কুরআন শরিফের উচ্চারণগত সমস্যা দূর করার জন্যই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং ত্রুটিপূর্ণ ও অসংগতিপূর্ণ কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিল। বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ তো দূরের কথা বরং তিনি নিজের সম্পদ ইসলামের জন্য অকাতরে দান করেছেন। সরকারি চারণভূমি রাষ্ট্রীয় পশুপালনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি তার পূর্বের দুইজন খলিফাকে অনুসরণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আবুজর গিফারিকে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত মিথ্যা অভিযোগ ছাড়াও ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আরও কিছু মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যা উপর্যুক্ত আলোচনায় বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ একজন মহাপুরুষ দুনিয়ায় আগমন করে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষকে আলোর দিশা দেখান। তিনি নতুন আদর্শ প্রচারকালে মি. 'ক' বয়স্কদের মধ্যে সবার আগে এই আদর্শ গ্রহণ করেন। মি. 'ক' ছিলেন সম্পদশালী। তিনি তার সম্পদ নতুন আদর্শ প্রচারে ব্যয় করেন। তাদের মতের অনুসারী অনেক ক্রীতদাসকে তার অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করেন। মহাপুরুষের মৃত্যুর পর নতুন আদর্শটি তিনি টিকিয়ে রাখেন।

[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ]

ক. ইসলামের ৪র্থ খলিফা কে? ১

খ. রিদ্দার যুদ্ধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. 'ক' মহানবি (স)-এর কোন সাহাবির প্রতিচ্ছবি? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা কতটুকু সার্থক বলে তুমি মনে কর? বাখ্যা করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের ৪র্থ খলিফা হযরত আলী (রা)।

খ ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) স্বধর্মত্যাগী এবং ভন্ডনবিদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালনা করেন, তাই ইতিহাসে রিদ্দার যুদ্ধ নামে পরিচিত।

আরবি শব্দ রিদ্দা অর্থ স্বধর্ম ত্যাগ বা দলত্যাগ। রাসুল (স)-এর ওফাতের পর বিভিন্ন গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইসলাম ত্যাগ এবং খলিফার আধিপত্যকে অস্বীকার করে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি সুসংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালিত করে। অনেকে নিজেদের নবি দাবি করে। এই সব ভণ্ডনবির বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন স্বধর্মত্যাগী আন্দোলন নামে পরিচিত এবং তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অভিযানকে রিদ্দার যুদ্ধ বলে।

গ উদ্দীপকের মি. 'ক' আমার পাঠ্যবইয়ের মহানবি (স)-এর বিশ্বস্ত সাহাবি আবু বকর (রা)-এর প্রতিচ্ছবি।

আবু বকর (রা) মহানবি (স)-এর বিশ্বস্ত সাহাবি ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। রাসুল (স) ইসলাম প্রচার শুরু করলে বয়স্কদের মধ্যে তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া আবু বকর (রা) ইসলাম প্রচারে নিজের সম্পদ ব্যয় করেন, যা উদ্দীপকে মি. 'ক' ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। আবু বকর (রা) সব সময় নবিজির পাশে ছায়ার মতো থাকতেন। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (স)-এর ওফাতের পর ইসলাম ধর্মের জন্য গুরুতর দুর্দিন শুরু হয়; অনেকে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আগের ধর্মে ফিরে যায়, এছাড়া অনেক ভণ্ডনবির আবির্ভাব হয়। এ পরিস্থিতিতে সব সাহাবির সম্মতিক্রমে আবু বকর (রা) মুসলমানদের নেতা অর্থাৎ খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি খলিফা নির্বাচিত হয়েই স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়া আবু বকর (রা) সম্পদশালী ছিলেন। ইসলাম প্রচার ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করতে তিনি নিজ সম্পদ ব্যয় করেন। তার সময়েই সমগ্র কুরআন একত্রে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয় এবং এ মহান কাজের জন্য তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়। সর্বোপরি আবু বকর (রা) ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ। মহানবি (স)-এর কাছেও তিনি ছিলেন প্রিয় পাত্র, তার অসুস্থতায় আবু বকর (রা) ইমামতি করতেন। হযরত উমর (রা) বলেন, 'ইসলামের সেবায় আবু বকরকে কেউ অতিক্রম করতে পারেনি।' তাই ইসলামের ইতিহাসে আবু বকর (রা)-এর অবস্থান সুউচ্চ।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ মহামতি সুলায়মান একজন সাম্রাজ্য বিস্তারকারী ছিলেন। তিনি তার সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করে পূর্বে কৃষ্ণসাগর থেকে পশ্চিমে তিউনিসিয়া এবং উত্তরে ভিয়েনা হতে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি সাম্রাজ্যে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্নীতির দায়ে তার জামাতাকেও তিনি শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দিতেন।

[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ]

ক. 'হরবুল ফুজ্জার' অর্থ কী? ১

খ. উষ্ট্রের যুদ্ধ সম্পর্কে লিখ। ২

গ. মহামতি সুলায়মানের সাম্রাজ্য বিস্তার কার্যে খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার প্রতিফলন লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ন্যায়বিচার সংশ্লিষ্ট বর্ণনাটি খুলাফায়ে রাশেদিনের উক্ত খলিফার গৃহীত ব্যবস্থার আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হারবুল ফুজ্জার অর্থ অন্যায় যুদ্ধ।

খ ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আয়েশা (রা), তালহা, যুবায়ের এবং আলী (রা) এর মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধই উষ্ট্রের যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত।

তালহা, যুবায়ের এবং আয়েশা কর্তৃক বসরা দখলের খবর শুনে হযরত আলী (রা) যুদ্ধের বদলে শান্তিচুক্তি করার প্রস্তাব দেন। শান্তি আলোচনার প্রস্তাবের অগ্রগতিতে মুনাফিক ইবনে সাবা আতঙ্কিত হয়ে আলী (রা)-এর অগোচরে হযরত আয়েশার (রা) নিদ্রিত বাহিনীকে আক্রমণ করে। এমতাবস্থায় হযরত আলী বহু কষ্টে যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম হন। বিবি আয়েশাকে (রা) উদ্ধার করে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। বিবি আয়েশা (রা) উষ্ট্রের পিঠে আরোহণ করে এ যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন বলে এ যুদ্ধ ইতিহাসে উষ্ট্রের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

গ মহামতি সুলায়মানের সাম্রাজ্য বিস্তার কার্যের সাথে খলিফা ওমর (রা)-এর সাম্রাজ্য বিস্তারের সামঞ্জস্য রয়েছে।

মহানবি (স) আরবে যে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সূচনা করেছিলেন হযরত ওমর (রা) তাকে একটি বৃহত্তম শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। দশ বছরের শাসনামলের মধ্যে তিনি অসাধারণ রণনৈপুণ্য এবং যোগ্যতায় পরাক্রমশালী রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যদ্বয়কে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করেন। উদ্দীপকের মহামতি সুলায়মানও তার মতো মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন।

উদ্দীপকে শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য বিস্তারকারী মহামতি সুলায়মানের সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা বলা হয়েছে। তিনি তার সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করে পূর্বে

https://teachingbd24.com

কৃষ্ণসাগর থেকে পশ্চিমে তিউনিসিয়া এবং উত্তরে ভিয়েনা হতে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা)-এর ক্ষেত্রে অনুরূপ কার্যাবলি লক্ষ করা যায়। তাঁর আমলে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা পারস্য, সিরিয়া ও মিসর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এককথায় ওমরের শাসন আমলে তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের অর্ধেক মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এছাড়া ন্যায়ের শাসন, অপরাধের শাস্তি প্রভৃতি বিষয় সুলায়মানের সাথে ওমর (রা) কে সাদৃশ্যপূর্ণ করেছে। তাই বলা যায়, সুলায়মানের সাম্রাজ্য বিস্তার খলিফা ওমরের (রা) সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের মহামতি সুলায়মানের মতো হযরত ওমর (রা)ও ন্যায় বিচারক ছিলেন।

ন্যায়বিচার এমন একটি গুণ, যা ব্যক্তি তথা জাতীয় জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশ বা সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বহুলাংশে শাসকের ন্যায়বিচারের ওপর নির্ভর করে। এই অসাধারণ চারিত্রিক গুণটির অধিকারী ছিলেন হযরত ওমর (রা)। তাঁর অসংখ্য গুণের মধ্যে এ গুণটি তাঁকে ইতিহাসে উজ্জ্বল আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। উদ্দীপকের মহামতি সুলায়মানের মধ্যেও এ গুণটির প্রতিফলন সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়।

খলিফা ওমর (রা) ছিলেন ন্যায় বিচারের মূর্তপ্রতীক। ন্যায় বিচারের স্বার্থে তিনি বিচারকার্যে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেন। তার দৃষ্টিতে মুসলিম, অমুসলিম, উঁচু-নিচু, আপন-পর সবাই ছিল আইনের চোখে সমান। নিজ পুত্র ব্যভিচারের অপরাধে দোষী প্রমাণিত হলে আইনানুযায়ী তাকে তিনি দোররা মেরে হত্যা করেন। তিনি নিজে ভুল করলে আল্লাহ ও মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতেন। তার নির্দেশে দিগ্বিজয়ী সেনানায়ক খালিদ বিন ওয়াদিলকে সেনাপতির পদ হতে সামান্য সৈনিকের পদে নামিয়ে আনা হয়। উদ্দীপকের মহামতি সুলায়মানও শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্নীতির দায়ে নিজ জামাতাকেও তিনি শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করেননি।

সুতরাং বলা যায়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খলিফা ওমর (রা) এবং মহামতি সুলায়মান যথোপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ২৬ জনাব জসিম উদ্দিন N পৌরসভার মেয়র। তার এলাকার জনগণ তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ উপস্থাপন করে। এ অভিযোগগুলোর কোনো সুরাহা না হওয়ায় জনগণ মেয়রের বাসা অবরোধ করে এবং তাকে হত্যা করে।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ]

ক. আসাদুল্লাহ কার উপাধি? ১

খ. খারেজি কারা? বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে ইসলামের কোন হত্যাকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত হত্যাকাণ্ড কি ইসলামে গৃহযুদ্ধের দ্বার উন্মোচন করেছিল? মতামত দাও। ৪

২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আসাদুল্লাহ হযরত আলী (রা)-এর উপাধি।

খ সৃজনশীল ২৩ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ মেয়র হত্যার ঘটনাটি ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) এর শাহাদাতের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

হযরত ওমর (রা) এর ইন্তিকালের পর হযরত ওসমান (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ইসলামের সেবায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার যাবতীয় ধন-সম্পদ তিনি নবি ও ইসলামের খেদমতে দান করেছেন। তথাপি তার ওপর প্রতিহিংসার বশে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাকে হত্যা করা হয়, যা উদ্দীপকের মেয়রকে হত্যা করার অনুরূপ।

উদ্দীপকের মেয়র জনাব জসিম উদ্দিনের বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগের কারণে তার বাড়ি অবরোধ করে এবং পরবর্তীতে তাকে হত্যা করে। একইভাবে হযরত ওসমান (রা) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর রাসুলে করিম (স) এর ঘনিষ্ঠ সহচর এবং অনুগামীদের অপসরণ করে নিজের অযোগ্য আত্মীয় স্বজনকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। তিনি কুফার শাসনকর্তা সাদ-বিন আবি ওয়াক্কাসকে সরিয়ে ওয়ালিদ বিন ওয়াক্কাসকে এবং বসরায় আবু মুসা-আল আশারিকে সরিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আমিরাকে নিয়োজিত করেন। এ ঘটনাসহ আরো অনেক বিষয়ে খলিফার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বিদ্রোহীরা খলিফাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। উদ্দীপকেও এ রকম হত্যাকাণ্ডের দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনা তথা ওসমান (রা) এর হত্যাকাণ্ডের ফলে আরবে গৃহযুদ্ধের দ্বার উন্মোচন করেছিল।

বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে নির্মমভাবে হত্যা করে। ফলে এ হত্যাকাণ্ড ইসলামের গতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন, "ওসমান হত্যা ইসলামের ইতিহাসের যেকোনো ঘটনা অপেক্ষা অধিকতর যুগান্তকারী ঘটনা।" ঐতিহাসিক যোসেফ হেল বলেন, "ওসমান হত্যা ছিল গৃহযুদ্ধের বিপদ সংকেতস্বরূপ।" মুসলিম জাহান বনু হাশিম ও বনু উমাইয়া এ দুটি গোত্রে বিভক্ত হয়ে আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিফফিনের যুদ্ধ এবং কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ওসমান (রা) হত্যারই পরিণতি। এছাড়াও খলিফা ওসমান (রা) হত্যার প্রতিবাদে পরবর্তীকালে শিয়া, সুন্নি, খারেজি প্রভৃতি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলের সৃষ্টি হয় এবং তারা মুসলিম জাহানকে শতধাবিভক্ত করে ফেলে।

ওসমান (রা) হত্যার ফলে খিলাফত ও খলিফার প্রতি জনগণের সমর্থন, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য শিথিল হয়ে পড়ে। আর এ হত্যাকাণ্ডের ফলে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়। মুয়াবিয়া উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠা করে রাজতন্ত্র প্রবর্তন করেন। মদিনাতুননবি শহরের রাজনৈতিক প্রাধান্য লোপ পেতে থাকে। পরবর্তীতে কুফা, বাগদাদ, দামাস্কাস মুসলিম জাহানের রাজধানীতে পরিণত হয়ে অধিক প্রাধান্য লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের প্রভাব ছিল ইসলামের জন্য মারাত্মক একটি বিপর্যয়মূলক ঘটনা, যা আরবে একটি গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৭ পৌর মেয়র রহমান এলাকার মানুষের বন্ধু হিসেবে কাজ করেন। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তাদের পাশে থাকেন। দুস্থ ও অসহায়দের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ-খবর নেন এবং খাবার পৌঁছে দেন। একজন জনদরদি মেয়র হিসেবে এলাকায় তিনি সুপরিচিত। তবে দাপ্তরিক কাজে তিনি কঠোর নিয়ম মেনে চলতেন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে তিনি পরিষদের সদস্যদের সাথে পরামর্শ বৈঠক করে কিংবা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন।

[শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর]

ক. জুলফিকার কী? কাকে, কেন প্রদান করা হয়ে ছিল? ১

খ. উষ্ট্রের যুদ্ধ সম্পর্কে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে দুস্থ ও অসহায়দের প্রতি রহমান সাহেবের কর্মকাণ্ড খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার পরামর্শ সভার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন পরামর্শ সভার মিল আছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জুলফিকার একটি তরবারির নাম। এটি রাসুল (স) হযরত আলী (রা) কে খায়বার যুদ্ধে দুর্ভেদ্য কামুস দুর্গ জয়ের জন্য প্রদান করেন।

খ সৃজনশীল ২৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে দুস্থ ও অসহায়দের প্রতি রহমান সাহেবের কর্মকাণ্ডে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে।

একজন আদর্শ শাসকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করা। জনগণই যেহেতু শাসক নির্বাচন করে, তাই জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে শাসককে হতে হবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ ধরনের প্রবণতা খলিফা হযরত ওমরের কর্মকাণ্ডে যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি উদ্দীপকের পৌর মেয়রের কর্মকাণ্ডেও লক্ষণীয়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, এলাকার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে রহমান সাহেব মানুষের বন্ধু হিসেবে কাজ করছেন। তিনি অসহায় ও দুস্থ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের খোঁজখবর নিচ্ছেন। হযরত ওমর (রা)ও খলিফা নির্বাচিত হয়ে জনগণের কল্যাণে কাজ করেছেন। প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে স্বচক্ষে তাদের অবস্থা দেখার জন্য তিনি ছদ্মবেশে পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন । অনেক সময় স্বয়ং নিজে আটার বস্তা মাথায় বহন করে প্রজাদের গৃহে দিয়ে আসতেন। অমুসলিম প্রজাদের প্রতিও তিনি উদার ছিলেন। হযরত ওমর (রা)-এর এসব কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের রহমান সাহেবের কর্মকাণ্ডে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি রহমান সাহেবের পরামর্শ বৈঠকটি গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উজ্জীবিত হযরত ওমর (রা)-এর গঠিত মজলিসে শূরার কার্যকলাপের অনুরূপ।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা হলেও খুলফায়ে রাশেদিনের আমলে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) এ শাসনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করেছেন। তিনি গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ও রূপায়িত করে নিজ খিলাফত পরিচালনা করেছেন এবং পরবর্তী শাসকদের জন্য নির্দেশনা রেখে গেছেন, যার প্রতিফলন রহমান সাহেবের পরামর্শ সভা গঠনের মধ্যেও লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহমান সাহেব দাপ্তরিক কাজ পরিচালনায় কঠোর নিয়ম মেনে চলেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি পরামর্শ সভার আয়োজন করে সবার মতামত নেন। হযরত ওমর (রা) তার শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচলন করেন। তার শাসনামলে ইসলামের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকশিত হয়। তিনি শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মজলিসে-শূরা বা পরামর্শসভা গঠন করেন। যেকোনো সমস্যা তিনি কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে সমাধান করতেন। তার চিন্তাধারা ছিল পরামর্শ ছাড়া খিলাফত চলতে পারে না।

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জামান সাহেবের পরামর্শ বৈঠকটি হযরত ওমর (রা)-এর গঠিত পরামর্শ সভারই অনুরূপ।

প্রশ্ন ▶ ২৮ নেওয়াজ শরীফ উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয় তার এলাকার জনগণকে সমবেত করে বললেন, 'ভাই সকল! আপনারা আমাকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেছেন। এ কারণে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর আমি যদি ভালো কাজ করি তাহলে আমাকে মাণ্য করবেন।' *[শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর]*

ক. ইসলামের প্রথম খলিফা কে? ১

খ. রিদ্দার যুদ্ধ সম্পর্কে লিখ। ২

গ. নেওয়াজ শরীফের ভাষণের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন খলিফার ভাষণের মিল রয়েছে? ৩

ঘ. ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে তার কার্যাবলি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের প্রথম খলিফা হলেন হযরত আবু বকর (রা)।

খ সৃজনশীল ২৪ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে নেওয়াজ শরীফের ভাষণের সঙ্গে আমার পাঠ্যপুস্তকের হযরত আবু বকর (রা)-এর ভাষণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

মহানবি (স)-এর ওফাতের পর মুসলিম জাহানের খলিফা কে হবেন এ নিয়ে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বয়োজ্যেষ্ঠতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, সামাজিক কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য গণতান্ত্রিক রীতিতে হযরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা নির্বাচিত হয়েই তিনি সমবেত মুসলিম জনতার উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি বলেন, 'আমি আপনাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই, আপনাদের সকলের পরামর্শ ও সহায়তাই আমার বিশেষভাবে কাম্য। আমি ন্যায় ও সত্যের পথে থেকে কাজ করলে আপনারা আমাকে সমর্থন করবেন, অন্যায়ের পথে চললে সদুপদেশ দান করবেন।' উদ্দীপকে নেওয়াজ শরীফও অনুরূপ ভাষণ প্রদান করেছিলেন।

নেওয়াজ শরীফ জনপ্রতিনিধি হয়ে আবু বকরের ন্যায় আদর্শ ধারণ করেন। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে তিনি ভালো কাজের আদেশ এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে জনগণকে আহ্বান জানান। একইভাবে আবু বকর (রা) জনগণকে উদ্দেশ করে ভাষণ দিয়েছিলেন। সুতরাং নেওয়াজ শরীফের ভাষণের সাথে আবু বকর (রা)-এর মিল পাওয়া যায়।

ঘ ইসলামের সেবায় কল্যাণধর্মী ভূমিকা রাখায় হযরত আবু বকর (রা)কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

মহানবি (স)-এর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিনিধি হয়ে হযরত আবু বকর (রা) মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহানবি (স) এর যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধি। মহান আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামের একনিষ্ঠ সেবা করে তিনি ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি পান।

মহানবি (স) এর ওফাতের পর মুসলমানদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছিল তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা দূর করে মুসলিম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেন। রাসুল (স)-এর পবিত্র দেহ সমাহিতকরণ ও খলিফা নির্বাচনকেন্দ্রিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামকে রক্ষা করেন। ইসলামের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি নিয়ন্ত্রণহীন বিশৃঙ্খল জনগণকে সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় অনুশাসন পালনে বাধ্য করেন। এভাবে তিনি ইসলামকে অনিশ্চয়তার কবল থেকে রক্ষা করেন। তাছাড়া যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী বেদুইন গোত্রগুলোর (আবস ও জুবিয়ান) বিরুদ্ধে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে ইসলামি বিধান অনুযায়ী, তাদের যাকাত প্রদানে বাধ্য করেন। তিনি দীনকে (ইসলাম) সকল আদর্শের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা করেন। ভণ্ডনবিদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে তিনি ইসলামের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আমির উল মুমেনীন (বিশ্বাসীদের নেতা) হিসেবে হযরত আবু বকর (রা) আরব ভূখণ্ড থেকে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, ভণ্ডামি এবং অনৈসলামিক কার্যকলাপের মূলোৎপাটন করে ইসলামকে নিরাপদ করেন। এছাড়া তিনি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা পবিত্র কুরআনের বাণীগুলো সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে লিখে রাখার ব্যবস্থা করেন।

পরিশেষে বলা যায়, খিলাফত লাভের পর ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রের একনিষ্ঠ সেবা করে হযরত আবু বকর (রা) ইসলামি খেলাফতকে যেভাবে রক্ষা করেছেন, তাতে নিঃসন্দেহে তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ২৯ রূপসা উপজেলা নির্বাচনের বিপুল ভোটে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন হায়দার আলী। কারণ তার নির্বাচনি শ্লোগান ছিল আমি গরিবের বন্ধু, গরিবের জন্য কিছু করতে চাই। তিনি সকলের সমান অধিকার রাখবেন, সুবিচার করবেন, অন্যায় অত্যাচার রুখে দিবেন বলে জনসম্মুখে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। নির্বাচিত হয়ে হায়দার আলী ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের বক্তব্যে বলেন, আপনারা আমার আয়নাস্বরূপ। আমার ভুলগুলো আপনারা শুধরে দিয়ে সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে আমাকে কাজে সাহায্য করবেন। *[নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]*

ক. আবু জেহেল কোন যুদ্ধে নিহত হন? ১

খ. খিলাফত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের হায়দার আলী কোন খলিফার আদর্শ অনুসরণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "হায়দার আলী খলিফার যে আদর্শ অনুসরণ করেছেন, সে রকম মনোভাব প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের থাকা উচিত"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আবু জেহেল বদরের যুদ্ধে নিহত হন।

খ খিলাফত বলতে এমন একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়, যা মহানবি (স)-এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে।

আরবি 'খিলাফত' শব্দটি 'খুলাফা' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ত। মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও সার্বভৌমিকতায় সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে তাকে খিলাফত বলে। ইবনে খালদুনের মতে, 'খিলাফত হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা মুহম্মদ (স)-এর প্রতিনিধিত্ব করে'। সুতরাং বলা যায়, ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পার্থিব শাসন কাঠামোই হলো খিলাফত।

গ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকের হায়দার আলী হযরত আবু বকর (রা) এর আদর্শ অনুসরণ করেছেন।

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবি (স)-এর ওফাতের পর খলিফা নির্বাচনের জন্য মুসলমানগণ ছাকিফা বানি সায়িদা নামক স্থানে মিলিত হলে, হযরত

Teachingbd24.com

আবু বকরের ইমামতিতে মহানবির কয়েকবার নামাজ আদায় করা, বয়োজ্যেষ্ঠতা ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরে হযরত ওমর (রা) আরবের প্রথা অনুযায়ী, হযরত আবু বকর (রা) এর হাত চুম্বন করে তাঁকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। খলিফা নির্বাচিত হয়ে হযরত আবু বকর (রা) জনতার উদ্দেশে এক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি উক্ত ভাষণে বলেন, 'আমি আপনাদের হুকুম পালন করার জন্যই মনোনীত হয়েছি। ন্যায় ও সত্যের পথে থেকে যদি আমি বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হই তাহলে আপনারা আমাকে সরিয়ে দিবেন। আপনারা আমার আয়নাস্বরূপ।' এভাবে হযরত আবু বকর (রা) তার ভাষণে সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের দমন এবং ইসলামের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার ঘোষণা দেন। উদ্দীপকের রূপসা উপজেলার চেয়ারম্যান হায়দার আলীও অনুরূপ ঘোষণা দিয়েছিলেন।

হায়দার আলী জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সুবিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেন। যা তিনি সবার সামনে তুলে ধরেন আবু বকর (রা)-এর ভাষণের আদলে। আবু বকর (রা)-এর মতোই তিনি জনগণকে শাসন কার্যাবলি মূল্যায়নের ক্ষমতা দেন। ভুল ধরিয়ে দিয়ে যেন তাকে শোধরানোর সুযোগ দেওয়া হয় সে অনুরোধ করেন। হায়দার আলীর এসব কর্মকাণ্ড হযরত আবু বকর (রা)-এর কর্মকাণ্ডের অনুরূপ। সুতরাং হায়দার আলী আবু বকর (রা)-এর আদর্শই অনুসরণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকে হায়দার আলীর অনুসরণীয় খলিফার মনোভাব অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা)-এর মতো মনোভাব সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের থাকা আবশ্যকীয়— উক্তিটি যথার্থ।

একটি দেশের প্রশাসন যন্ত্রের মূল হলো এর কর্মকর্তাবৃন্দ। তাদের মধ্যে সৎ ও সুকুমার গুণাবলি বিদ্যমান থাকা প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। তাদের নিরপেক্ষ বিচার করা ও নির্ভীক রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার যোগ্যতা থাকতে হবে। তাদেরকে সত্যের প্রতি অবিচল ও সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। তাদেরকে সব সময় ন্যায়ের পথ অনুসরণ করা উচিত। তারা কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবে না। ঘুষ, সুদ, উপরিপাওনা অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, দুর্নীতি প্রভৃতির প্রতি তাদের থাকবে তীব্র ঘৃণা। রাষ্ট্রের উদ্ভাবিত নব নব সমস্যা তারা তাদের দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বিচক্ষণতা দ্বারা সমাধান করতে সচেষ্ট হবে। রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনের কথা ভাবা হবে তাদের চিন্তন জগতের একমাত্র ব্রত। তাদেরকে অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনের অধিকারী হতে হবে। কোনো ধরনের জাঁকজমকতা যেন তাদেরকে আকৃষ্ট না করে সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। আর প্রশাসনে যাতে গণতান্ত্রিক ধারা বজায় থাকে সেদিকে তাদের সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে।

উদ্দীপকের হায়দার আলীর ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই হবে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের একমাত্র পাথেয়। এভাবে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা হযরত আবু বকর (রা)-এর চারিত্রিক গুণাবলি অনুসরণ করতে পারে। এতে সমাজে শাসক ও শাসিতের মধ্যে দূরত্ব কমে আসবে। প্রতিষ্ঠিত হবে সমতাভিত্তিক সমাজ। প্রশাসন ব্যবস্থা হবে আবু বকর (রা)-এর প্রশাসনের ন্যায় সুদৃঢ়।

প্রশ্ন ▶৩০ সিরাজগঞ্জ জেলার রতনকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান। তিনি অত্যন্ত সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি চেয়ারম্যান হয়ে জনগণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেন। তিনি জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা এবং সুখ-শান্তি আনয়নে সচেষ্টা হন। তিনি রাতের বেলায় ছদ্মবেশে মানুষের অবস্থা জানার চেষ্টা করেন নিজে খাদ্যের বোঝা বহন করে ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র এলাকাবাসীদের কাছে পৌঁছে দিতেন।

[আর. ডি. এ ল্যাব. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. 'বায়তুল মাল' কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. খুলাফায়ে রাশেদিনের প্রতি খারেজিদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল? ২

গ. চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নানের কর্মকাণ্ডে কার আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নানের কর্মকাণ্ড সমাজে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'বায়তুলমাল' ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) প্রতিষ্ঠা করেন।

খ খারেজিরা অত্যন্ত গণতন্ত্রমনা ছিলেন।

খারেজিরা খলিফা হযরত আবু বকর (রা) ও খলিফা হযরত ওমর (রা)-কে খিলাফতের ন্যায্য খলিফা বলে মনে করলেও হযরত ওসমান ও আলীকে খলিফা বলে মনে করে না। তাদের মতে খলিফাকে সমগ্র মুসলিম জাহান কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে এবং তা কোনো ব্যক্তির বা গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এ কারণে তারা আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কেই অবৈধ নিরঙ্কুশ শাসক বলে ঘোষণা করে। খারেজিদের মতে, মুসলমানরা যদি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে তবে খলিফার কোনো প্রয়োজন হবে না।

গ সৃজনশীল ১৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নানের কর্মকাণ্ড সমাজে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

আমরা জানি, হযরত ওমর (রা) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর সামাজিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের দ্রুত বিকাশ ঘটে। গণতন্ত্র ও গণমানুষের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর শাসনব্যবস্থার ভিত্তিমূল। তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। ন্যায়নীতির জন্য তিনি সারা দুনিয়ায় স্মরণীয় হয়ে ওঠেন। এ মহান মানুষকে অনুসরণ করেই চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

আব্দুল মান্নান অত্যন্ত সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর এবং সুখ-শান্তি আনয়নে সচেষ্ট ছিলেন। এমনকি রাতের বেলায় ছদ্মবেশে মানুষের অবস্থা জানার চেষ্টা করেন। ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র মানুষের নিকট খাদ্যের বোঝা বহন করে পৌঁছে দেন। তার এসব কার্যক্রম মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। তাই মানুষও তাকে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করে।

হযরত ওমর (রা) এর মতো আব্দুল মান্নান সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানা জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তার সুশাসনের কল্যাণে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং এটা বলা যায়, তার শাসননীতি সমাজে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

প্রশ্ন ▶৩১ ১৭৫৭ সালে সংঘটিত পলাশীর যুদ্ধে মীর জাফরের শঠতাপূর্ণ আচরণে বাংলার শেষ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় ঘটে। এ যুদ্ধে মীরমদন, মোহনলাল যখন প্রাণপণ যুদ্ধ করে নবাবের বিজয়কে সুনিশ্চিত করে তুলল, তখনই মীরজাফর নবাবকে যুদ্ধ বন্ধ করার ঘোষণা দেন। মীর জাফরের এ বিশ্বাস ঘাতকতায় নবাবের পরাজয় ঘটে। ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে। *[আর. ডি. এ ল্যাব. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. উমাইয়া খিলাফত কত সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল? ১

খ. উষ্ট্রের যুদ্ধ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণিত যুদ্ধের সাথে ইসলামের ইতিহাসের কোন যুদ্ধের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের যুদ্ধের ন্যায় উক্ত যুদ্ধের ফলাফলেও ইসলামে এক নতুন শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল? যৌক্তিক মত দাও। ৪

৩১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খিলাফত ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

খ সৃজনশীল ২৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৬ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩২ বাদশা আলমগীরের সিংহাসন আরোহণ কণ্টকমুক্ত ছিল না। এসময় পুরো দেশে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা মাথা চাড়া দিয় ওঠে। তার সময়ে লোকেরা ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী জাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং পাশাপাশি অনেক ভণ্ডপিরের আবির্ভাব ঘটে। বাদশা কঠোর হস্তে এ সব বিদ্রোহ ও অনাচার দূর করেন এবং রাজ্যকে শরীয়া মোতাবেক দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ]*

ক. বদরের যুদ্ধে কতজন মুসলমান শহিদ হন? ১

খ. মজলিস উস শুরা বলতে কী বুঝ? ২

গ. তোমার পঠিত ইসলামের ইতিহাসের কোন খলিফার কর্মকাণ্ডের সাথে উদ্দীপকের বাদশার সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফা দৃঢ়চিত্তে সমস্যার সমাধান করতে না পারলে আরবে ইসলামের অবস্থা কেমন হতে পারত? উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

৩২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বদরের যুদ্ধে ১৪ জন মুসলমান শহিদ হন।

খ সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ আমার পঠিত ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর কর্মকাণ্ডের সাথে উদ্দীপকের বাদশার সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়।

মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর বিভিন্ন আরব গোত্র স্বধর্ম ত্যাগ করে পূর্ব ধর্মে ফিরে যাচ্ছিল। এই সুযোগে কতিপয় ভণ্ডনবির আবির্ভাব ঘটে। স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের প্রবল আন্দোলনে আরব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়লে হযরত আবু বকর (রা) তার নির্ভীকতা, বিচক্ষণতা ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের আন্দোলন দমন করে রাষ্ট্রকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। উদ্দীপকেও এমনি একটি ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় বাদশা আলমগীরের শাসনামলে দেশে নানা প্রকার বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। একদল লোক জাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং পাশাপাশি অনেক ভণ্ডপিরের আবির্ভাব ঘটে। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান করেন। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে আসওয়াদ আনাসি, মুসায়লামা, তোলায়হা এবং সাজাহ নামের বেশ কয়েকজন ভণ্ডনবির আবির্ভাব ঘটে। হযরত আবু বকর (রা) প্রথমে ফিরোজ দাইলামীর মাধ্যমে আসওয়াদ আনাসিকে হত্যা করেন। পরবর্তীতে খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রেরণ করে তোলায়হা, সাজাহ ও মুসায়লামাকে কঠোর হস্তে দমন করেন। এছাড়া আবু বকর (রা) দক্ষিণ সিরিয়ার জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশকারীদেরকেও কঠোর হস্তে দমন করেন। এভাবে আবু বকর (রা) সকল সমস্যার সমাধান করে ইসলামি রাজ্যকে ইসলামি শরিয়া মোতাবেক দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন, যা উদ্দীপকের বাদশার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত খলিফা অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা) দৃঢ়চিত্তে সমস্যার সমাধান করতে না পারলে আরবে ইসলামের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হতে পারত।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওফাতের সাথে সাথেই নবদীক্ষিত আরববাসীর অধিকাংশই ইসলাম পরিত্যাগ করে নিজ ধর্মে ফিরে যেতে থাকে। কিছু কিছু গোত্রের গোত্রপতিরা নবুয়ত একটি লাভজনক পেশা মনে করে নিজেদের নবি বলে দাবি করে। এসব স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিরা আবু বকর (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আবার অনেক গোত্র জাকাত প্রদানেও অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র চরম সংকটজনক পরিস্থিতিতে নিপতিত হয়। হযরত আবু বকর (রা) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সকল সমস্যার সমাধান করে নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। উদ্দীপকেও এমনি একটি ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের বাদশা আলমগীর জাকাত অস্বীকারকারী এবং ভণ্ডপিরদের দমন করে তার রাজ্যকে শরীয়া মোতাবেক দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর (রা)ও ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের বিদ্রোহের ফলে ইসলাম যে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল সেই মুহূর্তে খলিফা আবু বকর (রা) যদি সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারতেন তাহলে বিদ্রোহী নেতাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতো এবং নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে যেত। হযরত আবু বকর (রা)-এর সংকল্প, গভীর আত্মপ্রত্যয় ও অনমনীয় মনোভাবের কারণে ভণ্ডনবিদের সকল দুরভিসন্ধি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ফলে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র রক্ষা পায়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের ন্যায় হযরত আবু বকর (রা)-এর ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের দমনের ঘটনা ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

প্রশ্ন ▶৩৩ তিনি একজন শাসকের কর্মকাণ্ড পড়ছিল। তার ক্ষমতা লাভের পর ভণ্ডনবিদের উদ্ভব, করবিরোধী আন্দোলন, ধর্মত্যাগীদের আন্দোলন, ধর্ম এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর একটি বিরাট আঘাত হানে। তিনি সাহস এবং দৃঢ়তার সহিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন বিশ্বাসগুণের জন্য তিনি 'সিদ্দিক' উপাধিতে ভূষিত হন। *[গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. 'হায়ারোগ্লিফিক' এর অর্থ কী? ১

খ. 'ফারাও' কাদের বলা হতো এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন খলিফার কথা বলা হয়েছে? লিখ। ৩

ঘ. হযরত আবু বকর (রা) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কেন? ৪

৩৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'হায়ারোগ্লিফিক' এর অর্থ পবিত্র লিপি।

খ প্রাচীন মিসরীয় রাজা বাদশাদের ফারাও বলা হতো।

'ফারাও শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃহৎ গৃহ। মিসরীয় শাসকগণ ছিলেন প্রচণ্ড ক্ষমতাধর এবং তারা বিশাল প্রাসাদে বসবাস করতেন। তাই তাদেরকে ফারাও উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৪ মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রের এক সংকটময় মুহূর্তে তিনি খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্র ও ইসলামকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করে গেছেন। অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান, ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন দমন করে তিনি শিশু ইসলামি রাষ্ট্রকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি খলিফা হবার পূর্বে ও পরে ইসলামের খেদমতের জন্য যা করেছেন, তা ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। *[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. রিদ্দার যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১

খ. উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় কেন হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের ইসলামের কোন খলিফার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফাকে কি ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রিদ্দার যুদ্ধ ৬৩২-৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়।

খ উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল নেতার আদেশ অমান্য করা।

যুদ্ধে জয়লাভের ক্ষেত্রে নেতার নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত উহুদের যুদ্ধে রাসূল (স) আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের নেতৃত্বে ৩০ জন তীরন্দাজ সৈন্যকে উহুদ ও আইনাইন পর্বতের মাঝামাঝি সংকীর্ণ গিরিপথে নিয়োজিত করে চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতে বলেন। কিন্তু সৈন্যরা গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) মাল সংগ্রহের জন্য গিরিপথ থেকে সরে যায় এবং তারা কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কুরাইশরা সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে এ পথ দিয়ে আক্রমণ করলে মুসলমানরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ফলে এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে।

https://teachingbd24.com

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৫ আরহাম আলীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তিনি অত্যন্ত সৎ ও কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি চেয়ারম্যান হয়ে জনগণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। জনগণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা এবং সুখ-শান্তি আনয়নে সচেষ্ট হন। তারপরও তিনি রাতের বেলায় ছদ্মবেশে মানুষের অবস্থা জানার চেষ্টা করেন। নিজে খাদ্যের বোঝা বহন করে ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র জনগণের কাছে পৌঁছে দিতেন। সবসময় অভাবগ্রস্ত মানুষের পাশে থাকেন। তাই জনগণও তাকে খুব সম্মান করে। *[রাঙ্গাপবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. উষ্ট্রের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল? ১

খ. হযরত ওসমানকে যুন্নুরাইন বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আরহাম চেয়ারম্যানের শাসননীতিতে কার শাসননীতির আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসননীতি সমাজে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উষ্ট্রের যুদ্ধ ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়।

খ হযরত ওসমান মহানবি (স)-এর দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেছিলেন বলে তার উপাধি হয় যুন্নুরাইন।
যুন্নুরাইন যার অর্থ দুই জ্যোতিষ্কের অধিকারী। হযরত মুহাম্মদ (স) এর কন্যারা ছিলেন জ্যোতিষ্কের সাথে তুলনীয়। বিবাহ সূত্রে ওসমান (রা) তাদের অধিকার লাভ করেন। এজন্য তাকে দুই জ্যোতিষ্কের অধিকারী বা যুন্নুরাইন বলা হয়।

গ সৃজনশীল ১৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩০ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৬ তসলিমগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে আলতাফ সাহেব তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, তিনি সুবিচার করবেন। অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার করবেন। তিনি আরও বলেন, 'আমার কোনো ভুল হলে আপনারা তা ধরিয়ে দেবেন। এ আবেদনময় ভাষণের পর তিনি অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। একসময় একদল লোক পৌরসভার ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে পৌরসভায় শান্তি ফিরিয়ে আনেন। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]*

ক. হিজরতের সময় মহানবি (স)-এর সঙ্গী কে ছিলেন? ১

খ. হযরত আবু বকর কে (রা) সিদ্দিক বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণে খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার ভাষণের আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের ট্যাক্স বিরোধী আন্দোলনকারীদের দমনের চেয়ে উক্ত খলিফার শাসনামলে সংঘটিত যাকাত বিরোধী আন্দোলন দমন করা ছিল আরও কষ্টসাধ্য।' মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিজরতের সময় মহানবি (স) সঙ্গী ছিলেন আবু বকর (রা)।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে আলতাফ সাহেবের ভাষণের সঙ্গে আমার পাঠ্যপুস্তকের হযরত আবু বকর (রা)-এর ভাষণের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
মহানবি (স)-এর ওফাতের পর মুসলিম জাহানের খলিফা কে হবেন এ নিয়ে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বয়োজ্যেষ্ঠতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, সামাজিক কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য গণতান্ত্রিক রীতিতে হযরত আবু বকর (রা) খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা নির্বাচিত হয়েই তিনি সমবেত মুসলিম জনতার উদ্দেশে একটি ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি বলেন, 'আমি আপনাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই, আপনাদের সকলের পরামর্শ ও সহায়তাই আমার বিশেষভাবে কাম্য। আমি ন্যায় ও সত্যের পথে থেকে কাজ করলে আপনারা আমাকে সমর্থন করবেন; অন্যায়ের পথে চললে সদুপদেশ দান করবেন।' উদ্দীপকে আলতাফ সাহেবও অনুরূপ ভাষণ প্রদান করেছিলেন।
আলতাফ সাহেব জনপ্রতিনিধি হয়ে আবু বকরের (রা) আদর্শ ধারণ করেন। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে তিনি ভালো কাজের আদেশ এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে জনগণকে আহ্বান জানান। একইভাবে আবু বকর (রা) জনগণকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দিয়েছিলেন। সুতরাং আলতাফ সাহেবের ভাষণের সাথে আবু বকর (রা)-এর মিল পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকের ট্যাক্স বিরোধী আন্দোলনকারীদের দমনের চেয়ে উক্ত খলিফার অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে সংঘটিত যাকাত বিরোধী আন্দোলন দমন করা অধিক কষ্টসাধ্য ছিল।
রাসুল (স)-এর ইন্তেকালের পর নবগঠিত ইসলামি সাম্রাজ্যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। কতিপয় ভণ্ডনবির আবির্ভাব ঘটে। এরূপ বিশৃঙ্খল পরিবেশে একদল বেদুইন যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যাদেরকে দমন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। উদ্দীপকেও যাকাত অস্বীকারকারীদের দমনের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, তাসিলমগঞ্জ পৌরসভার একদল লোক ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে দমন করেন। তবে ট্যাক্স অস্বীকারকারীদের দমনের তুলনায় হযরত আবু বকর (রা)-এর শাসনামলের যাকাত অস্বীকারকারীদের দমন করা অধিক কঠিন ছিল। কেননা তার শাসনামলে আসওয়াদ আনাসি, মুসায়লামা, তোলায়হা এবং সাজাহ নামে বেশ কয়েকজন ভণ্ডনবির আবির্ভাব ঘটে। এ সমস্ত ভণ্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের প্রবল আন্দোলনে আরব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়লে হযরত আবু বকর (রা) তার নির্ভীকতা, বিচক্ষণতা ও সত্যনিষ্ঠার মাধ্যমে তাদেরকে দমন করেন। আবু বকর (রা) প্রথমে ফিরোজ দাইলামীর মাধ্যমে আসওয়াদ আনাসিকে হত্যা করেন। পরবর্তীকালে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রেরণ করে তোলায়হা, সাজাহ ও মুসায়লামাকে কঠোর হস্তে দমন করেন। এছাড়া আবু বকর (রা) দক্ষিণ সিরিয়ার যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি প্রকাশকারীদেরকেও কঠোর হস্তে দমন করেন। আর এভাবেই বিভিন্ন ঘটনা ও বিচক্ষণ পরিকল্পনার মাধ্যমে রিদ্দা যুদ্ধ পরিচালিত হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের দমন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল।

প্রশ্ন ▶৩৭ জনাব হাসান আলী ক্ষমতা লাভ করার পর দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ববর্তী শাসকের সময়ে নিয়োগকৃত অধিকাংশ প্রাদেশিক গভর্নরকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেন। দেশের স্বার্থে সবাই তাঁর আদেশ মেনে নিয়ে পদত্যাগ করলেও একজন প্রাদেশিক গভর্নর পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানান। হাসান সাহেব তাঁকে অবৈধভাবে দখলকৃত সরকারি সম্পদ ফেরৎ দিতে বলেন। সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে থাকায় তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। যুদ্ধে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছেও হাসান আলী প্রতিপক্ষের কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের কাছে হেরে যান। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]*

ক. ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গৃহযুদ্ধ কোনটি? ১

খ. হযরত ওসমানকে (রা) 'যুন্নুরাইন' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধটি খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনামলে সংঘটিত কোন যুদ্ধকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিজয়ের সাথে দুমার মীমাংসার কতটুকু মিল খুঁজে পাও? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গৃহযুদ্ধ হলো উষ্ট্রের যুদ্ধ (৬৫৬ খ্রি.)।

খ সৃজনশীল ৩৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বিজয়ের সাথে দুমার মীমাংসার পুরোপুরি মিল রয়েছে।

https://teachingbd24.com

সিফফিনের যুদ্ধে মুয়াবিয়া হযরত আলী (রা)-এর বাহিনীর তীব্র আক্রমণে নিশ্চিত পরাজয় অনুধাবন করে কূটকৌশলে যুদ্ধ বন্ধ করে সন্ধির প্রার্থনা করে। পরবর্তীতে সন্ধির সালিশি বৈঠকে দুমাতুল জন্দলে ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার মাধ্যমে হযরত আলী (রা) কে সরিয়ে মুয়াবিয়া খলিফা হন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, যুদ্ধে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছেও হাসান আলী প্রতিপক্ষের কূটকৌশল ষড়যন্ত্রের কাছে হেরে যান। এরূপ ঘটনা সিফফিনের যুদ্ধেও দেখা যায়। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ সিফফিনের প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে মুয়াবিয়ার পরাজয় যখন অনিবার্য তখন তার সেনাপতি ও উপদেষ্টা আমর বিন আসের পরামর্শে যুদ্ধ স্থগিত করার জন্য পতাকার শীর্ষে ও বর্শার মাথায় পবিত্র কুরআন শরিফ উত্তোলন করে সন্ধির আহ্বান জানান। এরূপ পরিস্থিতে হযরত আলী (রা) যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেন। খলিফা আলী (রা) আবু মুসা আল আশারিকে ও মুয়াবিয়া আমর বিন আল আসকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করেন। ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে দুমাতুল জন্দলের সালিশে আমর বিন আস বিশ্বাসঘাতকতা করে মুয়াবিয়াকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকের কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্রের ঘটনায় দুমাতুল জন্দলের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ বাদশা আলমগীর ছিলেন একজন সরলমনা ও প্রজাবৎসল শাসক। তিনি সব সময় অহেতুক রক্তপাত এড়িয়ে যেতেন। তার এই সরলতার সুযোগ নিয়ে একদল বিপদগামী জনতা তার বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ এনে বিদ্রোহ শুরু করেন। তিনি এ বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন না করায় আস্তে আস্তে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে বিদ্রোহীদের হাতেই তিনি নির্মমভাবে শহিদ হন।

[কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ]

ক. মুয়াবিয়া কোন রাজ্যের গভর্নর ছিলেন? ১

খ. আবুজর গিফারিকে নির্বাসন দেওয়া হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বাদশাহের সাথে ইসলামের কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার ওপর আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তোমার মতামত যুক্তির আলোকে তুলে ধর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুয়াবিয়া সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন।

খ খলিফার আদেশ অমান্য করায় আবুজর গিফারিকে নির্বাসন দেওয়া হয়।

সিরিয়াতে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করে আবুজর গিফারি জনগণকে খলিফার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলেন। খলিফা ওসমান (রা) আবুজরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে জাকাত প্রদানের পর ধন সঞ্চয় করা বৈধ কিন্তু তিনি খলিফার উপদেশ উপেক্ষা করে মদিনাতে তার মতবাদ প্রচার করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে খলিফা আবুজর গিফারিকে রাবাযাতে নির্বাসন দেন।

গ উদ্দীপকে বাদশাহের সাথে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর সাদৃশ্য রয়েছে।

ইসলামের কল্যাণে হযরত ওসমান (রা)-এর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পাবার পর প্রশাসনে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষণা করেন। হযরত ওসমান (রা) ছিলেন সৎ ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। সরলতা, কোমলতা, ধৈর্য, বিনয়, ধর্মভীতি, দানশীলতা, সহনশীলতা ছিল তার চরিত্রের ভূষণ। উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়।

উদ্দীপকের বাদশা আলমগীরের সরলতার সুযোগ নিয়ে কতিপয় বিপদগামী জনতা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে এবং তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। একইভাবে হযরত ওসমান (রা) এর সফলতা ও উদারনীতি তার মৃত্যু ডেকে এনেছিল। কুচক্রী মারোয়ানের ষড়যন্ত্রে তিনি বিদ্রোহীদের রোষানলে পড়েন। নানা অভিযোগ এনে তারা তাকে হত্যা করে। অর্থাৎ সঠিকভাবে বিদ্রোহ দমন না করতে পেরে এক সময় বিদ্রোহীদের হাতে ওসমান (রা) কে জীবন দিতে হয়, যা উদ্দীপকে বাদশা আলমগীরের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। সুতরাং বাদশাহ আলমগীরের সাথে হযরত ওসমান (রা)-এর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উক্ত খলিফা অর্থাৎ খলিফা ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন ছিল বলে আমি মনে করি।

খলিফা ওসমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে সেগুলো ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, কল্পনাপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হয়।

হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে বেদুইন ও অনারব মুসলমানগণ স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনেন। কিন্তু তিনি আত্মীয়স্বজনের প্রতি কিছুটা দুর্বল থাকলেও কোনো অনুপযুক্ত আত্মীয়কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগদান করেননি। পরিস্থিতির কারণে তিনি গভর্নর পরিবর্তন করলেও গভর্নর তার আত্মীয় ছিল না। হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুতর অভিযোগ ছিল কুরআন শরিফ দগ্ধীকরণ। তার রাজত্বকালে ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ নিজেদের সুবিধার্থে কুরআনের ভাষা ও উচ্চারণ পরিবর্তন করে পাঠ করতে থাকে। তাই তিনি কুরআন শরিফের উচ্চারণগত সমস্যা দূর করার জন্যই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং ত্রুটিপূর্ণ ও অজ্ঞাতিপূর্ণ কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিল। বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ তো দূরের কথা বরং তিনি নিজের সম্পদ ইসলামের জন্য অকাতরে দান করেছেন। সরকারি চারণভূমি রাষ্ট্রীয় পশুপালনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি তার পূর্বের দুইজন খলিফাকে অনুসরণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আবুজর গিফারিকে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ রোজিনা ইসলামের ইতিহাসের একজন প্রসিদ্ধ শাসকের গৌরবময় কাহিনি পড়ছিলেন। বিখ্যাত এ শাসক শুধু একজন রাজ্যজয়ী বীরই ছিলেন তাই নয়, ইসলামের ইতিহাসে তার মতো সুদক্ষ শাসক আর কেউ ছিলেন না। শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনার জন্য তিনি একটি পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন। বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা চালু করার পাশাপাশি তিনি সামরিক ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো এবং বিভিন্ন প্রকার ভাতার ব্যবস্থা করেন। অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত নিজের ছেলেকেও তিনি ক্ষমা করেন নাই। *[কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ]*

ক. হযরত ওমর (রা) তার বিশাল সাম্রাজ্যকে কতটি প্রদেশে ভাগ করেন? ১

খ. 'মজলিস-উস-শুরা' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রোজিনা পঠিত শাসকের মধ্যে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন শাসকের শাসনব্যবস্থায় মিল রয়েছে? বুঝিয়ে লিখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রকাশিত শাসন বৈশিষ্ট্য ছাড়াও উক্ত শাসকের শাসন ব্যবস্থা ছিল নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ ও প্রশংসনীয়' তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওসমান (রা) সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন।

খ সৃজনশীল ১৯ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে পঠিত শাসকের সাথে হযরত ওমর (রা)-এর শাসন ব্যবস্থায় মিল পরিলক্ষিত হয়।

একটি শাসন ব্যবস্থা তখনই জনপ্রিয় ও অনুসরণযোগ্য হয়ে থাকে, যখন তা স্বচ্ছ, ন্যায়পরায়ণ, জনকল্যাণকামী এবং জবাবদিহিমূলক হয়ে থাকে। উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের শাসন ব্যবস্থায় এবং হযরত ওমর (রা)-এর প্রচলিত গণতান্ত্রিক এবং ন্যায়ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থায় এ দিকগুলো স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।

শাসন ব্যবস্থার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা সৃষ্টির জন্য গণতান্ত্রিক ধারা অবলম্বন একান্ত অপরিহার্য। আর এ লক্ষ্যেই উদ্দীপকের শাসক পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন। যেমনই হযরত ওমর (রা)-এর 'মজলিস-উস-শুরা' নামক মন্ত্রণাপরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী শাসনকার্যাদি পরিচালনার জন্য তিনি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এ পরিষদ গঠন করেন। সামরিক শাসনের সুবিধার জন্য এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে

https://teachingbd24.com

নয়টি সামরিক জেলায় বিভক্ত করেন। সৈন্য বাহিনী পদতকি, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ, বাহক ও সেবক প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত ছিল। হযরত ওমর (রা)-এর রাজস্ব সংস্কার শাসনব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। তিনি সমগ্র দেশে ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব প্রবর্তন করেন এবং সমস্ত নির্যাতনমূলক কর ব্যবস্থার বিলোপ করেন। জাকাত, জিজিয়া, গণিমত, খারাজ, আরফ-ফে, উশুর প্রভৃতি কর ধার্যের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তোলেন। আবার রাষ্ট্রীয় কোষাগার হিসেবে বায়তুল মাল পুনর্গঠন করে তিনি রাষ্ট্রীয় অর্থে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া নিজ পুত্র আবু শাহমার অপরাধ প্রমাণিত হলে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। হযরত ওমর (রা)-এর শাসন ব্যবস্থার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোই উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর শাসনামল আরও নানাদিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

ইসলামের ইতিহাসে একজন সুদক্ষ এবং জনকল্যাণকামী শাসক হিসেবে হযরত ওমর (রা) বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। কুরআন-হাদিসের নির্দেশ মতো স্বচ্ছ, ন্যায়ভিত্তিক, জবাবদিহিমূলক শাসন প্রবর্তন করে তিনি বিশ্বের ন্যায়পরায়ণ শাসকদের কাছে অনুসরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা উদ্দীপকে লক্ষ করি।

হযরত ওমর (রা) জনসমর্থন ও জনকল্যাণকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আর এ নীতির ভিত্তিতেই তিনি তাঁর শাসনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছেন। তিনি আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই আরববাসীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য, বিশুদ্ধতা, আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য আরব অঞ্চল শুধু আরবীয়দের জন্যই সংরক্ষিত রাখেন। এছাড়া সুষ্ঠু শাসন প্রবর্তনের জন্য শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেন। সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রদেশকে জেলায়, জেলাকে মহকুমায় বিভক্ত করেন। প্রদেশে 'ওয়ালি' ও জেলায় আমিল নিযুক্ত করে তিনি জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলেন। তাছাড়া তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে গড়ে তোলেন। সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি পুলিশ ও অপরাধ বিভাগ নামে একটি বিভাগ গড়ে তোলেন। তাছাড়া জনকল্যাণকে মাথায় রেখে তিনি নানা জনহিতকর কর্মসূচি চালু করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, খলিফা হিসেবে হযরত ওমর (রা) দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, যা তার শাসনব্যবস্থাকে চিরকাল মুসলিম শাসকদের কাছে অনুসরণীয় করে রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ মোস্তাকিম ছিলেন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। তিনি প্রায় ১০ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এর মধ্যে তিনি সর্বাধিক পরিমাণ রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। বিশাল রাজ্যের শাসন পরিচালনার জন্য তিনি একটি বিভাগ তৈরি করেন। একটি দৈনন্দিন, অন্যটি সাপ্তাহিক কার্য পরিচালনা করত। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. রিদ্দা অর্থ কী? ১

খ. 'Saviour of Islam' কাকে বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মোস্তাকিমের বিভাগের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের বিভাগের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার উক্ত শাসকের রাজনীতি কী ছিল? বিশ্লেষণ করো। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'রিদ্দা' শব্দের অর্থ স্বধর্মত্যাগ বা দলত্যাগ।

খ হযরত আবু বকর (রা) ইসলাম ধর্মকে ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করে Saviour of Islam হিসেবে পরিচিতি পান।

ইসলামের এক সংকটময় মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র দুই বছর তিন মাস খলিফা পদে অধিষ্ঠিত থেকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রকে এক ভয়াবহ বিপদ হতে রক্ষা করেন। তাঁর সময় ভণ্ডনবিদের ধর্মীয় প্রতারণা, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তিনি কঠোর হস্তে দমন করে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখেন। তিনি খলিফা পদ লাভের পূর্বে ও পরে ইসলামের সেবায় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এ জন্য তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বা Saviour of Islam বলা হয়ে থাকে।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনায় উক্ত শাসক তথা ওমর (রা)-এর রাজস্বনীতি ছিল ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের একটি অন্যতম দপ্তর ছিল রাজস্ব বিভাগ। তিনি ভূমি জরিপের মাধ্যমে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করতেন। তিনি রাষ্ট্রীয় রাজস্বের উৎস হিসেবে গনিমত, যাকাত, উশর, জিজিয়া, খারাজ, আলফে, উশুর ইত্যাদি বজায় রাখেন। উদ্দীপকেও এ ধরনের রাজস্ব বিভাগ তৈরির ইঙ্গিত আছে।

হযরত ওমর (রা) ভূমি জরিপ করে এর সুষ্ঠু বণ্টন, বন্দোবস্ত ও রাজস্ব নির্ধারণপূর্বক তা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি ভূমি রাজস্বের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য দিওয়ান-উল-খারাজ প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত ওমর (রা) খারাজ, যাকাত, জিজিয়া, খুমুস, আলফে, উশুর, উশর প্রভৃতি উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করেন। ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি লাভের ফলে যখন আয়-ব্যয় বৃদ্ধি পায় তখন ওমর (রা) বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠা করে সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয়ের ব্যবস্থা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনায় ওমর (রা) ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক রাজস্বনীতি প্রণয়ন করেন।

প্রশ্ন ▶ ৪১ শাকিল ছিলেন একজন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। তিনি প্রায় ১০ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এর মধ্যে তিনি সর্বাধিক পরিমাণ রাজ্য সীমা বৃদ্ধি করেন। বিশাল রাজ্যের শাসন পরিচালনার জন্য তিনি একটি বিভাগ তৈরি করেন। একটি দৈনন্দিন এবং অন্যটি সাপ্তাহিক কার্য পরিচালনা করত। *[বেগমগঞ্জ পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. উহুদ যুদ্ধে কারা জয়লাভ করে? ১

খ. উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয় কেন? ২

গ. শাকিলের সাথে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ শাসকের রাজ্য বিস্তারের কারণ লিখ। ৩

ঘ. 'উক্ত শাসকের গঠিত বায়তুল মাল ছিল জনকল্যাণকামী'— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উহুদ যুদ্ধে কুরাইশরা জয়লাভ করে।

খ মরুজীবনের প্রধান সহায়ক বাহন হওয়ায় উটকে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

আরবের অধিকাংশ অঞ্চলই মরুময়। আর উত্তপ্ত মরু অঞ্চলে উটই চলাচলের একমাত্র উপযোগী প্রাণী। তাই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনায় মরুময় আরবে এটি সর্বাধিক গৃহপালিত প্রাণী। মরুবাসীরা খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ, যোগাযোগ এবং ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান বাহন হিসেবে উটকে ব্যবহার করে। তাই একে মরুভূমির জাহাজ বলা হয়।

গ উদ্দীপকের বর্ণিত শাকিলের ন্যায় পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ শাসক হযরত ওমর (রা) এর রাজ্যবিস্তারের অন্যতম কারণ- অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণা।

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের হযরত আবু বকরের (রা) মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে তীক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন ও সাহসী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হযরত ওমর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি রাজ্যজয়ে মনোনিবেশ করেন। তিনি পারস্য, সিরিয়া, মিসর, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি বিজয় করে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা সর্বাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করেন। উদ্দীপকে অনুরূপ বিষয় লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শাকিল ছিলেন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। তিনি তার ১০ বছরের শাসনকালে সর্বাধিক পরিমাণ রাজ্য সীমা বৃদ্ধি করেন। যা হযরত ওমরের রাজ্য বিস্তারের সাথেই সাদৃশ্য বিদ্যমান। তার সময়ে ইসলামি রাজ্যের সম্প্রসারণ ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। হযরত আবু বকর (রা) মহানবি (স) কর্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও ধর্মকে সুসংহত ও সুসংঘবদ্ধ করে শত্রুমুক্ত করেন। খলিফা ওমরের সময় ধর্ম ও রাষ্ট্র হিসাবে ইসলাম নতুন প্রেরণা লাভ করে। ধর্মীয় প্রেরণায় মুসলমানগণ বিধর্মী রাজ্য জয়ের আগ্রহ প্রকাশ করে। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ছাড়াও রাজ্য জয়ের পেছনে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অনুর্বর আরব ভূমিতে অধিক সংখ্যক মুসলমানদের খাদ্যের সংকুলান সম্ভব ছিল না। যার প্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রা) রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করেন। সুতরাং বলা যায় যে, ধর্মীয় প্রেরণা এবং অর্থনৈতিক চাপে হযরত ওমর (রা) রাজ্য সম্প্রসারণের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

https://teachingbd24.com

ঘ 'উক্ত শাসকের অর্থাৎ খলিফা হযরত ওমর (রা) কর্তৃক গঠিত বায়তুল মাল ছিল জনকল্যাণকামী'— উক্তিটি যথার্থ।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর বায়তুল মালের পুনর্গঠন একটি শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। তিনি আব্দুল্লাহ বিন আকরামকে প্রধান কোষাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করে মদিনায় বায়তুল মালের সংস্কার ও পুর্নঠন করেন। সেখানে প্রদেশ হতে প্রেরিত অর্থ জমা থাকত। যা থেকে জনকল্যাণে ব্যয় করা হতো। উদ্দীপকেও হযরত ওমরের জনকল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান বায়তুল মালের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে হযরত ওমর (রা)-এর শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি জনকল্যাণের স্বার্থে বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার পুনর্গঠন করেন। তিনি সকল প্রদেশে বায়তুল মালের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত ওমর তিন ধরনের বায়তুল মালের সৃষ্টি করেন। প্রথমত বায়তুল মাল আল খাস। যেখানে শাসক ও অভিজাতদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি গচ্ছিত থাকত এবং এখান থেকে রাজকীয় সৈন্য বাহিনীর ব্যয় নির্বাহসহ বিভিন্ন কাজে ব্যয় করা হত। দ্বিতীয়ত বায়তুল মাল আল আস। যাকাত ব্যতীত অন্য সকল উৎসের আয় এখানে জমা থাকত। তৃতীয়ত বায়তুল মাল আল মুসলেমিন। বায়তুল মালের এ শাখা বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ যেমন- রাস্তাঘাট, সেতু, মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ, এতিম ও দরিদ্রদের সাহায্যদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করত।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওমর (রা)-এর বায়তুল মাল ছিল সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণকামী।

প্রশ্ন ▶ ৪২ হায়দারাবাদের একটি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে ধর্মীয় নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছে। গ্রামের বিজ্ঞ মুসলমানেরা এ পদের প্রার্থী। ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার বিবেচনায় কে নির্বাচিত হবেন তা নিয়ে সমগ্র গ্রাম মুখরিত। কারণ সব প্রার্থীই যোগ্য।

[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ]

ক. 'ফারুক' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. খিলাফত বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়া কীভাবে মুসলিম খলিফা নির্বাচনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. হারানো মুসলিম ঐতিহ্য ফিরে পেতে হলে উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিকল্প নেই- বিশ্লেষণ করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফারুক শব্দের অর্থ সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী।

খ খিলাফত হলো ইসলামি শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈধ স্বীকৃতিনামা।

আরবি 'খিলাফত' শব্দটি 'খুলাফা' শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ত। মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও সার্বভৌমিকতায় সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখে যে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে তাকে খিলাফত বলে। ইবনে খালদুনের মতে, 'খিলাফত হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা মুহম্মদ (স)-এর প্রতিনিধিত্ব করে'। সুতরাং বলা যায়, ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের পার্থিব শাসন কাঠামোই হলো খিলাফত।

গ চারিত্রিক ইতিবাচক গুণের ওপর নির্ভর করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের দিক দিয়ে উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়া মুসলিম খলিফা নির্বাচনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মহানবি (স) ইন্তেকালের পূর্বে কাউকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। তিনি জনগণের ওপর তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ভার ছেড়ে দেন। তাঁর প্রথম চারজন উত্তরাধিকারী খুলাফায়ে রাশিদিন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ নির্বাচনে ইসলামের জন্য ত্যাগ, রাসুল (স)-এর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য, ধর্মীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং ধর্মভীরুতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো। এ নির্বাচনে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটত। এতে কোনো গোত্রবিশেষের স্বার্থ জড়িত ছিল না।

উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়াটিতেও গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতির প্রতিফলন লক্ষণীয়। এখানে দেখা যায় হায়দারাবাদ অঞ্চলের একটি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে ধর্মীয় নেতা নির্বাচনে বিজ্ঞ মুসলমানরা প্রার্থী হয়েছেন। ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার বিবেচনায় কে নির্বাচিত হবেন তা নিয়ে সারা গ্রাম মুখরিত। অর্থাৎ এখানে ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার ওপর নির্ভর করে জনগণ যাকে যোগ্য মনে করবেন তাকেই নির্বাচিত করবেন। খুলাফায়ে রাশিদিনের নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণ যেমন ধর্মীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধর্মভীরুতা, আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে খলিফা নির্বাচন করেছেন। উদ্দীপকেও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই এ নির্বাচন খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচনেরই প্রতিরূপ।

ঘ হারানো মুসলিম ঐতিহ্য ফিরে পেতে হলে উদ্দীপকের চারিত্রিক ইতিবাচক গুণের বিচারে জনগণ কর্তৃক নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়াটির বিকল্প নেই।

উদ্দীপকের মুসলিম অধ্যুষিত হায়দাবাদ অঞ্চলটিতে ধর্মীয় নেতা নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া লক্ষণীয় তা হলো প্রার্থীগণের গুণ ও যোগ্যতার বিচারে জনগণের মাধ্যমে একটি নির্বাচন প্রক্রিয়া। কারণ গ্রামের ধর্মীয় জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিজ্ঞ মুসলমানগণ এ নির্বাচনের প্রার্থী ছিলেন। এসব গুণ বিবেচনায় কাকে জনগণ নেতা নির্বাচিত করবেন এই নিয়ে সারা গ্রাম মুখরিত ছিল। এ নির্বাচন পদ্ধতিটি ইসলামের খলিফা নির্বাচন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে।

মহানবি (স)-এর ওফাতের পর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথে খুলাফায়ে রাশেদিনরা সর্বমোট ত্রিশ বছর ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সঠিক কল্যাণে তারা সে সময় চরম ত্যাগ, নিষ্ঠা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বস্তুত এ খলিফাগণ গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর তাঁদের শাসনকার্য পরিচালিত করেন। ফলে সমাজ থেকে সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার তিরোহিত হয় এবং সে স্থলে ন্যায়বিচার ও ইতিবাচক প্রত্যয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরা সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে সকল শ্রেণির মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রয়াসী হন। ফলে তখন চারিদিকে ইসলামের প্রচার এবং প্রসার দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। তাঁরা এতোটাই সুদক্ষ শাসক ছিলেন যে, আজও বিশ্ববাসী তা অনুকরণ এবং অনুসরণের চেষ্টা করছে। মূলত সে সময়ে ইসলামের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল তা সম্ভব হয়েছিল খলিফাগণের নিষ্কলুষ চরিত্র এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বলে। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়ার ফলেই ইসলামের খলিফাগণ বিশ্ববাসীর অনুকরণীয় ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই সেই ঐতিহ্য ফিরে পেতে হলে উক্ত নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভণ্ডপিরের আবির্ভাব হয়। তারা ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে, যা ইসলামের পরিপন্থি। তারা প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ঘোষণা করে। এ প্রেক্ষিতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভণ্ডপিরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। *[বেগজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. আব্বাসি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. "হানিফ সম্প্রদায়" বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ভণ্ডপিরদের সাথে আবু বকর (রা)-এর সময়কালের ভণ্ডনবিদের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রিদ্দা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট মূল্যায়ন করো। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ।

খ আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে ইবরাহিম (আ)-এর প্রচারিত একেশ্বরবাদী ধর্মমতে যারা বিশ্বাস করত তারাই হলো হানিফ সম্প্রদায়।

আরব দেশ যখন কুসংস্কার ও অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন মদিনা নগরীতে এক শ্রেণির লোক একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা স্বতন্ত্রভাবে ধর্মীয় জীবনযাপন করতেন এবং কোনো প্রকার পূজায় অংশ নিতেন না। বরং মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেন। তারা আল্লাহ ও রাসুলে বিশ্বাস করত। মূলত, তৎকালীন আরবের যে সম্প্রদায়টি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, পরলোক ও সুখ-দুঃখ ভোগ সম্পর্কে জানত এবং মেনে চলত তারাই হানিফ সম্প্রদায়।

Teachingbd24.com

গ সৃজনশীল ৩ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৪৪ পত্রিকার একটি প্রতিবেদন পড়ে জানা যায় একজন খলিফা মিরাজের ঘটনা প্রথম বিশ্বাস করেন। তিনি বিপদে-আপদে সব সময় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গী হিসেবে কাজ করেন। তিনি সমস্ত জীবন এবং তার অর্জিত সমস্ত সম্পদ দিয়ে ইসলামের সেবা করেন।

[বিপঞ্চা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. খলিফা ওমর ফারুক (রা) কখন খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন? ১

খ. হাম্মুরাবি আইন সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে ইসলামের কোন খলিফার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার পঠিত বইয়ের আলোকে ইসলামের খেদমতে উক্ত খলিফার অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খলিফা ওমর ফারুক (রা) ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতে আরোহণ করেন।

খ ব্যাবিলনীয় সম্রাট হাম্মুরাবি যে আইন সংহিতা প্রণয়ন করে তাই 'হাম্মুরাবি আইন' হিসেবে পরিচিত।

সুমেরীয় রাজা ডুঙ্গির রচিত আইনের ওপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হলেও হাম্মুরাবির আইন সংহিতা মনুষ্য প্রণীত আইন সংহিতার মধ্যে সবচাইতে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। প্রস্তরখণ্ডে লিপিবদ্ধ ২৮২টি আইন মূলত সাম্রাজ্যের সকল শ্রেণির জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত নির্দেশাবলিতে সমৃদ্ধ। 'চোখের বদলে চোখ,' 'দাঁতের বদলে দাঁত' ইত্যাদি কঠোর ফৌজদারি দণ্ডবিধির কথা এ সংহিতায় উল্লেখ রয়েছে।

গ উদ্দীপকে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর কথা বলা হয়েছে।

মহানবি (স) নবুয়ত প্রাপ্তির পর ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করলে হযরত আবু বকর (রা) বয়স্কদের মধ্যে প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নবিজির (স) মিরাজের ঘটনা তিনিই প্রথম বিশ্বাস করেন। এ জন্য তাকে 'সিদ্দিক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাছাড়াও তিনি রাসুল (স)-এর পাশে ছায়ার মতো লেগে থাকতেন। সকল বিপদে-আপদে তিনি রাসুল (স) সহায়তা করেছেন এবং সহচর হিসেবে সঙ্গে থেকেছেন। এমনকি হিজরতের সময় তিনিই মহানবির সাথে ছিলেন। হযরত আবু বকর মক্কার ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইসলামের প্রচারে তিনি সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দেন। তার জীবন ও সম্পদের চেয়ে তিনি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলকে ভালোবাসতেন। এ জন্যই হযরত ওমর (রা) বলেন, 'ইসলামের সেবায় আবু বকরকে কেউ অতিক্রম করতে পারেনি। উদ্দীপকে বর্ণিত পত্রিকার প্রতিবেদনের খলিফা দ্বারা হযরত আবু বকর (রা) জীবনের ঘটনাবলিই বর্ণনা করা হয়েছে।

ঘ ইসলামের খেদমতে হযরত আবু বকর (রা) এর অবদান অনস্বীকার্য।

মহানবি (স)-এর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিনিধি হয়ে হযরত আবু বকর (রা) মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহানবি (স)-এর যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধি। মহান আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামের একনিষ্ঠ সেবা করে তিনি ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি পান।

হযরত আবু বকর (রা) পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। মিরাজের ঘটনা তিনিই সর্বপ্রথম বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করেন বলে তাকে 'সিদ্দিক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ইসলাম প্রচারে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করে দেন। তিনি বিপদে-আপদে রাসুল (স)-এর পাশে ছায়ার মতো থেকে সহায়তা করতেন। রাসুল (স) এর ওফাতের পর নবমুসলিম রাষ্ট্রে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। এ সময় ইসলামের প্রথম খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে তিনি সকল বিদ্রোহ সমূলে দমন করেন। তিনি রিদ্দা ও ইয়ামামার যুদ্ধে যাকাত অস্বীকারকারী ও ভণ্ডনবিদের দমন করে ইসলামকে রক্ষা করেন। আল-কুরআন সংরক্ষণে তিনি সর্বপ্রথম এটি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। ইসলামের বিস্তার ও প্রসার নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্রসমূহকে বিপদ হতে রক্ষা করেন বলে তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, আবু বকর (রা) ছিলেন ইসলামের সেবায় নিবেদিত প্রাণ।

প্রশ্ন ▶৪৫ জনাব হাকিম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের শাসকের নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্নরদের বরখাস্ত করেন। মুহিব নামক গভর্নর ব্যতীত সকল গভর্নর তার নির্দেশনার প্রতি সম্মান দেখান। তাছাড়া গভর্নর মুহিব সাহেব পূর্বের শাসনকর্তার সময়ে যেসব সরকারি সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন নতুন শাসনকর্তা তা তার সব সম্পত্তি রাজকোষে ফিরিয়ে নিলে উক্ত শাসনকর্তা ও গভর্নর মুহিবের মধ্যে এক সংঘর্ষ শুরু হয়।

[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]

ক. কতো খ্রিস্টাব্দে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১

খ. 'দুমার মীমাংসা' কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের বর্ণিত সংঘর্ষ দ্বারা তোমার পঠিত কোন সংঘর্ষের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার বৈদেশিক নীতি পর্যালোচনা করো। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) এর সাথে আমির মুয়াবিয়ার সংঘর্ষের পরিসমাপ্তির জন্য যে সালিশির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেটাই দুমার মীমাংসা নামে পরিচিতি।

সিফফিনের যুদ্ধের একপর্যায়ে হযরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করে নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত নেন। বিরোধ মীমাংসার জন্য আলী (রা) তার পক্ষে মুসা আল আশারিকে এবং মুয়াবিয়া আমর ইবন আল-আসকে প্রতিনিধি মনোনীত করেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিনিধিরা প্রত্যেকে ৪০০ জন লোকসহ ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী 'দুমাতুল জন্দল' নামক স্থানে হাজির হন। তবে এ সালিশি বৈঠকে মুয়াবিয়ার প্রতিনিধি আমর ইবন আল-আসের ধূর্ততার জন্য হযরত আলী (রা) খলিফা পদ থেকে অপসারিত হন। ঐতিহাসিক এ ঘটনাই দুমার মীমাংসা নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ হযরত আলী (রা) 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়', এই নীতি বজায় রাখার চেষ্টা করতেন।

হযরত আলী (রা) ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা। তার স্বল্পকালীন খিলাফত ছিল বিভিন্ন রকম গোলযোগে পূর্ণ। হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার পর এ গোলযোগ শুরু হয়। উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ, তালহা ও যুবায়ের মৃত্যু এবং নানা স্থানে বিদ্রোহ প্রভৃতি আলী (রা)-এর খিলাফতকে দুর্যোগময় করে তুলেছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতেন। এটিই ছিল আলী (রা)-এর নীতি উদ্দীপকে বর্ণিত হাকিম সাহেব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের শাসকের প্রাদেশিক গভর্নরদের বরখাস্ত করেন। কিন্তু গভর্নর মুহিব তার আদেশ অমান্য করে। যার ফলে গভর্নর মুহিবের সাথে হাকিমের এক সংঘর্ষ শুরু হয়। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা) শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের গভর্নরদের পদচ্যুত করেন। কিন্তু সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া তার এ আদেশ অমান্য করেন। যেহেতু হযরত আলী (রা) কারো সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতেন না তথাপি তিনি মুয়াবিয়ার সাথে আপস মীমাংসার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজনীতির অঙ্গনে মুয়াবিয়ার কূটনীতির নিকট বার বার পরাজিত হয়েছিলেন। খারিজিদের হঠকারিতা আলী (রা)-এর খিলাফতকে পর্যদস্তু করে তুলেছিল। তিনি তাদের নিকট মাথানত না করে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে পুনরায় অস্ত্রধারণ করেননি। যা তার আপোস-মীমাংসা নীতির বহিঃপ্রকাশ।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয় এটাই ছিল আলী (রা)-এর বৈদেশিক নীতি।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪৬ আনাতোলিয়ার একটি মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামের ধর্মীয় নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছে। গ্রামের বিজ্ঞ মুসলমানরা এ পদের প্রার্থী। ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার বিবেচনায় কে নির্বাচিত হবেন তা নিয়ে সারা গ্রাম মুখরিত। কারণ, সব প্রার্থীই যোগ্য।

[কক্সবাজার সরকারি কলেজ; ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ]

ক. কাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়? ১

খ. খিলাফত বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়া কীভাবে মুসলিম খলিফা নির্বাচনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. হারানো মুসলিম ঐতিহ্য ফিরে পেতে হলে উদ্দীপকের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিকল্প নেই— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

খ সৃজনশীল ৪২ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৪২ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪২ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ রফিক সাহেব চেয়ারম্যান হলেও প্রায় প্রতিদিন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে ইউনিয়নের কাজ সম্পন্ন করতেন। কিন্তু একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তিনি সর্বস্তরের লোকজনদের সাথে আলোচনা করে এটি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। অপরদিকে এলাকার নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে নিরীহ গ্রামবাসী গোমেজ ও এলিনাদের বাড়িঘর পাহারার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য এ জন্য চৌকিদারদের পারিশ্রমিক বাবদ সহনীয় অনুদান দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এতে সকলের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]

ক. খলিফা শব্দের অর্থ কী? ১

খ. ভণ্ডনবি কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের রফিক চেয়ারম্যানের পরামর্শ করার পদ্ধতির খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন খলিফার কাজের সাথে সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে এলিনা ও গোমেজদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থাটি উক্ত খলিফার কার্যাবলির সাথে তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি।

খ যারা নব প্রতিষ্ঠিত ইসলাম এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিল ইসলামের ইতিহাসে তারাই ভণ্ডনবি হিসেবে পরিচিত।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়তের সাফল্য অনেকের মনে নবুয়ত লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। নবি করিম (স)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিকে তৎকালীন কয়েকজন গোত্র প্রধান লাভজনক কারবার বলে মনে করে এবং নবুয়ত দাবি করে। এই সব ভণ্ডনবিদের মধ্যে ছিল বানু আসাদ গোত্রের তোলায়হা, ইয়ামামার বানু হানিফ গোত্রের মুসায়লামা, দক্ষিণ ইয়েমেনের আসাদ আনসি এবং বানু তামিম গোত্রের মহিলা ভণ্ডনবি সাজাহ প্রমুখ। এরা ইসলামের ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করেছে।

গ উদ্দীপকের রফিক চেয়ারম্যানের পরামর্শ করার পদ্ধতির সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর কাজের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকের চেয়ারম্যান রফিক সাহেব তার এলাকায় একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তিনি সর্বস্তরের লোকজনদের সাথে আলোচনা করে এটি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রা) ছিলেন গণতন্ত্রমনা। তার প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গণতান্ত্রিক শাসন। আর এ আদর্শ দ্বারাই তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ইসলামি গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধন করেন। কুরআন-হাদিসের আলোকে জনগণের ইচ্ছার প্রতি খেয়াল রেখে তিনি পরামর্শভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। আর তার এ বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় চেয়ারম্যান রফিক সাহেবের গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে।

হযরত ওমর (রা)ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মজলিস-উস-শুরা বা পরামর্শসভা গঠন করেছিলেন। যেকোনো সমস্যা তিনি কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক মজলিস-উস-শুরার সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সমাধান করতেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'পরামর্শ ব্যতীত কোনো খিলাফত চলতে পারে না।' তার গঠিত পরামর্শসভা দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন- ক. মজলিস-উল-আম এবং খ. মজলিস-উল-খাস। মহানবি (স)-এর ঘনিষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবি এবং মদিনার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে মজলিস-উল-আম গঠিত ছিল। এরা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। অন্যদিকে দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদনের জন্য অল্প সংখ্যক মুহাজিরিন নিয়ে মজলিস-উল-খাস গঠিত ছিল। হযরত ওমর (রা) মজলিস-উস-শুরা ছাড়াও রাজ্য শাসনের ব্যাপারে সাধারণ জনগণের মতামত গ্রহণ করতেন। হযরত ওমর (রা)-এর উল্লিখিত আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছে চেয়ারম্যান রফিক সাহেবের গৃহীত কর্মকাণ্ডে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত এলিনা ও গোমেজদের নিরাপত্তা বিধানে রফিক সাহেবের ব্যবস্থাটির সাথে হযরত ওমর (রা)-এর কার্যাবলি সাদৃশ্যপূর্ণ।

হযরত ওমর (রা) ছিলেন প্রজারঞ্জক শাসক। তিনি সারাজীবন জনগণের খেদমতে ব্যয় করেছেন। জনগণের নিরাপত্তার জন্য তিনি শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করেন। যারা সাধারণ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকেও এর প্রতিফলন দেখা যায়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রফিক সাহেব চেয়ারম্যান নিযুক্ত হওয়ার পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলনের সাথে সাথে এলাকার নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট হন। বিশেষ করে নিরীহ গ্রামবাসীকে নিরাপত্তার জন্য তিনি জোর দেন। যার জন্য তিনি চৌকিদারদের নিয়োগ দিয়ে জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রা) শাসনক্ষমতা গ্রহণ করে গণতান্ত্রিকভাবে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার সাথে সাথে জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রজাসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড দমন এবং সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করেন। যারা সাধারণ জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা আনায়ন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত ওমর (রা)-এর নিরাপত্তা বিধানের সাথে উদ্দীপকের বর্ণিত ব্যবস্থাটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ মহামতি সুলায়মান ইতিহাসের একজন বিখ্যাত শাসক। শাসন ক্ষমতা লাভের পর তিনি বিভিন্ন সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দেন। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য তিনি তার শাসন এলাকাকে প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি ভূমি জরিপ ও আদমশুমারির ব্যবস্থা করেন। পরামর্শসভা তার শাসনের উল্লেখযোগ্য বিষয়। তিনি ছিলেন ন্যায় ও কল্যাণের পৃষ্ঠপোষক। অপরাধের জন্য তিনি স্বীয় পুত্রকেও শাস্তি দিতে দ্বিধা করেননি।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. কে প্রথম আদমশুমারি করেন? ১

খ. খলিফা ওসমানকে যুন্নুরাইন বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ে বর্ণিত কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের মিল পাওয়া যায়?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের কর্মকাণ্ড কি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যায়? যুক্তি দেখাও। ৪

৪৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওমর (রা) প্রথম আদমশুমারি প্রবর্তন করেন।

খ সৃজনশীল ৩৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে খুলাফায়ে রাশেদিনের মহান খলিফা হযরত ওমর (রা) এর শাসন ব্যবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে।

খুলাফায়ে রাশেদিনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) ৬৩৪ থেকে ৬৪৪) খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম জাহানের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তার শাসনামলে মুসলিম বিশ্ব আরব উপদ্বীপ থেকে পারস্য রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তার শাসনামলে রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলন, ভূমি

https://teachingbd24.com

জরিপ, আদমশুমারির প্রবর্তন, শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জনগণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ ও স্বচ্ছভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করেন, যা মজলিস-উস-শুরা বা মন্ত্রণা পরিষদ নামে পরিচিত। উদ্দীপকে বর্ণিত মহামতি সুলায়মানের শাসন ব্যবস্থায় এগুলো পরিলক্ষিত হয়।

মহামতি সুলায়মান প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, পরামর্শসভা গঠন, ভূমি জরিপ, শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। একই ভাবে হযরত ওমর (রা) একটি জনকল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি অর্থনৈতিক সচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য একটি সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। তার শাসন ব্যবস্থার প্রচলিত কৃষিব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে তিনি বৈপ্লবিক রাজস্ব সংস্কার সাধন করেন। পুলিশ বাহিনী প্রতিষ্ঠা, জেলখানা স্থাপন, সীমান্ত দুর্গ নির্মাণ প্রভৃতি সংস্কার করে ওমর (রা) ইসলামি সাম্রাজ্যে একটি সুষ্ঠু কল্যাণমুখী শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। এগুলো পরিচালনার জন্য হযরত ওমর (রা) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি সুসংহত প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেন।

ঘ হ্যাঁ, উক্ত শাসকের অর্থাৎ হযরত ওমর (রা)-এর কর্মকাণ্ড আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা যায়।

হযরত ওমর (রা) ছিলেন একজন আদর্শ খলিফা। তার মতো সুযোগ্য শাসক বিশ্বের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় কেউ জন্মগ্রহণ করেনি। শাসন, বিচার, আইন সব বিভাগকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত করেন। এছাড়া ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে অন্যতম। তার কর্মকাণ্ডসমূহ বর্তমান বিশ্বের জন্যও শিক্ষণীয় ও বাস্তবায়নযোগ্য।

উদ্দীপকের শাসক মহামতি সুলায়মানের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, ভূমি জরিপ, আদমশুমারির ব্যবস্থা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে হযরত ওমর (রা)-এর কর্মকাণ্ডসমূহকে নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। তিনি ছিলেন ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক। ন্যায় বিচারের স্বার্থে তিনি বিচারকার্যে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করেন। তার দৃষ্টিতে মুসলিম, অমুসলিম, উচু-নিচু, আপন-পর সবাই ছিল আইনের চোখে সমান। নিজ পুত্র মদ্যপানের অপরাধে দোষী প্রমাণিত হলে আইনানুযায়ী তাকে তিনি দোররা মেরে হত্যা করেন। এরূপ বিচার ব্যবস্থা আধুনিক সমাজে অত্যন্ত জরুরি। কেননা বর্তমান সমাজে অন্যায় অত্যাচার অধিক মাত্রায় বেড়ে গেছে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে হযরত ওমর (রা)-এর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এছাড়া তার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও রাজস্ব সংস্কার নীতি প্রয়োগ করে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, হযরত ওমর (রা)-এর কর্মকাণ্ড আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শুধু প্রয়োগই করা যায় না বরং একটি সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র বিনির্মাণে এগুলো প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলার শাসক নিযুক্ত হন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি কিছু কর্মচারী নিয়োগ দেন। তাদের অনেকেই ছিল তার নিকট আত্মীয়। বেশ কিছুদিন পর বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, স্বজনপ্রীতিসহ কতিপয় অভিযোগ উত্থাপন করে। তারা একপর্যায়ে শাসকের বাড়ি অবরোধ করে এবং তাকে হত্যা করে। এ ঘটনায় এলাকার অধিবাসীদের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। এলাকায় শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. 'মাদাইন' কী? ১

খ. দেওয়ান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কেন? ২

গ. কোন খলিফার শাহাদাতের ঘটনার সাথে উদ্দীপকের শাসকের হত্যার ঘটনাটির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হত্যাকাণ্ড মুসলিম রাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে, তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? মন্তব্য করো। ৪

৪৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত শোহাইব (আ)-এর কওমের বসবাসকৃত শহরের নাম মাদাইন।

খ রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য দেওয়ান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে মুসলিম খিলাফতের সীমানা পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হলে ওই অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ রাজস্ব হিসেবে কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা হতে থাকে। এসব আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণের জন্য তিনি প্রথম দেওয়ান নামক স্থায়ী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য দেওয়ানকে দুইভাগে বিন্যস্ত করা হয়। এর প্রথম ভাগটি হচ্ছে আয় এবং দ্বিতীয় ভাগে ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষিত হতো। তাই বলা যায়, রাষ্ট্রের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখার জন্য দেওয়ান প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গ ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনার সাথে উদ্দীপকের সিরাজউদ্দৌলা হত্যার ঘটনাটির মিল রয়েছে।

হযরত ওসমান (রা) ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মজলিসে শুরার মাধ্যমে ইসলামের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাসুলে করিম (স)-এর ঘনিষ্ঠ সহচর এবং অনুগামীদের অপসারণ করে নিজের অযোগ্য আত্মীয়-স্বজনকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। তিনি কুফার শাসনকর্তা সাদ-বিন-আবি ওয়াক্কাসকে সরিয়ে ওয়ালিদ বিন ওয়াক্কাসকে এবং বসরায় আবু মুসা-আল-আশারিকে সরিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আমিরকে নিয়োজিত করেন। এরা প্রত্যেকেই খলিফার আত্মীয় ছিলেন। একইভাবে উদ্দীপকে সিরাজউদ্দৌলা নিয়োগ সংক্রান্ত কাজে স্বজনপ্রীতির অভিযোগে বিতর্কিত হয়ে পড়েছে।

সিরাজউদ্দৌলা হযরত ওসমান (রা)-এর মতো নিজের আত্মীয়কে গুরুত্বপূর্ণ চাকরি দেন। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের যে অভিযোগ রয়েছে তা হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধেও ছিল। এ সকল বিষয় হযরত ওসমান (রা) ও উদ্দীপকের সিরাজউদ্দৌলাকে এক বিন্দুতে মিলিয়েছে। সুতরাং উদ্দীপকে সিরাজউদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদতের ঘটনাটি তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা, যেটি মুসলিম রাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে বলে আমি মনে করি।

বিদ্রোহীরা হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে নির্মমভাবে হত্যা করে। ফলে এ হত্যাকাণ্ড ইসলামের গতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ঐতিহাসিক ওয়েল হাউসেন বলেন, "ওসমান হত্যা ইসলামের ইতিহাসের যেকোনো ঘটনা অপেক্ষা অধিকতর যুগান্তকারী ঘটনা।" ঐতিহাসিক যোসেফ হেল বলেন, "ওসমান হত্যা ছিল গৃহযুদ্ধের বিপদ সংকেতস্বরূপ।" মুসলিম জাহান বনু হাশিম ও বনু উমাইয়া এ দুটি গোত্রে বিভক্ত হয়ে আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সিফফিনের যুদ্ধ এবং কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ওসমান (রা) হত্যারই পরিণতি। এছাড়াও খলিফা ওসমান (রা) হত্যার প্রতিবাদে পরবর্তীকালে শিয়া, সুন্নি, খারেজি প্রভৃতি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলের সৃষ্টি হয় এবং তারা মুসলিম জাহানকে শতধাবিভক্ত করে ফেলে।

ওসমান (রা) হত্যার ফলে খিলাফত ও খলিফার প্রতি জনগণের সমর্থন, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য শিথিল হয়ে পড়ে। আর এ হত্যাকাণ্ডের ফলে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়। মুয়াবিয়া উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠা করে রাজতন্ত্র প্রবর্তন করেন। মদিনাতুননবি শহরের রাজনৈতিক প্রাধান্য লোপ পেতে থাকে। পরবর্তীতে কুফা, বাগদাদ, দামেস্ক মুসলিম জাহানের রাজধানীতে পরিণত হয়ে অধিক প্রাধান্য লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের প্রভাব ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। যা ইসলামের জন্য একটি মারাত্মক বিপর্যয়মূলক ঘটনা।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৫০ বাগেরহাটে প্রতিষ্ঠিত হযরত খানজাহান আলী (র)-এর মাজারে প্রচুর ভক্ত শ্রেণির আগমন হয়। বিশেষ করে প্রতি মঙ্গলবার রাতে ভক্তরা এখানে এসে জিকির আসকারে মশগুল থাকে। অনেকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দান করে এখানে। এই অর্থ মাজার রক্ষণাবেক্ষণ ও গরিবদের সহায়তায় ব্যয় হয়। অর্থ প্রাপ্তি এমন সহজ দেখে পার্শ্ববর্তী খুলনার আবদুল মজিদ এক কৌশল অবলম্বন করে। তিনি নিজেকে পির দাবি করে লিফলেটের মাধ্যমে প্রচারণা চালান এবং দ্রুত তার একটা সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করেন। বিষয়টি সরকারের গোচরীভূত হলে সরকার যাচাইপূর্বক উক্ত পির মজিদের আস্তানা ধ্বংস করে দেয়।

[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. 'খিলাফত' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. মজলিস-উস-শুরা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের মজিদের কার্যকলাপের সাথে হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলের কাদের কার্যকলাপের মিল আছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের বিষয়টি আলোচনা করো। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'খিলাফত' শব্দের অর্থ প্রতিনিধিত্ব করা।

খ সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের আব্দুল মজিদের কার্যকলাপের সাথে হযরত আবু বকর (রা) এর আমলের ভণ্ডনবিদের কার্যকলাপের মিল আছে।

হযরত মুহাম্মদ (স) এর সাফল্য দেখে অনেকের মনে নবুয়ত লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। নবি করিম (স)-এর প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি কয়েকটি গোত্র প্রধান লাভজনক কারবার মনে করে এবং নবুয়তের দাবি করে। তাই তার জীবনের শেষ দিকে দেশের বিভিন্ন অংশে কতিপয় ভণ্ডনবির উদ্ভব হয়। এ সমস্ত ভণ্ডনবিদের মধ্যে ছিল বানু আসাদ গোত্রের তোলায়হা, ইয়ামামার বানু হানিফ গোত্রের মুসায়লামা, দক্ষিণ ইয়েমেনের আসাদ আনসি এবং বানু তামিম গোত্রের মহিলা ভণ্ডনবি সাজাহ। তারা নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে নিজেদের নিয়োজিত করে যেমনটি উদ্দীপকের মজিদের কর্মকান্ডে লক্ষ করা যায়।

ভণ্ডনবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইয়েমেনের আসাদ আনসি এর উদ্ভব ঘটে। নিজের লোকদের ওপর তার যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। নবি করিম (স)-এর জীবনের শেষের দিকে সে বিদ্রোহী হয়। আসাদ আনসি রাজধানী সানা দখল করে এর গভর্নরকে হত্যা করে এবং তার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করে। ইয়েমেন প্রদেশ এবং দক্ষিণ আরব তার অধীনে চলে আসে। এ সংবাদ যখন রাসুল (স) এর কর্ণগোচরে চলে আসে তখন তিনি বিদ্রোহীদেরকে দমন করার জন্য মুয়াজ ইবনে জাবাল এবং আরো কয়েকজন সহকর্মীকে পাঠালেন। অবশেষে ফিরোজ দায়লামী নামে নিহত গর্ভনরের নিকট আত্মীয় আসাদের ঘড়ে ঢুকে তাকে হত্যা করে। পরবর্তীতে মুসায়লামা, তুলায়হা, সাজাহার মতো ভণ্ডনবিদের উদ্ভব ঘটে। এদের মধ্যে মুসায়লামা মুসনমানদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে নিহত হয়। এবং তোলায়হা ও সাজাহ পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বলা যায়, উদ্দীপকের আব্দুল মজিদের কার্যকলাপের সাথে আবু বকরের সময়কালের ভণ্ডনবিদের কার্যক্রমের মিল আছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত সরকারের ভণ্ডপির আব্দুল মজিদকে দমনের মতো হযরত আবুবকর (রা)ও ভণ্ডনবিদের দমন করেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইন্তেকালের পর স্বধর্মত্যাগীদের এবং ভণ্ডনবিদের আন্দোলন ও বিদ্রোহ নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র এবং ইসলামি ধর্মের অস্তিত্বের প্রতি একটি বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের এ দুঃসময়ে হযরত আবু বকর (রা) কিছুটা বিচলিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি দৃঢ় সাহস ও মনোবল নিয়ে স্বধর্মত্যাগী ও ভণ্ডনবিদের নির্মূল করার কঠোর নীতি গ্রহণ করেন।

হযরত আবু বকর (রা) মদিনা সুরক্ষার বন্দোবস্ত করে ভণ্ডনবি ও তাদের সহযোগীদের বিদ্রোহ দমন ও ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য মনোনিবেশ করলেন। এ জন্য তিনি সমগ্র সেনা বাহিনীকে ১১টি ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগকে একজন দক্ষ সেনাপতির অধীনে ন্যস্ত করেন। মদিনাকে রক্ষা করার জন্য একদল সৈন্য সদা প্রস্তুত রেখে হযরত আবু বকর (রা) মদিনা থেকে এ যুদ্ধ তৎপরতা পরিচালনা করেন। যুদ্ধ অভিযান শুরু করার পূর্বে হযরত আবু বকর (রা) সেনাপতিদের কিছু নির্দেশ প্রদান করেন।

খলিফা আবু বকর (রা) প্রথমে জুলকাশ ও রাজার যুদ্ধে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের পরাজিত করেন। তার সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ প্রথমে ভণ্ডনবি তোলাহায়কে পরাজিত করে। এরপর তিনি সেনাপতি ইকরামা এবং সুরাহবিলকে সাথে নিয়ে ইয়ামামার যুদ্ধে ভণ্ডনবি মুসায়লামাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। এ যুদ্ধের পর ভণ্ডনবি সাজাহ ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবে আবু বকর (রা)-এর শাসনামলে উদ্ভূত সব সমস্যার সমাধান হয়।

প্রশ্ন ▶৫১ আব্দুলপুরের ভূমি কর্মকর্তা জনাব আতাউর রহমান তার দফতরের সমস্ত পুরানো ও ছেড়া রেজিস্টার খাতা বাতিল করে নতুন রেজিস্টার খাতা তৈরি করলেন। সেই সাথে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন পুরানো ও ছেড়া রেজিস্টার খাতা আর অফিসে রাখা যাবে না। সেই সাথে তিনি নির্দেশ দিলেন সমস্ত অফিসিয়াল ডকুমেন্ট কম্পিউটারে সংরক্ষণ করতে। পুরানো ও অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ছেড়া রেজিস্টার খাতা অফিস থেকে বের করে পুড়িয়ে দিলেন যাতে পুরাতন ও নতুন কাগজপত্র এক সাথে মিশে কাজের ব্যাঘাত না ঘটে। অফিসকে তিনি নতুন করে সাজালেন। কিন্তু কাগজপত্র পোড়ানোর কারণে জনমতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। সাধারণ জনগণ অভিযোগ করতে লাগল ভূমি অফিসার জনগণের জমির কাগজপত্র পুড়িয়ে তাদেরকে জমি হতে বঞ্চিত করতে চাইছে। আসলে ভূমি অফিসারের উদ্দেশ্য সৎ ছিল, তিনি শুধু ভূমি অফিসের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দূর করতে এ কাজ করেছিলেন।

[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. হযরত ওসমান আরবের কোন গোত্রের লোক ছিলেন? ১

খ. রিদ্দা আন্দোলন বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভূমি অফিসারের কর্মকান্ডের সাথে খলিফা ওসমান (রা)-এর কর্মকান্ডের আংশিক সাদৃশ্য রয়েছে— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. খলিফা ওসমান (রা)-এর উক্ত কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য ও ফলাফল উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওসমান (রা) আরবের কুরাইশ গোত্রের লোক ছিলেন।

খ সৃজনশীল ২৪ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ভূমি অফিসারের কর্মকান্ডের সাথে খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর কর্মকান্ডের আংশিক মিল রয়েছে।

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) ইসলামের সেবায় অসামান্য অবদান রাখেন। তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি সম্পাদন করেন। এছাড়াও তিনি পবিত্র কুরআনের সংকলনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করেন। কিন্তু উদ্দীপকে এ সমস্ত কাজের মধ্যে শুধু কুরআন সংকলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভূমি কর্মকর্তা জনাব আতাউর রহমান তার দপ্তরের সমস্ত পুরানো ও ছেড়া রেজিস্টার খাতা বাতিল করে নতুন রেজিস্টার খাতা তৈরি করেন। তিনি সমস্ত অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেন। যেটি হযরত ওসমান (রা)-এর পবিত্র কুরআন সংকলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা হযরত ওসমান (রা) সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কুরআন পাঠের উচ্চারণভঙ্গির পার্থক্য লক্ষ করে তা দূরীকরণের জন্য তিনি বিবি হাফসার নিকট রক্ষিত কুরআনের পাণ্ডুলিপি থেকে একটি বিশুদ্ধ কুরআন সংকলন করেন এবং কুরআনের বাকী কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেন। হযরত ওসমান (রা) কুরআন সংকলন ছাড়াও সাম্রাজ্য বিস্তার, নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা, জনহিতকর কার্যাবলি ও ইসলাম প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যা উদ্দীপকের ভূমি কর্মকর্তার কর্মকান্ডে পরিলক্ষিত হয় না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে হযরত ওসমান (রা)-এর কর্মকান্ডের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে।

Teachingbd24.com

ঘ খলিফা ওসমান (রা)-এর উক্ত কর্মকাণ্ডের অর্থাৎ পবিত্র কুরআন সংকলন করে পুরাতন কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার উদ্দেশ্য মহৎ হলেও কিছু স্বার্থান্ধ মানুষ এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

হযরত ওসমান (রা)-এর মধ্যে মানব চরিত্রের সকল প্রকার মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। ছোটবেলা হতেই তিনি ছিলেন চরিত্রবান, ন্যায়নিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ ও মহৎ ব্যক্তি। তিনি ইসলামের সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইসলাম ও পবিত্র কুরআন রক্ষায় তিনি বিশুদ্ধ কুরআন সংকলন করেছিলেন। কিন্তু একদল মানুষ এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে।

উদ্দীপকে হযরত ওসমান (রা)-এর পবিত্র কুরআন সংকলনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটলে বিশ্বের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় পবিত্র কুরআন পঠিত হতে থাকে। ফলে কুরআন পাঠের উচ্চারণভঙ্গির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে হযরত উসমান (রা) পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধতা রক্ষায় বিবি হাফসার নিকট রক্ষিত কুরআনের পাণ্ডুলিপি থেকে একটি বিশুদ্ধ কুরআন সংকলন করেন এবং এর আরো কয়েকটি কপি তৈরি করে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। আর কুরআনের পুরাতন কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। হযরত ওসমান (রা)-এর কুরআন সংকলনের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এর ফলে পবিত্র কুরআন বিকৃতির হাত হতে রক্ষা পায়। একদল লোক ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে ধর্মগ্রন্থ অবমাননার অভিযোগ আনে। যেটি তার হত্যাকাণ্ডের অন্যতম কারণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের কোনো অকল্যাণ ও ক্ষতি হয়নি বরং বিরাট ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত ওসমান (রা)-এর কুরআন সংকলনের উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত মহৎ এবং ফলাফলও ছিল সুদূরপ্রসারী।

প্রশ্ন ▶৫২ জনাব সালাম পিরোজপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার পর জনগণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি স্থানীয় এক নেতার দুই মেয়েকে বিয়ে করেন এবং একটি উপাধি লাভ করেন। তার বিরুদ্ধে একদল লোক বিদ্রোহ করেন এবং তার শাসন নীতির সমালোচনা করেন। তিনি উক্ত বিদ্রোহী দলের নেতাকে নির্বাসিত করে শাসন ব্যবস্থাকে কণ্টকমুক্ত করেন। *[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. 'ফারুক' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. আনসার ও মুহাজির কাদের বলা হয়? ২

গ. জনাব সালামের সাথে কোন খলিফার মিল পাওয়া যায়? কোরআন সংকলনে উক্ত খলিফার ভূমিকা বিবৃত করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো ছিল ভিত্তিহীন— যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৫২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ফারুক' শব্দের অর্থ সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

খ রক্তের সম্বন্ধের চেয়ে ধর্মের ভিত্তিতে যারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করেন তাদেরকেই আনসার এবং মুহাজির বলা হয়।

মক্কায় ইসলাম প্রচারের কারণে মহানবি (স) এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। এ কারণে আল্লাহর নির্দেশে যারা জন্মভূমি ও আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন মহানবি (স) তাদেরকে মুহাজির নামে অভিহিত করেন। আর এ রক্তের সম্পর্ক বিবেচনা না করে ধর্মের সম্পর্কের কথা চিন্তা করে মুহাজিরদের যারা আশ্রয়দান করেন তাদেরকে তিনি 'আনসার' নামে অভিহিত করেন।

গ জনাব সালামের সাথে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) এর মিল পাওয়া যায়। যিনি পবিত্র কুরআন সংকলনে অসামান্য অবদান রাখেন।

খলিফা হযরত ওসমান (রা) কুরআন সংকলনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তার খিলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের আরো বিস্তৃতি ঘটে। এতে কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। উসমান (রা) এ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে দ্রুত পদক্ষেপ নেন। তিনি পবিত্র কুরআন সংকলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব সালাম স্থানীয় এক নেতার দুই মেয়েকে বিবাহ করেন এবং একটি উপাধি লাভ করেন। যে ঘটনা হযরত ওসমান (রা)-এর ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। তিনি রাসুল (স)-এর দুই কন্যাকে বিবাহ করে যুন্নুরাইন উপাধি লাভ করেন। তিনি পবিত্র কুরআন সংকলনে অসামান্য অবদান রাখেন। হযরত ওসমান উম্মুল মুমিনিন হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের মূল কপি সংগ্রহ করেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) কে প্রধান করে কুরআন সংকলনের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা), সাঈদ ইবনে আল আস (রা) ও আব্দুর রহমান ইবনে হারিছ (রা)। হিজরি ৩০ মোতাবেক ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে কুরআন সংকলন কমিটি হযরত হাফসা (রা) হতে সংগৃহিত কপির আলোকে আরো ৭টি কপি তৈরি করেন এবং তা মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন। একে মাসহাফে উসমানি' বলা হয়। ফলে সারা বিশ্বে একই রীতিতে কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ হয়। এভাবে ওসমান (রা) পবিত্র কুরআনে সংকলন করে বিকৃতির হাত হতে রক্ষা করেন।

ঘ উক্ত খলিফা অর্থাৎ খলিফা ওসমান (রা)-এর ওপর আনীত অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন ছিল বলে আমি মনে করি।

খলিফা ওসমানের (রা) বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে সেগুলো ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, কল্পনাপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে হয়।

হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে বেদুইন ও অনারব মুসলমানগণ স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনেন। কিন্তু তিনি আত্মীয়স্বজনের প্রতি কিছুটা দুর্বল থাকলেও কোনো অনুপযুক্ত আত্মীয়কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগদান করেননি। পরিস্থিতির কারণে তিনি গভর্নর পরিবর্তন করলেও গভর্নর তার আত্মীয় ছিল না। হযরত ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুতর অভিযোগ ছিল কুরআন শরিফ দগ্ধীকরণ। তার রাজত্বকালে ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণ নিজেদের সুবিধার্থে কুরআনের ভাষা ও উচ্চারণ পরিবর্তন করে পাঠ করতে থাকে। তাই তিনি কুরআন শরিফের উচ্চারণগত সমস্যা দূর করার জন্যই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং ত্রুটিপূর্ণ ও অসংগতিপূর্ণ কপিগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিল। বায়তুল মালের অর্থ আত্মসাৎ তো দূরের কথা বরং তিনি নিজের সম্পদ ইসলামের জন্য অকাতরে দান করেছেন। সরকারি চারণভূমি রাষ্ট্রীয় পশুপালনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে তিনি তার পূর্বের দুইজন খলিফাকে অনুসরণ করেছিলেন। রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আবুজর গিফারিকে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় ওসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৫৩ শাহাবুদ্দীন খান কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে তা গ্রহণ করেন। পূর্বে কলেজে কোন আর্থিক ফান্ড না থাকায় নতুন অধ্যক্ষ ব্যাংকে একাউন্ট খুলে কলেজের সকল আয় সেখানে সংরক্ষণ করেন। দৈনিক খরচ বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ তিনি কলেজ উন্নয়ন ও বৃত্তি আকারে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

[লালমনিরহাট সরকারি কলেজ, লালমনিরহাট]

ক. হযরত ওমর (রা) কত খ্রিস্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়? ১

খ. খালিদ বিন ওয়ালিদ ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কোন খলিফার মিল আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওমর (রা) ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত খলিফা অর্থাৎ হযরত ওমর (রা) ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় অসামান্য অবদান রাখেন।

হযরত ওমর (রা) ছিলেন একজন আদর্শ খলিফা। তার মতো সুযোগ্য শাসক বিশ্বের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় কেউ জন্মগ্রহণ করেনি। শাসন, বিচার, আইন সব বিভাগকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন। তিনি মজলিসে শূরা তথা পরামর্শের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। হযরত ওমর (রা) ছিলেন গণতন্ত্রমনা। তার প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল গণতান্ত্রিক শাসন। আর এ আদর্শ দ্বারাই তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ইসলামি গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধন করেন। কুরআন-হাদিসের আলোকে জনগণের ইচ্ছার প্রতি খেয়াল রেখে তিনি পরামর্শভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তার সময়ে রাষ্ট্র অনেক প্রসার লাভ করে। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক। তিনি শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে ইসলামি সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করে প্রত্যেক প্রদেশকে আবার জেলা ও মহকুমায় বিভক্ত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

এছাড়াও নির্যাতনমূলক করব্যবস্থা তিনি বিলোপ করেন। জাকাত, জিজিয়া, গনিমত, খারাজ, আলফে, উশর প্রভৃতি কর ধার্যের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তোলেন। আবার রাষ্ট্রীয় কোষাগার হিসেবে বায়তুল মাল পুনর্গঠন করেন। তিনি রাষ্ট্রীয় অর্থে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। স্বচ্ছতা, ন্যায়পরায়ণ, জনকল্যাণকামী এবং জবাবদিতার এক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যা তাকে অনন্য করে তোলে।

প্রশ্ন ▶৫৪ মুঘল সম্রাট আকবরের রাজস্ব সংস্কারক রাজা টোডরমল ভূমি জরিপের মাধ্যমে রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ভূমি রাজস্ব ছিল সম্রাট আকবরের রাজস্বের একটি বড় উৎস। এছাড়াও মুসলমানদের নিকট থেকে জাকাত, উশর, আলফাই ইত্যাদি রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো, তবে সম্রাট সর্বভারতীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জিজিয়া কর রোহিত করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অমুসলিমদের খারাজ হতেও অব্যাহতি দেন। *[সরকারি রাশিদাজ্জোহা মহিলা কলেজ, সিরাজগঞ্জ]*

ক. ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম কী? ১

খ. দুমার মীমাংসা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন খলিফার রাজস্ব ব্যবস্থার আংশিক মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার রাজস্ব সংস্কারের কোন দিকগুলো উদ্দীপকের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বলে তুমি মনে কর? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের তৃতীয় খলিফার নাম হযরত ওসমান (রা)।

খ হযরত আলী (রা)-এর সাথে আমির মুয়াবিয়ার সংঘর্ষের পরিসমাপ্তির জন্য যে মীমাংসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেটাই হলো দুমার মীমাংসা।

হযরত আলী (রা) এবং মুয়াবিয়া মধ্যস্থ ব্যক্তি নিযুক্ত করে নিজেদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আলী (রা) তার পক্ষে মুসা আল আশারীকে এবং মুয়াবিয়া আমর ইবন আল-আসকে প্রতিনিধি মনোনীত করেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিনিধিরা প্রত্যেকে ৪০০ লোকসহ 'দুমাতুল জন্দল' নামক স্থানে হাজির হয়। তবে এখানে আমর ইবন আসের ধূর্ততার জন্য আলী (রা) খলিফা পদ থেকে অপসারিত হন। ঐতিহাসিক এ ঘটনাই দুমার মীমাংসা নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের সাথে আমার পঠিত খলিফা হযরত ওমর (রা) এর রাজস্ব ব্যবস্থার আংশিক মিল রয়েছে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের একটি অন্যতম দপ্তর ছিল রাজস্ব বিভাগ। তিনি ভূমি জরিপের মাধ্যমে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করতেন। তিনি রাষ্ট্রীয় রাজস্বের উৎস হিসেবে গনিমত, জাকাত, উশর, জিজিয়া, খারাজ, আলফে, উশুর ইত্যাদি বজায় রাখেন। উদ্দীপকেও এ ধরনের রাজস্বের উৎস পরিলক্ষিত হয়।

মুঘল সম্রাট আকবর তার রাজস্ব সংস্কারক টোডরমলের মাধ্যমে ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেন এবং 'যাবতি' ব্যবস্থা নামে রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ভূমি রাজস্ব ছাড়াও আকবর জাকাত, উশর আলজফেই ইত্যাদি উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। তবে তিনি খারাজ ও জিজিয়া আদায় করতেন না। হযরত ওমর (রা)ও ভূমি জরিপ করে এর সুষ্ঠু বণ্টন, বন্দোবস্ত ও রাজস্ব নির্ধারণপূর্বক তা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি ভূমি রাজস্বের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য দিওয়ান-উল-খারাজ প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত ওমর (রা) খারাজ, যাকাত, জিজিয়া, খুমুস, আল ফে, উশুর, উশর প্রভৃতি উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করেন। সম্রাট আকবর ও হযরত ওমর (রা)-এর মধ্যে খারাজ ও জিজিয়া আদায় করার ক্ষেত্রে মিল পরিলক্ষিত হয় না। কেননা হযরত ওমর (রা) খারাজ ও জিজিয়া আদায় করতেন। তাই বলা যায়, আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থায় হযরত ওমর (রা)-এর রাজস্বব্যবস্থার আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ উক্ত খলিফার অর্থাৎ হযরত ওমর (রা) এর রাজস্ব সংস্কারে খারাজ ও জিজিয়া আদায়ের বিষয়টি উদ্দীপকের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

ইসলামি রাষ্ট্রের বিশালতা এবং সুষ্ঠু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হযরত ওমর (রা) রাজস্বব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি ভূমি রাজস্বের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য দিওয়ান-উল-খারাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং যাকাত, জিজিয়া, খারাজ, আলফে, উশর, উশুর প্রভৃতি উৎস থেকে রাজস্ব আদায় করেন। কিন্তু উদ্দীপকে উল্লিখিত সবগুলো উৎস থেকে রাজস্ব আদায়ের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় না।

উদ্দীপকে সম্রাট আকবর তার রাজস্ব সংস্কারক টোডরমলের মাধ্যমে তুমি জরিপ করে 'যাবতি প্রথা' নামে রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। আকবর মুসলমানদের নিকট থেকে জাকাত, উশর, আলজাফে প্রভৃতি আদায় করলেও তিনি অমুসলমানদের জিজিয়া ও খারাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে, হযরত ওমর (রা) জমির গুণগতমান, উৎপাদনের পরিমাণ সেচের সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করে উৎপন্ন ফসলের সর্বোচ্চ $\frac{১}{২}$ অংশ

Teachingbd24.com

এবং সর্বনিম্ন $\frac{১}{৫}$ অংশ খারাজ হিসেবে আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি অমুসলমান প্রজাদের নিরাপত্তা কর হিসেবে আর্থিক সচ্ছলতার ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির ওপর চার, মধ্যবিত্তের ওপর দুই ও স্বল্পবিত্তের ওপর এক দিনার হিসেবে জিজিয়া কর আদায় করতেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সম্রাট আকবর ও হযরত ওমর (রা)-এর রাজস্বব্যবস্থার মধ্যে খারাজ ও জিজিয়া আদায়ের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৫৫ মহানবি (স) ওফাতের পর তাঁর প্রতিনিধিগণ মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব নেন। একজন প্রতিনিধি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন, মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ কাঠামো স্থাপন করেন, পরামর্শসভা গঠন করেন, ভাতা চালু করেন, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ করেন। *[ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. শিয়া কারা? ১

খ. মহান বীর খালিদের পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খলিফার সাথে তোমার পঠিত কোন খলিফার শাসনামলের সাদৃশ্য আছে? উক্ত খিলাফতের পরামর্শ সভার কার্যাবলির বিবরণ দাও। ৩

ঘ. উক্ত সময়ের মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার বিবরণ দাও। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত আলী (রা)-এর সমর্থক গোষ্ঠী ইতিহাসে আলাবী বা শিয়াতু আলী সংক্ষেপে শিয়া নামে পরিচিত।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উক্ত সময়ের অর্থাৎ হযরত ওমর (রা)-এর প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রশাসন ব্যবস্থা।

ইসলামের ইতিহাসে একজন সুদক্ষ এবং জনকল্যাণকামী শাসক হিসেবে হযরত ওমর (রা) বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। কুরআন-হাদিসের নির্দেশ মতো স্বচ্ছ, ন্যায়ভিত্তিক, জবাবদিহিমূলক শাসন প্রবর্তন করে। তিনি বিশ্বের ন্যায়পরায়ণ শাসকদের কাছে অনুসরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা উদ্দীপকে লক্ষ করি। হযরত ওমর (রা) জনসমর্থন ও জনকল্যাণকে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আর এ নীতির ভিত্তিতেই তিনি তাঁর শাসনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছেন। তিনি আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই আরববাসীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য, বিশুদ্ধতা, আভিজাত্য বজায় রাখার জন্য আরব অঞ্চল শুধু আরবীয়দের জন্যই সংরক্ষিত রাখেন। এছাড়া সুষ্ঠু শাসন প্রর্তনের জন্য শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের ওপর জোর দেন। সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করেন এবং প্রদেশকে জেলায়, জেলাকে মহকুমায় বিভক্ত করেন। প্রদেশে 'ওয়ালি' জেলায় আমিলন নিযুক্ত করে তিনি জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলেন। তাছাড়া তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে গড়ে তোলেন। সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি পুলিশ ও অপরাধ বিভাগ নামে একটি বিভাগ গড়ে তোলেন। তাছাড়া জনকল্যাণকে মাথায় রেখে তিনি নানা জনহিতকর কর্মসূচি চালু করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, খলিফা হিসেবে হযরত ওমর (রা) দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, যা তার শাসনব্যবস্থাকে চিরকাল মুসলিম শাসকদের কাছে অনুসরণীয় করে রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ৫৬ সোহানা ও কোরবান আলী হযরত ওসমান (রা) এর শাসনকাল নিয়ে আলোচনা করছে। সোহানা বলল যে, বিদ্রোহীরা অনেকগুলো মিথ্যা অভিযোগপত্র তৈরি করে খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পরে খলিফার গৃহে প্রবেশ করে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কোরবান আলী বলল যে, ইসলামের ইতিহাসে এ হত্যাকাণ্ডের ফলাফল সুদূরপ্রসারী ছিল। *[নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ]*

ক. উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১

খ. খলিফা ওসমান (রা) কে যুন্নুরাইন বলা হয় কেন? ২

গ. সোহানার বক্তব্যে খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের কারণ কীভাবে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোরবান আলীর বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল মালিক।

খ সৃজনশীল ৩৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সোহানার বক্তব্যে খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর মৃত্যুর পিছনে গোত্রীয় কলহ ও স্বার্থান্ধ লোকের বিরোধিতাসহ নানাবিধ কারণ ফুটে উঠেছে।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্মের পূর্ব থেকেই কুরাইশ বংশের হাশেমি ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যে কাবাগৃহের পৌরহিত্য ও মক্কার শাসনব্যবস্থা নিয়ে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষ ছিল। হযরত ওসমান (রা) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে এ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে পুরাতন সেই বিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। কারণ খলিফা ওসমান (রা) উমাইয়া বংশের লোক ছিলেন। উমাইয়াদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে হাশেমিদের কাছে এটা অসহনীয় হয়ে ওঠে। এছাড়া ইসলামি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের সাথে সাথে এক শ্রেণির লোক ইসলামের সহজাত সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হয়ে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার জন্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এরূপ একজন ইসলামবিদ্বেষী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা খলিফার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার চালায়। ফলে খলিফাবিরোধী তৎপরতা অত্যন্ত জোরদার হয়ে ওঠে। এছাড়া খলিফার জামাতা মারওয়ানের স্বার্থপর নীতি ও গোত্রগত পক্ষপাতদুষ্ট শাসনে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। এ বিদ্রোহীরাই অবশেষে কুরআন পাঠরত অবস্থায় ওসমান (রা) কে হত্যা করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব তালহা তার গোত্রের তৃতীয় নেতা। প্রায় এক যুগ গোত্র পরিচালনার পর তিনি বিদ্রোহীদের চক্রান্তে নিহত হন। তার মৃত্যুর কারণ হলো গোত্রীয় কলহ ও স্বার্থান্ধ লোকের বিরোধিতা যা ওসমান (রা)-এর মৃত্যুর কারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ কোরবান আলীর বক্তব্যটি অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী— এটি যথার্থ।

হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যা ছিল ইসলামের ইতিহাসে একটি বেদনাবিধুর ঘটনা। এ হত্যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে আত্মঘাতী দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। উমাইয়া ও হাশেমি গোত্রদ্বয়ের সম্পর্কে চরম ফাটল ধরে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে গুরুতর বিভেদ দেখা দেয়। এ সময় হতে যে গৃহযুদ্ধের নগ্নরূপ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তা আর কখনো বন্ধ হয়নি। এ হত্যার ফলে শিয়া, সুন্নি, খারেজি প্রভৃতি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলের সৃষ্টি হয়। এছাড়া এ হত্যার পর থেকে খলিফা পদের প্রতি জনসাধারণের আকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি ক্রমশ শিথিল হতে থাকে, যা খিলাফতের ধর্মীয় ও নৈতিক মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে দেয়। হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যার পর আলী (রা) মুয়াবিয়ার সাথে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ফলে পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদিনের গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে এবং রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওসমান (রা) এর মৃত্যু ছিল মুসলিম বিশ্বের জন্য বিপদসংকেতস্বরূপ।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৫৭ রফিক সাহেবের ছাপাখানা আছে। তিনি একটি গ্রন্থ ছাপাতে গিয়ে অনেক ভুল করেন। ফলে তিনি ভুল কপিগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। সুমন বলল যে, এ ধরনের কুরআনের ভুল কপি পুড়িয়ে ফেলার জন্য ইসলামের একজন খলিফা অভিযুক্ত হন। *[পঞ্চগড় সরকারি কলেজ]*

ক. মজলিস-উস-শূরা কী? ১

খ. বায়তুল মাল কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের কথাটি ইসলামের কোন খলিফার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে উক্ত খলিফার বিরুদ্ধে এমনি আরও অনেক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপন করা হয় তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত ওমর (রা) স্বচ্ছভাবে শাসন কার্য পরিচালনার লক্ষ্যে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন যা মজলিস-উস-শূরা নামে পরিচিত।

খ সৃজনশীল ১১নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ২৩ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২৩ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ নাসির উদ্দিন মদনপুর পৌরসভার মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রশাসনকে জনকল্যাণমুখী করার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি পৌরসভাকে কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন কাউন্সিলর মনোনয় দেন। শাসন কার্যের সুবিধার্থে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি 'পরামর্শ সভা' গঠন করেন। জগণের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য তিনি রাত্রিবেলায় ছদ্মবেশে ঘুড়ে বেড়াতেন। *[চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. খলিফা শব্দের অর্থ কী? ১

খ. কাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়? এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মেয়রের পদক্ষেপের সাথে কোন খলিফার শাসনব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মেয়রের কার্যক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত খলিফার শাসনব্যবস্থার মূল্যায়ন করো। ৪

৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি।

খ ইসলাম ধর্মকে ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করায় আবু বকর (রা) কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

ইসলামের এক সংকটময় মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র দুই বছর তিন মাস খলিফা পদে অধিষ্ঠিত থেকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রকে এক ভয়াবহ বিপদ হতে রক্ষা করেন। তার সময় ভণ্ডনবিদের ধর্মীয় প্রতারণা, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন তিনি কঠোর হস্তে দমন করে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখেন। তিনি খলিফা পদ লাভের পূর্বে ও পরে ইসলামের সেবায় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এ জন্য তাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মেয়রের পদক্ষেপের সাথে খুলাফায়ে রাশেদিনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হবার পর হযরত ওমর (রা) রাজ্যের প্রজাদের কল্যাণের কথা ভেবে নানা ধরনের জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। প্রজাদের সুখ-দুঃখ উপলব্ধির জন্য তিনি রাতের বেলা বেরিয়ে যেতেন। কুরআন হাদিসের আলোকে জনগণের ইচ্ছার প্রতি খেয়াল রেখে তিনি পরামর্শভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। উদ্দীপকেও এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। উদ্দীপকের নাসির উদ্দিন মদনপুর পৌরসভার মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রশাসনকে জনকল্যাণমুখী করার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমনটি আমরা খলিফা ওমরের (রা) ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। নাসির উদ্দিন যেমন পৌরসভার কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে যোগ্যতাসম্পন্ন কাউন্সিলর মনোনয়ন দেন তেমনি খলিফা ওমর (রা) প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করেন। উদ্দীপকের নাসির উদ্দিন যেমন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে পরামর্শসভা গঠন করেন, তেমনি খলিফা ওমরও মজলিশ আল খাস নামে পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন। প্রজাসাধারণের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য তিনি রাত্রে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত মেয়রের পদক্ষেপের সাথে খলিফা ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত মেয়র নাসির উদ্দিনের মতো ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সফল।

হযরত ওমর (রা) ছিলেন আদর্শ খলিফা। তার মতো সুযোগ্য শাসক বিশ্বের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় কেউ জন্মগ্রহণ করেনি। শাসন, বিচার আইন সব বিভাগকে তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিচালিত করেন। উদ্দীপকেও যা লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায় নাসির উদ্দিন প্রশাসনকে জনকল্যাণমুখী করার লক্ষ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ নেন। তিনি পৌরসভাকে কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে যোগ্যতাসম্পন্ন কাউন্সিলর নিয়োগ দেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরামর্শ সভাও গঠন করেন, যা আমরা খলিফা ওমর (রা)-এর ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। তিনি মজলিশে শূরা তথা পরামর্শের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তাঁর সময়ে ইসলামি রাষ্ট্র অনেক প্রসার লাভ করে। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে ইসলামি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত শক্তিশালী করেন। তিনি শাসনব্যবস্থার সুবিধার্থে ইসলামি সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করে প্রত্যেক প্রদেশকে আবার জেলা ও মহকুমায় বিভক্ত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ওমর (রা) ছিলেন অর্ধ পৃথিবীর খলিফা।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, খলিফা ওমর (রা)-এর শাসনব্যবস্থা ছিল সফল।

প্রশ্ন ▶ ৫৯ আবুল কালাম আজাদ একজন শাসকের কর্মকান্ড পড়ছিল। শাসন ক্ষমতা লাভের পর এ শাসকের অনেক সমস্যা ও বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। তার সময় ভণ্ডধর্ম প্রচারকদের উদ্ভব, কর বিরোধী আন্দোলন ও স্ব-ধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ রাষ্ট্রের ওপর আঘাত হানে। তিনি সাহস ও দৃঢ়তার সাথে এ জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

ক. ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার নাম কী? ১

খ. মজলিস-উস-শূরা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আবুল কালামের পঠিত শাসকের সাথে তোমার পঠিত ইসলামের ইতিহাসের কোন শাসকের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তোমার পঠিত শাসককে কী ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায়? মতামত দাও। ৪

৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের দ্বিতীয় খলিফার নাম হযরত ওমর (রা)।

Teachingbd24.com

খ সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১৯ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬০ মাকসুদ সাহেব একজন বড় ব্যবসায়ী ও সম্পদশালী ব্যক্তি। তার উদারতার কথা এলাকার কারও অজানা নয়। তিনি যেমন নম্র, ভদ্র, সৎ ও চরিত্রবান তেমনি পরোপকারীও বটে। তার দয়া-দাক্ষিণ্য; উত্তম চরিত্র ও মহত্বের কারণে সকলে তাকে সম্মান করে। সত্যবাদিতা ও আমানতদারির জন্য তার সুনাম রয়েছে। ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি যথেষ্ঠ অনুগত্যশীল। বন্যা বা দুর্ভিক্ষের সময় গরিব-দুঃখীর সাহায্যার্থে তিনি এগিয়ে আসেন। *[নোয়াখালী সরকারি কলেজ]*

ক. হযরত ওসমান (রা) কে যুন্নুরাইন বলা হয় কেন? ১

খ. হযরত ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের কারণসমূহ লিখ। ২

গ. ইসলাম ধর্ম ও আর্ত-মানবতার সেবা প্রদানে মাকসুদ সাহেব কোন খলিফাকে অনুসরণ করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মাকসুদ সাহেবের আচরণ সমাজে কী ধরনের ভূমিকা রাখবে বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা করো। ৪

৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দুই কন্যাকে বিয়ে করার জন্য ওসমান (রা) কে যুন্নুরাইন বলা হয়।

খ বিভিন্ন গুণে বিভূষিত হলেও হযরত ওসমান (রা)-এর চারিত্রিক সরলতা ও উদারতাই ছিল তাঁকে হত্যার মূল কারণ। তিনি ইসলামের কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য এমন অনেক কাজ করেছেন যা একদল স্বার্থান্বেষী মানুষকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। এছাড়া খলিফার প্রধান উপদেষ্টা মারওয়ানের কুচক্রান্ত ও স্বার্থপর নীতি তার হত্যাকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করে। হজ অনুষ্ঠান পরিবর্তন ও হজরত (স)-এর আংটি হারানো, মুহাজিরদের অবহেলা করা, ইবনে সানার অপপ্রচার সবকিছুই ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের কারণ ছিল।

গ ইসলাম ধর্ম ও আর্ত-মানবতার সেবা প্রদানে মাকসুদ সাহেব সাহেব ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) কে অনুসরণ করেছেন।

হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে জনকল্যাণ ও খিলাফতের বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়। এ সময় মাঝে মাঝে খায়বরের দিক হতে জলোচ্ছাস আসায় জনসাধারণকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হতো। তাই মদিনার কিছু দূরে হযরত ওসমান (রা) 'মাহজুর' নামক একটি বেড়িবাঁধ নির্মাণ করে দেন। মসজিদে নববির প্রাসাদের কাজ ২০ হিজরিতে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে নতুন করে আরম্ভ করেন। মদিনার পার্শ্ববর্তী জমিগুলো ক্রয় করে দশ মাসের অবিরাম চেষ্টার পর ইট, পাথর ও চুনরে সাহায্যে একটি সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করেন। উদ্দীপকে মাকসুদ সাহেব হযরত ওসমান (রা)-এর এ নীতি অনুসরণ করেন।

উদ্দীপকে মকসুদ সাহেব ধর্মানুরাগী ব্যক্তি। তিনি মানুষের অনুভূতিকে সম্মান জানান। তাই এলাকার মানুষ তাকে অনুরোধ জানালে তিনি মসজিদ নির্মাণের ব্যয় ও জায়গার ব্যাপারে যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণের ঘোষণা দেন। এতে মকসুদ সাহেবের মহানুভবতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি সমস্যা বা দুর্যোগের সময় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। একই বৈশিষ্ট্য হযরত ওসমান (রা)-এর ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। তিনি মুসলমানদের পানির কষ্ট লাঘবের জন্য এক ইহুদির কাছ থেকে ২০০০০ দিনারের বিনিময়ে মদিনার বীররুমা নামক একটি কূপ ক্রয় করে দান করেন। হযরত ওসমান (রা)-এর এ উদ্যোগ জনকল্যাণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। সুতরাং বলা যায়, মাকসুদ সাহেব আর্তমানবতার সেবায় ক্ষেত্রে ইসলামি খিলাফতের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) কে অনুসরণ করেছেন।

ঘ আর্ত-মানবতার সেবায় মকসুদ সাহেবের মতো মানুষদের ভূমিকা সমাজ উন্নয়ন এবং দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

ইসলাম মানবতা ও কল্যাণের ধর্ম। মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ইসলামের সকল বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। আর ইসলামের অনুসারীগণ এসব বিধান অনুসরণ করেই যুগে যুগে মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। রাসুল (স) থেকে শুরু করে চার খলিফার জীবন ছিল আর্ত-মানবতার সেবায় উৎসর্গকৃত। আর এ মহান ব্যক্তিদের ভূমিকায় একটি সুষ্ঠু, সুন্দর, সাবলীল, ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। উদ্দীপকের মকসুদ সাহেবও তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেকে মানবতার সেবায় উৎসর্গ করেছেন।

মকসুদ সাহেবের মতো সমাজের অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা যদি দরিদ্র-অসহায়দের কল্যাণে দান করতে উৎসাহী হন, তবে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হবে। সেই সাথে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হলে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) এক্ষেত্রে ধনীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তিনি সমাজ বিনির্মাণে অকাতরে সম্পদ ব্যয় করেছেন। ইসলামের খেদমতে তার বিপুল সম্পদ দান করে দিয়েছেন। ফলে ইসলামের প্রসার ও প্রচারে আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়েছে। অন্যদিকে মসজিদ, কূপ নির্মাণে তার অবদান মুসলমানদের ধর্মীয় কাজকে সহজসাধ্য করে দিয়েছে। ফলে মানুষের মধ্যে ধর্ম পালনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। উদ্দীপকের মকসুদ সাহেব তার নীতি অনুসরণ করেছেন। এভাবে সমাজের বিত্তবান ও সম্পদশালীরা যদি ইসলামের সেবা ও মানুষের কল্যাণে সম্পদ ব্যয়ে আত্মনিয়োগ করেন; তবে দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নয়নমুখী ও কল্যাণধর্মী সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে মকসুদ সাহেব যেভাবে সমাজে ভূমিকা রাখছেন, সমাজের প্রত্যেক বিত্তবানদের কর্তব্য সমাজের সার্বিক উন্নয়নে সম্পদ ব্যয় করে সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-৩: খোলাফায়ে রাশেদীন

১১৩. খিলাফত শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক প্রতিনিধিত্ব খ সম্রাট
গ আমীর ঘ সেনাপ্রধান — ক

১১৪. হজরত আবু বকর (রা) কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক মক্কায় খ মদিনায়
গ মিসরে ঘ সিরিয়ায় — ক

১১৫. হজরত আবু বকর (রা) ইসলামের কততম খলিফা ছিলেন? (জ্ঞান)
ক প্রথম খলিফা খ দ্বিতীয় খলিফা
গ তৃতীয় খলিফা ঘ চতুর্থ খলিফা — ক

১১৬. যদি আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে বন্ধু বলতাম, তবে আবু বকরকেই বন্ধু বলতাম।' উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ক হজরত উমর (রা)-এর
খ হজরত ওসমান (রা)-এর
গ হজরত আলী (রা)-এর
ঘ হজরত মহানবি (স)-এর — ঘ

১১৭. আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের শামিল ছিল কোনটি? (জ্ঞান)
ক হারিস বিন উমাইয়া হত্যা
খ আলী (রা) হত্যা
গ ওসমান (রা) হত্যা
ঘ মুয়াবিয়া হত্যা — ক

১১৮. রিদ্দা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কোন খালিফার শাসনামলে? (জ্ঞান) [কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ]
ক হজরত আবু বকর (রা)
খ হজরত ওসমান (রা)
গ হজরত আলী (রা)
ঘ হজরত উমর (রা) — ক

১১৯. 'রিদ্দা' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক ধর্মত্যাগী খ স্বধর্মত্যাগ
গ ধর্মযুদ্ধ ঘ স্বধর্ম — খ

১২০. মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর কারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়— (জ্ঞান) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
ক ইহুদিরা খ নাসারারা
গ বেদুইনরা ঘ খ্রিস্টানরা — গ

১২১. Garden of Death বা মৃত্যুর বাগান নামে পরিচিত কোন যুদ্ধ? (জ্ঞান)
ক উহুদের যুদ্ধ খ খন্দকের যুদ্ধ
গ ইয়ামামার যুদ্ধ ঘ কারবালার যুদ্ধ — গ

১২২. আবুজর আল গিফারীকে যেখানে নির্বাসন দেওয়া হয় তার নাম- (জ্ঞান) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]
ক সাহারা খ হেজাজ
গ নজদ ঘ রাবাজা — ঘ

১২৩. 'মদিনা টিকিয়া থাকুক বা পতিত হোক, খিলাফত স্থায়ী হোক বা ধ্বংস হোক, নবি করিম (স) এর ইচ্ছা পূরণ করতেই হবে।'— উক্তিটি কার? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা]
ক হজরত আয়শা (রা)
খ হজরত ফাতিমা (রা)
গ হজরত আবু বকর (রা)
ঘ হজরত উমর (রা) — গ

১২৪. ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক আলী (রা) খ উমর (রা)
গ আবু বকর (রা) ঘ ওসমান (রা) — খ

১২৫. হজরত উমর (রা) কত বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক ৩২ খ ৩৩ গ ৩৪ ঘ ৩৫ — খ

১২৬. ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমান বাহিনীর নেতৃত্ব দেন কে? (জ্ঞান)
ক এন্টিনিও খ হিরাক্লিয়াস
গ থিওডোরাস ঘ ইয়ারমুক — গ

১২৭. বায়তুল মাল কোন ধরনের পরিভাষা? (জ্ঞান)
ক আরবি খ ফার্সি
গ তুর্কি ঘ জাপানি — ক

Teachingbd.com

১২৮. 'খারাজ' কোন ধরনের কর? (অনুধাবন)
ক ভূমি খ বাণিজ্য
গ নিরাপত্তা ঘ পশুচারণ **ক**

১২৯. গুপ্তচর প্রথার প্রবর্তক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক হযরত আবু বকর (রা)
খ হযরত ওমর (রা)
গ হযরত ওসমান (রা)
ঘ হযরত আলী (রা) **খ**

১৩০. কৃষিকাজে জলসেচের ব্যবস্থা প্রথম কে চালু করেন? (জ্ঞান)
ক হযরত আবু বকর (রা)
খ হযরত ওমর (রা)
গ হযরত ওসমান (রা)
ঘ হযরত আলী (রা) **খ**

১৩১. কোন খলিফা দাস প্রথার বিলোপ সাধন করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন? (জ্ঞান)
ক হযরত আবু বকর (রা)
খ হযরত ওমর (রা)
গ হযরত ওসমান (রা)
ঘ হযরত আলী (রা) **খ**

১৩২. ইসলামি অর্থনীতির প্রধান বিধান কোনটি? (জ্ঞান)
ক জাকাত খ হজ
গ জিজিয়া ঘ গানিমত **ক**

১৩৩. বায়তুল মাল কে প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞান)
ক হযরত আবু বকর (রা)
খ হযরত ওমর (রা)
গ হযরত ওসমান (রা)
ঘ হযরত আলী (রা) **খ**

১৩৪. "পরামর্শ ব্যতীত কোন খেলাফত চলতে পারে না।" উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ক ইমাম হাসান (রা)-এর
খ হজরত আলী (রা)-এর
গ ইমাম হোসেন (রা)-এর
ঘ হজরত উমর (রা)-এর **ঘ**

১৩৫. খুলাফায়ে রাশেদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক হযরত আবু বকর (রা)
খ হযরত ওমর (রা)
গ হযরত ওসমান (রা)
ঘ হযরত আলী (রা) **খ**

১৩৬. 'আমিরুল মুমেনীন' উপাধি কে ধারণ করেন? (জ্ঞান)
ক হজরত আবু বকর (রা)
খ হজরত উমর (রা)
গ হজরত আলী (রা)
ঘ মুয়াবিয়া (রা) **খ**

১৩৭. মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় খলিফা কে? (জ্ঞান)
ক হজরত আলী (রা)
খ হজরত ওসমান (রা)
গ হজরত আবু বকর (রা)
ঘ হজরত উমর (রা) **খ**

১৩৮. যুন্নুরায়েন কোন খলিফার উপাধি? (জ্ঞান)
ক হজরত আবু বকর (রা)
খ হজরত উমর (রা)
গ হজরত ওসমান (রা)
ঘ হজরত আলী (রা) **গ**

১৩৯. ইলিয়াস-এর বিরুদ্ধে তার অফিসের লোকেরা স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনেন। উক্ত অভিযোগের সাথে কোন খলিফার ওপর উত্থাপিত অভিযোগের মিল পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)
ক আবু বকর (রা)-এর
খ ওসমান (রা)-এর
গ আলী (রা)-এর
ঘ উমর (রা)-এর **খ**

১৪০. "ওসমানের হত্যা ইসলামের ইতিহাসের যেকোনো ঘটনা অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ" — উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
ক পি. কে. হিট্টি খ যোসেফ হেল
গ আমীর আলী ঘ ইমামুদ্দীন **খ**

Teachingbd.com

১৪১. ইসলামের চতুর্থ খলিফা কে? (জ্ঞান)
ক আলী (রা) খ ওসমান (রা)
গ আবু বকর (রা) ঘ ওমর (রা) **ক**

১৪২. আসাদুল্লাহ কার উপাধি? (জ্ঞান)
ক হজরত আবু বকর (রা)
খ হজরত ওমর (রা)
গ হজরত ওসমান (রা)
ঘ হজরত আলি (রা) **ঘ**

১৪৩. ইসলামের ইতিহাসে প্রথম গৃহযুদ্ধ কোনটি? (জ্ঞান) [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা]
ক উষ্ট্রের যুদ্ধ
খ সিফফিনের যুদ্ধ
গ নাহরাওয়ানের যুদ্ধ
ঘ কারবালার যুদ্ধ **ক**

১৪৪. হজরত ওসমান হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে হজরত আলী (রা) জড়িত — এটি প্রচার করেন কে? (জ্ঞান)
ক মারওয়ান খ সাদ
গ মুয়াবিয়া ঘ ওয়ালিদ **গ**

১৪৫. সিফফিনের যুদ্ধে কত হাজার মুসলিম নিহত হয়? (জ্ঞান)
ক ৩ খ ৪
গ ৫ ঘ ৬ **গ**

১৪৬. বাংলায় পলাশী যুদ্ধের সময় মীরজাফর মুসলমানদের সাথে বিশ্বাঘাতকতা করেন। তেমনি সিফফিনের যুদ্ধে কে বিশ্বাসঘাতকতা করেন? (প্রয়োগ)
ক আমর বিন আল আস
খ আবু মুসা আল আশারী
গ খালিদ বিন ওয়ালিদ
ঘ আবু দুমাতুল জন্দাল **ক**

১৪৭. 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এ কালেমার সাথে 'আলী খলিফাতুল্লাহ' যুক্ত করেন কারা? (জ্ঞান)
ক শিয়ারা খ খারেজিরা
গ ফাতেমিরা ঘ সুন্নিরা **ক**

১৪৮. শামীম একজন মুসলমান। তিনি মনে করেন যে ইমাম মাহদী দুনিয়াতে আসবেন এবং ন্যায়, শান্তি ও স্বর্গীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি কোন মতবাদে বিশ্বাসী? (প্রয়োগ)
ক শিয়া খ সুন্নি
গ ফাতেমি ঘ খারেজি **ক**

১৪৯. মাহদী তত্ত্ব কোন কারণে প্রচারিত হয়? (অনুধাবন)
ক অর্থনৈতিক খ সামাজিক
গ রাজনৈতিক ঘ বাণিজ্যিক **গ**

১৫০. খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়কাল কোনটি? (জ্ঞান)
ক ৬৩০-৬৬০ খ্রিস্টাব্দে
খ ৬৩২-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ
গ ৬৩২-৬৬০ খ্রিস্টাব্দে
ঘ ৬৩২-৬৬২ খ্রিস্টাব্দে **খ**

১৫১. ইসলামি শাসনব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈধ স্বীকৃতিনামা কোনটি? (জ্ঞান)
ক খিলাফত খ মজলিস-এ শুরা
গ নবি-রাসুল ঘ মক্কানগরী **ক**

১৫২. হজরত আবু বকর (রা)-এর কৃতিত্ব পূর্ণ দিক হচ্ছে কোনটি? (অনুধাবন)
ক কঠোরতা ও কোমলতার সংমিশ্রণ
খ আড়ম্বরতাহীনতা
গ ক্ষমতার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা
ঘ দানশীলতা ও বিশ্বাসী মনোভাব **ঘ**

১৫৩. হাফির যুদ্ধকে ব্যাটল অব চেইন বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক পারসিকরা চেইন ব্যবহার করে বলে
খ পারসিক সেনাপতি পলায়নরোধে সেনাদের চেইন দিয়ে বেঁধে দেন বলে
গ চেইন দিয়ে যুদ্ধ হয় বলে
ঘ হাতি-ঘোড়াগুলো চেইন দিয়ে বেঁধে দেয় বলে **খ**

১৫৪. 'রিদ্দা' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক ধর্মত্যাগী খ স্বধর্মত্যাগ
গ ধর্মযুদ্ধ ঘ স্বধর্ম **খ**

১৫৫. যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন কে? (জ্ঞান)
ক মুয়ায ইবন জাবল
খ মুয়াবিয়া
গ আবু লাহাব
ঘ খালিদ বিন ওয়ালিদ **ঘ**

১৫৬. আমর বিন আল আস ব্যাবিলনের কাছে যে শহরটি নির্মাণ করেন তার নাম কী? (জ্ঞান)
ক ফোরাত খ ইবলিস
গ ফুসতাত ঘ কাওসার **গ**

Teachingbd.com

১৫৭. মজলিস-উস-শুরার প্রবর্তক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক হযরত আবু বকর (রা)
খ হযরত ওমর (রা)
গ হযরত ওসমান (রা)
ঘ হযরত আলী (রা) — খ

১৫৮. হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক আবু হুরায়রা (রা) খ আলী (রা)
গ ওসমান (রা) ঘ ইবনে আব্বাস (রা) — খ

১৫৯. সেলিনা কাজের মেয়ে বলে বাড়িওয়ালার অনেক নির্যাতন ভোগ করে। মাসুম সাহেব সেলিনার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিজের বাসায় নিয়ে আসেন। এ ঘটনার সাথে সমাজস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব- (প্রয়োগ) [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
i. হজরত আবু বকর (রা)
ii. হজরত বেলাল (রা)
iii. আবু জেহেল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

১৬০. হজরত উমর (রা) সৈনিকগণ ছিল— (অনুধাবন)
i. নিয়মিত বাহিনী
ii. অনিয়মিত বাহিনী
iii. আধা-নিয়মিত বাহিনী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ১৬১ ও ১৬২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে। প্রতিটি সেক্টরে একজন করে সেক্টর কমান্ডার ও তাঁদের অধীনে সেনাদল নিযুক্ত করে দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।

১৬১. উদ্দীপকে খুলাফায়ে রাশেদিনের কোন যুদ্ধের কৌশল পরিলক্ষিত হয়? (প্রয়োগ)
ক আজনাদাইনের যুদ্ধ
খ বুজাখার যুদ্ধ
গ রিদ্দা যুদ্ধ
ঘ কাদেসিয়ার যুদ্ধ — গ

১৬২. উক্ত যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ভন্ড নবিদের বিরুদ্ধে
ii. সধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে
iii. বেদুইনদের বিরুদ্ধে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

উদ্দীপকটি পড়ে ১৬৩ ও ১৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জনাব তাজুল সাহেব একজন জনপ্রিয় ইউপি চেয়ারম্যান। তার কল্যাণমুখী শাসনের জন্য জনগণ তাকে খুব ভালোবাসে। ইউপি সদস্যদের সাথে তার সম্পর্ক চমৎকার। তিনি সকলের সাথে পরামর্শ করে কাজ করেন। তিনি বলেন যে, পরামর্শের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

১৬৩. তাজুল সাহেবের প্রশাসনে হজরত উমরের (রা) প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানটির আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক বায়তুল মাল
খ মজলিস-এ শুরা
গ দিওয়ানুল খারাজ
ঘ সাহেবুল আহাদ — খ

১৬৪. পরামর্শ করে কাজ করার মাধ্যমে একজন শাসকের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তা হলো---(উচ্চতর দক্ষতা)
i. গণতান্ত্রিক মনোভাব
ii. উদারতা iii. ধর্মীয় আদর্শ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

উদ্দীপকটি পড়ে ১৬৫ ও ১৬৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিনহাজ একটি বিখ্যাত জাদুঘরে রক্ষিত একটি তরবারি দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়। তরবারিটির নাম 'জুলফিকার'। মিনহাজের তখন এই তরবারি ব্যবহারকারীর নাম মনে পড়ে।

১৬৫. মিনহাজের কার কথা মনে পড়ে? (প্রয়োগ)
ক হজরত আবু বকরের (রা) কথা
খ হজরত উমরের (রা) কথা
গ হজরত উসমানের (রা) কথা
ঘ হজরত আলীর (রা) কথা — ঘ

১৬৬. উক্ত তরবারির সাথে জড়িয়ে আছে- (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বীরত্বের স্বীকৃতি ii. বদরের যুদ্ধে বীরত্ব
iii. খায়বার বিজয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

Teachingbd.com

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়-৪: উমাইয়া খিলাফত

প্রশ্ন ▶১ রাজা আলমগীর তার সাম্রাজ্যে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। কেন্দ্রীয় টাকশাল স্থাপন করে নির্দিষ্ট মানের মুদ্রা চালু করেন। ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে উপকৃত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে। তিনি প্রচলিত ডাক ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করেন। সাম্রাজ্যের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য সুরম্য প্রাসাদ, নান্দনিক স্মৃতিফলক প্রভৃতি নির্মাণ করেন, যা সকলের দৃষ্টি কাড়ে। এভাবে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে তিনি অনবদ্য ভূমিকা রাখেন। *[চা. বো. '১৭]*

ক. 'কুব্বাতুস-সাখরা' কী? ১

খ. খলিফা আবদুল মালিক কর্তৃক আরবি ভাষা জাতীয়করণ বিষয়ে ধারণা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের রাজা আলমগীরের মুদ্রা সংস্কার খলিফা আবদুল মালিকের মুদ্রা সংস্কারের অনুরূপ— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. স্থাপত্য শিল্পের উন্নয়নে উদ্দীপকের রাজার তুলনায় আবদুল মালিকের কৃতিত্ব ছিল অনেক বেশি— উক্তিটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'কুব্বাতুস-সাখরা' হলো উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমে নির্মিত অষ্টাকোণাকৃতির একটি স্মৃতিস্তম্ভ, যেটি 'Dome of the Rock' নামে পরিচিত।

খ খলিফা আবদুল মালিক রাষ্ট্রকে জাতীয়করণ এবং রাষ্ট্রে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আরবিকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দান করেন অর্থাৎ আরবি ভাষা জাতীয়করণ করেন।

উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের রাজত্বকাল উমাইয়া বংশের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। তার শাসননীতি মূলত আরব জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের জন্য বিখ্যাত ছিল। তিনি শাসনক্ষমতায় বসে দেখলেন যে আরব মুসলিমরা রাজ্যশাসন করলেও মূলত অনারব জনগোষ্ঠীই উমাইয়া খিলাফতের প্রশাসন ব্যবস্থাকে পরিচালিত করছে। ফলে আরব মুসলিম শাসননীতি কার্যকর হচ্ছে না। এ কারণেই খলিফা আবদুল মালিক আরবি ভাষাকে জাতীয়করণ করেন।

গ উদ্দীপকের রাজা আলমগীরের মুদ্রা সংস্কার খলিফা আবদুল মালিকের মুদ্রা সংস্কারের অনুরূপ।

মুদ্রা হলো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। কিন্তু আবদুল মালিকের পূর্বে আরবদের কোনো নিজস্ব মুদ্রা ছিল না। ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে খলিফা আবদুল মালিক সর্বপ্রথম মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। এই সংস্কারেরই প্রতিফলন ঘটেছে রাজা আলমগীরের মুদ্রা সংস্কারের ক্ষেত্রে।

রাজা আলমগীর তার সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় টাকশাল স্থাপন করে নির্দিষ্ট মানের মুদ্রা চালু করেন। ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে উপকৃত হয়। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের সংস্কারের ক্ষেত্রেও এমনটি দৃষ্টিগোচর হয়। তার সময়ে সাম্রাজ্যে তিন ধরনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। যেমন- বাইজান্টাইনে Dinarious, পারস্যে Darkmah এবং দক্ষিণ ইয়েমেনে Athene নামক মুদ্রা চালু ছিল। এতে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল ছিল না। মুদ্রা বিনিময়ের সমস্যার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে অসুবিধা দেখা দিত। এছাড়া মুদ্রার ছাপ ও মূল্য নির্ণয় একেবারে অনির্ধারিত থাকায় বাজারে অনায়াসে জাল মুদ্রা প্রচলিত হতো। এসব কারণে খলিফা আবদুল মালিক সর্বপ্রথম খাঁটি আরবি মুদ্রা প্রচলনের জন্য ৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কে জাতীয় টাকশাল গঠন করেন। তিনি দিনার, দিরহাম ও ফালুস নামের স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। মুদ্রাগুলোকে জাতীয়করণ ও আরবীয়করণের জন্য মুদ্রায় ক্রুসের পরিবর্তে আরবি বর্ণমালা লেখা হয়। সুতরাং বোঝা যায়, রাজা আলমগীরের মুদ্রা সংস্কার খলিফা আবদুল মালিকের মুদ্রা সংস্কারের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ঘ স্থাপত্য শিল্পের উন্নয়নে উদ্দীপকের রাজার তুলনায় আবদুল মালিকের কৃতিত্ব ছিল অনেক বেশি— উক্তিটি যথার্থ।

ইসলামের ইতিহাসে রাজেন্দ্র নামে পরিচিত আবদুল মালিক উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি নিজ দক্ষতা ও যোগ্যতা বলে উমাইয়া সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। এ বলিষ্ঠ চরিত্রের মন ছিল শিল্পানুরাগী। তার মার্জিত রুচিবোধের সামান্য প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উদ্দীপকের রাজার মধ্যে।

উদ্দীপকের রাজা আলমগীর সাম্রাজ্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সুরম্য প্রাসাদ, নান্দনিক স্মৃতিফলক প্রভৃতি নির্মাণ করেন। স্থাপত্য শিল্পে তার এ অবদান সকলের দৃষ্টি কাড়লেও এগুলো আবদুল মালিকের অবদানের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। আবদুল মালিক শিল্প, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নির্মাতা হিসেবে তার কৃতিত্ব অপরিসীম। দজলা নদীর পশ্চিম তীরে সামরিক শহর 'ওয়াসিত' ও আল আকসা মসজিদ তার স্থাপত্য কীর্তির উজ্জ্বল নিদর্শন। তবে স্থাপত্য শিল্পে তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে 'কুব্বাতুস সাখরা' বা Dome of the Rock নামক একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ। প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা ইবনে জুবায়েরের শাসনাধীন মক্কার কাবাগৃহের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবদুল মালিক ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমে একটি স্থাপত্য কীর্তি নির্মাণ করেন। এটি ছিল মহানবি (স)-এর মিরাজের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র পাথরের ওপর নির্মিত অষ্টাকোণাকৃতির স্থাপত্য শিল্প। এছাড়া তিনি দামেস্কে মহাফেজখানা বা সরকারি দলিল-দস্তাবেজখানা স্থাপন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকের রাজা স্থাপত্য শিল্পে যে উন্নয়ন করেছেন তার চেয়ে খলিফা আবদুল মালিকের অবদান অনেক বেশি।

প্রশ্ন ▶২ রাজা ধর্মপাল রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। তবে তার পুত্র দেবপাল ক্ষমতায় আরোহণ করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। তিনি পূর্ব ও দক্ষিণে অনেকগুলো সফল অভিযানের মাধ্যমে বিশাল পাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। দেবপালের প্রতিটি অভিযানে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলেন তার দুইজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও কিছুসংখ্যক দক্ষ সেনাপতি। *[চা. বো. '১৭; কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ]*

ক. কাকে আরব বিশ্বের প্রথম রাজা বলা হয়? ১

খ. খলিফা আবদুল মালিককে 'রাজেন্দ্র' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের রাজা ধর্মপালের সাথে খলিফা আবদুল মালিকের কোন কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাজা দেবপালের মতোই খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক শ্রেষ্ঠ বিজেতা ছিলেন— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমির মুয়াবিয়াকে আরব বিশ্বের প্রথম রাজা বলা হয়।

খ উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের চারজন পুত্র পরবর্তীতে খলিফা হওয়ায় তাকে রাজেন্দ্র বা Father of kings বলা হয়।

আবদুল মালিকের চার পুত্র আল ওয়ালিদ (৭০৫–৭১৫ খ্রি.), সুলাইমান (৭১৫–৭১৭ খ্রি.), দ্বিতীয় ইয়াজিদ (৭২০–৭২৪ খ্রি.) এবং হিশাম (৭২৪–৭৪৩ খ্রি.) পরবর্তীকালে খলিফা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তারা সুযোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা উমাইয়া বংশকে সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দেন। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, "আবদুল মালিক এবং তার উত্তরাধিকারী চার পুত্রের শাসনকালে দামেস্কের এ রাজবংশ শৌর্যবীর্য ও গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে।" এ কারণে আবদুল মালিককে 'রাজেন্দ্র' বলা হয়।

গ উদ্দীপকের রাজা ধর্মপালের কর্মকাণ্ডের সাথে খলিফা আবদুল মালিকের রাজস্ব সংস্কারের সামঞ্জস্য রয়েছে।

Teachingbd24.com

খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে আবদুল মালিক এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হন। তার শাসনামলে নওমুসলিমরা শুধু যাকাত ব্যতীত অন্য কোনো কর দিত না। তাছাড়া অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য অনারব মুসলমানগণ গ্রাম ছেড়ে শহরে আশ্রয় নেয়। তারা সেনাবাহিনীতে যোগদান করে নিয়মিত ভাতাও পেতে থাকে। এতে চরম অর্থসংকট দেখা দেয়। এর প্রেক্ষিতে আবদুল মালিক রাজস্ব সংস্কার করেন, যার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে উদ্দীপকে।

উদ্দীপকের রাজা ধর্মপাল রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। খলিফা আবদুল মালিকও নিজ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করার জন্য ব্যাপকভাবে কর ব্যবস্থা সুসংহত করেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন-ইউসুফের পরামর্শ ও সহযোগিতায় কিছু নীতি গ্রহণ করেন। এগুলো হলো— প্রথমত, ইসলাম গ্রহণ করলেও নবদীক্ষিত অনারব মুসলমানদের ভূমি রাজস্ব বা খারাজ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, যেসব নবদীক্ষিত মুসলমান গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে তাদের শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে বাধ্য করা হয়। তৃতীয়ত, ভূমিকর যাতে হ্রাস না পায় সে জন্য আরবীয় মুসলমানগণ কর্তৃক মাওয়ালিদের ভূমি ক্রয় নিষিদ্ধ করেন। চতুর্থত, অনুর্বর ও পতিত জমি তিন বছরের জন্য বিনা রাজস্বে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করার ব্যবস্থা করা হয়। তিন বছর পর ঐ জমির ফসলের $\frac{১}{২}$ অংশ রাজস্ব ধার্য হয়। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, রাজা ধর্মপালের কাজের সাথে খলিফা আবদুল মালিকের কর ব্যবস্থা সংস্কারেরই মিল বিদ্যমান।

ঘ 'উদ্দীপকের রাজা দেবপালের মতোই খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক শ্রেষ্ঠ বিজেতা ছিলেন'।— উক্তিটি যথার্থ।

খলিফা আবদুল মালিকের পুত্র আল ওয়ালিদ পিতার মতো একজন সুযোগ্য শাসক ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে বিজেতা হিসেবে তার নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে পিতার বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেন। ফলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু স্থানে খলিফা ওয়ালিদের ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়। তার এই সম্প্রসারণ নীতির প্রভাব লক্ষ করা যায় রাজা দেবপালের মধ্যে।

রাজা দেবপাল ক্ষমতায় আরোহণ করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। তিনি পূর্ব ও দক্ষিণে অনেকগুলো সফল অভিযানের মাধ্যমে বিশাল পাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে তিনি দুইজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও কিছু সংখ্যক দক্ষ সেনাপতির সহায়তা পেয়েছিলেন। খলিফা ওয়ালিদের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। তিনি হাজ্জাজ, কোতায়বা, ইবনে কাসিম, তারিক ও মুসার মতো রণনিপুণ সেনাপতির সাহায্য লাভ করেছিলেন। তাদের অসাধারণ শৌর্য-বীর্য এবং অক্লান্ত চেষ্টার ফলে বহুস্থানে আরব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা ওয়ালিদের ভাই মাসলামা ও পুত্র আব্বাসের সহায়তায় কোতায়বা মধ্য এশিয়ার বোখারা, সমরখন্দ দখল করেন। ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাশগড় জয় করে সমগ্র মধ্য এশিয়া দখল করতে সক্ষম হন। এদিকে সিন্ধুর রাজা দাহিরের অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের কারণে ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আদেশে সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু দখল করেন। অন্যদিকে, সেনাপতি মুসার সাহায্যে নৌপথে আক্রমণ চালিয়ে মেজর্কা, মিনর্কা, ইভিকা প্রভৃতি দ্বীপ রোমানদের নিকট হতে জয় করে মুসলিম শাসনভুক্ত করেন। তাছাড়া খলিফা ওয়ালিদ স্পেন জয় করার জন্য মুসাকে প্রেরণ করেন। তার সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত করে স্পেন জয় করেন। এভাবে ওয়ালিদের সাম্রাজ্য একদিকে আটলান্টিক হতে পিরেনিজ এবং ভারতের সিন্ধু থেকে আরম্ভ করে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায়, খলিফা ওয়ালিদের সময়ই ইসলামি সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারিত হয়। এ কারণেই তিনি শ্রেষ্ঠ বিজেতা হিসেবে অধিক পরিচিত।

প্রশ্ন ▶৩ "জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো"— কথাটি শাহরিয়ার তুষার ছোট বেলা থেকেই গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি ছাত্রজীবনে ছিলেন তুখোড় ছাত্রনেতা। দেশের প্রধানমন্ত্রী মেধাবী তুষারের গুণে মুগ্ধ হয়ে তার সাথে নিজ মেয়ের বিয়ে দেন। অনেক দামি দামি স্বর্ণালংকার দেন মেয়েকে। জনগণের ব্যাপক সমর্থনে তুষার এবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি তার স্ত্রীকে আদেশ দিলেন, তার পিতার দেয়া দামি দামি স্বর্ণালংকার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে কেননা ওগুলো জনগণের টাকায় কেনা ছিল। তবে তার গৃহীত নীতি, তার বংশের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

[রা.; দি.; য.; সি.; ব.; কু.; চ. বো. '১৭; আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]

ক. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. কারবালার কাহিনিকে মর্মান্তিক বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে শাহরিয়ার তুষারের সাথে উমাইয়া যুগের কোন খলিফার চরিত্রের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তিনি কি উমাইয়া খিলাফত পতনের জন্য দায়ী ছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা খলিফা আমির মুয়াবিয়া।

খ কারবালার যুদ্ধে অত্যন্ত করুণভাবে মুসলমানদের হত্যা করা হয় এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নবি করিম (স)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসেনের শিরশ্ছেদ করা হয়। তাই এ হত্যাকাণ্ডকে মর্মান্তিক বলা হয়।

৬০ হিজরির ১০ই মহররম কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেনের বাহিনী ও ইয়াজিদের সেনাবাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়। ইয়াজিদ বাহিনী ফোরাত নদীর পাড় দখল করে ইমাম হোসেনের বাহিনীকে পানি থেকে বঞ্চিত করে। ফলে পানির অভাবে ইমাম হোসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র কাসেম মৃত্যুবরণ করেন। পরে ইমাম হোসেন নিজপুত্র শিশু আসগরকে নিয়ে ফোরাত নদীতে পানির জন্য গেলে আসগর শরবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। পরে ইয়াজিদের নির্দেশে পাপিষ্ট সীমার তরবারি দ্বারা ইমাম হোসেনের শিরশ্ছেদ করে। নবি করিম (স)-এর দৌহিত্রের এ বেদনাদায়ক হত্যাকাণ্ডকে তাই মর্মান্তিক ঘটনা বলা হয়।

গ উদ্দীপকের শাহরিয়ার তুষারের সাথে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।

খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ উমাইয়া বংশের মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী এক শ্রেষ্ঠ ও মহান শাসক ছিলেন। তিনি তার শাসনামলে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। তিনি অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। উদ্দীপকে তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো- এ কথাটি শাহরিয়ার তুষার গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। তাই তিনি তার স্ত্রীকে পিতার দেওয়া সকল স্বর্ণালংকার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দেওয়ার কথা বলেছেন। অনুরূপভাবে উমর বিন আবদুল আজিজ উমাইয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতার যুগে জন্মগ্রহণ করলেও এসব কিছু তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। তিনি তার শাসনামলে উমাইয়াদের সকল অনিয়ম পরিহার করে খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসন ব্যবস্থাকে অনুসরণ করেন। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। তিনি প্রথম ওমরের (রা) মতো তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন। তিনি তার স্ত্রী ফাতিমার যৌতুক হিসেবে প্রাপ্ত সব অলংকার বিক্রি করে সে অর্থ রাজ কোষাগারে জমা দেন। আর এ বিষয়গুলোই শাহরিয়ার তুষারের সাথে ওমর বিন আবদুল আজিজের সাদৃশ্য রচনা করেছে।

ঘ উক্ত খলিফার অর্থাৎ খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের শাসন সংস্কার উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দায়ী বলে আমি মনে করি না।

খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের শাসন সংস্কার উমাইয়া খিলাফতের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিলেও এ বংশের পতনে তার গৃহীত নীতি সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিল না। কেননা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার শাসনকালের প্রতিটি দিক বিবেচনা করলে উমাইয়া বংশের পতনের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। তাছাড়া তার উদার ও সাম্যনীতির ফলে উমাইয়া বংশের প্রতি কেউ শত্রুভাবাপন্ন ছিল না।

দ্বিতীয় ওমর (ওমর বিন আবদুল আজিজ) তার শাসনামলে উমাইয়া, হাশেমি, আরব-অনারব, হিমারীয়-মুদারীয় দ্বন্দ্ব নিরসন করার চেষ্টা করেন এবং অনেকাংশে সফল হন। রক্তপাত, ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার

https://teachingbd24.com

বিভীষিকার মধ্যে তার শাসনকাল উপশমের ভূমিকা পালন করেছে। উমাইয়া খিলাফত পতনের দায় তার ওপর আরোপিত হওয়া ঠিক নয়। কেননা তার তিরোধানের পর যদি তার নীতি অনুসৃত হতো তাহলে আলী ও আব্বাসি বংশীয়রা সহজে ক্ষুব্ধ হতো না। তাদের আন্দোলনের জন্য দায়ী পরবর্তী দুর্বল শাসকেরা, খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ নন। তার মৃত্যুর পর পূর্বের অসাম্য ও ভেদাভেদ নীতি আরব সমাজে নতুন করে আবির্ভূত হওয়ায় উমাইয়াবিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে এবং উমাইয়াদের পতন হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, উমাইয়া বংশের পতনের পেছনে ওমর বিন আবদুল আজিজের শাসন সংস্কার দায়ী ছিল না। তবে তার শাসন সংস্কার উমাইয়াদের ভিত্তিকে কিছুটা দুর্বল করে দিয়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত পতন ত্বরান্বিত করেছিল তার পরবর্তী অযোগ্য শাসকগণ।

প্রশ্ন ▶৪ জনাব আলী আজম দয়ালু, সদাশয় ও প্রজাবৎসল খলিফা। তিনি চারিত্রিক দিক দিয়ে ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী ও কর্তব্যপরায়ণ। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। কর ব্যবস্থার সংস্কার করে তিনি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেন। তিনি ভিন্ন মতাবলম্বীদের শাসনকার্যে নিয়োগ করে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তার বৈদেশিক নীতি ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি বিধান। *[সকল বোর্ড ২০১৬; কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ; রাজকাটি সরকারি কলেজ; মেহেরপুর পৌর ডিগ্রী কলেজ]*

ক. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. খলিফা সুলাইমানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন উমাইয়া খলিফার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার বৈদেশিক নীতি পর্যালোচনা করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আমির মুয়াবিয়া।

খ ইরাকের বন্দিদের মুক্তিদানের জন্য খলিফা সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয়।

উমাইয়া শাসনামলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কুফা ও বসরায় ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা)-এর অনুসারীদের বিদ্রোহ দমন করে ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি ইরাকের হাজার হাজার মানুষকে বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। খলিফা সুলায়মান ক্ষমতায় আরোহণের পর হাজ্জাজের বন্দিকৃত কয়েদিদের মুক্ত করে দেন। এ কারণে তাকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উমাইয়া খলিফাদের রাজত্বকালে দেশজুড়ে ক্ষমতা নিয়ে সংঘর্ষ, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতায় নিমজ্জিত ছিল। তবে এসব অপকর্ম সৃষ্টিকারী খলিফাদের মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী একজন শ্রেষ্ঠ ও মহান শাসক ছিলেন। তিনি হলেন খলিফা আবদুল আজিজ বা দ্বিতীয় ওমর। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কর্মের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে জনাব আলী আজমের চরিত্রের মধ্যে।

জনাব আলী আজম একজন দয়ালু, সদাশয় ও প্রজাবৎসল খলিফা। চারিত্রিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী ও কর্তব্যপরায়ণ। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। কর ব্যবস্থার সংস্কার করে তিনি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেন। এছাড়া তিনি ভিন্ন মতাবলম্বীদের শাসনকার্যে নিয়োগ করে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী, কর্তব্যপরায়ণ ও প্রজাবৎসল খলিফা। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজস্বব্যবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি মাওয়ালিদের (অমুসলিম ক্রীতদাস, যারা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছে) জিজিয়া কর (অমুসলিমদের ওপর ধার্যকৃত কর) থেকে রেহাই দেন। প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে যোগ্য লোকদের নিয়োগ দেন। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজেরই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ঘ বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে উক্ত খলিফা অর্থাৎ ওমর বিন আবদুল আজিজ উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

উদ্দীপকে জনাব আলীর বৈদেশিক নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি সবকিছুর ওপরে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি বিধানের ওপর প্রাধান্য দেন। খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়।

উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি যুদ্ধাভিযান বা রাজ্য বিজয়ে আকৃষ্ট হননি। তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রেরিত সকল যুদ্ধাভিযান বন্ধ করে দেন। মুসলিম সেনাপতি মাসলামার নেতৃত্বে যে আরব বাহিনী কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের পাদদেশে খাদ্য ও রসদের অভাবে আটকা পড়েছিল, তিনি তাদেরকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উমাইয়া শাসনকর্তা আল হুরের শাসনাধীনে স্পেনে গোলযোগ দেখা দিলে তার পরিবর্তে তিনি আল সামাহকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সামরিক বাহিনীর দুর্বলতার জন্য তিনি বিদেশে অভিযান বন্ধ করেননি, বরং রাজ্যে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি এবং ইসলাম প্রচারের প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন বলেই রাজ্য জয়ের প্রতি তার অনীহা ছিল।

ওমর বিন আবদুল আজিজের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে সমালোচকরা বলে থাকেন যে, রাজ্য জয়ের সংকল্প ত্যাগ করে তিনি সামরিক শক্তি হ্রাস করেন। তাই সেনাবাহিনী পরবর্তীকালে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। তবে ওমর বিন আবদুল আজিজের বৈদেশিক নীতি রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী হয়নি। কারণ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) এবং উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ ইসলামি রাষ্ট্রের যথেষ্ট বিস্তৃতি সাধন করেন। এরপর রাজ্য বিস্তার নয় বরং রাষ্ট্রের সংহতি রক্ষা ও শাসন ব্যবস্থার সুসংহতকরণ অধিক প্রয়োজন ছিল। তাই বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ওমর বিন আবদুল আজিজ যথার্থ কাজ করেছেন বলেই প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন ▶৫ উসমানের প্রতিষ্ঠিত এশিয়া মাইনরের ছোট উসমানীয় রাজ্যকে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তার সৌভাগ্য যে, বেশ কিছু রণনিপুণ সেনাপতির কর্মক্ষমতা তিনি কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তার সাম্রাজ্যকে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় বিস্তৃত করে সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে তার এই রাজ্য বিজয়ে দেশের যে স্থিতিশীলতা এবং অর্থের প্রয়োজন ছিল, তার ব্যবস্থা পূর্ববর্তী সম্রাট তার পিতা করে রেখে গিয়েছিলেন। *[সকল বোর্ড ২০১৫]*

ক. সিন্ধু বিজয়ী নেতার নাম কী? ১

খ. সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের পিতার সাথে কোন উমাইয়া খলিফার কাজের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের দ্বিতীয় মুরাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সেনাপতিদের অবদানের মতোই খলিফা আল-ওয়ালিদও সুযোগ্য সেনাপতিদের সহায়তা পেয়েছিলেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে ব্যাখ্যা দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিন্ধু বিজয়ী নেতার নাম মুহম্মদ বিন কাসিম।

খ আরবদের কিছু বাণিজ্য তরী সিন্ধুর জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হলে হাজ্জাজের দাবি অনুসারে রাজা দাহির কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দানে অস্বীকৃতিই ছিল সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ।

অষ্টম শতকের শুরুতে আরবদের ৮টি বাণিজ্য তরী সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্যু কর্তৃক লুণ্ঠিত হলে খলিফা আল-ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ সিন্ধুর রাজা দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। কিন্তু রাজা দাহির এ ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করেন। ফলে সিন্ধু আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, যা ছিল সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের পিতার সাথে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের কাজের সামঞ্জস্য রয়েছে।

খলিফা আবদুল মালিক রাজস্ব সংস্কারে মাধ্যমে রাজ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাটাতে সক্ষম হন। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি কিছু নীতি গ্রহণ করেন। যেমন— ইসলাম গ্রহণ করলেও মাওয়ালিদের জিজিয়া ও খারাজ দিতে হবে, সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেও তাদের গ্রামে স্ব-স্ব পেশায় নিযুক্ত হতে হবে, মুসলমানরা যে জমি ক্রয় করেছে তাদেরকে আগের মতো কর দিতে হবে। এছাড়া কৃষকদের কৃষিঋণ প্রদান করা হয়, তিন বছর পর্যন্ত যার কোনো ট্যাক্স দিতে হয়নি। এভাবে তিনি একটি সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন যার সুফল তার পরবর্তী শাসকগণও ভোগ করে। আর উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, দ্বিতীয় মুরাদ এশিয়া মাইনরে ওসমানের প্রতিষ্ঠিত ছোট উসমানীয় রাজ্যকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তবে তার এই রাজ্য বিজয়ের দেশের যে স্থিতিশীলতা এবং অর্থের প্রয়োজন ছিল, তার ব্যবস্থা পূর্ববর্তী সম্রাট তার পিতা করে রেখে যান। অনুরূপভাবে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদও তার পিতা আবদুল মালিকের রেখে যাওয়া স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিশাল এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খলিফা প্রথম ওয়ালিদ দশ বছরের রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিমে স্পেন হতে পূর্বে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে মধ্য এশিয়ার ফারগানা হতে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল তা তার পিতা আবদুল মালিক উমাইয়া সাম্রাজ্যে রেখে গিয়েছিলেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের পিতার ন্যায় উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকও রাজ্য বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা ও অর্থের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের দ্বিতীয় মুরাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সেনাপতিতের অবদানের মতোই খলিফা ওয়ালিদও সুযোগ্য সেনাপতিদের সহায়তা পেয়েছিলেন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মুরাদ বেশ কিছু রণনিপুণ সেনাপতির কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদও বিশাল উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মুরাদের মতোই সুযোগ্য সেনাপতিদের সহায়তা পেয়েছিলেন। তিনি হাজ্জাজ, কোতায়বা, ইবনে কাসিম, তারিক ও মুসার মতো বিখ্যাত রণনিপুণ সেনাপতিদের সাহায্য লাভ করেছিলেন এবং তাদের অসাধারণ শৌর্য- বীর্য এবং অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু স্থানে আরব অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে কুতায়বা বিন মুসলিমকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলে মধ্য এশিয়ায় মুসলিম রাজ্য বিস্তারের নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়। তিনি একে একে তুর্কিস্থান ও ফারগানা এবং বুখারা দখল করেন। ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাশগড় জয় করে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় উমাইয়াদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া আল ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসক হাজ্জাজ এর নির্দেশে ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তা বিজয় করেন। তাছাড়া তার সুযোগ্য শাসক মুসা বিন নুসায়ের উত্তর আফ্রিকা থেকে রোমানদের তাড়িয়ে সেখানে মুসলিম শাসন দৃঢ় করেন। আল ওয়ালিদের রাজত্বকালে তারিক বিন জিয়াদ নামে একজন সেনানায়ক মাত্র ১২০০০ সৈন্য নিয়ে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত করে স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, আল ওয়ালিদের রাজ্য সম্প্রসারণে তার সেনাপতিদের অবদান ছিল অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৬ ভারতবর্ষে একজন শাসক ছিলেন যিনি নিরপেক্ষ, ন্যায়বিচারক, ধর্মপ্রাণ ও প্রজাবৎসল। এই ত্যাগী শাসক সামান্য বেতন গ্রহণ করে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন, দুর্নীতিবাজ শাসকদের অপসারণ করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু সবার প্রতি সুবিচার প্রদর্শন করেন। যুদ্ধ নয় প্রজা কল্যাণই ছিল তার উদ্দেশ্য। তার উদার শাসন তার বংশের পতন ডেকে আনে বলে কেউ কেই মনে করেন।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. উকবা-বিন-নাফি কে ছিলেন? ১

খ. দিওয়ানুল বারিদ কী?— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে উমাইয়া যুগের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে?— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের কর্মকাণ্ড উমাইয়া বংশের পতনের জন্য কতটুকু দায়ী ছিল বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উকবা বিন নাফি-ছিলেন উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার বিশ্বস্ত সেনাপতি, যিনি উত্তর আফ্রিকা বিজয় করেন।

খ 'দিওয়ানুল বারিদ' এর শাব্দিক অর্থ ডাক বিভাগ। খলিফা মুয়াবিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ডাক বিভাগই 'দিওয়ানুল বারিদ' হিসেবে পরিচিত।

দিওয়ানুল বারিদ রাষ্ট্রের সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য কাজ করত। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য মুয়াবিয়া প্রতি ১২ মাইল অন্তর একটি করে ডাকঘর স্থাপন করেন। ঘোড়া ও উটের সাহায্যে এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে সংবাদ আদান-প্রদান করা হতো। এ বিভাগকে বলা হতো 'দিওয়ানুল বারিদ' এবং এর প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হতো 'সাহিব-উল-বারিদ'।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে উমাইয়া বংশের একমাত্র ধার্মিক শাসক ওমর বিন আব্দুল আজিজের মিল পাওয়া যায়।

খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে ওমর বিন আব্দুল আজিজ খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ অনুসরণ করেন। তিনি উমাইয়াদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি, স্বার্থপরতা প্রভৃতি পরিহার করে জনকল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ করেন। ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের সর্বত্র ইসলামের নীতিমালা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। তার এ আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে উদ্দীপকের শাসকের কর্মকাণ্ডে।

উদ্দীপকের শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন। জনকল্যাণ সাধনই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের মধ্যে। তিনি উমাইয়া বংশীয় পূর্ববর্তী এবং তার পরবর্তী শাসকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন। ধার্মিক, দয়ালু, সুবিচারক হিসেবে সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠাই তার মূল উদ্দেশ্য ছিল। তাই মুসলমান-অমুসলমান সবার প্রতি তিনি উদারনীতি গ্রহণ করেন। মাওয়ালি, খারেজি সম্প্রদায়কে তিনি জিজিয়া, খারাজ প্রভৃতি করভার থেকে মুক্ত করেন। তিনি দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ শাসন প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে তিনি ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে খারাজ ও জিজিয়া কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে। সুতরাং দেখা যায়, ধার্মিকতা ও জনকল্যাণকামিতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের শাসক ও খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের কর্মকাণ্ড ও আদর্শ একইসূত্রে গাঁথা।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৭ 'X' নামক একজন শাসক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। অত্যন্ত সুচতুরও ছিলেন। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য গণতান্ত্রিক নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে পূর্ববর্তী শাসকদের আদর্শিক নীতি বর্জন করে নিজস্ব নিয়মে রাজ্য পরিচালনা করেন। এমনকি তিনি রাজক্ষমতাকে আকড়ে ধরার জন্য তার অযোগ্য ও অকর্মণ্য পুত্র 'Y' কে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। 'Y' এর দুঃশাসন ও অধার্মিক কার্যকলাপের জন্য রাজ্যে চরম সংকট দেখা দেয়। যার পরিণতিতে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. জিজিয়া কী? ১

খ. সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'X' নামক শাসকের কর্মকাণ্ড উমাইয়া যুগের কোন খলিফাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'Y' কে উত্তরাধিকার নির্বাচনের ফলে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল ইতিহাসে তার কী প্রভাব পড়েছিল বলে তুমি মনে কর?— উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

https://teachingbd24.com

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে আদায়কৃত নিরাপত্তা করই হলো জিজিয়া।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে 'X' নামক খলিফার কর্মকাণ্ড উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া কে নির্দেশ করে।

আমির মুয়াবিয়া ছিলেন পরিবর্তনশীল যুগের খলিফা। তিনি ইসলামের প্রাথমিক খিলাফতের প্রচলিত পদ্ধতিতে কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন। পূর্ববর্তী খুলাফায়ে রাশেদিনের কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক নীতিগুলোর পরিবর্তন করে তিনি রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। এছাড়া তিনি পূর্বের উত্তরাধিকারী প্রথা তুলে দিয়ে উমাইয়া রাজবংশকে সুসংহত করার জন্য অযোগ্য ও অকর্মণ্য পুত্র ইয়াজিদকে ক্ষমতায় বসান। উদ্দীপকে বর্ণিত 'X' এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, 'X' নামক একজন খলিফা পূর্ববর্তী শাসকদের আদর্শিক নীতি বিসর্জন দিয়ে নিজস্ব নিয়মে রাজ্য পরিচালনা করেন। এমনকি রাজ ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য তিনি অকর্মণ্য ও অযোগ্য পুত্র 'Y' কে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) ও পূর্ববর্তী খলিফা হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) দের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে নিজস্ব নিয়মে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বদলে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি মজলিস-উস-শুরা বাতিল করেন। এমনকি খলিফা নির্বাচনের প্রথা বাতিল করে মনোনয়ন প্রথা চালু করে। যার ভিত্তিতে ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের 'X' এর সাথে আমির মুয়াবিয়া-এর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'Y' তথা ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার নির্বাচনের ফলে কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টিতে প্রভাব ফেলে।

বিয়োগান্তক কারবালার হত্যাকাণ্ডের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এ হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি চিরতরে বিনষ্ট হয়। এ অনৈক্য পরবর্তীতে বহু ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের জন্ম দেয়। এই কারবালার হত্যাকাণ্ডের ফলেই উমাইয়া-হাশেমিদের বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। এ ঘটনার ফলেই শিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং শিয়া-সুন্নি বিরোধের সূত্রপাত হয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, 'X' নামক একজন শাসক তার অযোগ্য ও অকর্মণ্য পুত্র 'Y' কে উত্তরাধিকার মনোনীতি করেন। ফলে কারবালার হত্যাকাণ্ডের মতো বিষাদময় ঘটনা ঘটে। আর এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড পরবর্তীতে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের জন্ম দেয়। কারবালার এ হত্যাকাণ্ড ইসলামি জগতের সর্বত্র ত্রাসের শিহরণ জাগিয়ে তোলে। এ ঘটনার ফলে হাশেমি ও উমাইয়া বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে শিয়ারা উমাইয়া বিরোধী মতবাদ গঠন করে। কারবালার হত্যাকাণ্ডের ফলে শিয়া-সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। এ হত্যাকাণ্ড ইসলামি অপ্রতিরোধ্য ঐক্যে ফাটল ধরায়। জাতীয় জীবনেও এটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্ব দানা বাধতে থাকে। এ ঘটনার ফলেই ইয়াজিদ ও মদিনাবাসীর মধ্যে হারবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ইয়াজিদ মদিনাবাসীকে পরাজিত করেন। এছাড়া তিনি মক্কা শহর অবরোধ করে কাবাঘর ও অন্যান্য স্থাপনার বিশেষ ক্ষতিসাধন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 'Y' কে উত্তরাধিকার নির্বাচনের ফলে কারবালার হত্যাকাণ্ড ঘটে। এর ফলে পরবর্তীতে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি হয় এবং মুসলিম ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। এর ফলে ইসলামের ঐক্য ও সংহতি চিরতরে ধ্বংস হয়।

প্রশ্ন ▶৮ সম্রাট অশোক একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করে। তার সৌভাগ্য যে বেশ কিছু রণনিপুণ সেনাপতির কর্ম তিনি কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বিশাল ভারতকে একত্রিত করে এক শক্তিধর শাসক হন। এ কারণে আজও ভারতীয়গণ তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ চট্টগ্রাম]*

ক. জাবালুত তারিক কী? ১

খ. Dome of the Rock কেন নির্মাণ করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন উমাইয়া খলিফাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তারে সেনাপতিদের অবদানের মতোই উমাইয়া খলিফাও সুযোগ্য সেনাপতির সহায়তা পেয়েছিলেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেন বিজয়ের প্রাক্কালে মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ভূ-মধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে স্পেনের যে পাহাড়ের পাদদেশে পৌছেছিলেন সেটির নামকরণ তার নামানুসারে জাবালুত তারিক করা হয়।

খ হজযাত্রীদের মক্কায় গমন থেকে বিরত রাখা এবং জেরুজালেমের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যই 'Dome of the Rock' নির্মাণ করা হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের মক্কা ও মদিনায় আধিপত্য বিস্তার করে নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করে। তার বিদ্রোহ দমন, জেরুজালেমের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা এবং মক্কা-মদিনার জনগণকে হতাশ করার জন্য উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমে 'Dome of the Rock' নির্মাণ করেন। মহানবি (স) যে পাথরের ওপর পদচিহ্ন রেখে মিরাজ গমন করেন সে পাথরকে কেন্দ্র করে 'Dome of the Rock' নির্মাণ করা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সম্রাট অশোকের সাথে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের রাজ্য বিস্তারের মিল রয়েছে।

খলিফা মালিকের মৃত্যুর পর ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে আল ওয়ালিদ পিতার মনোনয়ন অনুসারে দামেস্কের সিংহাসনে আরোহণ করেন। একজন পরাক্রমশালী সুদক্ষ শাসক হিসেবে তিনি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি তার রাজত্ব কালে কয়েকজন সুযোগ্য সেনানায়কের সহযোগিতায় বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার করে। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে সম্রাট অশোক ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন। এ কাজে তিনি বেশ কিছু রণনিপুণ সেনাপতির সহায়তা পেয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদও ছিলেন উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ বিজেতা। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, খলিফা ওমর ও ওসমানের আমলে সিরিয়া, ইরাক, পারস্য এবং মিসর বিজয়ের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে; এখন আব্দুল মালিক এবং আল ওয়ালিদের অধীনে আবার মুসলিম সাম্রাজ্য বিজয়ের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়।' খলিফা আল ওয়ালিদ মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিমে স্পেন হতে পূর্বে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে মধ্য এশিয়ার ফরগানা হতে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। উদ্দীপকেও সম্রাট অশোকের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিই লক্ষণীয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের খলিফা আল ওয়ালিদকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৯ আরিফা ও জোহরা উমাইয়া খিলাফতের এক বাসিন্দা নিয়ে কথা বলছিল। আরিফা জোহরাকে জানায় উমাইয়া খিলাফতের এক প্রখ্যাত খলিফার উল্লেখযোগ্য সংস্কার হলো সরকারি অফিসে আরবি ভাষার প্রবর্তন। আরবি বর্ণলিপির উন্নতি সাধন ও আরবি মুদ্রার প্রচলন। জোহরা আরিফার সাথে একমত পোষণ করে এবং বলে উক্ত সংস্কার ছাড়াও খলিফার আরো সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড রয়েছে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. জিম্মি কারা? ১

খ. কারবালার হত্যাকাণ্ডকে বিষাদময় ঘটনা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে আরিফা কোন খলিফার কথা বলেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জোহরার মতামতটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

https://teachingbd24.com

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম রাষ্ট্রে নিরাপত্তা প্রাপ্ত অমুসলিম নাগরিকদের জিম্মি বলা হয়।

খ সৃজনশীল ৩ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের আরিফা উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের কথা বলেছে।

আব্দুল মালিক ক্ষমতা লাভ করার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হলে সেগুলো মোকাবিলা করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি আরবি লিপির উৎকর্ষ সাধন, মুদ্রার প্রচলন ও ডাক বিভাগের সংস্কার সাধন করেন।

খলিফা আব্দুল মালিক আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই সাম্রাজ্যের সর্বত্র আরবি ভাষার প্রচলন করেন। ফলে আঞ্চলিক ভাষাগুলোর পরিবর্তে অফিস-আদালতের দলিল-পত্রাদি আরবি ভাষায় রক্ষিত হবার নিয়ম চালু হয়। এ ব্যবস্থার ফলে সাম্রাজ্যের অনারব অমুসলমানগণ কর্মচ্যুত হন এবং তাদের স্থলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে মুসলমানগণ নিয়োজিত হন। ফলে আরবীয়দের মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথ এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের পথ সুগম হয়। খলিফা আব্দুল মালিক আরবি মুদ্রার প্রচলন করেন। এ জন্য তিনি টাকশাল প্রবর্তন করেন এবং দিনার-দিরহাম ও ফালুস নামের মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি ডাক বিভাগের ব্যাপক সংস্কার করেন। তিনি সাম্রাজ্যের বড় রাস্তার পাশে ডাকচৌকি নির্মাণ করেন। এ জন্য ডাক বিভাগকে খলিফার কান ও চোখ বলা হতো। এগুলো ছাড়া খলিফা আব্দুল মালিক শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন না। তার শাসননীতিতে রেজিস্ট্রি বিভাগ ও বিচার বিভাগেরও ব্যাপক সংস্কার করেছিলেন। অতএব উদ্দীপকের আরিফা উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের কথা বলেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জোহরার মতামতটি যথার্থ কেননা আব্দুল মালিক উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্কার ছাড়াও অন্যান্য সংস্কার করেছেন।

আব্দুল মালিকের শাসন সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাষ্ট্রকে আরবীয়করণ। বিজাতীয় প্রভাব থেকে সাম্রাজ্যকে মুক্ত করা এবং সাম্রাজ্যে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করার জন্য তিনি আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করেন। তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে আদ-দিনার, আন-নিসকু, আস-সুলস দিরহাম এবং ফালুস বা তাম্র মুদ্রার প্রবর্তন করেন। এসব মুদ্রায় কালিমা, তাসমিয়া, কুরআনের আয়াত ও মুদ্রাঙ্কনের তারিখ উৎকীর্ণ করার নির্দেশ দেন। এছাড়া জাতীয় টাকশালে বিশেষ পদ্ধতিসহ ত্রুটিমুক্ত মুদ্রাঙ্কন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় মুদ্রা জাল করার প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

খলিফা আব্দুল মালিক বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। তার মুদ্রা সংস্কারের ফলে ইসলামি সাম্রাজ্যে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব অর্জিত হয়। এছাড়া তিনি আরবি বর্ণমালার লিখন, পঠন ও উচ্চারণ পদ্ধতির উন্নতি বিধান করেন। ফলে আরবি ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে। ডাক ও গোয়েন্দা বিভাগের উন্নতিকল্পে তিনি যোগাযোগকারী সড়কের স্থানে স্থানে বদলি ঘোড়ার ব্যবস্থা করেন। কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য তিনি ধর্মান্তরিত মুসলিমদের শহর থেকে গ্রামে ফিরতে বাধ্য করেন এবং রাজ্যের আয় বাড়াতে তাদের ওপর খাজনা ও জিজিয়া কর পুঃপ্রবর্তন করেন। এভাবে আব্দুল মালিক তার শাসনব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, আব্দুল মালিক উল্লিখিত উদ্দীপকের সংস্কার ছাড়াও বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের উন্নয়ন বিধান করেন। ফলে জোহরার মতামতটি যথার্থ প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন ▶১০ ভাষার জন্য বাঙালিরা জীবন দিয়েছিল। সেই বিষয়টি মাথায় রেখে বাংলাদেশ সরকার বাংলা ভাষাকে সরকারি অফিস-আদালতের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দেয়। তাছাড়া বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্য একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। বিভিন্ন পণ্ডিতদের সহায়তা নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলা ভাষার নানাবিধ সমস্যা দূর করায় ভাষার উচ্চারণ ও ব্যাকরণ রীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১

খ. আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলা ভাষার দাপ্তরিক ব্যবহার আব্দুল মালিকের কোন কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধিতে আব্দুল মালিকের অবদান উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম হযরত মুয়াবিয়া (রা)।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলা ভাষার দাপ্তরিক ব্যবহার আব্দুল মালিকের রাষ্ট্রীয় কাজে আরবি ভাষা প্রচলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

খলিফা আব্দুল মালিক রাষ্ট্রকে জাতীয়করণ এবং সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পূর্ব থেকে চালুকৃত ফারসি, সিরীয় ও গ্রিকসহ প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার উচ্ছেদ সাধন করে আরবিকে রাষ্ট্র ভাষায় মর্যাদাদান করেন। এর বাস্তবায়ন ও সর্বত্র আরবির প্রচলন সহজসাধ্য ছিল না। কেননা আরবি ছিল বেদুইনদের ভাষা, তা সত্ত্বেও, আরবি ভাষায় উৎকর্ষ সাধন, আরবিকে বিশ্বজনীন ভাষায় রূপান্তরের সুকঠিন কাজটি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশ সরকার বাংলা ভাষাকে অফিস-আদালতের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দেয়। তাছাড়া বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্য একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। অনুরূপভাবে আব্দুল মালিকও সালিহ বিন আব্দুর রহমান নামে জনৈক পারসিক মুসলমানের পরামর্শে সরকারি কাজে আরবি ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। ফলে সিরিয়া ও ইরাকের প্রদেশসমূহে আরবি ভাষায় সরকারি কার্য ও হিসাবপত্র লিপিবদ্ধ রাখার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। পরে মিসর ও পারস্যেও আরবি ভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করে। এ ব্যবস্থায় সাম্রাজে অনারব অমুসলমানগণ কর্মচ্যুত হলে তাদের স্থলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে আরব মুসলমানগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এতে আরব মুসলমানগণের প্রশাসনিক প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম হয়। পি.কে. হিট্টি বলেন, "এই যুগেই প্রশাসনের জাতীয়করণ বা আরও স্পষ্ট করে বললে আরবীয়করণ হয়।" তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলা ভাষায় দাপ্তরিক ব্যবহারের সাথে আব্দুল মালিকের আরবি ভাষায় জাতীয়করণের সাথে মিল রয়েছে।

ঘ আরবি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধিতে আব্দুল মালিক অসামান্য অবদান রাখেন।

আব্দুল মালিকের খেলাফতারোহণের পূর্বে ইরাক ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশে ফারসি বা পাহলভি ভাষায় সিরিয়া, ট্রান্সজর্দান ও অন্যান্য, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গ্রিক ও সিরিয়া এবং মিশর ও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য এলাকাতে কোবতি ভাষায় প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। খলিফা বিজাতীয় প্রভাব হতে সাম্রাজ্যকে মুক্ত করা এবং বিজাতীয় প্রভাব হতে সাম্রাজ্যকে মুক্ত করা এবং আরবি ভাষার মর্যাদা উর্ধ্বে তুলে ধরার মানসে আরবিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির স্বার্থে সরকারি অফিস আদালতের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকও আরবি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রে চালুকৃত বিভিন্ন ভাষার পরিবর্তে আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদান করেন। ফলে আঞ্চলিক ভাষাসমূহের পরিবর্তে অফিস-আদালতে দলিলপত্রাদি আরবি ভাষায় রক্ষিত হওয়ার নিয়ম চালু হয়। সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত হওয়ার শাসনকার্যে যে সমস্যা দেখা দিত তার বিলুপ্ত ঘটে। বিশুদ্ধ আরব শাসন প্রচলিত হওয়ায় আরবি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ ব্যবস্থার ফলে সমগ্র অনারব মুসলমানরা চাকরিচ্যুত হলেন এবং তদস্থলে আরব মুসলমানগণ নিযুক্ত হলেন। সর্বোপরি আরবি ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করার ফলে গোটা সাম্রাজ্যে এটি প্রচলিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, খলিফা আব্দুল মালিক আরবি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে আরবি ভাষা প্রচলনের মাধ্যমে অসামান্য অবদান রাখেন।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১১ বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানি মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টাকশাল স্থাপন করে বাংলাদেশি জাতীয় মুদ্রা প্রচলন করেন। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং দেশ এগিয়ে যায়।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]

ক. আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের কোন যুদ্ধে নিহত হয়? ১

খ. ময়ূর বাহিনী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন উমাইয়া শাসকের মিল রয়েছে? লিখ। ৩

ঘ. উক্ত শাসক আর কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের উষ্ট্রের যুদ্ধে নিহত হন।

খ ময়ূর বাহিনী হলো হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পরিচালিত একটি সুসজ্জিত সৈন্যদল।

সিজিস্থানের রাজা জানবিল কাবুল থেকে কান্দাহার পর্যন্ত স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। জানবিলকে পরাস্ত করার জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ময়ূর বাহিনী নামক সুসজ্জিত সৈন্যদল প্রেরণ করেন, এই বাহিনী কর্তৃক জানবিল পরাস্ত হন এবং ময়ূর বাহিনী জয়ী হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মুদ্রা সংস্কার আমার খলিফা আব্দুল মালিকের মুদ্রা পাঠ্যবইয়ের সংস্কারের অনুরূপ।

মুদ্রা হলো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। আব্দুল মালিকের পূর্বে আরবদের কোনো নিজস্ব মুদ্রা ছিল না। ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে খলিফা আব্দুল মালিক সর্বপ্রথম মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পূর্ববর্তী মুদ্রা ব্যবস্থা বাতিল করেন। স্বাধীন দেশ হিসেবে টাকশাল স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশি জাতীয় মুদ্রা প্রচলন করেন। যার ফলশ্রুতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে দেশ এগিয়ে যায়। খলিফা আবদুল মালিকের সংস্কারের ক্ষেত্রেও এমনটি দৃষ্টিগোচর হয়। তার সময়ে সাম্রাজ্যে তিন ধরনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। যেমন- বাইজান্টাইনে Dinarious, পারস্যে Darkmah এবং দক্ষিণ ইয়েমেনে Athene নামক মুদ্রা চালু ছিল। এতে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল ছিল না। মুদ্রা বিনিময়ের সমস্যার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে অসুবিধা দেখা দিত। এছাড়া মুদ্রার ছাপ ও মূল্য নির্ণয় একেবারে অনির্ধারিত থাকায় বাজারে অনায়াসে জাল মুদ্রা প্রচলিত হতো। এসব কারণে খলিফা আবদুল মালিক সর্বপ্রথম খাঁটি আরবি মুদ্রা প্রচলনের জন্য ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে জাতীয় টাকশাল গঠন করেন। তিনি দিনার, দিরহাম ও ফালুস নামের স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। মুদ্রাগুলোকে জাতীয়করণ ও আরবীয়করণের জন্য মুদ্রায় ক্রসের পরিবর্তে আরবি বর্ণমালা লেখা হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের মুদ্রা সংস্কার খলিফা আবদুল মালিকের মুদ্রা সংস্কারের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি ছাড়াও খলিফা আব্দুল মালিক আরবি ভাষাকে জাতীয়করণ, রাজস্ব, ডাক ও বিচার বিভাগের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলেন।

খলিফা আব্দুল মালিকের মুদ্রা সংস্কার ছাড়াও জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি পদক্ষেপ ছিল সরকারি অফিসে আরবি ভাষার প্রচলন। আরবি লিপিরও উন্নতি সাধন করেন। এছাড়াও রাজস্ব বিভাগের সংস্কার, ডাক বিভাগের উন্নতি এবং বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। উদ্দীপকের বর্ণিত বিষয়টি ছাড়াও তিনি এই সমস্ত ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রা ব্যবস্থায় প্রচলিত মুদ্রার জায়গায় নতুন মুদ্রার প্রচলন করেন। অনুরূপভাবে খলিফা আব্দুল মালিক সমগ্র সাম্রাজ্যে নতুন মুদ্রা প্রচলন এবং আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রীয়করণ করেন। তিনি রাষ্ট্রকে জাতীয়করণ এবং সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পূর্ব থেকে চালুকৃত ফারসি, সিরীয়, গ্রিকসহ বিভিন্ন ভাষার উচ্ছেদ সাধন করেন। আরবিকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদাদানের মাধ্যমে ভাষার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে সমস্ত প্রদেশে সরকারি কাজে আরবি ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে রাজ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাটানোর জন্য কিছু নীতি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে মাওয়ালিদের জিজিয়া দেয়া, জমি ক্রয়ে কর দেয়ার নীতি প্রবর্তন করেন। ডাক বিভাগের ক্ষেত্রেও তিনি পারসিক নীতি গ্রহণ করেন। তিনি সাম্রাজ্যের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখেন। যা তার জাতীয়তাবাদী নীতিরই প্রতিফলন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, খলিফা আব্দুল মালিকের মুদ্রা সংস্কার ছাড়াও আরবি ভাষা প্রচলন, রাজস্ব, ডাক ও বিচার বিভাগের সংস্কারের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ ১৩৩৮ সালে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ সোনারগাঁও এর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলার একটি অংশ তখনও তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। পরবর্তীতে হাজী ইলিয়াস বাংলা ভাষাভাষী সকল অঞ্চলকে একত্রিত করে ঐক্যবদ্ধ বাংলা গঠন করেন। বাংলাকে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন, নিজ নামে খুতবা পাঠ ও নিজস্ব মুদ্রা চালু করে তিনি বাংলাকে সুসংহত করেন। ফলে ২০০ বছর বাংলা দিল্লির অধীনতামুক্ত ছিল।

[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিজেতা কে ছিলেন? ১

খ. মুয়াবিয়াকে প্রথম রাজা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন উমাইয়া খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত খলিফা কেবল একজন দক্ষ শাসকই ছিলেন না স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও তার খ্যাতি ছিল- পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিজেতা ছিলেন আল ওয়ালিদ।

খ মুয়াবিয়া উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রচলন করেন, তাই তাকে আরবদের প্রথম রাজা বলা হয়।

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা উচ্চাভিলাষী মুয়াবিয়া খিলাফত লাভের সাথে সাথেই সাধারণতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। মুয়াবিয়া হযরত ইমাম হাসান (রা)-এর সাথে স্বাক্ষরিত সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বসরার শাসনকর্তা মুগিরার প্ররোচনায় তার জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের পথ সুগম করেন। এজন্য মুয়াবিয়াকে আরবদের প্রথম রাজা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত হাজী ইলিয়াসের কার্যাবলির সাথে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের কার্যাবলির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ইসলামের ইতিহাসে রাজেন্দ্র নামে পরিচিত খলিফা আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহন করেই সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। সরকারি অফিসে আরবি ভাষার প্রচলন, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, বহিঃশত্রুর মোকাবিলার পাশাপাশি নিজ সাম্রাজ্যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিতে নানা সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেমনটি উদ্দীপকের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের হাজী ইলিয়াস শাহ বাংলা ভাষাভাষী সকল অঞ্চলকে এক এক করে ঐক্যবদ্ধ বাংলা গঠন করেন। সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন, নিজ নামে খুতবা পাঠ ও নিজস্ব মুদ্রা চালু করে তিনি বাংলাকে সুসংহত করেন। অনুরূপভাবে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক আরব জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে আঞ্চলিক ভাষাসমূহের পরিবর্তে সমগ্র দেশে অফিস আদালতে দলিলপত্রাদি আরবি ভাষায় রক্ষিত করার ঘোষণার মাধ্যমে আরবি ভাষার প্রবর্তন করেন। তাছাড়াও আরবি বর্ণমালার উন্নতি সাধন, আরবি মুদ্রার প্রচলন, টাকশাল নির্মাণ করে শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত করেন। তার শাসননীতি ও সংস্কারমূলক কার্যাবলি সাম্রাজ্যকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে আব্দুল মালিকের কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

https://teachingbd24.com

ঘ উক্ত খলিফা অর্থাৎ আব্দুল মালিক কেবল একজন দক্ষ শাসকই ছিলেন না স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তার বেশ খ্যাতি ছিল- উক্তিটি যথার্থ।

মুয়াবিয়া উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করলেও তার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের শাসনামলের শিশু উমাইয়া খিলাফত নানা দিক থেকে সংকটের আবর্তে নিপতিত হয়েছিল। আব্দুল মালিক তার অসামান্য নৈপুণ্য দ্বারা এ সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান করেন, সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ও এর সীমানা সম্প্রসারণ করেন। শুধু শাসন ক্ষেত্রে নয় স্থাপত্য শিল্পেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছিলেন।

উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে আব্দুল মালিক ছিলেন বিদ্যান ও মার্জিত রুচিসম্মত। তিনি স্থাপত্য শিল্পের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। দজলা নদীর পশ্চিম তীরে সামরিক শহর 'ওয়াসিত' ও আল আকসা মসজিদ তার স্থাপত্য প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন। তবে স্থাপত্য শিল্পে তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে 'কুব্বাত আল সাখরা' বা Dome of the Rock নামক একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ। প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের শাসনাধীন মক্কার কাবা গৃহের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আব্দুল মালিক ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেমে মহানবি (স)-এর মিরাজের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র পাথরের ওপর অষ্টাকোণাকৃতির এ স্থাপত্য কীর্তিটি নির্মাণ করে তাঁর অনুসারীদের মক্কার পরিবর্তে এখানে হজ করার নির্দেশ দেন।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, স্থাপত্য ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার মাধমে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক শুধু একজন সুশাসক হিসেবে নয়, একজন সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব হিসেবেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৩ সমির সাহেব একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হলেও দেশ শাসন করতে গিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ত্যাগ করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব করেন। তিনি তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তার উত্তরাধিকারী মনোনিত করে জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করেন এতে তিনি ধর্মের সাধারণতান্ত্রিক আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করেন।

[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. আল ওয়ালিদ কাকে দামেস্কের পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন? ১

খ. অবরুদ্ধ কারবালায় ইমাম হোসেনের পরিণতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সমির সাহেবের সাথে মিল রয়েছে এমন একজন শাসকের খিলাফত লাভের উপায় পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমির সাহেবের মতো এক ব্যক্তিই পাঠ্যবইতে মুসলিম জাহানের অধিপতি হতে চেয়েছিলেন— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল ওয়ালিদ দামেস্কের পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা হিসেবে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে নিযুক্ত করেন।

খ অবরুদ্ধ কারবালায় ইমাম হোসেন অত্যন্ত করুণ পরিণতি বরণ করেন।

৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ মহররম ইমাম হোসেনের সাথে ইয়াজিদ বাহিনীর যুদ্ধ বাঁধে। এটি ছিল একটি অসম যুদ্ধ। কেননা হোসেনের বাহিনীতে যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি ছিল মাত্র ৭২ জন। অপরপক্ষে ইয়াজিদের বাহিনীতে ছিল পাঁচ হাজারেরও বেশি। যুদ্ধে হোসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র কাশিম ও শিশুপুত্র আসগর শহিদ হলে ইমাম হোসেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার প্রচণ্ড আক্রমণে ইয়াজিদ বাহিনী ভীত হয়ে পালাতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ একটি তীর তার বক্ষে বিদীর্ণ হলে তিনি ধরশায়ী হন। অবশেষে নিষ্ঠুর সীমার অর্ধমৃত হোসেনের মস্তক ছিন্ন করেন।

গ উদ্দীপকের সমির সাহেবের সাথে মিল রয়েছে পাঠ্যপুস্তকের এমন একজন শাসক হলেন মুয়াবিয়া।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সমির সাহেব গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিহার করে রাজতান্ত্রিকভাবে দেশের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তার এ কাজে মুয়াবিয়ার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিফলন রয়েছে। কারণ তিনিও খুলাফায়ে রাশেদিনের গণতান্ত্রিক আদর্শ বর্জন করে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব করেছিলেন। সম্পূর্ণ শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তিনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

হযরত ওমরের (রা) খিলাফতে মুয়াবিয়া সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং কর্মদক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার বলে তিনি সমগ্র সিরিয়ায় সুশাসন কায়েম করেন। নির্ভীকতা ও সামরিক দক্ষতার সাথে মুয়াবিয়া সিরিয়াকে বাইজান্টাইন আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। খলিফা ওসমানের (রা) সময় তিনিই সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র আরব নৌবহর গঠন করে সাইপ্রাস ও রোডস দখল করেন। ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকে কেন্দ্র করে খলিফা হযরত আলি (রা) এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। ফলে ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহাসিক সিফফিন প্রান্তরে উভয়ের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আলি (রা)-এর নৃশংস হত্যা ও তার জ্যেষ্ঠপুত্র ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যার পর মুয়াবিয়া খিলাফত লাভ করেন।

ঘ সমির সাহেবের মতো উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি হতে চেয়েছিলেন।

নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে ইমাম হাসানকে খিলাফতের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে শঠতার মাধ্যমে মুয়াবিয়া সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং দামেস্কে উমাইয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সময় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তা কঠোর হস্তে দমন করেন। এরপর তিনি রাজ্যবিস্তারে মন দেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রাজ্য বিস্তারের পূর্বশর্ত হলো অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান। এ কারণে তিনি সীমান্তে উপজাতিদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। তার গঠিত সমর বাহিনী দ্বারা তিনি পূর্বদিকে সমরখন্দ ও বুখারা এবং দক্ষিণে সিন্ধুনদ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শক্তিশালী নৌবহরের মোকাবিলা করার জন্য নিজে একটি নৌবহর গঠন করেন। তার নৌ ও স্থল বাহিনীর যুগপৎ আক্রমণে বহুদিন পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপল অবরুদ্ধ ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত এ অভিযান ব্যর্থ হয় তথাপি তাদের এ অভিযানের ফলে ভূমধ্যসাগরে মুসলিম নৌবাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে পারস্য ও বাইজান্টাইন রীতি ভিত্তিক সমাজ কাঠামো ও রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি হতে চেয়েছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ উমাইয়া খিলাফতের একজন ব্যতিক্রমধর্মী মহান শাসক ছিলেন। যিনি চারিত্রিক দিক দিয়ে ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী ও কর্তব্যপরায়ণ। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজস্ব হ্রাস থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি বন্ধকী ব্যবস্থা চালু করেন। তার বৈদেশিক নীতি ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি বিধান।

[উত্তরা হাইস্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১

খ. ইমাম হুসাইন ও ইয়াজিদের দ্বন্দ্বের কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত শাসক ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী ও কর্তব্যপরায়ণ- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত বক্তব্যের আলোকে উক্ত শাসকের বৈদেশিক নীতি মূল্যায়ন কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

খ ইয়াজিদ ও হুসাইনের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ হলো খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

ইমাম হাসানের সাথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তিতে মুয়াবিয়ার পর ইমাম হুসাইনের খলিফা হবার শর্ত ছিল। কিন্তু মুয়াবিয়া এ শর্ত ভঙ্গ করে তার অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় তিনিই মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আরোহণ করেন। ফলে ইসলামি সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ

https://teachingbd24.com

দেখা দেয়। খিলাফতের ন্যায্য দাবিদার ইমাম হুসাইনকে আলি (রা)-এর অনুসারীরা সমর্থন করলে হুসাইন ইয়াজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য লাভের আশায় কুফা যাত্রা করেন। ফলে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

গ সৃজনশীল ৪ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সুলতান ইলতুৎমিশ ছিলেন ভারতবর্ষে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ভারতে একটি সুসংগঠিত কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ জন্য তিনি দক্ষতার সাথে প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। তিনি প্রচলিত মুদ্রামানেরও সংস্কার করেন। *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; পৌরপুর সরকারি কলেজ]*

ক. উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কাকে বলা হয়? ১

খ. খলিফা আব্দুল মালিক কীভাবে শাসনব্যবস্থা আরবীয়করণ করেন? ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত সুলতানের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসন সংস্কার এর আলোকে খলিফা আব্দুল মালিকের শাসন সংস্কার ব্যাখ্যা কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খলিফা আব্দুল মালিককে উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

খ শাসনব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ব্যবহার করে খলিফা আব্দুল মালিক শাসনব্যবস্থা আরবীয়করণ করেন।

আব্দুল মালিক বিজাতীয় প্রভাব থেকে সাম্রাজ্যকে মুক্ত করা এবং সাম্রাজ্যে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই আরব জাতীয়তাবাদ ও আরবি ভাষার মর্যাদা উর্ধ্বে তুলে ধরার মানসে এবং বিজাতীয় আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য ও জটিলতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অভিপ্রায়ে সাম্রাজ্যে আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদান করেন। প্রশাসনিক সকল কাজে তিনি আরবি ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। এছাড়া আরবি বর্ণমালা লিখন, পঠন ও উচ্চারণ পদ্ধতির উন্নতি বিধান করেন এবং রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে আরবি মুদ্রা প্রচলন করেন। এভাবে আব্দুল মালিক তার শাসনব্যবস্থাকে আরবীয়করণ করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুলতানের সাথে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

আব্দুল মালিক ছিলেন প্রথম মারওয়ানের পুত্র। মুয়াবিয়া ও মারওয়ানের সংক্ষিপ্ত শাসনকালের পর ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তার সিংহাসন আরোহণের পর উমাইয়া বংশের শাসন সুদৃঢ় হয়। তিনি তার সামরিক দক্ষতাবলে রাজ্যে সংঘটিত বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করেন এবং রাজ্যের অনেক বিস্তার ঘটান। তাছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। তার এ বিষয়গুলোই উদ্দীপকে চিত্রিত হয়েছে।

উদ্দীপকের সুলতান ইলতুৎমিশের মতো আব্দুল মালিক একজন দক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। দিল্লি সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি অনেক বিরোধী শক্তিকে দমন করেন। এছাড়া আব্দুল মালিকের মতো দক্ষ সামরিক শক্তিবলে তিনি রাজ্যের অনেক বিস্তার ঘটান। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। আর এ বিষয়গুলোই উদ্দীপকে চিত্রিত হয়েছে। তিনি নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতার মাধ্যমে প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করে ভারতবর্ষের প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করেন এবং আরবি বর্ণমালা লিখন, পঠন ও উচ্চারণ পদ্ধতির অনেক সংস্কার সাধন করেন। তিনি প্রশাসনের সকল কাজে আরবি ভাষা ব্যবহার করেন। এতে আরবে আরবীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং ইসলামি সাম্রাজ্যের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব অর্জিত হয়। সুতরাং বলা যায়, সুলতান ইলতুৎমিশ উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক শাসন সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন।

আব্দুল মালিকের শাসন সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাষ্ট্রকে আরবীয়করণ। বিজাতীয় প্রভাব থেকে সাম্রাজ্যকে মুক্ত করা এবং সাম্রাজ্যে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করার জন্য তিনি আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করেন। তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে আদ দিনার, আন-নিসফু, আস-সুলস, দিরহাম এবং ফালুস বা তাম্র মুদ্রার প্রবর্তন করেন। এসব মুদ্রায় কালিমা, তাসমিয়া, কুরআনের আয়াত ও মুদ্রাঙ্কনের তারিখ উৎকীর্ণ করার নির্দেশ দেন। এছাড়া জাতীয় টাকশালে বিশেষ পদ্ধতিসহ ত্রুটিমুক্ত মুদ্রাঙ্কন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় মুদ্রা জাল করার প্রবণতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

উদ্দীপকের সুলতান ইলতুৎমিশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শাসনসংস্কারের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। তিনি ভারতে একটি সুগঠিত কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ লক্ষ্যে তিনি দক্ষতার সাথে প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। তিনি প্রচলিত মুদ্রামানেরও সংস্কার করেন। ভারতে তিনিই সর্বপ্রথম খাঁটি আরবি রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেন। তার এসব সংস্কার সাধনের ফলে ভারতবর্ষে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। ঠিক একইভাবে খলিফা আব্দুল মালিকও বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। তার মুদ্রা সংস্কারের ফলে ইসলামি সাম্রাজ্যে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব অর্জিত হয়। এছাড়া তিনি আরবি বর্ণমালার লিখন, পঠন ও উচ্চারণ পদ্ধতির উন্নতি বিধান করেন। ফলে শতাব্দীকাল পর হলেও আরবি ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে। ডাক ও গোয়েন্দা বিভাগের উন্নতিকল্পে তিনি যোগাযোগকারী সড়কের স্থানে স্থানে বদলি ঘোড়ার ব্যবস্থা করেন। কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য তিনি ধর্মান্তরিত মুসলিমদের শহর থেকে গ্রামে ফিরতে বাধ্য করেন এবং রাজ্যের আয় বাড়াতে তাদের ওপর খাজনা ও জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন। এভাবে আব্দুল মালিক তার শাসনব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, আব্দুল মালিক ও সুলতান ইলতুৎমিশ নিজ নিজ সাম্রাজ্যে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের উন্নয়ন বিধান করে যথেষ্ট মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৬ হামাস মিয়া তার বংশের সকলের চেয়ে ব্যতিক্রমী চরিত্রের অধিকারী ছিল। পরোপকার, ন্যায়নিষ্ঠা, সততা, দরদী প্রভৃতি গুণাবলী তাকে আলাদা করেছে। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে তিনি পূর্ব পুরুষদের আগ্রাসী চিন্তাভাবনার বদলে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে মনোযোগী হন। তার চোখে সকলে সমান ছিল। তার একটি বিশেষ নীতি তাকে এক মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. ইসলামে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন কে? ১

খ. ওমর বিন আব্দুল আজিজকে দ্বিতীয় ওমর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হামাস যে উমাইয়া খলিফাকে অনুসরণ করেছিলেন তার চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ নীতি উক্ত খলিফাকে ব্যতিক্রমী শাসকের আসনে বসিয়েছিল— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া (রা)।

খ উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে একমাত্র ওমর বিন আব্দুল আজিজ খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করতেন। তার চরিত্রে হযরত ওমর (রা)-এর ন্যায়পরায়ণতা, প্রজাবাৎসল্যতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে বলে তাকে দ্বিতীয় ওমর হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

উমাইয়া বংশের ইতিহাসে একমাত্র তারই খিলাফতকাল ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার কালিমা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তিনি সদাশয়, দয়ালু ও প্রজাবৎসল ছিলেন। তিনি দলগত, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সকল প্রকার স্বার্থের উর্ধ্বে ছিলেন এবং সাম্রাজ্য, ধর্ম ও প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য যা প্রয়োজন মনে করতেন তা করতেন। এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাকে দ্বিতীয় ওমর বলা হয়।

Teachingbd24.com

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ নীতি অর্থাৎ অর্থনৈতিক নীতি খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজকে ব্যতিক্রমী শাসকের আসনে বসিয়েছিল।

উমাইয়া বংশের এক শ্রেষ্ঠ ও মহান শাসক ছিলেন খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের কলুষনীতি ত্যাগ করে দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ, গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত একটি সর্বজনীন প্রশাসন প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি শাসন ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন।

খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল তার অর্থনৈতিক সংস্কার। খলিফা তার রাজস্বনীতিকে ইসলামিকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব এই তিন নীতির অনুসারী হয়ে তিনি মাওয়ালিদের ওপর থেকে কর রহিত করেন এবং নির্দেশ দেন যে, মুসলমানদের জাকাত দিতে হবে, এমনকি ভূমি থেকে $\frac{১}{১০}$ ভাগ উশর দিতে হবে। অমুসলমানদের নিয়মিতভাবে জিজিয়া প্রদান করার নির্দেশ দেন। অনারব মুসলমানগণ জিজিয়া ও খারাজ থেকে মুক্তি পায়। এর ফলে কিছুদিন পর রাজকোষ শূন্য হলে তিনি ঘোষণা করেন যে, অমুসলমানগণ মুসলমানদের কাছে জমি বিক্রি করতে পারবেন না। যদি কোনো অমুসলিম মুসলিম হয় তবুও জমি বিক্রি করতে পারবে না। রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান রাজস্ব হ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি বন্ধকীব্যবস্থা চালু করেন।

খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ যে সকল সংস্কার সাধন করেন তার মধ্যে অর্থনৈতিক সংস্কার ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। যেটি তাকে ব্যতিক্রমী শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ 'F' একজন দয়ালু সদাশয় ও প্রজাবৎসল খলিফা। তিনি চারিত্রিক দিক দিয়ে ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী ও কর্তব্যপরায়ণ। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ভিন্ন মতাবলম্বীদের শাসনকার্যে নিয়োগ করে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তার বৈদেশিক নীতি ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি বিধান। তাই তাকে ৫ম খলিফা বলা হয়।

[শহীদ বীর বিক্রম রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন উমাইয়া খলিফার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খলিফা আব্দুল মালিক।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৪ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক 'F' -এর কর্মকাণ্ডে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের চরিত্র ও কৃতিত্ব প্রতিফলিত হয়।

খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের রাজত্বকাল ক্ষণস্থায়ী হলেও এ সময়কাল ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। উমাইয়া শাসকের সঙ্গে তিনি ব্যতিক্রমধর্মী ছিলেন। শাসন সংস্কার ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন করে তিনি সাম্রাজ্যে সংহতি বিধান করেন। উদ্দীপকেও 'F'-এর কর্মকাণ্ডে ওমর বিন আব্দুল আজিজের সাথে মিল পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে 'F' একজন দয়ালু সদাশয় ও প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে দেখা যায়। চারিত্রিক দিক দিয়ে তিনি সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী ও কর্তব্য পরায়ণ। খুলাফায়ে রাশেদিন ও ইসলামি মূল্যবোধে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। বৈদেশিক নীতি ও বিধর্মীদের যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ দিয়ে তিনি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রাখেন। অনুরূপভাবে উমাইয়া বংশের ওমর বিন আব্দুল আজিজের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। কেননা তিনি অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। উমাইয়া খলিফাদের বেশির ভাগ সম্প্রসারণ বাদী, স্বেচ্ছাচারী, স্বজনপ্রীতি এবং প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ, গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি মুক্ত ছিলেন। প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতেন। সমরনীতির পরিবর্তে সমগ্র রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি কৃতিত্বের দাবিদার। এছাড়া বৈদেশিক নীতি, ধর্মমন্দির সংস্কার ও জনহিতকর কাজে তার অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের শাসকের ন্যায় ওমর বিন আব্দুল আজিজ উমাইয়া শাসক হিসেবে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮ আলী আকবর এবং তার বংশের লোকজন তাদের এলাকার শাসনকাজ পরিচালনা করেছেন। আলী আকবর তার ছেলেকে মৃত্যুর পর শাসনের উত্তরাধিকার নিয়োগ করেন। তিনি বায়তুল মালকে পারিবারিক সম্পদে পরিণত করেন। তার বংশের শাসকগণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিজেদের বিলাস-বাসনে ব্যয় করেন।

[শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দীন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. উমাইয়া খিলাফত কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. সুলায়মানকে আশীবাদের চাবিকাঠি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? তিনি কিভাবে রাজতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করেন? ৩

ঘ. উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া বংশ ৬৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে আলী আকবর নামক ব্যক্তির কর্মকাণ্ড উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া (রা) কে নির্দেশ করে।

আমির মুয়াবিয়া ছিলেন পরিবর্তনশীল যুগের খলিফা। ইসলামের প্রাথমিক খিলাফতের প্রচলিত পদ্ধতিতে কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। পূর্ববর্তী খুলাফায়ে রাশেদিনের কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক নীতিগুলোর পরিবর্তন করে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। পূর্বের উত্তরাধিকারী প্রথা তুলে দিয়ে উমাইয়া রাজবংশকে সুসংহত করার জন্য অযোগ্য ও অকর্মণ্য পুত্র ইয়াজিদকে ক্ষমতায় বসান। উদ্দীপকে বর্ণিত আলী আকবরের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, আলী আকবর নামক একজন খলিফা পূর্ববর্তী শাসকদের আদর্শিক নীতি বিসর্জন দিয়ে নিজস্ব নিয়মে রাজ্য পরিচালনা করেন। এমনকি রাজ ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য তিনি অকর্মণ্য ও অযোগ্য পুত্রকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) পূর্ববর্তী খলিফা হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) দের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে নিজস্ব নিয়মে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বদলে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি মজলিশে শূরা বাতিল করেন। এমনকি খলিফা নির্বাচনের প্রথা বাতিল করে মনোনয়ন প্রথা চালু করে। যার ভিত্তিতে ৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের আলী আকবরের সাথে আমিরে মুয়াবিয়া-এর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মুয়াবিয়া অসামান্য কৃতিত্বের দাবিদার।

ইসলামি নির্বাচনভিত্তিক খিলাফতের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে মুয়াবিয়া সর্বপ্রথম বংশানুক্রমিক রাজবংশের সূচনা করেন। মুসলিম রাষ্ট্রকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কারের ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। উদ্দীপকেও এই শাসকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুয়াবিয়া একজন সুদক্ষ ও প্রতিভাবান শাসক ছিলেন। সিফফিনের যুদ্ধে কূটনৈতিক দক্ষতার দ্বারা হযরত আলী (রা)-কে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে মুসলিম খিলাফতে আরোহণ করেন। পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে নির্বাচনভিত্তিক খিলাফতকে উত্তরাধিকার ভিত্তিক সালতানাতে রূপান্তরিত করেন। সামরিক সংগঠক হিসেবে তিনি

Teachingbd24.com

কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তৃতীয় খলিফার সময়ে মুয়াবিয়া ৪০০ জাহাজ নিয়ে সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে মজলিসে শূরা বাতিল করে শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে তিনি কতকগুলো পরিবর্তন আনেন। কেন্দ্র হতে প্রাদেশিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করেন। বাইজান্টাইনদের পূর্ব প্রবর্তিত শাসন কাঠামোর ওপর একটি স্থায়ী ও সুসংহত রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। দিওয়ান উল খাতাম ও দিওয়ান উল বারিদ' নামে দুইটি বিভাগ প্রবর্তন করেন। এ ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার কৃতিত্ব অপরিসীম।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, রাজবংশ প্রতিষ্ঠা, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, সামরিক সংগঠক, প্রশাসনিক সংগঠনসহ সকল ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব ছিল অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ১৯ 'ঙ' শাসকের রাজত্বকালের অন্যতম সংস্কার ছিল ডাক বিভাগের সংস্কার। তিনি ঘোড়ার গাড়ীতে করে সাম্রাজ্যের এক স্থান হতে অন্য স্থানে ডাক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ডাক বিভাগ গোয়েন্দা বিভাগের কাজ সম্পন্ন করত। সমগ্র সাম্রাজ্য হতে সংবাদ প্রধান ডাক কর্মকর্তার নিকট জমা হতো এবং তিনি তা 'ঙ' শাসকের কাছে পেশ করতেন। ফলে কোনো স্থানে গোলযোগ দেখা দিলে বা গোলযোগের সম্ভাবনা থাকলে সত্ত্বর তার বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হতো।

[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ]

ক. কোন উমাইয়া শাসককে রাজেন্দ্র বলা হয়? ১

খ. ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয় কাকে এবং কেন? ২

গ. কোন উমাইয়া শাসকের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে উদ্দীপকের 'ঙ' শাসক ডাক বিভাগের সংস্কার করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের রাজত্বকাল উমাইয়া বংশের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয়।

খ খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ উমাইয়া শাসনামলে খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনব্যবস্থা চালু করায় তাকে ইসলামের পঞ্চম ধার্মিক খলিফা বলা হয়।

উমাইয়া খলিফাগণের শাসনব্যবস্থা ছিল ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ। খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ অপরাপর উমাইয়া খলিফাদের ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতা পরিহার করে প্রজাদের কল্যাণে শাসন পরিচালনা করেন। এমনকি নিজের স্ত্রীর গহনাদিও রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করেন। ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক শাসক হিসেবে তিনি ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। এসব কারণে তাকে পঞ্চম ধার্মিক খলিফা বলা হয়।

গ উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে উদ্দীপকের 'ঙ' শাসক ডাক বিভাগের সংস্কার করেন।

উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ক্ষমতায় আরোহণের পর শাসন সংস্কারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি ডাক বিভাগের সংস্কার করে এ বিভাগের উন্নয়ন সাধন করেন। যেটি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে উদ্দীপকের 'ঙ' শাসক ডাক বিভাগের সংস্কার করেন।

উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে ডাক বিভাগের ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়। তিনি পারসিকদের পদ্ধতি অনুসরণ করে ডাক চালান প্রথার প্রচলন করেন। সাম্রাজ্যের বড় বড় রাস্তার পাশে তিনি ডাকচৌকি নির্মাণ করেন। ডাক বিভাগের কাজ ছিল— ১. সরকারি চিঠিপত্র ও আদেশ নিষেধ আদান-প্রদান; ২. সরকারি কর্মচারীদের ডাকগাড়ির মাধ্যমে স্থানান্তর; ৩. প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত সৈন্য ও রসদ দ্রব্যাদি সরবরাহ এবং ৪. গোয়েন্দা বিভাগের কাজ সম্পাদন। উল্লিখিত কাজের জন্য ডাক বিভাগকে খলিফার কান এবং চোখ বলা হতো। উদ্দীপকের 'ঙ' শাসকও ডাক-বিভাগের সংস্কার করেন। এই বিভাগের মাধ্যমে তিনি সাম্রাজ্যে গোলাযোগের সম্ভাবনা থাকলে সত্ত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। আর এভাবেই তিনি আব্দুল মালিকের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ডাক বিভাগের সংস্কার করেন।

ঘ উক্ত শাসক তথা আব্দুল মালিকের রাজত্বকাল উমাইয়া বংশের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ— উক্তিটি যথার্থ।

উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ক্ষমতা লাভ করেই বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করেন। এরপর তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তিনি মধ্য এশিয়ায় এবং বাইজান্টাইনে উমাইয়া সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন। সর্বোপরি শাসন সংস্কার করে উমাইয়া বংশের গৌরবময় যুগের সূচনা করেন।

উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহণের পর খিলাফত সুদৃঢ় ও সংহত করার জন্য প্রশাসনে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় রাষ্ট্রের কাজকর্মে এবং দলিলপত্র সংরক্ষণে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করা হতো। সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এতে নানা কাজে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। তাই আব্দুল মালিক আরবিকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা প্রদান করেন। আরবি ভাষা লিখন ও পঠনের সুবিধার্থে আব্দুল মালিক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সহযোগিতায় আরবি বর্ণে সর্বপ্রথম নোকতা ও হরকতের প্রচলন করেন। ইতোপূর্বে মুসলিম সাম্রাজ্যে রোমান, পারসিক, হিমারীয় প্রভৃতি মুদ্রা প্রচলিত ছিল। একক মুদ্রা সাম্রাজ্যে না থাকার জন্য আর্থিক লেনদেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা হতো। এ অসুবিধাসহ দূর করার জন্য আব্দুল মালিক দামেস্কে একটি জাতীয় টাকশাল নির্মাণ করেন। খলিফা আব্দুল মালিক পারসিকদের পদ্ধতি অনুযায়ী প্রশাসনে ডাক বিভাগের প্রচলন করেন। রাস্তায় রাস্তায় খবর আদান-প্রদান, সৈন্য ও রসদ সরবরাহের জন্য চৌকি স্থাপন করেন। খলিফার আদেশ, নিষেধ, দলিল-দস্তাবেজ, চুক্তিপত্র, নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য প্রশাসনে রেজিস্ট্রি বিভাগের সংস্কার করেন। খলিফা আব্দুল মালিক বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার সাধন করে সাম্রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, আব্দুল মালিকের রাজত্বকাল উমাইয়া বংশর সবচেয়ে গৌরবময় যুগ।

প্রশ্ন ▶ ২০ প্রখ্যাত এক ঐতিহাসিক উমাইয়া এক শাসক সম্পর্কে বলেছেন X কেবল নতুন এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, বরং ওমরের পর খিলাফতের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। তিনি আরো বলেছেন X রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করে ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শের মূলে কুঠারঘাত করেন।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ]

ক. ইয়াজিদ কে? ১

খ. কারবালার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের ঐতিহাসিক তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসক কীভাবে গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রবর্তন করেন? তোমার মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইয়াজিদ হলেন উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা খলিফা মুয়াবিয়ার পুত্র।

খ ইমাম হোসাইন ভ্রান্ত ও মিথ্যা আশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কুফার ২৫ মাইল উত্তরে ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালার প্রান্তরে ইয়াজিদ বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। ইয়াজিদের বশ্যতা স্বীকার না করার কারণে কারবালার প্রান্তরে পানির অভাবে ছোট শিশু, বালক-বালিকা মূর্ছিত হয়ে পড়ে। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মহররম কারবালা প্রান্তরে দুই দলের মধ্যে অসম যুদ্ধ শুরু হলে ইমাম হোসাইনের সৈন্যবাহিনী একে একে শাহাদাতবরণ করতে থাকে। পাষণ্ড সীমার ইমাম হোসাইনের শির দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

গ উদ্দীপকের ঐতিহাসিক আমার পাঠ্যবইয়ের উমাইয়া শাসক মুয়াবিয়ার কথা বলেছেন।

ইসলামি দর্শন গণতান্ত্রিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মহানবি (স) ছিলেন গণতন্ত্রের মূর্ত প্রতীক। ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে উহুদ যুদ্ধে অধিকাংশের মত মেনে তিনি মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করেন। খুলাফায়ে রাশেদিনগণও ছিলেন গণতন্ত্রের ধারক।

উদ্দীপকের ঐতিহাসিকের বর্ণনাকৃত শাসক খিলাফতের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা এবং রাজতন্ত্রের প্রবর্তক, যা মুয়াবিয়াকেই নির্দেশ করে। কেননা,

Teachingbd24.com

মুয়াবিয়া ইসলামি গণতান্ত্রিক ধারায় প্রথম ব্যতিক্রম করেন। তিনি ইসলামি মূল্যবোধ ও দর্শন উপেক্ষা করে নিজের সন্তানকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এ জন্য ইসলাম নির্ধারিত যোগ্যতা বা নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নি। ফলে যোগ্য শাসকের পরিবর্তে অযোগ্য শাসক, সকলের অধিকারের পরিবর্তে রাজবংশের স্বার্থরক্ষা এবং ইসলামি আইনের পরিবর্তে শাসকের ইচ্ছাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। এভাবে মুয়াবিয়া রাজতন্ত্র প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামি গণতান্ত্রিক আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করেন, যার ফলে পরবর্তীকালে আর কখনই ইসলামি গণতান্ত্রিক ধারার শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং বলা যায়, ঐতিহাসিক বর্ণিত শাসকের কর্মকাণ্ডে মুয়াবিয়ার কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ মুয়াবিয়া স্বীয় পুত্রকে তার পরবর্তী উত্তাধিকার মনোনয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন।

উদ্দীপকে ঐতিহাসিক মুয়াবিয়ার কথা বলেছেন, যিনি রাজতন্ত্র প্রবর্তন করে ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করেন। কিন্তু এর পূর্ববর্তী সময়ে মহানবি (স) ছিলেন গণতন্ত্রের মূর্তপ্রতীক। ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে উহুদ যুদ্ধে অধিকাংশের মতামত মেনে তিনি মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করেন।

মুয়াবিয়া ইসলামি গণতান্ত্রিক এ ধারায় প্রথম ব্যতিক্রম করেন। তিনি ইসলামি মূল্যবোধ ও দর্শন উপেক্ষা করে নিজের সন্তানকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এ জন্য ইসলাম নির্ধারিত যোগ্যতা বা নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নি। ফলে যোগ্য শাসকের পরিবর্তে অযোগ্য শাসক, সকলের অধিকারের পরিবর্তে রাজবংশের স্বার্থরক্ষা এবং ইসলামি আইনের পরিবর্তে শাসকের ইচ্ছাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। এভাবে মুয়াবিয়া রাজতন্ত্র প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামি গণতান্ত্রিক আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করেন, যার ফলে পরবর্তীকালে আর কখনই ইসলামি গণতান্ত্রিক ধারার শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুয়াবিয়াই প্রথম ইসলামি গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র চালু করেন। তার পুত্র ইয়াজিদকে খলিফা মনোনীত করে উত্তরাধিকার ভিত্তিক রাজতন্ত্রের সূচনা করেন। এ নীতি পরবর্তীতে চলতে থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মুয়াবিয়া স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী উত্তরাধিকার মনোনীত করার মাধ্যমে ইসলামি গণতন্ত্রের পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের সূত্রপাত করেন।

প্রশ্ন ▶ ২১ জনদরদি চেয়ারম্যান কাশিম সাহেব ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে সকলের কাছে খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তি। সকলের সমর্থনের মাধ্যমে তিনি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তার শাসননীতি ছিল প্রশংসার দাবিদার। তিনি সবাইকে সমান চোখে দেখতেন। অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সংস্কারে তার জুড়ি নেই। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক. মাওয়ালি কারা? ১

খ. ডোম অব দ্যা রক কী? বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের শাসনব্যবস্থার সাথে কোন খলিফার মিল রয়েছে? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের সংস্কারনীতিগুলো কেমন ছিল? মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অনারব নও মুসলিমদের মাওয়ালি বলা হয়।

খ শিল্প ও কাব্যানুরাগী উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক জেরুজালেমে ৬৯১ খ্রিষ্টাব্দে যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন তাই Dome of the Rock বা কুব্বাতুস সাখরা নামে পরিচিত।

মূলত মক্কায় হজ যাত্রীদের গমন থেকে বিরত রাখা এবং জেরুজালেমের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য আব্দুল মালিক কুব্বাতুস সাখরা নির্মাণ করেন। মহানবি (স)-এর মিরাজ গমনের পদচিহ্ন সম্বলিত পাথরকে কেন্দ্র করে এ স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়। অষ্টকোণাকার এ স্মৃতিসৌধ তৎকালীন বিশ্বের স্থাপত্য কীর্তির বিস্ময় ছিল।

গ সৃজনশীল ৪ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে কাশিম সাহেবের শাসন সংস্কারে ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসন সংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে।

উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ। উমাইয়া খলিফাগণের বেশিরভাগ সম্প্রসারণবাদী, স্বেচ্ছাচারী, স্বজনপ্রীতি, গোত্রপ্রীতি ইত্যাদি প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হওয়া সত্ত্বেও খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ ছিলেন দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ ও গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত। কেননা আব্দুল মালিকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসননীতি সংস্কার করে তিনি প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ দিতেন। তিনি হাশেমীনীতি সংস্কারের মাধ্যমে হাশেমীদের রাজকার্যে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে শিয়া সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করেন। খারেজিদের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করায় তারা খলিফার অনুগত হয় এবং উমাইয়াদের মধ্যে তাকেই খলিফা হিসেবে মেনে নেয়। এছাড়াও তিনি মাওয়ালিদের প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দান, অতিরিক্ত করারোপ রহিতকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে মাওয়ালি নীতি প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয় ওমর প্রজাকল্যাণকামী শাসক হিসেবে আড়ম্বরহীন প্রশাসন গড়ে তোলেন। তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। ইসলাম প্রচার কল্পে তিনি ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে খারাজ ও জিজিয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। এছাড়াও তাকে পেনশনও দেওয়া হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উমাইয়া শাসকদের মধ্যে শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ২২ কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি থানায় ঈশা খান তার রাজধানী স্থাপন করেন। প্রজাদের শিক্ষার জন্য তিনি অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ঈশা খান নিজেও অনেক জ্ঞানী ছিলেন। তিনি উত্তর ভারত, পাঞ্জাব, আরবদেশ ও মিসর থেকে মূল্যবান গ্রন্থ এনে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য কটিয়াদিতে একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার এই কর্মকান্ড ইতিহাসে প্রশংসনীয় বলা যায়। *[শেরপুর সরকারি কলেজ]*

ক. কাকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয়? ১

খ. আল-সাফফাহ কাকে বলা হয়? বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঈশা খানের কর্মকান্ডের সাথে কোন আব্বাসীয় খলিফার মিল পাওয়া যায়? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঈশা খানের প্রতিষ্ঠিত একাডেমির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন একাডেমির মিল আছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খলিফা সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয়।

খ আবুল আব্বাসের চরিত্রে নৃশংসতা ও রক্তলোলুপতার ছাপ পরিলক্ষিত হওয়ায় তাকে আস-সাফ্ফাহ উপাধি দেওয়া হয়।

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি জাবের যুদ্ধে দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের মাধ্যমে উমাইয়া বংশের পতন ঘটে। সর্বশেষ উমাইয়া শাসক ৫ আগস্ট মারওয়ানের ছিন্ন মস্তক দেখে আবুল আব্বাস 'আস-সাফফাহ' বা 'রক্তপিপাসু' উপাধি গ্রহণ করেন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত নৃশংসভাবে উমাইয়াদের হত্যা করেন। তিনি ফিলিস্তিনের আবু ফুটস নামক স্থানে ৮০ জন উমাইয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাদেরকে হত্যা করেন। এসব কারণেই তাকে আস সাফ্ফাহ বা রক্তপিপাসু বলে অভিহিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ঈশা খানের কর্মকাণ্ডের সাথে আব্বাসি খলিফা আল মামুনের মিল আছে।

৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে ভ্রাতা আমিনের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করে খলিফা মামুন বাগদাদ নগরীকে সুদৃঢ়করণের নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকল বিদ্রোহ দমন করেন। পররবর্তীতে তিনি সিসিলি ও ক্রীট দ্বীপ বিজয় করে আব্বাসি সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেন।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, ঈশা খান প্রজাদের শিক্ষার জন্য অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তিনি নিজেও খুব জ্ঞানী ছিলেন যা খলিফা

Teachingbd24.com

আল মামুনের সাথে সাদৃশ্যময়। আব্বাসি খিলাফতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য খলিফা মামুন বাগদাদে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষাগ্রহণের জন্য এ প্রতিষ্ঠান সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ও লা-খারাজ সম্পত্তি দান করেন। এছাড়া খলিফা মামুন বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেন। এখানে বিভিন্ন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়। কুরআন, হাদিস, তাফসির, তর্কশাস্ত্র, গণিত, রসায়ন, ভূগোল, পদার্থ, চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষার প্রসারে তিনি ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। এ সকল দিক দিয়ে উদ্দীপকের ঈশা খান-এর সাথে আব্বাসি খলিফা আল মামুনের সাদৃশ্য রচিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত ঈশা খানের একাডেমি প্রতিষ্ঠার সাথে খলিফা আল মামুনের বায়তুল হিকমা বা জ্ঞানগৃহ প্রতিষ্ঠা সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, জ্ঞানপিপাসু শাসক ঈশা খান উত্তর ভারত, পাঞ্জাব, আরব দেশ ও মিসর থেকে মূল্যবান গ্রন্থ এনে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় হযরত নগরে একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। যা খলিফা আল মামুনের বাগদাদে স্থাপিত বায়তুল হিকমার অনুরূপ। এ বায়তুল হিকমার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে খলিফা আল মামুন Augustus age এর সূচনা করেছিলেন।

খলিফা আল মামুন কর্তৃক নির্মিত বায়তুল হিকমাহ ছিল আব্বাসিদের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করার জন্য তিনি ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে এই জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। এ বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটিতে ৩টি বিভাগ ছিল- গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন এবং অনুবাদ ব্যুরো। সে যুগের প্রখ্যাত মনীষী হুনায়ন ইবনে ইসহাককে এ প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক নিযুক্ত করা হয়। আর আল মামুন গ্রিক জ্ঞান ভান্ডার থেকে উপকরণ সংগ্রহের জন্য ইবনে মিসকাওয়া এবং হুনায়ন ইবনে ইসহাকের নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল ও সিসিলি হতে গ্রিক ভাষায় লেখা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এছাড়া তিনি আলেকজান্দ্রিয়া সিরিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি অঞ্চল হতে বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করে বিভিন্ন পণ্ডিতদের ওপর অনুবাদের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। তার একান্ত প্রচেষ্টায় গ্যালন, ইউক্লিড, টলেমি, পল প্রমুখ মনীষীর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলি এবং জগৎ বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল ও প্লেটোর বহু মূল্যবান গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় অনূদিত হয়ে তা সাধারণের জন্য প্রকাশিত হয়। তিনি গ্রিক, সিরিয়া, ক্যালেডীয় এবং ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার পুস্তকাবলি অনুবাদের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন মনীষীদের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন।

আব্বাসি খলিফা আল মামুন বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আব্বাসি খিলাফতে জ্ঞান চর্চার নব দিগন্ত উন্মোচন করেন। তার এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার সাথে উদ্দীপকের ঈশা খাস-এর প্রতিষ্ঠিত একাডেমির মিল রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ বাংলার ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ হলো পাল বংশ। এ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন দেবপাল। এ মহান শাসকের সময় পাল বংশের রাজ্যসীমা সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ছাড়াও সমগ্র বাংলা তার শাসনাধীনে আসে। দর্ভ পানি ও কেদার মিত্র ছিলেন তার দুইজন বিখ্যাত মন্ত্রী। তাদের মেধা, যোগ্যতা ও সাহসিকতার কারণে তিনি অসামান্য সাফল্য লাভ করেন।

[শেরপুর সরকারি কলেজ]

ক. ইসলামের পঞ্চম খলিফা কে? ১

খ. কারবালার যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? এ সম্পর্কে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেবপালের রাজ্য বিজয়ের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার সাদৃশ্য পাওয়া যায়? তার সিন্ধু বিজয়ের কারণ আলোচনা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফা রাজ্য বিজয়ের জন্যই ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয় উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজকে।

খ কারবালার যুদ্ধ ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়।

৬০ হিজরির ১০ই মহররম কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেনের বাহিনী ও ইয়াজিদের সেনাবাহিনীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়। ইয়াজিদ বাহিনী ফোরাত নদীর পাড় দখল করে ইমাম হোসেনের বাহিনীকে পানি থেকে বঞ্চিত করে। ফলে পানির অভাবে ইমাম হোসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র কাসেম মৃত্যুবরণ করেন। পরে ইমাম হোসেন নিজপুত্র শিশু আসগরকে নিয়ে ফোরাত নদীতে পানির জন্য গেলে আসগর শরবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। পরে ইয়াজিদের নির্দেশে পাপিষ্ট সীমার তরবারি দ্বারা ইমাম হোসেনের শিরশ্ছেদ করে।

গ সৃজনশীল ৩৫ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ খলিফা আল ওয়ালিদ রাজ্য বিজয়ের জন্যই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, 'খলিফা ওমর ও ওসমানের আমলে সিরিয়া, ইরাক, পারস্য এবং মিসর বিজয়ের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে; এখন আব্দুল মালিক এবং আল ওয়ালিদের অধীনে আবার মুসলিম সাম্রাজ্য বিজয়ের দ্বিতীয়পর্ব শুরু হয়। খলিফা প্রথম ওয়ালিদের রাজত্বকালের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রাজ্য বিস্তার। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা আব্দুল মালিকের নিকট হতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করলেও তিনি এমন একটি সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করেন। যার ফলে ইসলামের প্রভুত্ব পূর্বদিকে সিন্ধু নদ ও আমুর দরিয়ার তীর হতে পশ্চিম দিকে আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো।

খলিফা যে বিশাল সুদূরপ্রসারী তিনটি মহাদেশব্যাপী সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বীর সিজার, আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ানের পক্ষেও তা সম্ভবপর হয়নি। মুইর বলেন, "ওমরের খিলাফতসহ এমন কারো শাসনকাল নেই যার আমলে ইসলাম এতদূর সম্প্রসারিত ও সুসংহত হয়। ঐতিহাসিক গিবন ওয়ালিদকে তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে অভিহিত করেন। কারণ বিজয় ছিল তার প্রধান ও অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব। এজন্য বিজেতা হিসেবে তার নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ তার সাম্রাজ্য বিস্তারের কারণে শ্রেষ্ঠ বিজেতা হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ২৪ মিথি ও সাদিয়া একই ক্লাসে পড়ে। তারা ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হওয়ায় পড়ালেখার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা করে থাকে। মিথি ওয়ালিদের স্পেন বিজয় পড়ছিল। এমন সময় সাদিয়া বলে ওঠে, আমিও ওয়ালিদের কৃতিত্ব পড়েছি। তবে সিন্ধু বিজয় খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[নিট গভ: ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]

ক. ওয়ালিদ কোন বংশের শাসক ছিলেন? ১

খ. সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন? ২

গ. সাদিয়ার পঠিত ওয়ালিদের স্পেন বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মিথি ও সাদিয়ার বক্তব্যের আলোকে খলিফা ওয়ালিদের সিন্ধু বিজয় বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়ালিদ উমাইয়া বংশের শাসক ছিলেন।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের সাদিয়ার পঠিত খলিফা ওয়ালিদ স্পেনের রাজা রডারিকের কুশাসন ও নানাবিধ কারণে স্পেন জয় করেন।

উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের স্পেন বিজয় একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। তিনি মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি বাস্তবায়নের জন্য স্পেনে অভিযান প্রেরণ করেন। এছাড়াও তৎকালীন স্পেনের শাসক ছিলেন গথিক বংশীয় রাজা রডারিক। তার কুকীর্তি তখন স্পেনের সামাজিক অবস্থাকে শোচনীয় করে তোলায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের স্পেন বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে স্পেনে অভিযান প্রেরণ করেন। তবে এর মধ্যে তৎকালীন স্পেনের রাজা

https://teachingbd24.com

রডারিকের কুশাসন অন্যতম কারণ ছিল। কেননা রাজা রডারিক স্পেনবাসীকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। তার অত্যাচারে স্পেনবাসী অতিষ্ঠ ছিল। তিনি অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ শাসক ছিলেন। বহু ইহুদিকে তিনি জোর করে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন। এছাড়া পাষণ্ড রডারিক সিউটার শাসনকর্তা কাউন্ট জুলিয়ানের পরমা সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিডার শ্লীলতাহানি করেন। এছাড়া স্পেনের রাজনৈতিক গোলযোগ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক অবস্থা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হয়ে ওঠে। এসব কুশাসনের বিরুদ্ধে স্পেনবাসী জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং তারা তৎকালীন মুসলিম সেনাপতিদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এসব অত্যাচার নির্যাতন এবং অনাচার খলিফা আল ওয়ালিদকে মর্মাহত করে। ফলে তিনি স্পেনের রাজা রডারিকের বিরুদ্ধে তরুণ সেনাপতি তারিককে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। সুতরাং বলা যায়, রাজা রডারিকের কুশাসন, কুকীর্তির ফলে সৃষ্ট অনাচার প্রতিহত করার ও ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মিথি ও সাদিয়ার বক্তব্যের আলোকে ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধুতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় খলিফা আল ওয়ালিদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

সিংহাসনে আরোহণ করেই খলিফা আল ওয়ালিদ পিতার বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেন। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন করে তিনি সেনানায়কদের নেতৃত্বে ইসলামি সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ করেন। আল ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরামর্শে তিনি ভারত উপমহাদেশে অভিযান প্রেরণ করেন।

উদ্দীপকে মিথি খলিফা আল ওয়ালিদের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। সাদিয়া আল ওয়ালিদের অভিযানসমূহের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল ওয়ালিদের সম্মতিক্রমে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ভারতে অভিযান প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম ৬০০০ সিরীয় অশ্বারোহী, ৬০০০ উষ্ট্রারোহী এবং ২০০০ ভারবাহী পশুর সমন্বয়ে এক সুসংগঠিত বাহিনী নিয়ে সিন্ধু আক্রমণ করেন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে রাওয়ার নামক স্থানে রাজা দাহির মুসলিম বাহিনীর সম্মুখীন হয়। তুমুল যুদ্ধে রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হয়। অতঃপর ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানগণ মুলতান জয় করে ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, খলিফা আল ওয়ালিদ তার সুযোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা মুসলিম সেনাপতিদের গড়ে তোলেন এবং তারা অন্যান্য স্থানের মতো ভারত উপমহাদেশসহ ও মধ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৫ কূটনৈতিক দক্ষতা এবং মৌলিকতার দিক দিয়ে সম্রাট 'Y' পিতার মতো শ্রেষ্ঠ না হলেও বিজেতা শান্তি প্রতিষ্ঠাতা, নির্মাতা এবং অন্যান্য গুণের জন্য তিনি পিতা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। এজন্য তাকে তার বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা বলে মনে করা হতো এবং তার শাসনকালে তার বংশের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে। *[নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]*

ক. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১

খ. দিওয়ান আল খাতাম বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে সম্রাট 'Y' শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন উমাইয়া শাসকের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কী কী গুণ থাকলে তুমি উক্ত শাসকের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলবে— ব্যাখ্যা কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুয়াবিয়া (রা)।

খ দিওয়ান আল খাতাম অর্থ হলো রেজিস্ট্রি বিভাগ।

কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে প্রাদেশিক সরকারের লিখিত সংযোগ সাধনের জন্য খলিফা মুয়াবিয়া 'দিওয়ান আল খাতাম' বা রেজিস্ট্রি বিভাগ নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার যেসব হুকুমনামা প্রদেশিক সরকারকে প্রদান করত সেগুলো যেন জাল না হয় এবং সেগলো সংরক্ষণের জন্য মুয়াবিয়া এ রেজিস্ট্রি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

গ উদ্দীপকের 'Y' সম্রাটের সাথে আমার পঠিত উমাইয়া শাসক আল ওয়ালিদের সাদৃশ্য আছে।

উদ্দীপকের 'Y' শাসকের গুণের কথা উল্লিখিত হয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাতা হিসেবে। পিতার সাথে তুলনা করে তার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া না হলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এসব কিছু আল ওয়ালিদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আল ওয়ালিদ একজন নির্মাতা, তিনি উমাইয়া বংশকে একটি শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি একজন বিজেতা তার আমলে আরবরা ইউরোপ ও ভারতীয় উপমহাদেশ দখল করেছিল।

আল ওয়ালিদ ছিলেন খলিফা আব্দুল মালিকের জ্যেষ্ঠপুত্র। শাসক হিসেবে আব্দুল মালিকের সাথে কারও তুলনা চলে না। আব্দুল মালিক সাম্রাজ্য বিস্তৃতির পাশাপাশি সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তার আরবীয়করণ নীতির সুফল ভোগ করেছে পরবর্তী শাসকগণ। তবুও তার পুত্র ওয়ালিদ তার রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত করেন। রাষ্ট্রে নতুন নতুন সংস্কার আনেন। এজন্য তাকে উমাইয়াদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক বললে অত্যুক্তি হবে না। খলিফা প্রথম ওয়ালিদের বিজেতা হিসেবে কৃতিত্ব তাকে স্মরণীয় করে রাখবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সম্রাট উমাইয়া শাসক আল ওয়ালিদকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ যেকোনো শাসনব্যবস্থার স্বর্ণযুগ বলতে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও সচ্ছল জীবনযাপনকেই অগ্রাধিকার দেব।

যখন কোনো শাসনব্যবস্থায় জনগণের মনে হবে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যে এবং শ্রেষ্ঠ সময়ে আছে তখনই তাকে স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করা যায়। উপরে বর্ণিত গুণাবলি আল ওয়ালিদের শাসনকালে উপস্থিত ছিল। তার সময় স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল। বহিঃশত্রু আক্রমণ করতে পারেনি। জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের নিশ্চয়তা ছিল। তার সেনাপতিগণ ভারতীয় উপমহাদেশ ও ইউরোপে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পাশাপাশি তারা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আল ওয়ালিদের সময় শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ওয়ালিদ এই ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। জনহিতকর কাজে ওয়ালিদ ছিলেন অগ্রগামী। শুধু দামেস্কেই নয়, বিজিত অঞ্চল তথা স্পেনেও শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ওয়ালিদ আরও একটি কাজ করেছিলেন আর তা হলো নৌবহরের উন্নতি সাধন। মুয়াবিয়ার প্রতিষ্ঠিত নৌবহর তার আমলে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায়, আল ওয়ালিদের শাসনকাল উমাইয়া আমলের স্বর্ণযুগ ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোখলেছুর রহমান জাতীয় টাকশাল হতে বেশ কিছু নতুন কাগজের নোট চালু করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সম্বলিত। ৫০, ১০০, ১,০০০ টাকার নোট এখন শক্তিশালী বিনিময় মুদ্রা। এছাড়া বিকাশের মাধ্যমে টাকা লেনদেন, এ.টি.এম বুথের লেনদেন সব মিশিয়ে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ছে। *[আর. ডি এ ন্যাব: স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১

খ. উকবা বিন নাফিকে আরব আলেকজান্ডার বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত একক মানের মুদ্রা চালুর ক্ষেত্রে কোন খলিফাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? তার মুদ্রানীতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার শাসননীতিই উমাইয়া বংশের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুয়াবিয়া।

খ অসাধারণ বীরত্বের জন্য উকবা বিন নাফিসকে আরব আলেকজান্ডার বলা হয়।

বিখ্যাত বীর উকবা বিন নাফিসকে খলিফা মুয়াবিয়া ১০,০০০ সৈন্যসহ উত্তর আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। উকবা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উত্তর

Teachingbd24.com

আফ্রিকার বার্বারদের দমন করেন এবং ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে লিবিয়া ও তিউনিশিয়া দখল করে কায়রোয়ান নগরীতে উত্তর আফ্রিকার রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর উকবা আরও অগ্রসর হয়ে আলজেরিয়া ও মরক্কো দখল করে আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত মুসলিম শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। আর রাজ্য বিস্তারে অসাধারণ বীরত্বের জন্যই উকবা বিন নাফিস ইসলামের ইতিহাসে আরব আলেকজান্ডার নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত একক মানের মুদ্রা চালুর ক্ষেত্রে খলিফা আব্দুল মালিককে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুদ্রা হলো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। আরব সাম্রাজ্যে ইতোপূর্বে কোনো একক মুদ্রা ছিল না। মালিকের রাজত্বের সময় তিন ধরনের মুদ্রা ছিল। যার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল ছিল না। মুদ্রা বিনিময়ের সমস্যার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে অসুবিধা দেখা দিতো। এ সকল অসুবিধা দূরীকরণের জন্য খলিফা আব্দুল মালিক নতুন মুদ্রানীতি গ্রহণ করেন। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জাতীয় টাকশাল হতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সম্বলিত বেশ কিছু নতুন কাগজের নোট চালু করেন। এছাড়া তিনি বিকাশ ও এ. টি. এম. বুথের লেনদেনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করেন। অনুরূপভাবে খলিফা আব্দুল মালিকও সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গতিশীল ও জাল মুদ্রার প্রচলন রোধ করার জন্য খাঁটি আরবি মুদ্রার প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। জাতীয় মুদ্রা প্রচলনের জন্য তিনি ৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কে জাতীয় টাকশাল স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 'আব্দুল মালিক ইসলামের সর্বপ্রথম টাকশালের প্রবর্তন করেন।' খলিফা আব্দুল মালিক দিনার, দিরহাম ও ফালুস নামের স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। মুদ্রাগুলোকে জাতীয়করণ ও আরবীয়করণের জন্য মুদ্রায় ক্রুসের পরিবর্তে আরবি বর্ণমালা লেখা হয়। সুতরাং, আব্দুল মালিকের মুদ্রানীতি ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি পদক্ষেপ।

ঘ উক্ত খলিফার শাসননীতি অর্থাৎ খলিফা আব্দুল মালিকের (৬৮৫-৭০৫) শাসননীতিই উমাইয়া বংশের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল।

ঐতিহাসিকগণ তার শাসনামলকে Glorious Age of the Umayyads বলে অভিহিত করেছেন। খলিফা আব্দুল মালিক তার আরবীয়করণ নীতির সফল বাস্তবায়নের জন্য ফারসি, সিরীয়, ও গ্রিকসহ প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার উচ্ছেদ সাধন করে আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদান করেন। তিনি আরবীয় লিপির ব্যাপক সংস্কার সাধন করেছিলেন। তিনি খাঁটি আরবীয় মুদ্রার প্রচলন করে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন করেন।

খলিফা আব্দুল মালিক তার সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পরামর্শে রাজস্ব ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার সাধন করেছিলেন। তিনি মাওয়ালিদের উপর জিজিয়া ও খারাজ প্রবর্তন করেন। অনাবাদি জমি ও জলাভূমির জল নিষ্কাশন করে সেগুলোকে চাষের আওতায় আনা হয়। এছাড়া তিনি পারসিকদের পদ্ধতি অনুযায়ী ডাক চালান (Relay of Horses) প্রথার প্রচলন করেন। তিনি সাম্রাজ্যের বড় বড় রাস্তার পাশে ডাকচৌকি নির্মাণ করেন। তাছাড়া তিনি মহাফেজখানা ও দস্তাবেজখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দামেস্কে 'দিউয়ানুল রাসায়েল' নামে একটি নতুন দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। আর তিনি সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনকালে উমাইয়া সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৭ উসমানের প্রতিষ্ঠিত এশিয়া মাইনরের ছোট উসমানীয় রাজ্যকে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তার সৌভাগ্য যে, বেশ কিছু রণনিপুন সেনাপতির কর্মদক্ষতা তিনি কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তার সাম্রাজ্যকে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় বিস্তৃত করে সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে তার এই রাজ্য বিজয়ে দেশের যে স্থিতিশীলতা এবং অর্থের প্রয়োজন ছিল, তার ব্যবস্থা পূর্ববর্তী সম্রাট তার পিতা করে রেখে গিয়েছিলেন। *[আর.টি. এ ম্যাব: স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. কাকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয়? ১

খ. ওমর বিন আব্দুল আজিজকে পঞ্চম ধার্মিক খলিফা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের পিতার সাথে কোন উমাইয়া খলিফার কাজের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের দ্বিতীয় মুরাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সেনাপতিদের অবদানের মতোই খলিফা আল ওয়ালিদের সেনাপতিদের সহায়তা পেয়েছিলেন? মতামত দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খলিফা সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয়।

খ সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৫ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ রুহুল আমিন অভিজাত বংশের সন্তান। তাঁর পিতা একজন সফল এবং বিখ্যাত শাসক ছিলেন। বাল্যকাল থেকে রুহুল আমিন ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, মেধাবী ও কর্তব্যপরায়ণ। পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করে বংশীয় ঐতিহ্য, কর্তব্যপরায়ণতা এবং সাহসিকতা একসময় তাকেও একজন সফল শাসকে পরিণত করে। তিনি একজন দিগ্বিজয়ী বীর হিসেবেও বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ]*

ক. টুরসের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? ১

খ. খলিফা আব্দুল মালিকের আরবীয়করণনীতি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রুহুল আমীনের বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্ব তোমার পঠিত কোন উমাইয়া খলিফার সাথে তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানগুলোর বর্ণনা দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক টুরস এর যুদ্ধ ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

খ খলিফা আব্দুল মালিকের আরবীয়করণ নীতি বলতে আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদান এবং শাসন ক্ষেত্রে আরবীয়দের আধিপত্য বিস্তার করাকে বোঝায়।

খলিফা আব্দুল মালিকের শাসননীতি মূলত আরব জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের মধ্যে নিহিত ছিল। শাসনক্ষেত্রে তিনি আরব মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে মুসলিম শাসননীতি কার্যকর করেন। প্রশাসনকে আরবীয়করণ করা তার একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি সরকারি অফিসে আরবি ভাষার প্রচলন, আরবি বর্ণলিপির উন্নতি সাধন ও বিশুদ্ধ আরবি মুদ্রার প্রচলন করেন।

গ উদ্দীপকের রুহুল আমিনের সাথে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকের রুহুল আমিনের গুণের কথা উল্লিখিত হয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাতা হিসেবে। পিতার সাথে তুলনা করে তার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া না হলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এসব কিছু আল ওয়ালিদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আল ওয়ালিদ একজন নির্মাতা, তিনি উমাইয়া বংশকে একটি শক্ত ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি একজন বিজেতা। তার আমলে আরবরা ইউরোপ ও ভারতীয় উপমহাদেশ দখল করেছিল।

আল ওয়ালিদ ছিলেন খলিফা আব্দুল মালিকের জ্যেষ্ঠপুত্র। শাসক হিসেবে আব্দুল মালিকের সাথে কারও তুলনা চলে না। আব্দুল মালিক সাম্রাজ্য বিস্তৃতির পাশাপাশি সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তার আরবীয়করণ নীতির সুফল ভোগ করেছে পরবর্তী শাসকগণ। তবুও তার পুত্র ওয়ালিদ তার রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত করেন। রাষ্ট্রে নতুন নতুন সংস্কার আনেন। এজন্য তাকে উমাইয়াদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক বললে অত্যুক্তি হবে না। খলিফা প্রথম ওয়ালিদের বিজেতা হিসেবে কৃতিত্ব তাকে স্মরণীয় করে রাখবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সম্রাট উমাইয়া শাসক আল ওয়ালিদকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

https://teachingbd24.com

ঘ খলিফা আল ওয়ালিদের সময়ের সামরিক অভিযানগুলোর মধ্যে সিন্ধু এবং স্পেন অভিযান গুরুত্বপূর্ণ।

উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদও ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিজেতা। তার শাসনামলে সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে ইসলাম ধর্মেরও বিস্তার লাভ করে।

খলিফা আল ওয়ালিদ হাজ্জাজ, কোতায়বা, ইবনে কাশিম, তারিক ও মুসার মতো বিখ্যাত রণনিপুণ সেনাপতিদের অসাধারণ শৌর্যবীর্য এবং অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বহুস্থানে আরব অধিকার পুনঃস্থাপিত করেছিলেন। ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে কোতায়বা মধ্য এশিয়ার বুখারা, সমরখন্দ, খোজান্দা, তাসখন্দ, ফারগানা দখল করে চীন সীমান্তে পৌছান এবং ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে কাশগড় জয় করে সমগ্র মধ্য এশিয়া অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আদেশে মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু অধিকার করেন। সেনাপতি মুসা মেজর্কা, মিনর্কা, ইডিকা প্রভৃতি দ্বীপ রোমানদের নিকট হতে জয় করে মুসলিম শাসনভুক্ত করেন। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে তারিক বিন জিয়াদ স্পেন জয় করেন। এভাবে খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামলে তাঁর সাম্রাজ্য একদিকে আটলান্টিক হতে পিরেনিজ এবং ভারতের সিন্ধু হতে আরম্ভ করে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, খলিফা আল ওয়ালিদের সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। এমনকি ওমর (রা) এর শাসনামল ছাড়া অন্য কোনো আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য বিদেশে এতটা সম্প্রসারিত ও সংহত হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ২৯ পূর্ববর্তী শাসকের মনোনয়ন অনুসারে আতাউর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতা লাভের পর তিনি তার ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি কতিপয় জনকল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তারনীতি পরিত্যাগ করে তিনি শান্তির কৌশল গ্রহণ করেন।

[দিনাজপুর সরকারি কলেজ]

ক. দামেস্কের উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১

খ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বিখ্যাত ছিলেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক আতাউরের শাসনব্যবস্থার সাথে তোমার পঠিত কোন উমাইয়া শাসকের শাসনব্যবস্থার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শাসকের উল্লিখিত শাসননীতি ছাড়াও তোমার পঠিত শাসক সুশাসনের জন্য যে সকল নীতি প্রবর্তন করেছিলেন তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দামেস্কের উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুয়াবিয়া (রা)।

খ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একজন শ্রেষ্ঠতম উমাইয়া প্রশাসক। উমাইয়া শাসন সুরক্ষায় তিনি অনন্য অবদান রাখেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি হিজাজ, ইরাক ও পূর্বাঞ্চলের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারতসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল জয় করেন। তিনি রাজস্বব্যবস্থা সংস্কার ও কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা পালন করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তার শাসনব্যবস্থা ও চিন্তা উমাইয়া সাম্রাজ্যে এক নবযুগের সূচনা করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক আতাউরের শাসনব্যবস্থার সাথে আমার পঠিত উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনব্যবস্থার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উমাইয়া খলিফাগণের বেশিরভাগই সম্প্রসারণবাদী, স্বেচ্ছাচারী, স্বজনপ্রীতি, পোত্রপ্রীতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিল। কিন্তু ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসননীতি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি উমাইয়াদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার করেন। সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করেন এবং রাজস্ব ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করেন। উদ্দীপকে শাসক আতাউরের শাসনব্যবস্থার মধ্যেও অনুরূপ চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শাসক আতাউর রহমান বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তার নীতি পরিহার করে শান্তির কৌশল গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উমাইয়া খলিফা আব্দুল আজিজের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটেছে। আব্দুল আজিজ পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যবাদীনীতি পরিহার করে সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানে মনোযোগ দেন। তিনি পূর্বে পরিচালিত অভিযানসমূহ বন্ধ করেছেন। পরবর্তীতে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌছলেও তিনি সেখানে অবরোধ তুলে নেন। তবে তিনি বাইজান্টাইনে আত্মরক্ষার জন্য তুর্কিদের আক্রমণ করেন। এরপর তিনি সিন্ধু জয় করেন। এছাড়া তিনি সকল ধর্মের লোকদের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন। রাজস্ব ক্ষেত্রে তিনি মুসলমানদের জন্য জাকাত ও উশর বাধ্যতামূলক করেন এবং অমুসলমানদের জিজিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে শাসকের উল্লিখিত শাসননীতি ছাড়াও আমার পঠিত শাসক ওমর বিন আব্দুল আজিজ সুশাসনের জন্য নানা প্রকার সুষ্ঠু ও উদারনীতি প্রবর্তন করেছিলেন।

উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ তার শাসনামলে এক ব্যতিক্রমধর্মী শাসননীতি গ্রহণ করেন। শাসনক্ষেত্রে তিনি তার পূর্ববর্তী সকল শাসকের গৃহীত নীতি পরিত্যাগ করে উদার ও সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন করেন। এছাড়া তিনি রাজস্বব্যবস্থারও ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। আব্দুল আজিজ রাজস্ব নীতির ইসলামিকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। উদ্দীপকেও দ্বিতীয় ওমরের এ সংস্কারগুলোর কয়েকটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় শাসক আতাউর ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। তিনি বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তারনীতি পরিত্যাগ করে শান্তি কৌশল গ্রহণ করেন। এ সমস্ত কর্মকাণ্ড খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে এগুলো ছাড়াও তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের স্বার্থপর, লোভী ও অত্যাচারী শাসনকর্তাদের অপসারণ করে। তদস্থলে সৎ ও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেন। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি হিমারীয় ও মুদারীয় গোত্রের মধ্যে বৈষম্য দূর করে উভয় গোত্রের যোগ্য ব্যক্তিদের দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করেন। ইসলামি রাজস্বনীতির কারণে অনেক অমুসলমান মুসলমান হয়ে যায়। ফলে করের পরিমাণ বহুলাংশে কমে যায়। ধর্মান্তরিত অনেক মাওয়ালি সৈন্যদলে যোগ দিলে এবং সৈনিক হিসেবে বেতন, ভাতা, গণিমত ও পেনশন পেতে থাকলে গ্রাম হতে তারা শহরে আসলে কৃষিকাজ ব্যহত হয়। ওমর বিন আব্দুল আজিজ রাজস্বনীতি সংস্কার করে মাওয়ালিদেরকে আগের মতো কর দিতে বাধ্য করেন। ফলে রাজস্ব আয় বেড়ে যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের শাসকের তুলনায় খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃতি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন ▶ ৩০ পৃথিবীর সভ্যতা, রাজবংশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতিটি সভ্যতা বা রাজবংশেই সূচনা, ক্রমবিকাশ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ, ক্রমানোবতি অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসে এই রাজবংশটির শাসন আমলকে 'রাজ্য সম্প্রসারণের যুগ' বলা হয়। যেরূপ অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, আদর্শ ও মূলনীতি নিয়ে এ রাজবংশটি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল কালের বিবর্তনে তারাই আবার মূল আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

[গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. 'পিরামিড' কী? ১

খ. 'অন্ধকার যুগ' বলতে কী বোঝায়- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উমাইয়া বংশের পতনের তিনটি কারণ লিখ। ৩

ঘ. উমাইয়া বংশের ফলাফল আলোচনা করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পিরামিড হলো ত্রিভুজ আকৃতির সৌধ।

খ অন্ধকারের যুগ বলতে ইসলাম পূর্ব আরবের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়কালকে বোঝায়।

অন্ধকার যুগের আরবি শব্দ আইয়ামে জাহেলিয়াত। মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবের একশত বছর সময়কালকে অন্ধকার যুগ বলা হয়। এ যুগে মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার নৈতিকতা, সততা, দায়িত্বজ্ঞান ও শালীনতা ছিল না। অন্যায়-অনাচারে সমাজ নিমজ্জিত ছিল। এজন্য এ যুগকে অন্ধকারের যুগ বলা হয়।

Teachingbd24.com

গ নিম্নে উমাইয়া বংশের পতনের তিনটি কারণ লেখা হলো—
মুয়াবিয়ার শঠতা, কূটনীতি এবং বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভর করে নিজ পুত্র ইয়াজিদকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ইসলামি সাধারণতন্ত্রের পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। উমাইয়া খলিফাগণ কর্তৃক জনসাধারণ দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পদ্ধতির বিলোপ সাধনের ফলে ধর্মপরায়ণ এবং বুদ্ধিজীবী মহল এই বংশের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। তারা কোনো দিনই উমাইয়া খলিফাগণকে সহযোগিতা করেননি। তাদের অনাস্থা ও অসহযোগিতার ফলে উমাইয়া বংশের পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। উমাইয়া যুগে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের কোনো সুনির্দিষ্ট আইন কানুন না থকায় সাম্রাজ্যে বহু গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। খলিফাগণ কখনো জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, কখনো পর্যায়ক্রমে সকল পুত্রকে, আবার কখনো বা পিতৃব্যপুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে রাজপরিবারের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের বীজ বপন করতেন। এই বংশের ১৪ জন খলিফার মধ্যে কেবল ৪জন খলিফার পুত্রগণ তাদের উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিলেন। উত্তরাধিকার মনোনয়নের এ অস্থিতিশীলতা উমাইয়া শাসনের পতনকে ত্বরান্বিত করে। শিয়া সম্প্রদায়ের বিরোধিতা উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দায়ী। খুতবায় আলী (রা) ও তার বংশধরদের বিরুদ্ধে নিন্দা, কুৎসা রটনা, কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা প্রভৃতি কারণে শিয়া সম্প্রদায় উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছিল।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে, অনুপ্রেরণা, উৎসাহ আদর্শ ও মূলনীতি নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বংশটি কালের বিবর্তনে আবার মূল আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। যা উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দায়ী।

ঘ উমাইয়া শাসনের ফলাফল নিম্নে আলোচনা করা হলো—
খুলাফায়ে রাশেদিনের ত্রিশ বছরান্তে উমাইয়া খিলাফত শুরু হয় (৬৬১ সালে)। উমাইয়া খিলাফত হযরত মুয়াবিয়া (রা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়ে মোট ১৪ জন খলিফার দ্বারা এর শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ওমর বিন আব্দুল আজিজ (৭১৭-৭২০ সালে) ছিলেন উমাইয়া খিলাফতের একমাত্র আদর্শ খলিফা যিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ অনুসরণে খিলাফতকাল পরিচালনা করেন। তিনি ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমর নামেও পরিচিত। তার খিলাফতকাল ছিল সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতা মুক্ত। তিনি ছিলেন সদাশয় প্রজাবৎসল এবং ব্যক্তিগত, দলগত বা গোষ্ঠীগত সকল প্রকার স্বার্থের উর্ধ্বে। তিনি জনসাধারণের মঙ্গলার্থে যা প্রয়োজন মনে করতনে তাই করতেন। এজন্য তাকে 'খলিফাতুন সালিহ' বলা হতো। এরপর আরও কতিপয় উমাইয়া খলিফার আগমন ঘটে কিন্তু খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ মেনে কোনো খলিফাই মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনায় মনোনিবেশ করেননি। রাজ্য বিস্তার হতে শুরু করে প্রজাপালনের উদ্দেশ্যে শাসন প্রক্রিয়ার কাঠামো গঠন হয়েছে ঠিকই কিন্তু তা হতে ইসলামের মূল আদর্শকে দূরে ঠেলে ব্যক্তি, গোষ্ঠী তথা দলগত স্বার্থ রক্ষাই ছিল মুখ্য। তারপরও সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায় এ শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক শাসক ব্যক্তি স্বার্থে পাশাপাশি রাজ্যের উন্নয়ন। শিল্প সাহিত্যের উন্নয়ন, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।
পরিশেষে বলা যায় উমাইয়া শাসনব্যবস্থায় ইতিবাচক দিকের চেয়ে নেতিবাচক দিকই প্রাধান্য পেয়েছিল। অবশেষে আব্বাসীয় বংশের উত্থানের মাধ্যমে এ বংশের পতন ঘটে।

প্রশ্ন ▶৩১ রানা একজন শাসকের শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা শুনছিল। তিনি দীর্ঘ বিশ বছরের অধিক অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেন। ফলে তার রাজ বংশ দ্রুত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। নানা প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে তিনি তার রাজবংশের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার প্রানান্তর চেষ্টা চালান। তাকে তার বংশের 'শেষগৌরব' বলা হয়। *[গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. কোন খলিফাকে 'রাজেন্দ্র' বলা হয়? ১
খ. আবুজর গিফারী কে ছিলেন? ২
গ. উদ্দীপকে কোন শাসকের কথা বলা হয়েছে? আলোচনা করো। ৩
ঘ. খলিফা হিসামকে উমাইয়াদের 'শেষগৌরব' বলা হয় কেন? ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খলিফা আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয়।

খ আবুজর গিফারি (রা) ছিলেন মহানবি (স)-এর একজন প্রিয় সাহাবি।
আবুজর ছিলেন একজন সমাজতন্ত্রবাদী। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বপ্রথম প্রতিবাদ জানান। ধন সঞ্চয়ের নীতিকে তিনি তীব্রভাবে নিন্দা করতেন। তিনি প্রচার করতেন, 'সঞ্চয় করার জন্য ধন নয়, এটি জনহিতকর কাজে ব্যয় করার জন্য।' খলিফা ওমর (রা) তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে, যাকাত প্রদান করে ধন সঞ্চয় করা অন্যায় নয়। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও খলিফা তাকে নিজের মতো থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। তাই শান্তিরক্ষার জন্য খলিফা তাকে 'রাবাধা' নামক স্থানে পাঠিয়ে দেন এবং দুই বছর পর সেখানে তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

গ উদ্দীপকে উমাইয়া শাসক হিসামের কথা বলা হয়েছে।
দ্বিতীয় ইয়াজিদের মৃত্যুর পর খলিফা আব্দুল মালিকের চতুর্থ পুত্র হিশাম উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোলযোগ ও অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ক্ষমতা লাভ করে উমাইয়া সাম্রাজ্যকে অবনতির হাত থেকে রক্ষার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন।
উমাইয়া খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে খিলাফতের প্রদীপকে শেষবারের মতো প্রজ্বলিত করেছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে চারদিকে বিভিন্ন বিদ্রোহ দেখতে পান। প্রায় সকল বিদ্রোহীকে তিনি দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি হিমারীয় ও মুদারীয়দের মধ্যকার কলহ দমন করেন। তিনি খোরাসান ও মধ্য এশিয়ার অনেকগুলো বিদ্রোহ দমন করেন। এছাড়া তিনি রাজ্য বিস্তারেও কিছুটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের বিশৃঙ্খল অবস্থায় আব্দুর রহমান আল গাফিকাকে স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে বিদ্রোহ দমন করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।
উদ্দীপকে দেখা যায়, রানা যে শাসকের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে শুনছিলেন, তিনি দীর্ঘ বিশ বছরের অধিক অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেন। ফলে তার রাজবংশ দ্রুত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। তিনি রাজ্যের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনেন। যা খলিফা হিশামকে নির্দেশ করে।

ঘ বিভিন্ন কারণে খলিফা হিসামকে উমাইয়াদের শেষ গৌরব বলা হয়।
খলিফা হিশাম ইসলাম ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হিশাম ছিলেন একজন আদর্শ মুসলমান। তিনি ইসলামের একনিষ্ঠ রক্ষক হিসেবে দ্বিতীয় ওমর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো চালু রাখেন এবং রাজদরবার থেকে সকল অনৈসলামিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেন। তিনি প্রজাদের প্রতিও সহমর্মী ছিলেন। প্রজাদের জন্য তিনি কয়েকটি খাল খনন করেন। তিনি সুরম্য অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ এবং বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ করেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি দুর্গ নির্মাণ করেন। বুফফা তার স্থাপত্যশিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এছাড়া শাসনক্ষেত্রেও তিনি দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি পতনের যুগেও উমাইয়া বংশের গৌরবকে কিছু দিনের জন্য হলেও সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাকে উমাইয়া বংশের শেষ গৌরব বলা হয়।
উদ্দীপকে দেখা যায় খলিফা হিশাম দ্রুত তার রাজ বংশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনেন। তাই তাকে তার বংশের শেষ গৌরব বলা হয়।
পরিশেষে বলা যায় যে, খলিফা হিশাম উমাইয়া শাসনের জরাজীর্ণ ও দুর্দশাগ্রস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির একজন ভীতসন্ত্রস্ত দর্শকমাত্র। এ পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবুও উমাইয়া সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য তার আন্তরিক প্রচেষ্টার ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না। এখানেই হিশামের কৃতিত্ব চির জাগরুক।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩২ মুরসালিনা তার দাদার কাছে এক শাসকের সংস্কারের কাহিনী শুনছিল। যিনি আরবি বর্ণমালার উন্নতি, আরবি মুদ্রার প্রচলন, জাতীয় টাকশাল স্থাপন, প্রশাসনিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা, ডাক বিভাগ ও পুলিশবাহিনী সংসকার করে স্থাপত্যশিল্পের উন্নয়ন করেন। তিনি 'সংস্কারক' হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেন।

[গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. কাকে 'আরবদের শেক্সপীয়র' বলা হয়? ১

খ. 'হিলফুল ফুজুল' এর শর্তাবলি লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে কোন শাসকের কথা বলা হয়েছে লিখ? ৩

ঘ. খলিফা আব্দুল মালিকের শাসন সংস্কারসমূহ সংক্ষেপে লিখ। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইমরুল কায়েসকে আরবদের শেক্সপীয়র বলা হয়।

খ অহেতুক ও অন্যায় যুদ্ধ বন্ধ এবং অসহায়দের সহায়তার জন্য মহানবি (স) কর্তৃক গঠিত শান্তি সংঘকে হিলফুল ফুজুল বলা হয়। এর বেশ কিছু শর্ত ছিল। (ক) দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। (খ) বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সদ্ভাব ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করা। (গ) অত্যাচারীকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখা। (ঘ) দুর্বল, অসহায় ও এতিমদের সাহায্য করা। (ঙ) বিদেশি বণিকদের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান করা। (চ) সর্বোপরি সকল প্রকার অন্যায় ও অবিচার অবসানের চেষ্টা করা।

গ উদ্দীপকে উমাইয়া শাসক আব্দুল মালিকের কথা বলা হয়েছে।

আব্দুল মালিক ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে পিতার মনোনয়নক্রমে মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। খলিফা নির্বাচিত হয়ে তিনি রাষ্ট্রকে জাতীয়করণ ও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আরবিকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দান করেন। তিনি আরবি মুদ্রা প্রচলনের জন্য ৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় টাকশাল গঠন করেন। আব্দুল মালিক রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে বিরাজমান অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাটিয়ে উঠেন। রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ডাক চালান প্রথার প্রচলন করেন। খলিফার আদেশ-নির্দেশ সংরক্ষণের রেজিস্ট্রি বিভাগ চালু করেন। রাজ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দিওয়ানুল কাব্য নামে একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় মুরসালিনা তার দাদার কাছ থেকে একজন শাসকের সংস্কারের কাহিনী শুনছিলেন। যিনি আরবি বর্ণমালার উন্নতি, আরবি মুদ্রার প্রচলন, জাতীয় টাকশাল স্থাপন, ও ডাক বিভাগের উন্নয়ন করেন। যা উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিককে নির্দেশ করে।

ঘ সৃজনশীল ১৫ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৩ জনাব আরাফাত একটি রাজবংশ এবং নতুন একটি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা। খিলাফতের শুরুতেই তিনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন, বায়তুলমালকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরকরণ, মুসলিম নৌবাহিনী গঠনসহ খিলাফতের ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। তিনি নিঃসন্দেহে একজন অভিজ্ঞ শাসক ও সুনিপুণ কূটনীতিবিদ। সময় ও অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত।

[গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. কাকে 'ইতিহাসের জনক' বলা হয়? ১

খ. 'খারেজি' কারা- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন খলিফার কথা বলা হয়েছে- আলোচনা করো। ৩

ঘ. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়।

খ উগ্রপন্থা অবলম্বনকারী, ইসলামি ত্যাগীদের খারেজি বলা হয়।

আরবিতে 'খারেজি' শব্দ 'খারাজ' বহুবচনের খাওয়ারিজ থেকে এসেছে। যার অর্থ দলত্যাগী। আর এ নিকলসন বলেন, 'খারেজি বলতে সেই দলকে বোঝায় যারা আল্লাহর নামে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন। কে শাহবাস্তানির মতে, আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে 'দুমাতুল জন্দালের' সন্ধিকে কেন্দ্র করে যে দলটি 'লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ' বা আল্লাহর হুকুম ব্যতীত অন্য কোনো বিধান নেই। এ আওয়াজ তুলে আলীর পক্ষ ত্যাগ করেছিল তারাই মূলত খারেজি নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে উমাইয়া খলিফা হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর কথা বলা হয়েছে।

খলিফা মুয়াবিয়া একজন সুদক্ষ ও প্রতিভাবান শাসক ছিলেন। তিনি শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য সিরিয়াতে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ডাক বিভাগ, ভূমি রাজস্ব বিভাগসহ কয়েকটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকেও এটি পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে অটোমান সুলতান সুলাইমান জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করে নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে রোডস ও মাল্টা প্রভৃতি দ্বীপ বিজয় করেন। এছাড়া তিনি গুপ্তচর প্রথা ও ডাকবিভাগ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আরো কয়েকটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে খলিফা মুয়াবিয়া মুসলিম নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য মিসরের ন্যায় সিরিয়াতে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তার খিলাফতকালে মুসলিম নৌবাহিনী সাইপ্রাস, রোডস ও এশিয়া মাইনরের উপকূলবর্তী অন্যান্য গ্রিক দ্বীপ জয় করে। তিনি ওমর (রা)-এর সময় যে গুপ্তচর প্রথার প্রচলন ছিল তাকে নতুন রূপে সম্প্রসারিত করেন। তিনি ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে প্রতি ১২ মাইল অন্তর একটি করে ডাকঘর স্থাপন করা হয় এবং ঘোড়া ও উটের সাহায্যে এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে সংবাদ আদান-প্রদান করা হতো। এছাড়াও তিনি রেজিস্ট্রি বিভাগ, ভূমি রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে মুয়াবিয়ার শাসনব্যবস্থার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একটি রাজবংশ ও নতুন খেলাফতের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আরাফাত খিলাফতের শুরুতেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন, বায়তুল মালকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরকরণ, মুসলিম বাহিনী গঠনসহ খিলাফতের ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। যা হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করা হলো—

উদ্দীপকের খলিফার ন্যায় উক্ত খলিফা অর্থাৎ খলিফা মুয়াবিয়া বিভিন্ন সংস্কার সাধনের মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

খলিফা মুয়াবিয়াই সর্বপ্রথম খিলাফতকে সালতানাতে রূপান্তরিত করেন। তিনিই প্রথম শাসক যিনি নিজেকে রাজ মর্যাদায় ভূষিত করেন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে প্রবর্তিত মজলিসে শুরা বা পরামর্শসভা বাতিল করে রাজকীয় ক্ষমতা সুসংহত করেন এবং প্রাসাদরক্ষী বাহিনী গঠন করেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকেও বিভিন্ন সংস্কারের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে অটোমান সুলতান সুলাইমান একটি শক্তিশালী সামরিক বিভাগ গঠনের মাধ্যমে রাজ্যসম্প্রসারণ নীতি কার্যকর করেন। এছাড়া তিনি রাজকীয় মর্যাদা সুসংহত করেন এবং প্রাসাদ রক্ষীবাহিনী গঠন করাসহ নানাবিধ প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে মধ্যযুগের ইতিহাসে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অনুরূপভাবে খলিফা মুয়াবিয়া একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করার জন্য প্রাচীন গোত্রভিত্তিক সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে একটি সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রীয় বাহিনী গঠন করেন। যাদের মাধ্যমে তিনি সাইপ্রাস, রোডস, লেড প্রভৃতি দ্বীপে মুসলিম বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন। এছাড়া রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তিনি নিজেকে রাজ মর্যাদায় ভূষিত করেন এবং প্রাসাদ দ্বারে রক্ষীবাহিনী নিয়োগ, রেশম ও মুক্তার মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। তিনি গুপ্তচর প্রথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ডাকবিভাগ স্থাপন, রেজিস্ট্রি বিভাগ ও ভূমি রাজস্ব বিভাগ স্থাপন প্রভৃতি প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আরাফাত খেলাফতের ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করে। তিনি একজন অভিজ্ঞ শাসক ও সুনিপুণ কূটনীতিবিদ ছিলেন। সময় ও অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে তিনি ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। যা উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার কৃতিত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
পরিশেষে বলা যায়, মুয়াবিয়া একজন সাহসী ও যোগ্য শাসক ছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ বায়েজিদ সাহেবকে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর সংকটময় রাজনৈতিক অবস্থা মোকাবিলা করতে হয়েছে। তার শাসনব্যবস্থার কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি দৃঢ়হস্তে বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দান করেন। আরবি লিপির উৎকর্ষ সাধন, আরবি মুদ্রা প্রচলন এবং ডাক বিভাগের সংস্কার তার শাসন আমলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। এসব কারণে বায়েজিদ সাহেবকে তার বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা শাসক বলা হয়। *[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ইয়াজিদের পিতার নাম কী? ১
খ. কাকে এবং কেন ইসলামের ৫ম খলিফা বলা হয় ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত শাসনকর্তা যে সকল বিদ্রোহ দমন করেছিলেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের বায়েজিদ যে সকল সংস্কার করেছিলেন ইঙ্গিতকৃত শাসনকর্তা আর কী কী সংস্কার করেছিলেন তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইয়াজিদের পিতার নাম মুয়াবিয়া।

খ সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শাসনকর্তা অর্থাৎ খলিফা আব্দুল মালিক বিদ্রোহী মুখতার, খালিদ, আমর, মুসাব এবং খারেজিদের বিদ্রোহ দমন করেন।
মারওয়ানের মৃত্যুর পর আব্দুল মালিক সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তার সিংহাসনারোহণ নিষ্কণ্টক ছিল না। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি চতুর্দিকে থেকে নিজেকে শত্রু পরিবেষ্টিত দেখতে পান। আব্দুল মালিক ধৈর্য, কৌশল ও সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে বিদ্রোহ দমন করেন।
উদ্দীপকে বর্ণিত বায়েজিদ সাহেবকে ক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে সাথেই সংকটময় রাজনৈতিক অবস্থা মোকাবিলা করতে হয়েছে। তিনি দৃঢ়হস্তে সকল বিদ্রোহ দমন করেন। তেমনি উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক সিংহাসন আরোহণ করে বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। যেমন: মুখতারের বিদ্রোহ, আমর বিন সাঈদের বিদ্রোহ, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের বিদ্রোহ খারেজি বিদ্রোহ। আব্দুল মালিক এ সকল বিদ্রোহ ধৈর্য, কৌশল ও সাহসের সাথে দমন করেন। তিনি সিংহাসনের দাবিদার খালিদ বিন ইয়াজিদকে স্বীয় দলভুক্ত এবং আমর বিন সাইদকে কৌশলে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করে স্বহস্তে হত্যা করেন। ইরাকের বিদ্রোহী মুসাবকে তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে নিহত করেন। এরপর তিনি বার্বার নেতা কোমেইলার ও কাহিনার বিদ্রোহ দমন করেন।

ঘ উদ্দীপকের বায়েজিদ যে সকল সংস্কার করেছিলেন ইঙ্গিতকৃত শাসনকর্তা অর্থাৎ আব্দুল মালিক সেগুলো ছাড়াও রাজস্ব সংস্কার, রেজিস্ট্রি বিভাগের সংস্কার সাধন করেন।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, ডাক বিভাগের উন্নতি বিধান, নানা বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীকে দমনের পাশপাশি সরকার আরবি ভাষার উন্নতিতেও নিরবিচ্ছিন্ন কাজ করছে। উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক উদ্দীপকের এসব কার্যক্রম সম্পাদনের পাশাপাশি রাজস্ব এবং বিচার প্রশাসনের ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন।
খলিফা আব্দুল মালিক রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে রাজ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাটানোর জন্য কিছু নীতি গ্রহণ করেন। এ নীতিগুলোর মধ্যে ছিল ইসলাম গ্রহণ করলেও মাওয়ালিদেরকে (অনারব মুসলিম) অমুসলিমদের ন্যায় জিজিয়া (নিরাপত্তা কর) ও খারাজ (অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত ভূমিকর) দিতে হবে। যেসব মাওয়ালি গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে তাদেরকে গ্রামে গিয়ে স্ব-স্ব পেশায় নিযুক্ত হতে হবে। মুসলমানরা খারাজি জমি ক্রয় করলে তাদেরকেও খারাজ দিতে হবে। পতিত ও অনাবাদি জমি চাষ করতে হবে। খলিফা আব্দুল মালিক ডাক বিভাগের সংস্কারের জন্য পারসিকদের পদ্ধতি অনুযায়ী ডাক চালান প্রথার প্রচলন করেন। তিনি সাম্রাজ্যের বড় রাস্তার পাশে ডাকচৌকি নির্মাণ করেন। তার এ ডাক বিভাগ সরকারি চিঠিপত্র আদেশ নিষেধ, আদান-প্রদান, সরকারি কর্মচারীদের স্থানান্তর, যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত সৈন্য ও রসদ সরবরাহ এবং গোয়েন্দা বিভাগের কাজ সম্পাদন করত। তিনি সাম্রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখেন।
পরিশেষে বলা যায় যে, উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক উদ্দীপকে উল্লিখিত বায়েজিদের আরবি লিপির উৎকর্ষ সাধন, ডাক বিভাগের সংস্কার ছাড়াও প্রশাসনিক ও রাজস্ব সংস্কার করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ জহিরুল ইসলাম একজন বিখ্যাত শাসক ছিলেন। শাসককার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি পিতার নীতি অনুসরণ করতেন। তার শাসনব্যবস্থায় মুসলিম সাম্রাজ্য ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের অধিকাংশ এলাকা জয় করে তিনি তার সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটান। তার রাজ্য সম্প্রসারণের আলোচিত দুটি ঘটনা রয়েছে। তা হলো দুই তরুণ সেনাপতির মাধ্যমে ভারতের বিজাপুর নামক স্থান বিজয় এবং ইউরোপের ইস্পাহান নামক দেশ বিজয়। এ দুটি বিজয়ের জন্য ইতিহাসে তার যুগকে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের স্বর্ণযুগও বলা হয়। *[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. আরবদের নিরো বলা হয় কাকে? ১
খ. কাকে এবং কেন রাজেন্দ্র বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপকের শাসক জহিরুল ইসলামের বিজাপুর বিজয়ের সাথে খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের কোন রাজ্য বিজয়ের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "শাসক জহিরুল ইসলামের ইস্পাহান বিজয় এবং খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের স্পেন বিজয় একই সূত্রে গাঁথা— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসি খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলকে আরবদের নিরো বলা হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের শাসক জহিরুল ইসলামের বিজাপুর বিজয়ের সাথে উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের সিন্ধু বিজয় সাদৃশ্যপূর্ণ।
উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, জহিরুল নামক একজন বিখ্যাত শাসক বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তার পিতার নীতিকে অনুসরণ করে সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করেন। তার সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের মধ্যে অন্যতম ছিল ভারতের বিজাপুর নামক স্থান বিজয়। এই বিজয়ের সাথে খলিফা আল-ওয়ালিদের সিন্ধু বিজয়ের মিল রয়েছে।
সিন্ধুর দেবল বন্দরে আরব বণিকদের জাহাজ লুণ্ঠিত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে খলিফা আল-ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিন্ধুতে অভিযান প্রেরণ করেন। সেনাপতি ওবায়দুল্লাহ ও বুদায়েলের নেতৃত্বে প্রেরিত পর পর দুটি অভিযানের ব্যর্থতার পর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে হাজ্জাজ ১৭ বছরের তরুণ মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ৬০০০ সিরীয় অশ্বারোহী, ৬০০০ উষ্ট্রারোহী এবং ২০০০ ভারবাহী পশুর সমন্বয়ে এক সুসংগঠিত বাহিনীকে সিন্ধু আক্রমণে প্রেরণ করেন। ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে রাওয়ার নামক স্থানে সিন্ধুর রাজা দাহির অসংখ্য রণহস্তিসহ অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হন। যুদ্ধে রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হন। ফলে সিন্ধু মুসলমানদের অধিকারে আসে। উদ্দীপকেও এ বিজয়ের ঘটনারই দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের শাসক জহিরুল ইসলাম ইস্পাহান বিজয় এবং খলিফা ওয়ালিদের স্পেন বিজয় একই সূত্রে গাঁথা বলে আমি মনে করি।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, শাসক জহিরুল ইসলামের তরুণ সেনাপতি কৃতিত্বের সাথে ইউরোপের ইস্পাহান নামক দেশ জয় করেন। ঠিক একইভাবে ইফ্রিকিয়ার (উত্তর আফ্রিকা) শাসক মুসার নির্দেশে সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে কিছু বার্বার তরুণসহ সাত হাজার সৈন্য ও কিছু রণতরী নিয়ে স্পেন আক্রমণ করেন। স্পেনের রাজা

https://teachingbd24.com

রডারিক মুসলিম আক্রমণের সংবাদ পেয়ে ১২০০০০ সৈন্যসহ গোয়াডিলেট নদীর তীরে মেডিনা-সিডোনিয়া রণক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর সম্মুখীন হন। ইতোমধ্যে মুসা আরও ৫০০০ সৈন্যকে তারিকের সাহায্যে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে রডারিক পরাজিত হয়ে গোয়াডিলেট নদীতে ডুবে মারা যান। এ যুদ্ধের পর মুসলমানরা স্পেনের অন্যান্য অংশে অভিযান চালিয়ে দখল করে নেয়। এ সময় মুসলিম বাহিনী পর্তুগাল জয় করে তার নাম রাখেন 'আল গারব'। মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের ফলে এক সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসক জহিরুল ইসলামের ইস্পাহান বিজয় এবং খলিফা ওয়ালিদের স্পেন বিজয় একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩৬ প্রজাহিতৈষী শাসক শাহ আলী তাঁর দেশের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের খুব প্রিয় ব্যক্তিত্ব। কারণ তিনি একজন সহজ, সরল, ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি পূর্ববর্তী শাসকদের দমননীতি পরিহার করে উদার ও জনকল্যাণমূলক শাসননীতি প্রবর্তন করেন। তিনি জনগণের ওপর আরোপিত করের বোঝা লাঘব করেন। যোগ্যতা অনুসারে তিনি সকল শ্রেণি ও ধর্মের মানুষকে রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগ করেন। তাঁর বৈদেশিক নীতি ছিল শান্তি, শৃঙ্খলা, পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে উদার শাসনের জন্য তাকে তার বংশের পতনের জন্য দায়ী করা হয়। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা]*

ক. কাকে পঞ্চম খলিফা বলা হয়? ১

খ. সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত শাসকের শাসননীতির সাথে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসননীতির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মতো উক্ত উমাইয়া খলিফার উদার ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনপ্রণালী তাঁর বংশের পতনের জন্য দায়ী ছিল? মতামত দাও। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজকে পঞ্চম খলিফা বলা হয়।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের শাসননীতির সাথে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসননীতির সাদৃশ্য রয়েছে।

উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী এক শ্রেষ্ঠ ও মহান শাসক ছিলেন খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ বা দ্বিতীয় ওমর। তিনি তার পূর্বের শাসকদের সংঘর্ষ, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতার নীতি পরিত্যাগ করে খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ অনুসারে শাসন পরিচালনা করেন। এছাড়া তিনি তার পূর্বের শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী নীতিও পরিত্যাগ করেন। উদ্দীপকের শাসক শাহ আলীর চরিত্রেও এ বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে প্রজাহিতৈষী শাসক শাহ আলী জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার খুব প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি পূর্ববর্তী শাসকদের দমননীতি পরিহার করে উদার ও জনকল্যাণমূলক শাসন প্রবর্তন করেন। অনুরূপভাবে মধ্যযুগে উমাইয়া খিলাফতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন ওমর বিন আব্দুল আজিজ। তিনি উমাইয়াদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার করে সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানে মনোযোগ দেন। তার নীতি ছিল সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি বিধান। এ লক্ষ্যে তিনি পূর্বে পরিচালিত অভিযানসমূহ বন্ধ করে দেন। তার সময় মুসলিম বাহিনী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছলেও তিনি সেখান থেকে অবরোধ তুলে নেন। স্পেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানকার শাসক আল হুরকে পরিবর্তন করে আল-সামাহকে নিয়োগ করে। এছাড়া তিনি তার শাসনব্যবস্থায় উদারনীতি গ্রহণ করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের শাসকের শাসননীতিতে দ্বিতীয় ওমরের শাসনব্যবস্থার এ সকল বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উক্ত খলিফার অর্থাৎ খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসন সংস্কারকে উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দায়ী বলে আমি মনে করি না।

খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসন সংস্কার উমাইয়া খিলাফতের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিলেও এ বংশের পতনে তার গৃহীত নীতি সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিল না। কেননা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার শাসনকালের প্রত্যেকটি দিক বিবেচনা করলে উমাইয়া বংশের পতনের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। তাছাড়া তার উদার ও সাম্যনীতির ফলে উমাইয়া বংশের প্রতি কেউ শত্রুভাবাপন্ন ছিল না।

দ্বিতীয় ওমর তার শাসনামলে উমাইয়া, হাশেমি, আরব-অনারব, হিমারীয়-মুদারীয় দ্বন্দ্ব নিরসন করার চেষ্টা করেন এবং অনেকাংশে সফল হন। রক্তপাত, ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার বিভীষিকার মধ্যে তার শাসনকাল উপশমের ভূমিকা পালন করেছে। উমাইয়া খিলাফত পতনের দায় তার ওপর আরোপিত হওয়া ঠিক নয়। কেননা তার তিরোধানের পর যদি তার নীতি অনুসৃত হতো তাহলে আলী ও আব্বাসি বংশীয়রা সহজে ক্ষুব্ধ হতো না। তাদের আন্দোলনের জন্য দায়ী পরবর্তী দুর্বল শাসকেরা, খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ নন। তার মৃত্যুর পর পূর্বের অসাম্য ও ভেদাভেদ আরব সমাজে নতুন করে প্রবর্তিত হওয়ায় উমাইয়া বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে এবং উমাইয়াদের পতন হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, উমাইয়া বংশের পতনের পেছনে ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসন সংস্কার দায়ী ছিল না। তবে তার শাসন সংস্কার উমাইয়াদের ভিত্তিকে কিছুটা দুর্বল করে দিয়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত পতন ত্বরান্বিত করেছিল তার পরবর্তী অযোগ্য উমাইয়া শাসকগণ।

প্রশ্ন ▶৩৭ জনাব কাদের দয়ালু, সদাশয় ও প্রজাবৎসল খলিফা। তিনি চারিত্রিক দিক দিয়ে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী ও কর্তব্যপরায়ণ। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। ভ্যাট ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে তিনি শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেন। তিনি ভিন্ন মতাবলম্বীদের শাসনকার্যে নিয়োগ করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তার বৈদেশিক নীতি ছিল, শান্তি-শৃঙ্খলা, সংহতি বিধান। *[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]*

ক. উমাইয়া বংশের মোট কয়জন শাসক ছিল? ১

খ. খলিফা সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন উমাইয়া খলিফার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার বৈদেশিক নীতি পর্যালোচনা কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খিলাফতে সর্বমোট ১৪ জন শাসক ছিলেন।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৪ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৩৮ জমির উদ্দিন সহজ সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি বংশ পরম্পরায় কাঠালতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তিনি ছিলেন সৎ এবং ইসলামি আদর্শের একজন জনপ্রতিনিধি। রাষ্ট্রীয় অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় করার পর তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিও জনকল্যাণে ব্যয় করতেন। তবে তার পূর্ব পুরুষরা এমন ছিল না। অন্যায় করলে তিনি স্বজনদেরও ক্ষমা করতেন না। এক্ষেত্রে তিনি কুরআন, হাদিস ও খুলাফায়ে রাশেদীনের নীতি অনুসরণ করতেন। *[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]*

ক. উমাইয়া খিলাফত কত বছর স্থায়ী ছিল? ১

খ. উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ব্যক্তির মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যক্তিটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাসকের শাসননীতি ব্যাখ্যা কর। ৪

https://teachingbd24.com

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খিলাফত প্রায় ৯০ বছর স্থায়ী ছিল।

খ খলিফা আব্দুল মালিককে উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

আব্দুল মালিক ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করেন। তার বিশ বছরের শাসনকালে উমাইয়া রাজবংশ শৌর্যবীর্য ও উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। মুয়াবিয়া যদিও এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আব্দুল মালিক উমাইয়া শাসনকে সুদৃঢ় করেন। তার কার্যাবলির সকল দিক বিবেচনা করলে তাকে নিঃসন্দেহে উমাইয়া বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

গ সৃজনশীল ৬ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ জমির উদ্দিনের মতো ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসননীতিও ছিল প্রশংসার দাবিদার।

উদ্দীপকের জনদরদি চেয়ারম্যান জমির উদ্দিন ক্ষমতায় আরোহণ করেই সঠিক শাসননীতির দিকে মনোনিবেশ করেন। তার শাসননীতি ছিল উদার ও ন্যায়নিষ্ঠ। ঠিক একইভাবে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজও ক্ষমতায় আরোহণ করেই প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তার প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা ইতিহাসে তাকে পঞ্চম খলিফা হিসেবে পরিচিতি দান করেছে।

ওমর বিন আব্দুল আজিজ শাসনব্যবস্থা দৃঢ় করার জন্য পূর্বের স্বার্থপর, লোভী ও অত্যাচারী শাসনকর্তাদের অপসারণ করে তদস্থলে সৎ ও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেন। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি হিমারীয় ও মুদারীয় গোত্রের যোগ্য ব্যক্তিদের দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করেন। মুদারীয় গোত্রের আদি বিন আর তাতকে বসরায়, আব্দুল হামিদ বিন আবদুর রহমানকে কুফায়, ওমর বিন হুরাইরাকে মেসোপটেমিয়ায় এবং জাবের বিন আবদুল্লাহকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অন্যদিকে হিমারীয় গোত্রের সামাহ বিন মালিককে স্পেন এবং ইসমাইল বিন আবদুল্লাহকে কায়রোয়ানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে তিনি খোরাসানের শাসনকর্তা ইয়াজিদ ইবনে মুহাল্লিবকে কারারুদ্ধ করেন। আবার অযোগ্যতার কারণে তিনি স্পেনের শাসনকর্তা আল হুরকে পদচ্যুত করেন। এভাবে তিনি শাসনব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে প্রশংসনীয় হয়ে আছেন।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ওমর বিন আব্দুল আজিজ তার রাজত্বকালে সাম্রাজ্যে দুর্নীতিমুক্ত, গোত্রপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতিমুক্ত একটি সর্বজনীন, সুষ্ঠু ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ মুরসালিনা তার দাদার কাছে ইসলামের এক শাসকের সংস্কারের কাহিনি শুনছিল। এই শাসক ক্ষমতায় এসে ফার্সি বর্ণমালার উন্নতি সাধন করেন। তার অপর উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল ফার্সি মুদ্রার প্রচলন ও জাতীয় টাকশাল নির্মাণ এবং সমগ্র সাম্রাজ্যে একটি সর্বজনীন মুদ্রা চালু করে জালমুদ্রা রহিতকরণ।

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

ক. কোন উমাইয়া শাসককে রাজেন্দ্র বলা হতো? ১

খ. উমাইয়া বংশের পতনের কারণ লেখ। ২

গ. মুরসালিনার দাদার বর্ণিত শাসকের সংস্কারের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের সংস্কারের মিল পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের সংস্কার নীতির ইতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বা Father of kings বলা হতো।

খ উমাইয়া বংশ ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আব্দুল মালিক ও আল-ওয়ালিদের রাজত্বে গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করেও পরবর্তীকালের দুর্বল ও অযোগ্য খলিফাদের আমলে এর পতন ঘটে।

সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাবে উমাইয়া খলিফাগণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, কখনও কখনও ভ্রাতাকে, আবার কখনও কখনও পর্যায়ক্রমে সকল পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতো। ফলে তাদের অভ্যন্তরীণ কলহ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বে মারাত্মক আঘাত হানে। মুয়াবিয়া কর্তৃক অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল, পাপিষ্ঠ ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন, কারবালার হত্যাকাণ্ড, পরামর্শ সভার বিলোপসাধন, বায়তুল মালকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তর, খলিফা নির্বাচনের স্থলে মনোনয়ন প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে, যা সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

গ মুরসালিনার দাদার বর্ণিত শাসকের সংস্কারের সাথে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের সংস্কারের মিল রয়েছে।

মুরসালিনার দাদার বর্ণিত শাসক ক্ষমতা লাভ করার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হলে সেগুলো মোকাবেলা করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি ফার্সি লিপির উৎকর্ষ সাধন, মুদ্রার প্রচলন ও রাজস্ব বিভাগের সংস্কার সাধন করেন। অনুরূপভাবে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক খিলাফত গ্রহণ করার পর নানা ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের শিকার হন। কিন্তু তিনি সেগুলো অত্যন্ত নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করেন। খলিফা আব্দুল মালিক আরবি ভাষার প্রচলন করেন। ফলে আঞ্চলিক ভাষাগুলোর পরিবর্তে অফিস-আদালতে দলিল পত্রাদি আরবি ভাষায় রক্ষিত হবার নিয়ম চালু হয়। এ ব্যবস্থার ফলে সাম্রাজ্যের অনারব অমুসলমান কর্মচ্যুত হন এবং তাদের স্থলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে মুসলমানগণ নিয়োজিত হন। ফলে আরবীয়দের মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথ এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের পথ সুগম হয়। খলিফা আব্দুল মালিক আরবি মুদ্রার প্রচলন করেন। এ জন্য তিনি টাকশাল প্রবর্তন করেন এবং দিনার-দিরহাম ও ফালস নামের মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি ডাক বিভাগের ব্যাপক সংস্কার করেন। তিনি সাম্রাজ্যের বড় রাস্তার পাশে ডাকচৌকি নির্মাণ করেন। এ জন্য ডাক বিভাগকে খলিফার কান ও চোখ বলা হতো। এগুলো ছাড়া খলিফা আব্দুল মালিক শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন না। তার শাসননীতিতে রেজিস্ট্রি বিভাগ ও বিচার বিভাগেরও ব্যাপক সংস্কার করেছিলেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে মুরসালিনার দাদার বর্ণিত শাসকের শাসন কার্যের সাথে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনকার্যের মিল রয়েছে।

ঘ খলিফা আবদুল মালিকের রাজস্ব, ডাক বিভাগ, বিচার বিভাগ প্রভৃতি সংস্কার নীতি তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, রাজস্ব প্রশাসনের সংস্কার ডাক বিভাগের উন্নতি বিধান, নানা বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীকে দমনের পাশাপাশি সরকার বাংলা ভাষায় উন্নতিতেও নিরবচ্ছিন্ন কাজ করছে। একইভাবে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকও আরবি ভাষার উন্নতির পাশাপাশি রাজস্ব প্রশাসনের সংস্কার, ডাক বিভাগের উন্নতি, এবং বিভিন্ন বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

খলিফা আবদুল মালিক রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে রাজ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাটানোর জন্য কিছু নীতি গ্রহণ করেন। এ নীতিগুলোর মধ্যে ছিল ইসলাম গ্রহণ করলেও মাওয়ালিদের জিজিয়া ও খারাজ দিতে হবে, সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেও গ্রামে গিয়ে স্ব-স্ব পেশায় নিযুক্ত হতে হবে। মুসলমানরা জমি ক্রয় করলে আগের মতো কর দিতে হবে এবং অনাবাদি জমি ও জলাভূমির জল নিষ্কাশন করে সেগুলো চাষ করতে হবে। খলিফা আবদুল মালিক ডাক বিভাগের সংস্কারের জন্য পারসিকদের পদ্ধতি অনুযায়ী ডাক চালান প্রথার প্রচলন করেন। তিনি সাম্রাজ্যের বড় রাস্তার পাশে ডাকচৌকি নির্মাণ করেন। তার এ ডাক বিভাগ সরকারি চিঠিপত্র, আদেশ নিষেধ আদান-প্রদান, সরকারি কর্মচারীদের স্থানান্তর, যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত সৈন্য ও রসদ সরবরাহ এবং গোয়েন্দা বিভাগের কাজ সম্পাদন করত। তিনি সাম্রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখেন। এছাড়াও খলিফা আবদুল মালিক কঠোরহস্তে বিদ্রোহীদের দমন করেন। তিনি সিংহাসনের দাবিদার খালিদ বিন ইয়াজিদকে স্বীয় দলভুক্ত এবং আমর বিন যাইদকে কৌশলে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করে স্বহস্তে হত্যা করেন। মুসাবকে তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে নিহত করেন। এরপর তিনি বার্বার নেতা কোমেইলার ও কাহিনার বিদ্রোহ দমন করেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়গুলোর প্রতিফলন লক্ষণীয়।

Teachingbd24.com

পরিশেষে বলা যায় যে, উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক বিভিন্ন সংস্কার সাধন এবং সাম্রাজ্যে বিদ্রোহীদের দমনের ক্ষেত্রে অপরিসীম কৃতিত্বের দাবিদার। তার এ কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড সমাজে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶৪০ শামীম 'আব্দুল আজিজ' নামক একজন শাসকের শাসননীতি ও সংস্কার পড়ছিল। উক্ত শাসকের শাসন সংস্কার ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোদীপ্ত অধ্যায় সংযোজন করেছে। তার আমলে সমগ্র সাম্রাজ্যে হিব্রু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং ঐ ভাষায় বর্ণলিপির উন্নতি সাধন করা হয়। তিনি একটি টাকশাল নির্মাণ করেন। তবে অনেক চেষ্টা করেও তিনি ডাক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও রাজস্ব সংস্কার করতে ব্যর্থ হন। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

ক. উমাইয়া খিলাফত কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. 'মাওয়ালি' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আব্দুল আজিজের শাসন সংস্কারের সাথে তোমার পঠিত উমাইয়া খিলাফতের কোন শাসকের শাসন সংস্কারের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর আব্দুল আজিজের শাসন সংস্কারের চেয়ে তোমার পঠিত উমাইয়া শাসকের শাসন সংস্কার অধিক প্রশংসনীয়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে।

খ জন্মগতভাবে যারা মুসলিম না বা যারা নতুনভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তাদেরকে মাওয়ালি বলা হয়।

সাধারণত মাওয়ালিরা অনারব মুসলিম। নব্য মুসলিম হওয়ায় তাদের প্রতি উমাইয়া শাসকদের নীতি ছিল নেতিবাচক। এ জন্য তাদেরকে বৈষম্যমূলকভাবে খারাজ ও জিজিয়া কর দিতে হতো। একমাত্র ধার্মিক উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ তাদের এ বৈষম্যমূলক কর থেকে মুক্তি দেন।

গ উদ্দীপকের আব্দুল আজিজের শাসন সংস্কারের সাথে আমার পঠিত উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের সংস্কারমূলক কাজের সাদৃশ্য রয়েছে।

খলিফা আব্দুল মালিকের রাজত্বকাল ইসলামের ইতিহাসে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ ছিল। তার শাসন সংস্কারের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ও জাতীয়করণ করা। আর এ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তিনি সরকারি অফিসে আরবি ভাষার প্রবর্তন ও আরবি বর্ণমালার উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি নানাবিধ সংস্কার সাধন করেন। উদ্দীপকের আব্দুল আজিজ সাহেবের কাজেও এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের শাসক আব্দুল আজিজ তার সমগ্র সাম্রাজ্যে হিব্রু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং এ ভাষার বর্ণলিপির উন্নতি সাধন করেন। এছাড়াও তিনি রুপার মুদ্রার প্রচলন ও টাকশাল নির্মাণ করেন। অনুরূপভাবে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক রাষ্ট্রকে আরবীয়করণ বা জাতীয়করণ এবং সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করেন। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সহযোগিতায় আরবি বর্ণমালায় হরকত ও নোকতার প্রবর্তনের মাধ্যমে আরবি বর্ণলিপির উন্নতি সাধন করেন। এ ছাড়াও খলিফা আব্দুল মালিকের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সংস্কার হলো আরবি মুদ্রার প্রচলন ও জাতীয় টাকশাল নির্মাণ করা। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে আব্দুল মালিকের সংস্কারের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকের শাসক আব্দুল আজিজের শাসন সংস্কারের চেয়ে আমার পঠিত উমাইয়া শাসকের শাসন সংস্কার অধিক প্রশংসনীয়।

খলিফা আব্দুল মালিকের শাসন সংস্কার ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোদীপ্ত অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। তার রাজত্বকালকে ইসলামের ইতিহাসে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি আরবি ভাষার উন্নতি সাধন ও আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করেন এবং আরবি মুদ্রার প্রচলন ও টাকশাল নির্মাণ করেন। এছাড়াও তিনি ডাকবিভাগের ও রাজস্ব বিভাগেরও সংস্কার সাধন করেন। কিন্তু উদ্দীপকের শাসকের সংস্কারের মধ্যে উপর্যুক্ত সকল সংস্কার পরিলক্ষিত হয় না, যা আব্দুল মালিককে অধিক প্রশংসার দাবিদার করে তুলেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত শাসক আব্দুল আজিজ তার সমগ্র সাম্রাজ্যে হিব্রু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং এ ভাষার বর্ণলিপির উন্নতি সাধন করেন। এ ছাড়াও তিনি রুপার মুদ্রার প্রচলন ও টাকশাল নির্মাণ করেন। কিন্তু তিনি ডাকব্যবস্থা ও রাজস্বব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে ব্যর্থ হন। অপরপক্ষে খলিফা আব্দুল মালিক আরবি ভাষার উন্নতি সাধন ও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান এবং আরবি মুদ্রার প্রচলন ও টাকশাল নির্মাণের পাশাপাশি ডাকব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তিনি ঘোড়ার গাড়ি মারফত সাম্রাজ্যের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ডাক চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে উমাইয়া খিলাফতকে সমূহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আব্দুল মালিকের শাসন সংস্কার উদ্দীপকের শাসক আব্দুল আজিজের সংস্কারের তুলনায় অধিক প্রশংসনীয়।

প্রশ্ন ▶৪১ জাগরণী ক্রীড়া সংঘ ফুটবল অঙ্গণে নতুন শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'ক'-এর নেতৃত্ব গ্রহণের মাধ্যমে দলটি একের পর এক শিরোপা জিততে শুরু করেছে, দলে আছে বরেণ্য কয়েকজন বিখ্যাত খেলোয়াড়। 'ক'-এর সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং বিখ্যাত খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যের মাধ্যমে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া সব জায়গা থেকেই শিরোপা ছিনিয়ে আনে ক্লাবটি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে 'ক' এর পূর্ববর্তী অধিনায়কের অবদানও কম নয়। তিনি সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী একটি দল 'ক'-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। *[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]*

ক. কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১

খ. ওমর বিন আব্দুল আজিজকে পঞ্চম খলিফা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' এর কাজটি কোন উমাইয়া শাসকের কৃতিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' এর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এরূপ যোগ্য দলকে সঠিকভাবে পরিচালনা করলে সাফল্য অনিবার্য- পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

খ সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের বর্ণিত 'ক' এর কাজটি উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ-বিন আব্দুল মালিকের সাথে মিল রয়েছে।

আল-ওয়ালিদ ছিলেন উমাইয়া বংশের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল মালিকের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার অনুকরণে তিনি সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করে পূর্বাঞ্চলের শাসনভার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং পশ্চিমাঞ্চলের শাসনভার মুসা বিন নুসায়েরের ওপর ন্যস্ত করেন।

খলিফা আল-ওয়ালিদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সর্বপ্রথম অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। তারপর সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। খলিফা আল-ওয়ালিদ হাজ্জাজ, কোতায়বা, ইবনে কাশিম, তারিক ও মুসার মতো বিখ্যাত রণনিপুণ সেনাপতিদের সাহায্য লাভ করেছিলেন এবং তাদের অসাধারণ শৌর্য-বীর্য এবং অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বহুস্থানে আরব অধিকার পুনঃস্থাপিত করেছিলেন।

এভাবে খলিফা আল-ওয়ালিদ তার সাম্রাজ্যকে আটলান্টিক হতে পিরেনিজ এবং ভারতের সিন্ধু হতে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' শাসকের সাথে খলিফা আল-ওয়ালিদের মিল রয়েছে।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' অর্থাৎ খলিফা আল ওয়ালিদ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এরূপ যোগ্য দলকে সঠিকভাবে পরিচালনা করলে সাফল্য অনিবার্য।

খলিফা আল ওয়ালিদ একজন পরাক্রমশালী ও সুদক্ষ শাসক হিসেবে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তার দশ বছরের শাসনকালে কয়েকজন সুযোগ্য সেনানায়কের সহযোগিতায় তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যকে পশ্চিমে স্পেন হতে পূর্বে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে মধ্য এশিয়ার ফারগানা হতে দক্ষিণ ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এটা সম্ভব হয়েছে সেনানায়কদের সঠিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে। উদ্দীপকেও এরূপ ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় 'ক' তার সুযোগ্য নেতৃত্বে তার দলের কয়েকজন বিখ্যাত খেলোয়াড়ের নৈপুণ্যে অনেকগুলো শিরোপা জয় করতে সক্ষম হয়। তবে এ সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত খেলোয়াড় তিনি তার পূর্ববর্তী অধিনায়ক থেকে পেয়েছিলেন। অনুরূপভাবে খলিফা আল ওয়ালিদ হাজ্জাজ, কোতায়বা, ইবনে কাশিম, তারিক ও মুসার মতো বিখ্যাত রণনিপুণ সেনাপতিদের সাহায্য লাভের ফলে সাম্রাজ্য বিস্তারে অভাবনীয় সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাদের অক্লান্ত চেষ্টা ও অসাধারণ শৌর্যবীর্যের ফলে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা মহাদেশের বহুস্থানে আরব অধিকার পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা ওয়ালিদের ভ্রাতা মাসলামা ও পুত্র আব্বাসের সহায়তায় কোতায়বা মধ্য এশিয়ার বোখারা, সমরখন্দ দখল করেন। ৭১০-৭২৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কোতায়বা খোজান্দা, তাসখন্দ ও ফারগানা দখল করে চীন সীমান্তে পৌঁছে। ৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কাশগড় জয় করে সমগ্র মধ্য এশিয়া অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদিকে সিন্ধুর রাজা দাহিরের অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের কারণে ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আদেশে সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু অধিকার করেন। অন্যদিকে সেনাপতি মুসার মাধ্যমে নৌপথে আক্রমণ চালিয়ে মেজর্কা মিনর্কা, ইভিকা প্রভৃতি দ্বীপ রোমানদের নিকট হতে জয় করে মুসলিম শাসনভুক্ত করেন। ওয়ালিদ ইউরোপের স্পেন জয় করার জন্য মুসাকে প্রেরণ করেন। তার সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত ও হত্যা করে স্পেন জয় করেন। এভাবে তার সাম্রাজ্য একদিকে আটলান্টিক হতে পিরেনিজ এবং ভারতের সিন্ধু হতে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, খলিফা আল ওয়ালিদের ন্যায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বীরসেনানীদের দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে পারলে রাজ্য বিস্তার করা খুব বেশি দুঃসাধ্য নয়।

প্রশ্ন ▶ ৪২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আখতারুজ্জামান ইতিহাসের 'ক' নামক একজন শাসকের শাসননীতি ও সংস্কারের ওপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। প্রতিবেদনে তিনি উক্ত শাসকের শাসন আমলের সংস্কারের উল্লেখ করেন। প্রতিবেদনে বলা হয় শাসক সমগ্র সাম্রাজ্যে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং ভাষার বর্ণলিপির উন্নতি সাধন করেন। তিনি নতুন মুদ্রা প্রচলন ও জাতীয় টাকশাল স্থাপন করেন। তার অসীম কর্মদক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতার জন্য তাকে উক্ত শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা বলা হয়।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. 'ক্রুসেড' অর্থ কী? ১

খ. হাসান বিন সাবাহ কে 'পর্বতের বৃদ্ধ লোক' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে প্রতিবেদনে শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. প্রতিবেদনে ইঙ্গিতকৃত শাসকই ছিলেন 'উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা' তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্রুসেড শব্দের অর্থ ধর্মযুদ্ধ।

খ গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হাসান বিন সাবা আলামুত পর্বতের দুর্গে অবস্থান করে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন বলে তাকে পর্বতের বৃদ্ধ লোক বলা হয়।

হাসান বিন সাবা সেলজুক সুলতান মালিক শাহের উজির নিজামুল মুলকের বন্ধু। তিনি মালিক শাহের দরবারে উচ্চ পদ না পেয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। যেটি গুপ্ত ঘাতক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। যারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। এই গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল আলামুত পর্বত। এখান থেকেই হাসান বিন সাবাহ তার সংগঠনের মাধ্যমে নৃশংস কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। এ কারণে তাকে পর্বতের বৃদ্ধমানব বলা হয়।

গ উদ্দীপকের শাসকের সাথে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের মিল রয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে রাজেন্দ্র নামে পরিচিত খলিফা আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ করেই সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, বহিঃশত্রুর মোকাবিলার পাশাপাশি নিজ সাম্রাজ্যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিতে নানা সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেমনটি উদ্দীপদের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' নামক শাসক নির্বাচিত হয়েই প্রশাসনে নানা সংস্কার সাধন করেন। যা তাকে তারা বংশের শ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত করে। খলিফা আব্দুল মালিকও একইভাবে ডাক বিভাগ সংস্কার, রাজস্ব সংস্কার, সরকারি অফিসে আরবি ভাষার প্রবর্তন, আরবি বর্ণমালার উন্নতি সাধন, আরবি মুদ্রার প্রচলন ও টাকশাল নির্মাণ করে শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করেন। তার সংস্কারমূলক কার্যাবলি সাম্রাজ্যকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের শাসকের কার্যাবলি খলিফা আব্দুল মালিকের সংস্কারমূলক কার্যাবলির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ উক্ত শাসক তথা খলিফা আব্দুল মালিককে তার বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক বলা অত্যন্ত যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

একজন শ্রেষ্ঠ শাসক হতে হলে শাসকের যেসব গুণাবলি থাকা বা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা দরকার খলিফা আব্দুল মালিকের মধ্যে তা সর্বোতভাবে বিদ্যমান। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তি দান করেন। তাই মুয়াবিয়া উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেও খলিফা আব্দুল মালিককে উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

খলিফা আব্দুল মালিক সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, বিদ্রোহ দমন করেন। সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অধ্যাপক পি. কে. হিট্টি বলেন, আব্দুল মালিকের রাজত্বকাল উমাইয়া বংশের গৌরবময় যুগ।

শাসনব্যবস্থাকে জাতীয়করণ আব্দুল মালিকের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব। তিনি আরবিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দান করেন। আব্দুল মালিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আরবীয়করণ নীতির প্রবর্তন করে আরবদের মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথ উন্মুক্ত করেন। সংস্কারমূলক কার্যাবলি তার প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরে এবং দেশে সমৃদ্ধি আনয়ন করে। একজন উদ্যমশীল, প্রতিভাবন ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ হিসেবে খলিফা আব্দুল মালিককে বিশেষায়িত করতে অত্যুক্তি হবে না। তাছাড়া তিনি যে শিল্পীমনের অধিকারী ছিলেন তার প্রমাণ মেলে 'কুব্বাতুস সাখরা' নির্মাণের মধ্য দিয়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আব্দুল মালিক তার কার্যাবলির দ্বারা উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। কারণ উমাইয়া বংশের অন্যান্য শাসকগণ কেউ এতটা সাফল্যের সাথে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে পারেননি।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ গত বন্যায় চরমালী গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের একমাত্র সচল সড়কটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ায় চেয়ারম্যান সাহেব মেম্বারকে দ্রুত সড়কটি সংস্কারের নির্দেশ দেন। কিন্তু এ খাতে অর্থ বরাদ্দ না থাকায় তিনি তাকে পরিবার প্রতি ১০০০ টাকা করে অনুদান নিয়ে তহবিল গঠন করে সড়কটি সংস্কার করতে বলেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কিছু দরিদ্র পরিবার অনুদান প্রদানে অপারগতা জানালে মেম্বার তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেন। চেয়ারম্যানের কানে উক্ত খবর পৌঁছালে তিনি মেম্বারকে সতর্ক করে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা করতে বলেন।

[সিলেট সরকারি কলেজ]

https://teachingbd24.com

ক. কুব্বাতুস সাখরা কোথায় অবস্থিত? ১
খ. খলিফা আব্দুল মালিক টাকশাল নির্মাণ করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডটি খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনামলের কোন ঘটনার অনুরূপ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রতি চেয়ারম্যানের মনোভাব ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসন নীতির নিরিখে বিচার কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুব্বাতুস সাখরা জেরুজালেমে অবস্থিত।

খ খলিফা আব্দুল মালিক মুদ্রা ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে টাকশাল নির্মাণ করেন।
আব্দুল মালিক ৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কে জাতীয় টাকশাল স্থাপন করেন। এ টাকশালে আরবি অক্ষরযুক্ত নির্দিষ্ট এবং সর্বজন স্বীকৃত একক মুদ্রামানের দিনার, দিরহাম ও ফালুস নামে মুদ্রা চালু করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাল মুদ্রা রোধ এবং মুদ্রার সুষ্ঠু ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান করা।

গ উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডটি খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনামলের মাওয়ালিদের ওপর থেকে কর প্রত্যাহারের ঘটনার অনুরূপ।
উমাইয়া বংশের এক শ্রেষ্ঠ ও মহান শাসক ছিলেন খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের কলুষিত নীতি পরিহার করেন। তিনি মাওয়ালিদের ওপর থেকে জিজিয়া প্রত্যাহার করেন। উদ্দীপকে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, একজন মেম্বার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামতের জন্য প্রত্যেক পরিবারের থেকে ১০০০ টাকা ধার্য করেন। কিন্তু বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবার টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে তিনি কঠোর হন। কিন্তু চেয়ারম্যান এ সংবাদ পাওয়ার পর মেম্বারকে টাকা না নিয়ে বরং কৃষকদের সহায়তার নির্দেশ প্রদান করেন। অনুরূপভাবে খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ মাওয়ালিদের ওপর থেকে কর প্রত্যাহার করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ অত্যন্ত কঠোরতার সাথে মাওয়ালিদের ওপর জিজিয়া কর ধার্য করেন। কিন্তু ওমর বিন আব্দুল আজিজ মাওয়ালিদের ওপর থেকে জিয়া প্রত্যাহার করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাকে জিজিয়া দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিও না।" তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ হযরত (স.) কে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন, খাজনা আদায়কারী হিসেবে নয়।" সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে ওমর বিন আব্দুল আজিজের কার্যক্রমেরই প্রতিফল ঘটেছে।

ঘ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রতি চেয়ারম্যানের মনোভাব ওমর বিন আব্দুল আজিজের মানবতাবাদী শাসন নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
উমাইয়া বংশের মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী শ্রেষ্ঠ ও মহান শাসক ছিলেন ওমর বিন আব্দুল আজিজ। তিনি তার শাসনামলে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। জনকল্যাণই ছিল ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য। এ জন্য তিনি কর-রাজস্বের ক্ষেত্রেও মানবতাবাদী নীতি গ্রহণ করেছিলেন।
উদ্দীপকে দেখা যায় চেয়ারম্যান সাহেব তার ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যে নির্দেশ ওমর বিন আব্দুল আজিজের মানবতাবাদী শাসননীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। জনকল্যাণের জন্য তিনি জনগণের ওপর করের বোঝা লাঘব করেন। তিনি কর ব্যবস্থাকে ইসলামিকরণ করেন। ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব এই তিন নীতির অনুসারী হয়ে তিনি মাওয়ালিদের ওপর থেকে কর রহিত করেন। তিনি দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ, গোত্রপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি মুক্ত থেকে বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ করতেন। তিনি প্রজাকল্যাণকামী শাসক হিসেবে আড়ম্বরহীন প্রশাসন গড়ে তোলেন। সর্বোপরি ওমর বিন আব্দুল আজিজ জনকল্যাণের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ওমর বিন আব্দুল আজিজের জনকল্যাণকামী ও মানবতাবাদী নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ নাসির উদ্দিন মাহমুদ ভারতের এক সুলতান ছিলেন। তিনি অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তিনি নিজ হাতে টুপি সেলাই করতেন তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি রাজকোষ থেকে কোন অর্থ নিতেন না। রাজকোষের অর্থ প্রজাদের কল্যাণে ব্যয় হওয়া উচিত একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন।
[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর]

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ. কুব্বাতুস সাখরা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের সুলতানের কর্মকাণ্ডের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার কর্মের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাজকোষের অর্থ প্রজাদের কল্যাণে ব্যয় হওয়া উচিত— উদ্দীপকের এ কথাটির প্রয়োগ উক্ত উমাইয়া খলিফার শাসনামলে পরিলক্ষিত হয়, প্রমাণ কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ মহানবি (স) যে পাথরে পদচিহ্ন রেখে মেরাজ গমন করেছিলেন সেই পাথরকে কেন্দ্র করে জেরুজালেমে একটি অষ্টভুজাকৃতির সৌধ নির্মাণ করা হয়, যা কুব্বাতুস সাখরা নামে পরিচিত।
উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে এ সৌধ নির্মাণ করেন। এটিকে 'ডোম অব দা রক' বলা হয়। এ স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপত্য শিল্পে খলিফা আব্দুল মালিকের বিশেষ কীর্তির স্বাক্ষর বহন করে।

গ উদ্দীপকের সুলতানের কর্মকাণ্ডের সাথে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের কর্মের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।
উমাইয়া বংশের ব্যতিক্রমধর্মী, শ্রেষ্ঠ ও মহান খলিফা আব্দুল আজিজ বা দ্বিতীয় ওমর। যিনি মুয়াবিয়া হতে শুরু করে সুলায়মান পর্যন্ত উমাইয়া খিলাফতের সময়ে দেশ জুড়ে সংঘর্ষ, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতার মাঝে সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী ও কর্তব্যপরায়ণ এক ভিন্ন অধ্যায়ের সূচনা করেন। উদ্দীপকেও উক্ত খলিফার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, ভারতের সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তিনি নিজ হাতে টুপি সেলাই করতেন, তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অনুরূপভাবে খলিফা আব্দুল আজিজ অত্যন্ত সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন তা বোঝা যায় তার তালিযুক্ত কাপড় এবং স্ত্রীর গহনা বিক্রির অর্থ রাজকোষাগারে জমা দেওয়া দেখে। তিনি কুরআন ও হাদিসের বিধান অনুসারে জীবনযাপন ও শাসন কাজ পরিচালনা করতেন। ভোগ বিলাসী, আড়ম্বরপ্রিয়, ক্ষমতালোভী, মদ্যপায়ী উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন সততা, নিরপেক্ষতা, সরলতা ও পবিত্রতার প্রতীক।
তিনি উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে অনন্য চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, যা উদ্দীপকের সুলতানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ রাজকোষের অর্থ প্রজাদের কল্যাণে ব্যয় হওয়া উচিত— উদ্দীপকের এ কথাটির প্রয়োগ উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনামলে পরিলক্ষিত হয়।
উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ ছিলেন সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনকারী শাসক। যিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর স্বজনপ্রীতি, গোত্রপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব নীতি বর্জন করে ন্যায় ও নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি যাবতীয় কর্মকাণ্ড জনকল্যাণে করার চেষ্টা করতেন। রাজকোষের অর্থ প্রজাদের, খলিফার নিজের জন্য নয় বলে ঘোষণা করেন।
উদ্দীপকে দেখা যায় ভারতের সুলতান নাসির উদ্দিন রাজকোষ থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ করেন না। বরং তিনি মনে করেন রাজকোষের অর্থ প্রজাদের কল্যাণে ব্যয় হওয়া উচিত। যেটি উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনামলে পরিলক্ষিত হয়। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তিনি প্রথম ওমরের মতো তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন। তার স্ত্রী ফাতিমার উপহার হিসেবে প্রাপ্ত সব অলংকার বিক্রি করে সে অর্থ তিনি রাজ কোষাগারে জমা দেন। বিশাল সাম্রাজ্যের খলিফা হয়েও তিনি নিজের ও পরিবারের জীবিকা নির্বাহের

https://teachingbd24.com

জন্য মাত্র দুই দিরহাম অর্থ বায়তুলমাল হতে গ্রহণ করতেন। এভাবে ওমর বিন আব্দুল আজিজ রাজকোষের অর্থ নিজের ভোগ বিলাসে ব্যয় না করে জনকল্যাণে ব্যয় করেছেন।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনামলে রাজকোষের অর্থ জনকল্যাণেই ব্যয় হত।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ সামিয়া তার বন্ধুদের সাথে মুসলমানদের ইউরোপের বিশেষ একটি দেশ বিজয়ের কথা বলছিল। মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে ঐ অঞ্চলের আর্থ-সমাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। মুসলমানদের ঐ দেশ বিজয় একটি নবযুগের সৃষ্টি করেছিল।
[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. স্পেনের রাজধানীর বর্তমান নাম কী? ১
খ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কে ছিলেন? ২
গ. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'মুসলমানদের ঐ দেশ বিজয় একটি নব যুগের সৃষ্টি করেছিল' ব্যাখ্যা করো। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেনের রাজধানীর বর্তমান নাম মাদ্রিদ।

খ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একজন শ্রেষ্ঠতম উমাইয়া প্রশাসক। উমাইয়া শাসন সুরক্ষায় তিনি অনন্য অবদান রাখেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি হিজাজ, ইরাক ও পূর্বাঞ্চলের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারতসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল জয় করেন। তিনি রাজস্বব্যবস্থা সংস্কার ও কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা পালন করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তাঁর শাসনব্যবস্থা ও চিন্তা উমাইয়া সাম্রাজ্যে এক নবযুগের সূচনা করে।

গ মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির অর্থাৎ স্পেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যকর।
ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে স্পেন অবস্থিত। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে এই রাষ্ট্রটির শাসক ছিলেন গথিক বংশীয় রাজা রডারিক। তার কুকীর্তি স্পেনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে শোচনীয় করে তোলে। যা উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদকে অভিযান পরিচালনা করতে অনুপ্রাণিত করে। উদ্দীপকেও স্পেনের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
উদ্দীপকে মুসলমানদের ইউরোপের বিশেষ একটি দেশ বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। যার মাধ্যমে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ কর্তৃক স্পেন বিজয়ের প্রতি ইঙ্গাত করা হয়েছে। আর তৎকালীন সময়ে স্পেনের সামাজিক অবস্থা ছিল নৈরাজ্যকর। কেননা সমাজ অভিজাত কৃতদাস ও কৃষক সম্প্রদায় এই তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নিম্নশ্রেণির মানুষ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। এ ছাড়া রাজনৈতিক অবস্থাও ছিল বিশৃঙ্খল। কেননা রাজা রডারিকের কুশাসন ও অত্যাচারে স্পেনবাসী অতিষ্ঠ ছিল। তিনি অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ শাসক ছিলেন। বহু ইহুদিকে তিনি জোর করে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন। এছাড়া পাষণ্ড রডারিক রাজা জুলিয়ানের পরমা সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিডার শ্লীলতাহানি করেন। এছাড়া স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হয়ে ওঠে। মূলত অর্থলোভী অধঃপতিত খ্রিস্টান বিশপরা এবং বিলাসী হৃদয়হীন ভূস্বামীরা সমগ্র স্পেন শোষণ করেছিল। এসব কুশাসনের বিরুদ্ধে স্পেনবাসী জাগ্রত হয় ওটে। এবং তারা তৎকালীন মুসলিম সেনাপতিদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এসব অত্যাচার নির্যাতন এবং অনাচার খলিফা আল ওয়ালিদকে মর্মাহত করে। ফলে তিনি স্পেনের রাজা রডারিকের বিরুদ্ধে তরুণ সেনাপতি তারিককে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। সুতরাং বলা যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক অরাজকতা স্পেনের পতনকে তরান্বিত করেছিল।

ঘ মুসলমানদের ঐ দেশ তথা স্পেন বিজয় একটি নবযুগের সৃষ্টি করেছিল। -উক্তিটি যথার্থ।
খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনামলে তার সেনাপতিরা সিন্ধু ও উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের পর ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত স্পেন নামক রাষ্ট্র জয় করেন। মুসলমানদের স্পেন বিজয় মূলত মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছিল।
স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যুগ-যুগান্তরের ধর্মযাজক ও অভিজাতশ্রেণির অন্যায় ও অত্যাচারের দীর্ঘ কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। ন্যায় ও সাম্যের ছকে গড়ে ওঠে নতুন সমাজব্যবস্থা। স্পেন বিজয়ের ফলে সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ন্যায়সঙ্গতভাবে স্বীকৃত হয়। পুরাতন মালিকদের হাতে সম্পত্তি প্রত্যাবর্তিত হয়। কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি বিধানকল্পে নতুন নিয়ম প্রচলন করা হয়। এতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীভূত হয়। এছাড়া ভূমিকর ও নিরাপত্তা কর ধার্য করা হয় এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি বিধান করা হয়। স্পেনে মুসলিম শাসনের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। বহুদিন পর রাস্তাঘাটগুলো ডাকাত-জলদস্যুদের দখল থেকে মুক্ত হয়। মুসলমানদের বিচারব্যবস্থার ফলে স্পেনীয় খ্রিস্টান ও মুসলমানরা সুবিচার পায়। মুসলিম শাসনামলে স্পেনের ভূমিদাস ও ক্রীতদাসরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের স্বাধীনতা পায়। দীর্ঘদিনের ধর্মীয় নির্যাতন ও নিগ্রহের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে জনগণ সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করে।
পরিশেষে বলা যায়, মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের ফলে রাজনৈতিক সমাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ নিশাপুরের জমিদার তাঁর এলাকায় একটি বিশেষ ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেন। তিনি তার শাসনামলে জমিদারীর এলাকা বিস্তৃত করেন। রাজস্ব ব্যবস্থা ঠিক রাখতে তিনি কৃষকদের শহরে বসবাস নিষিদ্ধ করেন। এছাড়াও তিনি প্রজাদের ওপর বিশেষ কর আরোপ করেন।
[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. 'কুব্বাতুস সাখরা' কে নির্মাণ করেন? ১
খ. কাকে এবং কেন রাজেন্দ্র বলা হয়? ২
গ. নিশাপুরের জমিদারের সাথে খলিফা আ. মালিকের শাসনামলের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. খলিফা আ. মালিককে কী উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়? যুক্তি দাও। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'কুব্বাতুস সাখরা' উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক নির্মাণ করেন।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ নিশাপুরের জমিদারের শাসনকার্যের সাথে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনের মিল রয়েছে।
নিশাপুরের জমিদার নিজের এলাকায় একটি বিশেষ ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেন। তিনি জমিদারি এলাকা বিস্তৃতি করেন। রাজস্ব ব্যবস্থা ঠিক রাখতে কৃষকদেরকে গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। এছাড়াও প্রজাদের উপর বিশেষ কর আরোপ করেন। অনুরূপভাবে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক খিলাফত গ্রহণ করার পর নানা ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের শিকার হন। কিন্তু তিনি সেগুলো অত্যন্ত নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করেন। খলিফা আব্দুল মালিক আরবি ভাষার প্রচলন করেন। ফলে আঞ্চলিক ভাষাগুলোর পরিবর্তে অফিস-আদালতে দলিল পত্রাদি আরবি ভাষায় রক্ষিত হবার নিয়ম চালু হয়। এ ব্যবস্থার ফলে সাম্রাজ্যের অনারব অমুসলমান কর্মচ্যুত হন এবং তাদের স্থলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে মুসলমানগণ নিয়োজিত হন। ফলে আরবীয়দের মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথ এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের পথ সুগম হয়। খলিফা আব্দুল মালিক আরবি মুদ্রার প্রচলন করেন। এ জন্য তিনি টাকশাল প্রবর্তন করেন এবং দিনার-দিরহাম ও ফালস নামের মুদ্রাপ্রচলন করেন। তিনি ডাক বিভাগের ব্যাপক সংস্কার করেন। তিনি সাম্রাজ্যের বড় রাস্তার পাশে ডাকচৌকি নির্মাণ করেন। এ জন্য ডাক বিভাগকে খলিফার কান ও চোখ বলা হতো। এগুলো ছাড়া খলিফা আব্দুল মালিক শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন না। তার শাসননীতিতে রেজিস্ট্রি বিভাগ ও বিচার বিভাগেরও ব্যাপক সংস্কার করেছিলেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত নিশাপুরের জমিদারের শাসন কার্যের সাথে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনকার্যের মিল রয়েছে।

Teachingbd24.com

ঘ নিশাপুরের জমিদারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র তথা উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকই ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক যখন ক্ষমতায় আরোহণ করেন, তখন তিনি ভঙ্গুরপ্রায় বিলীন হওয়ার উপক্রম সাম্রাজ্য লাভ করেন। কারবালায় হুসাইন (রা)-এর নির্মম হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর মক্কাবাসী ও মদিনাবাসীদের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করেন এবং এক পর্যায়ে স্বাধীন খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেন। ইয়াজিদের পুত্র দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার দুর্বল শাসনকালে তিনি হেজাজ, মিসর, সিরিয়ার কিয়দংশ, বসরা ও কুফা নিজের দখলে আনেন। এদিকে ইয়াজিদের পুত্র খালিদ ও আমর খিলাফত লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা করেন। অন্যদিকে গৃহবিবাদ হতে উত্তরণের জন্য আব্দুল মালিক বাইজান্টাইনদের সাথে অসম সন্ধি স্থাপন করেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, অসীম কর্মক্ষমতা, ধৈর্য, জ্ঞান-বিচক্ষণতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর কর্তৃক দখলকৃত অঞ্চলে নিজ কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আরবি ভাষা পাঠ সহজকরণ, আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার রূপদান, আরবি মুদ্রার প্রচলন, রাজস্ব সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি উমাইয়া শাসনকে সুসংগঠিত করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য পুনর্দখল, বহিঃশত্রুর হাত হতে সাম্রাজ্য রক্ষা এবং শাসন সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে স্থায়ীকরণে ব্যাপক অবদান রাখেন। এমনিক পরবর্তী উমাইয়া বংশের দীর্ঘ শাসনের পিছনেও তার অবদান অপরিসীম। তাই বলা যায়, আব্দুল মালিকই উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

প্রশ্ন ▶৪৭ ইন্দুরকানি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বশির মিয়া দীর্ঘ দিনের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত করে বংশানুক্রমিক শাসন কায়েম করেন। তিনি তার পরবর্তী প্রজন্মের শাসনব্যবস্থা বিপদ মুক্ত করতে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করেন। বংশানুক্রমিক শাসন কায়েম করলেও তিনি ছিলেন একজন প্রজাদরদি শাসক এবং তিনি তার এলাকার নিরাপত্তার জন্য বহু কাজ করেন। *[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে? ১

খ. খারেজি কারা ছিল? ২

গ. বশির মিয়ার সাথে কোন উমাইয়া খলিফার মিল পাওয়া যায়? তার শাসন সংস্কার আলোচনা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসক ইসলামে রাজতন্ত্র প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন- ব্যাখ্যা করো। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে।

খ সৃজনশীল ৩৩ নং এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ বশির মিয়ার সাথে উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার মিল রয়েছে।

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া (রা)। যিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের গণতান্ত্রিক আদর্শ বর্জন করে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীতি করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব করেছিলেন। সম্পূর্ণ শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তিনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তবে শাসন সংস্কারে মুয়াবিয়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। উদ্দীপকেও মুয়াবিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইন্দুরকানি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বশির মিয়া দীর্ঘ দিনের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে বংশানুক্রমিক শাসন কায়েম করেন। অনুরূপভাবে মুয়াবিয়া ইসলামি খিলাফতের গণতান্ত্রিক ধারার অবসান করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব করেছিলেন। ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মুয়াবিয়া ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা) এর সঙ্গে সিফফিনের প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং কূটকৌশলে বিজয়ী হন। হযরত আলি নিহত হলে মুয়াবিয়া কৌশলে ইমাম হাসানকে খিলাফতের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে মুসলিম খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন এবং পরবর্তীতে স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীতি করার মাধ্যমে বংশানুক্রমকি রাজতন্ত্রের সূচনা করে। তবে তিনি নৌবাহিনী, ডাক বিভাগ, রেজিস্ট্রি বিভাগ প্রতিষ্ঠাসহ নানাবিধ শাসন সংস্কারের জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। উদ্দীপকের বশির মিয়ার মধ্যে মুয়াবিয়ার প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ মুয়াবিয়া (রা) ইসলামে রাজতন্ত্র প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— উক্তিটি যথার্থ।

আমির মুয়াবিয়া ছিলেন পরিবর্তনশীল যুগের খলিফা। ইসলামের প্রাথমিক খিলাফতের প্রচলিত পদ্ধতিতে কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। পূর্ববর্তী খুলাফায়ে রাশেদিনের কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক নীতিগুলোর পরিবর্তন করে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। পূর্বের উত্তরাধিকারী প্রথা তুলে দিয়ে উমাইয়া রাজবংশকে সুসংহত করার জন্য অযোগ্য ও অকর্মণ্য পুত্র ইয়াজিদকে ক্ষমতায় বসান। এভাবে তিনি রাজতন্ত্রের সূত্রপাত করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, চেয়ারম্যান বশির মিয়া দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও পূববর্তী খলিফা হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) দের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে নিজস্ব নিয়মে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বদলে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি মজলিসে শুরা বাতিল করেন। এমনকি খলিফা নির্বাচনের প্রথা বাতিল করে মনোনয়নপত্র প্রথা চালু করে। যার ভিত্তিতে ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার মনোনীতি করেন। এর মাধ্যমে মুয়াবিয়া ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটান। যা পরবর্তীতে উমাইয়া শাসকগণ, আব্বাসি বংশসহ বিভিন্ন রাজবংশ এ নীতি অনুসরণ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, মুয়াবিয়াই ইসলামের প্রথম রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রশ্ন ▶৪৮ ফখরুল সাহেব নূরপুর এলাকাবাসীর সর্দার নিযুক্ত হন। দায়িত্ব পালনে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দেন। ঐ ইউনিয়নের সর্দার হিসেবে জনগণ তাকে সম্মান করতো। অবশ্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই তিনি সর্দার হিসেবে মনোনীত হন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাদ দিয়ে স্বীয় পুত্রকে সর্দার হিসেবে মনোনয়ন দেন। এতে করে প্রথমবারের মতো ঐ এলাকার সর্দার নির্বাচনে গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। *[বিশ্বনাথ কলেজ, সিলেট]*

ক. কারবালার যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১

খ. খারেজিদের পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকের ফখরুল সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে উমাইয়া আমলের কোন খলিফার সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার শাসনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ খারেজি বলতে সেই দলকে বোঝায় যারা আল্লাহর নামে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন।

'খারেজি' শব্দ 'খারাজ' বহুবচনে 'খাওয়ারিজ' হতে এসেছে। যার অর্থ দলত্যাগী। হজরত আলি (রা) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে 'দুমাতুল জন্দলের' বৈঠককে কেন্দ্র করে যে দলটি 'লা হুকমা, ইল্লালিল্লাহ, বা আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোনো বিধান নেই'-এ আওয়াজ তুলে আলির পক্ষ ত্যাগ করেছিল তারাই খারেজি নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে ফখরুল নামক সরদারের কর্মকাণ্ড উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া কে নির্দেশ করে।

আমির মুয়াবিয়া ছিলেন পরিবর্তনশীল যুগের খলিফা। তিনি ইসলামের প্রাথমিক খিলাফতের প্রচলিত পদ্ধতিতে কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন। পূর্ববর্তী খুলাফায়ে রাশেদিনের কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক নীতিগুলোর পরিবর্তন করে তিনি রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। এছাড়া তিনি পূর্বের উত্তরাধিকারী প্রথা তুলে দিয়ে উমাইয়া রাজবংশকে সুসংহত করার জন্য অযোগ্য ও অকর্মণ্য পুত্র ইয়াজিদকে ক্ষমতায় বসান। উদ্দীপকে বর্ণিত ফখরুল সাহেবের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ফখরুল নামক একজন সরদার পূর্ববর্তী আদর্শিক নীতি বিসর্জন দিয়ে নিজস্ব নিয়মে রাজ্য পরিচালনা করেন।

https://teachingbd24.com

এমনকি ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য তিনি অকর্মণ্য ও অযোগ্য পুত্রকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা)ও পূর্ববর্তী খলিফা হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) ও হযরত আলি (রা) দের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে নিজস্ব নিয়মে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বদলে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। তিনি মজলিস-উস-শুরা বাতিল করেন। এমনকি খলিফা নির্বাচনের প্রথা বাতিল করে মনোনয়ন প্রথা চালু করে। যার ভিত্তিতে ৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ফখরুল এর সাথে আমির মুয়াবিয়া-এর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে খলিফা মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

খলিফা মুয়াবিয়া একজন সুদক্ষ ও প্রতিভাবান শাসক ছিলেন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে প্রবর্তিত মজলিসে শুরা বা পরামর্শসভা বাতিল করে প্রচলিত ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় কতকগুলো শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন এনেছিলেন। এছাড়া তিনি ৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রশাসনিক বিভিন্ন সংস্কার সাধন করেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে ফখরুল সাহেব স্বীয় পুত্রকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনয়নের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের সূচনা করেন এবং এ রাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার জন্য বিশাল নৌবাহিনী গঠন করাসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করেন। অনুরূপভাবে হযরত মুয়াবিয়া (রা) সর্বপ্রথম খিলাফতকে সালতানাতে রূপান্তরিত করেন এবং নিজেকে রাজ মর্যাদায় ভূষিত করেন। তিনি ৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে তার পুত্র ইয়াজিদকে খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করে নির্বাচনভিত্তিক খিলাফতকে উত্তরাধিকার ভিত্তিক রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করেন। আর এ রাজতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার জন্য খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে প্রবর্তিত মজলিসে শুরা বা পরামর্শসভা বাতিল করেন। তিনি একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করে ভূমধ্যসাগরে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি দিওয়ান উল খাতাম এবং দিউয়ান উল বারিদ বা ডাকবিভাগ প্রতিষ্ঠা করাসহ শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে মুয়াবিয়ার শাসনব্যবস্থার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ আবু নাঈম একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। তিনি ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান রাজা হিসেবেও সকলের নিকট সুপরিচিত। তিনি তার নিজের খরচের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দৈনিক মাত্র দুই দিরহাম করে নিতেন। এ জন্য প্রজারা তাকে হযরত ওমর (রা)-এর সাথে তুলনা করে 'দ্বিতীয় ওমর' বলতো। *[টঙ্গী সরকারি কলেজ]*

ক. কোন উমাইয়া শাসককে রাজেন্দ্র বলা হয়? ১

খ. ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয় কাকে এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকের রাজা আবু নাঈমের চরিত্রে কোন উমাইয়া খলিফার চরিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত খলিফার শাসন সংস্কার উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দায়ী" তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার মতামত যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া শাসক আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয়।

খ সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুলতানের সাথে উমাইয়া খলিফা ওমর-বিন-আব্দুল আজিজের সাদৃশ্য রয়েছে।

ওমর বিন আব্দুল আজিজ একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি প্রথমে মুসলমান, এরপর আল্লাহর প্রতিনিধি, তারপর তিনি উমাইয়া খলিফা। তিনি নিজেকে খলিফার চেয়ে মুসলমান ভাবতে বেশি পছন্দ করতেন। ইসলাম প্রচারে তিনি ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে খারাজ ও জিজিয়া থেকে অব্যহতি দেওয়া হবে। এছাড়া তাকে আরও পেনশন দেওয়া হবে। ফলে শুধু খোরাসান, পারস্যই নয়, বরং বার্বার সম্প্রদায় থেকে শুরু করে মিসর পর্যন্ত বহুলোক ধর্মান্তরকরণে উদ্বুদ্ধ হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একজন ধর্মপ্রাণ শাসক তার নিজের খরচের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দৈনিক মাত্র দুই দিরহাম করে নিতেন। এজন্য প্রজারা তাকে দ্বিতীয় ওমর বলত। অনুরূপভাবে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। এজন্য তাকে ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলে আখ্যায়িত করা হয়। এসএম ইমাদুদ্দিন বলেন, "একজন গোঁড়া মুসলমান হিসেবে ওমর অমুসলিমদের প্রতি প্রশাসনিক অবিচার করেননি।" যদিও এ সময় নতুন গির্জা, অগ্নি মন্দির, নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল তথাপি পুরোনোগুলো ধ্বংস করা হয়নি। বরং সেগুলো সংস্কার এবং নিজ নিজ ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আইল, সাইপ্রাস ও নাজরানের খ্রিস্টানদের দেয় জিজিয়ার পরিমাণ হ্রাস করেন। নাজরানের খ্রিস্টানদের আর্থিক দুর্গতি বিবেচনা করে তাদের দেয় কর বার্ষিক ২০০০ খণ্ডের পরিবর্তে ২০০ বস্ত্র খণ্ডে হ্রাস করেন।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ ওমর বিন আব্দুল আজিজ তাঁর বংশের পতনের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিল না।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনকালের প্রত্যেকটি দিক বিবেচনা করলে উমাইয়া বংশের পতনের জন্য তাঁকে দায়ী করা যায় না। দ্বিতীয় ওমর গৃহীত উদার ও সাম্য নীতির ফলে উমাইয়া বংশের প্রতি কেউ শত্রুভাবাপন্ন ছিল না। তিনি উমাইয়া, হাশেমি, আরব-অনারব, হিমরীয়-মুদারীয় দ্বন্দ্ব নিরসন করার চেষ্টা করেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হন।

দ্বিতীয় ওমরের রাজত্বকালে কোনো চাঞ্চল্যকর ঘটনা না থাকলেও আকর্ষণীয় ঘটনার অভাব ছিল না, রক্তপাত, ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার বিভীষিকার মধ্যে তার শাসনকাল উপশমের ভূমিকা পালন করেছে। তার নিরপেক্ষতার জন্য উমাইয়া বংশের ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করলে তাঁর জন্য তাঁর নীতি দায়ী নয়, ষড়যন্ত্রকারীরা দায়ী। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো সঠিক নয়। কারণ তাঁর তিরোধানের পর যদি তাঁর নীতিসমূহ অনুসৃত হতো তাহলে আলি (রা) এবং আব্বাসীয় বংশধররা সহজেই ক্ষুব্ধ হতো না এবং উমাইয়া বিরোধী আন্দোলন জনপ্রিয়তাও পেতো না। তাদের আন্দোলনের জন্য দায়ী পরবর্তী দুর্বল শাসকরা। খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ নন।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ওমর বিন আব্দুল আজিজকে উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দায়ী করা যায় না।

প্রশ্ন ▶ ৫০ বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের মধ্যকার খেলা দেখার জন্য তাজভীন বাংলাদেশ থেকে স্পেনে গিয়েছিল। ওখানে গিয়ে সে জানতে পারে, স্পেন এক সময় মুসলমানদের অধীনে ছিল। উমাইয়া বংশের এক বিখ্যাত খলিফা (৭০৫ খ্রি.-৭১৫ খ্রি.) শাসনামলে স্পেন মুসলমানদের অধিকারে আসে। শুধু স্পেন নয়, ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকারও ঐ বিখ্যাত খলিফার নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন মহাদেশ বিজয়ী এ মহান বিজেতার কথা প্রথমবারের মতো তাজভীন জানতে পেরে খুশি হলো। *[বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা]*

ক. কাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়? ১

খ. ভণ্ডনবিদের পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিখ্যাত খলিফার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা কর। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হযরত আবু বকর (রা)-কে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

খ যারা নব প্রতিষ্ঠিত ইসলাম এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিল ইসলামের ইতিহাসে তারাই ভণ্ড নবি হিসেবে পরিচিত।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়তের সাফল্য অনেকের মনে নবুয়ত লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে। নবি করিম (স)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিকে তৎকালীন কয়েকজন গোত্র প্রধান লাভজনক কারবার বলে মনে করে এবং নবুয়ত দাবি করে। এই সব ভণ্ডনবিদের মধ্যে ছিল

https://teachingbd24.com

বানু আসাদ গোত্রের তোলায়হা, ইয়ামামার বানু হানিফ গোত্রের মুসায়লামা, দক্ষিণ ইয়েমেনের আসাদ আনসি এবং বানু তামিম গোত্রের মহিলা ভণ্ডনবি সাজাহ প্রমুখ। এরা ইসলামের ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত অধ্যায় রচনা করেছে।

গ উদ্দীপকে আমার পাঠ্যবইয়ের খলিফা আল ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

পিতার অনুকরণে তিনি সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করে পূর্বাঞ্চলের শাসনভার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং পশ্চিমাঞ্চলের শাসনভার মুসা বিন নুসায়েরের উপর ন্যস্ত করেন। খলিফা আব্দুল মালিকের রাজত্বকাল উমাইয়া বংশের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। সাম্রাজ্য বিস্তারে তার রয়েছে অপরিসীম কৃতিত্ব। উদ্দীপকে তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকে একজন বিখ্যাত উমাইয়া খলিফার কথা বলা হয়েছে। যার শাসনামলে স্পেন মুসলমানদের অধিকারে আসে। শুধু স্পেন নয়, ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকারও ঐ বিখ্যাত খলিফার নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ঘটনাগুলোর মাধ্যমে মূলত উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। তাঁর সময়ে স্পেন ও ভারতের মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর শাসনামলে ভারতে সিন্ধুর রাজা দাহিরের অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের কারণে তাঁর পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আদেশে সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু অধিকার করেন। এছাড়া আল ওয়ালিদ ইউরোপের স্পেন জয় করার জন্য মুসাকে প্রেরণ করেন। তাঁর সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত ও হত্যা করে স্পেন জয় করেন। এভাবে তিনি তিন মহাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকেও খলিফা আল ওয়ালিদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ খলিফা আল ওয়ালিদের রাজত্বকালে স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

খলিফা ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া প্রশাসক মুসা বিন নুসাইর ৪০০ সৈন্য, ১০০ অশ্ব ও ৪টি রণতরী দিয়ে স্পেনের একটি পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করেন। দলটির অনুকূল রিপোর্টের ভিত্তিতে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে ৭০০০ সেনাসহ তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে মুসলমানদের স্পেন অভিযান শুরু হয়। চূড়ান্ত লড়াইয়ের আগে মুসা আরও ৫০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গোয়াডিলেট নদীর তীরে মেডিনা–সিডোনিয়া রণক্ষেত্রে ১,২০,০০০ সৈন্য নিয়ে স্পেনে রাজা রডারিক তারিকের মুখোমুখি হন। ভয়ানক যুদ্ধে রডারিক পরাজিত ও নিহত হন। স্পেনের মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হয়। এ যুদ্ধের আগে তারিক তার সকল রণতরী জ্বালিয়ে দেন এবং সেনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বলেন, তোমাদের পেছনে উত্তাল সমুদ্র, সামনে শত্রুসেনা। মৃত্যু দুইদিকেই, তোমরা যেকোনো একটি বেছে নাও।

মুসলমানদের স্পেন বিজয় ইতিহাসের একটি অন্যতম আকর্ষণীয় অধ্যায়। স্পেনের নিপীড়িত লোকদের আমন্ত্রণে মুসলিমগণ এ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৫১ ইসলামের জনৈক খলিফা ধর্মপ্রাণ মুসলমান হলেও দেশ শাসন করতে গিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব করেন। তিনি তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করেন।

[সরকারি বজবন্ধু কলেজ, ঢাকা]

ক. কতো খ্রিষ্টাব্দে কারবালার যুদ্ধ হয়? ১

খ. সিফফিনের যুদ্ধের বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে কোন খলিফার কথা বলা হয়েছে-ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার খিলাফত প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দাও। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে কারবালার যুদ্ধ হয়।

খ কূটকৌশলের বিরুদ্ধে ক্রোধ তৈরি হলে সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

উষ্ট্রের যুদ্ধের পর খলিফা আলি (রা) ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হলে মুয়াবিয়াও প্রস্তুতি নেন। যুদ্ধে মুয়াবিয়া পরাজয় অনিবার্য জেনে তার সেনাপতি ও উপদেষ্টার পরামর্শে যুদ্ধ স্থগিত করে রাখার জন্য পতাকার শীর্ষে ও বর্শার মাথায় পবিত্র কুরআন শরিফ উত্তোলন করে সন্ধির আহ্বান জানান। এরূপ পরিস্থিতিতে আলি (রা)-এর বাহিনী কুরআনের হাফিজদের পরামর্শে আলি (রা) যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হন। খলিফা আলি আবু মুসা আল আশারি ও মুয়াবিয়া আমর-বিন-আল আসকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করেন। কিন্তু 'দুমাতুল জন্দালে' সালিশি' বৈঠকে অবমাননা করে মুয়াবিয়াকে খলিফা নিয়োগ করলে আলির (রা) সমর্থকরা ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

গ উদ্দীপকে উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার কথা বলা হয়েছে।

উমাইয়া খলিফা হযরত মুয়াবিয়া (রা) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। খুলাফায়ে রাশেদিনের শেষ খলিফা হযরত আলি (রা)-কে শঠতা ও কূটকৌশলে পরাস্ত করে তিনি মুসলিম খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তীতে স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে তার উত্তরাধিকার মনোনীত করার মাধ্যমে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের অবতারণা করেন। উদ্দীপকেও মুয়াবিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় ইসলামের একজন ধর্মপ্রাণ খলিফা শাসন কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব করেন। এর মাধ্যমে উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়াকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা তিনিই খুলাফায়ে রাশেদিনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অবসান ঘটান। মুয়াবিয়া হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের বিচারকে কেন্দ্র করে হযরত আলি (রা)-এর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ৬৫৭ সালের সিফফিনের যুদ্ধ এবং পরবর্তীতে দুমাতুল জন্দালের সালিশে বৈঠকে কূটকৌশলে হযরত আলি (রা)-এর স্থলে নিজের পক্ষে খলিফার ঘোষণা আদায় করেন। অতঃপর ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে হযরত আলি (রা) নিহিত হলে ইমাম হাসানকে খিলাফতের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দামেস্কে উমাইয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করার মাধ্যমে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করে। উদ্দীপকেও মুয়াবিয়ার ঘটনারই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উক্ত খলিফা অর্থাৎ মুয়াবিয়া (রা) শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা। যিনি কূটকৌশলে ইসলামের শেষ খলিফা হযরত আলি (রা)-কে পরাস্ত করে মুসলিম খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের গণতান্ত্রিক আদর্শ বর্জন করে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব করেছিলেন। উদ্দীপকে মুয়াবিয়ার খিলাফত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

উদ্দীপকে একজন ধর্মপ্রাণ খলিফার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাতিল করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলার মাধ্যমে উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়াকেই নির্দেশ করা হয়েছে। যিনি হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফত কালে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং কর্মদক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার বলে তিনি সমগ্র সিরিয়ায় সুশাসন কায়েম করেন। নির্ভীকতা ও সামরিক দক্ষতার সাথে মুয়াবিয়া সিরিয়াকে বাইজান্টাইন আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। খলিফা ওসমানের (রা) সময় তিনিই সর্বপ্রথম ক্ষুদ্র আরব নৌবহর গঠন করে সাইপ্রাস ও রোডস দখল করেন। ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যাকে কেন্দ্র করে খলিফা হযরত আলি (রা) এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। ফলে ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহাসিক সিফফিন প্রান্তরে উভয়ের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আলি (রা) এর নৃশংস হত্যা ও তার জ্যেষ্ঠপুত্র ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যার পর মুয়াবিয়া খিলাফত লাভ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, মুয়াবিয়া দক্ষতা ও কূটকৌশলের মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-৪: উমাইয়া খিলাফত

১৬৭. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? (জ্ঞান)
ক মুয়াবিয়া খ ইয়াজিদ
গ আবদুল মালিক
ঘ উমর-বিন-আবদুল-আজিজ **ক**

১৬৮. দুমাতুল জন্দালের রায় কার জন্য নৈতিক পরাজয় ছিল? (জ্ঞান)
ক আলী (রা)-এর খ ওসমান (রা)-এর
গ মুয়াবিয়া (রা)-এর ঘ উমর (রা)-এর **ক**

১৬৯. মুয়াবিয়া তার রাজধানী কুফা হতে কোথায় স্থানান্তর করেন? (জ্ঞান)
ক মিসরে খ আফগানিস্তানে
গ পাকিস্তানে ঘ দামেস্কে **ঘ**

১৭০. হিমারীয় বলা হতো কাদের? (জ্ঞান)
ক শামসের অনুসারীদের
খ মুয়াবিয়ার অনুসারীদের
গ শামসের পুত্রের অনুসারীদের
ঘ ওসমানের অনুসারীদের **গ**

১৭১. ইয়াজিদ কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক মুয়াবিয়ার পুত্র খ মুয়াবিয়ার সৎ ভাই
গ দাউদ-এর পুত্র ঘ মুগিরা-এর সৎ ভাই **ক**

১৭২. আরব রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক মুয়াবিয়া খ ইয়াজিদ
গ আবু সুফিয়ান ঘ মারওয়ান **ক**

১৭৩. মুয়াবিয়ার মাতার নাম কী ছিল? (জ্ঞান) [বেগম বদরুন্নেছা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা]
ক হান্না খ আন্না
গ আবু হেনা ঘ হিন্দা **ঘ**

১৭৪. ইসলামের প্রথম নৌ অধ্যক্ষ ছিলেন- (জ্ঞান) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]
ক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ
খ আব্দুল্লাহ বিন কায়েস
গ আমর ইবনে আল আস
ঘ হযরত মুয়াবিয়া **খ**

১৭৫. মুয়াবিয়ার সময় ডাক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে কী বলা হতো? (জ্ঞান)
ক দিওয়ান-উল-বারিদ
খ মালিক-উল-বারিদ গ মিজান্নউল-বারিদ
ঘ সাহিব-উল-বারিদ **ঘ**

১৭৬. মুয়াবিয়া (রা) কত বছর খলিফা ছিলেন? (জ্ঞান)
ক ১০ বছর খ ১৫ বছর
গ ১৯ বছর ঘ ২৫ বছর **গ**

১৭৭. আরব বিশ্বে কে সর্বপ্রথম সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞান) [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা]
ক হযরত ওমর (রা) খ মুয়াবিয়া
গ ইয়াজিদ ঘ আবদুল মালিক **খ**

১৭৮. 'তিনি যেভাবেই খিলাফতে আসুন না কেন, তার যোগ্যতা সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই।'— এখানে কার কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ) [বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা]
ক হযরত ওমর (রা) খ হযরত মুয়াবিয়া
গ আবুল আব্বাস ঘ দ্বিতীয় ওমর **খ**

১৭৯. মুসলিমকে হত্যা করেন কে? (জ্ঞান)
ক ওবায়দুল্লাহ-বিন-জিয়াদ
খ আব্দুল্লাহ-বিন-জুবাইর
গ আব্দুল্লাহ-বিন-উমর
ঘ আবদুর রহমান **ক**

১৮০. 'কারবালা' কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক আরবে খ ইরাকে
গ সিরিয়ায় ঘ মিসরে **খ**

১৮১. কারবালার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী কে? (জ্ঞান)
ক মুয়াবিয়া খ ইয়াজিদ
গ ওবায়দুল্লাহ-বিন-জিয়াদ
ঘ সীমার **খ**

১৮২. ভারত উপমহাদেশে ডাকব্যবস্থা চালু করেন শেরশাহ। ঠিক তেমনিভাবে মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ডাকব্যবস্থা চালু করেন কে? (প্রয়োগ) [নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]
ক দ্বিতীয় উমর খ আবদুল্লাহ
গ মুয়াবিয়া ঘ মারওয়ান **গ**

১৮৩. আবদুল মালিক মুখতারের বিরুদ্ধে কাকে প্রেরণ করেন? (জ্ঞান)
ক উবায়দুল্লাহ-বিন-জিয়াদকে
খ খালিদ-বিন-ইয়াজিদকে

FINAL

(গ) আমর-বিন-সাঈদকে
(ঘ) আব্দুল্লাহ-বিন-উমরকে ক

১৮৪. 'মসজিদ-উল-আকসা' কে প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞান)
(ক) আবদুল মালিক (খ) আল-ওয়ালিদ
(গ) হিশাম (ঘ) দ্বিতীয় মারওয়ান ক

১৮৫. আবদুল মালিক কত খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কের উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞান)
(ক) ৬৮৫ (খ) ৬৮৭
(গ) ৬৮৯ (ঘ) ৬৯১ খ

১৮৬. নিচের কোন ব্যক্তি 'কুব্বাতুস সাখারা' নামক বিখ্যাত সৌধটি নির্মাণ করেন? (জ্ঞান) [গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা]
(ক) মুয়াবিয়া (খ) ইয়াজিদ
(গ) আবদুল মালিক (ঘ) ওয়ালিদ গ

১৮৭. কোন খলিফা সর্বপ্রথম টাকশাল স্থাপন করেন? (জ্ঞান) [সকল বোর্ড ২০১৫]
(ক) মুয়াবিয়া (রা) (খ) আব্দুল মালিক
(গ) প্রথম ওয়ালিদ (ঘ) দ্বিতীয় উমর খ

১৮৮. ইসলামের পঞ্চম খলিফা কাকে বলা হয়? (জ্ঞান) [সকল বোর্ড ২০১৫]
(ক) মুয়াবিয়া (রা) (খ) আব্দুল মালিক
(গ) আল ওয়ালিদ
(ঘ) ওমর বিন আব্দুল আজিজ ঘ

১৮৯. খলিফা ওয়ালিদ কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান) (জ্ঞান) [মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
(ক) ৭১২ (খ) ৭১৩ (গ) ৭১৪ (ঘ) ৭১৫ ঘ

১৯০. আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কোন উমাইয়া খলিফাকে? (জ্ঞান) [কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া]
(ক) হিশাম (খ) ওয়ালিদ
(গ) সুলায়মান (ঘ) মুয়াবিয়া গ

১৯১. সুলায়মানকে 'আশীর্বাদের চাবি' বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
(ক) আইয়ুবকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায়
(খ) আজিজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায়
(গ) দাউদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায়
(ঘ) রাজবন্দিদের মুক্তিদান করায় খ

১৯২. জনাব শফিকের চার পুত্র 'মেনহাজ গ্রুপের' পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় সকলে তাকে Father of directors বলে ডাকে। জনাব শফিক কোন উমাইয়া শাসকের চরিত্রকে ইঙ্গিত করেছেন? (প্রয়োগ)
(ক) আব্দুল মালিক (খ) সুলায়মান
(গ) ওমর-বিন-আব্দুল আজিজ
(ঘ) ওয়ালিদ ক

১৯৩. 'সীমান্ত নামে একটি রাজ্যে অন্য রাজ্য থেকে বিদ্রোহীরা আসলে তাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেন এবং বন্দর দিয়ে জাহাজ চলার সময় জলদস্যুরা জাহাজ লুণ্ঠন করলে অপর রাজ্যের ইসহাক নামের এক যোদ্ধা সীমান্ত রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা ইসহাকের সাথে কার মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
(ক) মুহম্মদ বিন কাসিমের
(খ) রাজা দাহিরের
(গ) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের
(ঘ) আব্দুল্লাহ বিন উমরের ক

১৯৪. খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় ও গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য জয় কোনটি? (অনুধাবন)
(ক) মিসর জয় (খ) আফ্রিকা জয়
(গ) সিন্ধু জয় (ঘ) স্পেন জয় ঘ

১৯৫. ওমর-বিন-আব্দুল আজিজ কত হিজরি সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞান)
(ক) ৯৬৮ হিজরি (খ) ৯৯ হিজরি
(গ) ১০০ হিজরি (ঘ) ১০১ হিজরি খ

১৯৬. কোন খলিফা সর্বপ্রথম 'আমিরুল মুমেনীন' উপাধি ধারণ করেন? (জ্ঞান)
(ক) হযরত উমর (রা)
(খ) হযরত আলী (রা)
(গ) হযরত মুয়াবিয়া (রা)
(ঘ) হযরত উমর-বিন আব্দুল আজিজ (রা) ক

১৯৭. হিশাম কোন বংশের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন? (জ্ঞান)
(ক) হিমারীয় (খ) কুশান
(গ) মুদারীয় (ঘ) খারেজি ক

১৯৮. খাজার সম্প্রদায় আর্মেনিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় আক্রমণ করে কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
(ক) ৭২৫ (খ) ৭২৬
(গ) ৭৩১ (ঘ) ৭২৮ গ

FINAL

১৯৯. মারওয়ান কত খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আর্মেনিয়া ও মেসোপটেমিয়ার সফল শাসক ছিলেন? (জ্ঞান)
ক ৭৪২ খ ৭৪৩
গ ৭৪৪ ঘ ৭৪৫ **গ**

২০০. সেনাপতি আবদুর রহমান কীভাবে মৃত্যুবরণ করেন? (অনুধাবন)
ক স্বাভাবিকভাবে খ যুদ্ধের মাধ্যমে
গ বিষপানের মাধ্যমে ঘ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে **খ**

২০১. দ্বিতীয় ওয়ালিদের শাসনকাল কোনটি? (জ্ঞান)
ক ৭৪২-৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ
খ ৭৪৩-৭৪৪ খ্রিস্টাব্দ
গ ৭৪৩-৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ
ঘ ৭৪৫-৭৪৬ খ্রিস্টাব্দ **খ**

২০২. কোন যুদ্ধে পরাজয়ের পর উমাইয়াদের পতন ঘটে? (জ্ঞান) [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক কুফার যুদ্ধ খ বসরার যুদ্ধ
গ টুরসের যুদ্ধ ঘ জাবের যুদ্ধ **ঘ**

২০৩. উমাইয়া যুগের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটি? (অনুধাবন) [আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]
ক আল-আকসা মসজিদ
খ সবুজ রাজপ্রাসাদ
গ কুব্বাতুস সাখারা
ঘ শ্বেত মসজিদ **গ**

২০৪. উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলিফার নাম কী? (জ্ঞান) [সরকারি কে.সি. কলেজ ঝিনাইদহ]
ক দ্বিতীয় মারওয়ান খ তৃতীয় ইয়াজিদ
গ ইবরাহিম ঘ দ্বিতীয় ওয়ালিদ **ক**

২০৫. উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী কোথায় ছিল? (জ্ঞান) [বিএন কলেজ, ঢাকা]
ক মদিনা খ মক্কা
গ দামেস্ক ঘ কুফা **গ**

২০৬. উমাইয়া আমলে সর্বপ্রথম আরবি ব্যাকরণ রচনা করেন কে? (জ্ঞান)
ক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ
খ হাসান আল বসরী
গ আবুল আসওয়াদ দুআলী
ঘ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ **ক**

২০৭. আরব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে কোন বংশের শাসনামলে? (জ্ঞান)
ক উমাইয়া খ আব্বাসি
গ ফাতেমি ঘ খারেজি **ক**

২০৮. উমাইয়া যুগে মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্র হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল কোনটি? (অনুধাবন)
ক সিরিয়া খ তিউনিসিয়া
গ দামেস্ক ঘ স্পেন **গ**

২০৯. উমাইয়া বংশের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল? (অনুধাবন)
ক বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
খ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
গ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
ঘ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা **ক**

২১০. সর্বপ্রথম মুসলিম নৌ-বাহিনীর নির্মাতা কে? (জ্ঞান)
ক মুয়াবিয়া খ মারওয়ান
গ আবদুল আজিজ ঘ ইয়াজিদ **ক**

২১১. মুয়াবিয়া কত খ্রিস্টাব্দে সমগ্র মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি হন? (জ্ঞান) [সরকারি শ্রীনগর কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]
ক ৬৬০ খ ৬৬১
গ ৬৬২ ঘ ৬৬৩ **খ**

২১২. সিফ্ফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় কাদের মধ্যে? (জ্ঞান)
ক মুয়াবিয়া ও আলী (রা)-এর
খ মুয়াবিয়া ও ওসমান (রা)-এর
গ ওসমান (রা) ও আলী (রা)-এর
ঘ উমর (রা) ও মুয়াবিয়া-এর **ক**

২১৩. রাজা দাহিরের পত্নী রানীবাঈ কীভাবে মৃত্যুবরণ করেন? (অনুধাবন)
ক স্বাভাবিকভাবে খ গুপ্তচর কর্তৃক
গ বিষপান করে ঘ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে **ঘ**

২১৪. 'অকৃত্রিম ধর্মানুরাগ, তীক্ষ্ণ ন্যায়দর্শিতা, অবিচল নীতিবোধ, সহিষ্ণুতা এবং প্রিয় আদিম সরলতা তাঁর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল।'—উক্তিটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? (প্রয়োগ)
ক ইয়াজিদের
খ সুলায়মানের
গ আবদুল মালিকের
ঘ দ্বিতীয় উমরের **ঘ**

FINAL

২১৫. নিচের কোন ব্যক্তি উমাইয়াদের রাজধানী দামেস্ক থেকে হারবানে স্থানান্তরিত করেন? (জ্ঞান)

ক ইবরাহিম খ তৃতীয় ইয়াজিদ
গ দ্বিতীয় মারওয়ান ঘ দ্বিতীয় ইয়াজিদ

গ

২১৬. জিম্মি নামে পরিচিতদের জিজিয়া কর প্রদান করতে হয় কেন? (অনুধাবন)

ক তারা সেনাবাহিনীতে যোগদান থেকে বিরত থাকতো বলে
খ তারা আশ্রিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে
গ তারা অন্য সম্প্রদায় থেকে আগত বলে
ঘ তারা জাতিতে নিম্নবর্ণের ছিল বলে

ক

২১৭. মুয়াবিয়া খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রবর্তন করেন— (অনুধাবন) [কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া]

i. রাজতন্ত্র
ii. সমাজতন্ত্র
iii. একনায়কতন্ত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

২১৮. খলিফা ওয়ালিদের শাসনকালকে উমাইয়া বংশের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেন ঐতিহাসিক— (অনুধাবন) [বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা, ঢাকা]

i. পি কে হিট্টি
ii. ম্যুর
iii. গীবন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

খ

২১৯. আরববাসীগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করার জ্ঞান লাভ করেন— (অনুধাবন)

i. গ্রিকদের নিকট থেকে
ii. মিসরীয়দের নিকট থেকে
iii. পারসিকদের নিকট থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

গ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪২ ও ২৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাহস তার কলেজে 'কারবালার যুদ্ধ' বিষয়ক সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে উপস্থিত বক্তারা বললেন যে, কারবালার যুদ্ধকে মূলত একপক্ষীয় যুদ্ধ বলা যায়, কারণ এ যুদ্ধে হুসাইন শত্রুপক্ষকে শান্তি প্রস্তাব দেন কিন্তু তারা তা গ্রহণ না করে শিশু ও নিরীহ নারীদের উপর নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটায় এবং হুসাইনের মাথা ছিন্ন করে খলিফা ইয়াজিদের নিকট নিয়ে যায়।

২২০. সাহস সেমিনার থেকে কোন বিষয়টি জানতে পারে? (অনুধাবন)

ক কারবালার যুদ্ধ হয়েছিল ৫৮০ খ্রিস্টাব্দে
খ যুদ্ধ হয় হুসাইন ও ইয়াজিদের মধ্যে
গ যুদ্ধ হয় মুয়াবিয়া ও হুসাইনের মধ্যে
ঘ যুদ্ধে ইয়াজিদ পরাজিত হয়েছিল

খ

২২১. উল্লিখিত শান্তিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. হুসাইনকে মদিনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক
ii. তাকে তুর্কি সীমান্তের দুর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক
iii. ইয়াজিদের সাথে আলোচনা জন্যে দারমস্কে প্রেরণ করা হোক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

ঘ

উদ্দীপকটি পড়ে ২৪৪ ও ২৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

উমাইয়া বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৭২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের সঙ্গে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য থাকায় তাকে দ্বিতীয় ওমর বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে তিনি ৫ম খলিফা হিসেবে স্বীকৃত।

২২২. উদ্দীপকে কোন খলিফার কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)

ক হারুন-অর-রশিদ খ আল মনসুর
গ আল ওয়ালিদ
ঘ ওমর-বিন-আব্দুল আজিজ

ঘ

২২৩. উদ্দীপকে বর্ণিত খলিফা— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. মাত্র তিন বছর রাজত্ব করেন
ii. ইসলামের পঞ্চম খলিফা
iii. সাম্রাজ্য বিস্তারে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

ক

FINAL

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়-৫: আব্বাসি খিলাফত

প্রশ্ন ▶১ স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবের অধিকারী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন বিভিন্ন গুণাবলির অধিকারী হলেও তার মধ্যে প্রবল সন্দেহপ্রবণতা ছিল। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য অনেক ঘনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি নির্মমভাবে সরিয়ে দেন। আসলে ইরাকের জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জাতিগত বিদ্বেষ, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের আত্মকলহ তাকে কঠোর হতে বাধ্য করেছিল। সাদ্দাম হোসেন বিভিন্ন কৌশলে শতধাবিভক্ত ইরাকিদের একত্রিত করে দীর্ঘমেয়াদি শাসন কায়েম করতে সক্ষম হন। *[চা. বো. '১৭]*

ক. 'আল-মনসুর' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. আল-মনসুর বাগদাদে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি আচরণ খলিফা আল-মনসুরের কোন কর্মকাণ্ডের অনুরূপ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দীর্ঘমেয়াদি শাসন কায়েমে সাদ্দাম হোসেনের চেয়ে আল-মনসুর আরও দূরদর্শী ছিলেন— উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-মনসুর শব্দের অর্থ 'বিজয়ী'।

খ প্রশাসনিক কাঠামোকে সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় করার জন্য খলিফা মনসুর বাগদাদে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

বাগদাদ দজলা (টাইগ্রিস) নদীর পশ্চিম তীরে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। এটা ছিল সুস্বাস্থ্যকর, সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে এবং অধিকতর নিরাপদ স্থান। নদীর তীরে অবস্থানের ফলে এ নগরীর সাথে নৌপথে সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, আর্মেনিয়া ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানের যোগাযোগ সহজতর ছিল। এছাড়া এখান থেকে বহির্বিশ্বের এমনকি সুদূর চীনের সাথেও যোগাযোগ স্থাপন সম্ভবপর হয়েছিল। তাছাড়া এতে আন্তঃবাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে প্রভূত সাফল্যেরও সম্ভাবনা ছিল। এসব কারণে খলিফা মনসুর বাগদাদে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

গ উদ্দীপকের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি আচরণ আব্বাসি খলিফা আল-মনসুরের হযরত আলী (রা)-এর বংশধরদের প্রতি দুর্ব্যবহারের অনুরূপ।

হযরত আলী ও ফাতিমার বংশধরগণ আব্বাসি বংশের উত্থানের সময় যথাসাধ্য সাহায্য করলেও খলিফা মনসুর তাদেরকে সুনজরে দেখেননি। আলীর বংশধরদের ওপর জনসাধারণের অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার জন্য খলিফা মনসুর বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং তাদের ধ্বংস সাধনে তৎপর হন। খলিফা মনসুরের এই হিংস্র কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের মধ্যেও লক্ষণীয়।

সাদ্দাম হোসেন বিভিন্ন গুণাবলির অধিকারী হলেও তার মধ্যে প্রবল সন্দেহ প্রবণতা ছিল। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য অনেক ঘনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি নির্মমভাবে সরিয়ে দেন। খলিফা মনসুরের ক্ষেত্রেও এমনটি দৃষ্টিগোচর হয়। উমাইয়াদের পতনের পর ইমাম হাসানের প্রপৌত্র মুহাম্মদ সিংহাসনে আরোহণের ন্যায়সংগত অধিকারী ছিলেন। এ কারণে আলী ও ফাতেমীয় বংশের লোকদের ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে মনসুর তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালান। ফলে মুহাম্মদ ও তার ভাই ইব্রাহীম মদিনা ও বসরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু খলিফা মনসুরের ভ্রাতুষ্পুত্র তাদেরকে পরাজিত করে নির্মমভাবে হত্যা করেন। খলিফা মনসুর মদিনায় বসবাসরত ইমাম হাসান (রা) ও হুসেন (রা)-এর পরিবারবর্গের সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। এমনকি সুফিসাধক ইমাম জাফর সাদিক, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিকের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করেন। সুতরাং দেখা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি সাদ্দাম হোসেনের আচরণ খলিফা মনসুরের আলী বংশীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারকেই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ খলিফা আল-মনসুর নানা দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সাম্রাজ্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যা উদ্দীপকে বর্ণিত সাদ্দাম হোসেনের চেয়ে অধিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

খলিফা আল-মনসুর ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে আব্বাসি আন্দোলনের মূল নেতা আব্দুল্লাহ আবু মুসলিমকে হত্যা করেন। তিনি সমস্ত বিদ্রোহ ও বিরোধীদের কঠোরভাবে দমন করে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি তাবারিস্তান, গিলান, এশিয়া মাইনর ও আফ্রিকায় আব্বাসি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ তিনি সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি সাম্রাজ্যের যথেষ্ট বিস্তৃতি সাধন করেন। কিন্তু সাদ্দাম হোসেনের মধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তৃতির দিকটি অনুপস্থিত রয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ঘনিষ্ঠ প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্মমভাবে সরিয়ে দেন। তিনি অনেক কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইরাকের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন। তার এ দিকগুলো খলিফা আল-মনসুরের গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। তবে খলিফা মনসুর এক্ষেত্রে আরও বাস্তবধর্মী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। আব্বাসি শাসক আল-মনসুর অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিরোধিতার মূলোৎপাটন করে তার বংশকে শত্রুমুক্ত করেন। প্রশাসনিক কাঠামোকে সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে তিনি ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে দামেস্ক থেকে বাগদাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তিনি দজলা নদীর পশ্চিম তীরে ৪৮ লক্ষ ৮৩ হাজার দিরহাম ব্যয় করে সুন্দর ও সুপরিকল্পিত বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া সামরিক শক্তিই যে সাম্রাজ্যের মূলভিত্তি— এ সত্যকে অনুধাবন করে আল-মনসুর একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শক্তিশালী নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠন করেন। এছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে তিনি উদার ছিলেন। তার রাজত্বকালে গণিতশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজের উন্নয়নে তিনি নানাবিধ-পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বহু নগর, সরাইখানা, রাজপথ ও চিকিৎসালয় নির্মাণ করেন। এভাবে আল মনসুর খিলাফতে একটি নতুন সভ্যতার সূচনা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, খলিফা আল মনসুর তার সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা ও দমন করার মাধ্যমে নিজ বংশকে নিষ্কণ্টক করে আব্বাসীয় শাসনকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। তার এ পদক্ষেপে উদ্দীপকে বর্ণিত উদ্যোগের থেকে অধিক দূরদর্শিতা ছিল।

প্রশ্ন ▶২ হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার তার গ্রামে নিজ উদ্যোগে একটি বিশাল পাঠাগার গড়ে তোলেন। সেখানে প্রতিদিন প্রচুর পাঠক সমাবেশ হয়। তিনি বিভিন্ন ভাষার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলির বাংলা অনুবাদ ও গবেষণার ব্যবস্থা করেন। দেশি-বিদেশি বহু বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সহযোগিতায় পাঠাগারটি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করছে। *[চা. বো. '১৭]*

ক. বুরান কে ছিলেন? ১

খ. ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে আমিনের পরাজয়ের একটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পাঠাগারের সাথে আব্বাসি খিলাফতের কোন প্রতিষ্ঠানের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের পাঠাগারটি উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি আংশিক রূপমাত্র— উক্তিটির সত্যতা যাচাই করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বুরান ছিলেন আব্বাসি খলিফা মামুনের স্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী হাসান বিন সাহলের কন্যা।

https://teachingbd24.com

খ ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে আমিনের পরাজয়ের একটি কারণ হলো তার চারিত্রিক দুর্বলতা ও কুশাসন।

আমিনের ব্যক্তিগত চরিত্রই মূলত তার পতনের জন্য দায়ী। তিনি রাজকার্য উপেক্ষা করে হেরেমের আমোদ-আহলাদে মত্ত থাকতেন। ফলে তার নিষ্ঠুর ও উদ্ধত উজির ফজল-বিন-রাবি রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। তার উচ্ছৃঙ্খল শাসনে আমিন প্রজাসাধারণের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হন। অপরপক্ষে আমিনের সুযোগ্য ভাই মামুনের শাসনে প্রজাগণ পরম সুখ ও শান্তিতে বসবাস করছিল। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মামুনের নিকট অযোগ্য ও বিলাসপ্রিয় আমিন ক্ষমতার দ্বন্দ্বে হেরে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পাঠাগারের সাথে আব্বাসি খিলাফতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান বায়তুল হিকমার মিল রয়েছে।

আব্বাসি খলিফা আল মামুনের নির্মিত বায়তুল হিকমা ছিল আব্বাসিদের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের জন্য তিনি ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে এই জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করেন। জ্ঞান বিকাশের জন্য তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিতে গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ ব্যুরো এই তিনটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করেন। উদ্দীপকেও আমরা এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হেমায়েত উদ্দিন তালুকদারের প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারটি গ্রামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ভাষার বইয়ের বাংলা অনুবাদ ও গবেষণা বিদ্যোৎসাহী মানুষদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। এ প্রতিষ্ঠানের মতোই আব্বাসি খলিফা আল মামুনের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রাচীন গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ ও গবেষণা কাজে বিশেষ অবদান রাখে। গ্রিক, সংস্কৃতি, পারসিক, সিরীয় প্রভৃতি ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির অনুবাদ কার্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য তিনি এটি নির্মাণ করেন। এতে তিনটি বিভাগ ছিল, যথা— গ্রন্থাগার, মিলনায়তন ও অনুবাদ কার্যালয়। হুনায়ন ইবনে ইসহাক নামক একজন সুপণ্ডিতকে এ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। এ অনুবাদক সে আমলের সর্বাপেক্ষা বড় পণ্ডিত ও সর্বাপেক্ষা মহান ছিলেন। তার চেষ্টায় এরিস্টটল, গ্যালিলিও, প্লেটো প্রমুখ পণ্ডিতের গ্রন্থ অনূদিত হয়ে আরবি সাহিত্যের মারফত দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের পাঠাগারটিতে বায়তুল হিকমার কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ খলিফা আল মামুনের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে বহুমুখী অবদান রেখেছে, যার আংশিক কাজের প্রতিফলন উদ্দীপকের পাঠাগারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, হেমায়েত উদ্দিন তালুকদারের প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণাকর্মে অবদান রাখলেও সরকারি প্রতিষ্ঠান না হওয়ায় নতুন নতুন গবেষণায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে এটি বিশেষ উন্নতি সাধন করতে পারছে না। এছাড়া এটি ছিল একটি গ্রামভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। অপরপক্ষে খলিফা মামুন প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা ছিল একটি বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। যার ফলে গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে এটি বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। আর এ কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নে উদ্দীপকের সংস্থার চেয়ে বায়তুল হিকমা অনেক বেশি অবদান রাখে।

মামুনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এই সংস্থাটি এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া, সিরিয়া, এশিয়া মাইনরসহ অনেক স্থান হতে বহু মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করে তাদের আরবিতে অনুবাদের ব্যবস্থা করে। এতে প্রাচীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এরিস্টটল ও প্লেটোর পুস্তকগুলো এবং গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি প্রমুখ মনীষীদের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলি আরবিতে অনূদিত হয়। এতে অনুবাদকারীদেরকে গ্রন্থের ওজনে স্বর্ণমুদ্রা পারিশ্রমিক দেওয়া হতো। এ সকল অনুবাদকের সাহায্যে বায়তুল হিকমা গ্রিক পণ্ডিতগণের আজীবনের সাধনা ও গবেষণার ফলাফল ধরে রাখতে সক্ষম হয়। ইউরোপ যখন গ্রিক চিন্তা ও বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত, তখন আরবে এ মহান কার্য সম্পাদিত হয়। বস্তুত মুসলমানগণ অনুবাদের দ্বারা এ সমস্ত বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতদের গবেষণা রক্ষা না করলে পৃথিবী হতে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যেত। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, বায়তুল হিকমা শুধু প্রাচীন সভ্যতার ধারকই নয়, এটি ছিল ইউরোপে নবজাগরণ সৃষ্টিরও মূল কারণ।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, আব্বাসি খিলাফতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বায়তুল হিকমা অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে, যার তুলনায় উদ্দীপকের পাঠাগারের অবদান অতি নগণ্য।

প্রশ্ন ▶ ৩ সেতু আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাহিনি পড়ছিল। নতুন খিলাফতের প্রথম আমির নির্বাচিত না হওয়া সত্ত্বেও তাকেই এই বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। খিলাফত লাভের পরপরই তিনি তার চাচার বিদ্রোহ দমন করেন। এর পর তিনি নিরস্ত্র 'X' কে নির্মমভাবে হত্যা করেন। এছাড়াও তিনি পারস্য ও খোরাসানের বিদ্রোহ দমন এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বহু লোককে কারারুদ্ধ করেন। তাঁর গৌরবময় কীর্তি হলো একটি নতুন নগর প্রতিষ্ঠা, যা ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের রাজধানী। তাঁর নাম অনুসারে এই নতুন নগরীর নামকরণ করা হয়।

[রা.; দি.; ব.; সি.; ব.; কু.; চ. বো. '১৭]

ক. বাগদাদ নগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. বায়তুল হিকমা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সেতুর পঠিত ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আব্বাসি খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সেতুর পঠিত আমিরের চেয়ে তোমার পঠিত আমির অধিক কৃতিত্বের দাবিদার— উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

খ আব্বাসি খলিফা আল মামুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা জ্ঞানগৃহ হলো বায়তুল হিকমা।

বায়তুল হিকমা শব্দের অর্থ জ্ঞানগৃহ। খলিফা আল মামুন ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ বিভাগ এ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। সুপণ্ডিত হুনায়ন বিন-ইসহাক এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখানে গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি, পল প্রমুখ মনীষীদের প্রাচীন গ্রন্থাবলি অনুবাদ করা হতো এবং অনুবাদকারীকে গ্রন্থের ওজনে স্বর্ণমুদ্রায় পারিশ্রমিক প্রদান করা হতো।

গ উদ্দীপকের সেতুর পঠিত কাহিনির সাথে আমার পঠিত আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের সাদৃশ্য রয়েছে।

আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ আব্বাসি বংশের প্রথম খলিফা ছিলেন, তবুও আবু জাফরকেই এ রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। কেননা তিনি অদম্য সাহস, দূরদর্শিতা ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা অভ্যন্তরীণ ও বাইরের সব বিদ্রোহ দমন করে আব্বাসি খিলাফতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর অধিষ্ঠিত করেন। তিনি তার চাচা আব্দুল্লাহ ইবনে আলীর বিদ্রোহ দমন ও আবু মুসলিমকে হত্যা করেন। এভাবে যাবতীয় বিদ্রোহ দমন করে তিনি আব্বাসি রাজবংশের স্থায়িত্ব বিধান করেন। উদ্দীপকেও এমনি একটি ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের সেতুর পঠিত শাসক আব্বাসি খেলাফতের প্রথম আমির না হয়েও এ রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে বিবেচিত। তিনি তার চাচার বিদ্রোহ, পারস্য ও খোরাসানের বিদ্রোহ দমন করেন এবং একটি সম্প্রদায়ের ২০০ লোককে কারারুদ্ধ করেন। এছাড়া নিজের নামে একটি নগরীও প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে খলিফা আবু জাফর আল মনসুর তার চাচা সিরিয়ার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ ইবনে আলীর বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি আবু মুসলিম খোরাসানিকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। আর এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে খোরাসান ও পারস্যবাসীরা বিদ্রোহ করলে তিনি তাদেরকেও কঠোর হস্তে দমন করেন। রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় খলিফাকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করলে তিনি তাদের ২০০ জনকে কারারুদ্ধ করেন। এছাড়া তিনি বাগদাদে নিজের নামানুসারে 'মনসুরিয়া' নামে একটি নগরী নির্মাণ করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে আব্বাসি খলিফা আল মনসুরের জীবনের ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে।

https://teachingbd24.com

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকের সেতুর পঠিত আমিরের চেয়ে আমার পঠিত আমির অর্থাৎ আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর অধিক কৃতিত্বের দাবিদার।

আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস সাফফাহর মৃত্যুর পর আবু জাফর আল মনসুর ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তার ক্ষমতায় আরোহণের সাথে সাথে আব্বাসি খিলাফতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি অদম্য সাহস ও দূরদর্শিতার দ্বারা বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন ও রাজধানী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আব্বাসি খিলাফতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে রাজ্য বিস্তার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত, যা তাকে উদ্দীপকের সেতুর পঠিত শাসকের তুলনায় অধিক কৃতিত্বের দাবিদার করে তুলেছে।

উদ্দীপকের সেতুর পঠিত শাসক তার চাচার বিদ্রোহ দমন করেন। এছাড়া পারস্য ও খোরাসানের বিদ্রোহ দমনের পাশাপাশি বাগদাদে নিজের নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুরও বিভিন্ন বিদ্রোহ দমনের পাশাপাশি বাগদাদে 'মনসুরিয়া' নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এ সমস্ত কার্যাবলি ছাড়াও রাজ্যবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি রোমান সম্রাট কনস্টানটাইনকে পরাজিত করে বার্ষিক কর প্রদানে বাধ্য করেন। তিনি তাবারিস্তান ও গিলান স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। এছাড়া মনসুর স্থাপত্যকলারও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যার প্রমাণ বহন করে 'কাসর আল খুলদ' ও 'রুসাফা' নামক দুটি প্রাসাদ নির্মাণ।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, সেতুর পঠিত শাসকের তুলনায় আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর অধিক কৃতিত্বের দাবিদার।

প্রশ্ন ▶৪ মালাগার স্বৈরাচারী সরকারের কার্যক্রমে সাধারণ মানুষ যখন অতিষ্ট হয়ে পড়েছিল, তখন আফেন্দি বংশের সেলিম নামের বিপ্লবী এক নেতার উত্থান ঘটে। তিনি সরকারের এ সকল জনবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সরকার উৎখাতের কর্মসূচির ডাক দেন। কর্মসূচিকে বেগবান ও সফল করার জন্য তিনি নানামুখী প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বিভিন্ন ভুক্তভোগী শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের সমর্থন পেয়ে উক্ত সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম হন। *[রা.; দি.; য.; সি.; ব.; কু.; চ. বো. '১৭]*

ক. ক্রুসেড শব্দের অর্থ কী? ১

খ. আবু মুসলিম খোরাসানির পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লবী নেতা সেলিমের সাথে আব্বাসি কোন খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিই আব্বাসি আন্দোলনকে সফল করেছিল— মূল্যায়ন করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্রুসেড শব্দের অর্থ ধর্মযুদ্ধ।

খ আব্বাসি আন্দোলনকে বিপ্লবে পরিণত করার সেরা কারিগর ছিলেন আবু মুসলিম নামক আরব বংশোদ্ভূত এক পারসিক মাওয়ালি।

আবু মুসলিমের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে খোরাসান উমাইয়াবিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুন আবু মুসলিম নিজেকে 'আল-হাশিম' (হাশিমীয়দের রক্ষক) বলে ঘোষণা করেন এবং আব্বাসিদের কালো পতাকা উত্তোলন করে খোরাসানের রাজধানী মার্ভ ও ফারগানাসহ সমগ্র খোরাসান দখল করে নেন। এরপর উমাইয়া শাসক ২য় ইয়াজিদকে পরাজিত করে ইরাকের রাজধানী কুফা দখল করেন। ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ নভেম্বর তিনি আবুল আব্বাসকে কুফা মসজিদে আহ্বান জানান এবং খলিফা ঘোষণা করেন। তার এই অতুলনীয় সাংগঠনিক দক্ষতার জন্যই আব্বাসিদের সিংহাসন লাভ সম্ভব হয়েছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লবী নেতা সেলিমের সাথে আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহর মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মালাগার স্বৈরাচারী সরকারের অন্যায়, অরাজকতা থেকে জনগণকে রক্ষা করতে আফেন্দি বংশের সেলিম নামের এক বিখ্যাত নেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি জনগণকে নানামুখী প্রলোভন দেখিয়ে ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনসমর্থন আদায় করেন এবং সরকার উৎখাতে আন্দোলনের ডাক দেন। তার আহ্বানে জনগণ সাড়া দেয় এবং তারা সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম হয়। একই পরিস্থিতি লক্ষ করা যায় আবুল আব্বাসের আব্বাসি আন্দোলনের মাধ্যমে উমাইয়াদের পতনের ক্ষেত্রে।

উমাইয়া বংশীয় শেষ পর্যায়ের দুর্বল শাসকদের অন্যায়-অপকর্ম যখন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল, তখন আব্বাসিরা তাদের উৎখাতে তৎপর হয়ে ওঠে। উমাইয়াদের পতনে তারা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন শুরু করে। আব্বাসিগণ কুরাইশ বংশের হাশেমি শাখা থেকে উদ্ভূত। এই সূত্রে তারা মুহাম্মদ (স)-এর নিকটতম এবং খিলাফতের যোগ্য দাবিদার এমন প্রচারণায় সর্বপ্রথম মুহাম্মদ বিন আলী আব্বাসি আন্দোলন শুরু করেন এবং তা বিভিন্ন ব্যক্তির হাত ধরে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। সর্বশেষ আবুল আব্বাস ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত জাবের যুদ্ধে উমাইয়া বংশীয় শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারোয়ানকে পরাজিত করে আব্বাসি বংশের শাসনপর্ব শুরু করেন। তিনি নানা প্রচারণা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিয়া, খারেজি, মাওয়ালি, খোরাসানি প্রভৃতি সম্প্রদায়কে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। তারা উমাইয়াদের পতনে আব্বাসিদের সর্বতোভাবে সহায়তা করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে বর্ণিত সেলিমের গৃহীত কর্মকাণ্ডে আব্বাসি বংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহর কাজের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতিই ছিল আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ কর্তৃক উমাইয়া বংশের অবসান ঘটিয়ে আব্বাসি বংশ প্রতিষ্ঠায় সফলতা অর্জনের মূল কারণ।

উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগে ইবনে আব্বাসের নেতৃত্বে তার অপর তিন ভ্রাতা ও অন্যরা আব্বাসি আন্দোলনের সূচনা করেন। তারা মর্মর সাগরের তীরে সেলিম নামক একটি নিরাপদ গ্রামকে উমাইয়াবিরোধী আব্বাসি প্রচারণার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করেন। তাঁরা পূর্ব পুরুষদের উমাইয়াবিরোধী মনোভাবকে কার্যসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে লোকজনকে তাদের পক্ষে সমবেত করতে সক্ষম হন। আবুল আব্বাসকে ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ নভেম্বর কুফা মসজিদে খলিফা বলে ঘোষণা করা হলেও তার শাসনকাল শুরু হয় ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে জাবের যুদ্ধে দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয় ও পলায়নের পর থেকে।

উদ্দীপকে সেলিম যেমন তার কর্মসূচিকে বেগবান ও সফল করার জন্য জনগণকে নানা ধরনের প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের পন্থা অবলম্বন করেছিল, তেমনি উমাইয়াবিরোধী আন্দোলনকে সফল করে তুলতে আবুল আব্বাসও জনগণকে প্রলোভন ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদানের কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি জনগণকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করে উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। জনগণ তাঁর পক্ষ নিয়ে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে উমাইয়া বংশের পতনের মধ্য দিয়ে আব্বাসি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঐতিহাসিক ওয়েল বলেন, আবুল আব্বাস শুধু বর্বর ও পাষণ্ডই ছিলেন না, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দানকারী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতিই আব্বাসি আন্দোলনকে সফল করে তুলেছিল।

প্রশ্ন ▶৫ জনাব রাশেদ মিয়া আলমপুর উপজেলা চেয়ারম্যান। প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য তিনি ছদ্মবেশে গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ছাড়াও প্রতি রাতে একশত রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। জনসাধারণের উন্নতি এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তার জেলার কোনো চেয়ারম্যানই তার মতো যত্নবান ছিলেন না। *[সকল বোর্ড-২০১৬]*

ক. আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কাকে বলা হয়? ১

খ. আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাসকে কেন আস-সাফফাহ বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাশেদ মিয়ার সাথে কোন আব্বাসি খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চারিত্রিক গুণাবলির কারণেই কি উক্ত খলিফাকে ইতিহাসে বিখ্যাত বলা হয়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

https://teachingbd24.com

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন খলিফা আবু জাফর আল মনসুর।

খ আবুল আব্বাসের চরিত্রে নৃশংসতা ও রক্তলোলুপতার ছাপ পরিলক্ষিত হওয়ায় তাকে আস-সাফ্ফাহ উপাধি দেওয়া হয়।

৭৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি জাবের যুদ্ধে দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের মাধ্যমে উমাইয়া বংশের পতন ঘটে। সর্বশেষ উমাইয়া শাসক ৫ আগস্ট মারওয়ানের ছিন্ন মস্তক দেখে আবুল আব্বাস 'আস-সাফফাহ' বা 'রক্তপিপাসু' উপাধি গ্রহণ করেন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত নৃশংসভাবে উমাইয়াদের হত্যা করেন। তিনি ফিলিস্তিনের আবু ফুটস নামক স্থানে ৮০ জন উমাইয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাদেরকে হত্যা করেন। এসব কারণেই তাঁকে আস সাফ্ফাহ বা রক্তপিপাসু বলে অভিহিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাশেদ মিয়ার সাথে আব্বাসি খলিফা হারুন অর রশীদের সাদৃশ্য রয়েছে।

খলিফা হারুন অর রশীদ ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্যের অধিকারী ছিলেন। তার এ বৈশিষ্ট্যের খানিকটাই জনাব রাশেদ মিয়ার চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

চেয়ারম্যান রাশেদ মিয়া প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় ছাড়াও প্রতি রাতে একশত রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। জনসাধারণের উন্নতি এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি সদাতৎপর থাকতেন। খলিফা হারুন অর রশীদের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী তার সম্পর্কে বলেন, "অবিচারের প্রতিকার এবং নিপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্তদের দুঃখমোচন করার জন্য রাত্রে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অভ্যাস ছিল।" ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও তিনি দৈনিক একশত রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি জনসাধারণের উন্নতি বিধানে ও স্বার্থ সংরক্ষণে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তার ন্যায় প্রজারঞ্জক ও প্রজাবৎসল নরপতি আব্বাসি খিলাফতে আর কেউ ছিল না বললেই চলে। সুতরাং দেখা যায়, রাশেদ মিয়ার চরিত্র ও কর্ম আব্বাসি খলিফা হারুন অর রশীদের চরিত্রের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ শুধু উদ্দীপকে উল্লিখিত গুণাবলিই নয়, খলিফা হারুন-অর-রশীদের চরিত্রে আরও অনেক গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল বলেই তাকে ইতিহাসে বিখ্যাত বলা হয়।

খলিফা হারুন-অর-রশীদ তেইশ বছর (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার সুদীর্ঘ রাজত্বকাল আরব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এর কারণ হলো, তার অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্য। তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দুটি দিক উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও বহু গুণের কারণে ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

খলিফা হারুন-অর-রশীদ সিংহাসনে আরোহণের পর কঠোরহস্তে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। একজন সমরকুশলী হিসেবে সৈন্য পরিচালনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা ও রণকুশলতার পরিচয় দেন। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে তিনি দক্ষ নৃপতি হিসেবে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেন। খারেজি সম্প্রদায় দমন, অসভ্য খাজার উপজাতি এবং দাইলাম প্রদেশের বিদ্রোহীদের দমন, সিরিয়া ও সিন্ধু প্রদেশে মুদারীয় এবং হিমারীয়দের গৃহযুদ্ধের অবসান করে তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হারুন-অর-রশীদের খ্যাতি এত বৃদ্ধি পায় যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু রাজা তার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নবম শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন খলিফা হারুনের রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত করে। তিনি ইসলামি শরিয়াভিত্তিক সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে আব্বাসি খিলাফতে স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। এছাড়া বাগদাদ নগরীকে তিনি সমসাময়িক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। সুরম্য রাজপ্রাসাদ, আড়ম্বরপূর্ণ দরবার, নয়নাভিরাম মিলনায়তন দ্বারা তিনি এ শহরকে সুসজ্জিত করেন। লেবানিজ বংশোদ্ভূত আবর ইতিহাসবিদ ফিলিপ খুরি হিট্টি (Philip Khuri Hitti) তার History of the Arabs গ্রন্থে বলেন, 'বাগদাদ তখনকার সময়ে সারা বিশ্বের অদ্বিতীয় শহর ছিল।'

পরিশেষে বলা যায়, খলিফা হারুন-অর-রশীদের উল্লিখিত গুণ ও কর্মের কারণে তার রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করে। এ কারণেই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ৬ রোমান রাজা ফিউডাল খুবই ধার্মিক ছিলেন। তবে রাজনৈতিক স্বার্থে তিনি খুব নৃশংস ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে ভেবে তিনি তার প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করলে সেনাপতির সমর্থকদের দ্বারা যে বিদ্রোহ দেখা দেয় রাজা তাও অতি কঠোর হস্তে দমন করেন। তার ধার্মিকতার সুযোগ নিতে একদল প্রজা তাকে প্রভু বলে পূজা করতে এলে এক মারাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়। সৌভাগ্যক্রমে সব কিছু মোকাবিলা করতে সক্ষম হন। *[সকল বোর্ড-২০১৫; সিলেট সরকারি কলেজ; চট্টগ্রাম কলেজ]*

ক. 'বাগদাদ' নগর কে প্রতিষ্ঠা করে? ১

খ. খলিফা মনসুর কর্তৃক আলী বংশীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে রাজা ফিউডাল তার প্রধান সেনাপতির প্রতি যে ব্যবহার করেছেন খলিফা আল-মনসুর তার কোন সেনাপতির প্রতি সে আচরণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ধর্মীয় ঘটনার মতোই রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল রাজা ফিউডালের মতোই খলিফা আল-মনসুর তা দমনে সক্ষম হয়েছিলেন— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন আবু জাফর আল মনসুর।

খ খলিফা মনসুর আলী বংশীয়দের আব্বাসি খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতো; তাই তিনি তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন।

হযরত আলী (রা) ও ফাতিমা (রা)-এর বংশধরগণ আব্বাসি বংশের উত্থানের সময় যথাযথ সাহায্য করলেও খলিফা আল মনসুর তাদেরকে সুনজরে দেখেননি। খিলাফতের সম্ভাব্য দাবিদার ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে আল মনসুর তাঁদেরকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হন। তাছাড়া আলীর বংশধরদের প্রতি জনসাধারণের অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার জন্য খলিফা মনসুর বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের ধ্বংস সাধনে তৎপর হয়ে ওঠেন। যার ফলে তিনি আলী বংশীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন।

গ উদ্দীপকে রাজা ফিউডাল তার প্রধান সেনাপতির প্রতি যে ব্যবহার করেছেন খলিফা আল মনসুর তার সেনাপতি আবু মুসলিম খোরাসানির প্রতি সে আচরণ করেছিলেন।

পৃথিবীতে এমন অনেক সেনাপতির সম্পর্কে জানা যায়, যাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার বলে অনেক রাজবংশের জন্ম হয়েছে। তারা নিজেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হয়ে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসিয়ে অতুলনীয় দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করেছে। তবে এ সকল সেনাপতির অনেককেই আবার নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হয়েছে। উদ্দীপকের রাজা ফিউডালের সেনাপতি ও আবু মুসলিম খোরাসানির উভয়েরই এই একই পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, রাজা ফিউডাল খুবই ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তবে রাজনৈতিক স্বার্থে তিনি খুব নৃশংস ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে ভেবে তিনি তার প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করেন এবং সেনাপতির সমর্থকদের দ্বারা যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তাও কঠোর হস্তে দমন করেন। ঠিক একইভাবে সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে আল মনসুরও ছিলেন স্নেহশীল মানুষ। একজন মুসলিম হিসেবে তিনি ছিলেন খাঁটি ধার্মিক ব্যক্তি। তবে শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক। তিনি আব্বাসি আন্দোলনের প্রধান সেনাপতি আবু মুসলিমকে নিজের শাসনের জন্য হুমকি মনে করতেন। তিনি আবু মুসলিমকে কৌশলে রাজদরবারে ডেকে এনে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন। সৈয়দ আমীর আলীর ভাষায়, আবু মুসলিম যতদিন জীবিত ছিলেন আল মনসুর ততদিন নিজেকে নিরাপদ ভাবেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি এখন নিজেকে প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রধান মনে করতে লাগলেন। এরপর ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে সানবাদের নেতৃত্বে পারসিকগণ আবু মুসলিম খোরাসানির বর্বরোচিত হত্যার প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এমন অবস্থায় আল মনসুর এক বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে সে বিদ্রোহ দমন করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত ধর্মীয় ঘটনার মতোই রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল রাজা ফিউডালের মতোই আল মনসুর তা দমনে সক্ষম হয়েছিলেন।

খলিফা আল মনসুর ধর্মের প্রতি খুব বেশি আকৃষ্ট ছিলেন বলে একটি সম্প্রদায় তাকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করে। এদেরকে রাওয়ান্দিয়া বলা হয়। খলিফার অনুগ্রহ লাভের জন্য এরা ছিল তোষামদকারী। এরা যে বিব্রতকর ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল আল মনসুর তা সম্পূর্ণরূপে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উদ্দীপকেও এ দৃশ্যপটই অঙ্কিত হয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, রাজা ফিউডালের ধার্মিকতার সুযোগ নিয়ে তাকে এক দল প্রজা প্রভু বলে পূজা করতে এলে এক মারাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু তিনি এসব কিছু মোকাবিলা করতে সক্ষম হন। একই ঘটনা আব্বাসি খলিফা আল মনসুরের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। একদা রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় খলিফার প্রাসাদের সম্মুখে একত্রিত হয়ে বলতে থাকে এই আমাদের মাবুদের গৃহ যিনি আমাদেরকে আহারের জন্য খাদ্য এবং পানের জন্যে পানীয় প্রদান করেছেন। তাদের ঐরূপ ইসলামবিরোধী প্রচারণার জন্য মনসুর বাধ্য হয়ে তাদের ২০০ জনকে কারারুদ্ধ করেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর ৬০০ রাওয়ান্দিয়ার একটি দল প্রাসাদের সম্মুখে এসে খলিফার দর্শন প্রার্থী হন। খলিফা তাদেরকে দর্শন প্রদান করলে তারা হঠাৎ খলিফাকে আক্রমণ করে বসে। সৌভাগ্যক্রমে মারান বিন যায়েদা নামক একজন সেনাপতি খলিফাকে রক্ষা করেন। পরে খলিফা কঠোর হস্তে এই সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন করেন।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে যেমন ফিউডালকে একদল প্রজা প্রভু বলে পূজা করতে এসে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে তিনি তা মোকাবিলা করেন, অনুরূপভাবে আব্বাসি খলিফা আল মনুসরের সময় রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্ট পরিস্থিতিকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন।

প্রশ্ন ▶ ৭ 'X' নামক শাসক নানা গুণে গুণান্বিত। তিনি ছিলেন প্রজাবৎসল ও ন্যায়পরায়ণ। অনিন্দ্য সুন্দর রাজধানী, সুরম্য প্রাসাদ, হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভরপুর ছিল তার রাজ্য। যা কবি-সাহিত্যিকদের আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু সন্দেহপ্রবণতা তার শাসনকালকে কিছুটা ম্লান করেছে। বহুকাল ধরে রাজকার্যে অবদান রাখা একটি পরিবারকে একরাত্রের মধ্যে তিনি নিঃশেষ করে দেন।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. আরবীয় জোয়ান অব আর্ক কে ছিলেন? ১

খ. আবুল আব্বাসকে আস-সাফফাহ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে আব্বাসি যুগের কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত শাসক সন্দেহের বসে একটি বংশকে শেষ করে দিয়েছিলেন।' এই উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসি শাসনামলে খারেজিদের নেতৃত্বদানকারী লায়লা মতান্তরে আল ফারিয়াকে আরবীয় জোয়ান অব আর্ক বলা হয়।

খ আবুল আব্বাসের চরিত্রে নৃশংসতা ও রক্তলোলুপতার ছাপ পরিলক্ষিত হওয়ায় তাকে আস-সাফ্ফাহ উপাধি দেওয়া হয়।

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি জাবের যুদ্ধে দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের মাধ্যমে উমাইয়া বংশের পতন ঘটে। সর্বশেষ উমাইয়া শাসক ৫ আগস্ট মারওয়ানের ছিন্ন মস্তক দেখে আবুল আব্বাস 'আস-সাফফাহ' বা 'রক্তপিপাসু' উপাধি গ্রহণ করেন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত নৃশংসভাবে উমাইয়াদের হত্যা করেন। তিনি ফিলিস্তিনের আবু ফ্রটাস নামক স্থানে ৮০ জন উমাইয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাদেরকে হত্যা করেন। এসব কারণেই তাঁকে আস সাফ্ফাহ বা রক্তপিপাসু বলে অভিহিত করা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের সাথে আব্বাসি যুগের শ্রেষ্ঠ শাসক হারুন-আল-রশিদের সাদৃশ্য রয়েছে।

খলিফা হারুন-অর রশিদ ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সুদীর্ঘ ২৩ বছরের রাজত্বকাল আরব ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। অসাধারণ প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাকে আব্বাসি বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে মর্যাদা দেয়। জনকল্যাণকামিতা, প্রজাবাৎসল্য ও ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণাবলি তাকে বিশেষভাবে গুণান্বিত করলেও বার্মাকি পরিবারের প্রতি নিষ্ঠুরতা তার চরিত্রকে কিছুটা ম্লান করেছে। উদ্দীপকের 'X' শাসকের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিস্থিতি লক্ষণীয়।

'X' একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। তিনি ন্যায়পরায়ণতা, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি গুণাবলির ধারক। তবে সন্দেহপ্রবণতা তার চরিত্রকে কিছুটা কলুষিত করেছে। একইভাবে খলিফা হারুন রশিদ ন্যায় ও কল্যাণের ধারক ছিলেন। তিনি জনসাধারণের উন্নতি ও স্বার্থ সংরক্ষণে সদাতৎপর ছিলেন। ঐতিহাসিক আমীর আলী তার সম্পর্কে বলেন, অবিচারের প্রতিকার এবং নিপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্তদের দুঃখমোচনের জন্য তিনি রাত্রে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে বেড়াতেন। তাছাড়া তার সময়ে বাগদাদ সমসাময়িক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হয়। তিনি হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করে বাগদাদকে জাঁকজমকপূর্ণ ও ঐশ্বর্যশালী নগরীতে পরিণত করেন। তবে আব্বাসিদের একান্ত সহযোগী বার্মাকি পরিবারকে ধ্বংস করে তিনি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন। সুতরাং দেখা যায়, ন্যায়পরায়ণতা, জনকল্যাণকামিতা, উন্নত রুচিবোধ প্রভৃতি গুণাবলি এবং নিষ্ঠুরতা খলিফা হারুন রশিদকে উদ্দীপকের 'X' এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

ঘ উক্ত শাসক তথা খলিফা হারুনর রশিদ চারিত্রিক দিক দিয়ে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও সন্দেহপরায়ণতাই একটি বংশ ধ্বংস করতে তাকে প্ররোচিত করেছিল।

দীর্ঘ সতেরো বছর পরম নিষ্ঠা, অবিচল আনুগত্য, আত্মত্যাগ এবং অসামান্য কর্মনৈপুণ্যের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে যারা হারুন-অর-রশিদ এর রাজত্বে গৌরব, মর্যাদা ও সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেন তারা হলেন বিখ্যাত বার্মাকি উজিরগণ। কিন্তু ফজল বিন রাবির ব্যক্তিগত শত্রুতা ও উচ্চাভিলাষ, বার্মাকিদের অপরিসীম প্রভাব ও ঐশ্বর্য, উজির জাফরের ষড়যন্ত্র বার্মাকি জাফর খলিফার বোন আব্বাসাকে গোপনে বিয়ে করা এবং নানা সন্দেহ ও লোকজনের নানা রকম কথার প্রভাবে বার্মাকিদের প্রতি খলিফা ক্ষুব্ধ হন। তিনি হঠাৎ একরাতে জাফরের শিরশ্ছেদ করেন এবং বৃদ্ধ ইয়াহইয়া ফজল, মুসা ও মুহাম্মদকে রাজার কারারুদ্ধ করেন। ফজল তার ঘনিষ্ঠ সহচর হওয়া সত্ত্বেও তাকে হত্যা করেন শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে, যা ছিল তার চরিত্রের এক দুর্বল বৈশিষ্ট্য।

পরিশেষে বলা যায় যে, হারুন-অর-রশিদের চরিত্র কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি গরিব-দুঃখীদের প্রতি যতটা সদয় ছিলেন, ততটাই নির্দয় ছিলেন অন্যায়কারীদের প্রতি বার্মাকি পরিবারের প্রতি তার নিষ্ঠুর আচরণই এর প্রমাণ দেয়। বার্মাকিদের প্রতি খলিফা অনেকটাই সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু শেষ দিকে তাদের কিছু আচরণ তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। অন্যদিকে সন্দেহপ্রবণতা, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। তাই আব্বাসি বংশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে বার্মাকিদের অনেক অবদান থাকা সত্ত্বেও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তিনি তাদের ধ্বংস করেন।

প্রশ্ন ▶ ৮ মধ্যযুগে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় দীর্ঘকাল ধরে দুই ধর্মের অনুসারী ও দুই মহাদেশের মধ্যে একটা জায়গার দখল নিয়ে। একপক্ষ আক্রমণকারী, অপরপক্ষ প্রতিরোধকারী। দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা এ যুদ্ধে আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্যে সফল না হলেও তাদের সামগ্রিক জীবনাচারে আসে ব্যাপক পরিবর্তন।

[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

ক. ব্যালে নৃত্য কে আবিষ্কার করেন? ১

খ. দারুল হিকমা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন যুদ্ধের ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এ যুদ্ধ আক্রমণকারীদের জীবনাচারে ব্যাপক পরিবর্তন আনে— এ উক্তির সাথে তোমার মতামতের যৌক্তিকতা দেখাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যালে নৃত্য আবিষ্কার করেন আব্বাসি খলিফা আল আমিন।

Teachingbd24.com

খ ফাতেমি খলিফা আল হাকিম ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে একটি বিখ্যাত বিজ্ঞানভবন নির্মাণ করেন। এটি দারুল হিকমা নামে পরিচিত। বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। মিশরের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলী-ইবন-ইউসুফ এ জ্ঞানগৃহ নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা হতো। এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহু অমূল্য গ্রন্থরাজি সংগৃহীত ছিল। দেশ-বিদেশের বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি এখানে হাজির হতেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক ও পদার্থবিজ্ঞানী ইবনে হায়সাম।

গ উদ্দীপকে দীর্ঘকাল ব্যাপী স্থায়ী মুসলিম–খ্রিস্টান দ্বন্দ্ব ক্রুসেডের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে হযরত ওমর (রা)-এর নেতৃত্বে ইসলামের সম্প্রসারণ শুরু হয়। আমর বিন আস সর্বপ্রথম খ্রিস্টানদের নিকট থেকে প্যালেস্টাইন দখল করেন এবং খলিফা স্বয়ং জেরুজালেম গমন করে শহরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে যীশু খ্রিস্টের জন্মভূমি প্যালেস্টাইন মুসলমানদের করতলগত হলে খ্রিস্টান জগতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাদের প্রতিক্রিয়ার ফল ছিল ক্রুসেড।

উদ্দীপকে বর্ণিত দুই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকা যুদ্ধের মাধ্যমে ক্রুসেডের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই যুদ্ধের পিছনে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান ছিল। মহানবি (স)-এর মেরাজ গমনের স্থান এবং হযরত মুসা ও হযরত দাউদের স্মৃতি বিজড়িত জেরুজালেম মুসলমানদের এবং খ্রিস্টানদের নিকট সমানভাবে পবিত্র। প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টান, ইহুদি ও মুসলমান এ তিনটি সম্প্রদায়ের জন্য জেরুজালেম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যার কারণে ফাতেমি নবম খলিফা আল হাকিম ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের খ্রিস্টানদের পবিত্র সমাধি ও গির্জা ধ্বংস করলে তারা খুবই বিক্ষুব্ধ হয়। এছাড়া সেলজুক শাসকরা খ্রিস্টানদের তীর্থযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে ইউরোপের খ্রিস্টান জগতে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া পোপ দ্বিতীয় আরবানের ঘোষণা এবং সম্রাট কমনেসাসের আবেদন ক্রুসেডকে ত্বরান্বিত করেছিল, যা প্রায় দুশত বছরব্যাপী স্থায়ী ছিল। আটটি বড় রকমের ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ সমগ্র ক্রুসেডকে তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন।

১. প্রথম যুগ : ১০৯৫-১১৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এ সময় ক্রুসেডারগণ মুসলিম ভূখণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আতাবেগ জঙ্গীর এডিসা পুনরুদ্ধার পর্যন্ত প্রথম ক্রুসেড স্থায়ী হয়।
২. দ্বিতীয় যুগ : ১১৪৪-১১৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ ইমামুদ্দীন জঙ্গীর শাসনকাল হতে সালাহউদ্দিনের শাসনকাল পর্যন্ত।
৩. তৃতীয় যুগ : ১১৯৩-১২৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগে খ্রিস্টানদের মধ্যে কয়েকটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন হতে ক্রুসেডারগণের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়।

ঘ উক্ত যুদ্ধ তথা ক্রুসেডের ফলে আক্রমণকারী দল তথা খ্রিস্টানদের জীবনাচরণে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিলো।

প্রকৃতপক্ষে ক্রুসেডের যুদ্ধগুলো ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করেছিল। ব্যভিচার, অমানুষিক অত্যাচার, ধ্বংসযজ্ঞ, লুণ্ঠন ছিল ধর্মযোদ্ধাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু পোপের নির্দেশে সংঘটিত এই ধর্মযুদ্ধ পক্ষান্তরে যাজকশ্রেণির কলঙ্কময় কর্মকাণ্ড ইতিহাসে পরিণত হয়। এছাড়া ক্রুসেডের ফলে পাশ্চাত্য দেশসমূহ প্রাচ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করে এবং প্রাচ্যে ধর্ম প্রচার ও বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়।

সংঘর্ষের ঘটনাটি অর্থাৎ ক্রুসেড ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ক্রুসেডের প্রভাবে দ্বাদশ শতাব্দী হতে ইউরোপে হাসপাতালের উদ্ভব ও প্রসার এবং সর্বসাধারণের স্নানাগার প্রবর্তিত হয়। খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের কাছ থেকে মেরিনার্স কম্পাসের ব্যবহার শিক্ষা লাভ করে। মুসলমানদের নিকট থেকে তারা সুগন্ধি দ্রব্য মসলা, মিষ্টান্ন ও বিভিন্ন প্রকার বেশভূষার ব্যবহার ও গৃহসজ্জা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। ক্রুসেডে লিপ্ত খ্রিস্টানরা মুসলমানদের উন্নত সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব, রুচিপূর্ণ জীবনযাত্রা স্বচক্ষে অবলোকন করে বিস্মিত হয়। ক্রুসেড প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করেছিল। ফলে সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে। প্রাচ্যের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং গৃহবিন্যাস করার সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা ইউরোপীয়রা এতই প্রভাবান্বিত হয় যে, তারা 'হুবহু আল খায়র' (সমুপ্রভাত) কথাটি পর্যন্ত নিজেদের দেশে চালু করে। ঐতিহাসিক হুটন ও ওয়েবস্টার বলেন, 'তারা মার্জিত রুচিজ্ঞান, উন্নততর ভাবধারা ও উদার সহানুভূতি নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে।' মুসলমানদের উন্নত ভাবধারার সংস্পর্শে আসার প্রভাবে প্রথমে নবজাগরণে তথা রেনেসাঁ পরে নব্য ইউরোপের জন্মদান করে। টয়নবি বলেন, 'ক্রুসেডের ফলেই আধুনিক ইউরোপের জন্ম হয়েছে।'

পরিশেষে বলা যায়, ক্রুসেড ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৯ রোমান সম্রাট অগাস্টাস তার প্রজাদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য রাজ্যের সর্বত্র স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি অসংখ্য পাণ্ডুলিপি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। ফলে রোমান সাম্রাজ্যে প্রগতির সূচনা হয়। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, পিলখানা, ঢাকা]*

ক. কত সালে বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ. রাওয়ান্দিয়া কারা? ২
গ. উক্ত রোমান সম্রাটের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আব্বাসি শাসকের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তিনি কীভাবে আরবদেশে প্রগতির সূচনা করেছিল? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ রাওয়ান্দিয়া ছিল একটি পারসিক উগ্রপন্থি সম্প্রদায়।

খলিফা আল মনসুর ধর্মের প্রতি খুব আকৃষ্ট ছিলেন বলে রাওয়ান্দিয়ারা খলিফাকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করে। তাদের এরূপ ইসলামবিরোধী প্রচারণার জন্য খলিফা তাদের ২০০ জনকে কারারুদ্ধ করেন। এর কিছু দিন পর এই সম্প্রদায়ের ৬০০ জনের একটি দল খলিফার দর্শনপ্রার্থী হয়ে হঠাৎ করে খলিফাকে আক্রমণ করে বসে। মায়ান বিন যায়েদার হস্তক্ষেপে খলিফা তাদের হাত থেকে রক্ষা পান।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত দেওয়ান রোমান সম্রাট অগাস্টাসের কর্মকাণ্ডের সাথে আব্বাসি খলিফা আল মামুনের মিল আছে।

৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ভ্রাতা আমিনের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করে খলিফা মামুন বাগদাদ নগরীকে সুদৃঢ়ীকরণের নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগী হন। আর এ লক্ষ্যে ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে গড়ে তোলেন বিশ্বখ্যাত বায়তুল হিকমা (বিজ্ঞানাগার)। এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাসহ, অনুবাদ, গবেষণাধর্মী নানা কাজ করা হতো।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, রোমান সম্রাট অগাস্টাস প্রজাদের শিক্ষার জন্য অনেক স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তিনি নিজেও খুব জ্ঞানী ছিলেন, যা খলিফা আল মামুনের সাথে সাদৃশ্যময়। আব্বাসি খিলাফতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য খলিফা মামুন বাগদাদে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষাগ্রহণের জন্য এ প্রতিষ্ঠান সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি প্রচুর অর্থ ও লা-খারাজ সম্পত্তি দান করেন। এছাড়া খলিফা মামুন বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেন। এখানে বিভিন্ন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়। কুরআন, হাদিস, তাফসির, তর্কশাস্ত্র, গণিত, রসায়ন, ভূগোল, পদার্থ, চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষার প্রসারে তিনি ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। এ সকল দিক দিয়ে উদ্দীপকের অগাস্টাসের সাথে আব্বাসি খলিফা আল মামুনের সাদৃশ্য রচিত হয়েছে।

ঘ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখার উন্নয়ন ঘটিয়ে আব্বাসি খলিফা আল মামুন আরবদেশে প্রগতির সূচনা করেছিলেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রোমান সম্রাট অগাস্টাস জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ, প্রতিষ্ঠা করেছে, যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। অগাস্টাসের এ ভূমিকার ন্যায় খলিফা আল মামুনও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আর এ ভূমিকা তৎকালীন আরব বিশ্বে জাগরণ সৃষ্টি করেছিল।

https://teachingbd24.com

খলিফা আল মামুন বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করে সবার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। এখানে দেশি-বিদেশি গ্রন্থের অনুবাদ, গবেষণা করা হতো যা জ্ঞান চর্চায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানে উৎসাহী ছিলেন। তাই জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি বাগদাদের সন্নিকটে শামাসিয়া নামক স্থানে জোতির্বিজ্ঞান গবেষণার জন্য একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। মামুনের অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আদেশে মুসলিম মনীষীগণ বিষুবরেখা, পৃথিবীর আকৃতি, সূর্যঘড়ি পৃথিবীর ব্যাস, চন্দ্র-সূর্যের দ্বারা সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন। তার সময়ে পদার্থবিদ আবুল হাসান দূরবীণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। খলিফা মামুনের শাসনামলে আব্বাসি গণিত শাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনি নিজে একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন। তার সময়কার বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ছিলেন 'হিসাবুল-জবর ওয়াল মুকাবালাহ' রচয়িতা আল খাওয়ারিজমি'। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এ গ্রন্থটি ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। খলিফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান ভস্মীকরণ ও লঘুকরণ সূত্র দুটি আবিষ্কার করেন। এছাড়া খলিফা মামুন দর্শনশাস্ত্রের উন্নতিতে অবদান রেখেছেন। দার্শনিক আল কিন্দি খলিফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি 'এরিস্টটল ধর্মতত্ত্ব' আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং মুসলিম দর্শনের সাথে প্লেটো ও এরিস্টটলের মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, আব্বাসি খলিফা আল মামুন গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, রসায়ন, ইতিহাস ও দর্শন চর্চায় অসামান্য অবদান রাখেন। এ কারণে তার রাজত্বকালকে অগাস্টান যুগ বলে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ মাসরুর সাহেবের শাসনামলে দেশের বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিতদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতায় একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। সেখানে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিখ্যাত বইপত্র আনা হয়। ফলে জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা গবেষণা কার্যক্রমে উৎসাহিত হতে থাকে। কিন্তু সরকারি অনুদানের অভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপকভাবে এর ক্ষেত্র প্রসারিত করতে পারছেন না। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১

খ. আবুল আব্বাসকে আস্ সাফাহ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির সাথে আল-মামুনের কোন প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গবেষণা কর্মকাণ্ডে উক্ত সংস্থার চেয়ে আব্বাসীয় প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্র আরো বেশি ছিল— মূল্যায়ন কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম আত তুঘ্রিল বেগ।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ গবেষণা কর্মকাণ্ডে উক্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ে আব্বাসি খলিফা আল-মামুনের বায়তুল হিকমাহর অবদান আরো অনেক বেশি ছিল— মন্তব্যটি সঠিক।

আব্বাসি খলিফা আল-মামুন ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বায়তুল হিকমাহ প্রতিষ্ঠা করেন। তার নির্মিত বায়তুল হিকমাহ ছিল আব্বাসিদের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক।

উদ্দীপকে যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির কথা বলা হয়েছে সেখানে গবেষণার জন্য দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিখ্যাত বই সংগ্রহ করা হয়েছে কিন্তু সরকারি অনুদানের অভাবে প্রতিষ্ঠানটি ব্যাকভাবে প্রসারলাভ করেনি। কিন্তু আব্বাসি খলিফা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বায়তুল হিকমাহ নির্মাণ ও কার্যক্রম চালিয়েছেন এবং জ্ঞান বিকাশে বায়তুল হিকমাহ গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ ব্যুরো এই তিনটি বিভাগ স্থাপন করেন। বায়তুল হিকমার অনুবাদ ব্যুরোর কার্যক্রম জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও প্রসার সাধনে অতুলনীয় ভূমিকার দাবিদার। খলিফা আল-মামুন বায়তুল হিকমার অনুবাদ দপ্তরে গ্রিক সিরীয়, পারসিক, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মূল্যবান গ্রন্থাদি এবং লিউক, বোস্টার, গ্যালেন ইউক্লিড, টলেমি, পল, এরিস্টটল ও প্লেটো রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে সেগুলো আরবিতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। এজন্য ঐতিহাসিক পি কে হিট্টি বায়তুল হিকমাকে 'ইসলামের প্রথম উচ্চ শিক্ষার উন্নত প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করেন।'

উপর্যুক্ত পর্যালোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ সাধনে উদ্দীপকের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে গবেষণা কর্মকাণ্ডে খলিফা আল-মামুনের বায়তুল হিকমাহর অবদান আরো অনেক বেশি ছিল।

প্রশ্ন ▶ ১১ ইথিওপিয়ার স্বৈরাচারী সরকারের কার্যক্রমে যখন সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ তখন হামাস বংশের হাফিস নামে বিপ্লবী এক নেতার উত্থান ঘটে। তিনি সাধারণ মানুষের সমন্বয়ে গঠিত 'জনতার আন্দোলন' নামে সরকার বিরোধি কর্মসূচির ডাক দেন। কর্মসূচিকে বেগবান ও সফল করার জন্য নানামুখী প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বিভিন্ন ভুক্তভোগী শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায় করার কারণে উক্ত আন্দোলন সফল হলে অতি সহজে সরকার পতনে সক্ষম হন। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. মামুনের শাসনামলে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লবী নেতা হাফিসের সাথে আব্বাসীয় কোন খলিফার মিল রয়েছে তার চরিত্র বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতিই আব্বাসীয় আন্দোলনকে সফল করেছিল— মূল্যায়ন কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জাফর বার্মাক।

খ মামুনের সময় রোমান সম্রাট অগাস্টানের শাসনামলের মতো বাগদাদ শিক্ষা, সংস্কৃতির পাদপীঠে পরিণত হয়েছিল বলে তার শাসনামলকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়।

মামুনের শাসনকাল ছিল আব্বাসি তথা আরবদের জন্য অলংকারস্বরূপ। সৈয়দ আমির আলী বলেন, "তার বিশ বছরব্যাপী শাসনকাল চিন্তাধারার প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিবর্ধিত স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছে।" তার শাসনকালে সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। আমির আলী বলেন, "মামুনের খিলাফত সারাসানীয় ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। যথার্থভাবেই এটিকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়েছে।"

গ সৃজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১২ বাংলায় ইলিয়াসশাহী বংশের শাসক গিয়াসউদ্দিন আজমশাহ ছিলেন একজন প্রজারঞ্জক শাসক। রাজ্যের প্রজাসাধারনের জন্য তিনি রাস্তাঘাট, সরাইখানা, পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মক্কা ও মদিনাতে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণে অর্থ ব্যয় করেন। তিনি হজব্রত পালনকারীদেরও অর্থ সাহায্য দেন। তিনি কাব্যপ্রীতিতে মগ্ন থাকতেন। ফরাসি কবি হাফিজের সাথে তার পত্রালাপ হয়েছিল। চীনের সম্রাট ইয়াংলু তার দরবারে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তবে তিনি সমরনীতিতে তেমন কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। এমনকি তিনি আসামে বিফল অভিযান প্রেরণ করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের রাজাদের ওপর তিনি প্রভুত্ব কায়েম করতে পারেননি। *[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. খলিফা হারুন-অর-রশিদ বার্মাকিদের প্রতি কীরূপ নীতি গ্রহণ করেছিলেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে কোন আব্বাসি খলিফার আংশিক সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শাসক উক্ত খলিফার পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করে কি? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

https://teachingbd24.com

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হলেন আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর।

খ খলিফা হারুন অর রশিদ বার্মাকি উজির পরিবারের প্রতি দমনমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

দীর্ঘ সতেরো বছর পরম নিষ্ঠা অবিচল আনুগত্য ও আত্মত্যাগ এবং অসামান্য কর্মনৈপুণ্যে বার্মাকি উজিরগণ আব্বাসিদের শক্ত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেও ফজল বিন রাবির ব্যক্তিগত শত্রুতা ও উচ্চাভিলাষ, বার্মাকিদের অপরিসীম প্রভাব, বার্মাকি জাফর কর্তৃক বোন আব্বাসাকে গোপন বিবাহ এবং নানা সন্দেহের কারণে খলিফা হারুন বার্মাকিদের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ হন। ফলে জাফরের শিরশ্ছেদ করা হয়। বৃদ্ধ ইয়াহিয়া, ফজল, মুসা ও মুহাম্মদকে রাক্কায় কারারুদ্ধ করা হয় এবং তাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এভাবে বার্মাকিদের প্রতি খলিফা হারুন-অর-রশিদ দমন নীতি গ্রহণ করেন।

গ উদ্দীপকের শাসকের সাথে আব্বাসি খলিফা আল মাহদির কর্মকাণ্ডের আংশিক মিল পাওয়া যায়।

পিতা মনসুরের মৃত্যুর পর তারই মনোনয়নানুসারে আল মাহদি ৭৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি স্বভাবত দয়ালু ও মহানুভব ছিলেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করা মাত্রই পিতার শাসনকালের নিষ্ঠুরতার প্রতিকার সাধন করেন। এছাড়া জনগণের কল্যাণার্থে তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। খলিফা আল মাহদি জ্ঞানী- গুণীদেরও খুব সমাদর করতেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়গুলোর প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকের শাসক গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ছিলেন একজন প্রজারঞ্জক শাসক। তিনি প্রজাসাধারণের জন্য রাস্তাঘাট, সরাইখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মক্কা-মদিনায় মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণে অর্থ ব্যয় করেন এবং হজ পালনকারীদের অর্থ সাহায্য দেন। তাছাড়া তিনি কবিদের বিশেষ সমাদর করতেন। এই বিষয়গুলোর সাথে আব্বাসি খলিফা আল মাহদির কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে। আল মাহদি তার জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য মহিমান্বিত হয়ে আছেন। তার আদেশে শহরের সমুদয়পথ পাকা ও প্রশস্ত করা হয়। পবিত্র মক্কা-মদিনা নগরীদ্বয় পর্যন্ত সমগ্র পথে কূপ ও জলাধার সমন্বিত বৃহৎ এবং আরামদায়ক গৃহ নির্মিত হয়। তীর্থযাত্রী ও পথচারীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করা হয়। প্রতি বছর কাবা শরিফের জন্য তিনি গিলাফ প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীদের বাগদাদে আমন্ত্রণ জানান। মুহাদ্দিস শায়িয়াহ বিন আবি ওহাব, সুফিয়ানছুরী, বৈয়াকরণ খলিল আহম্মদ প্রমুখ মাহদির সময় বাগদাদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন। এ সকল দিক দিয়ে মিল থাকলেও সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে আল মাহদি ও উদ্দীপকের শাসকের মধ্যে কোনো মিল নেই। তাই বলা যায় উদ্দীপকে আল মাহদির কর্মকাণ্ডের আংশিক সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

ঘ উদ্দীপকের শাসকের অনেক কর্মকাণ্ডই উক্ত খলিফার অর্থাৎ আল-মাহদির কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে না— উক্তিটি যথার্থ।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, বাংলার ইলিয়াস শাহী বংশের শাসক গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ জনকল্যাণমূলক অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও সমরনীতিতে তেমন কোনো কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। এমনকি তিনি আসামে বিফল অভিযান প্রেরণ করেন। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের রাজাদের ওপরও তিনি প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের এ সকল কর্মকাণ্ড আব্বাসি খলিফা আল মাহদির কর্মকাণ্ডের বিপরীত।

উদ্দীপকের শাসক সমরাভিযানে ব্যর্থ হলেও আল মাহদি এক্ষেত্রে ব্যর্থ ছিলেন না। আল মাহদি বাইজান্টাইনে সফল অভিযান প্রেরণ করেন। বাইজান্টাইনগণ খলিফা মনসুরের সাথে সম্পাদিত চুক্তিভঙ্গ করে ৭৭৯-৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম রাজ্যের সীমান্ত লুণ্ঠন শুরু করলে খলিফা তাদের প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন। আল মাহদি বাইজান্টাইনে অভিযান প্রেরণ করে সফলতা অর্জন করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই মেগাথাকোমিস নামক এক সেনাপতির নেতৃত্বে বাইজান্টাইনগণ মুসলিম রাজ্য পুনরায় আক্রমণ করে এবং ক্ষতিসাধন করে। সেনাপতি হারুন তাদের প্রতিরোধ করার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হলে বাইজান্টাইনগণ হতাহত হয়ে পরাজয় বরণ করে। এছাড়া খলিফা আল মাহদি কঠোর হস্তে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করেন। উদ্দীপকের শাসক তার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজাদের ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কিন্তু আল মাহদি তার সাম্রাজ্যের বিদ্রোহীদের দমন করে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, আব্বাসি খলিফার বাইজান্টাইনে সফল সামরিক অভিযান ও বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহ দমনের বিষয়গুলো উদ্দীপকের শাসকের আসামে বিফল অভিযান এবং বিভিন্ন অঞ্চলে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতার বিষয়গুলোকে সমর্থন করে না।

প্রশ্ন ▶ ১৩ 'ক' দেশের শাসক কর্তৃক 'খ' দেশের শাসক পরাজিত হয়ে কর প্রদানে বাধ্য হলে 'ক' দেশের শাসক দেশে ফিরে যান। কিন্তু কিছুদিন পর 'খ' দেশের শাসক কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে পুনরায় 'ক' দেশের শাসক আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করেন এবং পুনরায় কর প্রদানে রাজি করান। কিন্তু ৩য় বারও 'খ' দেশের শাসক পুনরায় কর প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানালে পুনরায় পরাজিত হন। এভাবে 'ক' দেশের শাসক বার বার ক্ষমা করায় তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পায়। *[জাজিমপুর গভ: গালর্স স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. খায়জুরান কে ছিলেন? ১

খ. ক্রুসেড বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে আব্বাসি বংশের যে খলিফার বৈদেশিক নীতির মিল রয়েছে তা লেখ। ৩

ঘ. উক্ত নীতির মাধ্যমে কি আব্বাসীয় বংশের ঐ শাসকের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খায়জুরান ছিলেন আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের রাজমাতা যার প্রভাবে খলিফা বন্দিকৃত ইয়াহহিয়া বার্মাকিকে মুক্ত করে দেন।

খ ক্রুসেড বলতে দ্বাদশ শতাব্দীতে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত ধর্মযুদ্ধকে বোঝায়।

একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনশত বছর ধরে ঈর্ষাপরায়ণ ও বিক্ষুব্ধ খ্রিষ্টান জগৎ ধর্মের ডাকে বক্ষে ক্রুস চিহ্ন ধারণ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালনা করে, তাই ইতিহাসে ক্রুসেড নামে পরিচিত। ক্রুসেড শব্দটির অর্থ ধর্মযুদ্ধ। খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় প্রতীক ক্রুস থেকে 'ক্রুসেড' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। মুসলিম এশিয়ার বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান ইউরোপের সীমাহীন হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে ক্রুসেড নামক এ ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে।

গ উদ্দীপকের সাথে আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের বৈদেশিক নীতির মিল রয়েছে।

আরব্য উপন্যাসের নায়ক আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনকাল ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি তাকে শাসক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছে। যদিও তার চারিত্রিক দুর্বলতা বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যর্থতা এনে দিয়েছিল।

উদ্দীপকের ঘটনাটি খলিফা বাইজান্টাইন কোষাধ্যক্ষ নাইসিফোরাস আইরিনের প্রতি খলিফা হারুন-অর-রশিদের নীতির ইঙ্গিত দেয়। আইরিন বারবার খলিফাকে কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণের কারণে খলিফা ৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাকে সন্ধি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর প্রদানে বাধ্য করেন। কিন্তু ধূর্ত আইরিন সন্ধি ভঙ্গ করে পুনরায় মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। খলিফা পুনরায় তাকে শাস্তি দিতে অভিযান প্রেরণ করে কর প্রদানে বাধ্য করেন। কিন্তু নাইসিফোরাস প্রতিবারই সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও আমরা এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের 'ক' শাসকের বৈদেশিক নীতি খলিফা হারুন-অর-রশীদের নাইসিফোরাস আইরিনের প্রতি অনুসৃত নীতিরই অনুরূপ।

ঘ উক্ত নীতির মাধ্যমে অর্থাৎ বাইজান্টাইন কোষাধ্যক্ষ নাইসিফোরাস আইরিনের প্রতি খলিফা হারুন-অর রশিদের অনুসৃত নীতি তার চারিত্রিক দুর্বলতাকেই তুলে ধরে।

আব্বাসি বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক খলিফা হারুন-অর-রশিদ তার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির দ্বারা সাম্রাজ্যকে গৌরবের চরম শিখরে নিয়ে যান। তার শাসনামল ছিল আব্বাসি বংশের শ্রেষ্ঠ যুগ। বিদ্রোহ দমন, বাইজান্টাইনদের

https://teachingbd24.com

প্রতিরোধ, বাগদাদের উন্নতি সাধনসহ নানা জনকল্যাণমুখী কর্মের মাধ্যমে তিনি রাজ্যের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট হন। কিন্তু বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তিনি সামান্য ভুল করায় তাকে এর খেসারত দিতে হয়।

উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈদেশিক নীতি অর্থাৎ বাইজান্টাইনদের প্রতি খলিফা হারুন-অর রশীদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ ছিল একটি মস্ত বড় ভুল। তিনি বাইজান্টাইনদের সাথে বারবার সংঘর্ষে বিজয়ী হয়েও তাদেরকে সমূলে বিনাশ না করে দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। বাইজান্টাইন কোষাধ্যক্ষ নাইসিফোরাস আইরিন খলিফাকে কর প্রদানে সম্মত হয়েও সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। সর্বশেষ ৮০৮-৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে নাইসিফোরাস মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে খলিফা পূর্বাঞ্চলের খোরাসনের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় তাকে শাস্তি দিতে বিলম্ব করেন। কিন্তু এ অভিযানে খলিফার মৃত্যু হয়। তাই বাইজান্টাইনদের মোকাবিলা করা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রমাণিত হয় যে, বাইজান্টাইনদের প্রতি খলিফার নীতি তার দুর্বলতার পরিচয়কে উপস্থাপন করে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ প্রাচীন রুশ দেশে একজন প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। তার মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়ে দেশের অভ্যন্তরে একদল মানুষ তাকে খোদার সাথে তুলনা করতে থাকেন। এতে রাজা বিব্রত বোধ করেন। উক্ত আচরণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে রাজা তাদের বন্দী করেন। উক্ত সম্প্রদায়ের আচরণে ও কর্মকাণ্ডে রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাদের দমনের ফলে রাজা বড় ধরনের দূর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পান। এর ফলে রাজ্যে বিশৃংখলা প্রশমিত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। *[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. আস-সাফফাহ কে ছিলেন? ১

খ. খলিফা আল মামুনের 'জ্ঞানমনস্ক' কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকটি আব্বাসি খিলাফতের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিস্ট খলিফা তার রাজ্যে এরূপ বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা দমনে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা মূলপাঠের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ।

খ আল মনসুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিভিন্ন সভ্যতার ও ভাষার গ্রন্থাদি আরবি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য একটি অনুবাদ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ইবনে মুকাফফা সংস্কৃত হতে ফারসি ভাষায় অনুবাদ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। মনসুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ইবনে মুকাফফা সংস্কৃত হতে ফারসি ভাষায় অনূদিত কালিলা ও দীমানা নামক সর্বজনবিদিত পশু রক্ষার গল্প আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। আল মনসুরের নির্দেশে ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র খন্ডকা খাদ্যকা এবং গল্পপুস্তক 'হিতোপদেশ' আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

গ উদ্দীপকের ঘটনাটি আব্বাসি খলিফা আল মনসুরের সময়ের রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের ইঙ্গিত দেয়।

খলিফা আল মনসুর ধর্মপ্রাণ ছিলেন বলে ৭৫৮ খ্রিষ্টাব্দে রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় খলিফাকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করেন। তাদের এরূপ ধর্মবিরোধী কার্যের জন্য মনসুর বাধ্য হয়ে তাদের ২০০ জনকে কারাবন্ধ করেন। ফলে ৬০০ রাওয়ান্দিয়ার একটি দল খলিফার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলে তাকে আক্রমণ করে। মারওয়ানের বংশধর মারান বিন যায়েদার সহযোগিতায় তিনি রাওয়ান্দিয়াদের আক্রমণ থেকে বেঁচে যান এবং তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেন।

উদ্দীপকে এ ঘটনারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়। রুশ দেশীয় প্রজাহিতৈষী রাজার মহানুভবতার সুযোগ নিয়ে প্রজারা তাকে খোদার সাথে তুলনা করে। রাজা এতে বিব্রতবোধ করেন। তাদের আচরণে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় রাজা তাদের বন্দি করে রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উল্লিখিত ঘটনা এবং খলিফা আল মনসুরের সময়ের রাওয়ান্দিয়াদের বিদ্রোহ ও দমন একই সূত্রে গাঁথা।

ঘ উক্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিস্ট খলিফা অর্থাৎ আল মনসুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা তার রাজ্যে এরূপ বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা কঠোরভাবে দমন করেছিলেন।

উদ্দীপকে আল মনসুরের রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমনের বিষয়টির ইঙ্গিত করা হয়েছে। খলিফা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাওয়ান্দিয়াদের বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

আব্বাসি শাসক আল মনসুর তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা আব্বাসি শাসনকে সুদৃঢ়করণের জন্য বিভিন্ন বিদ্রোহ-গোলযোগ দমনের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। খিলাফত লাভের পরপরই তার চাচা ও সিরিয়ার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ বিন আলীর বিদ্রোহ দমন করেন। কারণ আবুল আব্বাস তাকে পরবর্তী খলিফা বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এরপর আবু মুসলিম খোরাসানির অত্যধিক জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে পরিকল্পনা করে তাকেও হত্যা করেন। কারণ আবু মুসলিমের জীবদ্দশায় মনসুর নিজেকে সিংহাসনে নিরাপদ মনে করেননি। এরপর তিনি পর্যায়ক্রমে সানবাদের বিদ্রোহ, রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ও খোরাসনির বিদ্রোহ দমন করেন। বিদ্রোহ দমনের মাধ্যমে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রকাশ পায় এবং দেশ মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, আল মনসুর তার অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য সাহস, দূরদর্শিতা ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞার বলে সকল বিদ্রোহ দমনের মাধ্যমে নব প্রতিষ্ঠিত আব্বাসি সাম্রাজ্যের ভিত মজবুত করেন।

প্রশ্ন ▶ ১৫ রফিক মিয়া শফিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। জনদরদি ও জনপ্রতিনিধি ইউনিয়নবাসীর অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে ইউনিয়ন ভ্রমণ করতেন। জনসাধারণের সর্ববিধ উন্নতি বিধান এবং স্বার্থ সংরক্ষণ তার উপজেলায় কোন চেয়ারম্যানই তার মতো যত্নবান ছিলেন না। *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. আল মামুন কত খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি খিলাফত লাভ করেন? ১

খ. আল মনসুরকে আব্বাসী খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন আব্বাসি খলিফার চারিত্রিক গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে প্রকাশিত চারিত্রিক বৈশিস্ট্য ছাড়াও উক্ত খলিফা নানা গুণের অধিকারী ছিলেন— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে আল মামুন আব্বাসি খিলাফত লাভ করেন।

খ আবুল আব্বাস পরিকল্পিতভাবে উমাইয়াদের নিধনযজ্ঞের আয়োজন করেন। এ কারণেই তাকে আস-সাফফাহ বলা হয়।

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি ফিলিস্তিনের আবু ফুট্রস নামক স্থানে উমাইয়া বংশীয় ৮০ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। বসরাতেও অনুরূপ হত্যাযজ্ঞ সাধিত হয়। শুধু তাই নয় আস-সাফফাহর আদেশে মৃতদেরকে কবর থেকে উঠিয়ে নিয়ে হাড়গুলো ভস্মীভূত করে বায়ুতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এসকল হত্যাযজ্ঞের কারণে আবুল আব্বাসকে আস সাফফাহ বা রক্তপিপাসু বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চারিত্রিক গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হারুন-অর-রশিদ বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক ও দানশীল ছিলেন। এছাড়াও অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং চারিত্রিক মাহাত্ম্যের অধিকারী ছিলেন। তার এ বৈশিস্ট্য রফিক মিয়ার চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

শফিপুরের চেয়ারম্যান রফিক মিয়া ইউনিয়নবাসীর অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে ভ্রমণ করতেন। জনসাধারণের সর্বাধিক উন্নতি বিধান এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তার মতো যত্নবান চেয়ারম্যান আর ছিল না। খলিফা হারুন-অর-রশিদের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। অবিচার প্রতিকার এবং অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্তদের দুঃখমোচন করার জন্য রাত্রে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে বেড়ানো তার অভ্যাস ছিল। বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও

https://teachingbd24.com

তিনি জনসাধারনের উন্নতি বিধানে ও স্বার্থ সংরক্ষণে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। প্রজাসাধারণের কল্যাণে তিনি নহর-ই-জুবাইদা খনন করেন। তার ন্যায় প্রজারঞ্জক ও প্রজাবৎসল নরপতি আব্বাসি খিলাফতের আর কেউ ছিল না বললেই চলে। সুতরাং দেখা যায়, রফিক মিয়ার চরিত্র ও কর্ম আব্বাসি খলিফা হারুন-আর-রশিদের চরিত্রের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ শুধু উদ্দীপকের উল্লিখিত গুণাবলিই নয়, বরং বহু গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রে।

আল হাদীর পুত্রকে পরাজিত করে হারুন-অর-রশিদ ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ২৫ বছর বয়সে বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ২৩ বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তার অসামান্য প্রতিভা ও অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্যের জন্য ইতিহাসে তার রাজত্বকাল সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জল যুগ। উদ্দীপকের প্রজাবাৎসল্য গুণটি ছাড়া বহু গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ সিংহাসনে বসেই কঠোর হস্তে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। একজন সমরকুশলী হিসেবে দক্ষ রণকুশলতার পরিচয় দেন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে তিনি দক্ষ নৃপতি হিসেবে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেন। খারেজি সম্প্রদায় দমন সিরিয়া ও সিন্ধু প্রদেশে মুদারীয় ও হিমারীয়দের দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইসলামি শরিয়াভিত্তিক সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে আব্বাসি খিলাফতে স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। বাগদাদ নগরীকে তিনি সমসাময়িক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। সুরম্য রাজপ্রাসাদ, আড়ম্বরপূর্ণ দরবার, নয়নাভিরাম মিলনায়তন দ্বারা তিনি শহরকে সুসজ্জিত করেন। তিনি সর্বপ্রথম আরব সাম্রাজ্যে হাসপাতাল নির্মাণ করেন। তার সময়ে সমগ্র রাজ্যে ৩৪টি হাসপাতাল ছিল।

পরিশেষে বলা যায়,খলিফা হারুন-অর-রশিদের উল্লিখিত গুণ ও কর্মের কারণে তার রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করে। এ কারণেই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৬ কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লির সুলতানি আমলের প্রতিষ্ঠাতা। দুর্বল শাসন ব্যবস্থা, জাতিগত বিরোধ, সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে সুলতানি আমলের পতন ত্বরান্বিত হয়। আর ১৫২৬ সালে সম্রাট বাবর কর্তৃক ভারত আক্রমণের মাধ্যমে সুলতানি আমলের চূড়ান্ত পতন ঘটে এবং মুঘল রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. আব্বাসি কারা? ১

খ. আবুল আব্বাসকে আস-সাফফাহ বলা হয় কেন? ২

গ. সুলতানি আমলের পতনের সাথে তোমার পঠিত আব্বাসি রাজবংশের পতনের কী কী সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর সম্রাট বাবরের দিল্লি আক্রমণের ন্যায় একটি আক্রমণই আব্বাসি বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটায়? যুক্তি দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসিরা হলো মক্কার কুরাইশ বংশের হাশেমিদের বংশধর।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুলতানি আমল পতনের কারণের সাথে আব্বাসি রাজবংশের পতনের কারণসমূহের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

যে কোনো সাম্রাজ্যের পতনে কতকগুলো কারণ ক্রিয়াশীল থাকে। আব্বাসি রাজবংশের পতনের মধ্যে উদ্দীপকের অনেকগুলো কারণ লক্ষ করা যায়। এ কারণগুলোর মধ্যে উদ্দীপকের সুলতানি আমলের পতনের কারণের সাথে কতকগুলো সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তা হলো খলিফাদের অযোগ্যতা, সামরিক বিভাগের প্রতি অমনোযোগিতা, জাতিগত বিভেদ ইত্যাদি।

উদ্দীপকের কুতুবউদ্দিন আইবেক কর্তৃক দিল্লির সুলতানি আমলের পতন ত্বরান্বিত হওয়ার যে কারণগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো দুর্বল শাসন ব্যবস্থা জাতিগত বিরোধ, সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা ইত্যাদি। উল্লিখিত কারণগুলোর সাথে আব্বাসি রাজবংশের যথাক্রমে সাদৃশ্যগুলো হলো— দুর্বল শাসন ব্যবস্থার সাথে খলিফাদের অযোগ্যতা তুলনা করা যায়। জাতিগত বিরোধের সাথে তুলনা করা যায়। আব্বাসি খিলাফতে হিমারীয়, মুদারীয়, পারস্পরিক তুর্কি, সেমেটিক ও বার্বারদের মধ্যে জাতিগত বিভেদ ও গোত্রকলহ। এমনকি এযুগে শিয়া, সুন্নি, মুতাজিলা, আশায়ারী, ফাতেমি প্রভৃতি ধর্মতাবলম্বীদের মাঝে বিরোধ লক্ষ করা যায়। সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা সাথে তুলনা করা যায় আব্বাসি খলিফাদের সামরিক বিভাগের প্রতি অমনোযোগিতা। যার কারণে সৈন্যবাহিনীর শক্তি হ্রাস পায়। আর এ বিষয়গুলোই সুলতানি আমলের পতনের সাথে আব্বাসি রাজবংশের পতনের সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

ঘ হ্যাঁ, সম্রাট বাবরের দিল্লি আক্রমণের ন্যায় হালাকু খানের একটি আক্রমণই আব্বাসি বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটায়।

যেকোনো সমাজের পতন সহজে হয় না। এক্ষেত্রে কতগুলি কারণ বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের পতনের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ কারণ যেমন দায়ী থাকে, তেমনি বহিঃশত্রুর আক্রমণও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। আর এটিই উদ্দীপকের সুলতানি শাসন এবং আব্বাসি বংশের পতনের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দুর্বল শাসন ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন কারণে দিল্লির সালতানাত দুর্বল হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই ১৫২৬ সালে সম্রাট বাবরের ভারত আক্রমণের মাধ্যমে সুলতানি আমলের পরাজয়ে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক এভাবেই আব্বাসি বংশের পতন হয়। আমির-উমরাহদের স্বেচ্ছাচারিতা, ফাতেমীয়দের উত্থানসহ বহুবিধ কারণে আব্বাসি সাম্রাজ্যের ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়। এমন অবস্থায় ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খান আক্রমণ করলে পাঁচশ বছরের আব্বাসি শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বাগদাদের লোকসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। কিন্তু হালাকুর ছয় সপ্তাহের ধ্বংসযজ্ঞে ১৬ লক্ষ প্রাণ হারায়। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, তিন দিন ধরে নগরীর রাজপথে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয় এবং দজলার পানির গতিপথে বহু মাইল পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটা প্রতীয়মান হয় যে, সম্রাট বাবরের দিল্লি আক্রমণের ন্যায় হালাকু খানের একটি আক্রমণই আব্বাসিদের পরাজয় হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৭ আমরা জানি যে একটি রাজবংশ একশত থেকে দেড়শ বছরের বেশি তার শৌর্যবীর্য ধরে রাখতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে পতন ঘটে।

[শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. বায়তুল হিকমা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উক্ত রাজবংশ পতনের পরোক্ষ কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত রাজবংশ পতনের জন্য শেষ খলিফাকে দায়ী করা হয়— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা খালিদ বিন বার্মাক।

খ আব্বাসি খলিফা আল মামুন প্রতিষ্ঠিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা জ্ঞানগৃহ হলো বায়তুল হিকমাহ।

বায়তুল হিকমাহ শব্দের অর্থ জ্ঞানগৃহ। খলিফা আল মামুন ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ বিভাগ এ তিনভাগে বিভক্ত ছিল। সুপণ্ডিত হুনায়ন বিন-ইসহাক এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখানে গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমী, পল প্রমুখ মনীষীদের প্রাচীন গ্রন্থাবলি অনুবাদ করা হতো এবং অনুবাদকারীকে গ্রন্থের ওজনে স্বর্ণমুদ্রায় পারিশ্রমিক প্রদান করা হতো।

গ উক্ত রাজবংশ অর্থাৎ আব্বাসি বংশের পতনে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলাসহ নানাবিধ পরোক্ষ কারণ ভূমিকা রাখে।

পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো রাজবংশ স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। একটা নির্দিষ্ট সময়ে তাদের পতন ত্বরান্বিত হয়েছে। আব্বাসি রাজবংশের ক্ষেত্রেও এর বিপরীত ঘটেনি। কিন্তু এই রাজবংশের অবলুপ্তির জন্য প্রত্যক্ষ কারণের চেয়ে পরোক্ষ কারণগুলো ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বার্বারদের অত্যাচারকে এই খিলাফত অবসানের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করলেও ব্যাঙের ছাতার

https://teachingbd24.com

মতো গজিয়ে ওঠা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উত্থান ও পরবর্তীতে সাম্রাজ্যের ওপর তাদের কর্তৃত্ব এই বংশের পতনকে অনিবার্য করে তোলে। আব্বাসিদের বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আল ওয়াসিকের (৮৪২-৪৭) পর অন্য কোন শাসক দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি। যার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ বিদ্রোহ শুরু করলে আব্বাসীয় রাজবংশের পক্ষে তা মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। কেননা পরবর্তী শাসকগণের উদাসীনতা ও অবহেলার ফলে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা অরাজকতায় সৃষ্টি হয়। এছাড়াও প্রশাসনের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতার পরিপূরক ছিল না। শোষণ ও অতিরিক্ত কর আদায়ের ক্ষেত্রেও আরব ও অনারবদের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখাটা ছিল স্পষ্ট। উত্তরাধিকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, পারস্পরিক হিংসা ও ষড়যন্ত্র। বিলাসবহুল জীবন এবং মদ ও নারী পারিবারিক প্রাণ শক্তিকে ধ্বংস করে এই সাম্রাজ্যের পতনকে অনিবার্য করে তোলে। উদ্দীপকে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর শৌর্যবীর্য হারিয়ে পতনের দিকে ধাবিত হয় বলে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা আব্বাসি সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উক্ত রাজবংশ অর্থাৎ আব্বাসি বংশের পতনের জন্য অনেক কারণ থাকলেও চূড়ান্তভাবে পতনের জন্য শেষ খলিফাকে দায়ী করা যায়।

আব্বাসি বংশের পতনের পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল। এ শাসনামলের শেষ দিকের শাসকগণ ভোগ বিলাসিতায় মত্ত ছিলেন। তাদের দুর্বল শাসন ব্যবস্থার কারণে সাম্রাজ্যের নানা অনিয়ম, অরাজকতা, বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়, যা তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে। তবে তাদের চূড়ান্ত পতনের ক্ষেত্রে শেষ খলিফা মুতাসিমের অদূরদর্শীতা ও মোগল নেতা হালাকু খানের সাথে ঔদ্ধত্য আচরণ প্রধান ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে একটি রাজ বংশের কথা বলা হয়েছে। যে বংশটি ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে পতন ঘটে। এ বর্ণনার মাধ্যমে আব্বাসি বংশের উত্থান ও পতনকেই নির্দেশ করা হয়েছে। আর আব্বাসি বংশের চূড়ান্ত পতনের জন্য শেষ খলিফা মুতাসিমকে দায়ী করা যায়। কেননা তার অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত এ বংশের চূড়ান্ত পতন নিশ্চিত করে। ১২৫৩ খ্রিষ্টাব্দে দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খান গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে নির্মূল করার জন্য মুতাসিমের সাহায্য কামনা করলে তিনি তাতে সাড়া দেননি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে হালাকু খান একই গুপ্তঘাতকদেরকে উচ্ছেদ করে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে বাগদাদ নগরীকে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং খলিফার আত্মসমর্পণ দাবি করে মুতাসিমের নিকট এক চরমপত্র প্রেরণ করেন। এতেও মুতাসিম সাড়া না দিলে মোঙ্গলরা বাগদাদ নগরীর বাইরের প্রাচীর ধ্বংস করে। নিরুপায় খলিফা মুতাসিম হালাকু খানের নিকট আত্মসমর্পণ করে ও তার পরিবার বর্গের প্রাণভিক্ষা চাইলে ক্রোধান্বিত হালাকু খান এতে কর্ণপাত না করে সপরিবারে মুতাসিমকে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এভাবে আব্বাসি বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটে। তবে মুতাসিম যদি হালাকু খানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার সাহায্যে এগিয়ে যেতেন তাহলে আব্বাসি বংশ আরও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারত।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আব্বাসি শেষ খলিফা তার বংশের চূড়ান্ত পতনের ক্ষেত্রে দায়ী ছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮ রহমান সাহেব ইতিহাস পড়ে জানতে পারেন যে, 'ক' নামক শাসক পূর্ববর্তী রাজবংশের পতন ঘটিয়ে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। শাসন ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি পূর্ববর্তী শাসকদের পাইকারিভাবে হত্যা করেন। তার নৃশংসতার জন্য তিনি রক্তপিপাসু নামে পরিচিত।

[শহীদ বীর বিক্রম রফিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. বাগদাদ নগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. জালালি ক্যালেন্ডার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের শাসকের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের কর্মকাণ্ড সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হলেন আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর।

খ বিশিষ্ট দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ উমর খৈয়ামের নেতৃত্বে নিশাপুরের জ্যোতির্বিদগণ চান্দ্র মাসের পরিবর্তে সৌর মাস অনুযায়ী দিন গণনার প্রথা প্রচলন করেন, যা জালালি পঞ্জিকা হিসেবে পরিচিত।

আব্বাসি শানামলে প্রচলিত গণনা পদ্ধতির যাবতীয় ভুল সংশোধন করে একটি নতুন পঞ্জিকা তৈরি করা হয়। সুলতান মালিক শাহ জালাল-উদ-দৌল্লার নামানুসারে এর নাম দেওয়া হয় জালালি পঞ্জিকা।

গ উদ্দীপকে 'ক' নামক শাসকের কর্মকাণ্ডে আব্বাসি খিলাফতের প্রথম খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে জাবের যুদ্ধে উমাইয়া বংশের শেষ শাসক দ্বিতীয় মারওয়ানকে পরাজিত করে আবুল আব্বাস আব্বাসি খিলাফতের সূচনা করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি প্রতিশোধ স্পৃহায় জ্বলে ওঠেন। তিনি উমাইয়াদের নির্বিচারে হত্যা করেন। তবে তার নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও তিনি দায়িত্বের সাথে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। উদ্দীপকেও এর প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, 'ক' রাষ্ট্রপ্রধান হয়েই শত্রুদের ওপর হামলা পরিচালনা করেন ও পূর্ববর্তী শাসকের লোকদের হত্যা করেন যা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহর চারিত্রিক গুণাবলির অনুরূপ। ক্ষমতারোহণ করেই তিনি উমাইয়া নিধনযজ্ঞে মেতে ওঠেন। তাঁর এ হত্যাযজ্ঞ থেকে মৃত উমাইয়ারাও রক্ষা পায়নি। তিনি শুধু নিষ্ঠুরই ছিলেন না, অঙ্গীকারের বরখেলাপকারী, এমনকি বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন। তবে ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'সকল নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও সাফ-ফাহকে সদাশয়, কর্তব্যপরায়ণ এবং ভোগাসক্তিবিহীন নরপতি বলে মনে করা হতো।' সে যুগেও সমাজে একাধিক দাসি পরিগ্রহ করার প্রথা বিদ্যমান থাকলেও আস-সাফফাহর সালমা নামক একজন মাত্র স্ত্রী ছিল। এছাড়া তিনি ছিলেন একজন প্রজারঞ্জক শাসক। তিনি কুফা থেকে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ রাজপথ তৈরি করেন এবং হজযাত্রীদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে দূরত্ব ফলক (mile post) স্থাপন ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। এছাড়া তিনি শিল্প ও সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। তিনি জ্ঞানী, গুণী ও কবি সাহিত্যিকদের সমাদর করতেন।

ঘ উদ্দীপকের 'ক' নামক শাসক অর্থাৎ আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান কৃতিত্বের অধিকারী।

আবুল আব্বাস ক্ষমতারোহণ করেই বিদ্রোহীদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মনোনিবেশ করেন। এই ধারায় ইরাকে উমাইয়া রাজপ্রতিনিধি ইয়াজিদ ইবনে হুবাইয়া ক্ষমতা আকড়ে থাকলে আস-সাফফাহ সেনাপতি হাসান বিন কাহতাবা এবং ভ্রাতা আবু জাফরকে প্রেরণ করে আবু মুসলিমের পরামর্শে তাকে হত্যা করা হয়।

প্রাথমিক বাধা-বিপত্তি এবং বিদ্রোহের মূলোৎপাটনের পর আস-সাফফাহ প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। খালিদ বার্মাকিকে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন। আবু সালমা আল খাল্লাল যিনি আস সাফফাহকে খলিফা বলে ঘোষণা করতে বিশেষ সহায়তা করেছেন তাকে উজির পদে নিযুক্ত করা হয় সম্ভবত তিনি বিশ্বস্ত উপদেষ্টার দায়িত্বও পালন করতেন। এছাড়াও তিনি তদীয় ভ্রাতা আবু জাফরকে ইরাক, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আর তিনি সেনাপতি আবু মুসলিমকে খোরাসানের এবং সেনাপতি আবু আয়ুনকে মিসরের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। তবে তিনি সন্দেহবসত ফন্দি করে আবু সালমাকে হত্যা করে এ হত্যার দায়ভার খারেজিদের ওপর চাপিয়ে দেন। তাছাড়া তিনি নিজের বংশের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে কুফা হতে আল হাশেমিয়ায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। সেখানে তিনি আল হাশেমিয়া নামে একটি দুর্গ প্রাসাদও নির্মাণ করেন। তিনি রাজধানীতে বিভিন্ন উদ্যান ও হর্মরাজি নির্মাণ করে সুসজ্জিত করেন।

আবুল আব্বাস আস-সাফফাহার অপরিসীম কৃতিত্বের বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি যে রাজবংশের সূচনা করেছেন তা একটি সভ্যতার সূচনা করেছিল।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৯ টিভিতে আলিফ লায়লা সিরিজ চলছে। রুমা, রানা, রীতু অবাক হয়ে তা দেখছে। ওদের দাদু বললেন, তোমরা কি জান, আলিফ লায়লা কল্পলোকের গল্প হলেও এর নায়ক একজন মহান শাসক। ওরা খুবই অবাক হলো এবং সে শাসকের নাম জানতে চাইল। দাদু বললেন, সে শাসকের নাম হারুন-অর-রশিদ। তিনি সমৃদ্ধ এক বিশাল সাম্রাজ্য অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শাসন করেছেন। তাঁর শাসনামলকে আব্বাসীয় স্বর্ণযুগ বলা হয়। *[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ]*

ক. আব্বাসীয় বংশে মোট কতজন খলিফা ছিলেন? ১

খ. বার্মাকিদের পরিচয় দাও। ২

গ. দাদুর গল্পের ভিত্তিতে কল্পলোকের স্বপ্ননগরী হিসেবে হারুন-অর-রশিদের বাগদাদ নগরীর বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. দাদুর বক্তব্য অনুসারে হারুন-অর-রশিদের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসীয় বংশে মোট ৩৭ জন খলিফা ছিলেন।

খ বার্মাকিরা ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী।

গিলমানের মতে, বার্মাকি উজিরদের পূর্বপুরুষ জাফর বলখের বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত থাকায় তার উপাধি ছিল বার্মাক। উল্লেখ্য জাফর স্ত্রী ও পুত্র খালিদসহ উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের সেনাপতি কুতাইবা ইবন মুসলিম কর্তৃক মধ্য এশিয়া বিজয়ের সময় যুদ্ধ বন্দিরূপে ধৃত হন। পরবর্তীতে তারা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে বন্দিত্ব হতে মুক্তি লাভ করে। এরা আব্বাসি আন্দোলন থেকে শুরু করে এই বংশের প্রতিষ্ঠা, বিদ্রোহ দমন ও প্রশাসন পরিচালনায় বিশেষ অবদান রেখে খ্যাতি অর্জন করে।

গ দাদুর গল্পের ভিত্তিতে কল্পলোকের স্বপ্ননগরীর ন্যায় হারুন-অর-রশিদের বাগদাদ নগরী ছিল সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যমন্ডিত।

হারুন-অর-রশিদ ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাহিতৈষী শাসক। জনগণের কল্যাণের জন্য তিনি বাগদাদ নগরীকে সমসাময়িক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। এ নগরীকেই উদ্দীপকের দাদু কল্পলোকের স্বপ্ননগরী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আরব্য উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ চরিত্র হারুন-অর-রশিদের শাসনব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের নিশ্চয়তা বিধান করা। তিনি বাগদাদকে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। সুরম্য রাজপ্রাসাদ, নয়নাভিরাম মিলনায়তন, সুসজ্জিত হেরেম, আড়ম্বরপূর্ণ দরবার দিয়ে তিনি রাজধানীকে সুসজ্জিত করেন। আরব ইতিহাসবিদ হিট্টি বলেন, 'বাগদাদ সারা বিশ্বের একটি অদ্বিতীয় নগরী'। যে নগরীকে উদ্দীপকের দাদু কল্পলোকের স্বপ্ননগরী হিসেবে নাতিদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের দাদুর বক্তব্য অনুসারে হারুন-অর-রশিদের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা যৌক্তিক।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ তেইশ বছর (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার সুদীর্ঘ রাজত্বকাল আরব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এর কারণ হলো, তার অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্য। তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দুটি দিক উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও বহু গুণের কারণে ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ সিংহাসনে আরোহণের পর কঠোরহস্তে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। একজন সমরকুশলী হিসেবে সৈন্য পরিচালনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা ও রণকুশলতার পরিচয় দেন। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে তিনি দক্ষ নৃপতি হিসেবে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেন। খারেজি সম্প্রদায় দমন, অসভ্য খাজার উপজাতি এবং দাইলাম প্রদেশে বিদ্রোহীদের দমন, সিরিয়া ও সিন্ধু প্রদেশে মুদারীয় এবং হিমারীয়দের গৃহযুদ্ধের অবসান করে তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হারুন-অর-রশিদের খ্যাতি এত বৃদ্ধি পায় যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু রাজা তার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নবম শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন খলিফা হারুনের রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত করে। তিনি ইসলামি শরিয়াভিত্তিক সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে আব্বাসি খিলাফতে স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। এছাড়া বাগদাদ নগরীকে তিনি সমসাময়িক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। সুরম্য রাজপ্রাসাদ, আড়ম্বরপূর্ণ দরবার, নয়নাভিরাম মিলনায়তন দ্বারা তিনি এ শহরকে সুসজ্জিত করেন। লেবানিজ বংশোদ্ভূত আরব ইতিহাসবিদ ফিলিপ খুরি হিট্টি (Philip Khuri Hitti) তার History of the Arabs গ্রন্থে বলেন, 'বাগদাদ তখনকার সময়ে সারা বিশ্বের অদ্বিতীয় শহর ছিল।'

পরিশেষে বলা যায়, খলিফা হারুন-অর রশিদের উল্লিখিত গুণ ও কর্মের কারণে তার রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করে। তাই দাদুর বক্তব্য অনুসারে হারুন-অর-রশিদের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ২০ জনাব আজম চৌধুরী খালিশা উপজেলার চেয়ারম্যান। প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ছাড়াও প্রতি রাতে একশত রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। জনসাধারণের উন্নতি এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তার জেলার কোনো চেয়ারম্যানই তার মতো যত্নবান ছিলেন না। *[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ]*

ক. আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কাকে বলা হয়? ১

খ. কাকে এবং কেন আস-সাফ্ফাহ বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আজম চৌধুরীর সাথে আব্বাসীয় কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চারিত্রিক গুণাবলির কারণেই উক্ত খলিফাকে ইতিহাসে বিখ্যাত বলা হয় কেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আবু জাফর আল মনসুরকে আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আজম চৌধুরীর সাথে আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের সাদৃশ্য রয়েছে।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্যের অধিকারী ছিলেন। তার এ বৈশিষ্ট্যের খানিকটাই জনাব আজম চৌধুরীর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

চেয়ারম্যান জনাব আজম চৌধুরীর প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় ছাড়াও প্রতি রাতে একশত রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। জনসাধারণের উন্নতি এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি সদাতৎপর থাকতেন। খলিফা হারুন-অর-রশিদের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী তার সম্পর্কে বলেন, "অবিচারের প্রতিকার এবং নিপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্তদের দুঃখমোচন করার জন্য রাত্রে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে বেড়ানো তার অভ্যাস ছিল।" ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও তিনি দৈনিক একশত রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি জনসাধারণের উন্নতি বিধানে ও স্বার্থ সংরক্ষণে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তার ন্যায় প্রজারঞ্জক ও প্রজাবৎসল নরপতি আব্বাসি খিলাফতে আর কেউ ছিল না বললেই চলে। সুতরাং দেখা যায়, জনাব আজম চৌধুরীর চরিত্র ও কর্ম আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ শুধু উদ্দীপকে উল্লিখিত গুণাবলিই নয়, খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রে আরও অনেক গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল বলেই তাকে ইতিহাসে বিখ্যাত বলা হয়।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ তেইশ বছর (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার সুদীর্ঘ রাজত্বকাল আরব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এর কারণ হলো, তার অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্য। তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দুটি দিক উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও বহু গুণের কারণে ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

Teachingbd24.com

খলিফা হারুন-অর-রশিদ সিংহাসনে আরোহণের পর কঠোরহস্তে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। একজন সমরকুশলী হিসেবে সৈন্য পরিচালনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা ও রণকুশলতার পরিচয় দেন। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে তিনি দক্ষ নৃপতি হিসেবে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেন। খারেজি সম্প্রদায় দমন, অসভ্য খাজার উপজাতি এবং দাইলাম প্রদেশের বিদ্রোহীদের দমন, সিরিয়া ও সিন্ধু প্রদেশে মুদারীয় এবং হিমারীয়দের গৃহযুদ্ধের অবসান করে তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হারুন-অর-রশিদের খ্যাতি এত বৃদ্ধি পায় যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু রাজা তার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নবম শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন খলিফা হারুনের রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত করে। তিনি ইসলামি শরিয়াভিত্তিক সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে আব্বাসি খিলাফতে স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। এছাড়া বাগদাদ নগরীকে তিনি সমসাময়িক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। সুরম্য রাজপ্রাসাদ, আড়ম্বরপূর্ণ দরবার, নয়নাভিরাম মিলনায়তন দ্বারা তিনি এ শহরকে সুসজ্জিত করেন।

পরিশেষে বলা যায়, খলিফা হারুন-অর-রশিদের উল্লিখিত গুণ ও কর্মের কারণে তার রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করে। এ কারণেই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ২১ সম্রাট m ছিলেন কিংবদন্তির নায়ক। তিনি গরিব-দুঃখীদের প্রতি ছিলেন দরদী এবং অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের প্রতি ছিলেন কঠোর। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় ছাড়াও গভীর রাত পর্যন্ত ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্ন করতেন। তিনি দশবার পবিত্র হজ সম্পাদন করেন।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী, ময়মনসিংহ]

ক. আস-সাফফাহ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. আবু জাফর আল মনসুরকে আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন? বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন খলিফার সাদৃশ্য হয়েছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ মূল্যায়ন কর। ৪

২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আস-সাফফাহ শব্দের অর্থ রক্তপিপাসু।

খ সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করায় আবু জাফর আল মনসুরকে আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

আবুল আব্বাস আল-সাফফাহ আব্বাসি বংশের ভিত প্রতিষ্ঠিত করলেও তিনি সাম্রাজ্যকে সুসংঘবদ্ধ কাঠামো দিতে পারেননি। কিন্তু খলিফা আল মনসুর সিংহাসনে বসে অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য সাহস, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা দ্বারা ভিতরে-বাইরের সকল বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করেন। তাই তাকে আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

গ উদ্দীপকের সম্রাট m এর সাথে আব্বাসীয় খলিফা হারুন অর রশীদের মিল রয়েছে।

আব্বাসীয় খলিফা হারুন অর রশিদের রাজত্বকালে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। একজন প্রজারঞ্জক শাসক হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই শাসক একাধারে ন্যায়বিচারক, রাজ্যবিজেতা, কূটনৈতিক, সমরকুশলী, দানশীল, কঠোরতা ও কোমলতা, ধর্মভীরু, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক ও বাহক হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। উদ্দীপকেও সম্রাট m এর ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন দেখতে পাই।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, সম্রাট m একজন প্রজারঞ্জক শাসক শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বিদ্রোহীদের কঠোরভাবে দমন করেন। গরিব-দুঃখীদের জন্য ছিলেন দরদী। হজ, নামাজ ছাড়াও গভীর রাত পর্যন্ত তিনি ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদন করতেন। অনুরূপভাবে খলিফা হারুন অর-রশিদও একজন প্রজাহিতৈষী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তার চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তিনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও প্রতি রাতে একশ রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চরম বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তিনি বিদ্রোহীদের কঠোরভাবে দমন ও রাজ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও প্রজাকল্যাণই ছিল তার মূল লক্ষ্য। প্রজাসাধারণের অসুবিধার কথা চিন্তা করেই তিনি ৮০২ সালে নহরে জুবায়দা' নামক খাল খনন করেন। সুতরাং খলিফা হারুন অর রশিদের সাথে উদ্দীপকের সম্রাটের কার্যক্রমের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ উক্ত খলিফা অর্থাৎ হারুন-অর-রশিদ অত্যন্ত মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

কিংবদন্তির নায়ক খলিফা হারুন-অর-রশিদ তার খিলাফতকালে ইসলামের ইতিহাসে এক হিরন্ময় অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্মের অধিকারী ছিলেন। তিনি সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

খলিফা হারুন অর রশিদ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। প্রজাদরদি শাসক প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। এছাড়াও প্রতি রাতে একশত রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। তিনি এতটাই ধার্মিক ছিলেন যে, দশবার হজব্রত পালন করেন। ন্যায়বিচার ও দানশীলতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। প্রতিবার হজব্রত পালনের জন্য জনসাধারনের মধ্যে অকাতরে ধন-সম্পদ দান করতেন। তিনি বিরোধীদের প্রতি যেমন কঠোর ছিলেন তেমনি প্রজাসাধারণ ও বন্ধুদের নিকট ছিলেন অত্যন্ত সহৃদয়। ঐতিহাসিক আমীর আলী তার সম্পর্কে বলেন, অবিচারের প্রতিকার এবং নিপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্তদের দুঃখমোচন করার জন্য রাত্রে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে বেড়ানো তার অভ্যাস ছিল। তিনি সমরনৈপুণ্যে, অভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, যা তার চারিত্রিক মাধুর্যকে আরো ত্বরান্বিত করে তোলে।

প্রশ্ন ▶ ২২ রেজা সাহেব ছিলেন জ্ঞানপিপাসু শাসক। তিনি বিশ্ব বিখ্যাত পণ্ডিতদের গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় অনুবাদ করান। অনুবাদ কার্যকে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য রাজধানী শহরে জ্ঞান গৃহ নামে একটি প্রতিষ্ঠান করা হয়। তার শাসনকালকে মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়।

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, মোমেনশাহী, ময়মনসিংহ]

ক. সেলজুক বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক কে ছিল? ১

খ. বার্মাকি কারা? বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকের রেজা সাহেবের সাথে কোন খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তার শাসনকালকে মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয় – উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সেলজুক বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন মালিক শাহ।

খ বার্মাকিরা ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী।

গিলমানের মতে, বার্মাকি উজিরদের পূর্বপুরুষ জাফর বলখের বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত থাকায় তার উপাধি ছিল বার্মাক। উল্লেখ্য জাফর স্ত্রী ও পুত্র খালিদসহ উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের সেনাপতি কুতাইবা ইবন মুসলিম কর্তৃক মধ্য এশিয়া বিজয়ের সময় যুদ্ধ বন্দিরূপে ধৃত হন। পরবর্তীতে তারা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে বন্দিত্ব হতে মুক্তি লাভ করে। এরা আব্বাসি আন্দোলন থেকে শুরু করে এই বংশের প্রতিষ্ঠা, বিদ্রোহ দমন ও প্রশাসন পরিচালনায় বিশেষ অবদান রেখে খ্যাতি অর্জন করে।

গ উদ্দীপকে রেজা সাহেবের সাথে আব্বাসি খলিফা আল মামুনের তুলনা করা যায়।

আব্বাসি খলিফা আল মামুনের রাজত্বকাল জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও অগ্রযাত্রার গৌরবময় যুগ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি বিশ বছর শাসনকার্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্ধক স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রেখে গেছেন। তার রাজসভায় বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ সমুজ্জ্বল ছিল। তিনি এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থান

Teachingbd24.com

থেকে বহু মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করে বিভিন্ন পণ্ডিতগণের ওপর সেগুলোকে আরবি ভাষায় অনুবাদের ভার অর্পণ করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এরিস্টটল, প্লেটো, ইউক্লিড, টলেমি প্রমুখ মনীষীর গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। অনুবাদ কার্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মামুন ৮৩০ সালে বাগদাদে 'বায়তুল হিকমাহ' বা জ্ঞানগৃহ (House of Wisdom) নামে একটি কার্যালয় স্থাপন করেন।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, রেজা সাহেব ছিলেন একজন জ্ঞানপিপাসু সুলতান। তিনি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতদের গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। অনুবাদ কার্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রাজধানী শহরে জ্ঞানগৃহ নামে একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়। এ বিষয়গুলো আমরা খলিফা আল মামুনের রাজত্বকালেও লক্ষ করি।

ঘ উদ্দীপকের রেজা সাহেব অর্থাৎ খলিফা আল মামুনের রাজত্বকাল ছিল মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ।

আব্বাসি খলিফা আল মামুন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গোটা বিশ্বের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। আব্বাসি আমলে এক্ষেত্রে যে স্বর্ণযুগের সূচনা হয় তার পুরোটা ছিলেন আল মামুন। তার উদার পৃষ্ঠপোষকতায় জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে বহু দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, আইনবিদ, হাদিস সংগ্রাহক প্রভৃতি মনীষী তার দরবারে স্থানলাভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সর্ব বিভাগে অপূর্ব উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মামুনের আমলে বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক মানবিক জাগরণ সংঘটিত হয়। ইউরোপের নবজাগরণ ও আধুনিক সভ্যতা তারই সুচিন্তিত ভাবধারা ও দূরদর্শিতার ফল। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া, সিরিয়া ও এশিয়ার মাইনর থেকে তিনি প্রখ্যাত মনীষীদের গ্রন্থাবলি এনে তা আরবিতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি বাগদাদে ৮৩০ সালে বাইতুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন। তার শাসনামলে গণিত, ভূগোল, চিকিৎসা, রসায়নবিদ্যা, দর্শন ও সাহিত্যক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। আবুল হাসান নামক একজন বৈজ্ঞানিক এ সময় দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও নৌ-কম্পাস আবিষ্কার করেন। মুহম্মদ বিন মুসা আল খাওয়ারিজমী (৭৮০-৮৫০ খ্রি.) মামুনের রাজত্বকালে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও ভূগোলবিদ। তার লিখিত হিসাবুল জবর ওয়াল মুকাবালাহ অঙ্ক ও বীজগণিতের ওপর প্রাচীনতম গ্রন্থ। সে যুগে উহান্না বিন মোসাওয়াহ একজন বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণেতা ছিলেন। আল মামুনের আমলে রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান ভস্মীকরণ ও লঘুকরণ সূত্র দুটি আবিষ্কার করেন। তিনি প্রতি মঙ্গলবার সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা সভা আহ্বান করতেন। সেখানে বহু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো। এছাড়াও ফারসি সাহিত্য, ফিকাহশাস্ত্র, হস্তলিপি শিল্প ও সংগীত শাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল আল মামুনের শাসনামলে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের 'রোহিঙ্গা' নামে অভিহিত করা হয়। পুরোনো দলিলপত্রে দেখা যায়, ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত এখানে 'রোসাঙ্গ' নামে একটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্য ছিল। রাজা বোদাওয়াফা এ অঞ্চল দখল করার পর সেখানে বৌদ্ধ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন ক্ষমতায় এসে রোহিঙ্গাদের সকল অধিকার ছিনিয়ে নেন। এমনকি তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালান। *[শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর]*

ক. খায়জুরান কে ছিলেন? ১

খ. আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? তার সম্পর্কে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতিগোষ্ঠীর উত্থান-পতনের সাথে খলিফা হারুনের শাসনামলের যে পরিবারের মিল রয়েছে তাদের সম্পর্কে লিখ। ৩

ঘ. উক্ত জাতিগোষ্ঠীর পতনের কারণগুলো লিখ। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খায়জুরান ছিলেন আব্বাসি খলিফা আল হাদী এবং হারুন-অর-রশিদের মা।

খ আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন আবু জাফার আল মনসুর।

আবু জাফর হলেন আব্বাসি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আব্বাসের ভাই। ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আব্বাসি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি তার চাচা এবং জাবের যুদ্ধের সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন আলীর বিদ্রোহ দমন করেন। আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালনকারী আবু মুসলিম খোরাসানিকে তিনি সুকৌশলে হত্যা করেন। এছাড়া প্রশাসনিক সংস্কার করে আবু জাফর আল মনসুর আব্বাসি খিলাফতকে সুদৃঢ় ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতিগোষ্ঠীর উত্থান-পতনের সাথে খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনামলের বার্মাকি উজির পরিবারের মিল রয়েছে।

বার্মাকিরা ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী। বার্মাকি উজিরদের পূর্বপুরুষ জাফর স্ত্রী ও পুত্র খালিদসহ উমাইয়াদের নিকট যুদ্ধবন্দিরূপে ধৃত হন। পরবর্তীতে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বন্দিত্ব হতে মুক্তি লাভ করেন। তারা আব্বাসি আন্দোলনেও যোগ দেন। উদ্দীপকেও এই বার্মাকি পরিবারের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মায়ানমারের রোহিঙ্গারা নিজেদের দক্ষতাবলে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করে। পরবর্তীতে বৌদ্ধরা তা দখল করে নেয় এবং তাদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। একই পরিস্থিতি বার্মাকি পরিবারের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়।

আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিখ্যাত বার্মাকি উজির পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াহিয়ার পূর্বপুরুষ ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী। খালিদ ইবন বার্মাক আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখেন। খলিফা মনসুর খালিদ বার্মাকের পুত্র ইয়াহিয়াকে আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে খলিফা হারুন ইয়াহিয়াকে উজিরের পদে নিযুক্ত করেন। ইয়াহিয়ার চার পুত্র যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে আব্বাসি খিলাফতকে সেবা করে এর গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এভাবে উদ্দীপকের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতো বার্মাকি পরিবারও আব্বাসি খিলাফতের ওপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে।

ঘ অতিরিক্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি, আমিরগণের সাথে শত্রুতা, খলিফা হারুন-অর-রশিদের সন্দেহ প্রভৃতি কারণে উক্ত জাতিগোষ্ঠী তথা বার্মাকিদের পতন হয়।

হারুন-অর-রশিদের শাসনামলে বার্মাকি বংশ গৌরব ও ঐশ্বর্যের চূড়ায় আরোহণ করে। তাদের প্রভাব বৃদ্ধি জাফর বার্মাক কর্তৃক হারুনের বোন আব্বাসাকে গোপনে বিবাহ এবং ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে হারুন-অর-রশিদ ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে এ বংশের পতন ঘটান। যা উদ্দীপকে রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে বর্ণিত আছে, রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠী 'রোসাঙ্গ' নামে স্বাধীন মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইন ক্ষমতায় এসে রোহিঙ্গাদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়। আর আব্বাসীয় শাসনামলে দীর্ঘ সতের বৎসর পরমনিষ্ঠা, অবিচল আনুগত্য ও আত্মত্যাগ এবং অসামান্য কর্মনৈপুণ্য প্রভৃতির মাধ্যমে বার্মাকি উজিরগণ আব্বাসিদের শক্ত ভিত্তি ওপর প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ফজল বিন রাবীর ব্যক্তিগত শত্রুতা ও উচ্চাভিলাষ, বার্মাকিদের অপরিসীম প্রভাব ও ঐশ্বর্য, উজির জাফরের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ঘটনার পর বার্মাকি জাফর কর্তৃক হারুনের বোন আব্বাসাকে গোপনে বিবাহ এবং নানা সন্দেহ ও লোকজনের নানারকম কথার প্রভাবে খলিফা হারুন-আর-রশীদ বার্মাকিদের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ হন। খলিফা হঠাৎ একরাতে মসরুর নামক তার এক নৈশ অনুচর দ্বারা জাফরের শিরশ্ছেদ করালেন। বৃদ্ধ ইয়াহইয়া, ফজল, মুসা ও মুহাম্মদকে রাক্কায় কারারুদ্ধ করে তাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াহইয়া এবং ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে ফজল কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। এরই সাথে বার্মাকিদের পতন ঘটে।

পরিশেষে বলা যায়, অতিরিক্ত প্রভাব, উচ্চাভিলাষ, খলিফার সন্দেহ প্রভৃতি কারণে বার্মাকিদের পতন ঘটে।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶২৪ অযোদ্ধার বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে মুসলিম ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ দীর্ঘদিনের। সম্রাট বাবর ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে এটি শ্রী রামের জন্মস্থান এবং তাদের জন্য পুণ্যভূমি। তারা জায়গাটি উদ্ধারের জন্য আন্দোলন শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ উক্ত জায়গাকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষের সূচনা হয়। এই সংঘর্ষ কয়েক দশক পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এর পেছনে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণ নিহিত ছিল। *[শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর]*

ক. গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের নেতা কে? ১

খ. নিজামুল মূলক সম্বন্ধে যা জান লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংঘর্ষের সাথে আব্বাসি আমলের শেষের দিকের যে সংঘর্ষ সাদৃশ্যপূর্ণ তার কারণগুলো লিখ। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনা ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির উপর কীরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের নেতা হলেন হাসান বিন সাবাহ।

খ আলাপ-আরসালান এবং মালিক শাহের উজির হিসেবে খাজা হাসান নিজামুল মুলক (রাজ্যের সংগঠক) সেলজুক বংশ তথা আব্বাসি সুন্নি খিলাফতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

নিজামের একনিষ্ঠ সেবা ও আনুগত্যে প্রীত হয়ে সুলতান মালিক শাহ তাকে আতাবেগ (আমিরের শাসনকর্তা) উপাধিতে ভূষিত করেন। পি কে হিট্টি তাকে ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের অলঙ্কার বলে অভিহিত করেন। নিজামুল মুলকের সিয়াসতনামা রাজ্য শাসন প্রণালির ওপর লিখিত একটি গবেষণামূলক রচনা বলে মনে করা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত সংঘর্ষের সাথে আব্বাসি আমলের শেষের দিকে সংঘটিত ক্রুসেডের যুদ্ধ সাদৃশ্যপূর্ণ।

নানা কারণে ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছিল। তন্মধ্যে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি অন্যতম। ক্রুসেড সংঘটিত হওয়ার অন্যতম একটি প্রধান কারণ হলো ধর্মীয় কারণ। ধর্মীয়ভাবে জেরুজালেম মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি তথা তিন প্রধান ধর্মাবলম্বীদের পুণ্যভূমি। খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর সময়ে জেরুজালেম মুসলমানদের দখলে আসে খ্রিস্টান জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। যা পরবর্তীতে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে রূপ নেয়। অন্যদিকে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল মুসলমানদের অধীনে থাকায় আর্থিক স্বাবলম্বী হওয়া ও ইউরোপিয়ানরা আর্থিক সংকটে পরাও ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের অন্যতম কারণ। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের অন্যতম একটি প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক। স্পেনে উমাইয়া, আফ্রিকায় ফাতেমি, আরব ভুখণ্ডে আব্বাসি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ইউরোপের খ্রিস্টানরা নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে। বেনজামিন জে কেদার বলেন, 'নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেয়।' অপরদিকে সামাজিকভাবে খ্রিস্টানরা সামন্ততান্ত্রিক হওয়ায় তারা চারিত্রিক কারণেই ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত হয়।

উদ্দীপকেও আমরা লক্ষ করি যে, অযোধ্যার বাবরি মসজিদকে নিয়ে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। এই দ্বন্দ্বের মূল কারণ ছিল উভয় সম্প্রদায়ই বাবরি মসজিদকে নিজেদের ধর্মীয় তথা পুন্যস্থান বলে দাবি করে। তাছাড়া এর পেছনে রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি কারণও বিদ্যমান ছিল। আর এই কারণের সাথে ক্রুসেডেরও সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ সংঘর্ষের ঘটনাটি অর্থাৎ ক্রুসেড ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ক্রুসেডের প্রভাবে দ্বাদশ শতাব্দী হতে ইউরোপে হাসপাতালের উদ্ভব ও প্রসার এবং সর্বসাধারণের স্নানাগার প্রবর্তিত হয়। খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের কাছ থেকে মেরিনার্স কম্পাসের ব্যবহার শিক্ষা লাভ করে। মুসলমানদের নিকট থেকে তারা সুগন্ধি দ্রব্য মসলা, মিষ্টান্ন ও বিভিন্ন প্রকার বেশভূষার ব্যবহার ও গৃহসজ্জা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। ক্রুসেডে লিপ্ত খ্রিস্টানরা মুসলমানদের উন্নত সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব, রুচিপূর্ণ জীবনযাত্রা স্বচক্ষে অবলোকন করে বিস্মিত হয়। ক্রুসেড প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করেছিল। ফলে সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে। প্রাচ্যের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং গৃহবিন্যাস করার সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা ইউরোপীয়রা এতই প্রভাবান্বিত হয় যে, তারা 'হুবহু আল খায়র' (সমুপ্রভাত) কথাটি পর্যন্ত নিজেদের দেশে চালু করে। ঐতিহাসিক হুটন ও ওয়েবস্টার বলেন, 'তারা মার্জিত রুচিজ্ঞান, উন্নততর ভাবধারা ও উদার সহানুভূতি নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে।' মুসলমানদের উন্নত ভাবধারার সংস্পর্শে আসার প্রভাবে প্রথমে নবজাগরণে তথা রেনেসাঁ পরে নব্য ইউরোপের জন্মদান করে। টয়নবি বলেন, 'ক্রুসেডের ফলেই আধুনিক ইউরোপের জন্ম হয়েছে।'

পরিশেষে বলা যায়, ক্রুসেড ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্রশ্ন ▶২৫ ইতিহাসে অনেক গণহত্যার নজির রয়েছে। তেমনি এক গণহত্যার ফলে একটি নদীর পানি রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। ঐ গণহত্যায় একটি রাজবংশের ৫০০ বছরের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। তদানিন্তন সভ্যতার একটি শ্রেষ্ঠ নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। *[নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]*

ক. কত খ্রিস্টাব্দে আব্বাসি বংশের পতন হয়? ১

খ. আব্বাসি শাসনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অবস্থা কেমন ছিল? ২

গ. বাগদাদ ধ্বংসকারীর পরিচয় দাও। ৩

ঘ. বাগদাদ ধ্বংসের ফলাফল নিরূপণ কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসি বংশের পতন হয়।

খ আব্বাসি শাসনকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন হয়েছিল।

আব্বাসীয় শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক খ্যাতি লাভ করে। চিকিৎসা, বীজগণিত, পাটিগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও ভূগোলের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। খলিফা মামুন কর্তৃক নির্মিত বায়তুল হিকমাহ ছিল আব্বাসিদের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক। যেখানে গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি, পল, এরিস্টটল ও প্লেটোর রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে সেগুলো আরবিতে অনুবাদ করা হতো। তাই বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে আব্বাসীয়রা অসামান্য অবদান রেখেছে।

গ মোঙ্গল নেতা হালাকু খান বাগদাদ নগরী ধ্বংস করেন।

হালাকু খান ছিলেন চেঙ্গিস খানের অন্যতম পুত্র তোলুইয়ের সন্তান। তার মা সোরগাগতানি বেকি ছিলেন একজন প্রভাবশালী কেরাইত শাহজাদি। সোরগাগতানি ছিলেন একজন নেস্টরিয়ান খ্রিস্টান। হালাকু খানের স্ত্রী দকুজ খাতুন এবং তার ঘনিষ্ট বন্ধু ও সেনাপতি কিতবুকাও খ্রিস্টান ছিলেন। মৃত্যুর আগমুহূর্তে হালাকু খান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। উদ্দীপকে মোঙ্গল নেতা হালাকু খান সম্পর্কে বলা হয়েছে যার আক্রমণে আব্বাসি বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

১২৫৫ সালে মোঙ্গল নেতা হালাকু খান দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া মুসলিম অঞ্চল জয়ের জন্য অভিযান চালান। হালাকু খানের অভিযানের সময় গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় হাসাসিনদের ধ্বংস করা হয় এবং আব্বাসীয় খিলাফতের পতন হয়। ১২৫৮ সালে হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করেন।

আব্বাসি খলিফা মুনতাসিম ৪০ দিন প্রতিরোধ করার পর দুর্বল হয়ে পড়ায় প্রাণভিক্ষা চান। ১২৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে খলিফা ও তার পরিবারের সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এভাবে তার আক্রমণের মধ্য দিয়ে আব্বাসি বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটে। সুতরাং বলা যায়, আব্বাসি বংশের পতনকারী হিসেবে হালাকু খান আজও ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

Teachingbd24.com

ঘ বাগদাদ ধ্বংসের ফলাফল ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নৃশংস যার মাধ্যমে আব্বাসি বংশের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

আব্বাসি শাসনামলের পতনের পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল। আব্বাসি বংশের শেষ দিকের শাসকগণ ছিল অযোগ্য ও ভোগ-বিলাসে মত্ত। তাদের দুর্বলতা এ বংশের পতনকে ত্বরান্বিত করে। তবে হালাকু খানের আক্রমণই ছিল এ বংশের পতনের চূড়ান্ত কারণ।

১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গল নেতা হালাকু খান গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে নির্মূল করার জন্য আব্বাসি খলিফা মুসতাসিমের (১২৪২-৫৮) সহযোগিতা চেয়ে চিঠি দেন। খলিফা তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং অপমানসূচক উত্তর দেন। হালাকু খান এতে চরম ক্ষুব্ধ হন। তিনি একাই গুপ্তঘাতকদের নির্মূল করেন। এরপর ১২৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি বাগদাদ আক্রমণ করেন। হালাকু খানকে বাধা দেওয়ার সাধ্য খলিফার সৈনিকদের ছিল না। তারা দু'বার পরাজিত হন। শেষে বাগদাদের সুরক্ষিত দেয়ালের মধ্যে আশ্রয় নেন। হালাকু খান ৪০ দিন নগর অবরোধ করে রাখেন। তারা বড় পাথর ও আগুন দিয়ে নগরদেয়াল ভেঙে ফেলেন। নিরুপায় খলিফা হালাকু খানের কাছে প্রাণভিক্ষা চান। কিন্তু হালাকু খান অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে খলিফার রাজপরিবারের সকলকে হত্যা করেন। ইবনে খালদুনের মতে, বাগদাদের ২০ লাখ লোকের মধ্যে ১৬ লাখ লোক হালাকু খানের সেনাদের হাতে নিহত হয়। খানসেনারা বাগদাদে কল্পনাতীত ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় হালাকু খানের আক্রমণে রাজবংশের সকলে নিহত হওয়ায় আব্বাসিদের চূড়ান্ত পতন ঘটে। আর আব্বাসিদের পতনে এ ঘটনাই ছিল প্রত্যক্ষ কারণ।

প্রশ্ন ▶ ২৬ ফারিন একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পড়ছিল। নতুন খিলাফতের প্রথম শাসক না হওয়া সত্ত্বেও তাকেই এই রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। খিলাফত লাভের পরপরই তিনি তার চাচার বিদ্রোহ দমন করেন। এরপর তিনি 'X' কে নির্মমভাবে হত্যা করেন। এছাড়া তিনি পারস্য ও খোরাসানের বিদ্রোহ দমন করেন এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দুই শত লোককে কারারুদ্ধ করেন। তার গৌরবময় কীর্তি হলো একটি নতুন নগর প্রতিষ্ঠা যা ছিল তার সাম্রাজ্যের রাজধানী। তার নামানুসারে এই নতুন নগরীর নামকরণ করা হয়।

[নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী]

ক. আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. আব্বাসিদের পরিচয় দাও। ২

গ. ফারিনের পঠিত কাহিনির সাথে তোমার পঠিত কোন আব্বাসীয় খলিফার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর ফারিনের পঠিত শাসকের চেয়ে তোমার পঠিত শাসক অধিক কৃতিত্বের দাবিদার? একমত হলে যুক্তি দাও। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আবু জাফর আল মনসুর।

খ আব্বাসিরা মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমি শাখা হতে উদ্ভূত।

আব্বাসি বংশের নামকরণ করা হয়েছে মহানবি (স) এর পিতৃব্য আল আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেমের নাম থেকে। কুরাইশ বংশের অন্য শাখাটি উমাইয়া নামে খ্যাত। আল আব্বাসের মৃত্যুর পর তার চার পুত্র সিফফিনের যুদ্ধের সময় উমাইয়া গোত্রের মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে হাশেমি গোত্রের হযরত আলী (রা)-এর পক্ষাবলম্বন করেন। আত্মীয়তার দিক থেকে উমাইয়াদের তুলনায় মহানবি (স)-এর নিকটতম হওয়ায় নিজেদেরকে মুসলিম খিলাফতের বৈধ দাবিদার বলে তারা দাবি করত।

গ সৃজনশীল ৩ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৩ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৭ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য এখানে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ করা হয়। এখানে একটি অনুবাদ বিভাগও রয়েছে। এ বিভাগে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাষার বইগুলো বাংলায় অনুবাদের ব্যবস্থা রয়েছে। *[আর. ডি. এ ল্যাব স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. 'সিয়াসতনামা' গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১

খ. সালাহউদ্দীন আইয়ুবির পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইসলামি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সাথে খলিফা আল-মামুনের কোন সংস্কার কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আব্বাসীয় খিলাফতে সংস্কৃতির উন্নয়নে উক্ত সংস্থার অবদান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তুলনায় বেশি ছিল— বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'সিয়াসতনামা' গ্রন্থের রচয়িতা হলো সেলজুক সুলতান মালিক শাহের উজির খাজা হাসান নিজামুল মুলক।

খ টাইগ্রিস নদীর তীরে অবস্থিত তিকরিতে ১১৩৭ খ্রিস্টাব্দে সালাহউদ্দিন আইয়ুবি জন্মগ্রহণ করেন।

তার বাবা ছিলেন কুর্দি নেতা আইয়ুব। সালাহউদ্দিন আইয়ুবি ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে খলিফা পদে স্থলাভিষিক্ত হন। শাসক ও ব্যক্তি হিসেবে তিনি মহানুভব ছিলেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখেন।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ সম্রাট 'ক' ছিলেন কিংবদন্তি নায়ক। অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের তিনি যেমন কঠোর শাস্তি দিতেন, অন্যদিকে গরিব-দুঃখীদের প্রতি ছিল তার অপরিসীম দয়া। তিনি নামাজ আদায় করা ছাড়াও গভীর রাত পর্যন্ত অতিরিক্ত ধর্মীয় কার্যাদি সম্পন্ন করতেন। তিনি প্রতিদিন প্রচুর অর্থ দান-খয়রাত করতেন। কোনো কাজ তিনি অবহেলায় ফেলে রাখতেন না এবং রাজকোষ থেকে তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো খরচ করতেন না। পাশাপাশি সবসময় তার প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভাবতেন। *[আর. ডি. এ ল্যাব স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]*

ক. বালখ প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের নাম কী ছিল? ১

খ. হাসান বিন সাবাহ ইতিহাসে পর্বতের বৃদ্ধ মানব নামে পরিচিত কেন? ২

গ. উদ্দীপকের সম্রাট 'ক' এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে কোন বিখ্যাত শাসকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার আর কী কী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন ছিল বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বালখ প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের নাম নওবাহার।

খ হাসান বিন সাবাহ পর্বত শিখরের একটি সুরক্ষিত দুর্গে বাস করতেন বলে তিনি পর্বতের বৃদ্ধ মানব নামে পরিচিত।

সেলজুক সুলতান মালিক শাহের রাজত্বকালে ইসলামের ইতিহাসের হত্যাকারী সম্প্রদায় বা গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। আর এ গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হাসান বিন সাবাহ। তিনি ইরানের উত্তর-পশ্চিমে আলামুত পর্বত শিখরে একটি সুরক্ষিত দুর্গে বাস করতেন এবং এখান থেকেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালনা করতেন। পর্বতে বাস করার জন্য তিনি পর্বতের বৃদ্ধ মানব নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে 'ক'-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের কঠোরতা, কোমলতা, দানশীলতা, ধর্মভীরুতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সততা ও স্বল্পভাষী ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

Teachingbd24.com

আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদ ছিলেন একজন জনদরদি শাসক। তবে তিনি অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের ক্ষেত্রে ছিলেন চরম কঠোর। কঠোরতা ও কমলতার অপূর্ণ মিশ্রণ ঘটেছিল তার চরিত্রে। তিনি নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালন করতেন এবং প্রচুর দান করতেন। তার এ সকল গুণাবলিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, সম্রাট 'ক' গরিবদের প্রতি দয়া করতেন, বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি দিতেন, নামাজ পড়তেন, প্রচুর দান-খয়রাত করতেন এবং প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভাবতেন। অনুরূপভাবে খলিফা হারুন-অর-রশিদও ছিলেন একজন প্রজাহিতৈষী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি যেমন ছিলেন কঠোর, তেমনি গরিব ও দুঃখীদের প্রতি তিনি ছিলেন পুষ্পের মতো কোমল। তার মতো ন্যায়পরায়ণ, মহানুভব, দানবীর নরপতি সে যুগে ছিল না বললেই চলে। তিনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করতেন। এছাড়াও তিনি প্রত্যেক রাতে একশ রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। তিনি প্রতিদিন ১০০০ দিরহাম করে দান করতেন। কোনো কাজ তিনি অবহেলা করে ফেলে রাখতেন না। তিনি রাজকোষ থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতেন না। তিনি কম কথা বলতেন। উদ্দীপকের সম্রাট 'ক' এর ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলোর প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ঘ উদ্দীপকের সম্রাট 'ক' অর্থাৎ খলিফা হারুন-অর-রশিদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ শাসক হিসেবে আরও অনেকগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন।

উদ্দীপকে হারুন-অর-রশিদের বিদ্রোহ দমন, ধর্মপরায়ণতা ও জনকল্যাণমূলক গুণের প্রকাশ ঘটেছে। একজন সফল শাসক হিসেবে তার আরো অনেক গুণাবলির অধিকারী হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এ সকল গুণাবলির মধ্যে রয়েছে সমরকুশলী, কূটনৈতিক, উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, ন্যায়বিচারক, আপসহীন, রাজ্যবিজেতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদি।

কিংবদন্তির নায়ক খলিফা হারুন-অর-রশিদ তার খিলাফতকালে ইসলামের ইতিহাসে এক হিরন্ময় অধ্যায়ের সূচনা করেন। তারপরও শাসক হিসেবে তার সমরকুশলী হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কারণ দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তার একটি দক্ষ সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা উচিত ছিল। এই সামরিক বাহিনীর সাহায্যে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহ ও তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের দমন করতে পারতেন। একজন প্রসিদ্ধ শাসক হিসেবে খলিফা হারুন-অর-রশিদকে রাজ্য বিজয় করে সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি কল্পে তার মনোনিবেশ করা উচিত ছিল। তাছাড়াও তার বিভিন্ন শক্তিধর রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যমে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন। একজন সফল শাসক হিসেবে হারুন-অর-রশিদকে ন্যায়বিচারক ও প্রজারঞ্জক শাসক হওয়া প্রয়োজন। অরাজকতা দমন করতে এবং প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য তার মধ্যে এ গুণাবলি থাকা প্রয়োজন। খলিফা হারুন-অর-রশিদকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। এ সকল অন্যায়, অবিচার, শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁকে আপোসহীন হতে হবে। যার মাধ্যমে তিনি তার সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ শাসক হিসেবে তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। ফলে তার শাসনকাল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে পারবে।

উপরের আলোচনায় বোঝা যায় যে, একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ শাসক হিসেবে খলিফা হারুন-অর-রশিদের উপর্যুক্ত চারিত্রিক গুণাবলি থাকা প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶২৯ নাহিদ তার বাবার কাছে একজন খলিফার গল্প শুনছিল। যিনি অত্যন্ত যোগ্য ও সৎ শাসক ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও জনহিতকর কার্যে রাজার সঙ্গে অংশ নিতেন। তবে রাজ্য পরিচালনায় তিনি একটি বিশেষ বংশের উজিরের উপর নির্ভর করতেন। কিন্তু উজিরের কাজকর্মে সন্দিহান হয়ে তিনি সে উজিরকে বংশসহ ধ্বংস করেন।

[আর. ডি. এ ল্যাব স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী কোথায় ছিল? ১

খ. আব্বাসি বংশের পতনে কোন নদীর পানি কীভাবে রঞ্জিত হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ বংশের সাথে তোমার পঠিত কোন বংশের মিল খুঁজে পাও? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত বংশের ধ্বংসের ঘটনা উল্লেখ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী ছিল বাগদাদ।

খ আব্বাসি বংশের পতনে টাইগ্রিস নদীর পানি রক্তে রঞ্জিত হয়।

১২৫৮ সালে মোঙ্গল নেতা হালাকু যান বাগদাদ আক্রমণ করেন। তার আক্রমণের মধ্য দিয়ে পাঁচশ বছরের দীর্ঘস্থায়ী আব্বাসি বংশের পতন ঘটে। হালাকু খান ছয় সপ্তাহ ধরে বাগদাদে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করেন। এতে বাগদাদের ২০ লক্ষ লোকের মধ্যে ১৬ লক্ষ প্রাণ হারায়। আর তাদের রক্তে টাইগ্রিসের পানি এর গতিপথে বহু মাইল পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ বংশের সাথে আমার পঠিত বার্মাকি পরিবারের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

বার্মাকিরা ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী। বার্মাকি উজিরদের পূর্বপুরুষ জাফর স্ত্রী ও পুত্র খালিদসহ উমাইয়াদের নিকট যুদ্ধবন্দিরূপে ধৃত হন। পরবর্তীতে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বন্দিত্ব হতে মুক্তি লাভ করেন। তারা আব্বাসি আন্দোলনেও যোগ দেন। উদ্দীপকেও এই বার্মাকি পরিবারের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত আব্বাসি সাম্রাজ্যের এই বিখ্যাত বার্মাকি উজির পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াহিয়ার পূর্বপুরুষ ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী। ইয়াহিয়ার পিতা খালিদ ইবন বার্মাক আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখেন। খলিফা মনসুর খালিদ বার্মাকের পুত্র ইয়াহিয়াকে আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে খলিফা হারুন ইয়াহিয়াকে উজিরের পদে নিযুক্ত করেন। ইয়াহিয়ার চার পুত্র যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে আব্বাসি খিলাফতকে সেবা করে এর গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এভাবে উদ্দীপকের বিশেষ বংশের মতো বার্মাকি পরিবারও আব্বাসি খিলাফতের ওপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে।

ঘ উল্লিখিত বংশ অর্থাৎ বার্মাকি পরিবারের ধ্বংসের ঘটনা ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক।

পারস্যবাসী বার্মাকি বংশ হারুনের খিলাফতে প্রধান উজিরের পদে অধিষ্ঠিত হলে আরব আমিরগণ তাদের প্রভাব হারাতে থাকেন। অন্যদিকে, ফজল বিন রাবির ব্যক্তিগত শত্রুতা ও উচ্চাভিলাষ, বার্মাকিদের অপরিসীম প্রভাব ও ঐশ্বর্য, উজির জাফরের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ঘটনা, বার্মাকি জাফর হারুন-অর-রশিদের বোন আব্বাসাকে গোপনে বিয়ে করা এবং নানা সন্দেহে ও লোকজনের নানা রকম কথার প্রভাবে খলিফা হারুন বার্মাকিদের প্রতি খুবই ক্ষুব্ধ হন, যা তাদের পতনের দরজা খুলে দেয়। অর্থাৎ এ সকল বিষয়ই বার্মাকিদের উদ্দীপকের ন্যায় পরিণতির দিকে ধাবিত করে।

খলিফা হারুন বার্মাকিদের বহুপুরুষের সেবার কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ এক রাতে মনসুর নামক তাঁর এক নৈশ অনুচর দ্বারা জাফরের শিরশ্ছেদ করান। বৃদ্ধ ইয়াহহিয়া, ফজল, ও মুসাকে রাক্কায় কারারুদ্ধ করা হয় এবং তাদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াহহিয়া এবং ৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে ফজল কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। আর এভাবেই বার্মাকি উজির পরিবারের পতন সম্পন্ন হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, বার্মাকিদের উদ্দীপকের বিশেষ বংশের মতো একই পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল। আব্বাসি খলিফা হারুন জাফর বার্মাকিকে হত্যা এবং অন্যদের কারারুদ্ধ করে খালিদ বিন বার্মাকির প্রতিষ্ঠিত বার্মাকি উজির পরিবারকে সমূলে বিনাশ করেন।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩০ রহিম মিয়া রায়পুর ইউনিয়নের একজন শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান। জনদরদি এই প্রতিনিধি ইউনিয়নবাসীর অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে খোঁজ খবর নিতেন। অন্যায়কারী বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। জনগণের সার্বিক মঙ্গলের জন্য তিনি ছিলেন বেশ যত্নবান। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর]*

ক. আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী কোথায় ছিল? ১

খ. আবু মুসলিম খোরাসানি কে ছিলেন? ২

গ. উদ্দীপকে চেয়ারম্যান রহিম মিয়ার মধ্যে আব্বাসি কোন মহান খলিফার চারিত্রিক গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও উক্ত আব্বাসি খলিফা ছিলেন নানা গুণের অধিকারী – তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসি খিলাফতের রাজধানী ছিল বাগদাদে।

খ সৃজনশীল ৪ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে রহিম মিয়ার মধ্যে আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রের প্রজারঞ্জক গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদ একজন প্রজারঞ্জক শাসক হিসেবে বিশ্বে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য তিনি ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণ করতেন। খলিফা স্বয়ং সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমা ও গিরিপথগুলো পরিদর্শন করতেন। তিনি কখনও শাসনকার্যে কষ্ট স্বীকারে পিছপা হতেন না। বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও জনসাধারণের সর্বাধিক উন্নতি বিধানে এবং প্রজার স্বার্থ সংরক্ষণে সে যুগে বিশ্বে কোনো শাসকই তাঁর মতো যত্নবান ছিলেন না। ব্যবসায়ী, সওদাগর, পন্ডিত ও তীর্থযাত্রীগণ যে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করত, এটা তার শাসনকার্যের দক্ষতাই পরিচয় বহন করে।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, রহিম মিয়া রায়পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। জনদরদি এ জনপ্রতিনিধি ইউনিয়নবাসীর অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে ইউনিয়ন ভ্রমণ করতেন। জনসাধারণের সর্বাধিক উন্নতি বিধান এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তার উপজেলায় কোনো চেয়ারম্যানই তার মতো যত্নবান ছিলেন না। এ বিষয়গুলো আমরা আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রের প্রজারঞ্জক গুণাবলির মধ্যেও দেখতে পাই।

ঘ উদ্দীপকে রহিম মিয়ার অর্থাৎ খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রে প্রজারঞ্জক গুণাবলি ছাড়াও আরও অনেকগুলো গুণাবলি বিদ্যমান।

আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ন্যায়বিচারক, রাজ্যবিজেতা, সমরকুশলী, কূটনৈতিক, কঠোরতা, ও কোমলতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক, সংগীতকলার বাহক, ধর্মভীরুতা, দানশীলতা ইত্যাদি ছিল তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি যেমন ছিলেন কঠোর, তেমনি গরিব-দুঃখীদের প্রতি তিনি ছিলেন পুষ্পের ন্যায় কোমল। ব্যক্তিগত জীবনে হারুন ছিলেন ধর্মভীরু। তিনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। তিনি প্রত্যেক রাত্রিতে ১০০ রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। তার তেইশ বছর শাসনকালে তিনি নয়বার হজব্রত সম্পাদন করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু ও দানবীর। তিনি প্রতিদিন ১০০০ দিরহাম দান-খয়রাত করতেন। তিনি একজন ন্যায়বিচারক ছিলেন। অরাজকতা দমন এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন আপসহীন। খলিফা হারুন-অর-রশিদ একজন রাজ্যবিজেতা হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সাইপ্রাস, ক্রিটস, হেরোক্লিয়া প্রভৃতি অঞ্চল বিজয় করেন। এছাড়াও সাম্রাজ্যকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তিনি সিসিলি, ফ্রান্স, চীনসহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু রাজ্যের নৃপতিগণের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি সবার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। তার দরবার ছিল জ্ঞানীগুণী লোকদের তীর্থস্থান। তিনিই সর্বপ্রথম সংগীতকলাকে মহান পেশায় উন্নীত করেন। তিনি একটি সংগীত একাডেমিও প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকে খলিফা হারুন-অর-রশিদের উপর্যুক্ত গুণাবলির কোনো ইঙ্গিত নেই। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে প্রকাশিত গুণাবলি ছাড়াও হারুন-অর-রশিদ আরও নানা গুণাবলির অধিকারী ছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৩১ বসনিয়ার সরকার নিজ দেশের বিভিন্ন বিষয়ের পন্ডিতদের সহযোগিতায় একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানে দেশি-বিদেশি বিখ্যাত ব্যক্তিদের বইপত্র সংগ্রহ করা হয়। শিক্ষা-সাহিত্য, ইতিহাস দর্শনে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে উক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেশের কল্যাণে একটি স্বর্ণালী অধ্যায় সংযোজন করে। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর]*

ক. 'আস-সাফফাহ' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. বাগদাদ নগরীর বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির সাথে আব্বাসি খলিফা আল মামুনের কোন প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গবেষণা কর্মকান্ডে বসনিয়ার উক্ত সংস্থার চেয়ে আব্বাসি প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্র আরও বেশি ছিল – বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'আস-সাফফাহ' শব্দের অর্থ রক্তপিপাসু।

খ বাগদাদ নগরী আব্বাসি শাসনামলে অত্যন্ত সুরম্য নগরী ছিল।

বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা খলিফা আবু জাফর আল মনসুর। তিনি টাইগ্রিস নদীর ডান তীরে একটি সুন্দর নগরী প্রতিষ্ঠা করে তার নাম রাখেন বাগদাদ এবং এখানে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। ১,০০,০০০ শ্রমিক ও শিল্পী সুদীর্ঘ ৪ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে ৪৮,৮৩,০০০ দিরহাম ব্যয়ে এই নতুন নগরীর নির্মাণ কাজ শেষ করে।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩২ বিজ্ঞান চর্চা, গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক মৌলিক গ্রন্থ অনূদিত ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহাকাশ সম্পর্কিত অনেক তথ্য ও শক্তিশালী দূরবীণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরকার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। *[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. আব্বাসি বংশে মোট কতজন খলিফা ছিল? ১

খ. হারুন-অর-রশিদ ইসলামের ইতিহাসে এত বিখ্যাত কেন? ২

গ. বাংলা একাডেমির কাজের সাথে আব্বাসীয় খিলাফতের কোন সংস্থার কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঐ যুগের কাগজের কল, মন্দির, দূরবীণ যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কারে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকার ন্যায় কোন আব্বাসি খলিফা ভূমিকা রেখেছিলেন বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসি বংশে মোট ৩৭ জন খলিফা ছিল।

খ বৈদেশিক নীতি, জনকল্যাণমুখী কার্যকলাপ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য খলিফা হারুন-অর-রশিদ ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

খলিফা হারুন-অর-রশিদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, সংগীত, জোতির্বিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানগণ অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও দানশীলতার জন্য তিনি ছিলেন জগদ্বিখ্যাত। প্রজাসাধারণের কল্যাণ ছাড়াও বৈদেশিক নীতির জন্য তিনি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকার ন্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় আব্বাসি খলিফা আল মামুনের অবদান ছিল অপরিসীম।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাংলাদেশ সরকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি নামক একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছে। তাছাড়া বিজ্ঞান ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। কাগজের কল, মানমন্দির, দুরবীন যন্ত্র আবিষ্কারে বাংলাদেশ সরকার সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় এ সরকার বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। সরকারের এ ভূমিকার ন্যায় খলিফা আল মামুনও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

খলিফা আল মামুন জ্যোতির্বিজ্ঞানে উৎসাহী ছিলেন। তাই তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাগদাদের সন্নিকটে শামাসিয়া নামক স্থানে জোতির্বিজ্ঞান গবেষণার জন্য একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। মামুনের অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আদেশে মুসলিম মনীষীগণ বিষুবরেখা, পৃথিবীর আকৃতি, সূর্যঘড়ি পৃথিবীর ব্যাস, চন্দ্র-সূর্যের দ্বারা সম্পর্কিত মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন। তার সময়ে পদার্থবিদ আবুল হাসান দূরবীণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। খলিফা মামুনের শাসনামলে আব্বাসি গণিত শাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনি নিজে একজন গণিতজ্ঞ ছিলেন। তার সময়কার বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ছিলেন 'হিসাবুল-জবর ওয়াল মুকাবালাহ' রচয়িতা আল খাওয়ারিজমি'। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এ গ্রন্থটি ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। খলিফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান ভস্মীকরণ ও লঘুকরণ সূত্র দুটি আবিষ্কার করেন। এছাড়া খলিফা মামুন দর্শনশাস্ত্রের উন্নতিতে অবদান রেখেছেন। দার্শনিক আল কিন্দি খলিফা মামুনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি 'এরিস্টটল ধর্মতত্ত্ব' আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন এবং মুসলিম দর্শনের সাথে প্লেটো ও এরিস্টটলের মতবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, আব্বাসি খলিফা আল মামুন বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকার ন্যায় গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, রসায়ন, ইতিহাস ও দর্শন চর্চায় অসামান্য অবদান রাখেন। এ কারণে তার রাজত্বকালকে অগাস্টান যুগ বলে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্ন ▶৩৩ শিহাব আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঘটনা পড়ছিল। নতুন খিলাফতের সময় খলিফা না হওয়া সত্ত্বেও তাকে এই রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। খিলাফত লাভের পরপরই তিনি তার চাচার বিদ্রোহ দমন করেন। এরপর তিনি নিরস্ত্র 'ক' কে নির্মমভাবে হত্যা করেন। এছাড়া পারস্য ও খোরাসানের বিদ্রোহ দমন করে। তার গৌরবময় কীর্তি হলো একটি নতুন নগর প্রতিষ্ঠা, যা ছিল তার রাজ্যের রাজধানী। তার নাম অনুসারে এই নতুন শহরের নামকরণ করা হয়।

[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১

খ. আবুল আব্বাসকে আস-সাফফাহ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খলিফা ক্ষমতা গ্রহণের পর যে সকল বিদ্রোহ দমন করেছিল তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শাসনকর্তাকে কেন আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় তা মূল্যায়ন কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খালিদ বার্মাক।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত খলিফা অর্থাৎ আবু জাফর আল মনসুর ক্ষমতা গ্রহণের পর চাচা আবদুল্লাহ বিন আলীর বিদ্রোহসহ সানবাদ, রাওয়ান্দিয়া, খোরাসানের বিদ্রোহ দমন করেন।

আবুল আব্বাস আস-সাফফাহর মৃত্যুর পর ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে আবু জাফর আল মনসুর খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফা হয়ে আব্বাসীয় বংশের জন্য হুমকিস্বরূপ কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ আচরণ করেন। ফলে সেসকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিদ্রোহ করে। আবু জাফর আল মনসুর তাদের বিদ্রোহ দৃঢ়তার সাথে দমন করেন।

সিংহাসনে আরোহণ করেই আবু জাফর আল মনসুর চাচা আবদুল্লাহ বিন আলীর বিদ্রোহ দমনের জন্য আবু মুসলিম খোরাসানিকে প্রেরণ করেন। নাসিবিনের যুদ্ধে আবদুল্লাহকে পরাজিত করা হয়। আবু মুসলিম খোরাসানিকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে তাকে হত্যা করলে সানবাদ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আল মনসুর বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে সানবাদের বিদ্রোহ দমন করেন। এছাড়া আল মনসুর খারেজি বিদ্রোহ, আলী বংশীয় ইমাম মুহাম্মদ ও ইব্রাহিমের বিদ্রোহ দমন করেন। সুতরাং আবু জাফর আল মনসুর ক্ষমতা গ্রহণের পর উল্লিখিত বিদ্রোহ দমন করে আব্বাসি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

ঘ আব্বাসি খিলাফত সুদৃঢ়করণে খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের অসামান্য অবদানের জন্য তাকে ঐ বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

খলিফা মনসুর সিংহাসনে আরোহণ করে সাম্রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য তিনি সকল প্রকার বিদ্রোহ দমন করে অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৫৫ খিষ্টাব্দে মাজুসি সম্প্রদায়ের নেতা সানবাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে সানবাদকে পরাজিত করেন। ৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে খোরাসানের বিদ্রোহ দমন করেন, রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন।

অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের পর আবু জাফর সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তার শাসনামলে তাবারিস্তান ও গিলান জয় করেন এবং কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম-উত্তরে অবস্থিত দায়লামকে আব্বাসি সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। প্রশাসনিক কাঠামোকে সুবিন্যস্ত ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে খলিফা মনসুর দামেস্ক থেকে রাজধানী বাদগাদে স্থানান্তর করে বাগদাদকে সুন্দর ও সুপরিকল্পিত নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন। সামরিক শক্তিই যে সাম্রাজ্যের মূলনীতি এ সত্যকে অনুধাবন করে আল মনসুর একটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শক্তিশালী নিয়মিত সেনাবাহিনী গঠন করেন। তাছাড়া তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পরিশেষে বলা যায়, খলিফা মনসুর তার সাম্রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য যে অসামান্য অবদান রেখেছেন তার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

প্রশ্ন ▶৩৪ 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ' একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। একদল অগ্রসর ও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এ প্রতিষ্ঠানটি আত্মপ্রকাশ করে। জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা ও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার জন্য এখানে রয়েছে প্রচুর গ্রন্থ, দেশি বিদেশি জার্নাল ও প্রকাশনা। দেশ বিদেশ হতে বহু শিক্ষানুরাগী জ্ঞান সাধনার জন্য এখানে আসেন। তবে নানা সীমাবদ্ধতার কারণে প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞান পিপাসুদের সকল চাহিদা পূরণ করতে পারছেনা।

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]

ক. আল মামুনের মাতার নাম কী? ১

খ. 'নহর-ই-জুবায়দা' কী? ২

গ. 'এশিয়াটিক সোসাইটির' সাথে আব্বাসি খলিফা আল মামুনের প্রতিষ্ঠিত কোন প্রতিষ্ঠানের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটি আল মামুনের প্রতিষ্ঠিত উক্ত প্রতিষ্ঠানটির পূর্ণ প্রতিচ্ছবি নয়' — বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল মামুনের মাতার নাম হলো জুবাইদা।

খ নহর-ই-জুবাইদা হলো খলিফা হারুন-অর-রশিদের স্ত্রী জুবাইদার অর্থায়নে খননকৃত একটি খাল।

হারুন-অর-রশিদ ৮০২ খ্রিষ্টাব্দে মহীয়সী জুবাইদা, আমীন ও মামুনকে নিয়ে মক্কায় হজ পালন করেন। এ সময় সম্রাজ্ঞী জুবাইদা মক্কাবাসীর পানির কষ্ট দেখে ১৫,০০,০০০ দিনার ব্যয়ে ফোরাত নদীর উপকূল হতে মক্কা পর্যন্ত একটি খাল খনন করেন। এটা নহর-ই- জুবাইদা নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ২ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩৫ সোনারতরী রাজ্যের রাজা হীরা চৌধুরীকে বলা হয় কিংবদন্তির নায়ক। তিনি অন্যায়কারীদের প্রতি যেমন ছিলেন কঠোর; তেমনি গরিব-দুঃখীদের প্রতি ছিলেন উদার ও সহানুভূতিশীল। তিনি সকল ধর্মীয় বিধি-বিধান নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। তিনি প্রচুর দান খয়রাত করতেন এবং প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকনের জন্য রাত্রিকালে ছদ্মবেশে পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। সহাবস্থান ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে দেশের মতো বহির্বিশ্বেও তিনি বেশ পরিচিত ছিলেন। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]*

ক. 'আব্বাসা' কে? ১

খ. 'আরবীয় জওয়ান অব আর্ক' কাকে বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের মানবিক গুণাবলি কোন আব্বাসি খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'একটি সুদূরপ্রসারী ও দূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতি উক্ত আব্বাসি খলিফাকে উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের চেয়ে আরও বেশি বিখ্যাত করেছে' — বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'আব্বাসা' হলেন আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের বোন।

খ আব্বাসি শাসনামলে খারেজিদের নেতৃত্বদানকারী মহিলা লায়লা মতান্তরে আল ফারিয়া 'আরবীয় জোয়ান অব আর্ক' নামে পরিচিত।

আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময়ে খারেজি নেতা ওলীদ বিন তারিক আর্মেনিয়া, আজারবাইজান এবং মেসোপটেমিয়ার হুলওয়ান পর্যন্ত চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। ফলে হারুন-অর-রশিদ তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। তার মৃত্যুর পর তারই ভগ্নি লায়লা মতান্তরে আল ফারিয়া খারেজিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি উপর্যুপরি কয়েকটি সংঘর্ষে খলিফার বাহিনীকে পরাজিত করেন। তিনি ইতিহাসে Arabian Joan of Ark নামে পরিচিতি লাভ করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত হীরা চৌধুরীর সাথে আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের সাদৃশ্য রয়েছে।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্যের অধিকারী ছিলেন। তার এ বৈশিষ্ট্যের খানিকটাই রাজা হীরা চৌধুরীর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

রাজা হীরা চৌধুরী প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় ছাড়াও প্রতি রাতে একশত রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। জনসাধারণের উন্নতি এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি সদাতৎপর থাকতেন। খলিফা হারুন অর রশীদের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী তার সম্পর্কে বলেন, "অবিচারের প্রতিকার এবং নিপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্তদের দুঃখমোচন করার জন্য রাত্রে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অভ্যাস ছিল।" ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও তিনি দৈনিক একশত রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি জনসাধারণের উন্নতি বিধানে ও স্বার্থ সংরক্ষণে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তার ন্যায় প্রজারঞ্জক ও প্রজাবৎসল নরপতি আব্বাসি খিলাফতে আর কেউ ছিল না বললেই চলে। সুতরাং দেখা যায়, হীরা চৌধুরীর চরিত্র ও কর্ম আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ একটি সুদূরপ্রসারী ও দূরদর্শী পররাষ্ট্রনীতি আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদকে উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের চেয়ে অধিক বিখ্যাত করেছে।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ তেইশ বছর বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার সুদীর্ঘ রাজত্বকাল আরব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগ। তিনি অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্যের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শাসকদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। উদ্দীপকেও তার কূটনৈতিক অবদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাজা হীরা চৌধুরী তার প্রজাদের প্রতি অত্যন্ত উদার ও সহানুভূতিশীল। তার রাজ্যে সহাবস্থান ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে দেশের মত বহির্বিশ্বেও তিনি বেশ পরিচিত। কিন্তু সেটি খলিফা হারুন-অর-রশিদের দূরদর্শী কূটনীতির সমকক্ষ নয়। কেননা তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু রাজা-বাদশার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হন। হারুনই প্রথম মুসলিম শাসক, যিনি চীনের সম্রাট ফাগফুর প্রেরিত রাষ্ট্রদূতকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান এবং চীনের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্বের ঘোষণা দেন। তিনি ফ্রান্সের সমসাময়িক নৃপতি শালিম্যানের সাথে এবং ভারতবর্ষের রাজাদের সাথেও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, রাজা হীরা চৌধুরীর তুলনায় খলিফা হারুন-অর রশিদ কূটনীতির ক্ষেত্রে অধিক দূরদর্শী ও সফল ছিলেন।

প্রশ্ন ▶৩৬ জনাব এখলাস সাহেব একজন উপজেলা চেয়ারম্যান। উপজেলার সর্বসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে বিভিন্ন গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি একজন ধর্মনিষ্ঠ শাসক ছিলেন। পার্শ্ববর্তী উপজেলা চেয়ারম্যান বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তার সাথে শঠতার আশ্রয় নিলেও তিনি বারবার ক্ষমা করে দেন। *[কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ]*

ক. বায়তুল হিকমা কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. ক্রুসেড বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত চেয়ারম্যানের সাথে আব্বাসি কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রতিনিধি যে ক্ষমার নীতি অবলম্বন করেছিল উক্ত— খলিফার বৈদেশিক নীতির সাথে তার তুলনা করে ঐতিহাসিকদের সমালোচনা তুলে ধরো। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খলিফা আল-মামুন বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন।

খ ক্রুসেড বলতে দ্বাদশ শতাব্দীতে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত ধর্মযুদ্ধকে বোঝায়।

একাদশ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনশত বছর ধরে ঈর্ষাপরায়ণ ও বিক্ষুব্ধ খ্রিষ্টান জগৎ ধর্মের ডাকে বক্ষে ক্রুস চিহ্ন ধারণ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালনা করে, তাই ইতিহাসে ক্রুসেড নামে পরিচিত। ক্রুসেড শব্দটির অর্থ ধর্মযুদ্ধ। খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় প্রতীক ক্রুস থেকে 'ক্রুসেড' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। মুসলিম এশিয়ার বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান ইউরোপের সীমাহীন হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে ক্রুসেড নামক এ ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে।

গ উদ্দীপকে এখলাস সাহেবের মধ্যে আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রের প্রজারঞ্জক গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদ একজন প্রজারঞ্জক শাসক হিসেবে বিশ্বে সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য তিনি ছদ্মবেশে নগর ভ্রমণ করতেন। খলিফা স্বয়ং সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমা ও গিরিপথগুলো পরিদর্শন করতেন। তিনি কখনও শাসনকার্যে কষ্ট স্বীকারে পিছপা হতেন না, বিপুল বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও জনসাধারণের সর্বাধিক উন্নতি বিধানে এবং প্রজার স্বার্থ সংরক্ষণে সে যুগে বিশ্বে কোনো শাসকই তাঁর মতো যত্নবান ছিলেন না। ব্যবসায়ী, সওদাগর, পণ্ডিত ও তীর্থযাত্রীগণ যে পরিপূর্ণ নিরাপত্তার সাথে বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করত, এটাই তাঁর শাসনকার্যের দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, এখলাস সাহেব উপজেলা চেয়ারম্যান। জনদরদি এ জনপ্রতিনিধি উপজেলাবাসীর অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে বিভিন্ন গ্রাম ভ্রমণ করতেন। জনসাধারণের সর্বাধিক উন্নতি বিধান এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তার উপজেলায় কোনো চেয়ারম্যানই তার মতো যত্নবান ছিলেন না। এ বিষয়গুলো আমরা আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রের প্রজারঞ্জক গুণাবলির মাঝেও দেখতে পাই।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত বারবার ক্ষমার বিষয়টির সাথে খলিফা হারুন-অর-রশিদের বৈদেশিক নীতির মিল রয়েছে।

আরব্য উপন্যাসের নায়ক আব্বাসি খলিফা হারুন-আর-রশিদের শাসনকাল ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বৈদেশিক নীতিই তাকে শাসক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। যদিও ঐতিহাসিকরা তার এই বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করেছেন। উদ্দীপকেও এর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের বারবার ক্ষমা করার ঘটনাটি খলিফা বাইজান্টাইন কোষাধ্যক্ষ নাইসিফোরাসের প্রতি খলিফা হারুন-অর-রশিদের নীতির ইঙ্গিত দেয়। নাইসিফোরাস বারবার কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণের জন্য খলিফা ৮০৩ খ্রিস্টাব্দে তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাকে সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। কিন্তু ধূর্ত নাইসিফোরাস সন্ধি ভঙ্গ করে পুনরায় মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। খলিফা পুনরায় তাকে শাস্তি দিতে অভিযান প্রেরণ করে কর প্রদানে বাধ্য করেন। কিন্তু নাইটিফোরাস প্রতিবারই সন্ধি ভঙ্গ মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। এ সমস্ত কারণে অনেক ঐতিহাসিক খলিফা হারুন-অর-রশিদকে চারিত্রিক দুর্বলতার কথা বলে তার সমালোচনা করেন। উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও তার ক্ষমার কথাই প্রকাশ পেয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের শাসকের নীতি খলিফা হারুন-অর-রশিদের নীতিরই অনুরূপ।

প্রশ্ন ▶ ৩৭ সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা হলেও সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি রক্তপাত ও কঠোর নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে চল্লিশচক্রসহ সকল শত্রু ও বিদ্রোহীকে নিশ্চিহ্ন করেন। এসব কঠোর কর্মকাণ্ড বাহ্যিক দৃষ্টিতে অমানবিক হলেও সালতানাতের নিরাপত্তার জন্য এর বিকল্প ছিল না। *[কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ]*

ক. বাগদাদ নগর কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. আবুল আব্বাসকে আস-সাফফাহ লা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুলতানের সাথে খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য তুলে ধরো। ৩

ঘ. "খলিফার কর্মকাণ্ড ব্যক্তিস্বার্থে নয় বরং বংশের স্বার্থেই নেয়া পদক্ষেপ"— উদ্দীপকের সাথে তুলনা করে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর বাগদাদ নগর প্রতিষ্ঠা করেন।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সাথে আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের মিল রয়েছে।

ইতিহাসে এমন অনেক শাসক রয়েছেন, যারা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নন, কিন্তু নিজ বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা আর কঠোর পরিশ্রম করে তারা সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছেন। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুকে কঠোর হস্তে দমন করে তার সাম্রাজ্যকে শঙ্কামুক্ত করেছেন। আবার সাম্রাজ্যের উন্নতিতেও তারা ব্যাপক অবদান রেখেছেন। এমন দুজন শাসক হলেন উদ্দীপকের বলবন এবং আব্বাসি খলিফা আল মনসুর।

আবুল আব্বাস আস সাফফাহ আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হলেও আব্বাসি খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন আবু জাফর আল মনসুর। খলিফা মনসুর তার অক্লান্ত পরিশ্রম, দূরদর্শিতা, কূটনীতি বলে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুকে দমন করে আব্বাসি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। নিজ খিলাফতের হুমকির আশঙ্কায় চাচাকে বন্দি (পরবর্তী মৃত্যুবরণ), আবু মুসলিম খোরাসানি, শিয়া ইমাম মুহাম্মদ ও ইব্রাহীম প্রমুখ ব্যক্তিকে হত্যা করেন ও আব্বাসি বংশকে শত্রুমুক্ত করেন। একইভাবে কুতুবউদ্দিন আইবেক সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা হলেও সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন দিল্লি সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি খলিফা মনসুরের ন্যায় রক্তপাত ও কঠোর নীতি প্রয়োগ করে চল্লিশ চক্রসহ সকল শত্রুকে ধ্বংস সাধন করে দিল্লি সালতানাতকে শত্রুমুক্ত করেন। সুতরাং গিয়াসউদ্দিন বলবনের সাথে আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সুলতানের মতো আব্বাসি খলিফা আল মনসুরও যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা মূলত আব্বাসি বংশের কল্যাণে, নিজের স্বার্থে নয়।

দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন রক্তপাত ও কঠোরনীতি প্রয়োগ করে সালতানাতের শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করেছিলেন। তার এ কঠোরনীতি ও কর্মকাণ্ড স্বাভাবিকভাবে অমানবিক মনে হলেও সালতানাতের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য এর বিকল্প কোনো পথ ছিল না। অনুরূপভাবে আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর সিংহাসনে আরোহণের পর সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ নীতিতে দারুণ পরিবর্তন সাধন করেন।

খলিফা মনসুর সিংহাসনে আরোহণ করেই তার চাচা 'জাবের যুদ্ধ বিজেতা' আব্দুল্লাহ বিন আলীর রোষানলের সম্মুখীন হলে আবু মুসলিম খোরাসানিকে প্রেরণ করে তাকে পরাজিত ও বন্দি করেন। পরবর্তীতে তিনি কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। আব্বাসি বংশের জন্য হুমকি মনে করে তিনি মুসলিম খোরাসানিকেও কৌশলে হত্যা করেন। তিনি বিভিন্ন বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করেন। এমনকি আব্বাসি আন্দোলনে সহায়তাকারী আলীর বংশধরদের হাতে ক্ষমতা প্রদান না করায় আলী বংশীয় সমর্থক শিয়া ইমাম মুহাম্মদ ও ইব্রাহীম যথাক্রমে মদিনা ও বসরার বিদ্রোহ ঘোষণা করলে খলিফা মনসুর তাদের পরাজিত ও হত্যা করে আব্বাসি রাজবংশকে শত্রুমুক্ত করেন। এভাবে আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর আব্বাসি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার জন্য তথা বংশের স্বার্থে দমন-পীড়ন, হত্যাযজ্ঞ ও কঠোরনীতি অবলম্বন করেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, খলিফা আল মনসুর আব্বাসি বংশকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এর সাথে তার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ জড়িত ছিল না।

প্রশ্ন ▶ ৩৮ 'ক' একজন ধার্মিক ও প্রজাদরদি শাসক। তিনি প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট দেখার জন্য রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি পানির কষ্ট দূর করার জন্য তার স্ত্রীর নামে একটি কূপ খনন করেন। তিনি দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাজসহ ১০০ রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. 'Arabian Joan of Ark' কাকে বলা হয়? ১

খ. 'পর্বতের বৃদ্ধ লোক' বলা হয় কাকে এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' এর ন্যায় পাঠ্যবইয়ের শাসকের অবদান বর্ণনা করো। ৩

ঘ. পানির কষ্ট দূর করা জন্য তিনি কি কিছু করতে পেরেছিলেন? আলোচনা করো। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খারেজি নেতা ওয়ালিদের ভগ্নি লায়লাকে 'Arabian Joan of Ark' বলা হয়।

খ সৃজনশীল ২৮ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে 'ক'-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের কোমলতা, দানশীলতা, ধর্মভীরুতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও সততা ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদ ছিলেন একজন জনদরদি শাসক। তবে তিনি অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের ক্ষেত্রে ছিলেন চরম কঠোর। কঠোরতা ও কমলতার অপূর্ণ মিশ্রণ ঘটেছিল তার চরিত্রে। তিনি নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালন করতেন এবং প্রচুর দান করতেন। তার এ সকল গুণাবলিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে বর্ণিত শাসক 'ক' প্রজাদের অবস্থা দেখার জন্য রাতের অন্ধকারে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। প্রজাদের পানির সমস্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে স্ত্রীর নামে একটি কূপ খনন করেন। দৈনিক ফরজ নামাজের পাশাপাশি ১০০ রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। অনুরূপভাবে খলিফা হারুন-অর-রশিদও ছিলে একজন প্রজাহিতৈষী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। অন্যায়কারী ও বিদ্রোহীদের প্রতি তিনি যেমন ছিলেন কঠোর, তেমনি গরিব ও দুঃখীদের প্রতি তিনি ছিলেন পুষ্পের মতো কোমল। তার মতো ন্যায়পরায়ণ, মহানুভব, দানবীর নরপতি সে যুগে ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করতেন। এছাড়াও তিনি প্রত্যেক রাতে একশ রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। তিনি প্রতিদিন ১০০০ দিরহাম করে দান করতেন। উদ্দীপকেও শাসক 'ক' এর ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলোর প্রতিফলন লক্ষণীয়।

ঘ হ্যাঁ, পানির কষ্ট দূর করার জন্য তিনি নহর-ই-জুবাইদা নামে একটি খাল খনন করেন।

হারুন-অর-রশিদ ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি প্রজাদের উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। প্রজাদের দু:খ-কষ্ট দেখার জন্য রাতের অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে দেখতেন। পানি কষ্ট দূর করার জন্য তিনি স্ত্রীর নামানুসারে নহর-ই-জুবাইদা খাল খনন করেন যা উদ্দীপকে বর্ণিত আছে।

উদ্দীপকের 'ক' নামের প্রজাদরদী শাসক প্রজাদের পানিকষ্ট দূর করার জন্য স্ত্রীর নামানুসারে একটি কূপ খনন করেন। যেটা আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের স্ত্রীর নামানুসারে 'নহর-ই-জুবাইদা' খাল খননের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দূর দূরান্ত থেকে হজ করতে যাওয়া হজযাত্রীদের পানি কষ্ট দূর করার জন্য হারুন-অর-রশিদ স্ত্রী জুবাইদার উৎসাহে ফোরাত থেকে মক্কা পর্যন্ত একটি খাল খনন করেন। এটিই স্ত্রী জুবাইদার নামানুসারে 'নহর-ই-জুবাইদা' নামে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা যায়, পানির কষ্ট দূর করার জন্য হারুন-অর-রশিদ 'নহর-ই-জুবাইদা' খাল খনন করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৯ ইদ্রিস বংশের শাসকদের মধ্যে দিদার ছিলেন সাহসী ও ক্ষমতাবান। তবে তার চরিত্রের নৈতিক দিক ছিল সন্দেহ প্রবণতা। যার কারণে তিনি তার বিশ্বস্ত সেনাপতিকে হত্যা করেন। নিষ্ঠুর হলেও তিনি কর্তব্যপরায়ণ ও ভোগাসক্তবিহীন মানুষ। প্রাথমিক বাধা-বিপত্তি ও শাসন পরিচালনার মাধ্যমে তিনি প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত পেয়েছেন।

[বিএএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. 'কালীলা ওয়া দীমনা' কী? ১

খ. বার্মাকিদের পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকের দিদারের সাথে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তির প্রাথমিক কার্যাবলী ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কী কারণে তুমি তাকে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করো? ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'কালীলা ওয়া দীমনা' সংস্কৃত ভাষায় রচিত পশুপক্ষীর গল্প সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ।

খ সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত দিদারের সাথে পাঠ্যবইয়ের আবু জাফর আল মনসুরের প্রাথমিক কার্যাবলি সাদৃশ্যপূর্ণ।

আবুল আব্বাস আস সাফাফাহ-এর মৃত্যুর পর ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দেরর জুন মাসে আবু জাফর কুফায় আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন এবং আল-মনসুর বা বিজয়ী উপাধি ধারণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেই একটি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি নানা বিদ্রোহের সম্মুখীন হন এবং তা কঠোর হস্তে দমন করেন। যেমনটি উদ্দীপকে বর্ণিত দিদারের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

ইদ্রিস বংশের শাসক দিদার ভাইয়ের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়ে নানা রোষানলে পড়েন। তিনি সবকিছু শক্ত হাতে মোকাবিলা করে সাম্রাজ্যের ভিতকে মজবুত করেন। তাই জনকল্যাণে তিনি তেমন ভূমিকা রাখতে পারেননি। একইভাবে খলিফা মনসুর আব্বাসি খিলাফতের ভিতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সাম্রাজ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ এমন প্রত্যেককে নিশ্চিহ্ন করে নিজ বংশকে নিষ্কণ্ঠক করেন। এক্ষেত্রে তিনি চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন। যেমন-আব্বাসি বংশের প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালনকারী সেনাপতি আবু মুসলিম খোরাসানিকে তিনি নির্মমভাবে হত্যা করেন। তিনি সুন্নি ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করে খিলাফতের সম্মান সংরক্ষণ এবং বৃদ্ধি করেন। তিনি শাসনব্যবস্থার সাথে ধর্মীয় ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে সুখ্যাতি অর্জন করেন। ফলে আব্বাসি খলিফাগণ মুসলিম জাহানের শাসনকর্তা ছাড়াও আধ্যাত্মিক প্রধানেরও সম্মান লাভ করেন। তিনি শুধু বংশের শত্রুগণের নির্মূল করেই ক্ষান্ত হননি, বংশের সমর্থনকারীদের কার্যকলাপের প্রতিও তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখেন। শিক্ষা, কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে আব্বাসিগণের স্বর্ণময় যুগের উদ্বোধক ছিলেন খলিফা মনসুর।

ঘ বিদ্রোহ দমন, রাজ্যবিস্তার ও সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে আব্বাসি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বলে আমি আবু জাফর আল মনসুরকে আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করি।

আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আবু জাফর আল মনসুরের অবদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও আস-সাফফাহ আব্বাসি বংশের প্রথম খলিফা ছিলেন, তবুও তিনি সময়ের অভাবে তার বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারেননি। কিন্তু আবু মনসুর ভাইয়ের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করে এ বংশের শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও শত্রুমুক্ত করেন।

আস-সাফফাহর প্রতিষ্ঠিত আব্বাসি বংশ যখন সম্পূর্ণরূপে শত্রু কবলিত, ঠিক সেই মুহূর্তে শাসন ক্ষমতায় আরোহণ করে আল মনসুর অত্যন্ত কঠোরভাবে সকল বিদ্রোহের অবসান ঘটান। তিনি আব্দুল্লাহর বিদ্রোহ, আবু মুসলিমকে হত্যা, সানবাদের বিদ্রোহ, রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ, খোরাসানের বিদ্রোহ, তাবারিস্থানের বিদ্রোহ, আলী বংশীয়দের দমন এবং খারেজিদের বিদ্রোহ অত্যন্ত কঠোরতার সাথে দমন করেন। তিনি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের পর রাজ্যবিস্তারে তৎপর হন। একে একে তিনি গিলান, কুর্দিস্তান, আর্মেনিয়া দখল করে তথায় আব্বাসি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়াও তিনি পারস্যের বিখ্যাত সম্রাট নওশেরওয়ানের গ্রীষ্মাবাস বাগদাদকে রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিদ্রোহ দমন ও রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। তিনি জনগণের কল্যাণে রাস্তাঘাট, সরাইখানা, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ করেন। এভাবে আল-মনসুর তার অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য সাহস, দূরদর্শিতা ও কূটনৈতিক জ্ঞান বলে ভিতরের ও বাইরের সকল শত্রুকে দমন করে আব্বাসি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

সুতরাং আবু জাফর আল মনসুরের গৃহীত কার্যাবলির কারণে আমি তাকে আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ৪০ লুবনা আব্বাসীয় খিলাফতের পতন সম্পর্কে তার নানার কাছে শুনছিল। ৫০০ বছরের রাজত্বকালের শেষ দিকের কিছু দুর্বল শাসন বিশাল সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ধরে রাখতে সক্ষম হননি। ফলে জনৈক মোঙ্গল নেতা কর্তৃক ১২৫৮ সালে আব্বাসীয় খিলাফতের পতন ঘটে।

[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. 'মনসুর' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. খলিফা মামুনের রাজত্বকালকে 'ইসলামের অগাস্টান যুগ' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে জনৈক মোঙ্গল নেতা বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? তিনি কেন বাগদাদ আক্রমণ করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণগুলো কি আব্বাসি বংশের পতনের জন্য দায়ী? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

https://teachingbd24.com

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'মনসুর' শব্দের অর্থ বিজয়ী।

খ আব্বাসি খলিফা আল-মামুনের সময় রোমান সম্রাট অগাস্টানের শাসনামলের মতো বাগদাদ শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাদপীঠে পরিণত হয়েছিল বলে তার শাসনামলকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়।

মামুনের শাসনকাল ছিল আব্বাসি তথা আরবদের জন্য অলংকারস্বরূপ। সৈয়দ আমির আলী বলেন, "তাঁর বিশ বছরব্যাপী শাসনকাল চিন্তাধারার প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিবর্ধিত স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছে।" তার শাসনকালে সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। আমির আলী বলেন, "মামুনের খিলাফত সারাসানীয় ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। যথার্থভাবেই এটিকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়েছে।"

গ উদ্দীপকে জনৈক মোঙ্গল নেতা বলতে হালাকু খানকে বোঝানো হয়েছে। তার বাগদাদ আক্রমণের কারণ ছিল আব্বাসীয়দের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ।

৫০০ বছরের অধিককাল প্রতিষ্ঠিত আব্বাসি শাসন পতনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল হালাকু খানের আক্রমণ। তিনি ১২৫৮ সালে বাগদাদ আক্রমণ করে আব্বাসি বংশের পতন ঘটান। মূলত এর পিছনে বড় কারণ হলো আব্বাসি খলিফাদের চরম দুর্বলতা ও শেষ খলিফা আল মুসতাসিমের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ। অরাজকতা সৃষ্টিকারী গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের নির্মূলের উদ্দেশ্যে শেষ আব্বাসি খলিফার নিকট সাহায্য কামনা করে একটি পত্র প্রেরণ করেন হালাকু খান। খলিফা এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তাকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ উত্তর প্রদান করে চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। ক্রোধান্বিত হালাকু খান একাকী গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করে বাগদাদ আক্রমণ করেন এবং ১২৫৮ সালে আব্বাসি বংশের পতন ঘটান। সুতরাং বলা যায়, শেষ আব্বাসি খলিফার ঔদ্ধত্য ও অদূরদর্শী আচরণই হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণে প্ররোচিত করে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, লুবনার নানার বর্ণিত কারণ ছাড়াও আব্বাসি খিলাফত পতনের আরও কারণ রয়েছে।

আব্বাসি রাজবংশের পতনের মূল কারণ দুর্বল শাসন ও হালাকু খানের আক্রমণ হলেও এর পেছনে আরও কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন বংশীয় নেতা ও দলপতিগণ আব্বাসি খিলাফতের বিভিন্ন স্থানে নিজেদের কতকগুলো স্বাধীন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন– ইদ্রিসীয় বংশ, সামানীয় বংশ, সেলজুক বংশ, ফাতেমি বংশ ইত্যাদি। এই অবস্থায় খলিফাদের পক্ষে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা মোটেই সম্ভব ছিল না।

উদ্দীপকে লুবনার নানা আব্বাসি বংশের পতনের পেছনে শাসকদের দুর্বলতা ও এক মোঙ্গল নেতা হালাকু খানের আক্রমণের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আব্বাসিদের পতনের পেছনে এগুলো ছাড়া আরও অনেক কারণ দায়ী ছিল। আব্বাসি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফাগণ রাজ্য বিজয় অপেক্ষা সাম্রাজ্যের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে বেশি যত্নবান ছিলেন। তাই আব্বাসি খলিফাগণ সামরিক বিভাগের ওপর বিশেষ নজর দেননি। যার ফলে বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রমণ আব্বাসি সৈন্যগণ প্রতিহত করতে পারেনি। আব্বাসি খিলাফতের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল আরবদের প্রতি খলিফাদের অশ্রদ্ধা এবং পারসিক, তুর্কি প্রভৃতি জাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও অকুণ্ঠ আস্থা। কোনো খলিফা ইন্তেকালের পর খিলাফতের সিংহাসন-এর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের ব্যাপারে সুষ্ঠু নীতির অভাব থাকায় এই সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয়। খিলাফতের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও আব্বাসি বংশের পতনের অন্যতম কারণ। শাসকগোষ্ঠীর ভোগ-বিলাসের জন্য প্রজাদের ওপর নিত্যনতুন করভার চাপিয়ে দেওয়া হতো। শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারে দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষিক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। এ অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধ করার শক্তি ও ইচ্ছা পরবর্তী আব্বাসি খলিফাদের ছিল না। এ সমস্ত কারণে আব্বাসি খিলাফতের পতন হয়।

সার্বিক দিক বিবেচনা করে একথা বলা যায় যে, আব্বাসিদের পতনের পেছনে শাসকদের দুর্বলতা ও হালাকু খানের আক্রমণ ছাড়াও অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪১ হুসাইন মালিকের তিন পুত্র ছিল। সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে সম্ভাব্য বিরোধের আশঙ্কায় তিন পুত্রের মধ্যে একটি অঙ্গীকার পত্র করে দেন। কিছু দিন পর তিনি মারা যান। অতঃপর তার এক পুত্র অঙ্গীকার পত্রটি ছিড়ে ফেলে। তার বিলাসিতা ও অপরিণামদর্শিতার ফলে ভ্রাতৃ-কলহ তীব্র আকার ধারণ করে। *[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. কাকে আরবের 'জোয়ান অব আর্ক' বলা হয়? ১

খ. 'মাওয়ালি' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. হুসাইন মালিকের পুত্রদের দ্বন্দ্ব আব্বাসীয় আমলের দ্বন্দ্বের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত যুদ্ধে যোগ্য ব্যক্তির সফলতার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসি শাসনামলে খারেজিদের নেতৃত্বদানকারী মহিলা লায়লা মতান্তরে আল ফারিয়াকে আরবের 'জোয়ান অব আর্ক' বলা হয়।

খ বংশগতভাবে যারা মুসলিম না বা যারা নতুনভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তাদেরকে মাওয়ালি বলা হয়।

সাধারণত মাওয়ালিরা অনারব বা নবদীক্ষিত মুসলিম। নব্য মুসলিম হওয়ায় তাদের প্রতি উমাইয়া বংশের শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নেতিবাচক। এজন্য তাদেরকে বৈষম্যমূলক খারাজ ও জিজিয়া কর দিতে হতো। একমাত্র উমর বিন আবদুল আজিজ এ ধরনের বৈষম্যমূলক খারাজ ও জিজিয়া কর হতে তাদেরকে মুক্তি দেন।

গ হুসাইন মালিকের পুত্রদের দ্বন্দ্বের সাথে আব্বাসি শাসনামলের আমিন-মামুনের গৃহযুদ্ধের মিল পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে বর্ণিত গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আব্বাসীয় খলিফা হারুনের দুই পুত্র আল-আমিন ও আল-মামুনের মধ্যকার উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের চিত্র ফুটে উঠেছে। এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে অনেক কারণ ছিল। সম্রাজ্ঞী যুবাইদা ও তার ভাই ঈশা ইবন-জাফরের প্রভাবে ৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে পাঁচ বছরের পুত্র মুহম্মদকে আল-আমিন উপাধি দিয়ে প্রথম এবং পারস্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র আব্দুল্লাহকে 'আল-মামুন' উপাধি দান করে দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। তৃতীয় পুত্র কাশিমকে মামুনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় খলিফা হারুনের মৃত্যুর পর তিন ভাইয়ের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তা ছাড়া আল-আমিনের চারিত্রিক দুর্বলতা, বংশগত ও শিক্ষাগত পার্থক্য, আরব-পারস্য বৈষম্য, আল-আমিনের কপটতা ও বিশ্বাসঘাতকতা, আল-আমিনের উজির ফজল বিন রাবীর ষড়যন্ত্র, আল-আমিনের অদূরদর্শিতা প্রভৃতি কারণে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

উপর্যুক্ত কারণে ৮১২ খ্রিষ্টাব্দে আমিন-মামুনের দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়। অবশেষে আল-মামুনের বাহিনীর নিকট আল-আমিন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং ৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে একজন ঘাতকের আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করেন। খলিফা আল-আমিন এবং খোরাসানের শাসনকর্তা আল-মামুনের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে আরব ও পারস্য জাতীয় সংঘর্ষ বলে অভিহিত করা হয়। ধর্মীয় দিক থেকে বিচার করলে এ যুদ্ধকে শিয়া-সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত মারাত্মক যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে খলিফা আল-আমিনের পতন ঘটে এবং আল-মামুনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘ ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে মামুনের সফলতার অন্তরালে চারিত্রিক পার্থক্যসহ নানাবিধ কারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

খলিফা হারুন-অর-রশিদের পুত্র আমিন ও মামুনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই দ্বন্দ্বে আরাম ও বিলাস প্রিয় আমিনকে পরাজিত করে আব্বাসি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। সৎ, কর্মঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ মামুন। তবে চারিত্রিক শক্তিমত্তা ছাড়াও পারস্যবাসীর সহায়তা ও দক্ষ সেনাবাহিনীর কারণে মামুন সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হয়।

উদ্দীপকের হুসাইন মালিক তিন পুত্রের মধ্যে উত্তরাধিকারীর অঙ্গীকার পত্র করেছিলেন ও তার মৃত্যুর পর তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্ব খলিফা মামুন ও আমিনের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দ্বন্দ্বে মামুনের সফলতার পেছনে পারসিকদের সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া মামুনের সেনাপতিগণ আমিনের সেনাপতি থেকে অধিকতর যোগ্য, কর্মঠ ও সাহসী ছিলেন। বিশেষ করে তাজির বিন হুসাইন ও হারসামা ছিলেন অধিক দক্ষতাসম্পন্ন। মামুন ছিলেন সৎ, কর্মঠ, ন্যায়নিষ্ঠ ও চরিত্রবান। তিনি ছিলেন একাধারে শান্ত, নিষ্কলুষ, প্রতিভাবান ও

https://teachingbd24.com

বুদ্ধিমান। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমিন অপেক্ষা মামুন অধিক অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন। অসীম প্রজ্ঞা ও কর্তব্যপরায়ণতার কারণে তিনি সকলের প্রিয়পাত্রে পরিণত হন এবং যুদ্ধকালে সকলের সহায়তা লাভ করেন। এসব কারণে মামুনের সাফল্য অনিবার্য হয়ে পড়ে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মামুন চারিত্রিক মাধুর্য ও অন্যান্য যোগ্যতার কারণে সকলের সমর্থন পান। এ সমর্থন তাকে যুদ্ধে সফলতা লাভে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ▶ ৪২ একদল জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য এখানে বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি গবেষণার কাজেও পৃষ্ঠপোষকতা করে। *[বেগমজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. কার নামানুসারে আব্বাসীয় বংশের নামকরণ করা হয়? ১

খ. 'হিজরত' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থার কর্মকাণ্ডের সাথে কোন আব্বাসীয় সংস্থার কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আব্বাসীয় খিলাফতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নে উক্ত সংস্থাটির অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুহাম্মদ (স.)-এর চাচা আবুল আব্বাসের নামানুসারে আব্বাসি বংশের নামকরণ করা হয়েছে।

খ হিজরত শব্দের অর্থ প্রস্থান বা গমন করা। ইসলামের স্বার্থে স্বীয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে অন্য দেশে গমন করাকে হিজরত বলে। মক্কার কুরাইশগণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অত্যাচার, প্রলোভন ইত্যাদি দিয়েও হযরত মুহাম্মদ (স) কে যখন ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখতে পারল না তখন তারা তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে সাত সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করে। আবু জেহেলের নেতৃত্বে হযরত মুহাম্মদ (স) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে ৬২২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদিনায় গমন করেন। মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা থেকে মদিনায় এ প্রস্থানকে হিজরত বলা হয়।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ আব্বাসীয় খিলাফতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নে উক্ত সংস্থাটির অর্থাৎ বায়তুল হিকমার অবদান অতুলনীয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে তার অবদান ছিল অপরিসীম। আব্বাসি খলিফা আল মামুনের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত বায়তুল হিকমা। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে বায়তুল হিকমা গড়ে তোলা হয়। এ প্রতিষ্ঠান জ্ঞান বিকাশের এক অনন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। যেমনটি উদ্দীপকের এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ সংস্থাটি পাঠাগারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

খলিফা মামুন নির্মিত বায়তুল হিকমা ছিল আব্বাসিদের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক। গ্রিক, সংস্কৃতি, পারস্য, সিরিয়া প্রভৃতি ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির অনুবাদ কার্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাগদাদ নগরীতে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এতে তিনটি বিভাগ ছিল যথা— গ্রন্থাগার, মিলনায়তন ও অনুবাদ কার্যালয়। হুনায়ন ইবনে ইসহাক নামক একজন সুপণ্ডিতকে এ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। এ অনুবাদক সে আমলের সর্বাপেক্ষা বড় পণ্ডিত ও সর্বাপেক্ষা মহান ছিলেন। তার চেষ্টায় এরিস্টটল, গ্যালিলিও, প্লেটো প্রমুখ পণ্ডিতের গ্রন্থ অনূদিত হয়ে আরবি সাহিত্যের মারফত দেশ বিদেশে প্রচারিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি সমসাময়িককালে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এক উন্নত ও সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। এ প্রতিষ্ঠানটি বই সংগ্রহ অনুবাদ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিসরেও বিস্তৃত হয়েছিল। বায়তুল হিকমাও ছিল বিভিন্ন বইয়ে সমৃদ্ধ এক অনন্য পাঠাগার। এ প্রতিষ্ঠানটিকে ইসলামের প্রথম উচ্চ শিক্ষার উন্নত প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচনে এ পাঠাগারটির ভূমিকা ছিল অনন্য।

পরিশেষে বলা যায় আব্বাসিদের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে আল মামুনের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠানটি অনন্য অবদান রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ কারাকাসের স্বৈরাচারী সরকারের কার্যক্রমে যখন সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ, তখন হামাস বংশের হাফিস নামের এক বিপ্লবী নেতার উত্থান ঘটে। তিনি সরকারের উৎখাতের ডাক দেন। কর্মসূচীকে বেগবান ও সফল করার জন্য নানামুখী প্রলোভন প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের সমর্থন পেয়ে উক্ত সরকারের পতান ঘটানো সম্ভব হয়। *[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]*

ক. কখন জাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১

খ. মামুনের শাসনকালে ইসলামের আগাস্টান যুগ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লবী নেতা হাফিসের সাথে কোন আব্বাসীয় খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? তার চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. 'প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতিই উক্ত আন্দোলনকে সফল করেছিল'- মূল্যায়ন কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৭৫০ সালে জারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ সৃজনশীল ৪০ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ৪ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৪ জনাব ফিরোজ মিয়া আলমপুর উপজেলা চেয়ারম্যান। প্রজা সাধারণের অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ছাড়াও প্রতি রাতে একশত নফল নামাজ আদায় করতেন। জন সাধারণের উন্নতি স্বার্থ সংরক্ষণে তার অঞ্চলের কোন চেয়ারম্যানই তার মতো যত্নবান ছিলেন না। *[কক্সবাজার সরকারি কলেজ]*

ক. আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. কাকে এবং কেন আস-সাফফাহ বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফিরোজ মিয়ার সাথে আব্বাসীয় কোন খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লখিত চারিত্রিক গুণাবলির কারণেই উক্ত খলিফাকে ইতিহাসে বিখ্যাত বলা হয় কি? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন খলিফা আবু জাফর আল মনসুর।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ফিরোজ মিয়ার সাথে আব্বাসি খলিফা হারুন অর রশীদের সাদৃশ্য রয়েছে।

খলিফা হারুন অর রশীদ ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্যের অধিকারী ছিলেন। তার এ বৈশিষ্ট্যের খানিকটাই জনাব ফিরোজ মিয়ার চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

চেয়ারম্যান ফিরোজ মিয়া প্রজাসাধারণের অবস্থা স্বয়ং অবগত হওয়ার জন্য ছদ্মবেশে গ্রাম ভ্রমণ করতেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় ছাড়াও প্রতি রাতে একশত রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। জনসাধারণের উন্নতি এবং স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি সদাতৎপর থাকতেন। খলিফা হারুন অর রশীদের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী তার সম্পর্কে বলেন, "অবিচারের প্রতিকার এবং নিপীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্তদের দুঃখমোচন করার জন্য রাত্রে বাগদাদের রাজপথে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অভ্যাস ছিল।" ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ছাড়াও তিনি দৈনিক একশত রাকাত নফল নামাজ পড়তেন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি জনসাধারণের উন্নতি বিধানে ও স্বার্থ সংরক্ষণে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। তার ন্যায় প্রজারঞ্জক ও প্রজাবৎসল নরপতি আব্বাসি খিলাফতে আর কেউ ছিল না বললেই চলে। সুতরাং দেখা যায়, ফিরোজ মিয়ার চরিত্র ও কর্ম আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ।

Teachingbd24.com

ঘ শুধু উদ্দীপকে উল্লিখিত গুণাবলিই নয়, খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রে আরও অনেক গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল বলেই তাকে ইতিহাসে বিখ্যাত বলা হয়।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ তেইশ বছর (৭৮৬-৮০৯ খ্রি.) বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার সুদীর্ঘ রাজত্বকাল আরব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এর কারণ হলো, তার অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্য। তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দুটি দিক উদ্দীপকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও বহু গুণের কারণে ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ সিংহাসনে আরোহণের পর কঠোরহস্তে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। একজন সমরকুশলী হিসেবে সৈন্য পরিচালনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা ও রণকুশলতার পরিচয় দেন। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করে তিনি দক্ষ নৃপতি হিসেবে ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করেন। খারেজি সম্প্রদায় দমন, অসভ্য খাজার উপজাতি এবং দাইলাম প্রদেশের বিদ্রোহীদের দমন, সিরিয়া ও সিন্ধু প্রদেশে মুদারীয় এবং হিমারীয়দের গৃহযুদ্ধের অবসান করে তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হারুন-অর-রশিদের খ্যাতি এত বৃদ্ধি পায় যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু রাজা তার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নবম শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন খলিফা হারুনের রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত করে। তিনি ইসলামি শরিয়াভিত্তিক সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে আব্বাসি খিলাফতে স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। এছাড়া বাগদাদ নগরীকে তিনি সমসাময়িক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর নগরীতে পরিণত করেন। সুরম্য রাজপ্রাসাদ, আড়ম্বরপূর্ণ দরবার, নয়নাভিরাম মিলনায়তন দ্বারা তিনি এ শহরকে সুসজ্জিত করেন। লেবানিজ বংশোদ্ভূত আবর ইতিহাসবিদ ফিলিপ খুরি হিট্টি (Philip Khuri Hitti) তার History of the Arabs গ্রন্থে বলেন, 'বাগদাদ তখনকার সময়ে সারা বিশ্বের অদ্বিতীয় শহর ছিল।'

পরিশেষে বলা যায়, খলিফা হারুন-অর-রশিদের উল্লিখিত গুণ ও কর্মের কারণে তার রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য উন্নতির স্বর্ণশিখরে আরোহণ করে। এ কারণেই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ একদল জ্ঞানী, পণ্ডিত ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ গঠিত হয়। দেশি-বিদেশি জ্ঞান চর্চার জন্য এখানে গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ, অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠান নতুন গবেষকদের জন্য প্রচুর সহায়তা করে থাকে।

[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]

ক. আরবীয় 'জোয়ান-অব-আর্ক' উপাধি কার? ১

খ. 'নহর-ই- জুবাইদা' কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ইতিহাস পরিষদের সাথে আব্বাসীয় কোন প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জ্ঞান-বিজ্ঞানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'জোয়ান অব আর্ক' বলা হয় আব্বাসি আমলে খারেজিদের নেতৃত্বদানকারী মহিলা আল ফারিয়া বা লায়লাকে।

খ নহর-ই-জুবাইদা হলো আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের স্ত্রী জুবাইদার অর্থায়নে খননকৃত একটি খাল।

হারুন-অর-রশিদ ৮০২ খ্রিস্টাব্দে মহীয়সী জুবাইদা, আমীন ও মামুনকে নিয়ে মক্কায় হজ পালন করেন। এ সময় সম্রাজ্ঞী জুবাইদা মক্কাবাসীর পানির কষ্ট দেখে ১৫,০০,০০০ দিনার ব্যয়ে সেখানে একটি খাল খনন করেন। এটা নহর-ই- জুবাইদা নামে পরিচিত।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৬ আরিফ রায়হান একজন শাসকের কর্মকাণ্ড পড়ছিল। উক্ত শাসক ইতিহাস বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন সাহসী ও বীর তেমনি ছিলেন দয়ালু ও মহানুভব। পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে তার চার বার যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে তিনি প্রতিবারই জয়লাভ করেন। পরাজিত শত্রুরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি প্রতিবারই ক্ষমা করেন। এতে তার মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শুধু বীর ছিলেন না সাহিত্য, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তাই তাকে বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোর]*

ক. কাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলা হয়? ১

খ. আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয় কেন? ২

গ. আরিফ রায়হানের পঠিত শাসকের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের, পঠিত শাসকের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক ইতিহাসে বিখ্যাত ছিলেন – পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম আব্দুর রহমানকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলা হয়।

খ আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বা Father of kings বলা হয়। কারণ তাঁর পরবর্তী চারজন খলিফাই আব্দুল মালিকের পুত্র ছিলেন। এ চার জন পুত্র ও খলিফা (হলেন- আল ওয়ালিদ (৭০৫–৭১৫) সুলাইমান (৭১৫–৭১৭), দ্বিতীয় ইয়াজিদ (৭২০–৭২৪) এবং হিশাম (৭২৪–৭৪৩) ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, "আব্দুল মালিক এবং তার উত্তরাধিকারী চার পুত্রের শাসনকাল দামেস্কের এ রাজবংশ শৌর্যবীর্য ও গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে।" এ কারণে আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয়।

গ উদ্দীপকের আরিফ রায়হানের পঠিত শাসকের সাথে আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের বৈদেশিক নীতির মিল রয়েছে।

আরব্য উপন্যাসের নায়ক আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনকাল ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি তাকে শাসক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছে। যদিও তার চারিত্রিক দুর্বলতা বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যর্থতা এনে দিয়েছিল।

উদ্দীপকের ঘটনাটি খলিফা বাইন্টাজানটাইন কোষাধ্যক্ষ নাইসিফোরাসের প্রতি খলিফা হারুন-অর-রশিদের নীতির ইঙ্গিত দেয়। নাইসিফোরাস বারবার খলিফাকে কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণের কারণে খলিফা ৮০৩ খ্রিস্টাব্দে তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাকে সন্ধি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর প্রদানে বাধ্য করেন। কিন্তু ধূর্ত নাইসিফোরাস সন্ধি ভঙ্গ করে পুনরায় মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। খলিফা পুনরায় তাকে শাস্তি দিতে অভিযান প্রেরণ করে কর প্রদানে বাধ্য করেন। কিন্তু নাইসিফোরাস প্রতিবারই সন্ধি ভঙ্গ করে মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। উদ্দীপকের শাসকের ক্ষেত্রেও আমরা এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের শাসকের বৈদেশিক নীতি খলিফা হারুন-অর- রশীদের নাইসিফোরাসের প্রতি অনুসৃত নীতিরই অনুরূপ।

ঘ শুধু উদ্দীপকে উল্লিখিত গুণাবলিই নয়, খলিফা হারুন-অর-রশিদের চরিত্রে আরও অনেক গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল বলেই তাকে ইতিহাসে বিখ্যাত বলা হয়।

৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হারুন-অর-রশিদ বাগদাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার সুদীর্ঘ রাজত্বকাল আরব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল যুগ। এর কারণ হলো তার অসামান্য প্রতিভা, চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চারিত্রিক মাহাত্ম্য। তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দুটি দিক উদ্দীপকে উল্লেখ হয়েছে। এ দিক দুটি ছাড়াও অন্যান্য বহু গুণের কারণে ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

খলিফা হারুন-অর-রশিদ ছিলেন একজন দক্ষ সমরকুশলী। তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর কঠোরহস্তে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য তিনি

Teachingbd24.com

কখনো কখনো নিজেই সৈন্য পরিচালনা করে দক্ষতা ও রণকুশলতার পরিচয় দেন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেও তিনি দক্ষ নৃপতির পরিচয় দেন। খারেজিদের দমন, অসভ্য খাজার উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন, দাইলাম প্রদেশের বিদ্রোহীদের দমন, সিরিয়া ও সিন্ধু প্রদেশে মুদারীয় এবং হিমারীয়দের গৃহযুদ্ধের অবসান করে তিনি অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হারুন-অর-রশিদের খ্যাতি এত বৃদ্ধি পায় যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু রাজা তার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। নবম শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন খলিফা হারুনের রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত করে। খলিফা হারুন ইসলামি শরিয়াভিত্তিক সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া খলিফা হারুনের রাজত্বকালেই বাগদাদ বিশ্বের সেরা নগরীর খ্যাতি অর্জন করেছিল। পরিশেষে বলা যায়, খলিফা হারুন-অর-রশিদের উল্লিখিত গুণ ও কর্মের কারণে তার রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য স্বর্ণশিখরে আরোহণ করে। এ কারণেই তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ শিহাব উদ্দিন উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে শাসন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হন। যুদ্ধে জয় লাভের মাধ্যমে অবশেষে 'ক' অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত হন। তার শাসনকালে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। তিনি একটি বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করেন। বিজ্ঞানাগারে একদল গবেষক তাদের গবেষণার মাধ্যমে গণিত, রসায়ন, ভূগোল, চিকিৎসাসহ নানা বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ফলে বিজ্ঞানাগারটি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়। এ কারণে তার শাসনকালকে মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ যশোর]*

ক. কাকে 'খোদার চাবুক' বলা হয়? ১

খ. ইবনে সিনাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক বলা হয় কেন? ২

গ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে উদ্দীপকে বর্ণিত বিজ্ঞানাগারের কার্যক্রমের ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের শাসনকালকে "মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ" বলা হয় – স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৪৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে খোদার চাবুক বলা হয়।

খ চিকিৎসা বিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের জন্য ইবনে সিনাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

চিকিৎসা শাস্ত্রে ইবনে সিনার অবদানের জন্য তকে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র, চিকিৎসা প্রণালি এবং শল্য চিকিৎসার দিশারি মনে করা হয়। চিকিৎসা বিষয়ক তার বিখ্যাত গ্রন্থ কানুন ফিত তিব্বকে চিকিৎসা শাস্ত্রের বাইবেল বলা হয়। এ গ্রন্থ আজও চিকিৎসা শাস্ত্রের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রভূত অবদানের কারণেই ইবনে সিনাকে চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলা হয়।

গ উদ্দীপকের বিজ্ঞানাগারের সাথে আব্বাসি খলিফা আল মামুন প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমার কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে তার অবদান ছিল অপরিসীম। আব্বাসি খলিফা আল মামুনের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠানটি। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে বায়তুল হিকমা গড়ে তোলা হয়। এ প্রতিষ্ঠান জ্ঞান বিকাশের এক অনন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। যেমনটি উদ্দীপকের বিজ্ঞানাগারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত শিহাব উদ্দিন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানাগারটি যেমন বিভিন্ন বই দ্বারা সমৃদ্ধ এবং বিদেশি বইয়ের অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চায় অবদান রাখছে তেমনি বায়তুল হিকমাও ছিল বিভিন্ন বইয়ে সমৃদ্ধ এক অনন্য পাঠাগার। জ্ঞান বিকাশের জন্য এখানে গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন এবং অনুবাদ ব্যুরো বিভাগ স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটিকে ইসলামের প্রথম উচ্চ শিক্ষার উন্নত প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচনে এ পাঠাগারটির ভূমিকা ছিল অনন্য। সুতরাং উদ্দীপকের বিজ্ঞানাগারটি যেন বায়তুল হিকমারই প্রতিরূপ।

ঘ সৃজনশীল ২২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৮ বাজিতপুর ইউনিয়নের মখলেছ মণ্ডল চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হবার সাথে সাথেই এলাকার উন্নয়নে কাজ শুরু করলেন। তিনি খুব সৃজনশীল মানসিকতার মানুষ। তিনি বুঝতে পেরেছেন, এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে হলে জনগণকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সেজন্য তিনি বাজিতপুর বাজারে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করলেন। উক্ত পাঠাগারের নাম দিলেন 'জ্ঞানে আলোকিত'। এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠার পর আশপাশের জনগণ এখানে এসে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগল। জ্ঞানী ও গুণি ব্যক্তির সমাগম ক্রমেই এখানে বাড়তে শুরু করেছে। প্রতি শুক্রবার পাঠাগার প্রাঙ্গনে মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে থাকে। *[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর]*

ক. জাবের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১

খ. প্রথম আব্দুর রহমানকে কুরাইশদের বাজপাখি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'জ্ঞানে আলোকিত' পাঠাগারের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের আব্বাসি আমলের কোন প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাবের যুদ্ধ ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

খ প্রথম আবদুর রহমানের অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'আরবদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেন।

প্রথম আবদুর রহমান ৩৩ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে একটি দক্ষ ও কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি সকলকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রদর্শনেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি তার গতিপথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে একক শক্তি দিয়ে নির্মূল করতেন।

গ উদ্দীপকের 'জ্ঞানে আলোকিত' পাঠাগারের সাথে আব্বাসি আমলের 'বায়তুল হিকমা'র মিল রয়েছে।

আব্বাসি খলিফা আল মামুন কর্তৃক নির্মিত বায়তুল হিকমা ছিল আব্বাসিদের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের জন্য তিনি ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে এই জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। জ্ঞান বিকাশের জন্য তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিতে গ্রন্থাগার শিক্ষায়তন ও অনুবাদ ব্যুরো এই তিনটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করেন। উদ্দীপকেও আমরা এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করি।

উদ্দীপকে দেখা যায় একজন চেয়ারম্যান 'জ্ঞানে আলোকিত' নামে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। যেখানে মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করত। পাঠাগার প্রাঙ্গনে মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করত। এ প্রতিষ্ঠানের মতোই আব্বাসি খলিফা আল মামুনের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রাচীন গ্রন্থাবলি সংরক্ষণ ও গবেষণা কাজে বিশেষ অবদান রাখে। 'গ্রিক, সংস্কৃতি, পারস্য, সিরিয়া প্রভৃতি ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির অনুবাদ কার্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাগদাদ নগরীতে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এতে তিনটি বিভাগ ছিল। যথা— গ্রন্থাগার, মিলনায়তন ও অনুবাদ কার্যালয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের জ্ঞানে আলোকিত নামক প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে খলিফা আল মামুনের বায়তুল হিকমার কর্মকাণ্ডের দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে।

ঘ আব্বাসীয় খিলাফতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নে উক্ত সংস্থাটির অর্থাৎ বায়তুল হিকমার অবদান অতুলনীয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে বায়তুল হিকমার অবদান ছিল অপরিসীম। আব্বাসি খলিফা আল মামুনের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃষ্ঠপোষকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত বায়তুল হিকমা। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে বায়তুল হিকমা গড়ে তোলা হয়। এ প্রতিষ্ঠান জ্ঞান বিকাশের এক অনন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। যেমনটি মখলেছ মন্ডল চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

https://teachingbd24.com

খলিফা মামুন নির্মিত বায়তুল হিকমা ছিল আব্বাসিদের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক। এ প্রতিষ্ঠানটি সমসাময়িককালে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এক উন্নত ও সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। হুনায়ন ইবনে ইসহাক নামক একজন সুপণ্ডিতকে এ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। এ অনুবাদক সে আমলের সর্বাপেক্ষা বড় পণ্ডিত। তার চেষ্টায় এরিস্টটল, গ্যালিলিও, প্লেটো প্রমুখ পণ্ডিতের গ্রন্থ অনুদিত হয়ে আরবি সাহিত্যের মারফত দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি বই সংগ্রহ, অনুবাদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিসরেও বিস্তৃত হয়েছিল। এটি ছিল বিভিন্ন বইয়ে সমৃদ্ধ এক অনন্য পাঠাগার। জ্ঞান বিকাশের জন্য এখানে গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন এবং অনুবাদ ব্যুরো বিভাগ স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটিকে ইসলামের প্রথম উচ্চ শিক্ষার উন্নত প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচনে এ পাঠাগারটির ভূমিকা ছিল অনন্য।

পরিশেষে বলা যায়, আব্বাসিদের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে আল মামুনের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠানটি অনন্য অবদান রেখেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪৯ বাকুড়ার জমিদার সতিনাথ দত্ত একজন প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে জমিদারীর পূর্বাংশে বড় ছেলে নগেনকে এবং পশ্চিমাংশে ছোট ছেলে খগেনকে শাসক নিযুক্ত করেন। সেই সাথে দুই ছেলেকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে শপথ করালেন তারা যেন তার মৃত্যুর পর মিলেমিশে থাকে। সেই সাথে তিনি আরও শপথ করালেন তার মৃত্যুর পর বড় ছেলে নগেন হবে জমিদার। এবং নগেনের মৃত্যুর পর ছোট ছেলে খগেন হবে জমিদার। অতপর পিতার মৃত্যুর পর নগেন যথারীতি জমিদার হলো কিন্তু তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় নগেনের সাথে ছোট ভাই খগেনের শত্রুতা সৃষ্টি হয়। পরিণামে পরবর্তিতে চরম ভ্রাতৃবিরোধের সৃষ্টি হয়। *[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর]*

ক. আব্বাসি খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. বার্মাকি বংশের কেন পতন ঘটেছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের জমিদারি শাসনামলে ভ্রাতৃবিরোধের সাথে আব্বাসি আমলের কোন ঘটনার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উক্ত ঘটনার জন্য তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনাই দায়ী।' ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসি খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আবু জাফর আল মনসুর।

খ আব্বাসি খলিফা হারুন অর রশীদের কোপানলে পড়ে বার্মাকি পরিবারের পতন ঘটে।

বার্মাকি বংশের অপরিসীম প্রভাবে তাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ লোকদের নানা সন্দেহ ও নানারকম বা নেতিবাচক কথার প্রভাবে প্রভান্বিত হয়ে খলিফা হারুন তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। হারুনের নির্দেশে জাফরের শিরোচ্ছেদ, বৃদ্ধ ইয়াহিয়া, ফজল, মুসা ও মুহাম্মদকে রাস্তায় কারারুদ্ধ করা হয়। তাছাড়া তাদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় বার্মাকি বংশের পতনের দরজা খুলে যায়।

গ উদ্দীপকে জমিদারি শাসনামলে ভ্রাতৃবিরোধের সাথে আব্বাসি খিলাফতের আমিন ও মামুনের গৃহযুদ্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

খলিফা হারুন-অর রশিদের দুই পুত্র আমিন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আব্বাসি খিলাফতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ গৃহযুদ্ধে আমিন পরাজয় বরণ করে। আর এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে আমিনের উজির ফজল বিন রাবির কুচক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জমিদার সতিনাথ দত্ত তার দুই ছেলে নগেন ও খগেনকে তার মৃত্যুর পর মিলেমিশে থাকার জন্য শপথ করান। আরো শপথ করান তার মৃত্যুর পর নগেন জমিদার হবে এবং নগেনের মৃত্যুর পর ছোট ছেলে খগেন জমিদার হবে। জমিদারের মৃত্যুর পর নগেন যথারীতি জমিদার হলেও তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় তাদের মধ্যে তীব্র ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অনুরূপভাবে খলিফা হারুন-অর রশিদও তার মৃত্যুর পূর্বে প্রথমে আমিন এবং পরে মামুনকে খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন। ৮০৯ খ্রিস্টাব্দে পিতার মনোনয়ন অনুসারে আমিন সিংহাসনে আরোহণ করলে মামুন ভ্রাতার আনুগত্য স্বীকার করেন। প্রথমে ভ্রাতাদ্বয়ের মাঝে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ফুর্তিবাজ ও আমোদপ্রিয় আমিন খিলাফতের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে অমাত্যগণের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারাই প্রথমে খলিফার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মামুনের বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। বিলাসব্যসনে মত্ত আমিন তাদের চক্রান্তে পড়ে মামুনের বিরুদ্ধে এমন কতগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যাতে মামুনকে বাধ্য হয়ে আমিনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল। ফলে শুরু হয় আমিন ও মামুনের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, যা উদ্দীপকের ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত ঘটনার জন্য অর্থাৎ আমিন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধের জন্য তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনা দায়ী— উক্তিটি যথার্থ।

আব্বাসি খলিফা হারুন-অর-রশিদ পুত্রদের মধ্যে খেলাফত নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়াতে তিন পুত্রকে যথাক্রমে আমিন, মামুন ও কাশিমকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। তার মৃত্যুর পর যথারীতি আমিন খেলাফতে অধিষ্ঠিত হলেও তৃতীয় পক্ষের চক্রান্তে মামুনের সাথে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জমিদার সতিনাথ দত্তের মৃত্যুর মনোনয়ন অনুসারে বড় ছেলে নগেন জমিদার হন। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় ছোট ভাই খগেনের সাথে তার শত্রুতার সৃষ্টি হয়, যা চরম ভ্রাতৃবিরোধের সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে খলিফা হারুন-অর-রশিদের মৃত্যুর পর আমিন খলিফা হন। আমিনের উজির ছিলেন ফজল বিন রাবি। যিনি দুর্বল চরিত্রের আমিনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি তার ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য আমিনকে মামুনের বিরুদ্ধে উস্কে দেন। তার কুমন্ত্রণায় আমিন ভ্রাতা মামুনকে বাগদাদে ডেকে পাঠান। কিন্তু মামুন তার প্রদেশ খোরাসানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার অযুহাতে মার্ভ ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। খলিফার আদেশ অমান্য করার অজুহাতে তাকে খোরাসানের শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করা হয়। এঘটনা ভ্রাতৃকলহকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আমিন ও মামুনের ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে তৃতীয় পক্ষের কুচক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ৫০ মধ্য এশিয়ার গজনি সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন সুলতান মাহমুদ। তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারদের আমলে ঘুরী মালিকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায়। সম্রাজ্যে ঘুর মালিকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস করার জন্য সুলতান বাহরাম শাহ ঘুরদের ওপর ব্যাপক অত্যাচার নিপীড়ন এবং হত্যাযজ্ঞ চালান। এমতাবস্থায় আলাউদ্দিন নামে এক ঘুর সর্দারের নেতৃত্বে গজনি বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। আলাউদ্দিন তার জ্ঞাতি ভাইদের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য গজনি সাম্রাজ্যের পতন ঘটান এবং বাহরামকে পলায়নে বাধ্য করেন। গজনি নগরীর বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন। তার মধ্যে এমন প্রতিশোধপরায়ণতা ছিল, যে তিনি গজনির ভূতপূর্ব সুলতানদের মৃতদেহ কবর থেকে উঠিয়ে পুড়িয়ে দিলেন। এই নিষ্ঠুর কার্যের জন্য আলাউদ্দিন হুসাইন জাহানসুজ (পৃথিবীদাহক) উপাধি পেয়েছিলেন। *[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর]*

ক. ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় কাকে? ১

খ. মদিনা সনদের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স) বিশ্বে সাংবিধানিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন – ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আলাউদ্দিনের সাথে কোন আব্বাসি খলিফার কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত শাসকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৫০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয় হযরত আবু বকর (রা.) কে।

Teachingbd24.com

খ মদিনা সনদের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স.) বিশ্বে সর্বপ্রথম সাংবিধানিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন-উক্তিটি যথার্থ।

মহানবি (স.) কর্তৃক প্রণীত মদিনা সনদ বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান। তাঁর পূর্বে কোনো প্রশাসক বা নবি তাঁর জাতিকে লিখিত সংবিধান দিতে পারেননি। এই সংবিধানের মাধ্যমে রাসুল (স.) গোত্রীয় শাসনের উর্ধ্বে একটি সাংবিধানিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে সকলের জানমালের নিরাপত্তার বিধান ছিল। সকল জাতি-ধর্মের মানুষের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আলাউদ্দিনের সাথে আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ এর কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে।

উমাইয়া খলিফাদের স্বৈরাচারী শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে কুফা, বসরা, ইরাক ও খোরাসান প্রবৃতি অঞ্চলের জনসাধারণ আব্বাসিদের পতাকাতলে সমবেত হয়ে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রবল গণআন্দোলন শুরু করেন। উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান জাবের যুদ্ধে পরাজয় বরণের পূর্বেই ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আবুল আব্বাস কুফার মসজিদে ইরাকিগণ কর্তৃক মুসলিম জাহানের খলিফা বলে ঘোষিত হন। আবুল আব্বাস তার সমর্থকদের আনুগত্য গ্রহণ করে উমাইয়াদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করার বজ্রকঠিন শপথ নেন। উদ্দীপকের আলাউদ্দিনের মধ্যেও এ নিষ্ঠুরতা পরিলক্ষিত হয়।

আলাউদ্দিন তার জ্ঞাতি ভাইদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে গজনি সাম্রাজ্যের পতন ঘটান। প্রতিশোধস্পৃহায় তিনি গজনির ভূতপূর্ব শাসকদের মৃতদেহ কবর থেকে উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন। এরূপ নৃশংসতা আবুল আব্বাসের মধ্যেও লক্ষণীয়। তিনি অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করার সাথে সাথে আস-সাফফাহ উমাইয়াদেরকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালান। এ জন্য তিনি ইসলামের ইতিহাসে আস-সাফফাহ বা 'রক্তপিপাসু' নামে পরিচিত। তিনি আবু ফুট্রস নামক স্থানে ৮০ জন উমাইয়াকে নিমন্ত্রণ করে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। বসরাতেও অনুরূপ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়। তিনি মুয়াবিয়া এবং দ্বিতীয় ওমরের সমাধি দুটি বাদে উমাইয়া খলিফাদের সমাধিগুলো বিধ্বস্ত করেন এবং শবদেহগুলো ভস্মীভূত করেন। খলিফা আবুল আব্বাসের এসব নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডই উদ্দীপকে বর্ণিত আলাউদ্দিনের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত আলাউদ্দিনের মতো আবুল আব্বাসও ছিলেন নিষ্ঠুর ও নৃশংস চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ আব্বাসি বংশের প্রথম খলিফা ছিলেন। তার চরিত্রের মধ্যে নৃশংসতা ও রক্তলোলুপতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। তিনি শুধু নৃশংসই ছিলেন না, তিনি মিথ্যা শপথকারী এবং অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ওয়েল বলেন, আবুল আব্বাস শুধু বর্বর পাষণ্ডই ছিলেন না, ভুয়া অঙ্গীকারকারী এবং অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন। তিনি যেকোনো ধরনের কঠোরতা অবলম্বন করতে পারতেন। যেমনটি আলাউদ্দিন হুসাইনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

আলাউদ্দিন হুসাইন প্রতিশোধস্পৃহায় এতটাই মত্ত হয়েছিলেন যে, অনিন্দ্যসুন্দর গজনিকে তিনি ভস্মীভূত করে দেন। তার এ নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি 'পৃথিবীদাহক' উপাধি লাভ করেন। একইভাবে তার নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতার জন্য আবুল আব্বাসকে 'রক্তপিপাসু' উপাধি দেওয়া হয়। মানবিক দিক দিয়ে তার নৃশংস কার্যাবলি নিন্দনীয় হলেও তার পূর্বপুরুষদের প্রতি উমাইয়াদের কৃত অপরাধ এবং বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে প্রতিকূল বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। আব্বাসি সিংহাসনকে কণ্টকমুক্ত করার জন্যই তিনি তার জিঘাংসা চরিতার্থ করেছেন। এ সকল নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও তিনি সদাশয় কর্তব্যপরায়ণ এবং চরিত্রবান হিসেবেই খ্যাতি লাভ করেন। তার মাত্র একজন স্ত্রী ছিল। তিনি কোনো প্রকার উপপত্নী গ্রহণ করেননি। নিজ পুত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজ ভাই আবু জাফরকে সিংহাসনের জন্য উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দান করে এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। নিষ্ঠুর হলেও আস-সাফফাহ প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। তিনি কুফা হতে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ রাজপথ তৈরি করেন এবং হজ যাত্রীদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে মাইল পোস্ট স্থাপন ও সরাইখানা নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞানী-গুণী ও কবি-সাহিত্যিকদের সমাদর করতেন। তার খিলাফতে ইমাম আবু হানিফা প্রথম ফিকাহ শাস্ত্রের চর্চা শুরু করেন।

পরিশেষে বলা যায়, চারিত্রিক দিক দিয়ে আবুল আব্বাস প্রতিশোধ পরায়ণ ও নিষ্ঠুর হলেও তিনি জনকল্যাণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মূলত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেই তিনি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ৫১ 'ক' এর শাসনামল একটি বিশেষ বংশের সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। পারস্য মাতার গর্ভজাত শাসক 'ক' ছিলেন পিতার যোগ্য উত্তরসূরী। তবে তিনি তার ভ্রাতার সাথে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তার সময় ইসলামি সাম্রাজ্যের যে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি হয় তার মূলে ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ। *[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. আরব্য রজনীর নায়ক কে? ১

খ. বায়তুল হিকমা কী? ২

গ. 'ক' এর সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের মিল রয়েছে? তার সময়কার ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্বর্ণযুগের সৃষ্টি হয়েছিল? আলোচনা কর। ৪

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরব্য রজনীর নায়ক হলেন খলিফা হারুন অর রশিদ।

খ সৃজনশীল ১৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ 'ক' এর সাথে আমার পঠিত আব্বাসি শাসক আল মামুনের মিল রয়েছে। যিনি তার ভ্রাতা আমিনের সাথে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে জয়লাভ করে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এক বা একাধিক উত্তরাধিকারী মনোনয়নের প্রথা আব্বাসি যুগে বিভেদ ও জটিলতার সৃষ্টি করে। উত্তরাধিকারী নিয়োগে কোনো জটিলতা যেন সৃষ্টি না হয় সে জন্য খলিফা হারুন তার পুত্রদের মধ্যে থেকে চারজনকে পর পর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দান করেন। কিন্তু তার এই বিভেদ দূরীকরণের পরিকল্পনাই গৃহযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে এবং আমিন ও মামুনের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে 'ক' নামক একজন শাসকের কথা বলা হয়েছে। যিনি ভ্রাতার সাথে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এ ঘটনার মাধ্যমে আব্বাসীয় খলিফা আল মামুনের কথাই বলা হয়েছে। কেননা- খলিফা হারুন-অর-রশিদের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল আমিন এবং আল-মামুনের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। এই দ্বন্দ্ব ৮১২ খ্রিস্টাব্দে সশস্ত্র সংঘর্ষে রূপ লাভ করে এবং শুরু হয় ভ্রাতৃদ্বেয়ের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ। এই যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে আমিন-আল মনসুর দুর্গে আশ্রয় নিলে তার নিকট আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিলে তিনি তাতে রাজি হন। কিন্তু একদল উগ্রপন্থি আমিনের মাথা কেটে তাকে হত্যা করে। এভাবে গৃহযুদ্ধে আমিনের পরাজয় এবং আল-মামুনের বিজয় অর্জিত হয় এবং আল-মামুন সিংহাসনে আরোহণ করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ২২ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৫২ চৌধুরী বাড়ির দীর্ঘদিনের কাজের লোক মতিন। বাড়ির যেকোনো কাজে গৃহকর্তা তার পরামর্শ নেন। দিন দিন চৌধুরী পরিবারের ওপর মতিন ও তার বংশধরদের প্রভাব বৃদ্ধি পেলে চৌধুরী পরিবারের প্রধানকর্তা তাদেরকে নির্মমভাবে ধ্বংস করেন। *[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. জাফরী প্রাসাদ কে নির্মাণ করেন? ১

খ. আস্-সাফফাহ কাকে এবং কেন বলা হয়? ২

গ. মতিনের পরিবারের সাথে তোমরা পঠিত কোন পরিবারের মিল রয়েছে? পাঠ্য বইয়ের আলোকে আলোচনা কর। ৩

ঘ. উক্ত পরিবারের ধ্বংস ছিল ইতিহাসের জঘন্যতম ঘটনা – যথার্থতা বিচার কর। ৪

Teachingbd24.com

৫২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক জাফরী প্রাসাদ জাফর ইবন ইয়াহইয়া নির্মাণ করেন।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ মতিনের পরিবারের সাথে আমার পঠিত বার্মাকি মিল রয়েছে।

বার্মাকিরা ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী। বার্মাকি উজিরদের পূর্বপুরুষ জাফর স্ত্রী ও পুত্র খালিদসহ উমাইয়াদের নিকট যুদ্ধবন্দিরূপে ধৃত হন। পরবর্তীতে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বন্দিত্ব হতে মুক্তি লাভ করেন। তারা আব্বাসি আন্দোলনেও যোগ দেন। উদ্দীপকেও এই বার্মাকি পরিবারের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে।

উদ্দীপকের মতিন দীর্ঘদিন ধরে চৌধুরী পরিবারে কাজ করছে। বাড়ির যেকোনো কাজে গৃহকর্তা তার পরামর্শ নেন। কিন্তু চৌধুরী পরিবারের ওপর তার প্রভাব বৃদ্ধি পেলে পরিবারের প্রধান কর্মকর্তা তাদেরকে ধ্বংস করেন। অনুরূপভাবে আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিখ্যাত বার্মাকি উজির পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াহিয়ার পূর্বপুরুষ ছিলেন পারস্যের খোরাসানের অধিবাসী। খালিদ ইবন বার্মাক আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখেন। খলিফা মনসুর খালিদ বার্মাকের পুত্র ইয়াহিয়াকে আর্মেনিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে খলিফা হারুন ইয়াহিয়াকে উজিরের পদে নিযুক্ত করেন। ইয়াহিয়ার চার পুত্র যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সাথে আব্বাসি খিলাফতকে সেবা করে এর গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এভাবে উদ্দীপকের কুপ্রিলি উজির পরিবারের মতো বার্মাকি পরিবারও আব্বাসি খিলাফতের ওপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে।

ঘ উক্ত পরিবারের অর্থাৎ বার্মাকি পরিবারের ধ্বংস ছিল ইতিহাসের জঘন্যতম ঘটনা – উক্তিটি যথার্থ।

আব্বাসি বংশের সূচনাকাল থেকেই জাফর বার্মাকি, খালিদ বার্মাকি, ইয়াহিয়া বার্মাকি প্রমুখ অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। এছাড়াও খলিফা হারুন-অর-রশীদের রাজত্বকালে ফজল, জাফর, মুসা ও মুহাম্মদ প্রমুখ বার্মাকি উজিরগণ প্রশাসনব্যবস্থা সুদৃঢ়করণে যোগ্যতার সাক্ষর রাখেন। তবে খলিফা হারুন-অর-রশীদের দরবারে ১৭ বছর পর্যন্ত অপরিসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও সন্দেহ ও খলিফার বোন আব্বাসাকে জাফর বার্মাকির গোপনে বিয়ে করার কারণে খলিফা বার্মাকিদের সমূলে ধ্বংস করে।

বার্মাকিদের উত্থান যেমন বিস্ময়কর তেমনি তাদের পতনও ছিল আকস্মিক আর তাদের পতনের অন্যতম কারণ ছিল তাদের মাত্রাধিক পারস্যপ্রীতি। এ প্রীতির কারণে অনেক অনৈসলামিক উপাদান ইসলামে প্রবেশ করে যা ধর্মভীরু ও নিবেদিতপ্রাণ মুসলমানগণ মেনে নিতে পারেননি। তাছাড়া খালিদ ও জাফর বার্মাকির শিয়া সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা এবং বার্মাকিদের ইসলাম বহির্ভূত চিন্তাধারা তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে। বার্মাকিদের বদান্যতা, পরোপকারিতা, আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা ও অসীম জনপ্রিয়তা সাম্রাজ্যের এক শ্রেণির আমির-উমরাহদের প্রবল ঈর্ষা, অসন্তোষ ও প্রতিহিংসার উদ্রেক করে যা তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে সর্বপোরি বার্মাকি পরিবারের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি খলিফা হারুন-অর-রশীদের সার্বভৌমত্বের প্রতি প্রচণ্ড হুমকিস্বরূপ। যার কারণে খলিফা ইয়াহহিয়া, ফজল, মুসা ও মুহাম্মদকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং সেখানেই তাদের মৃত্যু হয়। ঘাতক মানসুর জাফরকে ৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে শিরশ্ছেদ করেন। এভাবে আব্বাসি শাসনামলে বার্মাকি পরিবারের পতন সাধিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আব্বাসি বংশের উত্থান ও বিকাশে বার্মাকি পরিবার অসামান্য অবদান রাখা সত্ত্বেও তাদেরকে নির্মমভাবে ধ্বংস করা ইতিহাসে অত্যন্ত জঘন্যতম একটি ঘটনা।

প্রশ্ন ▶৫৩ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শত বর্ষব্যাপী যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। যে যুদ্ধের ভয়াবহতা ছিল অবর্ণনীয়। শত বর্ষব্যাপী যুদ্ধের মতো একটি যুদ্ধ ইউরোপীয় খ্রিস্টান ও এশিয়ার মুসলিমদের মধ্যেও সংঘটিত হয়েছিল। যার ভয়াবহতা ছিল আরও মারাত্মক। শিশুদেরও বিভিন্নভাবে উক্ত যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। *[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ক্রুসেড শব্দের অর্থ কী? ১

খ. নিজামুল মুলক কে ছিলেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে? এ যুদ্ধের বিভিন্ন ধাপ আলোচনা কর। ৩

ঘ. উক্ত যুদ্ধে সালাহউদ্দিন আইয়ুবির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৫৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ক্রুসেড শব্দের অর্থ ধর্মযুদ্ধ।

খ আলাপ-আরসালান এবং মালিক শাহের উজির হিসেবে খাজা হাসান নিজামুল মুলক (রাজ্যের সংগঠক) সেলজুক বংশ তথা আব্বাসি সুন্নি খিলাফতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

নিজামের একনিষ্ঠ সেবা ও আনুগত্যে প্রীত হয়ে সুলতান মালিক শাহ তাকে আতাবেগ (আমিরের শাসনকর্তা) উপাধিতে ভূষিত করেন। পি কে হিট্টি তাকে ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাসের অলংকার বলে অভিহিত করেন। নিজামুল মুলকের সিয়াসতনামা গ্রন্থটি রাজ্য শাসন প্রণালির ওপর লিখিত একটি গবেষণামূলক রচনা বলে মনে করা হয়।

গ উদ্দীপকে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত ক্রুসেড বা ধর্ম যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।

হযরত ওমরের শাসনামলে জেরুজালেম মুসলমানদের অধিকারে আসে। নবি মুসা ও দাউদের কর্মস্থল, যিশু খ্রিষ্টের জন্মভূমি এবং মহানবি (স)-এর মিরাজের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত শহরটি ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের নিকট সমান সম্মানের স্থান। মুসলিম শাসনামলে ইহুদি ও খ্রিস্টানগণ জেরুজালেমে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করেন। তা সত্ত্বেও তারা কখনোই এটিকে সহজভাবে গ্রহণ করেননি। আর এ পবিত্র ভূমিকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ক্রুসেড সংঘটিত হয়। যেটির প্রতিফলন উদ্দীপকে পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শত বর্ষব্যাপী যুদ্ধের মতো খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত একটি যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এ বক্তব্যে মূলত ক্রুসেডের ঘটনার কথায় ফুটে উঠেছে। মুসলমান ও খ্রিস্টান উভয়ের নিকট পবিত্র স্থান জেরুজালেমকে নিয়েই ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছিল। আটটি বড় রকমের ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ সমগ্র ক্রুসেডকে তিনটি যুগে বিভক্ত করেছেন।

১. প্রথম যুগ : ১০৯৫-১১৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এ সময় ক্রুসেডারগণ মুসলিম ভূখণ্ডের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং আতাবেগ জঙ্গীর এডিসা পুনরুদ্ধার পর্যন্ত প্রথম ক্রুসেড স্থায়ী হয়।

২. দ্বিতীয় যুগ : ১১৪৪-১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ ইমামুদ্দীন জঙ্গীর শাসনকাল হতে সালাহউদ্দিনের শাসনকাল পর্যন্ত।

৩. তৃতীয় যুগ : ১১৯৩-১২৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগে খ্রিস্টানদের মধ্যে কয়েকটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন হতে ক্রুসেডারগণের আধিপত্য বিলুপ্ত হয়।

ঘ উক্ত যুদ্ধে অর্থাৎ ক্রুসেডে সালাউদ্দিন আইয়ুবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

খ্রিস্টান শাসক রেজিন্যান্ড দ্বিতীয় ক্রুসেডের সন্ধি লঙ্ঘন করে একটি মুসলিম দলকে আক্রমণ করলে খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং হিত্তিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সমগ্র সিরিয়া, ইরাক ও আরবের শাসক সালাহউদ্দিন আইয়ুবির সঙ্গে এ যুদ্ধে ফ্রাঙ্কদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। রেজিন্যান্ডসহ বহু ক্রুসেডার নিহত হন। জেরুজালেমে মুসলমানদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে ইংল্যান্ড-ফ্রান্সের মধ্যে সংঘটিত শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের মাধ্যমে ক্রুসেডকে নির্দেশ করা হয়েছে। যে যুদ্ধে সালাহউদ্দিন তাৎপর্য ভূমিকা পালন করেন। ১১৮৯ সালে জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবারোসা, ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস সম্মিলিতভাবে জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের জন্য আক্কা অবরোধ করেন। তারা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ২৭০০ যুদ্ধবন্দিকে হত্যা করেন। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবি তাদের প্রতিরোধ করেন। যুদ্ধে এবং সদাচারে সালাহউদ্দিন প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেন। ১১৯২ সালে একটি শান্তিসন্ধিতে স্বাক্ষর করে

https://teachingbd24.com

আক্রমণকারীরা স্বদেশে ফিরে যান। সালাহউদ্দিনের এ উদ্যোগের ফলে খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের দূরত্বের অবসান হয়। খ্রিস্টানদের জন্য বিনা কর ও বিনা বাধায় জেরুজালেম পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে আরও ক্রুসেড সংঘটিত হয়। কিন্তু যতদিন সালাহউদ্দিন বেঁচে ছিলেন ততদিন এই শান্তি বিদ্যমান ছিল।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জেরুজালেমকে নিয়ে মুসলিম শাসনামলে যে সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সালাহউদ্দিন আইয়ুবির সময়ে সে অবস্থার থেকে অনেকটা উন্নতি হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶৫৪ বাংলাদেশ সরকার মায়ানমার থেকে অবৈধভাবে আগত মায়ানমারের নাগরিকদের নিয়ে ব্যাপকভাবে উদ্বিগ্ন। অনেকে মায়ানমার সরকারকে এর জন্য দায়ী করেছেন। তার কারণ তার দেশের ধর্মান্ধ কিছু গোষ্ঠী এমন ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে, সেখানে মুসলমানদের থাকা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। মায়ানমারের অর্বাচীন বর্বর ও অশিক্ষিত লোকজন এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে কোন দেশের শুধু পার্থিব লাভ ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল হয়। তার ধর্মীয় কারণে বহু মুসলমানকে হত্যা করেছে।

[শেখ বোরহানুদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, ঢাকা]

ক. মালিক শাহ কত খ্রিস্টাব্দে জ্যোতির্বিদ সম্মেলন আহ্বান করেন? ১

খ. সালাউদ্দিন আইয়ুবির পরিচয় দাও। ২

গ. মায়ানমারের কর্মকাণ্ডের সাথে ক্রুসেডের সম্পর্ক খুঁজে তার ব্যাখ্যা প্রদান করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়-প্রত্যেক ধর্মীয় যুদ্ধই মানবতার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে— তুমি কি মন্তব্যটি সমর্থন কর? মতামত দাও। ৪

৫৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মালিক শাহ ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতির্বিদ সম্মেলন আহ্বান করেন।

খ আইয়ুবি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবি।

সালাউদ্দিন আইয়ুবি ১১৩৭ খ্রিস্টাব্দে দজলা নদীর তীরে অবস্থিত তিরকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন কুর্দি নেতা আইয়ুব। সালাউদ্দিন আইয়ুবি ১১৬৯ খ্রিস্টাব্দে খলিফা পদে স্থলাভিষিক্ত হন। শাসক ও ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন মহানুভব। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তিনি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মায়ানমারের কর্মকাণ্ডে ধর্মান্ধতার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে, যা ক্রুসেডের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান ছিল।

ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ইতিহাসের চরম ক্ষিপ্ততাপূর্ণ অধ্যায়। যীশু খ্রিস্টের জন্মভূমি জেরুজালেম মুসলমানদের করতলগত হলে খ্রিস্টান জগতে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এবং জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে এ ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়- যা উদ্দীপকেও চিত্রিত হয়েছে।

উদ্দীপকেও আমরা দেখি মায়ানমারের জনগণ অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার ছাড়াও এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে, যার কারণে সেখানে মুসলমানদের থাকা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তার ধর্মীয় কারণে বহু মুসলমানকে হত্যা করেছে। ক্রুসেড যুদ্ধ একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে। মহানবি (স)-এর মেরাজ গমনের স্থান এবং হযরত মুসা ও হযরত দাউদের স্মৃতি বিজড়িত জেরুজালেম যেমন মুসলমানদের নিকট পবিত্র তেমনি খ্রিস্টান ও ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান। যার কারণে ফাতেমি নবম খলিফা আল হাকিম ১০০৯ জেরুজালেমের খ্রিস্টানদের পবিত্র সমাধি ও গির্জা ধ্বংস করলে তারা খুবই বিক্ষুব্ধ হয়। এছাড়া সেলজুক শাসকরা খ্রিস্টানদের তীর্থযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে খ্রিস্টান জগতে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। তাছাড়া পোপের ঘোষণা ক্রুসেডকে ত্বরান্বিত করেছিল যা প্রায় দুশত বছরব্যাপী স্থায়ী ছিল। এ ঘটনায় মানুষের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ক্রুসেডারদের অমানবিক কর্মকাণ্ড মুসলমানদের সমাধি তৈরি করে। আবার মুসলমানদের হাতেও অনেক খ্রিস্টান প্রাণ হারায়। উদ্দীপকেও ক্রুসেডের এ ধর্মীয় কারণ প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, প্রত্যেক ধর্মীয় যুদ্ধই মানবতার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে বলে আমি মনে করি।

ক্রুসেড ছিল মূলত একটি ধর্মীয় যুদ্ধ। ধর্মান্ধতার জন্য সংঘটিত এ যুদ্ধ মানুষের মনে শান্তি যোগাতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধগুলো ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করেছিল। ব্যাভিচার, অমানুষিক অত্যাচার, ধ্বংসযজ্ঞ, লুণ্ঠন ছিল ধর্মযোদ্ধাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। উদ্দীপকেও অনুরূপ ফলাফল লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত মায়ানমারের ধর্মান্ধ কিছু গোষ্ঠী ধর্মীয় কারণে বহু মুসলমানকে হত্যা করছে যেটি মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধও ব্যাপক ধ্বংসলীলা ও রক্তপাতের জন্ম দেয়। ক্রুসেডারগণ লাখ লাখ মানুষকে বীভৎসভাবে হত্যা করে। মুসলমানদের হাতেও বহু ক্রুসেডারগণ নিহত হয়। এ যুদ্ধে শুধুমাত্র প্রথম দিকে দশ হাজারেরও বেশি নর-নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও যুবক প্রাণ হারায়। এ যুদ্ধে পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা এবং নগরবাজি শ্মশানে পরিণত হয় এবং বহু মসজিদ, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়। নৈতিকতা বিবর্জিত কার্যকলাপে পরিপূর্ণ এ যুদ্ধগুলো ধ্বংসলীলার প্রতীক স্বরূপ— যা শুধু মানবতার ক্ষতি সাধন ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে আশীর্বাদ হয়ে আসে না। সুতরাং বিশ্বে সংঘটিত সকল ধর্মীয় যুদ্ধ বিশ্বশান্তির পরিপন্থি।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বর্বর বৌদ্ধ সেনাদের নির্মম অত্যাচারে মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হচ্ছে মানবতা বিবর্জিত লোমহর্ষক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুসলিম নিধনে মেতে উঠেছে। একইভাবে ক্রুসেডেও মানবতা চরমভাবে লজ্জিত হয়ে ছিল। তাই সকল ধর্মযুদ্ধই মানবতার জন্য অভিশাপ।

প্রশ্ন ▶৫৫ ফ্রান্সে মেরোভিঞ্জিয়ান রাজাদের শাসনামলে রাজাদের চেয়ে চার্লস মার্টিলের বেশি মর্যাদা ছিল। রাজা ছিল মার্টিলের হাতের পুতুল। অথচ চার্লস মার্টিল রাজবংশের কেউ ছিলেন না। রাজারা মন্ত্রিপরিষদের সর্বাত্মক প্রভাব খর্ব করার জন্য মার্টিলকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন আর মার্টিল নিজেকে রাজাদের প্রভুতে পরিণত করেছিলেন।

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ]

ক. বায়তুল হিকমা কী? ১

খ. আব্বাসিদের পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকে আব্বাসি খিলাফতের কোন বংশের শাসকদের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত শাসকদের বংশের পতনের ফলে শিয়া ইসলাম বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়— মূল্যায়ন করো। ৪

৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বায়তুল হিকমা আব্বাসি খলিফা মামুন কর্তৃক নির্মিত একটি জ্ঞানগৃহ বা পরিপূর্ণ গবেষণা কেন্দ্র।

খ আব্বাসিরা মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমি শাখা হতে উদ্ভূত।

মহানবি (স)-এর পিতৃব্য আল আব্বাস-বিন আবদুল মুত্তালিব-বিন হাশেমের নাম হতেই আব্বাসি বংশের নামকরণ করা হয়েছে। আল আব্বাস তার চার পুত্রকে রেখে ৬৫৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। তারা উমাইয়া গোত্রের মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে হাশেমি গোত্রের হযরত আলী (রা)এর পক্ষাবলম্বন করেন। আত্মীয়তার দিক থেকে উমাইয়াদের তুলনায় মহানবি (স)-এর নিকটতম হওয়ায় তারা নিজেদেরকে মুসলিম খিলাফতের বৈধ দাবিদার বলে দাবি করত।

গ উদ্দীপকে আব্বাসি খিলাফতের বুয়াইদ বা বুয়াইয়া বংশের শাসকদের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

বুয়াইয়া রাজবংশের আদি পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় যে, বুয়াইয়াগণ মধ্য এশিয়ার একটি উপজাতি। আব্বাসি খিলাফতের শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ ও অযোগ্যতার সুযোগে বুয়াইয়াগণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আব্বাসি খিলাফতের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আহম্মদ নামক এক ব্যক্তি বুয়াইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, ফ্রান্সের মেরোভিঞ্জিয়ান রাজাদের শাসনামলে রাজারা মন্ত্রিপরিষদের সর্বাত্মক প্রভাব খর্ব করার জন্য মার্টিলকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন, আর মার্টিল নিজেকে তাদের প্রভুতে পরিণত করেছিলেন। একইভাবে দুর্বল ও বিলাসপ্রিয় আব্বাসি খলিফা মুসতাকফী তুর্কি বাহিনীর ঔদ্ধত্য ও দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে আবু সুজা বুয়াইয়ার কনিষ্ঠ পুত্র আহম্মদকে রাজধানীতে আহবান করেন। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে আহম্মদ ৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাগদাদে প্রবেশ করলে তুর্কি আমির আবু জাফর এবং তুর্কি বাহিনী ভয়ে পলায়ন করে। তিনি বাগদাদে বুয়াইয়া বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। আব্বাসি খলিফা তাকে মুইজ-উদ-দৌলা উপাধিতে ভূষিত করে নিজের আমির উল উমারা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে মুইজ খলিফার দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করলেন এবং খলিফার সার্বভৌমকে খর্ব করে নিজে সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। উদ্দীপকে এ দৃশ্যপটই অঙ্কিত হয়েছে।

ঘ উক্ত শাসকদের বংশ অর্থাৎ বুয়াইয়া বংশের শাসকদের পতনের ফলে শিয়া ইসলাম বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়– মন্তব্যটি যথার্থ।

আব্বাসি শাসকগণ ছিল সুন্নি মতাবলম্বী। তাদের শাসনামলে সুন্নি ইসলাম মর্যাদাপূর্ণ ছিল। আব্বাসি শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে বুয়াইয়া বংশের শাসকেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। বুয়াইয়া বংশের শাসকেরা ছিল শিয়া মতাবলম্বী। তাদের সময়ে শিয়া ইসলামের অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্তু বুয়াইয়াদের পতনের ফলে শিয়া ইসলাম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। কারণ বুইয়াদের পরাজয় ঘটে সেলজুকদের নিকট, আর সেলজুকরা ছিল সুন্নি মতাবলম্বী। সুন্নি মতাবলম্বী শাসকেরা ক্ষমতায় আসার ফলে স্বভাবতই শিয়া ইসলামের বিপর্যয় দেখা দেয়।

বুয়াইয়রা শিয়া ধর্মাবলম্বী হওয়ায় নিজ ধর্মমতের প্রতি নিষ্ঠাবান বুয়াইয়া শাসক মুইজ-উদ-দৌলা ১০ মহররমের আশুরা' উদযাপনসহ বেশ কিছু শিয়া রীতি প্রবর্তন করেন। শিয়া মতাবলম্বী বুয়াইয়া সুলতানগণ এতটাই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে, তারা সুন্নি আব্বাসি খলিফাকেও তাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। আব্বাসি খলিফার মতো শিয়া সুলতানগণও খুৎবায় তাদের নাম পাঠ, মুদ্রায় নামাঙ্করণ, পোশাক, পরিচ্ছেদ পরিধান, মুকুট, বাজুবন্দ, পতাকা ও তরবারি ব্যবহার শুরু করে। বুয়াইয়াদের সময়ে আব্বাসি প্রশাসনে আরবদের তুলনায় শিয়া পারসিকদের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাই। কিন্তু সুন্নি মতাবলম্বী সেলজুকদের নিকট বুয়াইয়াদের পরাজয়ের পর সুলতানগণ সুন্নি আব্বাসি খিলাফতের পুনরুজ্জীবন দান করেন। সেলজুক সুলতানগণ প্রথমেই শিয়া দালাইলামা সম্প্রদায়ভুক্ত বুইয়াদের ওপর আঘাত হেনে সুন্নি মতাবলম্বের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনে। সেলজুকগণ সংঘবদ্ধ সুন্নি রাষ্ট্র কায়েম করায় শিয়া মতবাদ ও প্রভাব ক্ষুণ্ন হয় এবং শিয়া মতবাদকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, সুন্নি মতাবলম্বী সেলজুকদের নিকট শিয়া মতাবলম্বী বুয়াইয়াদের পতনের মধ্য দিয়ে শিয়া মতবাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ▶৫৬ বাংলাদেশের অন্যতম গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে চাকরি করেন জনাব কামরুজ্জামান। প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য তিনটি বিভাগের সমন্বয়ে গঠত (১) অনুবাদ বিভাগ (২) গবেষণা বিভাগ (৩) গ্রন্থাগার বিভাগ। কতিপয় বিদ্যুৎসাহী ও জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। তবে প্রধান উদ্যোক্তা প্রবীণ শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাইদ। তিনি বলেন— একদা মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আব্বাসি খিলাফত ছিল মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির খিলাফত।

[ক্রমিল্লা মডেল কলেজ]

ক. কত সালে জাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১

খ. আবুল আব্বাসকে আস-সাফফাহ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সাথে তোমার পঠিত পাঠ্যপুস্তকের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আব্বাসি খিলাফত ছিল মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির খিলাফত – আব্দুল্লাহ আবু সাইদের এ উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে জাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ সৃজনশীল ৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ আব্বাসি খিলাফত ছিল মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির খিলাফত আব্দুল্লাহ আবু সাইদের এ উক্তিটি যথার্থ।

আব্বাসি শাসনামল ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগ। কেননা এ শাসন আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতির ক্ষেত্রে শাসকবর্গের প্রবল আগ্রহ ছিল। খলিফা মামুনের শাসনামলে বায়তুল হিকমাতে অনুবাদ ও মৌলিক রচনা এবং গবেষণার যে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল তাই পরবর্তীকালের মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের উপাত্ত হিসেবে বিবেচিত।

আব্বাসি শাসনামলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্র ব্যাপক খ্যাতি লাভ করে। চিকিৎসা, বীজগণিত, পাটিগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোনমিতি ও ভূগোলের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। খলিফা মামুন কর্তৃক নির্মিত বায়তুল হিকমাহ ছিল আব্বাসিদের গৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক। জ্ঞান বিকাশের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিতে গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন ও অনুবাদ ব্যুরো এই তিনটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করা হয়। বায়তুল হিকমার অনুবাদ দপ্তরে গ্রিক, সিরীয়, পারসিক, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মূল্যবান গ্রন্থাদি এবং লিউক, কোস্টার, গ্যালেন, ইউক্লিড, টলেমি, পল, এরিস্টটল ও প্লেটোর রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে সেগুলো আরবিতে অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার কারণে আব্বাসীয় যুগ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আব্বাসীয় যুগের অসামান্য অবদানের জন্য এ যুগকে মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণ যুগ বলা হয়। আর এ বিষয়টিই প্রতিফলিত হয়েছে আব্দুল্লাহ আবু সাইদের বক্তব্যে।

প্রশ্ন ▶৫৭ গাজা উপত্যাকায় ইসরাইলের সৈন্যবাহিনী বোমা মেরে সাধারণ নিরীহ নারী, শিশু, পুরুষকে হত্যা করে। প্রতিদিনি টিভি খুললেই হত্যার লোমহর্ষক ঘটনা দেখা যায়। রাহাত তার বাবাকে বলল জেরুজালেম, ফিলিস্তিন, গাজা সব সময় সংঘাতপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। রাহাতের বাবা বলল ইউরোপের খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের ক্রুসেডের মূল্যে ও একই কারণ ছিল। শুধুমাত্র হযরত ওমর (রা)-এর সময় ছাড়া, রাহাত বলল, ক্রুসেডের ক্ষতের মধ্যে সালাউদ্দিন আইয়ুবিই ছিলেন শান্তি ও স্বস্তির সুবাতাস।

[সোনার বাংলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুমিল্লা]

ক. কার শাসনামলে সেলজুকদের ক্ষমতা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে? ১

খ. নহর-ই-জুবাইদা কেন বিখ্যাত? ২

গ. রাহাতের বাবার বক্তব্যের আলোক ক্রুসেডের জেরুজালেমের ভূমিকা তুলে ধর। ৩

ঘ. ক্রুসেডের ক্ষতের মধ্যে সালাউদ্দিন আইয়ুবি ছিলেন শান্তি ও স্বস্তির সুবাতাস— রাহাতের বক্তব্যের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মালিক শাহের শাসনামলে সেলজুকদের ক্ষমতা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

খ পবিত্র হজব্রত পালন করতে আসা জনগণের প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করে তাদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য নহরে- জুবাইদা বিখ্যাত।

মরুভূমির দেশ আরবের মক্কা নগরী মুসলিম জাতির জন্য সবচেয়ে অধিক পবিত্র স্থান। এখানে প্রতিবছর হজ মৌসুমে পবিত্র হজব্রত পালনের জন্য লাখ লাখ মুসলিমের আগমন ঘটে। কিন্তু এ বিপুলসংখ্যক লোকের অজু, গোসল কিংবা পানীয় জলের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল না। দূরদূরান্ত থেকে আসা হাজিদেরকে অসহনীয় দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হতো। হাজিদেরকে এ দুর্ভোগের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য জনহিতৈষী ও প্রজাবৎসল খলিফা হারুন-অর-রশিদের স্ত্রী জুবাইদার নামানুসারে নহরে জুবাইদা খালটি খনন করা হয়।

https://teachingbd24.com

গ রাহাতের বাবার বক্তব্যের আলোকে প্রায় তিনশত বছর ধরে ঈর্ষাপরায়ণ খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল তার অন্যতম কারণ ছিল জেরুজালেম দখল।

৬৩৪ সালে হযরত ওমর (রা) আমর বিন আসের সেনাপতিত্বে জেরুজালেম দখল করলে খ্রিস্টান জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কারণ জেরুজালেম ছিল যিশু খ্রিস্টের জন্মভূমি। হযরত ওমরের (রা) সময় এখানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকলেও পরবর্তীতে অসহিষ্ণু শাসকদের সময় অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ফাতেমীয় খলিফা আল হাকিম জেরুজালেমে খ্রিস্টানদের পবিত্র সমাধি ও গির্জা ধ্বংস করলে খ্রিস্টানরা খুবই বিক্ষুব্ধ হয়। অধিকন্তু এ সময় সেলজুকরা জেরুজালেমে তাদের তীর্থযাত্রার ওপর কর আরোপ করে। ফলে খ্রিস্টানরা জেরুজালেম উদ্ধারে বদ্ধপরিকর হয় এবং পোপ দ্বিতীয় আরবান এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উপর্যুক্ত আলোচনায় ক্রুসেডে জেরুজালেমের ভূমিকা সহজেই অনুমেয়।

ঘ ক্রুসেডে সালাউদ্দিন আইয়ুবির ভূমিকার গুরুত্ব অনুধাবন করে উদ্দীপকের রাহাত যথার্থই বলেছেন, 'ক্রুসেডের ক্ষতের মধ্যে সালাউদ্দিন আইয়ুবি ছিলেন শান্তি ও স্বস্তির সুবাতাস।'

ইউরোপীয় সম্মিলিত খ্রিস্টান বাহিনীর বার বার আক্রমণে মুসলিম সাম্রাজ্য যখন সন্ত্রস্ত ঠিক তখনই সালাউদ্দিন আইয়ুবির আগমন ঘটে। তিনি মিসরে আইয়ুবি বংশ প্রতিষ্ঠা করে সেনাবাহিনীর সংস্কার সাধন করেন এবং ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি তৃতীয় ক্রুসেডে (১১৮৯-৯২) সফল ভূমিকা পালন করেন। এ সময় ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ নিজেদের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জেরুজালেম উদ্ধারে তৃতীয় ক্রুসেড পরিচালনা করেন। এতে খ্রিস্টানদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন তৎকালীন ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী তিন শাসক ফ্রেডারিক বারবারোসা, প্রথম রিচার্ড ও ফিলিপ অগাস্টাস। এ যুদ্ধে সালাউদ্দিন সাইপ্রাস দখল করে ও আক্রা অবরোধ করে তাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। মূলত ক্রুসেডে বিশেষ অবদানের জন্য সালাউদ্দিন ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে আছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ক্রুসেডে সালাউদ্দিনের মূল্যায়ন করতে উদ্দীপকের রাহাতের বক্তব্যই প্রণিধানযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ৫৮ কারাকাসের স্বৈরাচারী শাসকের কার্যক্রমে যখন সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ, তখন হামাস বংশের হাফিস নামের এক বিপ্লবী নেতার উত্থান ঘটে। তিনি সরকার উৎখাতের ডাক দেন। কর্মসূচি সফল বেগবান করার জন্য নানামুখী প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তিনি বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের সমর্থন পেয়ে উক্ত সরকারের পতন ঘটান।

[লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজ]

ক. কোন মাসে জাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১

খ. মামুনের শাসনামলকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লবী নেতা হাফিসের সাথে কোন আব্বাসীয় খলিফার মিল রয়েছে? তার চরিত্র বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতিই উক্ত আন্দোলনকে সফল করেছিল।" মূল্যায়ন কর। ৪

৫৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৭৫০ সালের জানুয়ারি মাসে জাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ আব্বাসি খলিফা আল মামুনের সময় রোমান সম্রাট অগাস্টানের শাসনামলের মতো বাগদাদ শিক্ষা, সংস্কৃতির পাদপীঠে পরিণত হয়েছিল বলে তার শাসনামলকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়।

মামুনের শাসনকাল ছিল আব্বাসি তথা আরবদের জন্য অলংকারস্বরূপ। সৈয়দ আমির আলী বলেন, "তাঁর বিশ বছরব্যাপী শাসনকাল চিন্তাধারার প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিবর্ধিত স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছে।" তার শাসনকালে সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। আমির আলী বলেন, "মামুনের খিলাফত সারাসানীয় ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। যথার্থভাবেই এটিকে ইসলামের অগাস্টান যুগ বলা হয়েছে।"

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপ্লবী নেতা হাফিসের সাথে আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ এর মিল রয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হামাস বংশের হাফিস নামের এক নেতা জনগণকে নানামুখী প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করে সরকার উৎখাতের আন্দোলনে জনগণের সমর্থন লাভ করে সরকারের পতন ঘটায়। এ ঘটনার মাধ্যমে আবুল আব্বাস কর্তৃক উমাইয়াদের পতনের ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

আব্বাসি বংশের প্রথম খলিফা হিসেবে আবুল আব্বাস স্বীয় বংশের স্বার্থরক্ষার জন্য যে কোনো নৃশংসতা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। শুধু বিদ্রোহীদিগকেই নয়, যাঁদের সহায়তায় তিনি সিংহাসন লাভ করেছেন তাঁরাও যদি বিরোধিতা করতেন তাঁদেরকেও রেহাই দিতেন না। নিষ্ঠুর হলেও তিনি বেশ কিছু মানবিক গুণের অধিকারী ছিলেন। যেমন: সে সময়ে বহুপত্নী গ্রহণ এবং উপপত্নী রাখার রীতি প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি উম্মে সালমা নামক একজন স্ত্রীই গ্রহণ করেছিলেন এবং কোনো উপপত্নী গ্রহণ করেননি। সুতরাং শাসক হিসেবে তিনি নিষ্ঠুর হলেও চরিত্রবান মানুষ হিসেবে তিনি নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। জনহিতকর কার্যের জন্যও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এর মধ্যে প্রধান হলো কুফা হতে মক্কা পর্যন্ত হজযাত্রীদের জন্য স্থাপিত পান্থশালা। তিনি শিল্প এবং সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার সময়ে যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম আবু হানিফা (র) ফিকাহ শাস্ত্রের চর্চা শুরু করেন। সর্বোপরি ব্যক্তিগত কর্তব্যে তিনি ছিলেন সংযমী, দূরদর্শী, বিচক্ষণ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ।

ঘ প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতিই ছিল আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ কর্তৃক উমাইয়া বংশের অবসান ঘটিয়ে আব্বাসি বংশ প্রতিষ্ঠায় সফলতা অর্জনের মূল কারণ।

উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগে ইবনে আব্বাসের নেতৃত্বে তার অপর তিন ভ্রাতা ও অন্যরা আব্বাসি আন্দোলনের সূচনা করেন। তারা মর্মর সাগরের তীরে হুমাইমা নামক একটি নিরাপদ গ্রামকে উমাইয়াবিরোধী আব্বাসি প্রচারণার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করেন। তাঁরা পূর্ব পুরুষদের উমাইয়াবিরোধী মনোভাবকে কার্যসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে লোকজনকে তাদের পক্ষে সমবেত করতে সক্ষম হন। আবুল আব্বাসকে ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে ২৯ নভেম্বর কুফা মসজিদে খলিফা বলে ঘোষণা করা হলেও তার শাসনকাল শুরু হয় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে জাবের যুদ্ধে দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয় ও পলায়নের পর থেকে।

উদ্দীপকে হাফিস যেমন তার কর্মসূচিকে বেগবান ও সফল করার জন্য জনগণকে নানাধরনের প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের পন্থা অবলম্বন করেছিল, তেমনি উমাইয়াবিরোধী আন্দোলনকে সফল করে তুলতে আবুল আব্বাসও জনগণকে প্রলোভন ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদানের কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি জনগণকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করে উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। জনগণ তাঁর পক্ষ নিয়ে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে উমাইয়া বংশের পতনের মধ্য দিয়ে আব্বাসি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঐতিহাসিক ওয়েল বলেন, 'আবুল আব্বাস শুধু বর্বর ও পাষণ্ডই ছিলেন না, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দানকারী ও কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন।'

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রলোভন ও প্রতিশ্রুতিই আব্বাসি আন্দোলনকে সফল করে তুলেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৫৯ রোমান রাজা ফিউডাল খুবই ধার্মিক ছিলেন। তবে রাজনৈতিক স্বার্থে তিনি খুবই নৃশংস ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে ভেবে তিনি তার প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করলে সেনাপতির সমর্থকদের দ্বারা যে বিদ্রোহ দেখা দেয় রাজা তা কঠোরভাবে দমন করেন। তার ধার্মিকতার সুযোগ নিতে একদল প্রজা তাকে প্রভু বলে পূজা করতে এলে এক মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সৌভাগ্যক্রমে রাজা সব কিছু মোকাবিলা করতে সক্ষম হন।

[কুমুদিনী সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল; শাহজালাল সিটি কলেজ, সিলেট]

Teachingbd24.com

ক. 'বাগদাদ' নগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. খলিফা আল মনসুর কর্তৃক আলী বংশীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের রাজার ন্যায় খলিফা আল মনসুর তার প্রধান সেনাপতির বিরুদ্ধে যে আচরণ করেছিলেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মীয় ঘটনার মতোই রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় যে পরিস্থিতি তৈরি করেছিল তা খলিফা আল মনসুর কীভাবে দমন করেন? ৪

৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন আবু জাফর আল মনসুর।

খ খলিফা মনসুর আলী বংশীয়দের আব্বাসি খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতো; তাই তিনি তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন।

হযরত আলী (রা) ও ফাতিমা (রা)-র বংশধরগণ আববাসি বংশের উত্থানের সময় যথাযথ সাহায্য করলেও এ খলিফা আল মনসুর তাঁদেরকে সুনজরে দেখেননি। খিলাফতের সম্ভাব্য দাবিদার ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে আল মনসুর তাঁদেরকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হন। তাছাড়া আলীর বংশধরদের প্রতি জনসাধারণের অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার জন্য খলিফা মনসুর বিচলিত হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের ধ্বংস সাধনে তৎপর হয়ে ওঠেন। যার ফলে তিনি আলী বংশীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন।

গ উদ্দীপকে রাজা ফিউডাল তার প্রধান সেনাপতির প্রতি যে ব্যবহার করেছেন খলিফা আল মনসুর তার সেনাপতি আবু মুসলিম খোরাসানির প্রতি সে আচরণ করেছিলেন।

পৃথিবীতে এমন অনেক সেনাপতি সম্পর্কে জানা যায়, যাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার বলে অনেক রাজবংশের জন্ম হয়েছে। তারা নিজেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না হয়ে অন্য কোনো ব্যক্তিতে ক্ষমতায় বসিয়ে অতুলনীয় দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করেছে। তবে এ সকল সেনাপতির অনেককেই আবার নির্মম হত্যা কাণ্ডের শিকার হতে হয়েছে। উদ্দীপকের রাজা ফিউডালের সেনাপতি ও আবু মুসলিম খোরাসানির উভয়েরই একই পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, রাজা ফিউডাল খুবই ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তবে রাজনৈতিক স্বার্থে তিনি খুব নৃশংস ছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে ভেবে তিনি তার প্রধান সেনাপতিকে হত্যা করেন এবং সেনাপতির সমর্থকদের দ্বারা যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তাও কঠোর হস্তে দমন করেন। ঠিক একইভাবে সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে আল মনসুরও ছিলেন স্নেহশীল মানুষ। একজন মুসলিম হিসেবে তিনি ছিলেন খাঁটি ধার্মিক ব্যক্তি। তবে শাসক হিসেবে তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক। তিনি আব্বাসি আন্দোলনের প্রধান সেনাপতি আবু মুসলিমকে নিজের শাসনের জন্য হুমকি মনে করতেন। তিনি আবু মুসলিমকে কৌশলে রাজদরবারে ডেকে এনে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন। সৈয়দ আমীর আলীর ভাষায়, 'আবু মুসলিম যতদিন জীবিত ছিলেন আল মনসুর ততদিন নিজেকে নিরাপদ ভাবেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি এখন নিজেকে প্রকৃত রাষ্ট্রপ্রধান মনে করতে লাগলেন।' এরপর ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে সানবাদের নেতৃত্বে পারসিকগণ আবু মুসলিম খোরাসানির বর্বরোচিত হত্যার প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এমন অবস্থায় আল মনসুর এক বিশাল সৈনাবাহিনী প্রেরণ করে সে বিদ্রোহ দমন করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ধর্মীয় ঘটনার মতোই রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল রাজা ফিউডালের মতোই আল মনসুর তা কঠোরভাবে দমনে সক্ষম হয়েছিলেন।

খলিফা আল মনসুর ধর্মের প্রতি খুব বেশি আকৃষ্ট ছিলেন বলে একটি সম্প্রদায় তাকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করে। এদেরকে রাওয়ান্দিয়া বলা হয়। খলিফার অনুগ্রহ লাভের জন্য এরা ছিল তোষামদকারী। এরা যে বিব্রতকর ও বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল আল মনসুর তা সম্পূর্ণরূপে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উদ্দীপকেও এ দৃশ্যপটই অঙ্কিত হয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, রাজা ফিউডালের ধার্মিকতার সুযোগ নিয়ে তাকে এক দল প্রজা প্রভু বলে পূজা করতে এলে এক মারাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু তিনি এসব কিছু মোকাবিলা করতে সক্ষম হন। এই একই ঘটনা আব্বাসি খলিফা আল মনসুরের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। একদা রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় খলিফার প্রাসাদের সম্মুখে একত্রিত হয়ে বলতে থাকে এই আমাদের মাবুদের গৃহ যিনি আমাদেরকে আহারের জন্য খাদ্য এবং পানের জন্যে পানীয় প্রদান করেছেন। তাদের এরূপ ইসলামবিরোধী প্রচারণার জন্য মনসুর বাধ্য হয়ে তাদের ২০০ জনকে কারারুদ্ধ করেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর ৬০০ রাওয়ান্দিয়ার একটি দল প্রসাদের সম্মুখে এসে খলিফার দর্শন প্রার্থী হন। খলিফা তাদেরকে দর্শন প্রদান করলে তারা হঠাৎ খলিফাকে আক্রমণ করে বসে। সৌভাগ্যক্রমে মারান বিন যায়েদা খলিফাকে বাঁচালেন। তবে খলিফা কঠোর হস্তে এই সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ দমন করেন। সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে যেমন ফিউডালকে একদল প্রজা প্রভু বলে পূজা করতে এসে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করলে তিনি তা মোকাবিলা করেন, অনুরূপভাবে আব্বাসি খলিফা আল মনসুরের সময় রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্ট পরিস্থিতিকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন।

৬০ সেতু আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাহিনি পড়ছিল। নতুন খিলাফতের প্রথম আমির নির্বাচিত না হওয়া সত্ত্বেও তাকে এ বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। খিলাফতের পরপরই তার চাচা বিদ্রোহ দমন করেন। এপর তিনি নিরস্ত্র x কে নির্মম ভাবে হত্যা করেন। এছাড়াও তিনি পারস্য, খোরাসানের বিরহ দমন এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বহু লোককে কারারুদ্ধ করেন। তার গৌরবময় কীর্তি হলো একটি নতুন নগর প্রতিষ্ঠা যা ছিল তার সাম্রাজ্যের রাজধানী। তার নাম অনুসারে একটি নতুন নগরীর নামকরন করা হয়।

[রাজবাড়ী সরকারি কলেজ রাজবাড়ী]

ক. বাগদাদ নগর কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. বায়তুল হিকমা বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সেতুর পঠিত ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আব্বাসীয় খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সেতুর পঠিত আমিরের চেয়ে তোমার পঠিত আমির অধিক কৃতিত্বের দাবিদার— উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

খ সৃজনশীল ১৭ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের সেতুর পঠিত কাহিনির সাথে আমার পঠিত আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুরের সাদৃশ্য রয়েছে।

আবুল আব্বাস আস-সাফফাহ আব্বাসি বংশের প্রথম খলিফা ছিলেন, তবুও আবু জাফরকেই এ রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। কেননা তিনি অদম্য সাহস, দূরদর্শিতা ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা অভ্যন্তরীণ ও বাইরের সব বিদ্রোহ দমন করে আব্বাসি খিলাফতকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর অধিষ্ঠিত করেন। তিনি তার চাচা আব্দুল্লাহ ইবনে আলীর বিদ্রোহ দমন ও আবু মুসলিমকে হত্যা করেন। এভাবে যাবতীয় বিদ্রোহ দমন করে তিনি আব্বাসি রাজবংশের স্থায়িত্ব বিধান করেন। উদ্দীপকেও এমনি একটি ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের সেতুর পঠিত শাসক আব্বাসি খেলাফতের প্রথম আমির না হয়েও এ রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে বিবেচিত। তিনি তার চাচার বিদ্রোহ, পারস্য ও খোরাসানের বিদ্রোহ দমন করেন এবং একটি সম্প্রদায়ের ২০০ লোককে কারারুদ্ধ করেন। এছাড়া নিজের নামে একটি নগরীও প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে খলিফা আবু জাফর আল মনসুর তার চাচা সিরিয়ার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ ইবনে আলীর বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি আবু মুসলিম খোরাসানিকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। আর এ

https://teachingbd24.com

হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে খোরাসান ও পারস্যবাসীরা বিদ্রোহ করলে তিনি তাদেরকেও কঠোর হস্তে দমন করেন। রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় খলিফাকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করলে তিনি তাদের ২০০ জনকে কারারুদ্ধ করেন। এছাড়া তিনি বাগদাদে নিজের নামানুসারে 'মনসুরিয়া' নামে একটি নগরী নির্মাণ করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার সাথে আব্বাসি খলিফা আল মনসুরের জীবনের ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের সেতুর পঠিত আমিরের চেয়ে আমার পঠিত আমির অর্থাৎ আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর অধিক কৃতিত্বের দাবিদার।

আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস সাফফাহর মৃত্যুর পর আবু জাফর আল মনসুর ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তার ক্ষমতায় আরোহণের সাথে সাথে আব্বাসি খিলাফতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি অদম্য সাহস ও দূরদর্শিতার দ্বারা বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন ও রাজধানী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আব্বাসি খিলাফতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে রাজ্য বিস্তার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত, যা তাকে উদ্দীপকের সেতুর পঠিত শাসকের তুলনায় অধিক কৃতিত্বের দাবিদার করে তুলেছে।

উদ্দীপকের সেতুর পঠিত শাসক তার চাচার বিদ্রোহ দমন করেন। এছাড়া পারস্য ও খোরাসানের বিদ্রোহ দমনের পাশাপাশি বাগদাদে নিজের নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুরও বিভিন্ন বিদ্রোহ দমনের পাশাপাশি বাগদাদে 'মনসুরিয়া' নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এ সমস্ত কার্যাবলি ছাড়াও রাজ্যবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি রোমান সম্রাট কনস্টানটাইনকে পরাজিত করে বার্ষিক কর প্রদানে বাধ্য করেন। তিনি তাবারিস্তান ও গিলান স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। এছাড়া মনসুর স্থাপত্যকলারও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যার প্রমাণ বহন করে 'কাসর আল খুলদ' ও 'রুসাফা' নামক দুটি প্রাসাদ নির্মাণ।

উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, সেতুর পঠিত শাসকের তুলনায় আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর অধিক কৃতিত্বের দাবিদার।

প্রশ্ন ▶ ৬১ জাপানের রাজা আর্কিহিত এর মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়ে দেশের একদল মানুষ তাকে খোদার সাথে তুলনা করতে থাকে। এতে রাজা বিব্রতবোধ করেন। উক্ত আচরণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তাদেরকে আক্রমণ করে বন্দি করেন। অন্যথায় রাজ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছিল। তাদের বন্দি করার ফলে রাজা বড় ধরনের দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পান। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা প্রশমিত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। *[লালমনিরহাট সরকারি কলেজ, লালমনিরহাট]*

ক. বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. নহর-ই-জুবাইদা কী? বুঝিয়ে লিখ। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে আব্বাসিয় কোন খলিফার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাথে মিলকৃত আব্বাসীয় খলিফা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দ্বারা দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন – বিশ্লেষণ কর। ৪

৬১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন আব্বাসি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আবু জাফর আল মনসুর।

খ সৃজনশীল ৪৫ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের সাথে আব্বাসি খলিফা জাফর আল মনসুরের মিল রয়েছে।

আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর একজন জনদরদি শাসক ছিলেন। তিনি প্রজাদের কল্যাণে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার এ সকল কর্মকাণ্ডে জনগণ খুশি ছিল। তাছাড়া তিনি একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তার এই ধার্মিকতার কারণে রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় তাকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় তিনি বিরক্ত হয়ে রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়কে দমন করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, জাপানের রাজা আর্কিহিত এর মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়ে দেশের অভ্যন্তরে একদল মানুষ তাকে খোদার সাথে তুলনা করতে থাকে। এতে রাজা বিব্রতবোধ করেন এবং উক্ত আচরণ থেকে তাদের বিরত রাখার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তাদের বন্দি করে। উদ্দীপকের এ শাসক মূলত আব্বাসি খলিফা আল মনসুরের প্রতিনিধিত্ব করেছে। খলিফা আল মনসুর ধর্মপ্রাণ ছিলেন বলে ৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায় খলিফাকে আল্লাহর অবতার বলে ঘোষণা করেন। তাদের এরূপ ধর্মবিরোধী কার্যের জন্য মনসুর বাধ্য হয়ে তাদের ২০০ জনকে কারারুদ্ধ করেন। ফলে ৬০০ রাওয়ান্দিয়ার একটি দল খলিফার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলে তাকে আক্রমণ করে। সৌভাগ্যক্রমে খলিফা এ আক্রমণ থেকে বেঁচে যান। উদ্দীপকেও এ ঘটনার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ১৪ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৬২ ইসলামের ইতিহাসের কিছু সংখ্যক নিবেদিত প্রাণ জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তিবর্গের দ্বারা বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ গঠিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য সংগঠনটি প্রচুর দুর্লভ বই পত্র নিজস্ব সংগ্রহশালায় সংরক্ষন করে থাকে। গবেষকরা এসব বইপত্র ব্যবহারের সুযোগ পায়। তা ছাড়া নিজস্ব প্রকাশনার মাধ্যমে এটি অনেক গবেষক সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু সংগঠনটি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এবং আর্থিক অসুবিধার কারণে গবেষণা কর্মে সহায়তা করতে অক্ষম। এমনকি সংগঠনটির জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের জন্যও গবেষককে কোনরূপ আর্থিক প্রনোদনা দিতে অক্ষম। *[অমৃতলাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল]*

ক. বাগদাদ নগরী কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. নিজামুল-মুলক এর পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত সংগঠনটির কর্মকাণ্ডের সাথে খলিফা আল মামুনের কোন প্রতিষ্ঠানের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আবু জাফর আল মনসুর বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

খ সৃজনশীল ৫৩ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ২ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৪২ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-৫: আব্বাসি খিলাফত

২২৪. কোন যুদ্ধের মাধ্যমে আব্বাসি খিলাফতের সূচনা হয়? (জ্ঞান)
ক কাদেসিয়ার খ সিফফিনের
গ কারবালার ঘ জাবের
খ

২২৫. আব্বাসিদের রাজধানী কোথায় ছিল? (জ্ঞান)
ক বাগদাদ খ ফুসতাত
গ কুফা ঘ মক্কা
গ

২২৬. আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় কীভাবে? (অনুধাবন) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]
ক দ্বিতীয় হিশামের পতনের মাধ্যমে
খ দ্বিতীয় ইয়াজিদের পতনের মাধ্যমে
গ দ্বিতীয় ওয়ালিদের পতনের মাধ্যমে
ঘ দ্বিতীয় মারওয়ানের পতনের মাধ্যমে
ঘ

২২৭. কার নামানুসারে আব্বাসি বংশের নামকরণ করা হয়? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা]
ক আব্বাস-বিন-আঃ মুত্তালিব
খ আব্দুল্লাহ-বিন-আব্বাস
গ মুহাম্মদ-বিন-আব্বাস
ঘ আবুল-আব্বাস-আস-সাফফাহ
ক

২২৮. আব্বাসি আন্দোলন কোন নামে শুরু হয়? (জ্ঞান)
ক আহলে আব্বাস খ আহলে সুন্নাহ
গ আহলে বাইয়াত ঘ আহলে জান্নাত
গ

২২৯. আবুল আব্বাসের হত্যা আর খুনের একমাত্র উদ্দেশ্য কোনটি? (অনুধাবন) [মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
খ নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি
গ উমাইয়া বংশের মূলোৎপাটন
ঘ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
গ

২৩০. আব্বাসিয় আমলে নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতক শাসক হিসেবে পরিচিত- (জ্ঞান) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]
ক আল-মনসুর খ আবুল আব্বাস
গ হারুন-অর-রশিদ ঘ আল-হাদি
খ

২৩১. 'আস সাফফাহ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক রক্তপ্রবাহকারী খ রক্তপাত
গ রক্তপিপাসু ঘ রক্তের প্রয়োজন
গ

২৩২. মোমেন একটি মসজিদের নাম বলেছে, যে মসজিদটির সাথে আব্বাসি খিলাফতের শুভ সূচনা জড়িত। মোমেন কোন মসজিদের নাম বলেছে? (প্রয়োগ)
ক মসজিদে হারাম খ কর্ডোভা মসজিদ
গ মসজিদে ইয়াকুব ঘ কুফা মসজিদ
ঘ

২৩৩. বাগদাদ নগরী কোন নদীর তীরে অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক ইউফ্রেটিস খ টাইগ্রিস
গ নীলনদ ঘ আমাজান
ক

২৩৪. আব্বাসি রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? (জ্ঞান)
ক আবুল আব্বাস খ আল মনসুর
গ আল মামুন ঘ আল মুইজ
খ

২৩৫. আল মনসুর কাকে 'সিংহপুরুষ' উপাধি দান করেন? (জ্ঞান)
ক যায়েদকে খ কাহতাবাকে
গ আবু সালমাকে ঘ মায়ানকে
ঘ

২৩৬. বাগদাদ শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক ন্যায়বিচারের উদ্যান
খ ন্যায়বিচারের শহর
গ ন্যায়বিচারের এলাকা
ঘ ন্যায়বিচারের সাম্রাজ্য
ক

২৩৭. 'মাহদিয়া' নগরী কে নির্মাণ করেন? (জ্ঞান)
ক আল হাদি খ আল মাহদি
গ আল মামুন ঘ আল আমিন
খ

২৩৮. আল মনসুর কোন মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন? (জ্ঞান)
ক সুন্নি খ শিয়া
গ খারেজি ঘ মুতাজিলা
ক

২৩৯. কার সময়ে 'হিতোপদেশ' আরবিতে অনুবাদ করা হয়? (জ্ঞান)
ক আবুল আব্বাসের খ আল মনসুরের
গ আল-মাহদির ঘ আবদুর রহমানের
খ

২৪০. 'কাসর-আল-খুলদ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক অনন্তধাম খ সাময়িক আবাস
গ সুখধাম ঘ ধরিত্রী
ক

২৪১. আল মনসুর কোন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? (জ্ঞান) [সরকারি শ্রীনগর কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]
ক সুন্নি খ শিয়া
গ খারেজি ঘ রাফেজি
ক

২৪২. পারসিক সম্প্রদায় আল মনসুরকে আল্লাহর অবতার বানিয়েছিল কেন? (অনুধাবন)
ক ধর্মভীরুতার জন্যে
খ খুশি করার জন্যে
গ ধর্মীয় অন্ধত্বের কারণে
ঘ সুবিধা পাওয়ার জন্যে
ক

২৪৩. বাগদাদ নগরীর আরেক নাম 'আল মনসুরিয়া' রাখার কারণ কী? (অনুধাবন)
ক আল মনসুরিয়া প্রাসাদের কারণে
খ আল মনসুর এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে
গ জনগণের দাবির প্রতিফলনে
ঘ জনগণের মাঝে এই নামের জনপ্রিয়তার জন্যে
ক

Teachingbd.com

২৪৪. 'অর রশীদ' অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক কর্তৃত্বপরায়ণ খ ন্যায়নিষ্ঠ
গ জ্ঞানী ঘ উদার
খ

২৪৫. আল মাহদির পর আব্বাসি খিলাফতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় কে? (জ্ঞান)
ক আল মামুন খ আমিন
গ হারুন ঘ আল হাদি
ঘ

২৪৬. আরবীয় 'জোয়ান অব আর্ক' নামে পরিচিত নিচের কোন ব্যক্তি? (জ্ঞান) [অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী; সরকারি বাংলা কলেজ, ঢাকা]
ক মুনুজান খ ওয়াজিয়া
গ লায়লা ঘ খায়জুয়ান
গ

২৪৭. নহর-ই-জুবাইদা কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক মক্কায় খ মদিনায়
গ বাগদাদে ঘ সিরিয়ায়
ক

২৪৮. বার্মাকি বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? (জ্ঞান)
ক খালিদ বার্মাক খ ইয়াহইয়া
গ ফজল ঘ জাফর
ক

২৪৯. বার্মাকিরা কোন অঞ্চলের অধিবাসী? (জ্ঞান) [বি. এ এফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]
ক আফগানিস্তান খ খোরাসান
গ ইরান ঘ তাবারিস্তান
গ

২৫০. আমিনের উজির ছিলেন? (জ্ঞান) [কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া]
ক ফজল বিন-রাব্বি
খ হারসামা
গ আলী বিন ঈশা
ঘ খালিদ বিন ওয়ালিদ
ক

২৫১. একজন খলিফার শাসনামলকে ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়। উক্ত খলিফা নিচের কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করছে? (প্রয়োগ) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]
ক আল-মনসুর খ আল-মামুন
গ হারুন অর রশিদ ঘ আল-মুসতাসিম
খ

২৫২. বুলকাওয়া কীসের নাম? (জ্ঞান)
ক একটি রাজপ্রাসাদের
খ একটি প্রদেশের
গ একটি নদীর ঘ একটি স্থাপনার
ক

২৫৩. জাঠরা কোন অঞ্চলের বিদ্রোহী? (জ্ঞান)
ক ইরাকের খ ইরানের
গ সিরিয়ার ঘ ভারতের
ঘ

২৫৪. 'খোদার চাবুক' উপাধি কার ছিল? (জ্ঞান)
ক হালাকু খান-এর খ আল মুসতাসিম-এর
গ তৈমুর লঙ-এর ঘ ইবরাহিম লোদী-এর
ক

২৫৫. হালাকু খান বাগদাদ শহর অবরোধ করেছিল কেন? (অনুধাবন)
ক দুর্বল খিলাফতের সুযোগে
খ মুতাসিমের আত্মসমর্পণে অস্বীকৃতিতে
গ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যে
ঘ আত্মরক্ষার জন্যে
খ

২৫৬. 'আল বিমারিস্তান আল্ আজুদী' কী? (জ্ঞান) [গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা]
ক একটি বিনোদন কেন্দ্র
খ একটি হাসপাতাল
গ একটি বিশ্ববিদ্যালয়
ঘ একটি মেডিকেল কলেজ
খ

২৫৭. নিজামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন কে? (জ্ঞান) [অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী]
ক মালিক শাহ খ নিজামুল মূলক
গ আবুল আব্বাস ঘ তুঘরিল বেগ
খ

২৫৮. নিজামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সময়কাল কোনটি? (জ্ঞান)
ক ১০৬৫ - ৬৭ খ ১০৬৬ - ৬৮
গ ১০৬৭ - ৬৯ ঘ ১০৬৮ - ৭০
ক

২৫৯. নিচের কোন ব্যক্তি গুপ্তঘাতক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন? (জ্ঞান) [অগ্রণী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী]
ক আল ইদ্রিস খ হাসান আলী
গ হাসান হাফিজ ঘ হাসান সাবাহ
ঘ

২৬০. ক্রুসেড নামকরণের কারণ কোনটি? (অনুধাবন)
ক সালাহউদ্দিন কর্তৃক দেয়া নাম
খ মুসলমানদের এ নাম ঘোষণা
গ খ্রিস্টানদের বুকে ক্রুশ ঝোলানো ছিল বলে
ঘ ঐতিহাসিকরা এ নাম দিয়েছিল বলে
ঘ

২৬১. সালাহউদ্দিন কোথায় রাজধানী স্থাপন করেন? (জ্ঞান)
ক দামেস্কে খ বাগদাদে
গ কায়রোতে ঘ তেহরানে
গ

২৬২. মামলুকদের রাজধানী কোথায় ছিল? (জ্ঞান)
ক সিরিয়ায় খ লেবাননে
গ বাগদাদে ঘ কায়রোতে
ঘ

২৬৩. দিওয়ান আল খারাজ কোনটি? (জ্ঞান)
ক রাজস্ব বিভাগ খ সামরিক বিভাগ
গ পত্র বিভাগ ঘ ডাক বিভাগ
ক

২৬৪. আব্বাসি আমলে প্রশাসনিক বিভাজন তৈরি করা হয়েছিল কেন? (অনুধাবন)
ক গৃহযুদ্ধের কারণে
খ প্রশাসনিক শৃঙ্খলার জন্যে
গ খলিফার প্রাধান্য রক্ষার জন্যে
ঘ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে
খ

২৬৫. কিতাব আল-মানাজির কে লেখেন? (জ্ঞান) [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক আল-মামুন খ আল-হাকাম
গ আল-মনসুর ঘ হারুন-অর-রশিদ
খ

Teachingbd.com

২৬৬. আল-খাওয়ারিজমী ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? (অনুধাবন) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]
ক জ্যামিতির সূত্র আবিষ্কারের জন্য
খ বীজগণিতের সূত্র আবিষ্কারের জন্য
গ ত্রিকোণমিতি লিপিবদ্ধের জন্য
ঘ পরিমিতি লিপিবদ্ধের জন্য **খ**

২৬৭. 'কিতাব উল মুসিকি আল কবির'-এর বিষয়বস্তুর সাথে কোনটি জড়িত? (অনুধাবন)
ক ইতিহাস খ চিকিৎসাবিজ্ঞান
গ ভূগোল শাস্ত্র ঘ সঙ্গীত **ঘ**

২৬৮. আব্বাসিরা প্রথম কোন অঞ্চল দখল করে? (জ্ঞান)
ক বাগদাদ খ মদিনা
গ মক্কা ঘ মার্ভ **ঘ**

২৬৯. দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের ফলাফল কোনটি? (অনুধাবন)
ক মক্কা-মদিনার প্রভাব হ্রাস
খ ফাতেমি সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়
গ স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের সূচনা
ঘ আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠা **ঘ**

২৭০. ধর্মপরায়ণতার জন্যে কোন উমাইয়া শাসকের কবর আব্বাসিদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল? (জ্ঞান)
ক মুয়াবিয়া খ ইয়াজিদ
গ মারওয়ান ঘ দ্বিতীয় উমর **ঘ**

২৭১. আস সাফ্ফাহ কুফা থেকে রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন কোথায়? (জ্ঞান)
ক মদিনায় খ আল-আনবারে
গ মক্কায় ঘ দামেস্কে **খ**

২৭২. আল মনসুর 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেছিলেন কাকে? (জ্ঞান)
ক প্রথম হাকামকে
খ আল ওয়ালিদকে
গ আল মাহদিকে
ঘ প্রথম আবদুর রহমানকে **ঘ**

২৭৩. আল মনসুর কেন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে ধর্মীয় নেতৃত্বের সংযোগ সাধন করেন? (অনুধাবন)
ক ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের রোষানলে না পড়ার জন্য
খ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হাতে রাজ্য হারানোর ভয়ে
গ রাজনৈতিক নেতাদের বিদ্রোহের ভয়ে
ঘ ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষার্থে **ক**

২৭৪. 'আল জাফরি' প্রাসাদ নির্মাণ করেন কারা? (জ্ঞান)
ক উমাইয়ারা খ আব্বাসিরা
গ ফাতেমিরা ঘ বার্মাকিরা **ঘ**

২৭৫. 'মুসলিম ভূগোলের জনক' বলা হয় কাকে? (জ্ঞান)
ক আল বিরুনীকে খ আল ইয়াকুবীকে
গ আল কিন্দিকে ঘ ইবনে বতুতাকে **খ**

২৭৬. আব্বাসি যুগকে মুসলিম খিলাফতের স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক রাজ্য বিস্তারের জন্যে
খ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে
গ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্যে
ঘ প্রশাসনিক বিলাসিতার জন্যে **গ**

২৭৭. মনজুর সাহেব এলাকায় কিছুলোক একজন মানুষের পূজা শুরু করলে তিনি তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করেন। এই ঘটনাটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ— (প্রয়োগ)
i. রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়
ii. আল মনসুর iii. আল মাহদি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৭৮ ও ২৭৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
জহুরুল হক সাহেব তার সম্পত্তি তিন পুত্রের মাঝে ভাগ করে দেন। তিনি সন্তানদের সংঘর্ষ না চাইলেও উত্তরাধিকার নিয়েই সংঘর্ষ বাঁধে। বড় দুই পুত্রের মাঝে রক্তাক্ত লড়াই বেঁধে যায়।

২৭৮. জহুরুল হক সাহেবের সাথে কোন-আব্বাসি খলিফার মিল আছে? (প্রয়োগ)
ক মনসুর খ হাদি
গ মাহদি ঘ হারুন **ঘ**

২৭৯. জহুরুল হক সাহেবের পুত্রদের দ্বন্দ্ব মনে করিয়ে দেয়- (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মামুনের কথা
ii. আমিনের কথা
iii. আল কাইমের কথা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৮০ ও ২৮১নং প্রশ্নের উত্তার দাও:
আকিব প্রতিদিন টিভিতে সংবাদ দেখতে বসলে প্যালেস্টাইন অঞ্চলে সংঘর্ষ দেখে। একই স্থান নিয়ে মুসলমান ও ইহুদিদের মাঝে দ্বন্দ্ব। এই সংঘাত মনে হয় যেন কখনই শেষ হওয়ার নয়।

২৮০. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অঞ্চলটি কোন যুদ্ধের কারণ? (প্রয়োগ)
ক বদর খ উহুদ
গ জাবের ঘ ক্রুসেড **ঘ**

২৮১. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অঞ্চলটি— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. মুসলমানদের নিকট পবিত্র
ii. খ্রিস্টানদের নিকট পবিত্র
iii. ইহুদিদের নিকট পবিত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

Teachingbd.com

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়-৬: স্পেনে উমাইয়া শাসন

প্রশ্ন ▶১ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে যুবরাজ আলাল রাজ্যহারা হন। বাস্তুচ্যুত যুবরাজ প্রায় অর্ধযুগ ধরে আশ্রয়ের সন্ধানে পথে-প্রান্তরে ঘুরতে থাকেন। অবশেষে বহু প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে এ যুবরাজ দূরবর্তী অঞ্চলে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় লাভ করেন। অতঃপর রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগ নিয়ে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যে আক্রমণ চালিয়ে তা দখল করে নেন এবং স্বীয় বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। *[ঢা. বো. '১৭]*

ক. স্পেন কোন মহাদেশে অবস্থিত? ১

খ. প্রথম আব্দুর রহমানকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিহিংসার স্বরূপ প্রথম আব্দুর রহমানের ক্ষেত্রে কীরূপ ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের যুবরাজ আলালের রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে প্রথম আব্দুর রহমানের আমিরাত প্রতিষ্ঠার একটি তুলনামূলক বিবরণ দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেন ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত।

খ প্রথম আব্দুর রহমানের অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেন।

প্রথম আব্দুর রহমান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রদর্শনে তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি তার গতিপথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে একক শক্তি দিয়ে নির্মূল করতেন। আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের বিরুদ্ধে খলিফা আল মনসুর একটি অভিযান প্রেরণ করেন। আদ-দাখিল আল মনসুরের সেনাপতিকে পরাজিত করে তার ছিন্ন মস্তক ও একটি চিঠিসহ আল মনসুরের দরবারে প্রেরণ করেন। তার এ অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেছেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিহিংসার স্বরূপ প্রথম আব্দুর রহমানের ক্ষেত্রেও একই রকম ছিল।

উমাইয়া ও আব্বাসি দ্বন্দ্ব ছিল দীর্ঘদিনের। তাদের যে কোনো এক গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসলে অন্যদের চরমভাবে দমন-পীড়ন চালাত। উমাইয়াদের সরিয়ে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসলে আব্দুর রহমান ভাগ্য বিপর্যয়ের শিকার হন।

উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটিয়ে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের নৃশংসভাবে হত্যা শুরু করে। এই নৃশংসতার হাত থেকে কেবল উমাইয়া যুবরাজ আব্দুর রহমান রক্ষা পান। তিনি পালিয়ে গিয়ে উত্তর আফ্রিকার সিউটায় মামার আশ্রয় লাভ করেন এবং একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে যুবরাজ আলাল যেমন রাজ্য হারা হন, একইভাবে আব্বাসিদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি ও নৃশংসতার শিকার হয়ে প্রথম আব্দুর রহমান নিজ বাস্তুভূমি ত্যাগ করে পলায়ন করতে বাধ্য হন। দীর্ঘকাল পথে-প্রান্তরে ঘুরে নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে তিনি নিজেকে সুসংগঠিত করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যুবরাজ আলালের প্রতিহিংসার শিকার হওয়া এবং আব্বাসিদের ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতায় প্রথম আব্দুর রহমানের ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘটনা একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত যুবরাজ আলালের মতো প্রথম আব্দুর রহমানও নিজ প্রচেষ্টা ও একাগ্রতায় আমিরাত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন।

আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের অন্যতম কৃতিত্ব হচ্ছে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করা। বর্বর ইয়েমেনি ও খ্রিষ্টানদের দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হলেও নিজ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং সামাজিক দক্ষতার বলে এ সকল বিপদ হতে তিনি মুসলিম রাজ্য স্পেনকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। যদিও তিনি একসময় আব্বাসীয়দের অত্যাচারের শিকার হয়ে পালিয়ে স্পেনে এসেছিলেন। উদ্দীপকের আলালও এমন পরিস্থিতির শিকার হয়ে রাজ্যহারা হন এবং পুনরায় নিজেকে সুসংগঠিত করে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

উদ্দীপকে আলাল রাজ্য দখলের ক্ষেত্রে যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন ঠিক একই ধরনের কৌশলের মাধ্যমে আব্দুর রহমানও স্পেন দখল করেন। শুধু কৌশল বা শান্তি প্রস্তাব নয়, আব্দুর রহমান আদ-দাখিলকে 'মাসারা' নামক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এ যুদ্ধে স্পেনের শাসক ইউসুফ আল ফিহরি পরাজিত হলে আব্দুর রহমান স্পেন দখল করেন। স্পেনের তৎকালীন মুদারীয় শাসনকর্তা ইউসুফ আল ফিহরির কুশাসনে রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। হিমারীয়রা অতিষ্ঠ হয়ে আব্দুর রহমানকে স্পেন আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায়। এ প্রেক্ষিতে তিনি ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে যান। তিনি বার্বার, নির্যাতিত মুদারীয়দের ঐক্যবদ্ধ করেন। ফলে তার শক্তি বৃদ্ধি পায় ও যুদ্ধে জয়লাভ করে স্পেনে আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। আব্দুর রহমান যেমন রাজ্য দখল ও জনগণের মন জয় করেছিলেন, উদ্দীপকের আলালের ক্ষেত্রেও তা লক্ষণীয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের আলাল খলিফা আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের ন্যায় বিজিত অঞ্চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে আমিরাত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ▶২ জনাব ফজলুল হক বাদশাহ আলীনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ফলে এলাকার কৃষি কাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি সরকারিভাবে বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতই উন্নত হয় যে, ব্যবসায়ীরা গভীর রাতে টাকা-পয়সা নিয়ে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে যাতায়াত করতে পারত। তিনি ভিক্ষাবৃত্তিও উচ্ছেদ করেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের যাতায়াতের জন্য তিনি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করেন। *[রা.; দি.; য.; সি.; ব.; কু.; চ. বো. '১৭]*

ক. আদ-দাখিল বলা হয় কাকে? ১

খ. তারিক বিন জিয়াদ ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উক্ত চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন শাসকের কর্মকাণ্ড প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করা— মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আব্দুর রহমানকে আদ-দাখিল বলা হয়।

খ মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত করে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

স্পেনের সিউটা দ্বীপের শাসক কাউন্ট জুলিয়ানের আমন্ত্রণ পেয়ে খলিফা আল ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে মুসা ইবনে নুসায়ের

Teachingbd24.com

সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদকে স্পেনে পাঠান। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে তারিক রাজা রডারিকের সম্মুখীন হন। সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের পর তারিক বিজয় লাভ করেন এবং রডারিক পরাজিত হয়ে নদীতে ডুবে প্রাণ হারান। তারিকের সুদক্ষ রণকৌশল আর সাহসী মনোভাবে স্পেনে ইসলামের পতাকা উত্তোলিত হয়। এ কারণেই তিনি ইতিহাসে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন।

গ উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডের সাথে আমার পঠিত স্পেনের উমাইয়া শাসক আব্দুর রহমান আদ-দাখিল-এর কাজের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠায় আব্দুর রহমান আদ-দাখিল অনন্য ভূমিকা পালন করেন। ক্ষমতায় আরোহণ করেই সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষায় তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি স্পেনে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। শিল্পকলা, স্থাপত্যশিল্প এবং জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডেও তিনি অপরিসীম অবদান রেখেছেন। এ বিষয়গুলো উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আলীনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে ফজলুল হক বাদশাহ জনগণের কল্যাণে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিসহ সাম্রাজ্যের উন্নয়নে তিনি নানা ধরনের পদক্ষেপ নেন। ঠিক একইভাবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে 'মাসারা' নামক যুদ্ধে স্পেনের শাসনকর্তা ইউসুফকে পরাজিত ও নিহত করে স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করে নেন। ক্ষমতায় আরোহণ করে তিনি স্পেনের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সমগ্র রাজ্যকে ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। তিনি জনসাধারণের সুবিধার্থে একটি বৃহৎ অনিন্দ্য সুন্দর জলাধার নির্মাণ করেন। তার নির্মিত কর্ডোভা মসজিদটি ছিল তৎকালীন স্পেনীয় মুসলমানদের জন্য গৌরবের। এছাড়াও অসংখ্য মসজিদ, হাম্মাম, দুর্গ, পুল নির্মাণ করে তিনি মুসলিম ইতিহাসে অনন্যকীর্তি স্থাপন করেছেন। তাই বলা যায়, আব্দুর রহমানের এ কাজগুলোর সাথে উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে।

ঘ উক্ত শাসক তথা প্রথম আব্দুর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্টা করা— উক্তিটি যথার্থ।

স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার। আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। তার অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'আরবদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেছেন।

আব্বাসিদের গণহত্যা থেকে পালিয়ে আব্দুর রহমান বিন মুয়াবিয়া দীর্ঘ পাঁচ বছর মিসর, সিরিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করার পরে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে 'মাসারা' যুদ্ধের মাধ্যমে স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করেন এবং সেখানে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মে স্পেনের শাসনকর্তা ইউসুফের সঙ্গে 'মাসারা' নামক স্থানে আব্দুর রহমানের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আব্দুর রহমান বিজয় লাভ করেন এবং স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করেন। স্পেনে উমাইয়া বংশ বিপদমুক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তিনি দীর্ঘ ৩২ বছর সতর্কতা অবলম্বন করেন। এ সময় তিনি যে সকল বিদ্রোহ দমন করেন তা হলো– ইউসুফ ও স্যামুয়েলের বিদ্রোহ, ইয়েমেনি বিদ্রোহ, সেভিলের বিদ্রোহ, টলেডোর বিদ্রোহ প্রভৃতি। স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে ইউসুফের পুত্র, জামাতা এবং বার্সেলোনার গভর্নর ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফ্রান্সের শার্লিমানকে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু ৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তাদের সম্মিলিত বাহিনী আব্দুর রহমানের নিকট পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত শার্লিমান আব্দুর রহমানের সাথে সন্ধি করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, আব্দুর রহমান স্পেনে উমাইয়া বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার।

প্রশ্ন ▶৩ পিতামহের মৃত্যুর পর আব্দুর রহিম মাত্র ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্যের সেচ প্রকল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। ফলে সাম্রাজ্যের কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। তার সময়ে কমপক্ষে রাজ্যে ১,০০০ জাহাজ এবং শুধু রাজধানীতে ১৩,০০০ তাঁত শিল্প-কারখানা ছিল। তিনি বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের সমন্বয়ে একটি বিশাল ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন, যা স্লাভ বাহিনী নামে পরিচিত ছিল।

[সকল বোর্ড-২০১৬; কক্সবাজার সরকারি কলেজ; সরকারি আদর্শ মহিলা কলেজ, চুয়াডাঙ্গা]

ক. স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী? ১

খ. কর্ডোভাকে 'ইউরোপের বাতিঘর' বলার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে স্পেনে উমাইয়া যুগের কোন খলিফার ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিতে উক্ত খলিফার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম তারিক বিন জিয়াদ।

খ মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে 'ইউরোপের বাতিঘর' বলা হয়।

উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের সার্বিক উন্নয়নের মূলকেন্দ্র ছিল কর্ডোভা নগরী। একে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্নানাগার, বিপণি, উদ্যান, দুর্গ, প্রাসাদ দ্বারা সুসজ্জিত ছিল বলেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

গ উদ্দীপকের আব্দুর রহিমের সাথে স্পেনে উমাইয়া যুগের খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের মিল পাওয়া যায়।

তৃতীয় আব্দুর রহমান ছিলেন মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। ৯১২ খ্রিষ্টাব্দে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন। এ শাসকের শাসনকালের কিছু কৃতিত্বপূর্ণ কাজের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় আব্দুর রহিমের কর্মকাণ্ডে।

আব্দুর রহিম মাত্র ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্যের সেচ প্রকল্প ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। যার ফলে সাম্রাজ্যের কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তিনি বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের সমন্বয়ে একটি বিশাল ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন, যা স্লাভ নামে পরিচিত ছিল। খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের ক্ষেত্রেও এমনটি পরিলক্ষিত হয়। তিনিও ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সেচব্যবস্থার দ্বারা অনুর্বর ও পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনেন। ফলে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার প্রতি মনোযোগী হন। এ কারণে তিনি স্লাভ, বার্বার, খ্রিষ্টান ও মুসলিম সৈন্যদের সমন্বয়ে ১,৫০,০০০ সৈন্যের বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের আব্দুর রহিমের সাথে স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের আব্দুর রহিমের মতো উক্ত খলিফা অর্থাৎ তৃতীয় আব্দুর রহমান কৃষি ও শিল্পের উন্নতিতে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আব্দুর রহিম রাজ্যের সেচ প্রকল্পের উন্নয়ন সাধন করেন। যার ফলে সাম্রাজ্যের কৃষি ও শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। অসাধারণ অবদানের কারণে তৃতীয় আব্দুর রহমানের রাজত্বকালেও কৃষি ও শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়।

https://teachingbd24.com

তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলে নলযোগে পানি সরবরাহ করে অনুর্বর ভূমিকে শস্যশালিনী করা হতো। এ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা পর্যটকদের মধ্যে বিস্ময়ের উদ্রেক করত। এরূপ ব্যবস্থাপনার ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির সাথে সাথে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি এবং শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। সে সময় স্পেনের উন্নতমানের রেশমি ও পশমি কাপড় সমগ্র ইউরোপে সমাদৃত ছিল। বয়ন শিল্পের পাশাপাশি সেখানে লোহা, ইস্পাত, চামড়া, কয়লা ইত্যাদি কারখানা গড়ে উঠেছিল। সমরাস্ত্র, বিশেষত শিরস্ত্রাণ ও তলোয়ার তৈরিতে স্পেন জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিল। লৌহকপাট ও বাতি নির্মাণেও স্পেনের সুনাম ছিল প্রচুর। কর্ডোভার চামড়া নির্মিত দ্রব্যাদি ও সিল্ক গালিচা ইউরোপের বাজারে একচেটিয়া সুনাম অর্জন করেছিল। তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় কৃষি ও শিল্পের এতই উন্নতি হয়েছিল যে, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির জন্য কমপক্ষে ১,০০০ জাহাজ ছিল। এ সময় শুধু রাজধানীতেই ১৩,০০০ তাঁত শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিল। উদ্দীপকের আব্দুর রহিমের সময়েও কৃষি ও শিল্পের এমন উন্নয়ন দৃষ্টিগোচর হয়। তার সময়েও ১,০০০ জাহাজ এবং শুধু রাজধানীতেই ১৩,০০০ তাঁত শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিল।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের আব্দুর রহিম এবং খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। যার কারণে তাদের সময়ে কৃষি ও শিল্পের অবিশ্বাস্য উন্নয়ন সাধিত হয়।

প্রশ্ন ▶৪ ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে সুলতানপুরের শাকিল চৌধুরী পূর্বপুরুষের জমিদারি হতে বিতাড়িত হন। তিনি নিজের ঘনিষ্ঠ সহচরদের কয়েকজনকে নিয়ে দূরবর্তী মামার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং জমিদারির অংশবিশেষ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। শাকিল চৌধুরী এখানে অবস্থান গ্রহণের পর পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী শাসকের শান্তিপ্রস্তাব গ্রহণের ভান করে কৌশলে তার শাসিত অঞ্চল দখল করে নেয়। কিন্তু এতেও তার চূড়ান্ত বিজয় সম্পন্ন হয় না। তাকে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। অবশেষে শুধু জয়লাভই নয় বরং তিনি জনগণের আস্থাও অর্জন করেন। *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

ক. স্পেন ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী প্রণালির নাম কী? ১
খ. প্রথম আব্দুর রহমানকে কুরাইশদের বাজপাখি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের শাকিল চৌধুরীর সাথে কোন উমাইয়া যুবরাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে জমিদারির অংশবিশেষ দখলের মতো উক্ত যুবরাজ দখলীকৃত অঞ্চলে কীভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেন ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী প্রণালির নাম হচ্ছে জিব্রাল্টার।

খ সৃজনশীল ১ নং প্রশ্নের 'খ' এর উত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরীর সাথে উমাইয়া যুবরাজ প্রথম আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।
উমাইয়া ও আব্বাসি দ্বন্দ্ব ছিল দীর্ঘদিনের। তাদের যে কোনো এক গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসলে অন্যদের চরমভাবে দমন পীড়ন চালাত। উমাইয়াদের সরিয়ে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসলে আব্দুর রহমান এমনই ভাগ্য বিপর্যয়ের শিকার হন।
ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে সুলতানপুরের শাকিল চৌধুরী যেমন পূর্বপুরুষের জমিদারি হতে বিতাড়িত হয়ে দূরবর্তী মামার বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং পরবর্তীতে জমিদারির অংশ বিশেষ পুনরুদ্ধার করেন। তেমনি উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটিয়ে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের নৃশংসভাবে হত্যা শুরু করে। এই নৃশংসতার হাত থেকে কেবল উমাইয়া যুবরাজ আব্দুর রহমান রক্ষা পায়। তিনি পালিয়ে গিয়ে উত্তর আফ্রিকার সিউটায় মামার আশ্রয় লাভ করেন এবং একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করে স্পেনে পুনরায় উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সুতরাং, উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরীর সাথে উমাইয়া যুবরাজ প্রথম আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ১ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶৫ 'আমর এ সন্স' নামক কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বলেন, তিনি শ্রমিকদের ঔদ্ধত্য আচরণ, কথায় কথায় কর্ম বিরতি ও শ্রমিক ধর্মঘট বরদাস্ত করবেন না, নিয়মিত কাজ করতে হবে, নিয়মশৃঙ্খলা ও কাজে দক্ষতা বাড়াতে হবে। তবেই তাদের দাবী দাওয়া কোম্পানি মেনে নেবে। তাছাড়া তিনি নতুন ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি, সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ ও শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা দান করে কোম্পানিকে সুসমৃদ্ধ করে গড়ে তোলেন। তার দক্ষতা ও সুখ্যাতি চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. সুলতানা তারুবা কে ছিলেন? ১
খ. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের বক্তব্যটি স্পেনের কোন উমাইয়া শাসকের বক্তব্যের অনুরূপ? - ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সুলতানা তারুবা ছিলেন স্পেনের উমাইয়া শাসক দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের (আসওয়াত) স্ত্রী।

খ মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।
উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের সার্বিক উন্নয়নের মূলকেন্দ্র ছিল কর্ডোভা নগরী। একে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যপূর্ণ নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্নানাগার, বিপণি, উদ্যান, দুর্গ, প্রাসাদ দ্বারা সুসজ্জিত ছিল বলেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের বক্তব্যটি স্পেনের উমাইয়া শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের বক্তব্যের অনুরূপ।
৯১২ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় আব্দুর রহমান স্পেনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। এ সময়ে স্পেনে নানারকম রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তিনি সমগ্র স্পেনে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, তার অধীনে কোনো বিদ্রোহী, সন্ত্রাসী, জুলুমবাজের স্থান হবে না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তিনি শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এভাবে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনসহ রাজ্যের উন্নতিতে তার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যা উদ্দীপকের ঘটনায় লক্ষণীয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, 'আমর এ সন্স' কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কোম্পানির উন্নতির জন্য শ্রমিকদের নিয়মিত কাজ করা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি ঘোষণা করেন। একইভাবে তৃতীয় আব্দুর রহমান রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে স্পেনকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থান নেন। তিনি বিদ্রোহীদের দমনে স্লাভ বাহিনী গঠন করেন। উমর বিন হাফসুনের বিদ্রোহ দমনসহ সেভিল ও কারমেনির বিদ্রোহ দমনে এ বাহিনী বিশেষ ভূমিকা রাখে।
মধ্যযুগীয় মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে তৃতীয় আব্দুর রহমানের রাজত্বকাল সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। তিনি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ স্পেনে শান্তি-প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধিতে যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন এজন্য তাকে স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়ে থাকে। তার সুশাসনের ফলে মুসলিম স্পেন একটি সুখী-সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হয়।
সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে তৃতীয় আব্দুর রহমানের স্পেন রক্ষার ঘোষণা সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ 'আমর এ সন্স' কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কর্মকাণ্ডের নিরিখে উক্ত শাসক অর্থাৎ তৃতীয় আব্দুর রহমান ছিলেন মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক।
তৃতীয় আব্দুর রহমানের সুশাসনের ফলে মুসলিম স্পেন একটি সুখী সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হয়। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তিনি শত্রুদের কঠোর হস্তে দমন করেন। সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ে তোলার জন্য তিনি কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনকল্পে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

Teachingbd

অবিরত যুদ্ধের ফলে স্পেনের মৃতপ্রায় অর্থনীতিতে তৃতীয় আব্দুর রহমান প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন এবং শূন্য রাজকোষকে পরিপূর্ণ করে তোলেন। তার রাজ্যের বার্ষিক আয় সকল খ্রিষ্টান রাজাদের মিলিত রাজস্বের চেয়েও বেশি ছিল। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ন্যায়পরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ ও মহানুভব এই শাসক একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করে রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি অর্জনে বিশেষ অবদান রাখেন, যা তাকে মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদা দান করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, তিনি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ স্পেনে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি আনয়নে যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন সেজন্য তাকে মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়।

প্রশ্ন ▶৬ দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদী তার আমলা আলম খান লোদীর পুত্র দেলোয়ার খান লোদীকে অপমান করলে আলম খান পুত্রের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কাবুলের বাদশাহ বাবরকে দিল্লী আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

ক. আরবরা কত সালে সিন্ধু জয় করেন? ১

খ. কাকে এবং কেন আরব আলেকজান্ডার বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে স্পেনের উমাইয়া যুগের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? লেখ। ৩

ঘ. ইহার ফলাফল লেখ। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আরবরা ৭১২ সালে সিন্ধু জয় করেন।

খ অসাধারণ বীরত্বের জন্য উকবা বিন নাফিসকে আরব আলেকজান্ডার বলা হয়।

বিখ্যাত বীর উকবা বিন নাফিসকে খলিফা মুয়াবিয়া ১০,০০০ সৈন্যসহ উত্তর আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। উকবা এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের দমন করেন এবং ৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে লিবিয়া ও তিউনিশিয়া দখল করে কায়রোয়ান নগরীতে উত্তর আফ্রিকার রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর উকবা আরও অগ্রসর হয়ে আলজেরিয়া ও মরক্কো দখল করে আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত মুসলিম শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। আর রাজ্য বিস্তারে অসাধারণ বীরত্বের জন্যই উকবা বিন নাফিস ইসলামের ইতিহাসে আরব আলেকজান্ডার নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকের ঘটনার সাথে স্পেনের উমাইয়া যুগের সিউটা দ্বীপের শাসনকর্তা কাউন্ট জুলিয়ান কর্তৃক ওয়ালিদের সেনাপতি মুসা ইবনে নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের আহ্বান জানানোর ঘটনার সাথে মিল পাওয়া যায়।

স্পেন ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রটি খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামলে বিজিত হয়। আর তৎকালীন স্পেনের রাজা ছিলেন গথিক বংশীয় এক বিলাসপ্রবণ ব্যক্তি। যার কুশাসনে স্পেনের সামাজিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে ছিল। এর ফলে সেখানকার প্রাদেশিক শাসকগণ ও বাইরের আক্রমণের মাধ্যমে রাজার পতন প্রত্যাশা করছিলেন। উদ্দীপকেও এরূপ একটি ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদী তার আমলা আলম খান লোদীর পুত্র দেলোয়ার খান লোদীকে অপমান করলে আলম খান পুত্রের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কাবুলের বাদশা বাবরকে দিল্লী আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। অনুরূপভাবে স্পেনের সিউটা দ্বীপের শাসনকর্তা কাউন্ট জুলিয়ান ও স্পেন আক্রমণের জন্য মুসলিম শাসককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। জুলিয়ান প্রথানুযায়ী তার সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিডাকে রাজকীয় আদব-কায়দা শেখানোর জন্য স্পেনের রাজা রড়ারিকের দরবারে প্রেরণ করলে রডারিক ফ্লোরিডার শ্লীলতাহানি করেন। ফলে কাউন্ট জুলিয়ান কন্যার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের সেনাপতি মুসা ইবনে নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের জন্য আহবান জানান। এ ঘটনা উদ্দীপকের ঘটনারই প্রতিচ্ছবি।

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত স্পেন বিজয়ের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

উদ্দীপকে কাবুলের বাদশা বাবর কর্তৃক দিল্লী আক্রমণের কথার মাধ্যমে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামলে স্পেন বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর মুসলমানদের স্পেন বিজয় মূলত মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করেছিল।

স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যুগ-যুগান্তরের ধর্মযাজক ও অভিজাতশ্রেণির অন্যায় ও অত্যাচারের দীর্ঘ কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। ন্যায় ও সাম্যের ছকে গড়ে ওঠে নতুন সমাজব্যবস্থা। স্পেন বিজয়ের ফলে সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ন্যায়সংগতভাবে স্বীকৃত হয়। পুরাতন মালিকদের হাতে সম্পত্তি প্রত্যাবর্তিত হয়। কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি বিধানকল্পে নতুন নিয়ম প্রচলন করা হয়। এতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীভূত হয়। এছাড়া ভূমিকর ও নিরাপত্তা কর ধার্য করা হয় এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি বিধান করা হয়। স্পেনে মুসলিম শাসনের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়। বহুদিন পর রাস্তাঘাটগুলো ডাকাত-জলদস্যুদের দখল থেকে মুক্ত হয়। মুসলমানদের বিচারব্যবস্থার ফলে স্পেনীয় খ্রিষ্টান ও মুসলমানরা সুবিচার পায়। মুসলিম শাসনামলে স্পেনের ভূমিদাস ও ক্রীতদাসরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের স্বাধীনতা পায়। দীর্ঘদিনের ধর্মীয় নির্যাতন ও নিগ্রহের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে জনগণ সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায়, মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের ফলে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে।

প্রশ্ন ▶৭ রাসিন তার বাবার মুখে ইতিহাসের একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা শুনছিল। বলা হচ্ছে একটি রাজবংশের পতনের পর গণহত্যা থেকে রক্ষা পেয়ে জনৈক যুবরাজ সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যাযাবর জীবন যাপন করার পর ইউরোপ মহাদেশে একটি স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

ক. কুরাইশদের বাজপাখি কাকে বলা হয়? ১

খ. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ইউরোপে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশ উক্ত আমিরাতের অবদান লিখ। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্দুর রহমান আদ-দাখিলকে কুরাইশদের বাজপাখি বলা হয়।

খ মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের সার্বিক উন্নয়নের মূলকেন্দ্র ছিল কর্ডোভা নগরী। একে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্নানাগার, বিপণি, উদ্যান, দুর্গ, প্রাসাদ দ্বারা সুসজ্জিত ছিল বলেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

গ উদ্দীপকের রাসিনের বাবার বর্ণিত ঘটনার সাথে আমার পঠিত স্পেনে উমাইয়া শাসনামলের আমির আবদুর রহমান আদ-দাখিলের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব ব্যক্তি কপর্দকহীন অবস্থা থেকে সৌভাগ্যের উচ্চ শেখরে আরোহণ করেছেন তাদের মধ্যে আবদুর রহমান আদ-দাখিল অন্যতম। তিনি আব্বাসি খলিফা আব্দুল আব্বাস আস-সাফফাহর উমাইয়া নিধনযজ্ঞ থেকে সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান এবং নিজ যোগ্যতাবলে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করে ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩২ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। উদ্দীপকেও এমনি একটি ঘটনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের রাসিনের বাবার বর্ণিত ঘটনায় একজন আমীর একটি হত্যাকাণ্ড থেকে সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান এবং একাধিক যুদ্ধ

https://teachingbd24.com

জয়ের পর স্বীয় বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আর রাজধানী নগরীকে জমকালো শহরে রূপদান করেন। অনুরূপভাবে আবদুর রহমান আদ-দাখিল আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাসের উমাইয়া নিধনযজ্ঞ থেকে সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে দামেস্কে পলায়ন করেন। পরবর্তীতে মাসারার যুদ্ধে জয়লাভ ও কয়েকটি বিদ্রোহ দমনের মাধ্যমে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজধানী কর্ডোভাকে একটি জমকালো নগরীতে পরিণত করেন। অবশেষে এ অদম্য সাহসী শাসক ৩২ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনার সাথে আবদুর রহমান আদ-দাখিলের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ ইউরোপে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশে উক্ত আমিরাত অর্থাৎ স্পেনের উমাইয়া আমিরাত অসামান্য অবদান রেখেছে।

স্পেনে মুসলমানদের রাজত্ব মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি সোনালি অধ্যায়ের সূচনা করে। প্রায় ৮০০ বছর শাসন করে স্পেনকে গৌরবের শিখরে সমাসীন করার গৌরব অর্জন করে। স্পেনে মুসলমানরা অসংখ্য মাদ্রাসা, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্পেনে শিক্ষার মূলকেন্দ্র। এই আমিরাতের সময় সমগ্র স্পেনে সত্তরটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও এই সাম্রাজ্য অসামান্য অবদান রাখে।

উদ্দীপকে স্পেনের উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে আমিরাত ইউরোপের ইসলামি সংস্কৃতি বিকাশে অসামান্য অবদান রেখেছিল। শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, স্থাপত্য, মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণের মাধ্যমে এই আমিরাত তৎকালীন বিশ্বের শীর্ষে অবস্থান করে। ইসলামি সংস্কৃতি ইউরোপে ছড়িয়ে দিতে আরবি ব্যাকরণ এবং কুরআন পড়া ও লেখার উপর ভিত্তি করেই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই আমিরাতের পৃষ্ঠপোষকতায় কুরআনের ব্যাখ্যা এবং ধর্মতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কর্ডোভা, সেভিল, মাগা ও গ্রানাডায় বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। এক্ষেত্রে আল কালী আরবি ভাষা তত্ত্ব ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ছিলেন। আল যুবাইদা ছিলেন একজন আরবি ব্যাকরণ বিশারদ। তাছাড়া বেশকিছু পণ্ডিত খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আরবি ভাষা, সাহিত্যচর্চায় ব্যাপক অবদান রাখেন। ইসলামি সংস্কৃতিকে ত্বরান্বিত করতে স্পেনের উমাইয়া আমিরাতগণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, স্পেনের উমাইয়অ আমিরাতের শাসনামলে ইসলামি সংস্কৃতি ব্যাপক উন্নতি সাধন করে।

প্রশ্ন ▶ ৮ বাতেন মৃধা গরিব ঘরের সন্তান। অনেক চেষ্টা এবং কষ্ট করে তিনি লেখাপড়া শেখে। অবশেষে আয় রোজগার করে ভাগ্য ফেরানোর জন্য শহরে আসে। শহরে বিভিন্নভাবে ভাগ্য বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়। কিন্তু সন্ত্রাসীদের আক্রমণ তার জীবন বিষাক্ত করে তোলে। অবশেষে সন্ত্রাসীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। আজ শহরে সে প্রতিষ্ঠিত একজন শিল্পপতি।

[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ]

ক. 'আদ-দাখিল' বলা হয় কাকে? ১

খ. সিংহাসনে আরোহণের পর নানা প্রকার বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় কোন শাসক? কীভাবে? ২

গ. উদ্দীপকে বাতেন মৃধার কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন খলিফার কর্মকাণ্ডের মিল আছে? কীভাবে তিনি স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের বাতেন মৃধা কি প্রথম 'আব্দুর রহমানের প্রতিচ্ছবি ছিল? তুলনামূলক আলোচনা কর। প্রথম আব্দুর রহমানের কৃতিত্বের আলোকে বিষয়টি বিশ্লেষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম আব্দুর রহমানকে 'আদ-দাখিল' বলা হয়।

খ সিংহাসনে আরোহণের পর নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় উমাইয়া খলিফা আব্দুর রহমান আদ দাখিল।

আব্দুর রহমান আদ দাখিল ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় বিভিন্ন স্থানে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। যেমন ইউসুফ ও স্যামুয়েলের বিদ্রোহ, ইয়েমেনি বিদ্রোহ, সেভিলে বিদ্রোহ, টলেডোর বিদ্রোহ। তিনি অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এ সকল অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন করেন। এছাড়া ফ্রান্সের শার্লিমানের সাথে সন্ধি করেন।

গ উদ্দীপকের বাতেন মৃধার কর্মকাণ্ডের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের খলিফা প্রথম আব্দুর রহমানের কর্মকাণ্ডের মিল আছে। নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে তিনি স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

আব্বাসিদের গণহত্যা থেকে বেঁচে আব্দুর রহমান দীর্ঘ ৫ বছর মিসর, সিরিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় পালিয়ে অবশেষে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন যা উদ্দীপকে বাতেন মৃধার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে জাবের যুদ্ধের মাধ্যমে আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস সাফফাহ সিংহাসনে আরোহণ করে উমাইয়া বংশকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য এক বেপরোয়া পাইকারি হত্যাযজ্ঞ চালায়। সৌভাগ্যক্রমে আব্দুর রহমান এই নিধন থেকে রক্ষা পান এবং তিনি সিরিয়া, মিসর, প্যালেস্টাইন ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে প্রবাসী জীবন কাটান। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের শাসনকর্তা ইউসুফের সঙ্গে মাসারা নামক স্থানে আব্দুর রহমানের একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ইউসুফ পরাজিত এবং পরে নিহত হলে আব্দুর রহমান স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করে নেন। কর্ডোভায় তার রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন।

ঘ হ্যাঁ, নানা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দিক দিয়ে বাতেন মৃধা প্রথম আব্দুর রহমানের প্রতিচ্ছবি ছিল।

আব্বাসিদের গণহত্যা থেকে পালিয়ে নানা বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে প্রথম আব্দুর রহমান স্পেনে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। যা উদ্দীপকের বাতেন মৃধার কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি।

স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন করে আব্দুর রহমান একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। একটি দক্ষ সেনাবাহিনী গঠন করে তিনি সকল বিদ্রোহের মূল উৎপাটন করেন। তার সেনাবাহিনীতে ২,০০,০০০ সদস্য। তিনি প্রশাসনকে সুদৃঢ় করতে ওয়াজির, হাজীব, খতিব, কাজী, সাহিব-আল সুরতা, কায়েদ বা সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করেন। তিনি বিচারকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে আবু আমর বিন মুয়াবিয়াকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন।

উদ্দীপকে বাতেন মৃধা অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় শহরে আসে। কিন্তু সন্ত্রাসীদের আক্রমণে তার জীবন বিষাদময় হয়ে ওঠে। এতদসত্ত্বেও তিনি সন্ত্রাসীদের সমস্ত হামলা প্রতিহত করে শহরে একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি হয়েছেন। আর স্পেনের প্রথম আব্দুর রহমানও সকল বাধা-বিপত্তি দুর করে সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। তার রাজত্বে অনেক স্বনামধন্য সাহিত্যিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, ভাষাবিদ, আইন বিশারদ হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। তাছাড়া তিনি শিল্পকলার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রদর্শন করেন। তিনিই বিশ্ববিখ্যাত কর্ডোভা মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়া তিনি অসংখ্য মসজিদ, হাম্মাম, দুর্গ, পুল নির্মাণ করে অক্ষয় কীর্তি রেখেছেন। আর দানশীলতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে, উদ্দীপকের বাতেন মৃধা প্রথম আব্দুর রহমানের প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ▶ ৯ মুগ্ধ তার বাবার মুখে ইতিহাসের এক আমিরের নতুন আমিরাত প্রতিষ্ঠার গল্প শুনছিল। নতুন আমির অল্প বয়সে পিতৃ সিংহাসন হতে বঞ্চিত হয়ে রাজ পরিবারের অন্যান্যদের মৃত্যু স্বচক্ষে অবলোকন করে ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে নদী পার হয়ে যান এবং সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যাযাবর জীবনযাপন করার পর ইউরোপ মহাদেশে একটি স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। সুদীর্ঘ বত্রিশ বছর অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে উক্ত আমিরাতের শাসন কার্য পরিচালনা করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[নিউ. গভঃ ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]

https://teachingbd24.com

ক. কুরাইশদের বাজপাখি কাকে বলা হয়? ১
খ. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২
গ. ইউরোপে কোন দেশের শাসকের ঘটনাবলি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের ইউরোপে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিক উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুরাইশদের বাজপাখি বলা হয় আব্দুর রহমান আদ-দাখিলকে।

খ কর্ডোভা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।
উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের গৌরবের কেন্দ্র ছিল কর্ডোভা, যা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। আর এ কারণেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

গ স্পেনে উমাইয়া শাসক আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের ঘটনাবলি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।
স্পেনের ইতিহাসে আব্দুর রহমানের আবির্ভাব এক রোমাঞ্চকর ও নাটকীয় ব্যাপার। আবুল আব্বাস আস সাফফার বেপরোয়া নিধনযজ্ঞের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী শত্রুর কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালান। উদ্দীপকে এমন একজন শাসক সম্পর্কে বলা হয়েছে, যিনি পিতৃ সিংহাসন হয়ে বঞ্চিত হয়ে সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যাযাবর জীবনযাপনের পর একটি স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। অনুরূপভাবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল জীবন বাঁচানোর জন্য পলায়ন করে কপর্দকহীন অবস্থায় আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান। পরবর্তীতে অনেক সাধনা করে তিনি সৌভাগ্যের স্বর্ণ শিখরে উপনীত হন। তার প্রচেষ্টায় স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি ৩২ বছর শাসনকালে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিদ্রোহ দমন করেন। বার্বার ও ইয়েমেনি খ্রিষ্টানদের আক্রমণকে সামরিক দক্ষতা বলে অভিহিত করেন এবং স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনায় স্পেনের প্রথম আব্দুর রহমানের স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে।
স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার। আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। তার অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'আরবদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেছেন।
উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার অনুরূপ আব্দুর রহমান আদ-দাখিল স্বগোত্র হিমারীয় ও মুদারীয়দের নিয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করে তাদের সহযোগিতায় স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর দীর্ঘ ৩২ বছর শাসন পরিচালনা করেন। শুধু অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, শান্তি-শৃঙ্খলাই তিনি স্থাপন করেননি বরং একটি দক্ষ ও কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থাও গড়ে তোলেন। বার্বার, ইয়েমেনি ও খ্রিষ্টানদের দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হলেও নিজ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং সামরিক দক্ষতার বলে এ সকল বিপদ হতে তিনি মুসলিম রাজ্য স্পেনকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও রাজা শার্লিমানের পরাস্তকরণে তার প্রশিক্ষিত ও অত্যন্ত দক্ষ সেনাদের ভূমিকা ছিল অনন্য। আব্দুর রহমান স্পেনে স্বেচ্ছাতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।
এ সকল আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আব্দুর রহমান আদ-দাখিল স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার।

প্রশ্ন ▶১০ রাজধানী "X" শহর ছিল সমসাময়িক যুগের অনুপম ও ঐশ্বর্যশালী শহর। এ বংশের "M" নামক শাসক সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্যের সেচ প্রকল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। তার সময়ে কমপক্ষে ১০০০ জাহাজ এবং শুধুমাত্র রাজধানীতেই ১৩,০০০ তাঁতশিল্প ছিল। তিনি বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের সমন্বয়ে একটি বিশাল ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। এ বাহিনী স্লাভ বাহিনী নামে পরিচিত। *[শহীদ বীর বিক্রম রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. দ্বিতীয় আব্দুর রহমান যে চারজন দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তাদের পরিচয় দাও। ২
গ. উদ্দীপকে স্পেনে উমাইয়া যুগের কোন খলিফার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিতে উক্ত খলিফার কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রহমান আদ-দাখিল।

খ দ্বিতীয় আব্দুর রহমান শাসনকালে চার ব্যক্তির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।
শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করার পর দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের উপর চার ব্যক্তির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। এরা হলেন- (১) ইয়াহিয়া-বিন-ইয়াহিয়া, (২) সঙ্গীতজ্ঞ জিরিয়াব, (৩) খোজা নাসের, (৪) সুলতানা তারুব। যারা তার শাসনকার্য পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে ইয়াহিয়া-বিন-ইয়াহিয়াকে তিনি রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করেন এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী চলতেন।

গ উদ্দীপকের 'M' নামক শাসকের সাথে স্পেনে উমাইয়া যুগের খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের মিল পাওয়া যায়।
তৃতীয় আব্দুর রহমান ছিলেন মুসলিম স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। ৯১২ খ্রিষ্টাব্দে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন। এ শাসকের শাসনকালের কিছু কৃতিত্বপূর্ণ কাজের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় 'M' নামক শাসকের কর্মকাণ্ডে।
উদ্দীপকে উল্লিখিত 'M' শাসক মাত্র ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্যের সেচ প্রকল্প ও যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। যার ফলে সাম্রাজ্যের কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তিনি বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের সমন্বয়ে একটি বিশাল ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন, যা স্লাভ নামে পরিচিত ছিল। অনুরূপভাবে খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের ক্ষেত্রেও এমনটি পরিলক্ষিত হয়। তিনিও ১২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সেচব্যবস্থার দ্বারা অনুর্বর ও পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনেন। ফলে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। এছাড়াও ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর তিনি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার প্রতি মনোযোগী হন। এ কারণে তিনি স্লাভ, বার্বার, খ্রিষ্টান ও মুসলিম সৈন্যদের সমন্বয়ে ১,৫০,০০০ সৈন্যের বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের 'M' নামক শাসকের সাথে স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'M' নামক শাসকের কৃতিত্ব তৃতীয় আব্দুর রহমানের কৃতিত্বের আংশিক প্রতিফলন মাত্র।
খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান দীর্ঘ ৪৯ বছর রাজত্ব করে উমাইয়া শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তিনি রাজ্যের উন্নয়ন সাধন করেন। যার ফলে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি এবং শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। উদ্দীপকেও কৃষি ও শিল্পের এরূপ উন্নয়নের দিক লক্ষ করা যায়।
উদ্দীপকের 'M' নামক শাসকের কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামরিক বাহিনী গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদানের কথা উল্লেখ আছে। সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা লক্ষ করা যায় অনুরূপভাবে তৃতীয় আব্দুর রহমানের ক্ষেত্রেও শিল্প ও কৃষির অবদান রয়েছে। কেননা তার সময়ে সেচব্যবস্থার দ্বারা পতিত ও অনুর্বর জমিতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও উন্নয়ন করেন। কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানির জন্য জোর দেয়া হয়েছিল। তাঁতশিল্পেও তার অবদান ছিল। বিশেষত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। যা কৃষি ও শিল্পের উন্নতিকে আরো ত্বরান্বিত করে।
উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। যার কারণে তার সময়ে কৃষি ও শিল্পে অবিশ্বাস্য উন্নয়ন সাধিত হয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১১ রহিমা তার বান্ধবীর সাথে স্পেনের এক মুসলিম শাসককে নিয়ে গল্প করছিল। যিনি ছিলেন স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রতিভাবান শাসক। তিনি স্পেনকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক. কুরাইশদের বাজপাখি কাকে বলা হয়? ১

খ. উমর বিন হাফসুনের পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকে কোন শাসকের দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উক্ত শাসক স্পেনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন- বিষয়টি মূল্যায়ন কর। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বীরত্ব ও অসীম সাহসিকতার জন্য প্রথম আব্দুর রহমানকে কুরাইশদের বাজপাখি বলা হয়।

খ স্পেনের জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক ছিলেন উমর বিন হাফসুন।

তিনি ৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে রোনদার নিকটবর্তী ইউনাইটে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল হাফস বিন উমর বিন জাফর। তার পৈতৃক আবাসভূমি ছিল স্পেনের রোবাস্ট্রো অঞ্চলে। উমর বিন হাফসুন স্পেনের ইতিহাসে একজন প্রভাবশালী সংগঠক, সমরকুশলী ও আত্মপ্রত্যয়ী নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তবে তিনি ধূর্ত ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবেও নিজেকে শাসকবর্গের কাছে পরিচিত করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক স্পেনের উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তৃতীয় আব্দুর রহমান স্পেনের উমাইয়া শাসকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ ও গুণবান ছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ নানা প্রকার বিপদ থেকে স্পেনকে মুক্ত করে বাইরের শত্রুদের প্রতি দৃষ্টি দেন এবং তাদেরকে যুদ্ধের মাধ্যমে কিংবা কূটনৈতিক দক্ষতার মাধ্যমে পরাজিত করেন। এভাবে তৃতীয় আব্দুর রহমান স্পেনের শত্রুদের শক্তি খর্ব করে রাজ্যের সুশৃঙ্খল অবস্থা বজায় রাখেন।

মধ্যযুগীয় মুসলিম স্পেনের ইতিহাসে তৃতীয় আব্দুর রহমানের রাজত্বকাল সর্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায়। তিনি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ স্পেনে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধিতে যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন এজন্য তাকে স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়ে থাকে। তিনি কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সাধনকল্পে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি নলযোগে পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে পতিত ও অনুর্বর জমিও চাষের উপযোগী করে তোলেন। ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষির পাশাপাশি তিনি শিল্প-কারখানার প্রতিও গুরুত্ব দেন। তার সময়ে রাজধানীতেই ১৩ হাজার তাঁতশিল্প ছিল। তার সুশাসনের ফলে মুসলিম স্পেন একটি সুখী-সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হয়। উদ্দীপকে যার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ঘ সৃজনশীল ১৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১২ জনাব আহসান গোবিন্দপুর এলাকার খলিফা। তার সময়ে তিনিসহ আরও তিনটি দেশে খলিফা শাসন করত। তিনি খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর একজন জাতীয় বীরকে পরাজিত করেন। তিনি জনগণের কল্যাণের জন্য সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা চালু করেন। তার সময় আইন-শৃঙ্খলা এতই উন্নত ছিল যে, ব্যবসায়ীরা গভীর রাতে টাকা-পয়সা নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে যেত। তিনি শ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত হন। *[শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর]*

ক. স্পেনের জাতীয়তাবাদী নেতা কে? ১

খ. জোহরা প্রসাদ কে নির্মাণ করেন? এর পরিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন দেশের খলিফার কথা বলা হয়েছে? এ সময় অন্য কোন কোন দেশে খলিফা ছিল ও কারা? ৩

ঘ. উদ্দীপকের খলিফার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে খলিফার মিল আছে তার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেনের জাতীয়তাবাদী নেতা উমর বিন হাফসুন।

খ জোহরা প্রসাদ তৃতীয় আব্দুর রহমান নির্মাণ করেন।

মুসলিম স্পেনের স্থাপত্যের ইতিহাসে উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের অনন্য কীর্তি ছিল আজ-জোহরা প্রাসাদ। আব্দুর রহমান তার পত্নী আজ-জোহরার অনুরোধে তারই নামে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মণিমুক্তা খচিত স্তম্ভরাজি ও অপূর্ব নকশা সম্বলিত কাঠের বীম, মার্বেল ও স্ফটিক পাথরে নির্মিত স্তম্ভের উপর বৃত্তাকার গম্বুজ, চৌবাচ্চা, ঝর্ণা ছিল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। এ প্রাসাদের ফটকে সম্রাজ্ঞী আজ-জোহরার একটি ভাস্কর্য ছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্পেনের উমাইয়া শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের কথা বলা হয়েছে। যার সময়কালে বিশ্বে তিনটি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল।

স্পেনের উমাইয়া আমিরাতকে খিলাফতে পরিণত করে যিনি ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে আছেন তিনি হলেন তৃতীয় আব্দুর রহমান। তৃতীয় আব্দুর রহমান ৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। আর তার সময়কালে বিশ্বে আরো দুইটি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। উদ্দীপকেও এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে একজন খলিফার কথা বলা হয়েছে। যিনি একজন জাতীয় বীরকে পরাজিত করেন এবং তার সময়ে আরও তিনটি দেশে খলিফা শাসন করত। এরূপ ঘটনা উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। কেননা তিনিই স্পেনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা উমর বিন হাফসুনকে পরাজিত করেন। আর তার শাসনকালেই পৃথিবীতে তিনটি খিলাফতের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। বাগদাদ ছিল আব্বাসি খিলাফত এবং তৎকালীন খলিফা ছিলেন আল মুকতাদির। মিসরে ফাতেমি খিলাফত খলিফা ছিলেন ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী এবং স্পেনের তৃতীয় আব্দুর রহমান ঘোষিত উমাইয়া খিলাফত। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, তৃতীয় আব্দুর রহমানের খিলাফতকালে বিশ্বে তিনটি খিলাফত বিদ্যমান ছিল।

ঘ উদ্দীপকের আহসানের সাথে স্পেনের উমাইয়া শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে। কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের বাইরেও তার কৃতিত্ব পরিব্যাপ্ত ছিল।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা। তিনি যে সময় ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, সে সময় তার সাম্রাজ্য ছিল সবচেয়ে গোলযোগপূর্ণ। অসংখ্য বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি আন্দালুসিয়াকে রক্ষা করে পূর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ও শক্তিশালী করেছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ বিপদ থেকে স্পেনকে রক্ষার পাশাপাশি বহিঃশত্রুর আক্রমণও প্রতিহত করেন। ফাতেমীয় ও বার্বারদের পরাজিত করেন।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। হিট্টি বলেন, আব্দুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম স্পেন বিশ্ব-সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। স্পেনে তখন বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। সাম্রাজ্যের সর্বত্র স্কুল, পাঠাগার, এতিমখানা স্থাপিত হয়। এগুলোর ব্যয়ভার সরকার বহন করত। তার প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় পাশ্চাত্যের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ হয়েছিল। এ সময় রাজধানী কর্ডোভাতে ৩০০ মসজিদ, ১০০ প্রাসাদ, ১,১৩,০০০ গৃহ এবং ৩৮০টি হাম্মামখানা ছিল। তার স্ত্রী জোহরার নামকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভার ৩ মাইল উত্তরে আজ-জোহরা নামে একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদ নির্মাণে তিনি প্রায় ৫০ লক্ষ দিনার ব্যয় করেন। তিনি কর্ডোভার মসজিদের উত্তর দিকে একটি সুউচ্চ মিনার নির্মাণ করেছিলেন। মিনারটি ২৭ ফুট চওড়া এবং ১০৮ ফুট উঁচু ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তৃতীয় আব্দুর রহমান অসামান্য অবদান রেখেছেন।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৩ জনাব ইসমাইল বাগবাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করার ফলে এলাকায় কৃষি কাজের উন্নয়ন হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। ইউনিয়নের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতই উন্নত ছিল যে, ব্যবসায়ীরা গভীর রাতে টাকা-পয়সা নিয়ে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে যাতায়াত করতে পারত। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ করেন। এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের চলাফেরার জন্য তিনি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করেন।

[আর.ডি.এ ন্যাব: স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? ১

খ. 'কুরাইশদের বাজপাখি' কাকে এবং কেন বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের বাগবাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কর্মকান্ডের সাথে কোন উমাইয়া শাসকের কর্মকান্ডের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উক্ত উমাইয়া শাসকের অন্যান্য কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয় ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।

খ প্রথম আব্দুর রহমানের অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেন।

প্রথম আব্দুর রহমান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রদর্শনে তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি তার গতিপথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে একক শক্তি দিয়ে নির্মূল করতেন। আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের বিরুদ্ধে খলিফা আল মনসুর একটি অভিযান প্রেরণ করেন। আদ-দাখিল আল মনসুরের সেনাপতিকে পরাজিত করে তার ছিন্ন মস্তক ও একটি চিঠিসহ আল মনসুরের দরবারে প্রেরণ করেন। তার এ অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেছেন।

গ বাগবাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের সাথে উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের কর্মকান্ডের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনকালে স্পেনের সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করত। নলযোগে পানি সরবরাহ করার ফলে তার শাসনকালে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তাছাড়া শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নয়নের জোয়ার এসেছিল। তার সময়কার সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক ছিল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। এতে করে বণিক ও পথিকগণ সর্বাপেক্ষা দুর্গম অঞ্চলেও অত্যাচার ও বিপদের সামান্যতম আশঙ্কা ব্যতীত ভ্রমণ করতে পারত। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হতো।

উদ্দীপকে বাগবাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কথা বলা হয়েছে। তিনি কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিলেন। তার সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ করেন এবং যাতায়াতের জন্য ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করেন। অনুরূপভাবে তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। জনগণের চলাফেরার সাম্রাজ্যে সমৃদ্ধির ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছিল। জনগণ একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাফেরা করার সময় পদব্রজে যেত না। তারা সর্বদা এবং প্রায় সকলেই খচ্চর কিংবা ঘোড়ায় চরে যাতায়াত করত। খলিফা নিজেও জনগণের জন্য ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন করেন। সুতরাং বলা যায় যে, চেয়ারম্যানের কর্মকান্ডের সাথে উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের কর্মকান্ডের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের সাথে স্পেনের উমাইয়া শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের কর্মকান্ডের মিল রয়েছে। কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের বাইরেও তার কৃতিত্ব পরিব্যপ্ত।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন। তিনি যে সময় ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, সে সময় তার সাম্রাজ্য ছিল সবচেয়ে গোলযোগপূর্ণ। অসংখ্য বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি আন্দালুসিয়াকে রক্ষা করে পূর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ও শক্তিশালী করেছিলেন। তিনি অভ্যন্তরীণ বিপদ থেকে স্পেনকে রক্ষার পাশাপাশি বহিঃশত্রুর আক্রমণও প্রতিহত করেন। ফাতেমীয় ও বার্বারদের পরাজিত করেন।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। হিট্টি বলেন, আব্দুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম স্পেন বিশ্ব-সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। স্পেনে তখন বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। সাম্রাজ্যের সর্বত্র স্কুল, পাঠাগার, এতিমখানা স্থাপিত হয়। এগুলোর ব্যয়ভার সরকার বহন করত। তার প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় পাশ্চাত্যের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ হয়েছিল। এ সময় রাজধানী কর্ডোভাতে ৩০০ মসজিদ, ১০০ প্রাসাদ, ১,১৩,০০০ গৃহ এবং ৩৮০টি হাম্মামখানা ছিল। তার স্ত্রী জোহরার নামকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভার ৩ মাইল উত্তরে আজ-জোহরা নামে একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদ নির্মাণে তিনি প্রায় ৫০ লক্ষ দিনার ব্যয় করেন। তিনি কর্ডোভার মসজিদের উত্তর দিকে একটি সুউচ্চ মিনার নির্মাণ করেছিলেন। মিনারটি ২৭ ফুট চওড়া এবং ১০৮ ফুট উঁচু ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তৃতীয় আব্দুর রহমান অসামান্য অবদান রেখেছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ ফয়সাল ইতিহাস পড়ে জানতে পারে, একজন বিখ্যাত শাসনকর্তা সৌভাগ্যবশত গণহত্যা থেকে প্রাণে বেঁচে যান। বিভিন্ন স্থানে পাঁচ বছর আত্মগোপনে থাকার পর "S" নামক স্থানে জবরদখলকারী শাসনকর্তাকে পরাজিত করে স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবেই বিতাড়িত, গৃহহীন পলাতক যুবক তার উচ্চাভিলাষের শীর্ষে আরোহণ করে। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর]*

ক. কোন খলিফার আমলে স্পেন বিজিত হয়? ১

খ. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২

গ. ফয়সালের পঠিত শাসনকর্তার সাথে তোমার পঠিত কোন স্পেনীয় শাসকের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তোমার পঠিত শাসকের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের আমলে স্পেন বিজিত হয়।

খ কর্ডোভা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের গৌরব কেন্দ্র ছিল কর্ডোভা, যা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। আর এ কারণেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ফয়সালের পঠিত শাসনকর্তার সাথে স্পেনের উমাইয়া শাসক আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের সাদৃশ্য রয়েছে।

স্পেনের ইতিহাসে আব্দুর রহমানের আবির্ভাব এক রোমাঞ্চকর ও নাটকীয় ব্যাপার। আবুল আব্বাস আস সাফফার বেপরোয়া নিধনযজ্ঞের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী শত্রুর কবল থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা চালান।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে এমন একজন শাসক সম্পর্কে বলা হয়েছে যিনি পিতৃ সিংহাসন হয়ে বঞ্চিত হয়ে সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যাযাবর জীবনযাপনের পর একটি স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। অনুরূপভাবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল জীবন বাঁচানোর জন্য পলায়ন করে কপর্দকহীন অবস্থায় আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান। পরবর্তীতে অনেক সাধনা করে তিনি সৌভাগ্যের স্বর্ণ শিখরে উপনীত হন। তার প্রচেষ্টায় স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি ৩২ বছর শাসনকালে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিদ্রোহ দমন করেন। বার্বার ও ইয়েমেনি খ্রিস্টানদের আক্রমণকে সামরিক দক্ষতা বলে অভিহিত করেন এবং স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

খ উদ্দীপকের ঘটনায় স্পেনের প্রথম আব্দুর রহমানের স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব ফুটে উঠেছে।

স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার। আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত ১০৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। তার অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'আরবদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেছেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার অনুরূপ আব্দুর রহমান আদ-দাখিল স্বগোত্র হিমারীয় ও মুদারীয়দের নিয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করে তাদের সহযোগিতায় স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর দীর্ঘ ৩২ বছর শাসন পরিচালনা করেন। শুধু অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, শান্তি-শৃঙ্খলাই তিনি স্থাপন করেননি বরং একটি দক্ষ ও কার্যকরি প্রশাসন ব্যবস্থাও গড়ে তোলেন। বার্বার, ইয়েমেনি ও খ্রিস্টানদের দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হলেও নিজ বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং সামরিক দক্ষতার বলে এ সকল বিপদ হতে তিনি মুসলিম রাজ্য স্পেনকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও রাজা শার্লিমানের পরাস্তকরণে তার প্রশিক্ষিত ও অত্যন্ত দক্ষ সেনাদের ভূমিকা ছিল অনন্য। আব্দুর রহমান স্পেনে স্বেচ্ছাতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সকল আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আব্দুর রহমান আদ-দাখিল স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার।

প্রশ্ন ▶ ১৫ বাংলাদেশ থেকে শিহাব রিয়াল মাদ্রিদের খেলা দেখতে স্পেনে গিয়েছিল। যেখানে গিয়ে সে জানতে পারে স্পেন এক সময় মুসলমানদের অধীনে ছিল। উমাইয়া বংশের এক বিখ্যাত খলিফার শাসনামলে স্পেন মুসলমানদের অধিকারে আসে। শুধু স্পেন নয় ভারতে মুসলিমদের রাজনৈতিক অধিকারও ঐ বিখ্যাত খলিফার নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন মহাদেশ বিজয়ী এই অসাধারণ বিজেতা শাসকের কথা প্রথমবারের মতো মামুন জানতে পেরে খুশী হলো। *[রাঙ্গাবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. কত সালে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলা হয় কাকে এবং কেন বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে কোন উমাইয়া খলিফার সাথে তুলনা করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. স্পেনে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উক্ত খলিফার ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ প্রথম আব্দুর রহমানের অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেন।

প্রথম আব্দুর রহমান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রদর্শনে তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি তার গতিপথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে একক শক্তি দিয়ে নির্মূল করতেন। আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের বিরুদ্ধে খলিফা আল মনসুর একটি অভিযান প্রেরণ করেন। আদ-দাখিল আল মনসুরের সেনাপতিকে পরাজিত করে তার ছিন্ন মস্তক ও একটি চিঠিসহ আল মনসুরের দরবারে প্রেরণ করেন। তার এ অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেছেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিজেতার সাথে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের তুলনা করা হয়েছে।

পিতার অনুকরণে আল ওয়ালিদ সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করে পূর্বাঞ্চলের শাসনভার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং পশ্চিমাঞ্চলের শাসনভার মুসা বিন নুসায়েরের উপর ন্যস্ত করেন। খলিফা আব্দুল মালিকের রাজত্বকাল উমাইয়া বংশের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। সাম্রাজ্য বিস্তারে তার রয়েছে অপরিসীম কৃতিত্ব। উদ্দীপকে তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

উদ্দীপকে একজন বিখ্যাত উমাইয়া খলিফার কথা বলা হয়েছে। যার শাসনামলে স্পেন মুসলমানদের অধিকারে আসে। শুধু স্পেন নয়, ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকারও ঐ বিখ্যাত খলিফার নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ঘটনাগুলোর মাধ্যমে মূলত উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। তার সময়ে স্পেন ও ভারতে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তার শাসনামলে ভারতে সিন্ধুর রাজা দাহিরের অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের কারণে তার পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আদেশে সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু অধিকার করেন। এছাড়া আল ওয়ালিদ ইউরোপের স্পেন জয় করার জন্য মুসাকে প্রেরণ করেন। তার সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত ও হত্যা করে স্পেন জয় করেন। এভাবে তিনি তিন মহাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকেও খলিফা আল ওয়ালিদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ স্পেনে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উক্ত খলিফা অর্থাৎ ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পিতার মৃত্যুর পর আল ওয়ালিদ পিতার সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। দশ বছরের রাজত্বকালে কয়েকজন সুযোগ্য সেনানায়কের সাহায্যে তিনি মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিমে স্পেন হতে পূর্বে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে মধ্য এশিয়ার ফরগানা হতে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

উদ্দীপকের উল্লিখিত শিহাব স্পেনে রিয়াল মাদ্রিদের খেলা দেখতে গিয়ে জানতে পারেন এক বিখ্যাত খলিফার শাসনামলে স্পেন মুসলমানদের অধিকারে আসে। উদ্দীপকের বিখ্যাত খলিফা মূলত আল ওয়ালিদেরই প্রতিচ্ছবি। আল ওয়ালিদ সাম্রাজ্যবাদী শাসক ছিলেন। তার সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ করে। আল ওয়ালিদ স্পেন জয়ের জন্য মুসাকে প্রেরণ করেন। তার সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ৭১২ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত ও নিহত করেন। এভাবে তিনি আটলান্টিক হতে পিরেনীজ এবং ভারতের সিন্ধু হতে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন।

সুতরাং স্পেনে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল ওয়ালিদ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

প্রশ্ন ▶ ১৬ পিতামহের মৃত্যুর পর হেলাল মাত্র ১০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। একটি বিশৃঙ্খল ও প্রতিকূল অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি তার দেশকে সকল প্রতিবন্ধকতা হতে মুক্ত করে একটি শক্তিশালী ও সুসংহত রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তার দক্ষ পরিচালনার ফলে দেশের কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ, শিল্প, স্থাপত্য সকল ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তিনি তার স্ত্রী আবিদার নামে বিশাল ও দৃষ্টিনন্দন 'আবিদা প্রাসাদ' নির্মাণ করেন। যা ছিল যুগের বিস্ময়। তার রাজধানী ছিল অনুপম ও ঐশ্বর্যশালী। প্রাসাদ, গৃহ, অট্টালিকা, প্রস্রবন, উদ্যান সব মিলিয়ে তার রাজধানী ছিল একটি তিলোত্তমা নগরী। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]*

ক. মুসলিম শাসনামলে স্পেনের রাজধানীর নাম কী ছিল? ১

খ. স্লাভ বাহিনীর পরিচয় দাও। ২

গ. 'আবিদা প্রাসাদের' সাথে তৃতীয় আব্দুর রহমান কর্তৃক নির্মিত কোন প্রাসাদের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের রাজধানীর সৌন্দর্য তৃতীয় আব্দুর রহমানের রাজধানীর সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির খণ্ডিত অংশ মাত্র'— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম শাসনামলে স্পেনের রাজধানীর নাম ছিল কর্ডোভা।

Teachingbd24.com

খ স্লাভবাহিনী হলো তৃতীয় আব্দুর রহমান কর্তৃক গঠিত শক্তিশালী একটি সেনাবাহিনী।

আব্দুর রহমান আল নাসির বা তৃতীয় আব্দুর রহমান তার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন এবং বৈদেশিক হামলা প্রতিহত করতে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তার উপস্থিতি ও স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে সেনাবাহিনী উজ্জীবিত এবং শত্রুবাহিনী ভীত হয়। তিনি জার্মান, ফ্রান্সিস, ইটালিয়া বংশোদ্ভূত এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বিদেশিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী স্লাভবাহিনী গঠন করেন। তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত স্লাভবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন নজদ নামক একজন স্লাভ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'আবিদা প্রাসাদের' সাথে তৃতীয় আব্দুর রহমানের নির্মিত 'আজ-জোহরা' প্রাসাদের মিল রয়েছে।

আব্দুর রহমান স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, মসজিদ, হাম্মামখানা, অট্টালিকা নির্মাণ করে স্থাপত্য শিল্পের প্রসারে এ মহান শাসক অসামান্য অবদান রাখেন। তার অসাধারণ একটি স্থাপত্য হলো জোহরা প্রাসাদ। তিনি প্রাসাদ নির্মাণে ১০,০০০ কারিগর, ওস্তাদ ও শ্রমিক নিযুক্ত করেন। মণি-মুক্তা খচিত স্তম্ভরাজি ও অপূর্ব নকশা সংবলিত কাঠের বীম, মার্বেল ও স্ফটিক পাথরের নির্মিত স্তম্ভের উপর বৃত্তাকার গম্বুজ। চৌবাচ্চা, ঝরনা, গজদন্ড ও আবলুস কাঠের গবাক্ষ ছিল সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো।

উদ্দীপকে উল্লিখিত হেলালের নির্মিত 'আবিদা প্রাসাদের' সাথে তৃতীয় আব্দুর রহমানের নির্মিত 'জোহরা প্রাসাদের' সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। হেলাল তার স্ত্রীর নামে বিশাল ও দৃষ্টিনন্দন 'আবিদা প্রাসাদ' নির্মাণ করেন। অনুরূপভাবে তৃতীয় আব্দুর রহমান তার স্ত্রী জোহরার অনুরোধে তারই নামে 'আজ-জোহরা' প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এটি 'আবিদা প্রাসাদের' মতো বিশাল ও সৌন্দর্যমন্ডিত। সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকের 'আবিদা প্রাসাদের' 'সাথে' আজ-জোহরা প্রাসাদের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের রাজধানীর সৌন্দর্য ৩য় আব্দুর রহমানের রাজধানীর সৌন্দর্য ও শিক্ষা-দীক্ষায় সমৃদ্ধির খন্ডিত অংশ মাত্র।

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভায় এক নবযুগের সূচনা হয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য কর্ডোভায় অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তৃতীয় আব্দুর রহমানের আমলে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়। এছাড়া প্রাসাদ, অট্টালিকা, প্রসবন, উদ্যান প্রভৃতি মিলিয়ে কর্ডোভা একটি তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত হয়। উদ্দীপকেও এ নগরীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দীপকে একজন শাসকের কথা বলা হয়েছে। যার রাজধানী ছিল অনুপম ও ঐশ্বর্যশালী যেখানে প্রাসাদ, গৃহ, অট্টালিকা একটি শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত করেছিল। কিন্তু এই রাজধানীর শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতির কথা বলা হয়নি। অপরপক্ষে শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিল। ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, সংগীত, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্ডোভায় বিদ্যমান পন্ডিত ও স্থাপত্যবিদগণ অপরিসীম অবদান রেখে গেছেন। কর্ডোভাতে ২৭টি অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অসংখ্য লাইব্রেরিও ছিল। এছাড়া কর্ডোভায় অসংখ্য মাদ্রাসা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্পেনে শিক্ষার মূলকেন্দ্র। কর্ডোভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি রাজকীয় গ্রন্থাগারও গড়ে তোলা হয়। এ সময় স্পেনের শিক্ষা-সংস্কৃতির মান কত উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল যে বিশিষ্ট ডাচ পন্ডিত ডোজি ও অন্যান্য পন্ডিতেরা উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'প্রত্যেকেই পড়তে ও লিখতে পারে।'

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের চেয়ে তৃতীয় আব্দুর রহমানের রাজধানী অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল।

প্রশ্ন ▶ ১৭ ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে আহমদাবাদের জামান ভুঁইয়া পূর্বপুরুষের জমিদারি হতে বিতাড়িত হন। তিনি কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে দূরবর্তী গ্রামে আত্মীয়ের কাছে আশ্রয় নেন এবং জমিদারির অংশবিশেষ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে তিনি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তার এলাকা সম্প্রসারণ করেন এবং জনগণের আস্থাও অর্জন করেন। *[কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ]*

ক. জিব্রাল্টার প্রণালি কোথায় অবস্থিত? ১

খ. প্রথম আব্দুর রহমানকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের জামান ভুঁইয়ার সাথে উমাইয়া কোন যুবরাজের মিল রয়েছে— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জমিদারির অংশবিশেষ দখলের মতো উক্ত যুবরাজ দখলীকৃত অঞ্চলে কীভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেন ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী জায়গায় জিব্রাল্টার প্রণালি অবস্থিত।

খ সৃজনশীল ১ এর (খ) উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে জামান ভূঁইয়া সাথে উমাইয়া যুবরাজ প্রথম আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

উমাইয়া ও আব্বাসি দ্বন্দ্ব ছিল দীর্ঘদিনের। তাদের যে কোনো এক গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসলে অন্যদের চরমভাবে দমন পীড়ন চালাত। উমাইয়াদের সরিয়ে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসলে আব্দুর রহমান এমনিই ভাগ্য বিপর্যয়ের শিকার হন।

ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে আহমদাবাদের জামান ভূঁইয়া যেমন পূর্বপুরুষের জমিদারি হতে বিতাড়িত হয়ে দূরবর্তী আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং পরবর্তীতে জমিদারির অংশ বিশেষ পুনরুদ্ধার করেন। তেমনি উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটিয়ে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের নৃশংসভাবে হত্যা শুরু করে। এই নৃশংসতার হাত থেকে কেবল উমাইয়া যুবরাজ আব্দুর রহমান রক্ষা পায়। তিনি পালিয়ে গিয়ে উত্তর আফ্রিকার সিউটায় আশ্রয় লাভ করেন এবং একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করে স্পেনে পুনরায় উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সুতরাং, উদ্দীপকে জামান ভূঁইয়ার সাথে উমাইয়া যুবরাজ প্রথম আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত জামান ভূঁইয়ার মতো প্রথম আব্দুর রহমানও নিজ প্রচেষ্টা ও একাগ্রতায় রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন।

আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের অন্যতম কৃতিত্ব হচ্ছে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করা। বর্বর ইয়েমেনি খ্রিস্টানদের দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হলেও নিজ বুদ্ধিমত্তা বিচক্ষণতা এবং সামাজিক দক্ষতার বলে এ সকল বিপদ হতে তিনি মুসলিম রাজ্য স্পেনকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। যদিও তিনি একসময় আব্বাসীয়দের অত্যাচারের শিকার হয়ে পালিয়ে স্পেনে এসেছিলেন। উদ্দীপকের জামান ভূঁইয়া এমন পরিস্থিতির শিকার হয়ে রাজ্যহারা হন এবং পুনরায় নিজেকে সুসংগঠিত করে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

উদ্দীপকের জামান ভুঁইয়া রাজ্য দখলের ক্ষেত্রে যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন ঠিক একই ধরনের কৌশলের মাধ্যমে আব্দুর রহমানও স্পেন দখল করেন। শুধু কৌশল বা শান্তি প্রস্তাব নয়, আব্দুর রহমান আদ-দাখিলকে 'মাসারা' নামক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এ যুদ্ধে স্পেনের শাসক ইউসুফ পরাজিত হলে আব্দুর রহমান স্পেন দখল করেন। স্পেনের তৎকালীন মুদারীয় শাসনকর্তা ইউসুফের কুশাসনে রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। হিমারীয়রা অতিষ্ঠ হয়ে আব্দুর রহমানকে স্পেন আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায়। এ প্রেক্ষিতে তিনি ৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে যান। তিনি বার্বার, নির্যাতিত মুদারীয়দের ঐক্যবদ্ধ করেন। ফলে তার শক্তি বৃদ্ধি পায় ও যুদ্ধে জয়লাভ করে স্পেনে

https://teachingbd24.com

আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। আব্দুর রহমান যেমন রাজ্য দখল ও জনগণের মন জয় করেছিলেন, উদ্দীপকের জামান ভূঁইয়ার ক্ষেত্রেও তা লক্ষণীয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের জামান ভূঁইয়া খলিফা আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের ন্যায় বিজিত অঞ্চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে আমিরাত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮ তাহেরী বংশের ৯০ বছরের শাসন পতনের ৬ বছর পর আবছার অন্য স্থানে শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আবছার মেধা, সাহস ও মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে প্রাথমিক বিদ্রোহ দমন ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও প্রাসাদ নির্মাণ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. টুরসের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১
খ. আজ-জোহরা প্রাসাদের পরিচয় দাও। ২
গ. আবছারের ন্যায় পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ শাসকের উমাইয়া বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পটভূমি লেখ। ৩
ঘ. "তিনি শুধু শিল্প ও স্থাপত্যের ধারক ছিলেন না বরং বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন।"— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক টুরসের যুদ্ধ ৭৩২ সালে সংঘটিত হয়।

খ তৃতীয় আব্দুর রহমান তার পত্নী জোহরার নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য কর্ডোভায় আজ-জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন।
মুসলিম স্পেনের স্থাপত্যের ইতিহাসে উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের অনন্য কীর্তি ছিল জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ। তৃতীয় আব্দুর রহমান ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভার ৩ মাইল উত্তরে Hill of the Bride এর পাদদেশে আজ-জোহরা প্রাসাদের নির্মাণ শুরু করেন। মণিমুক্তা খচিত এই প্রাসাদ নির্মাণে ১০,০০০ কারিগর, ওস্তাদ, শ্রমিকের পরিশ্রমে ৫০,০০,০০০ দিনার ব্যয় হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আবছারের সাথে স্পেনের শাসক আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের মিল রয়েছে।
জাবের যুদ্ধে উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের ফলে পতন ঘটে উমাইয়া খিলাফতের। প্রতিষ্ঠিত হয় আব্বাসি বংশ। এ বংশের প্রথম খলিফা রক্তপিপাসু আবুল আব্বাস-আস সাফফা তার সিংহাসনকে সম্পূর্ণভাবে কন্টকমুক্ত করার জন্য উমাইয়া বংশীয়দেরকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। দামেস্কের দশম খলিফা হিশামের দৌহিত্র বিশ বছরের যুবক আব্দুর রহমান ইবনে মুয়াবিয়া ভাগ্যক্রমে এ হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পান। দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি ছদ্মবেশে ফিলিস্তিন, মিসর এবং উত্তর আফ্রিকা ঘুরে ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সিউটায় গমন করেন। পরবর্তীকালে তিনি স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন।
উদ্দীপকে আবছার আব্দুর রহমানের মতই অত্যাচারের শিকার হয়ে অন্য স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এ সময় সেখানে শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। একইভাবে আব্দুর রহমান পালিয়ে স্পেন গেলেও নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতাবলে একসময় স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং, তাহেরী বংশের ৯০ বছরের শাসন পতনের ৬ বছর পর আবছারের অন্য স্থানে শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার সাথে উমাইয়া খলিফা আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

ঘ 'প্রথম আব্দুর রহমান শুধু শিল্প ও স্থাপত্যের ধারক ছিলেন না বরং বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন'— উক্তিটি যথার্থ।
আব্দুর রহমান আদ-দাখিল আব্বাসি শাসকদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে উত্তর আফ্রিকায় পলায়ন করেন। সেখান থেকে স্পেনে গিয়ে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের রাজনৈতিক শোচনীয় অবস্থার সুযোগ নিয়ে স্পেন দখল করেন। উল্লিখিত উদ্দীপকের আবছারের ক্ষেত্রেও তেমনটি লক্ষ করা যায়।
স্পেনের শাসন ক্ষমতা লাভ করে আব্দুর রহমান বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যের শ্রী-বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেন। স্থাপত্যশিল্পের প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি ৮০,০০০ দিনার ব্যয় করে কর্ডোভা মসজিদ নির্মাণ করেন। এস. এম. ইমামুদ্দীন বলেন, "এই আমির কর্ডোভার বিখ্যাত মসজিদ নির্মাণে ৮০,০০০ দিনার ব্যয় করেন, যেটি সৌন্দর্য ও জাঁকজমকের দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্বের যে কোনো স্থাপত্যের সাথে তুলনীয়।" অসংখ্য মসজিদ, হাম্মাম, দুর্গ নির্মাণ করে তিনি কর্ডোভাকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেন। এছাড়া তিনি বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং জ্ঞানী-গুণীদের সমাদর করতেন। তার সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি মুতাহাসাসা তার রাজদরবারে ছিলেন। সুতরাং উদ্দীপকের আবছার যেমন প্রাথমিক বিদ্রোহ দমন করে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখেন আব্দুর রহমানও শিল্পস্থাপত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।
উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আব্দুর রহমান শুধু শিল্প ও স্থাপত্যের ধারক ছিলেন না বরং বিজ্ঞান ও সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ১৯ আসহাবুল ইসলামের ইতিহাস পড়তে গিয়ে দেখল, স্পেনে এমন একজন মুসলিম শাসক ছিলেন যাকে স্পেনের ত্রাণকর্তা ভাবা হতো। তিনিও তার স্ত্রীর নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। যা স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন। *[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. খলিফা হারুনের মাতার নাম কী? ১
খ. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে "ফাতহুম মুবীন" বলা হয় কেন? ২
গ. উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উল্লিখিত ব্যক্তির স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খলিফা হারুনের মাতার নাম খায়জুরান।

খ হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানরা স্থায়ী রাজনৈতিক মর্যাদা লাভ করায় এটিকে 'ফাতহুম মুবীন' বা মহান বিজয় বলা হয়।
আপাতদৃষ্টিতে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের অনুকূলে না থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বিজয় হয়েছিল। কারণ এই সন্ধির দ্বারা কুরাইশরা মহানবি (স) কে মহান নেতা ও মদিনার প্রধান হিসেবে মেনে নেয়। আর মহানবি (স) এর বিচক্ষণতার এই সন্ধি মুসলমানদের স্বতন্ত্র পরিচয় এনে দিয়েছিল, যা ছিল মুসলমানদের প্রকৃত বিজয়।

গ উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে স্পেনের মুসলিম শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।
তৃতীয় আব্দুর রহমান যে সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন সে সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অভ্যন্তরীণ কলহে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগের দরুণ জানমালের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে চরম নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। তৃতীয় আব্দুর রহমান ক্ষমতায় আরোহণ করে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন এবং জনসাধারণের জীবন মানেরও উন্নতি ঘটান। উদ্দীপকেও এমনি একজন শাসক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শাসক তথা তৃতীয় আব্দুর রহমানকে স্পেনের ত্রাণকর্তা বলা হতো। কারণ তার শাসনামলে সমগ্র দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তিনি ক্ষমতা লাভের সময় রাজকোষ শূন্য পেলেও তার উন্নয়ননীতিতে তা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার বার্ষিক আয় ছিল ৬২ লক্ষ ৪৫ হাজার দিনার। এ অর্থ দিয়ে তিনি কর্ডোভাকে শিল্পে অন্যতম সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত করেন। তার রাজত্বকালে স্পেনের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও সাহিত্যের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। তিনি জনকল্যাণ সাধনের জন্য নামমাত্র মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি কেবল স্পেনের মুসলিম শাসনকেই রক্ষা করেননি বরং তিনি সেখানে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে স্থানীয় সমৃদ্ধি আনয়ন করেন। সুতরাং উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির মধ্যে তৃতীয় আব্দুর রহমানেরই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের নির্মিত স্থাপত্য শিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে কর্ডোভার আজ-জোহরা প্রাসাদ চিরভাস্বর হয়ে আছে।

উমাইয়া খিলাফতের খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের দীর্ঘ রাজত্ব ছিল স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এবং গৌরবোজ্জ্বল যুগ। আজ-জোহরা প্রাসাদ স্পেনের স্থাপত্যের ইতিহাসে উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের অনন্য কীর্তি ছিল। আব্দুর রহমান তার পত্নী আজ-জোহরার অনুরোধে তারই নামে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

তৃতীয় আব্দুর রহমান ৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কর্ডোভার ৩ মাইল উত্তরে Hill of the Bride-এর পাদদেশে আজ-জোহরা প্রাসাদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি এ প্রাসাদ নির্মাণে ১০,০০০ কারিগর, ওস্তাদ ও শ্রমিক নিযুক্ত করেন। মণিমুক্তা খচিত স্তম্ভরাজি ও অপূর্ব নকশা সম্বলিত কাঠের বীম, মার্বেল ও স্ফটিক পাথরে নির্মিত স্তম্ভের উপর বৃত্তাকার গম্বুজ, চৌবাচ্চা, ঝর্ণা, গজদন্ত ও অফবুলসু মাঠের গবাক্ষ ছিল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। এ প্রাসাদের ফটকে সম্রাজ্ঞী আজ-জোহরার একটি ভাস্কর্য ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আজ-জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ তৃতীয় আব্দুর রহমানের এক অনন্য কৃতিত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ২০ আলিনগরের জমিদারগণ রাজনগরের কাছে পরাজিত হয়ে তাদের জমিদারি হারায়। রাজনগরের জমিদারগণ আলিনগর জমিদার বংশের ওপর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। আলিনগর জমিদার বংশের এক ব্যক্তি ভাগ্যক্রমে জীবনরক্ষা করে দূরে মামার বাড়ি আশ্রয় নেয়। সেখানে নিজেকে সংগঠিত করে পার্শ্ববর্তী একটি জমিদারি দখল করেন।

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

ক. স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? ১

খ. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আলিনগর জমিদার বংশের সাথে স্পেনের কোন উমাইয়া শাসকের মিল পাওয়া যায়? ৩

ঘ. জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্পেনের মুরদের অবদান পরবর্তীতে ইউরোপে রেনেসাঁর জন্ম দিয়েছিল- এ ব্যাপারে যুক্তি দেখাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।

খ মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের সার্বিক উন্নয়নের মূলকেন্দ্র ছিল কর্ডোভা নগরী। একে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগে স্পেনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। মসজিদ, মাদ্রাসা, স্নানাগার, বিপণি, উদ্যান, দুর্গ, প্রাসাদ দ্বারা সুসজ্জিত ছিল বলেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

গ সৃজনশীল ১৪ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্পেনের মুরদের অবদান পরবর্তীতে ইউরোপে রেনেসাঁর জন্ম দিয়েছিল- উক্তিটি যথার্থ।

স্পেনীয় মুর সভ্যতায় ভাষা, সাহিত্য এবং দর্শন বিকাশ লাভ করেছিল। আল কালী (৯০১-৬৭) আরবি ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও অধ্যাপক ছিলেন। আল যুবাইদী ছিলেন একজন ব্যাকরণ বিশারদ। তাছাড়া বেশ কিছু পণ্ডিত আমির ও খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আরবি ভাষা, সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। বেন গেবিরোল, ইবনে তোফায়েল, ইবনে রুশদ ছিলেন মুসলিম স্পেনের প্রখ্যাত দার্শনিক। জ্ঞান-বিজ্ঞানে এ সমস্ত মুর স্পেনীয়দের অবদানেই পরবর্তীতে ইউরোপে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়েছিল।

উদ্দীপকে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মূলত স্পেনীয় মুর শাসকগণ অসংখ্য মাদ্রাসা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্পেনে শিক্ষার মূলকেন্দ্র। এ আমলে সমগ্র স্পেনে সত্তরটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও স্পেনীয় শাসকগণ ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। স্পেনীয় শাসকগণের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতায় কুরআন ব্যাখ্যা, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, কাব্য, ইতিহাস ও ভূগোলের ওপর ভিত্তি করে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কর্ডোভা, সেভিল, মালাগা ও গ্রানাডায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। এছাড়াও বিচারশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার প্রসারে স্পেনীয় শাসকগণ অনবদ্য, পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি স্পেনীয় শাসকগণ অনেক গ্রন্থাগারও গড়ে তুলেছিলেন। এ সমস্ত কার্যক্রমে স্পেনে শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুশীলন শুরু হয়। যা সমগ্র ইউরোপকে প্রভাবিত করে এবং পরবর্তীকালে ইউরোপে যে রেনেসাঁর সূচনা হয় তার মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে মুসলিম স্পেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্পেনীয় মুরদের অবদান ইউরোপে রেনেসাঁর ক্ষেত্রে অসামান্য ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২১ দক্ষিণাঞ্চলের একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আক্রমণে দেশটির রাজা ফখরুল বারবার জর্জরিত হয়েছেন। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গোলযোগ ও কলহ তাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। একটি গোত্রের উত্তরাঞ্চল জয়ের আশা তাকে ধুলিসাৎ করতে হয়েছে। এত সবের পরেও তার সুশাসনে দেশের সর্বত্র শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করতো। নলযোগে পানি সরবরাহ, পতিতাবৃত্তি বিলোপ, নামমাত্র মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয়ের ফলে জনসাধারণের জীবনমানের অভূতপূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তিনি স্বীয় নামে মুদ্রাও প্রচলন করেন।

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

ক. প্রথম আব্দুর রহমান কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? ১

খ. প্রথম আব্দুর রহমানকে বাজপাখি বলা হয় কেন? ২

গ. ফখরুলের চরিত্র ও কৃতিত্বের সাথে কোন শাসকের চরিত্র ও কৃতিত্বের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফখরুলের চরিত্র ও কৃতিত্ব উক্ত শাসকের গুণাবলির আংশিক প্রতিফলন মাত্র— মূল্যায়ন কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম আব্দুর রহমান ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

খ প্রথম আব্দুর রহমানের অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'আরবদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেন।

প্রথম আব্দুর রহমান ৩৩ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে একটি দক্ষ ও কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রদর্শনেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি তার গতিপথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে একক শক্তি দিয়ে নির্মূল করতেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজা ফখরুলের সাথে উমাইয়া শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের সামঞ্জস্য রয়েছে।

স্পেনের উমাইয়া শাসকদের মধ্যে তৃতীয় আব্দুর রহমান নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ ও গুণবান ছিলেন। তিনি রাজ্যকে গোলযোগপূর্ণ, কলহে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন বংশের সামন্ত সর্দারগণের মধ্যে বিভক্ত, অরাজকতা এবং উত্তরাঞ্চলের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বিরামহীন আক্রমণে বিপন্ন দেখতে পেয়েছিলেন। তাই অভ্যন্তরীণ বিপদ হতে স্পেনকে মুক্ত করে তিনি বাইরের শত্রুর দিকে দৃষ্টি দেন এবং তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে তাদের শক্তি খর্ব করেন।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকের রাজা ফখরুল একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আক্রমণ এবং বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সম্মুখীন হন। এ কারণে তিনি একটি অঞ্চল জয়ের আশা ত্যাগ করেন। তবে তিনি জনগণের জীবন মানের উন্নতির জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে তৃতীয় আব্দুর রহমান উত্তরাঞ্চলের খ্রিষ্টানদের বারবার আক্রমণসহ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। তবে জনকল্যাণের জন্য তৃতীয় আব্দুর রহমান দেশে নলযোগে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন যার ফলে তার শাসনকালে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। দেশের অর্থনীতির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হতো। তার সময়ে ভিক্ষাবৃত্তি রোধ ছাড়াও আর্থিক সমৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা সংস্কৃতির অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের রাজা ফখরুলের সাথে উমাইয়া শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের সামঞ্জস্য রয়েছে।

ঘ ফখরুলের চরিত্র ও কৃতিত্ব উক্ত শাসকের অর্থাৎ তৃতীয় আব্দুর রহমানের গুণাবলির আংশিক প্রতিফলন মাত্র-উক্তিটি যথার্থ।

আব্দুর রহমান স্পেনের উমাইয়া শাসকদের মধ্যে সুদক্ষ ও গুণবান ছিলেন। তার সৎ গুণাবলির জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি তার রাজ্যের অরাজকতা, গোলযোগ দূর করে শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। অসংখ্য বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও তিনি আন্দালুসিয়াকে রক্ষা করেন। এরূপ অভ্যন্তরীণ বিপদ হতে রক্ষার পর তিনি বাইরের শত্রুর দিকে দৃষ্টি দেন। এজন্য ফাতেমিগণের স্পেন জয়ের আশাকে ধূলিসাৎ করেছেন। এছাড়া উত্তরাঞ্চলে খ্রিষ্টানদের আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষা করেন।

উদ্দীপকের রাজা ফখরুল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আক্রমণ প্রতিহত করাসহ নানাবিধ অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন করেন। তিনি নলযোগে পানি সরবরাহ এবং পতিতাবৃত্তির বিলোপ সাধন করেন। এছাড়া নামমাত্র মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনমানের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেন। তবে তৃতীয় আব্দুর রহমান এ সমস্ত কার্যাবলি ছাড়াও আরও অনেক কাজ সম্পাদন করেন। তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। আব্দুর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম স্পেন বিশ্ব সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। স্পেনে বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ, স্কুল, পাঠাগার, এতিমখানা, কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। তার এ সকল গুণাবলির জন্য তাকে মুঘল সম্রাট আকবর, বাগদাদের হারুন-অর-রশিদ ও পারস্যের শাহ আব্বাসের সাথে তুলনা করা হয়। আব্দুর রহমান মধ্যযুগের শাসক হলেও তার যোগ্যতা, গুণাবলির জন্য তাকে আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, ইতোপূর্বে কর্ডোভা কখনো এত সমৃদ্ধিশালী, আন্দালুসিয়া এত উন্নত এবং রাষ্ট্র এত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ফখরুলের চরিত্র ও কৃতিত্বে তৃতীয় আব্দুর রহমানের চরিত্র ও কৃতিত্বের আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে মাত্র।

প্রশ্ন ▶ ২২ সমুদ্র তীরবর্তী দক্ষিণায়ন নামক অঞ্চলটি শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ-সম্পদে বহুকাল ধরেই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মতোই অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। পাটোয়ারীরা দক্ষিণায়নে বসতি স্থাপনের পর তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এলে এলাকার মানুষের সচেতনতা বাড়ে। বিশেষ করে পাটোয়ারী পরিবারের এক সন্তান কেরামত পাটোয়ারী সরকারের উচ্চপদে আসীন হলে এলাকায় তিনি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। এতে শুধু দক্ষিণায়নেই নয় আশেপাশের এলাকার লোকজনও শিক্ষাদীক্ষা ও অর্থসম্পদে সমৃদ্ধি অর্জন করে।

[সিলেট সরকারি কলেজ, সিলেট]

ক. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের রাজা কে ছিলেন? ১

খ. প্রথম আব্দুর রহমানকে কুরাইশদের বাজপাখি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. কেরামত পাটোয়ারীর কার্যক্রমের সাথে স্পেনের কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পার্শ্ববর্তী এলাকার মত উন্নত স্পেনের প্রভাবে যে এলাকা সমৃদ্ধ হয়েছিল তার মূল্যায়ন কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের রাজা ছিলেন রডারিক।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ সৃজনশীল ১৪ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পার্শ্ববর্তী এলাকার মতো উন্নত স্পেনের প্রভাবে ফ্রান্স, জার্মানসহ পুরো ইউরোপ সমৃদ্ধ হয়েছিল।

মুসলমানদের স্পেন অভিযানের পূর্বে স্পেনের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে তারিক বিন জিয়াদ কর্তৃক স্পেন বিজয় স্পেন তথা পুরো ইউরোপের ইতিহাসে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইউরোপীয়রা মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

উদ্দীপকের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দ্বারা ফ্রান্স, জার্মান, পর্তুগাল, অ্যাকুইটন প্রভৃতি অঞ্চল নির্দেশ করে। আর দক্ষিণায়ন মূলত স্পেনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের পূর্বে এ সকল অঞ্চলের ন্যায় স্পেনেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ ছিল। অবশেষে তারিক বিন জিয়াদ কর্তৃক ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেন বিজয় একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মুসলমানদের উন্নত শাসনে স্পেনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে। যার প্রভাব শুধু স্পেনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পুরো ইউরোপে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্স, জার্মান পর্তুগালসহ পুরো ইউরোপবাসী কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করে পরবর্তীতে উন্নত ইউরোপ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উন্নত স্পেনের প্রভাবে পার্শ্ববর্তী দেশ ফ্রান্স, জার্মান, পর্তুগালসহ পুরো ইউরোপ সমৃদ্ধশালী হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৩ শিল্প বিপ্লবের বদৌলতে ইংল্যান্ড এখন ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো অনেক সমৃদ্ধ দেশ। তিনি রাজধানীতে প্রাসাদ, মসজিদ, স্নানাগার, ফোয়ারা, স্কুল মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। ৫০ কোটি দিরহাম ব্যয়ে কাসর আল আবলাক নামক প্রাসাদ নির্মাণ করেন। হার্ভার্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মেধাবী শিক্ষার্থী ও গবেষকগণ জ্ঞান চর্চা করত।

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

ক. দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন কে? ১

খ. স্লাভ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল কেন? ২

গ. ইংল্যান্ডের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের রাজ্যের সমৃদ্ধির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "কর্ডোভা নগরী মধ্যযুগীয় ইউরোপেই নয় গোটা বিশ্বে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলো ছড়িয়েছে" উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন খলিফা আল-হাকিম।

খ তৃতীয় আব্দুর রহমান তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দিয়ে উপলব্ধি করেন যে, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে সাম্রাজ্যকে নিরাপদ রাখতে হলে একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠনের বিকল্প নেই। তার এই চিন্তাধারা থেকেই পরবর্তীতে জার্মান, ফ্রান্সিস ও ইটালিয়ান বংশোদ্ভূত বিদেশিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করা হয় যা স্লাভ বাহিনী নামে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি নজদ নামক একজন বিশ্বস্ত স্লাভ প্রধানকে বাহিনীর সেনাপতিত্ব প্রদান করেছিলেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সাথে স্পেনের তৃতীয় আব্দুর রহমানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সামঞ্জস্য রয়েছে।

তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় স্পেনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। এসময় স্পেনে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। সেচব্যবস্থার দ্বারা অনুর্বর ও পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা করা হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে তিনি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শিল্প-কারখানা স্থাপন করেন।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে ইংল্যান্ড শিল্প বিপ্লবের বদৌলতে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করে। ইংল্যান্ডের প্রশস্ত সব রাস্তা, সুরম্য হর্ম্যরাজী এমনভাবে আলোকোজ্জ্বল থাকে যে কেউ তা দেখলে তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উপলব্ধি করতে পারবে। একইভাবে তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময়ও স্পেন অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। তার শাসনামলে নলযোগে পানি সরবরাহ করে অনুর্বর ভূমিকে শস্যশালিনী করার মতো বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা পর্যটকদের বিস্ময়ের উদ্রেক করত। এরূপ ব্যবস্থাপনায় কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি এবং শিল্পেরক্ষেত্রে প্রসারতা লক্ষ করা যায়। স্পেনের উন্নতমানের রেশমি ও পশমি কাপড় সমগ্র ইউরোপে সমাদৃত হয়। এ সময় স্পেনে লোহা, ইস্পাত, চামড়া, কয়লা ইত্যাদির কারখানাও গড়ে ওঠে। শিরস্ত্রাণ, তলোয়ার, লৌহকপাট ও বাতি নির্মাণে স্পেন জগৎ জোড়া খ্যাতি লাভ করে। এ সকল উন্নতির কারণে স্পেন তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করে।

ঘ "কর্ডোভা নগরী মধ্যযুগীয় ইউরোপেই নয় গোটা বিশ্বে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলো ছড়িয়েছে"— উক্তিটি যথার্থ।

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভায় এক নবযুগের সূচনা হয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য কর্ডোভায় অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তৃতীয় আব্দুর রহমানের আমলে কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়। কর্ডোভার জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন দার্শনিক ইবনে মাসায়াহ, জ্যোতির্বিদ আহমদ-বিন-নসর, চিকিৎসক আবির-বিন-সাঈদ, ইয়াহিয়া-বিন-ইসহাক প্রমুখ।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ইংল্যান্ড আজ শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রগামী। সেখানে হার্ভার্ড, ক্যামব্রিজের মতো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। সেখানে সারাবিশ্বের মেধাবী শিক্ষার্থী ও গবেষকরা জ্ঞানচর্চা করেন। একইভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছিল। ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, সংগীত, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্ডোভায় বিদ্যমান পন্ডিত ও স্থাপত্যবিদগণ অপরিসীম অবদান রেখে গেছেন। কর্ডোভাতে ২৭টি অবৈতনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অসংখ্য লাইব্রেরিও ছিল। এছাড়া কর্ডোভায় অসংখ্য মাদ্রাসা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্পেনে শিক্ষার মূলকেন্দ্র। কর্ডোভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি রাজকীয় গ্রন্থাগারও গড়ে তোলা হয়। এ সময় স্পেনের শিক্ষা সংস্কৃতির মান এত উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল যে বিশিষ্ট ডাচ পন্ডিত ডোজি ও অন্যান্য পন্ডিতেরা উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'প্রত্যেকেই পড়তে ও লিখতে পারে।'

পরিশেষে বলা যায় যে, মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অপরিসীম অবদান রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ নাজিরপুরের জমিদার আজিজ সাহেবের শাসনকালকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। তিনি তার শাসিত এলাকায় নতুন করে একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। এশিয়া-আফ্রিকা থেকে পৃথক ওই অঞ্চলে তিনি যে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ছিল উক্ত অঞ্চলের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। *[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. স্পেনের বর্তমান রাজধানীর নাম কী? ১

খ. কর্ডোভা নগরী সম্পর্কে লেখ? ২

গ. উদ্দীপকে কোন অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে? উক্ত অঞ্চল বিজয়ের ঘটনা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কোন শাসককে নির্দেশ করা হয়েছে? তার কৃতিত্ব আলোচনা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেনের বর্তমান রাজধানীর নাম মাদ্রিদ।

খ প্রথম আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে তার উত্তরাধিকারীদের দ্বারা সমৃদ্ধ কর্ডোভা ছিল সমসাময়িক যুগের জগৎমণি, অনুপম ও ঐশ্বর্যশালী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক শহর।

মুর সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র কর্ডোভার গৌরব ও বৈভব ছিল অতুলনীয়। কর্ডোভা নগরী ছিল সৌন্দর্যমন্ডিত ও সুরক্ষিত এবং শহরে পয়ঃপ্রণালি ও রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা ছিল। এর সাতশ বছর পরেও লন্ডনে কোনো সরকারি বাতির ব্যবস্থা ছিল না। অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, হাম্মামখানা, প্রাসাদ, অট্টালিকা পুষ্প উদ্যান ও শিল্পকলার জন্য কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

গ উদ্দীপকে ইউরোপের স্পেন অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে। যে অঞ্চল উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামলে বিজিত হয়।

স্পেন বিজয় আরবদের বৃহত্তম সামরিক অভিযানগুলোর মধ্যে সর্বশেষ এবং সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযান। সেনাপতি তারিক ও মুসা স্পেনের রাজা রডারিককে পরাজিত করে স্পেনে মুসলিম শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের এ বিজয়ের ফলে স্পেনে শুধু উমাইয়া বংশের প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং ইউরোপে ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।

উদ্দীপকে এশিয়া-আফ্রিকা থেকে পৃথক এমন একটি অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে। যেখানে একজন শাসক প্রথমে আমিরাত এবং পরে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এর মাধ্যমে উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান কর্তৃক শাসিত স্পেনকে নির্দেশ করা হয়েছে। আর মুসলমানরা স্পেনের স্বৈরাচারী শাসক রডারিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করার মাধ্যমে স্পেনে মুসলিম উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করে। কাউন্ট জুলিয়ানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উত্তর' আফ্রিকার উমাইয়া গভর্নর খলিফা আল-ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে মুসা ৭,০০০ সৈন্যসহ তারিক বিন জিয়াদকে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে প্রেরণ করেন। রাজা রডারিকের প্রদেশপাল থিওডমিরকে পরাজিত করে তিনি রাজধানী টলেডোর দিকে অগ্রসর হন। রাজা রডারিক সর্বমোট ১ লাখ ২০ হাজার সৈন্যসহ গোয়াডিলেট কুইভার নদীর তীরে মেসিডোনিয়া রণক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর সাথে সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের পর পরাজিত হন। মুসলিম বাহিনী মালাগা, গ্রানাডা, কর্ডোভা এবং টলেডো দখল করেন। এরপর মুসা নতুন অভিযান পরিচালনা করে সেভিল, মেরিডা, কারমোনা প্রভৃতি শহর জয় করেন। আর এভাবে ৭১২ হতে ৭১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিষ্টান অধ্যুষিত স্পেন মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ঘ সৃজনশীল ১৩ এর 'ঘ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৫ আব্বাসি খিলাফতে হিমারীয়-মুদারীয়, পারসিক, তুর্কি, সেমেটিক ও বার্বারদের মধ্যে জাতিগত বিভেদও গোত্রকলহ এ সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে। আর অনিয়ন্ত্রিত উত্তরাধিকার নীতি এ পতনকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল। খলিফা আল মামুনের পরবর্তী দুর্বল ও অযোগ্য খলিফাদের ভোগবিলাসিতাও সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীণ বাজিয়েছিল। তবে অবশেষে ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে হালাকু খান কর্তৃক আক্রমণে বাগদাদ ধ্বংসের মাধ্যমে আব্বাসীয় বংশের দীপশিখা চিরতরে নিভে যায়। *[লালবাগ সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. দারুল হিকমাহ কী? ১

খ. শিক্ষার প্রসারে স্পেনীয় মুর শাসকগণ কীরূপ অবদান রাখেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে স্পেনীয় মুসলিম শাসকদের পতনের অভ্যন্তীণ কারণের সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটির আলোকে উক্ত বংশের পতনের বহিঃকারণগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দারুল হিকমাহ ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ভবন।

খ শিক্ষার প্রসারে স্পেনীয় মুর শাসকদের অবদান ছিল অপরিসীম।

স্পেনে মুসলিম আমলে শাসকগণ অসংখ্য মাদ্রাসা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্পেনে শিক্ষার মূলকেন্দ্র। এ আমলে সমগ্র স্পেনে সত্তরটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুরগণ তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, মননশীলতা জ্ঞানচর্চার দ্বারা ইউরোপে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের সাথে স্পেনীয় মুসলিম শাসকদের পতনের অভ্যন্তরীণ কারণগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে।

৭৯১-৯১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় আব্দুর রহমান সেখানে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন, যা ১০৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সগৌরবে টিকেছিল। এরপর থেকে সমগ্র স্পেনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের উত্থান হয় এবং উমাইয়া সাম্রাজ্যে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সমস্যা দেখা দেয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা স্পেন হতে বিতাড়িত হয়। উদ্দীপকে স্পেনে উমাইয়া শাসনের পতনের এ দিকগুলোরই প্রতিফলন লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, আব্বাসি খিলাফতে হিমারীয়-মুদারীয়, পারসিক, তুর্কি, সেমেটিক ও বার্বারদের মধ্যে জাতিগত বিভেদ ও গোত্রকলহ এ সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করে। এছাড়া অনিয়ন্ত্রিত উত্তরাধিকার নীতি, দুর্বল ও অযোগ্য খলিফাদের ভোগবিলাসিতা এবং রাজকোষের শূন্যতা তাদের পতনের বীণকে আরও তীব্রতর করে। ঠিক একইভাবে স্পেনে উমাইয়া শাসন পতনের পেছনে এ কারণগুলো পরিলক্ষিত হয়। ১০৩১ খ্রিস্টাব্দের পর স্পেনে ইয়েমেনি, সিরিয়ান, সুদানীয়, হিমারীয় ও বার্বার গোত্রভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশের উত্থান ঘটে। অধিকন্তু স্পেনে মুসলিম বিদ্বেষী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক বাস করত। ফলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে, যা স্পেনে উমাইয়া শাসনের ভিত দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া এ সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাবে রাজপ্রাসাদে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তাদের শক্তি-সামর্থ্যও দুর্বল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় হাকামের পরবর্তী শাসকেরা ছিল দুর্বল ও বিলাসী। এ দুর্বল ও বিলাসপ্রিয় শাসকদের বিলাসিতা, জ্ঞানী ও নিজেদের পরিবারকে পারিতোষিক প্রদান ও স্থাপত্য শিল্পে অজস্র অর্থ ব্যয়ে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। আর এ সকল কারণই স্পেনে উমাইয়া শাসনের পতনকে ত্বরান্বিত করে, যা উদ্দীপকেও লক্ষণীয়।

ঘ উদ্দীপকের শেষোক্ত উক্তিটির আলোকে বলা যায়, স্পেনে উমাইয়া বংশের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল বহিঃআক্রমণ।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, আব্বাসিদের পতনের পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান ছিল। তবে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খানের আক্রমণে বাগদাদ ধ্বংসের মাধ্যমে আব্বাসীয় বংশের দীপশিখা চিরতরে নিভে যায়। স্পেনে উমাইয়া শাসনের ক্ষেত্রেও এ বিষয়টি লক্ষণীয়

উমাইয়া শাসনামলে স্পেনে ফ্রান্সের কলোনি থাকলেও ফ্রান্সে স্পেনের মুসলমানদের কোনো কলোনি ছিল না। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্পেনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে খ্রিস্টানরা তাদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয় এবং মুসলমানদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ক্রমশ স্তিমিত হতে থাকে। স্পেনে উমাইয়া দুর্বল শাসকদের আমলে উমর ইবনে হাফসুনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মুসলিমবিরোধী আন্দোলনের ইন্ধন যোগায়। উদ্দীপকের আব্বাসি বংশের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ হালাকু খানের বাগদাদ আক্রমণের মতোই স্পেনের মুসলিম শাসনের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল দুটি— খ্রিস্টান রাজ্য ক্যাস্টাইল ও আরাগনার জোট। স্পেন হতে মুসলমানদের চিরতরে বিতাড়িত করার জন্য তারা এ জোট গঠন করেন। এছাড়া ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে ইসাবেলা ও ফার্ডিন্যান্ডের বিবাহ বন্ধন এক নতুন মাত্রা যোগ করে। তারা যৌথভাবে স্পেন আক্রমণ করে। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তারা গ্রানাডাতে প্রবেশ করে এবং তাদের হঠকারিতায় সুলতান আবু আব্দুল্লাহ আল হামরা প্রাসাদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এভাবে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, স্পেনে উমাইয়া শাসনের পতনের পেছনে অভ্যন্তরীণ কারণের পাশাপাশি বহিঃকারণগুলোও সমানভাবে দায়ী ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৬ ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে সুলতানপুরের শাকিল চৌধুরী পূর্বপুরুষদের জমিদারী হতে বিতাড়িত হন। তিনি নিজের ঘনিষ্ঠ সহচরদের কয়েকজনকে নিয়ে দূরবর্তী মামার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং জমিদারির অংশ বিশেষ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। শাকিল চৌধুরীর অবস্থান গ্রহণের পর পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী শাসকের শান্তিপ্রস্তাব গ্রহণের ভান করে কৌশলে তার শাসিত অঞ্চল দখল করে নেয়। কিন্তু এতেও তার চূড়ান্ত বিজয় সম্পন্ন হয়নি। তাকে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। অবশেষে শুধু জয়লাভই নয় বরং তিনি জনগণের আস্থাও অর্জন করেন। *[ঢাকা সিটি কলেজ]*

ক. স্পেনে উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১

খ. প্রথম আব্দুর রহমানকে 'কুরাইশদের বাজপাখি' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরীর সাথে কোন উমাইয়া যুবরাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জমিদারীর অংশবিশেষ দখলের মত উক্ত যুবরাজের দখলকৃত অঞ্চলে কীভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেনে উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রহমান আদ-দাখিল।

খ বহুমুখী প্রতিভার জন্য প্রথম আব্দুর রহমানকে কুরাইশদের বাজপাখি বলা হয়।

আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের বিরুদ্ধে আল মনসুর একটি অভিযান প্রেরণ করেন। আদ-দাখিল আল মনসুর এর সেনাপতিকে পরাজিত করে তার ছিন্ন মস্তক ও একটি চিঠিসহ আল মনসুরের দরবারে প্রেরণ করেন। তার অন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে "কুরাইশদের বাজপাখি" বলে অভিহিত করেছেন।

গ উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরীর সাথে উমাইয়া যুবরাজ প্রথম আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

উমাইয়া ও আব্বাসি দ্বন্দ্ব ছিল দীর্ঘদিনের। তাদের যে কোনো এক গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসলে অন্যদের চরমভাবে দমন-পীড়ন চালাত। উমাইয়াদের সরিয়ে আব্বাসীয়রা ক্ষমতায় আসলে আব্দুর রহমান এমনিই ভাগ্য বিপর্যয়ের শিকার হন।

ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে সুলতানপুরের শাকিল চৌধুরী যেমন পূর্বপুরুষের জমিদারি হতে বিতাড়িত হয়ে দূরবর্তী মামার বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং পরবর্তীতে জমিদারির অংশ বিশেষ পুনরুদ্ধার করেন। তেমনি উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটিয়ে আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলে আব্বাসীয়রা উমাইয়াদের নৃশংসভাবে হত্যা শুরু করে। এই নৃশংসতার হাত থেকে কেবল উমাইয়া যুবরাজ আব্দুর রহমান রক্ষা পায়। তিনি পালিয়ে গিয়ে উত্তর আফ্রিকার সিউটায় আশ্রয় লাভ করে এবং একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করে স্পেনে পুনরায় উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সুতরাং, উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরীর সাথে উমাইয়া যুবরাজ প্রথম আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে জমিদারির অংশবিশেষ দখলের মতো উক্ত যুবরাজ অর্থাৎ আব্দুর রহমান আদ-দাখিল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের অন্যতম কৃতিত্ব হচ্ছে স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠা করা। বর্বর ইয়েমেনি এ খ্রিস্টানদের দ্বারা বহুবার আক্রান্ত হলেও নিজ বুদ্ধিমত্তা বিচক্ষণতা এবং সামরিক দক্ষতার বলে এ সকল বিপদ হতে তিনি মুসলিম রাজ্য স্পেনকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। যদিও তিনি একসময় আব্বাসি অত্যাচারের শিকার হয়ে পালিয়ে স্পেনে এসেছিলেন।

উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরী রাজ্য দখলের ক্ষেত্রে যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করেন ঠিক একই ধরনের কৌশলের মাধ্যমে আব্দুর রহমানও স্পেন দখল করেন। শুধু কৌশল বা শান্তি প্রস্তাব নয় একসময় আব্দুর রহমান আদ-দাখিলকে 'মাসারা' নামক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশ নিতে হয়। যুদ্ধে স্পেনের শাসক ইউসুফ পরাজিত হলে আব্দুর রহমান স্পেন দখল করে। উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরীর ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। আব্দুর রহমান যেমন রাজ্য ও জনগণের মন জয় করেছিলেন শাকিল চৌধুরীও তা করতে পেরেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে শাকিল চৌধুরী উমাইয়া খলিফা আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের ন্যায় বিজিত অঞ্চলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶২৭ তনিমা তার নানার কাছে ইসলামের ইতিহাসের এক আমিরের একটি নতুন খেলাফত প্রতিষ্ঠার গল্প শুনছিল। এ আমিরের বংশের লোককে যখন গণহত্যা করা হয় তখন সৌভাগ্যক্রমে তিনি প্রাণে বেঁচে যান। স্বীয় বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী 'গ' নগরীকে একটি জমকালো শহরে রূপ দেয়।

[কুমুদিনী সরকারি কলেজ, টাঙ্গাইল]

ক. 'আদ দাখিল' বলা হয় কাকে? ১

খ. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২

গ. তনিমার নানার গল্পের সাথে তোমার পঠিত স্পেনে উমাইয়া শাসনামলের কোন আমিরের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর তোমার পঠিত উক্ত আমির ছিলেন স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেনের উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রহমানকে 'আদ দাখিল' বলা হয়।

খ কর্ডোভা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের গৌরবের কেন্দ্র ছিল কর্ডোভা, যা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। আর এ কারণেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

গ উদ্দীপকে তনিমার নানার গল্পের সাথে আমার পঠিত স্পেনের উমাইয়া শাসক আব্দুর রহমান আদ দাখিল-এর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তনিমার নানার বর্ণিত এক আমির সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান। তিনি একাধিক যুদ্ধে জয়লাভের পর একটি রাজ্যের অধিকারী হন। সকল বাধা-বিপত্তির অবসান ঘটিয়ে তিনি স্বীয় বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। যা আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের স্পেনে উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তিনি ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে জাবের যুদ্ধের মাধ্যমে আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস সাফফাহ সিংহাসনে আরোহণ করে উমাইয়া বংশকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য এক বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ চালায়। সৌভাগ্যক্রমে আব্দুর রহমান এই নিধন থেকে প্রাণে রক্ষা পান এবং তিনি সিরিয়া, মিসর, প্যালেস্টাইন ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে প্রবাসী জীবন কাটান। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের শাসনকর্তা ইউসুফের সঙ্গে মাসারা নামক স্থানে আব্দুর রহমানের একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে ইউসুফ পরাজিত এবং পরে নিহত হলে আব্দুর রহমান স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করে নেন। কর্ডোভায় তার রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। যেটিকে তিনি একটি জমকালো শহরে রূপ দেন এবং দীর্ঘ ৩২ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি প্রথম আব্দুর রহমান ছিলেন স্পেনের উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা।

আব্বাসিদের গণহত্যা থেকে পালিয়ে আব্দুর রহমান বিন মুয়াবিয়া দীর্ঘ পাঁচ বছর মিসর, সিরিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করার পরে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি যুদ্ধের মাধ্যমে স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করেন এবং সেখানে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মে স্পেনের শাসনকর্তা ইউসুফের সঙ্গে মাসারা নামক স্থানে আব্দুর রহমানের সাথে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আব্দুর রহমান বিজয় লাভ করেন এবং স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখল করেন। স্পেনে উমাইয়া বংশ বিপদমুক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তিনি দীর্ঘ ৩২ বছর সতর্কতা অবলম্বন করেন। এ সময় তিনি যে সকল বিদ্রোহ দমন করেন তাহলো– ইউসুফ ও স্যামুয়েলের বিদ্রোহ, ইয়েমেনি বিদ্রোহ, সেভিলে বিদ্রোহ, টলেডোর বিদ্রোহ। স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে ইউসুফের পুত্র, জামাতা এবং বার্সেলোনার গভর্নর ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফ্রান্সের শার্লিমানকে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু ৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তাদের সম্মিলিত বাহিনী আব্দুর রহমানের নিকট পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত শার্লিমান আব্দুর রহমানের সাথে সন্ধি করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রথম আব্দুর রহমান স্পেনে উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রশ্ন ▶২৮ ড. রাহি ইতিহাস বিষয়ক এক সেমিনারে স্পেনের এক শাসকের কথা উল্লেখ করে বলেন তিনি ছিলেন সবচেয়ে সফল শাসক। তিনি আপন প্রতিভা ও দক্ষতা বলে সকল বিদ্রোহ দমন করে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং দেশকে একটি সাম্রাজ্য ও খিলাফতে পরিণত করেন। তিনি তার দেশকে শুধু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাই করেন নাই, তিনি একে সুন্দর ও শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। এ সকল কারণে তাকে 'Saviour of Spain' বলা হয়।

[আহম্মদ উদ্দিন শাহ শিশু নিকেতন স্কুল এন্ড কলেজ, গাইবান্ধা]

ক. স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী? ১

খ. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২

গ. ড. রাহির উল্লিখিত শাসকের গৌরবোজ্জ্বল দিকগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. এ সকল কারণে তাকে 'Saviour of Spain' বলা হয়— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম তারিক বিন জিয়াদ।

খ কর্ডোভা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের গৌরব কেন্দ্র ছিল কর্ডোভা, যা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। আর এ কারণেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

গ ড. রাহির উল্লিখিত শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনকাল ছিল অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনকালকে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়। যথা-

(১) আমির হিসেবে কর্মকাণ্ড (৯১২-৯২৯ খ্রি.): প্রথমেই অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে আমির তৃতীয় আব্দুর রহমান বিশাল একটি স্লাভ বাহিনী গঠন করেন। ৯১৩ সালে এ বাহিনী দ্বারা তিনি সেভিল ও কারমেনির বিদ্রোহ দমন করেন। ৯১২ সালে উমর ইবনে হাফসুনকে দমন করে Tolox দুর্গ দখল করে নেন। এভাবে সকল বিদ্রোহ দমন করে রাজ্যে নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় তিনি খ্রিষ্টান ও উত্তর আফ্রিকার ফাতেমিদের সাথে দ্বন্দ্বে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়।

(২) খলিফা হিসেবে কর্মকাণ্ড (৯২৯-৬১ খ্রি.): ৯২৯ সালে তৃতীয় আব্দুর রহমান নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে স্বর্ণমুদ্রা ছাপান। এরপর স্পেনের সামগ্রিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। এ সময় স্থাপত্য ও শিল্পকলার তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ৯৩৬ সালের 'জোহরা প্রাসাদ' তাঁর অনন্য কীর্তি।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণে তৃতীয় আব্দুর রহমানকে 'Saviour of Spain' বলা হয়।

ড. রাহির উল্লেখকৃত শাসকের ন্যায় তৃতীয় আব্দুর রহমানও ছিলেন মুসলিম স্পেনের সবচেয়ে সফল শাসক। স্বীয় প্রতিভা ও দক্ষতাবলে তিনি সকল প্রকার বিদ্রোহ দমন করেন। নিজের প্রতিষ্ঠিত বিশাল স্লাভ বাহিনী দ্বারা স্পেনের জাতীয়তাবাদী নেতা ওমর বিন হাফসুনের Tolox দুর্গ দখল করে তাকে চূড়ান্তভাবে দমন করেন। তাছাড়াও এ সময় উত্তরাঞ্চলের খ্রিষ্টান ও আফ্রিকার ফাতেমীয়দের স্পেন জয়ের আশা তিনি চিরতরে ধুলিসাৎ করে দেন।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকের শাসকের মতো তিনি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করে স্পেনে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এছাড়া তিনি মুসলিম স্পেনকে রক্ষাই করেননি বরং একে সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিতও করেছিলেন। এ সময় কর্ডোভা ছিল 'The Jewel of the World'। এ সকল কারণ তাকে 'Saviour of Spain' বলা হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৯ ভারতীয় মুসলমানদের বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় সমাজ ছিল বহুধা বিভক্ত। শ্রেণীভেদ প্রথা ভারতীয় জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। রাজনৈতিকভাবেও ভারতীয় সমাজ ছিল শতধা বিভক্ত ছোট ছোট ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রগ্রন্থি। সমাজে শূদ্রদের কোন অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না। আর গীতা পাঠের ক্ষেত্রেও শূদ্ররা বৈষম্যের শিকার হতো। তারা অন্য কোনো কাজ করতে পারতো না, যা মুসলমানদের সাম্যের বাণীর প্রতি ভারতীয়দের খুব সহজেই আকর্ষণ করেছিল। এছাড়া সিন্ধুর রাজা দাহিরের কুশাসন ভারতে মুসলিম অভিযানের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছিল। *[শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, ঢাকা]*

ক. আব্দুর রহমান আদ দাখিল কত খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতা দখল করেন? ১

খ. আব্দুর রহমান আদ দাখিল কীভাবে ক্ষমতা দখল করেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে মুসলমানদের আগমনের প্রাক্কালে স্পেনীয় সমাজের মিল কোথায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত অনুরূপ পরিস্থিতি কি স্পেনে মুসলিম অভিযানকে ত্বরান্বিত করেছিল? যৌক্তিক মত দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্দুর রহমান আদ দাখিল ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতা দখল করেন।

খ আব্দুর রহমান আদ দাখিল স্পেনের হিমারীয় জনগোষ্ঠীর সহায়তায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস সাফফার উমাইয়া নিধনযজ্ঞ থেকে বাঁচতে আব্দুর রহমান প্রথমে দামেস্ক থেকে ফোরাত নদীর তীরবর্তী শহর 'রাহ' তে আত্মগোপন করেন। অতঃপর তিনি সিরিয়া, প্যালেস্টাইন হয়ে উত্তর আফ্রিকায় গমন করেন। তবে শাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে তিনি স্পেনের দিকে মনোনিবেশ করেন। তৎকালীন মুদারীয় শাসনকর্তা ইউসুফের কুশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে হিমারীয় দলপতি উবায়দুল্লাহ বিন উসমান এবং আবদুল্লাহ বিন খালিদ আব্দুর রহমানকে স্পেনে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। পরবর্তীতে আব্দুর রহমান স্পেনে গমন করলে তাকে আমির ঘোষণা করা হয়। তার নামে খুৎবা পাঠ করা হয়। এভাবে হিমারীয়দের সহায়তায় আব্দুর রহমান ক্ষমতা লাভ করেন।

গ উদ্দীপকের সাথে মুসলমানদের আক্রমণের প্রাক্কালে স্পেনের সমাজের বৈষম্যের দিক দিয়ে মিল রয়েছে।

মুসলিমদের বিজয়ের পূর্বে স্পেনের সামাজিক অবস্থা ছিল বৈষম্যময়। সে সময়ে সমাজে কতগুলো শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। উচ্চ শ্রেণি ও নিম্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যকার বৈষম্য ছিল পাহাড়সম। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণির সম্প্রদায় ছিল বঞ্চিত ও দুর্দশাগ্রস্ত। এমনকি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও জনগণের স্বাধীনতা ছিল না। উদ্দীপকেও এ বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলমানদের ভারত বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতীয় সমাজ ছিল বহুধা বিভক্ত। রাজনৈতিকভাবেও ভারতীয় সমাজ ছিল শতধা বিভক্ত ছোট ছোট ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রগ্রন্থি। সমাজে শূদ্রদের কোনো অর্থনৈতিক অধিকার ছিল না। আর গীতা পাঠের সময়ও শূদ্ররা বৈষম্যের শিকার হতো। ঠিক একইভাবে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের সমাজেও অভিজাত, নিম্ন শ্রেণিভুক্ত কৃষক এবং ক্রীতদাস এই তিন শ্রেণির লোক বাস করত। অভিজাত সম্প্রদায় আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করত। মধ্যশ্রেণির লোকদের সকল প্রকার কর প্রদান করতে হতো। কৃষকদের নিজস্ব কোনো জমি ছিল না এবং ক্রীতদাসদের মানুষ বলে গণ্য করা হতো না। আবার তখন স্পেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল এবং শাসনকর্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহ বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া সে সময়ে জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। খ্রিষ্টান ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হতো না। ইহুদিদেরকে হয় খ্রিষ্টান না হয় সেবাদাস হয়ে জীবনযাপন করতে হতো। আর এসব দিক দিয়েই উদ্দীপকের সাথে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে বর্ণিত অনুরূপ পরিস্থিতি স্পেনে মুসলিম অভিযানকে ত্বরান্বিত করেছিল।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, মুসলমানদের বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের সমাজে শ্রেণিভেদ প্রথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, ধর্মীয় ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের সাম্যের বাণী ভারতীয়দের খুব সহজেই আকর্ষণ করেছিল। এছাড়া সিন্ধুর রাজা দাহিরের কুশাসন ভারতে মুসলিম অভিযানের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছিল। অনুরূপভাবে স্পেনের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং রডারিকের কুশাসন স্পেনে মুসলিম অভিযানকে ত্বরান্বিত করেছিল।

স্পেনের গথিক রাজা রডারিকের কুশাসনে সাধারণ স্পেনবাসী, ক্রীতদাস, ভূমিদাস এবং উৎপীড়িত ইহুদিগণ জর্জরিত এবং দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এসব নির্যাতিত জনসাধারণই খলিফা আল ওয়ালিদের আফ্রিকার শাসনকর্তা মুসাকে স্পেন জয় করতে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে। তাছাড়া সিউটা দ্বীপের শাসনকর্তা কাউন্ট জুলিয়ান ছিলেন মৃত ও সিংহাসনচ্যুত উইটিজারের জামাতা। তিনি প্রথানুযায়ী তার সুন্দরী কন্যা ফ্লোরিডাকে রাজকীয় আদব-কায়দা শেখানোর জন্য রডারিকের দরবারে প্রেরণ করলে রডারিক ফ্লোরিডার শ্লীলতাহানি করে। শ্বশুর হত্যা ও কন্যার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কাউন্ট জুলিয়ান মুসা ইবনে নুসাইরকে স্পেন আক্রমণের জন্য আহ্বান জানান, যা স্পেনে মুসলিম অভিযানকে ত্বরান্বিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, স্পেনের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৈন্যদশা, সর্বোপরি রাজা রডারিকের কুশাসন স্পেনে মুসলমানদের বিজয় অভিযানকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ৩০ মণ্ডল বংশের শাসক শাসন ক্ষমতা দখল করে মৃধা বংশের লোকজনদের নির্মমভাবে হত্যা করতে শুরু করে। তাদের এই হত্যাকাণ্ড থেকে ফরিদ নামক মৃধা বংশের রাজপুত্র রেহাই পেয়ে বহু দূরে মাকরান নামক স্থানে নিজ বংশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু সেখানকার শাসক তার প্রতি বিশেষ নজর রাখার জন্য সেখানে বংশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। কিন্তু মাকরানের পাশের দেশ মুলতানের শাসক ছিল দুর্বল ও দুশ্চরিত্রের ফলে তিনি সেই দেশে যান এবং যুদ্ধে ঐ দেশের শাসককে পরাজিত করে সেখানে মৃধা বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। *[রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী]*

ক. স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম কী? ১

খ. কর্ডোভাকে 'ইউরোপের বাতিঘর' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত রাজপুত্রের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রাজপুত্রের সাথে তোমার পঠিত উক্ত শাসকের তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেন বিজয়ী মুসলিম সেনাপতির নাম তারিক বিন জিয়াদ।

খ সমৃদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার জন্য কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়ে থাকে।

স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম আব্দুর রহমান কর্ডোভা নগরীকে সমৃদ্ধ করেন। তার উত্তরাধিকারীদের প্রচেষ্টায় এটি সমৃদ্ধ হতে থাকে এবং তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলে পূর্ণতা লাভ করে। এ শহরে ২৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ৭০টি গ্রন্থাগার এবং ৫০টি হাসপাতাল ছিল। শহরে পয়ঃপ্রণালি ও রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার জন্য কর্ডোভাকে সমগ্র ইউরোপের বিদ্যাপীঠও বলা হতো।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজপুত্র ফরিদের মৃধা বংশ প্রতিষ্ঠার সাথে স্পেনের শাসক আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের মিল রয়েছে।

জাবের যুদ্ধে উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের পরাজয়ের ফলে পতন ঘটে উমাইয়া খিলাফতের। প্রতিষ্ঠিত হয় আব্বাসি বংশ। এ বংশের প্রথম খলিফা রক্তপিপাসু আবুল আব্বাস-আস সাফফা তার সিংহাসনকে সম্পূর্ণভাবে কণ্টকমুক্ত করার জন্য উমাইয়া বংশীয়দেরকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। দামেস্কের দশম খলিফা হিশামের দৌহিত্র বিশ বছরের যুবক আব্দুর রহমান ইবনে মুয়াবিয়া ভাগ্যক্রমে এ হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পান। দীর্ঘ পাঁচ বছর তিনি ছদ্মবেশে ফিলিস্তিন, মিসর এবং উত্তর আফ্রিকা ঘুরে ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সিউটায় গমন করেন। পরবর্তীকালে তিনি স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকে রাজপুত্র ফরিদ আব্দুর রহমানের মতই অত্যাচারের শিকার হয়ে মাকরানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। একসময় মুলতানে মৃধা বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। একইভাবে আব্দুর রহমান পালিয়ে স্পেন গেলেও নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতাবলে একসময় স্পেনে উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং, মুলতানে রাজপুত্র ফরিদের মৃধা বংশ প্রতিষ্ঠার সাথে উমাইয়া খলিফা আব্দুর রহমানের মিল রয়েছে।

ঘ নতুন করে আবার হারানো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের কর্মকাণ্ড থেকে ভালো ছিল।

আব্দুর রহমান উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন। স্পেনে যখন হিমারীয় ও মুদারীয়গণ দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত ছিল, তখন আব্দুর রহমান স্বগোত্রীয় হিমারীয়দের সাহায্য লাভের আশায় বদর নামক বিশ্বস্ত অনুচরকে স্পেনে প্রেরণ করেন। তিনি সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি পেয়ে স্পেনের নিকটবর্তী আল মুনিকার নামক স্থানে অবতরণ করেন। স্পেনে অবতরণ করে আব্দুর রহমান বিপুল সমর্থন ও অভিনন্দন লাভ করেন। ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মাসারার যুদ্ধে আব্দুর রহমান আব্বাসীয় শাসক ইউসুফকে পরাজিত করে স্পেনে আবার স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজপুত্র ফরিদ নিজের জন্মভূমি থেকে পালিয়ে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে দূরবর্তী মাকরান অঞ্চলে আশ্রয় নেন। পরবর্তীতে মুলতানের শাসককে পরাজিত করে সেখানে মৃধা বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। নিজের হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেননি। কিন্তু আব্দুর রহমান নিজের ক্ষমতা ও দক্ষতার দ্বারা হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পান। এটি রাজপুত্র ফরিদের কর্মকাণ্ডের চেয়ে প্রশংসনীয়। আব্দুর রহমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় অসামান্য অবদান রাখেন যা রাজপুত্র ফরিদের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মিল থাকলেও দক্ষতা, যোগ্যতা, প্রকৃত শাসন কায়েম, জনসেবায় রাজপুত্র ফরিদের চাইতে আব্দুর রহমান অধিক প্রশংসার দাবিদার।

প্রশ্ন ▶ ৩১ খলিফা আবিদ রহমান সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তিনি সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে এবং প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। *[দর্শনা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা]*

ক. আদ-দাখিল বলা হয় কাকে? ১

খ. কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে ফাতেমি বংশের কোন খলিফার বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে উক্ত খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আংশিক ফুটে উঠেছে— তোমার উত্তরের পক্ষে মতামত দাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রথম আব্দুর রহমানকে আদ-দাখিল বলা হয়।

খ কর্ডোভা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল বলে কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

উমাইয়া রাজত্বকালে স্পেনের গৌরব কেন্দ্র ছিল কর্ডোভা, যা মধ্যযুগে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং এটি ইউরোপের সবচেয়ে সৌন্দর্যের নগরী ছিল। কর্ডোভার কারুকার্যখচিত প্রাসাদ, সুনির্মিত অট্টালিকা পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় ছিল। আর এ কারণেই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘর বলা হয়।

গ উদ্দীপকে ফাতেমীয় বংশের খলিফা আল-মুইজের বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে।

পিতা আল মনসুরের মৃত্যুর পর আবু তামিম মাদ 'আল-মুইজ' উপাধি ধারণ করে ফাতেমি খিলাফতে আরোহণ করেন। ফাতেমি খিলাফতের তিনি চতুর্থ খলিফা। তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং দক্ষতা ফাতেমি সাম্রাজ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের খানিকটা উদ্দীপকের খলিফা আবিদ রহমানের মধ্যে লক্ষণীয়।

খলিফা আবিদ রহমান সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে এবং কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের ক্ষেত্রেও এমনটিই লক্ষণীয়। তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে সমগ্র সাম্রাজ্যকে প্রদেশে এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করে সেখানে সুযোগ্য শাসক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় তার পৃষ্ঠপোষকতা অবিস্মরণীয়। তিনি নিজেও ভাষাতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তার সময়ে শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তিনি সুদীর্ঘ তেইশ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে দক্ষতার সাথে শাসন পরিচালনা করেন। শাসনক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাকে ফাতেমি রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত খলিফা আবিদ রহমানের বৈশিষ্ট্যাবলি ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের বৈশিষ্ট্যকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে উক্ত খলিফায় অর্থাৎ আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আংশিক ফুটে উঠেছে— মন্তব্যটি যথার্থ।

খলিফা আল-মুইজের সিংহাসন আরোহণ ফাতেমি খিলাফতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জনকল্যাণমুখী এই শাসক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, যার বলেই তিনি নিজ সাম্রাজ্যকে উন্নতির শীর্ষে উন্নীত করেন। উদ্দীপকে তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সামান্যই ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে খলিফা আল-মুইজের সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখার আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু তিনি ফাতেমি খিলাফতকে একটি শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করাতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রথমেই তিনি খিলাফতের নিরাপত্তা বিধানে মনোযোগী হন। মরক্কো, সিসিলি, মিসর বিজয় করে খিলাফতের পরিধি বৃদ্ধি করেন। তার অসাধারণ দক্ষতায় উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় ফাতেমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা আনয়নে তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সংস্কার করেন। ভূমি সংস্কারের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। চারিত্রিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, অমায়িক ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন। তার রুচিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে তার প্রতিষ্ঠিত নানা স্থাপত্যকর্মে। আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লিখিত দিকগুলো উদ্দীপকে উল্লেখ নেই।

ফাতেমি খলিফা আল-মুইজ একজন অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন খলিফা ছিলেন। তার দক্ষতার সামান্য পরিচয়ই আমরা উদ্দীপক থেকে লাভ করি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে আমরা সঠিক বলতে পারি।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶৩২ ইসলামপুর একটি জনবহুল এলাকা। এখানকার জনগণের প্রায় সবাই অশিক্ষিত। শিক্ষার অভাবে তাদের সামাজিক জীবন খুবই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। এই গ্রামেরই শিক্ষিত সন্তান জারিফ গ্রামের উন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি গ্রামে স্কুল, পাঠাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, মসজিদ প্রভৃতি স্থানে অবদান রাখেন। তারই প্রচেষ্টায় গ্রামটি শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠে। পরবর্তীকালে তার বংশধরগণও এর ধারাবাহিকতায় এলাকায় উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখে। */চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম/*

ক. জাবালুত তারিক কী? ১

খ. দ্বিতীয় আব্দুর রহমান মেরিদার বিদ্রোহ কীভাবে দমন করেন? ২

গ. উদ্দীপকে ইসলামপুরের মতো স্পেনের কোন এলাকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে? ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর তৎকালীন ইউরোপে স্পেনের উক্ত এলাকায় ও শিল্পকলায় সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি সাধিত হয়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেনের দক্ষিণে অবস্থিত জিব্রাল্টার প্রণালির পার্শ্ববর্তী পাহাড় জাবালুত তারিক বা তারিকের পাহাড় নামে পরিচিত।

খ দ্বিতীয় আব্দুর রহমান অত্যন্ত সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে মেরিদার বিদ্রোহ দমন করেন।

সিংহাসনে বসেই (৮২২ খ্রি.) দ্বিতীয় আব্দুর রহমান বিভিন্ন ধরনের বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের শিকার হন। অধিক কর নির্ধারণ ও কর সংগ্রাহকের নির্যাতন প্রতিরোধের দাবিতে মেরিদাতে প্রায় ৪০ হাজার ইহুদি ও খ্রিষ্টান বিদ্রোহ করলে দ্বিতীয় আব্দুর রহমান দক্ষতার সাথে তাদের মোকাবিলা করে পরাজিত করেন এবং ৭ হাজার বিদ্রোহীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে এ বিদ্রোহ দমন করেন।

গ উদ্দীপকের ইসলামপুরের মতো স্পেনের কর্ডোভায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল।

স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠাকারী শাসকগণ শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং সাম্রাজ্যকে সুন্দর, সমৃদ্ধিশালী ও সুশোভিত করার জন্য শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। স্থাপত্য নির্মাণ, মসজিদ, ইমারত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা স্পেনে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপরূপ নিদর্শন রেখে গিয়েছিল। আর স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে সবচেয়ে বেশি স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল।

উদ্দীপকের ইসলামপুরে যেমন স্কুল, পাঠাগার, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের মাধ্যমে এখানকার সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়, তেমনি কর্ডোভা নগরীতে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রহমান ও তার উত্তরাধিকারীগণ কর্ডোভাকে সমসাময়িককালে এক সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ইসলামপুর যেন কর্ডোভা নগরীরই প্রতিরূপ।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, তৎকালীন ইউরোপের স্পেনের কর্ডোভা নগরীতে স্থাপত্য ও শিল্পকলার সবচেয়ে বেশি অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসে মুসলিম স্পেন অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছিল। প্রথম আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তীকালে তার উত্তরাধিকারীদের দ্বারা সমৃদ্ধ কর্ডোভা নগরী ছিল সমসাময়িক যুগের জগৎমণি। স্থাপত্য ও শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন এখানে লক্ষ করা যায়।

সুরক্ষিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত এ শহরটি ২৪ মাইল দৈর্ঘ্য, ৩ মাইল প্রস্থ ও ১৪ মাইল পরিধি বিশিষ্ট ছিল। এ নগরীতে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের বসবাস ছিল। এ নগরীতে সেই সময়েই বাতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সূর্যাস্তের পর পথিক রাস্তার বাতির সাহায্যে দশ মাইল পদব্রজে যেতে পারত। অর্থাৎ তার সাতশত বছর পরেও লন্ডনে কোনো সরকারি বাতির ব্যবস্থা ছিল না। এ সময় কর্ডোভাতে তৎকালে ৩০০ মসজিদ, ১০০ প্রাসাদ, ১,১৩,০০০ গৃহ এবং ৩৮০টি হাম্মামখানা ছিল। এছাড়া ২৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অসংখ্য লাইব্রেরিসহ জনগণের চিকিৎসার জন্য ৫০টি হাসপাতাল ছিল। তবে স্পেনের স্থাপত্যশিল্পের অসামান্য কৃতিত্ব বহন করছে কর্ডোভার জামে মসজিদ।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, কর্ডোভার স্থাপত্য ও শিল্পকলার অগ্রগতি তৎকালীন সময়ে সমগ্র ইউরোপের মধ্যে অনন্য স্থান দখল করেছিল।

প্রশ্ন ▶৩৩ প্রতিপক্ষের আক্রমণে দাখেল আপনজন, ঘরবাড়ি সহায় সম্পত্তি হারিয়ে আজ নিঃস্ব ও রিক্ত। গৃহহীন পলাতক দাখেল বহু কষ্টে ঢাকায় আসে। ভাগ্য বিড়ম্বিত যুবক অনেক কষ্টে এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়দের বাসার খোঁজ পায়। সেখানে সে আশ্রয় লাভ করে। তার মধ্যে নতুন করে বাঁচার প্রত্যয় জাগে। মেধাবী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী দাখেল অনেক পরিশ্রম করতে থাকে। জমানো টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করে। বুদ্ধি ও পরিশ্রমে ব্যবসাকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যায়। বর্তমানে দাখেল একজন বিরাট শিল্পপতি। */পটুয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ/*

ক. স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রি.? ১

খ. আব্দুর রহমানকে আরবদের বাজপাখি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের দাখেলের জীবন প্রবাহ স্পেনের কোন উমাইয়া শাসকের জীবনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত শাসকই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘরে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু করেন? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ৭১১ খ্রিস্টাব্দে।

খ প্রথম আব্দুর রহমানের অনন্য কৃতিত্ব ও গুণাগুণের জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী আব্বাসি খলিফা আল মনসুর তাকে 'আরবদের বাজপাখি' বলে অভিহিত করেন।

প্রথম আব্দুর রহমান ৩৩ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে একটি দক্ষ ও কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রদর্শনেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি তার গতিপথের যাবতীয় প্রতিবন্ধকতাকে একক শক্তি দিয়ে নির্মূল করতেন।

গ উদ্দীপকের দাখেলের জীবনপ্রবাহ স্পেনের উমাইয়া শাসক আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের জীবনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পৃথিবীর ইতিহাসে যেসব ব্যক্তি কপর্দকহীন অবস্থা থেকে সাফল্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছেন তাদের মধ্যে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল অন্যতম। তিনি আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাস আস-সাফফার উমাইয়া নিধনযজ্ঞ থেকে সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান এবং নিজ যোগ্যতাবলে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করে ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩২ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। যা উদ্দীপকের দাখেলের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকের ঘর-বাড়ি সহায় সম্পত্তি সব হারিয়ে ঢাকায় আসা মেধাবী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী দাখেল অনেক পরিশ্রম করে টাকা জমিয়ে ব্যবসা শুরু করে। বুদ্ধি ও পরিশ্রমের মাধ্যমে সে তার ব্যবসাকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যায়। অনুরূপভাবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল আব্বাসি খলিফা আবুল আব্বাসের উমাইয়া নিধনযজ্ঞ থেকে সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে দামেস্কে পলায়ন করেন। পরবর্তীতে মাসারার যুদ্ধে জয়লাভ ও কয়েকটি বিদ্রোহ দমনের মাধ্যমে স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করেন। অবশেষে তার সাম্রাজ্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে দীর্ঘ ৩২ বছর শাসন পরিচালনার পর অদম্য সাহসী এ শাসক মৃত্যুবরণ করেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়।

https://teachingbd24.com

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি উক্ত শাসক অর্থাৎ আব্দুর রহমান আদ- দাখিলই কর্ডোভাকে ইউরোপের বাতিঘরে পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু করেন।

মুসলিম স্পেনের স্বর্ণযুগের প্রথম পদক্ষেপ ছিল আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের রাজত্বকাল। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় জ্ঞানচর্চা ও শিল্পকলার উৎকর্ষে তিনি অনন্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে 'মাসারার' যুদ্ধে ইউসুফকে পরাজিত করে কর্ডোভা নগরী দখল করেন তিনি কর্ডোভা নগরীকে বিশ্বের এক জমকালো নগরীতে পরিণত করেন।

আব্দুর রহমান আদ-দাখিল ছিলেন শিল্প সাহিত্যে গভীর অনুরাগী একজন শাসক। তিনি কর্ডোভা নগরীতে বহু স্থাপত্য নির্মাণ করে এর জৌলুস বৃদ্ধি করেন। তিনি কর্ডোভা মসজিদ নির্মাণ করতে ৮০,০০০ দিনার ব্যয় করেন। এটি সৌন্দর্য ও জাঁকজমকের দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্বের যে কোনো স্থাপত্যের সাথে তুলনীয়। অনিন্দ্য সুন্দর এ মসজিদটি ছিল 'তৎকালীন স্পেনীয় মুসলমানদের জন্য গৌরবের। মার্টিন হিউমের মতে, তার রাজধানী ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জমকালো। তিনি কর্ডোভা নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এ নগরীতে আরও অনেক মসজিদ, হাম্মাম, দুর্গ, পুল নির্মাণ করেন। নাগরিকদের সুবিধার্থে এখানে তিনি একটি বৃহৎ অনিন্দ্য সুন্দর জলাধার নির্মাণ করেন। মার্টিন হিউমের মতে, তার রাজধানী ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জমকালো। তিনি কর্ডোভা নগরীকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেন। পরবর্তী শাসকগণ এ নগরীর উৎকর্ষতা আরো বৃদ্ধি করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, আব্দুর রহমান আদ-দাখিল তার দীর্ঘ ৩৩ বছরের শাসনকালে তার কর্ডোভা নগরীকে অপরূপ এক নগরীতে পরিণত করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶৩৪ মানবজীবন ও মানুষের সংস্কৃতি পারস্পরিক সহায়ক শক্তি সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। স্পেনে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্থ-সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে। কর্ডোভার শ্রেষ্ঠত্ব এবং স্পেনে শিক্ষার প্রচার প্রসারে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে মুসলমানগণ। *[জাজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান কখন ইন্তেকাল করেন? ১

খ. স্পেনের স্থাপত্যশিল্পে উমাইয়াগণের অবদান ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কর্ডোভার শ্রেষ্ঠত্ব দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের উল্লিখিত দেশে শিল্পক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান ৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

খ স্পেনের স্থাপত্যশিল্পে উমাইয়াগণ অসামান্য অবদান রাখেন।

মুসলিম স্পেনের স্থাপত্যের ইতিহাসে উমাইয়াদের অনন্য কীর্তি ছিল আজ-জোহরা প্রাসাদ। তৃতীয় আব্দুর রহমান তার পত্নী আজ-জোহরার অনুরোধে তারই নামে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মনিমুক্তা খচিত স্তম্ভ রাজি ও অপূর্ব নকশা সম্বলিত কাঠের বীম, মার্বেল ও স্ফটিক পাথরে নির্মিত স্তম্ভের ওপর বৃত্তাকার গম্বুজ, চৌবাচ্চা, ঝরণা, গজদন্ত ও আবলুস কাঠের গবাক্ষ ছিল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। এছাড়াও উমাইয়াদের অন্যতম স্থাপত্য কীর্তি হলো কর্ডোভা মসজিদ। এভাবে উমাইয়াগণ স্পেনের স্থাপত্য শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

গ উদ্দীপকে কর্ডোভার শ্রেষ্ঠত্ব বলতে কর্ডোভার উন্নয়নকে বোঝানো হয়েছে।

প্রথম আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভা উমাইয়া শাসনে ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে। এই শহরটি সমসাময়িক যুগে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শহর ছিল। কর্ডোভা নগরী ছিল সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সুরক্ষিত। দৈর্ঘ্য ২৪ মাইল, প্রস্থ ৬ মাইল এবং ১৪ মাইল পরিধির কর্ডোভায় সে সময় লোকসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ। এ শহরে পয়ঃপ্রণালি ও রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই বাতির সাহায্যে পথিক দশ মাইল যেতে পারত। অথচ সাতশত বছর পরেও লন্ডনে কোনো সরকারি বাতির ব্যবস্থা ছিল না।

উদ্দীপকে কর্ডোভা শহরের কথা বলা হয়েছে যেখানে পয়ঃপ্রণালি ও বাতির ব্যবস্থা ছিল এবং অসংখ্য মসজিদ, প্রসাদ, গৃহ ছিল। অনুরূপভাবে কর্ডোভাতে ৩০০ মসজিদ, ১০০ প্রসাদ, ১,১৩,০০০ গৃহ এবং ৩৮০টি হাম্মামখানা ছিল। অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, জমকালো আজ-জোহরা প্রাসাদ, লক্ষাধিক অট্টালিকা, মর্মর প্রস্রবণ, প্রস্ফুটিতে পুষ্পোদ্যান ইত্যাদি কর্ডোভাকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করে। ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থাপত্য, সংগীত, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্ডোভা ছিল অতুলনীয়। ঐতিহাসিক হিট্টি এ প্রসঙ্গে বলেন, এ সময় উমাইয়াদের রাজধানী কর্ডোভা সংস্কৃতিতে ইউরোপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নত শহর ছিল। কনস্টান্টিনোপল, বাগদাদসহ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটি উন্নত শহরের মধ্যে এটি একটি ছিল। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে কর্ডোভা নগরীর শ্রেষ্ঠত্ব বলতে কর্ডোভার উন্নয়নের কথা বোঝানো হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত দেশে অর্থাৎ স্পেনের শিল্পক্ষেত্রে মুসলমানদের অসামান্য অবদান রয়েছে।

স্পেনের মুসলমানদের রাজত্ব মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে একটি সোনালি অধ্যায়ের সূচনা করে। প্রায় ৮০ বছর শাসন করে স্পেনকে গৌরবের শিখরে সমাসীন করার গৌরব অর্জন করে মুসলমানরা। স্পেনে ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও স্থাপত্যে অবদানের পাশাপাশি মুসলমানরা শিল্পক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। উদ্দীপকে স্পেনে মুসলমানদের অবদানের বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, স্পেনে শিক্ষা প্রচার-প্রসারে মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্পেনে মুসলিম শাসনামলে কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। সেচ ব্যবস্থার দ্বারা অনুর্বর ও পতিত জমি চাষের ব্যবস্থা করা হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয়। উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলে শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তার সময়ে কমপক্ষে ১,০০০ জাহাজ ছিল। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। সে সময়ে একমাত্র রাজধানীতেই ১৩,০০০ তাঁতশিল্প কারখানা ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, স্পেনের শিল্পক্ষেত্রের উন্নয়নে মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶৩৫ জনাব আহসান হাবিব গোবিন্দপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি তার একান্ত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। ইউনিয়নের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতই উন্নত ছিল যে, ব্যবসায়ীরা গভীর রাতে টাকা পয়সা নিয়ে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে যাতায়াত করতে পারত। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ করেন। *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. স্পেনে প্রথম আব্দুর রহমান কীভাবে ক্ষমতা দখল করেন? ২

গ. গোবিন্দপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডের সাথে কোন উমাইয়া শাসকের কর্মকাণ্ডের মিল লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উক্ত উমাইয়া শাসকের অন্যান্য কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেনের উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুর রহমান আদ-দাখিল।

খ আব্দুর রহমান আদ-দাখিল বিদ্রোহ দমনে অনন্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

কর্ডোভা দখল করে আব্দুর রহমান অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে মনোনিবেশ করেন। আরবরা সবসময়ই আব্দুর রহমানের বিরোধিতা করেছিল। আব্দুর রহমান দশ বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় আরব বিদ্রোহী অভিজাতদের পরাজিত করতে সমর্থ হন। ৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে আব্দুর রহমান সারাগোসা নগরীর উপকণ্ঠে ফ্রান্সের রাজা শার্লিমানকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে সমর্থ হন। ফলে শার্লিমান আব্দুর রহমানের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের সাথে স্পেনের উমাইয়া শাসক আব্দুর রহমান আদ দাখিল এর কাজের মিল রয়েছে।
আব্দুর রহমান আদ-দাখিল ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে 'মাসারা' নামক যুদ্ধে স্পেনের শাসনকর্তা ইউসুফকে পরাজিত ও নিহত করে স্পেনের রাজধানী কর্ডোভা দখলের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। তিনি স্পেনে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং জনকল্যাণমূলক বহু কাজ করেন। যেমনটি চেয়ারম্যান জনাব আহসান হাবিবের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আহসান হাবিব চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করেন ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করেন। আইন-শৃঙ্খলার এতটা উন্নতি ঘটান যে ব্যবসায়ীরা টাকা-পয়সা নিয়ে নিরাপদে চলতো এবং ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ করেন। ঠিক একইভাবে আব্দুর রহমান আদ-দাখিল ক্ষমতায় এসে স্পেনে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জনসাধারণের সুবিধার্থে একটি বৃহৎ' অনিন্দ্য সুন্দর জলাধার নির্মাণ করেন। তার নির্মিত কর্ডোভা মসজিদটি ছিল তৎকালীন স্পেনীয় মুসলমানদের জন্য গৌরবের। তাই বলা যায়, আব্দুর রহমানের কাজগুলোর সাথে চেয়ারম্যান আহসান হাবিবের কাজের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রথম আব্দুর রহমান স্পেনে স্বাধীন আমিরাত প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।
আব্দুর রহমান ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন করে একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তার রাজ্যের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য সামরিক বাহিনী ছিল শক্তির মূল উৎস। তার সেনাবাহিনীতে ২,০০,০০০ সদস্য ছিল। তিনি সমগ্র রাজ্যকে ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত করেন।
উদ্দীপকের চেয়ারম্যান আহসান হাবিবও জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন যা আব্দুর রহমানের কৃতিত্বের সাথে মিলে যায়। এছাড়াও আব্দুর রহমানের আরো কৃতিত্ব হলো তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন। তিনি অসংখ্য মসজিদ, হাম্মাম, দূর্গ, পুল নির্মাণ করেন। তার নির্মিত মুনাওয়াত আল রুফাসায় সুস্বাদু ও পরিষ্কার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তিনি দানশীলতার ক্ষেত্রে ছিলেন অদ্বিতীয়।
সর্বোপরি প্রথম আব্দুর রহমান স্পেনীয় মুসলিম সভ্যতার সূচনার প্রাণপুরুষ ছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ ভারতের মুঘল সম্রাট আকবরের রাজদরবারে বহু জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ ঘটেছিল। তাদেরকে নবরত্ন বলা হতো। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবুল ফজল, তানসেন, বীরবল, রাজা টোডরমল প্রমুখ। আবুল ফজল ছিলেন সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ, তানসেন সঙ্গীতের মূর্ছনায় সম্রাটকে বিমোহিত করতেন, বীরবল সম্রাটকে গল্প শোনাতেন এবং টোডরমল সম্রাটকে রাজস্ব বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে তাদের অবদান ও প্রভাব ছিল অপরিসীম। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. টুরসের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১
খ. স্লাভবাহিনী কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সম্রাট আকবরের ন্যায় স্পেনের কোন মুসলিম শাসক বিখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের সুনাম ও সুখ্যাতি বৃদ্ধিতে রাজদরবারের ব্যক্তিদের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক টুরসের যুদ্ধ ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

খ স্লাভবাহিনী হলো আব্দুর রহমান আন নাসির কর্তৃক গঠিত শক্তিশালী একটি সেনাবাহিনী।
আব্দুর রহমান আন নাসির তার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন এবং বৈদেশিক হামলা প্রতিহত করতে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তার উপস্থিতি ও স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে সেনাবাহিনী উজ্জীবিত এবং শত্রুবাহিনী ভীত। তিনি জার্মান, ফ্রান্সিস ইটালিয়ান বংশোদ্ভূত এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বিদেশিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী স্লাভবাহিনী গঠন করেন। তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত স্লাভবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন নজদ নামক একজন স্লাভ।

গ সম্রাট আকবরের ন্যায় স্পেনের মুসলিম শাসক আব্দুর রহমান আল আসওয়াত বিখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।
চারজন ব্যক্তি আব্দুর রহমান আল আসওয়াতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন। তারা হলেন– ফকিহ ইয়াহইয়া-বিন-ইয়াহইয়া, সংগীতজ্ঞ আবুল হাসান-বিন-নাফে ওরফে জিরিয়াব। খোজা নাসের এবং সুলতানা তারুব। আমির আব্দুর রহমানের রাজত্বকাল আড়ম্বর ও শান্তিপূর্ণ ছিল। তিনি ক্ষমতায় আসীন হয়ে শাসন কাঠামোকে সুবিন্যস্ত করেন। আব্দুল করিম ইবনে মুগীস ছিলেন তার প্রধান সেনাপতি ও সুযোগ্য মন্ত্রী।
তারা আব্দুর রহমান আল আসওয়াতকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন। উদ্দীপকেও একই বিষয় প্রতিফলিত হয়।

শাসককে সাহায্য করার জন্য অভিজাত শ্রেণির পরামর্শক থাকে। সম্রাট আকবর ও আব্দুর রহমান আল আসওয়াত এমন কিছু পরামর্শক পেয়েছিলেন যারা সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করেন। এ শ্রেণির মানুষের সঠিক দায়িত্ব পালন, পরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা শাসকগণ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। উদ্দীপকে সম্রাট আকবর ও উমাইয়া শাসক আব্দুর রহমান আল আসওয়াত ছিলেন এমনিই দুজন শাসক। সুতরাং, স্পেনের শাসক আব্দুর রহমান আল আসওয়াতও উদ্দীপকের আকবরের মত বিখ্যাত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ঘ আব্দুর রহমান আল আসওয়াত এর সুনাম ও সুখ্যাতি বৃদ্ধিতে তার রাজ দরবারের কতিপয় ব্যক্তি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
আব্দুর রহমান ধর্মবেত্তা ইয়াহইয়া-বিন-ইয়াহইয়া, সংগীতজ্ঞ জিরিয়াব, হাজিব খোজা নাসের এবং সম্রাজ্ঞী তারুব প্রমুখের পরামর্শ নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতেন। আব্দুর রহমান আল আসওয়াত যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন তাতে এসব খ্যাতিমান ব্যক্তির ভূমিকা ছিল অপরিসীম।
উদ্দীপকে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে তার নবরত্ন এর অপরিসীম অবদান ছিল। একইভাবে আব্দুর রহমানের সুনাম ও সুখ্যাতি বৃদ্ধিতে তার রাজদরবারের ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্মবেত্তা ইয়াহইয়া-বিন-ইয়াহইয়া একজন বিদ্বান ও মেধাবী ফকিহ ছিলেন। স্পেনে মালিকি মাজহাব প্রচলনে তার অবদান অপরিসীম। আব্দুর রহমান বিচার কাজে তার পরামর্শ নিতেন। দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলে সংগীতজ্ঞ জিরিয়াব অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। খলিফা হারুন অর রশিদের দরবারে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ইসহাক মৌসুলির শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন জিরিয়াব। সুরের অপূর্ব ঝংকার তুলে শ্রোতাদের মুগ্ধ করার অনন্য ক্ষমতা ছিল তার। খোজা নাসের একজন অনারব ক্রীতদাস ছিলেন। অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন খোজা নাসের আব্দুর রহমানের প্রধান সচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি দক্ষতার সহিত রাজকার্য সম্পাদন করে আমির ও মহীয়সী তারুবার অত্যন্ত পছন্দের মানুষে পরিণত হন। দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের স্ত্রী তারুব রূপে ও গুণে ছিলেন অনন্য সাধারণ। নিত্যনতুন পোশাক পরিচ্ছেদ চালু করে তিনি সুরুচির পরিচয় দেন। তিনি বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে আমিরের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। শিক্ষাসংস্কৃতির উন্নয়নে তার অবদান অনস্বীকার্য।
পরিশেষে বলা যায় যে, আব্দুর রহমান আল আসওয়াতের সুনাম ও সুখ্যাতি বৃদ্ধিতে তার দরবারের এই চার ব্যক্তির অবদান ছিল অপরিসীম।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-৬: স্পেনে উমাইয়া শাসন

২৮২. কোন মুসলিম সেনাপতি স্পেন জয় করেন? (জ্ঞান) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]
ক মুহম্মদ বিন কাসিম
খ তারিক বিন জিয়াদ
গ ওকবা বিন নাফি
ঘ কুতাইবা বিন মুসলিম — **খ**

২৮৩. 'সিউটা' কিসের নাম? (জ্ঞান)
ক অজারাজ্যের খ দ্বীপের
গ পাহাড়ের ঘ নদীর — **খ**

২৮৪. স্পেন বিজয় করেন কে? (জ্ঞান)
ক খালিদ বিন ওয়ালিদ
খ মুসা ইবন নুসাইর
গ কুতাইবা বিন মুসলিম
ঘ তারিক বিন জিয়াদ — **ঘ**

২৮৫. ফ্লোরিডা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক রডারিকের কন্যা
খ উইটিজারের কন্যা
গ কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা
ঘ চার্লসের কন্যা — **গ**

২৮৬. জিব্রাল্টার প্রণালির পূর্ব নাম কী? (জ্ঞান)
ক জবল আত জিয়াদ
খ জবল আত নুসাইর
গ জবল আত তারিক
ঘ জবল আত মুসলিম — **গ**

২৮৭. প্রথম আবদুর রহমান ও ইউসুফের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের নাম— (জ্ঞান) [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা]
ক মাসারার যুদ্ধ
খ গোয়াডিলেট যুদ্ধ
গ সোভিলের যুদ্ধ
ঘ আর্টিডোনার যুদ্ধ — **ক**

২৮৮. স্পেন বিজয়ের প্রাক্কালে আফ্রিকার খলিফা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক মুসা বিন নুসাইর
খ আল ওয়ালিদ
গ আবদুর রহমান আদ দাখিল
ঘ আবদুল আজিজ — **খ**

২৮৯. নরম্যান কাদের নাম? (জ্ঞান)
ক জার্মানদের একটি গোত্র
খ স্পেনের একটি গোত্র
গ আরবের একটি গোত্র
ঘ ফ্রান্সের একটি গোত্র — **ক**

২৯০. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে স্পেনের রাজা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক চার্লস
খ রডারিক
গ পেপিন
ঘ আবদুর রহমান আদ দাখিল — **খ**

২৯১. কোন নদীর তীরে স্পেনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়? (জ্ঞান) [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক ফুরাত খ গোয়াডিলেট কুইভার
গ টাইগ্রিস ঘ নাফ — **খ**

২৯২. 'ফিল আল্লাহ আল আবদ' কাদের উপাধি ছিল? (জ্ঞান) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]
ক খোলাফায়ে রাশেদীন
খ উমাইয়াদের
গ স্পেনের মুর সুলতান
ঘ আব্বাসীয়দের — **গ**

২৯৩. আবদুর রহমান আল গাফেকী কার উত্তরাধিকারী ছিলেন? (জ্ঞান)
ক আনসাবার
খ মুসা বিন নুসাইরের
গ খালিদ বিন ওয়ালিদের
ঘ মাগরিবের — **ক**

২৯৪. আবদুর রহমান আল গাফেকীর সৈন্যবাহিনীর সাথে কোথায় চার্লস মার্টেলের বাহিনীর সাথে দেখা হয়? (জ্ঞান) [নিউ গভঃ ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]
ক গোয়াডিলেট নদীর তীরে
খ টুরস প্রান্তরে
গ টুরস ও পয়টিয়ার্সের মধ্যবর্তী স্থানে
ঘ পয়টিয়ার্সে — **গ**

২৯৫. আব্বাসি যুগের প্রথম খলিফা কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক আবদুর রহমান আদ দাখিল
খ আবুল আব্বাস আল সাফফাহ
গ আবদুর রহমান ইবনে মুয়াবিয়া
ঘ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস — **খ**

২৯৬. জাবের যুদ্ধ হয় কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ৭৫০ খ ৭৫১
গ ৭৫২ ঘ ৭৫৩ — **ক**

Teachingbd.com

২৯৭. আস সাফফাহ কেন উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহণ করেন? (অনুধাবন)
ক সিংহাসনের আরোহণ করার জন্য
খ খিলাফত সম্পূর্ণরূপে কণ্টকমুক্ত করার জন্য
গ আব্বাসি বংশ প্রতিষ্ঠার জন্য
ঘ রাজ্য বিজয়ের জন্য
ক

২৯৮. কে কর্ডোভা নগরীকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেন? (জ্ঞান)
ক রডারিক
খ কাউন্ট জুলিয়ান
গ আবদুর রহমান আদ দাখিল
ঘ আবুল আব্বাস
গ

২৯৯. কে কার্ডোভা নগরীকে তিলোত্তমা নগরীতে পরিণত করেন? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]
ক রডারিক
খ কাউন্ট জুনিয়াস
গ আব্দুর রহমান আদ দাখিল
ঘ আবুল আব্বাস
গ

৩০০. খলিফা আল মনসুর কেন আবদুর রহমানকে আরবের বাজপাখি বলে অভিহিত করেছেন? (অনুধাবন)
ক স্পেন বিজয়ের জন্য
খ কৃতিত্ব ও গুণাবলির জন্য
গ কর্ডোভাকে জাঁকজমক করার জন্য
ঘ মসজিদ নির্মাণের জন্য
খ

৩০১. আবদুর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কী ছিল? (অনুধাবন) [নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]
ক মসজিদ নির্মাণ
খ কর্ডোভাকে জাঁকজমকপূর্ণ করা
গ রাজ্য বিস্তার
ঘ স্পেনে উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা
ঘ

৩০২. তিনি খ্রিস্টান ও ফাতেমিদের স্পেন জয়ের আশা ধূলিস্যাৎ করে দেন'— স্পেন বিজয়ের ইতিহাস পড়ে তুমি কার কথা উল্লেখ করবে? (প্রয়োগ) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, যশোর]
ক রডারিকের
খ প্রথম আব্দুর রহমানের
গ দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের
ঘ তৃতীয় আব্দুর রহমানের
ঘ

৩০৩. আবদুর রহমান আদ দাখিলের যুগকে স্পেনের স্বর্ণযুগের প্রথম পদক্ষেপ বলা হয় কেন? (অনুধাবন)
ক তার সময় স্পেনে উন্নয়নের ভিত প্রতিষ্ঠা পায়
খ তিনি কর্ডোভা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন বলে
গ তিনি স্পেন রাজ্য বিজয় করেন বলে
ঘ একক আধিপত্য বিস্তারের জন্য
ক

৩০৪. আরবীয় ভাবধারা, রীতিনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশাসনের দলকে কী বলা হতো? (জ্ঞান)
ক সোজাদেব খ মোজারেব
গ আল আওসাত ঘ আরবীয়
খ

৩০৫. ওমর বিন হাফসুন কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক খলিফা খ সেনাপতি
গ বিদ্রোহী নেতা ঘ শাসক
গ

৩০৬. কাকে 'Saviour of Spain' বলা হয়? (জ্ঞান)
ক প্রথম আবদুর রহমানকে
খ তারিক বিন যিয়াদকে
গ দ্বিতীয় আবদুর রহমানকে
ঘ তৃতীয় আবদুর রহমানকে
ঘ

৩০৭. সুলতানা তারুব কে ছিলেন? (জ্ঞান) [সরকারি কে.সি. কলেজ ঝিনাইদহ]
ক প্রথম আ. রহমানের স্ত্রী
খ প্রথম হিসামের স্ত্রী
গ দ্বিতীয় আ. রহমানের স্ত্রী
ঘ তৃতীয় আ. রহমানের স্ত্রী
গ

৩০৮. ৩য় আ. রহমান কত সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞান) [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক ৯১২ খ ৯১৩
গ ৯১৪ ঘ ৯১৫
ক

৩০৯. টলেডোবাসীর বিদ্রোহ হয় কত সালে? (জ্ঞান)
ক ৯৩০ খ ৯৩১
গ ৯৩২ ঘ ৯৩৩
গ

৩১০. ফাতেমি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (জ্ঞান)
ক উমর বিন হাফসুন
খ আবদুর রহমান
গ ইবন মাসারা
ঘ ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী
ঘ

৩১১. কর্ডোভা মসজিদ নির্মাণে কত হাজার স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করা হয়? (জ্ঞান) [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা]
ক ৭০ হাজার খ ৮০ হাজার
গ ৯০ হাজার ঘ ৯৫ হাজার
খ

৩১২. তৃতীয় আবদুর রহমান কর্তৃক গঠিত বিশাল ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী কী নামে পরিচিত ছিল? (জ্ঞান) [মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক স্লাভ বাহিনী খ স্পেনিজ বাহিনী
গ আর্মড বাহিনী ঘ কমান্ডো বাহিনী
ক

Teachingbd.com

৩১৩. আবদুর রহমান কোথায় ঐতিহাসিক আজ-জোহরা প্রাসাদ নির্মাণ করেন? (অনুধাবন)
ক মাসারার Hill of the Bridge এর পাদদেশে
খ সেভিলের Hill of the Birde এর পাদদেশে
গ কর্ডোভার Hill of the Birde এর পাদদেশে
ঘ গ্রানাডার Hill of the bride এর পাদদেশে **গ**

৩১৪. আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের জনক কাকে বলা হয়? (জ্ঞান)
ক ইবন হায়সাম
খ ইবন তোফায়েল
গ আল ইদ্রিসি
ঘ ইবন খালদুন **ক**

৩১৫. ফার্ডিন্যান্ড কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক কর্ডোভার রাজা
খ সেভিলের রাজা
গ আরাগনের রাজা
ঘ ক্যাস্টাইলের রাজা **গ**

৩১৬. কে স্লাভ বাহিনী গঠন করেছিলেন? (জ্ঞান)
ক তৃতীয় আবদুর রহমান
খ দ্বিতীয় হাকাম
গ আল মনসুর
ঘ হাজিব আল মনসুর **ক**

৩১৭. কর্ডোভাকে শ্রেষ্ঠত্যের জন্য কী বলা হতো? (জ্ঞান)
ক Iron of the world
খ Gold of the world
গ Jewel of the world
ঘ Diamond of the world **গ**

৩১৮. জোহরা প্রাসাদ কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
ক মাদ্রিদে খ সিউটায়
গ বার্সিলোনায় ঘ কর্ডোভায় **ঘ**

৩১৯. কাকে আধুনিক আলোক বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলা হয়? (জ্ঞান)
ক ইবনে হায়সামকে খ ইবনে হাইওয়ানকে
গ ইবনে সিনাকে ঘ ইবনে বাজাহকে **ক**

৩২০. 'তারিখ ইফতিতা আল আন্দালুস' গ্রন্থের লেখক কে? (জ্ঞান)
ক ইবনে খালাদ
খ ওয়াহিদ আল মারাকেসী
গ আল ফাসদী
ঘ ইবনে আল কুতিয়ার **ঘ**

৩২১. আল গাফিকী ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। এর যথার্থ কারণ কী? (অনুধাবন)
ক কৃষিবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন
খ বৃক্ষের নাম প্রদান করেন
গ নতুন ঔষধ প্রস্তুত করেন
ঘ দর্শনশাস্ত্রে অবদান রাখেন **খ**

৩২২. গ্রানাডায় আল হামরা কে নির্মাণ করেন? (জ্ঞান)
[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]
ক প্রথম আব্দুর রহমান
খ হিশাম
গ দ্বিতীয় আব্দুর রহমান
ঘ গ্রানাডার নাসিরী বংশের মুহাম্মদ আল গালীব **ঘ**

৩২৩. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে তৎকালীন স্পেনে কয় শ্রেণির লোক বসবাস করত? (জ্ঞান)
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৬ **ক**

৩২৪. আমিরাত প্রতিষ্ঠার পূর্বে কোন দুই গোত্রের গৃহযুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে? (জ্ঞান)
ক আব্বাসি-হিমারীয় খ হিমারীয়-উমাইয়া
গ হিমারীয়-মুদারীয় ঘ মুদারীয়-আব্বাসি **গ**

৩২৫. মুসলমানদের স্পেন আগমনের প্রাক্কালে রাজধানী কোথায় ছিল? (জ্ঞান)
ক মাদ্রিদ খ সেভিল
গ টুরস ঘ কর্ডোভা **ঘ**

৩২৬. শেরশাহ উপমহাদেশে ঘোড়ার ডাক প্রচলন করেন। তাঁর সাথে স্পেনের কোন রাজার সাদৃশ্য রয়েছে ? (প্রয়োগ)
ক আবদুর রহমান আদ দাখিলের
খ রডারিকের
গ ইউসুফের
ঘ আল মনসুরের **ক**

৩২৭. আব্দুল্লাহ কত সালে কর্ডোভায় ক্ষমতা গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ক ৮৮৫ খ ৮৮৬
গ ৮৮৭ ঘ ৮৮৮ **ঘ**

৩২৮. স্পেনের ত্রাণকর্তা বলা হয় কাকে? (জ্ঞান)
ক প্রথম আবদুর রহমানকে
খ দ্বিতীয় আবদুর রহমানকে
গ প্রথম হাকামকে
ঘ তৃতীয় আবদুর রহমানকে **ঘ**

৩২৯. ১০৩১ সালে খিলাফতের পতনের ফলাফল কী ছিল? (অনুধাবন)
ক মুসলমানরা চিরতরে নিষিদ্ধ
খ কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে
গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা

Teachingbd.com

ঘ একক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা গ

৩৩০. মুসলিমদের আগমনের পূর্বে স্পেনের অবস্থা ছিল— (অনুধাবন) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, যশোর]

i. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে
ii. শাসকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব
iii. অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

৩৩১. রাজা রডারিকের কুশাসনে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল— (অনুধাবন)

i. ক্রীতদাসরা
ii. ইহুদিগণ
iii. ভূমিদাসরা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৩৩২. স্পেনীয় শাসক মুহাম্মদ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন— (অনুধাবন)

i. প্রজারঞ্জকতার জন্য
ii. জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখার জন্য
iii. দূর দর্শিতার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

৩৩৩. খলিফা হাশিম উমরকে সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত করেছিলেন— (অনুধাবন)

i. উন্মুক্ত তরবারির ভয়ে
ii. সামরিক দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে
iii. সাংগঠনিক দক্ষতা দেখে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

৩৩৪. স্পেনে আরব মুসলিম শাসনের ভিত প্রতিষ্ঠিত ছিল— (অনুধাবন)

i. সামরিক দক্ষতার ওপর
ii. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ওপর
iii. সচেতন জনগোষ্ঠীর ওপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ক

উদ্দীপকটি পড়ে ৩৩৮ ও ৩৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রাজা জন তার পূর্ববর্তী ও ন্যায় সঙ্গত শাসক, রাজা মিন্টনকে হত্যা করে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করেন। [সরকারি কে.সি. কলেজ ঝিনাইদহ]

৩৩৫. উদ্দীপকে রাজা জনের সাথে স্পেনের কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)

ক উইটিজার খ রডারিক
গ কাউন্টজুলিয়ান ঘ অচিলা ঘ

৩৩৬. উক্ত শাসকের আমলে স্পেনের রাজধানী ছিল— (উচ্চতর দক্ষতা)

ক টলেডো খ কর্ডোভা
গ সিউটা ঘ গ্রানাডা ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শিবগঞ্জের রিয়াজউদ্দীন ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে তা পিতার জমিদারি হতে বিতাড়িত হন। তিনি বিশ্বস্ত চাকরদের নিয়ে মামার বাড়িতে আশ্রয় নেন এবং জমিদারি পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। এক পর্যায়ে অন্যের সহায়তা ও নিজের দৃঢ় মনোবলের কারণে মনোহরপুরে জমিদারি প্রতিষ্ঠান ও সুশাসন কায়েম করেন। [কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া]

৩৩৭. উদ্দীপকের বর্ণিত রিয়াজউদ্দীনের সাথে কোন উমাইয়া শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে— (প্রয়োগ)

ক দ্বিতীয় হাকাম
খ তৃতীয় আব্দুর রহমান
গ প্রথম হিশাম
ঘ প্রথম আব্দুর রহমান ঘ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩৮ ও ৩৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মাজেদ স্পেনের একজন শাসক সম্পর্কে পড়ছিল। তিনি আমির হিসেবে যেমন যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন তেমনি খলিফা হিসেবেও ছিলেন অতুলনীয়। তিনি আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৭ বছর আর খলিফা হিসেবে ৩৩ বছর।

৩৩৮. মাজেদ কোন শাসক সম্পর্কে পড়ছিল? (প্রয়োগ)

ক প্রথম আবদুর রহমান
খ আল হাকিম
গ তৃতীয় আবদুর রহমান
ঘ আল মুনজির গ

৩৩৯. উক্ত শাসক আমির হিসেবে অবদান রাখেন— (উচ্চতর দক্ষতা)

i. কারমেনির বিদ্রোহ দমনে
ii. জুমুআর খুৎবায় নিজের নাম সংযোজনে
iii. উমর ইবনে হাফসুনকে দমনে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

Teachingbd.com

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়-৭: উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত

প্রশ্ন ▶১ পিতার মৃত্যুর পর গৃহশিক্ষক আসিফের তত্ত্বাবধানে নাবালক মুর্তজা সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অল্প দিনেই আসিফ লোভী ও ক্ষমতালিপ্সু হয়ে উঠলে তাকে গুপ্তচর মারফৎ হত্যা করে মুর্তজা নিজ হাতে পরিপূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। মুর্তজা তার রাজ্যে প্রশাসনিক কাজকর্ম রাতে করার সিদ্ধান্ত নেন। দোকানপাট, স্কুল মাদ্রাসাসহ সকল প্রতিষ্ঠান রাতে খোলা রাখার নির্দেশ দেন। আর দিনে সকলকে আরাম করতে বলেন। নির্জন গৃহে তিনি একাকী থাকতে পছন্দ করতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ও জনকল্যাণে তিনি অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন।

[চা. বো. '১৭; বরগুনা সরকারি মহিলা কলেজ]

ক. জওহর কে ছিলেন? ১

খ. 'আল-কাহিরা' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মুর্তজার ক্ষমতা গ্রহণের সাথে কোন ফাতেমি খলিফার ক্ষমতা গ্রহণের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের মুর্তজার মতোই উক্ত খলিফাও বিচিত্র সব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন— উক্তিটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জওহর ছিলেন ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি এবং আল কাহিরা (কায়রো) নগরীর গোড়াপত্তনকারী।

খ ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের শাসনামলে মিসরে প্রতিষ্ঠিত রাজধানী 'আল-কাহিরা' নামে পরিচিত।

আল-কাহিরা অর্থ 'বিজয়ী শহর'। চতুর্থ ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি জওহর ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসর জয় করেন এবং খলিফার নির্দেশে কায়রোকে রাজধানীর উপযোগী করে নির্মাণ করেন। সরকারিভাবে কায়রোর নামকরণ করা হয় 'আল-কাহিরা' বা বিজয়ী শহর। ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে 'আল-কাহিরা' বা কায়রো রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মুর্তজার ক্ষমতা গ্রহণের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের ক্ষমতায় আরোহণের সাদৃশ্য রয়েছে।

ফাতেমি খলিফা আল-আজিজের মৃত্যুর পর পুত্র আল-হাকিম মাত্র ১১ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ (৯৯৬ খ্রি.) করেন। তিনি নাবালক হওয়ায় পিতার আমলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা বারজোয়ান তার প্রতিনিধি হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু বারজোয়ান ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে এক পর্যায়ে আল-হাকিম গুপ্তচরের সাহায্যে তাকে হত্যা করে নিজে সকল ক্ষমতা গ্রহণ করেন। একই পরিস্থিতি উদ্দীপকে বর্ণিত মুর্তজার ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

পিতার মৃত্যুর পর মুর্তজা গৃহশিক্ষক আসিফের তত্ত্বাবধানে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু আসিফ লোভী ও ক্ষমতালিপ্সু হয়ে উঠলে মুর্তজা তাকে গুপ্তচরের সহায়তায় হত্যা করে নিজে ক্ষমতা দখল করেন। খলিফা আল-হাকিমও তত্ত্বাবধায়ক বারজোয়ানের অতিরিক্ত লোভ এবং অপতৎপরতাকে বরদাশ্‌ত করেননি। বারজোয়ান সেনাধ্যক্ষ ইবনে আমরকে পরাজিত ও হত্যা করে নিজেকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করলে আল-হাকিম তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করে তিনি তাকে হত্যা করেন এবং নিজে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং উদ্দীপকের মুর্তজা এবং খলিফা আল-হাকিমের ক্ষমতা দখলের ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা।

ঘ উদ্দীপকের মুর্তজার মতোই খলিফা আল-হাকিমও রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে উদ্ভট, বিচিত্র ও খামখেয়ালিপূর্ণ অনেক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ইতিহাসে এমন অনেক শাসক রয়েছেন, যারা রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে কোনো যুক্তির বাধ-বিচার করেননি। নিজেদের ভালো লাগা এবং খামখেয়ালিপনায় তারা রাজ্য শাসন করেছেন। এমনই দুজন শাসক উদ্দীপকের মুর্তজা এবং ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম।

আল-হাকিম জটিল চরিত্রের অধিকারী এবং মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন বলে অনেক ঐতিহাসিক অভিযোগ করেন। তিনি জিম্মিদের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করেন এবং বহু খ্যাতনামা লোককে হত্যা করেন। তিনি খ্রিষ্টানদের গির্জা ধ্বংস করে তাদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার নির্দেশ দেন। ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আদেশ জারি করেন যে, দিনে কোনো কাজকর্ম করা যাবে না; দোকান বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। অন্যদিকে রাতে অফিস-আদালতের কাজকর্ম চলবে এবং বেচাকেনা অব্যাহত থাকবে। তিনি একাকী থাকতে পছন্দ করতেন। রাত্রিবেলা ঘুরে ঘুরে প্রজাদের সুখ-দুঃখ অবলোকন করতেন। তিনি প্রায়ই মুকাত্তাম (কায়রোর নিকটে) পাহাড়ের ওপর একটি নির্জন গৃহে যেতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি অনবদ্য অবদান রাখেন। তিনি আব্বাসীয়দের অনুকরণে বায়তুল হিকমার আদলে মিসরে দারুল হিকমা নামক বিজ্ঞানাগার নির্মাণ করেন (১০০৫ খ্রি.)। উদ্দীপকের মুর্তজাও এ ধরনের উদ্ভট সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য শাসন করেছেন। তিনিও আল-হাকিমের মতো রাতে ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক কাজ-কর্ম করার এবং দিনে বিশ্রাম নেওয়ার নির্দেশ জারি করেন। তিনি নির্জনতা পছন্দ করতেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী ছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, মুর্তজার মতোই খলিফা আল-হাকিম উদ্ভট ও বিচিত্র সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য শাসন করেছেন।

প্রশ্ন ▶২ বঙ্গোপসাগরের নিঝুম দ্বীপে একজন আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটে। উক্ত দ্বীপের অধিবাসীগণ অত্যন্ত সাহসী ও দুর্ধর্ষ হলেও তারা ভাগ্য গণনায় বিশ্বাস করত। আগন্তুক সে ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে স্থানীয় অধিবাসীদেরকে তার পক্ষে আনতে সক্ষম হন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্বীপটির নেতৃত্ব গ্রহণ করে সুপরিকল্পিতভাবে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তিকে দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করেন। উক্ত আধ্যাত্মিক ব্যক্তি সেখানে একটি যুগোপযোগী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

[রা.; দি.; য.; সি.; ব.; কু.; চ. বো. '১৭; মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ]

ক. দাঈ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. দারুল হিকমা বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আগন্তুকের সাথে ফাতেমি খিলাফতের কোন ব্যক্তির মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত ব্যক্তির চেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিই কালক্রমে অধিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিতে পরিণত হন— মূল্যায়ন করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'দাঈ' শব্দের অর্থ প্রচারক।

খ ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে একটি বিখ্যাত বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ করেন। এটি দারুল হিকমা নামে পরিচিত। বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। মিশরের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলী-ইবন-ইউসুফ এ জ্ঞানগৃহ নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা হতো। এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহু অমূল্য গ্রন্থরাজি সংগৃহীত ছিল। দেশ-বিদেশের বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি এখানে হাজির হতেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক ও পদার্থবিজ্ঞানী ইবনে হায়সাম।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আগন্তুকের সাথে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি বংশ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনকারী আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ীর কাজের মিল রয়েছে।

পৃথিবীতে এমন কতক সেনাপতি রয়েছেন, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর একাগ্রতায় নতুন নতুন রাজবংশের উত্থান ঘটেছে। আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী এ রকমই একজন সেনাপতি। তিনি তার অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকার সিংহাসনে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। উদ্দীপকেও অনুরূপ বিষয় লক্ষণীয়।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, বঙ্গোপসাগরের নিঝুম দ্বীপে একজন আগন্তুকের আবির্ভাব হয়। সেখানকার লোকজনের প্রাকৃতিক কিছু বিষয়ে বিশ্বাস পোষণ করার বিষয়টি জানতে পেরে তিনি তেমন কিছু কর্মকাণ্ড করে তাদেরকে নিজের পক্ষে নেন এবং পরবর্তীতে সেখানকার নেতৃত্ব গ্রহণ করে পরিকল্পনা মাফিক তার আধ্যাত্মিক নেতাকে এনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। একইভাবে আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী নবম শতকের শেষের দিকে আফ্রিকায় গমন করেন। কুসংস্কারে বিশ্বাসী এখানকার অধিবাসীদের তিনি ইসমাঈলীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী করে তোলেন। দলে দলে জনগণ তার সমর্থকে পরিণত হয়। তিনি উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা জিয়াদাতুল্লাহকে পরাজিত করে ইসমাঈলীয় সম্প্রদায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি তার আধ্যাত্মিক নেতা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীকে সিংহাসনে বসান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে বর্ণিত আগন্তুকের সাথে আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ীর কর্মকাণ্ডই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উক্ত ব্যক্তির তথা আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীর চেয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক নেতা অর্থাৎ ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ফাতেমি বংশের সিংহাসনে বসে অধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম খলিফা। তিনি ছিলেন পরম সৌভাগ্যবান মানুষ। সৌভাগ্যবশত তিনি আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ীর মতো একজন অনুসারী পেয়েছিলেন, যার সহায়তায় ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

আল-মাহদী সিংহাসনে আরোহণ করে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ, দূরদর্শী, বুদ্ধিমান, সাহসী এবং উচ্চাভিলাষী শাসক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সকল বাধা-বিপত্তি, বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দূর করে তার শাসন ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। মাহদী প্রথমে রাক্কাদায় রাজধানী স্থাপন করে কাতামা গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নবপ্রতিষ্ঠিত খিলাফতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাম্রাজ্যের সংহতি বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। এরপর সাম্রাজ্যকে নিষ্কণ্টক ও শঙ্কামুক্ত করতে তিনি আবু আবদুল্লাহ এবং ভাই আবুল আব্বাসকে হত্যা করেন। যদিও তারা ফাতেমি বংশের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে ৯১৬-৯২০ খ্রিষ্টাব্দে মাহদী কায়রোয়ানের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মাহদীয়া নগর প্রতিষ্ঠা করে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে মাহদী সিসিলি, মাল্টা, কর্সিকা ইত্যাদি দ্বীপে প্রভুত্ব কায়েম করেন এবং সার্ডিনিয়ায় নৌ অভিযান চালান। তিনি ইদ্রিসি রাজ্য জয় করেন এবং লিবিয়া ও মৌরিতানিয়ার অনেক স্থান দখল করেন। উমর বিন হাফসুনের সাথে যোগাযোগ করে মাহদী স্পেন জয়েরও চেষ্টা করেন। তার এসব কর্মকাণ্ডই প্রমাণ করে যে, তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বেশ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, উত্তর আফ্রিকায় মাহদীর শাসন শৃঙ্খলা স্থাপন, সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন এবং বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ ফাতেমি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রশ্ন ▶ ৩ খলিফা জাহিন রহমান সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তিনি সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে এবং প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

[সকল বোর্ড-২০১৬; কক্সবাজার সরকারি কলেজ]

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. 'দারুল হিকমা' কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ফাতেমীয় বংশের কোন খলিফার বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে উক্ত খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আংশিক ফুটে উঠেছে— তোমার উত্তরের পক্ষে মতামত দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে ফাতেমি বংশের খলিফা আল-মুইজের বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে।

পিতা আল-মনসুরের মৃত্যুর পর আবু তামিম মাদ 'আল-মুইজ' উপাধি ধারণ করে ৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমি খিলাফতে আরোহণ করেন। তিনি ফাতেমি খিলাফতের চতুর্থ খলিফা ছিলেন। তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং দক্ষতা ফাতেমি সাম্রাজ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এ বৈশিষ্ট্যসমূহের খানিকটা উদ্দীপকে বর্ণিত খলিফা জাহিন রহমানের মধ্যে লক্ষণীয়।

খলিফা জাহিন রহমান সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে এবং প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়। তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে সমগ্র সাম্রাজ্যকে প্রদেশে এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করে সেখানে সুযোগ্য শাসক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি নিজেও ভাষাতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তার সময়ে শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তিনি সুদীর্ঘ তেইশ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে দক্ষতার সাথে শাসন পরিচালনা করেন। শাসনক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাকে ফাতেমি রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত খলিফা জাহিন রহমানের বৈশিষ্ট্যাবলি ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কর্মকাণ্ডকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে উক্ত খলিফার অর্থাৎ আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আংশিক ফুটে উঠেছে— মন্তব্যটি যথার্থ।

খলিফা আল-মুইজের সিংহাসন আরোহণ ফাতেমি খিলাফতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জনকল্যাণমুখী এ শাসক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, যার বলেই তিনি নিজ সাম্রাজ্যকে উন্নতির শীর্ষে উন্নীত করেন। উদ্দীপকে তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সামান্যই ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে খলিফা আল-মুইজের সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখার আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু তিনি ফাতেমি খিলাফতকে একটি শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করাতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রথমেই তিনি খিলাফতের নিরাপত্তা বিধানে মনোযোগী হন। মরক্কো, সিসিলি, মিসর বিজয় করে খিলাফতের পরিধি বৃদ্ধি করেন। তার অসাধারণ দক্ষতায় উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় ফাতেমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সংস্কার করেন। ভূমি সংস্কারের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। চারিত্রিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, অমায়িক ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন। উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে প্রতিষ্ঠিত নানা স্থাপত্যকর্মে তার উন্নত রুচিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লিখিত দিকগুলো উদ্দীপকে উল্লেখ নেই।

ফাতেমি খলিফা আল-মুইজ একজন অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন খলিফা ছিলেন। তার দক্ষতার সামান্য পরিচয়ই আমরা উদ্দীপক থেকে লাভ করি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৪ জাপানের রাজা হিরোহিতো যখন জনসমক্ষে আসেন তখন সবাই অবাক। তিনি তো তাদের মতোই একজন মানুষ। অথচ একদল পুরোহিত এতদিন বলে আসছিল তিনি মানুষ নন বরং দেবতা। পুরোহিতদের বলা এসব কাহিনি যখন রাজার গোচরে যায় তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, জনগণের মাঝে মিলেমিশেই দেশ শাসন করবেন। যে সমস্ত পুরোহিত এসব কাহিনি প্রচার করেছিল তাদের তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। রাজা হিরোহিতোর শাসন বিষয়ক সিদ্ধান্ত তাকে জাপানের প্রথম রাজা হিসেবে অমর করে রাখে। *[সকল বোর্ড-২০১৫]*

https://teachingbd24.com

ক. উত্তর আফ্রিকায় কোন বংশের শাসনকে উৎখাত করে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? ১

খ. উত্তর আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত খিলাফতকে ফাতেমি খিলাফত বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজা হিরোহিতোর সাথে উত্তর আফ্রিকার কোন ফাতেমি খলিফার সামঞ্জস্য দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে পুরোহিতদের প্রচারণার নিরিখে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীর কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উত্তর আফ্রিকায় আগলাবি বংশের শাসনকে উৎখাত করে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

খ ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) ও নবিকন্যা হযরত ফাতেমা (রা)-এর বংশধরগণ ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
মূলত শিয়াদের ইসমাঈলীয়গণই উত্তর আফ্রিকায় ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর নেতৃত্বে ৯০৯ সালে ফাতেমি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। আর হযরত ফাতেমা (রা)-এর নামানুসারে বংশের নামকরণ করা হয়েছে বলে একে ফাতেমি খিলাফত বলা হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত রাজা হিরোহিতোর সাথে ফাতেমি খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর সামঞ্জস্য দেখা যায়।
উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। তিনি উত্তর আফ্রিকায় ইসমাঈলীয় মতবাদ প্রচার এবং তাদের পক্ষে জোর প্রচারণা চালান। অবশেষে ইসমাঈলীয় ইমাম সাঈদ-বিন হুসাইনকে উত্তর আফ্রিকায় আমন্ত্রণ জানান।
৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে সাঈদ বিন-হুসাইন জনসমক্ষে এসে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি নিয়ে ফাতেমি বংশের গোড়াপত্তন করেন। উত্তর আফ্রিকার সকল দলপতি আল-মাহদীর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলে তিনি প্রথমে রাক্কাদায় রাজধানী স্থাপন করে কাতামা গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নব প্রতিষ্ঠিত খিলাফতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাম্রাজ্যের সংহতি বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। পরবর্তীকালে ৯১৬-৯২০ খ্রিষ্টাব্দে মাহদী কায়রোয়ানের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মাহাদিয়া নগর প্রতিষ্ঠা করে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি মাল্টা, সিসিলি, কর্সিকা প্রভৃতি দ্বীপে প্রভুত্ব কায়েম করেন। এভাবে উত্তর আফ্রিকায় তার শাসন, শৃঙ্খলা স্থাপন, সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন এবং বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ ফাতেমি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

ঘ উদ্দীপকের পুরোহিতের প্রচারণার নিরিখে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ীর অবদান ছিল অপরিসীম।
৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী ইসমাঈলি মতবাদ প্রচারকার্যের দায়িত্ব নেন। ফাতেমি ইতিহাসে আশ-শিয়ী হিসেবে পরিচিত আবু আবদুল্লাহ ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় গমন করে নিজেকে ইমাম মাহদীর অগ্রদূত বলে ঘোষণা দেন। অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও অনলবর্ষী বক্তা আবু আবদুল্লাহর যোগ্য পরিচালনা, সুচতুর প্রচারণা ও চরিত্রবলে বার্বাররা কাতামা গোত্রে ইসমাঈলীয় মতবাদ প্রচার করে। এভাবে ইসমাঈলীয়রা আফ্রিকায় শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করে।
উদ্দীপকের পুরোহিতরা যেভাবে রাজা হিরোহিতোকে দেবতা বলে জনগণের মাঝে পরিচিত করেছিলেন, ঠিক একইভাবে আবু আবদুল্লাহ ইসমাঈলীয় মতবাদে বিশ্বাসী সাঈদ ইবনে হুসাইনকে ইমাম মাহদী বলে জনসমক্ষে পরিচিত করেন এবং ফাতেমি খিলাফতে অধিষ্ঠিত করেন।
উত্তর আফ্রিকার আগলাবি শাসক জিয়াদাতুল্লাহ (৯০৩-৯০৯) ইসমাঈলীয় মতবাদ প্রচারে বাধা দিলে আবু আবদুল্লাহর সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মার্চ যুদ্ধে জিয়াদতুল্লাহ পরাজিত হয়ে রাক্কাদায় পলায়ন করেন। আগলাবি রাজধানী দখল করে আবদুল্লাহ শিয়া ইমাম সাঈদ বিন হুসাইনকে রাক্কাদায় আমন্ত্রণ জানান। তবে পরে আবু আবদুল্লাহ সাঈদকে নিয়ে কায়রোয়ানে প্রবেশ করেন এবং তাঁকে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি দিয়ে ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা ঘোষণা করেন। আবু আবদুল্লাহ আশ-শিয়ী ফাতেমি বংশের উত্থানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও পরবর্তীতে খলিফা মাহদী সন্দেহবশে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেন। একইভাবে রাজা হিরোহিতোও তাঁর সপক্ষের পুরোহিতদের শাস্তি প্রদান করেন।
সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের পুরোহিতরা এবং আবু আবদুল্লাহ শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রাখা সত্ত্বেও শাসকের রোষানলে পড়ে করুণ পরিণতির সম্মুখীন হন।.

প্রশ্ন ▶৫ মি. "X" একজন মতাদর্শ প্রচারক। বিচক্ষণ ও দুর্দশাগ্রস্ত এই ব্যক্তি তার কাজের অনুকূলে প্রচার কার্য সফলভাবে পরিচালনা করেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠীকে পরাজিত করে তার নেতাকে ক্ষমতা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। অনেক ত্যাগ ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি তার নেতাকে খিলাফতে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ঐ নেতাই তাকে হত্যা করে। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. পাশ্চাত্যের মামুন কাকে বলা হতো? ১

খ. আল-মুইজের মিসর বিজয়ের বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে "X" প্রচারকের সাথে ফাতেমীয় যুগের কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত প্রচারকের করুণ পরিণতির যৌক্তিকতা দেখাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাশ্চাত্যের মামুন বলা হতো আল-মুইজকে।

খ সেনাপতি জওহর আল-সিকিল্লির সহায়তায় খলিফা আল-মুইজ ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসর জয় করেন।
মিসর বিজয় ছিল খলিফা আল-মুইজের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এটি তার জীবনের স্বপ্ন ছিল। তৎকালীন মিসরীয় শাসক কাফুরের অযোগ্য ও কুশাসনে অতিষ্ঠ জনগণ আল-মুইজকে মিসর বিজয়ে আমন্ত্রণ জানালে তিনি সেখানে অভিযান প্রেরণ করেন। প্রায় বিনা বাধায় তার সুযোগ্য সেনাপতি জওহর আল-সিকিল্লি প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া ও পরে রাজধানী ফুস্তাত দখল করেন। এভাবে আল-মুইজের মিসর জয়ের স্বপ্ন পূরণ হয়।

গ উদ্দীপকের "X" প্রচারকের সাথে ফাতেমি যুগের আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ীর সাদৃশ্য রয়েছে।
পৃথিবীতে এমন কতক সেনাপতি রয়েছেন, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর একাগ্রতায় নতুন নতুন রাজবংশের উত্থান ঘটেছে। আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী এ রকমই একজন সেনাপতি। তিনি তার অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি বংশের প্রথম খলিফা হিসেবে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। উদ্দীপকেও অনুরূপ বিষয় লক্ষণীয়।
মি "X" একজন মতাদর্শ প্রচারক। তিনি তার বিচক্ষণতা দ্বারা সফলভাবে প্রচারণা কাজ চালান। একটি প্রতিষ্ঠিত শাসকগোষ্ঠীকে পরাজিত করে তিনি তার নেতাকে শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু পরবর্তীতে উক্ত শাসক তাকে হত্যা করে। একইভাবে আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী নবম শতকের শেষের দিকে আফ্রিকায় গমন করেন। কুসংস্কারে বিশ্বাসী এখানকার অধিবাসীদের তিনি ইসমাঈলীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী করে তোলেন। দলে দলে জনগণ তার সমর্থকে পরিণত হয়। তিনি উত্তর আফ্রিকার শাসনকর্তা জিয়াদাতুল্লাহকে পরাজিত করে ইসমাঈলীয় সম্প্রদায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি তার আধ্যাত্মিক নেতা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীকে সিংহাসনে বসান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে বর্ণিত মতাদর্শ প্রচারকের সাথে আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ীর কর্মকাণ্ডই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ ফাতেমি বংশের উত্থানে ভূমিকা পালনকারী আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ীর করুণ পরিণতি সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন হলেও নৈতিক দিক থেকে যৌক্তিক নয়।
উত্তর আফ্রিকার ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিয়া মতবাদ প্রচারক আবু আব্দুল্লাহ আশ-শিয়ী কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। তার কৃতিত্ব ও নৈপুণ্যে তিনি আগলাবি বংশের ধ্বংসস্তুপের ওপর ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর নেতৃত্বে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তিনিই

https://teachingbd24.com

পরবর্তীতে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী কর্তৃক নির্মমভাবে নিহত হন। যে হত্যাকাণ্ড নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে অযৌক্তিক হলেও ফাতেমি বংশের স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন ছিল।

উদ্দীপকে দেখা যায় "X" নামক একজন মতাদর্শ প্রচারক সফলভাবে প্রচারকার্য পরিচালনা করে তার নেতাকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। যিনি পরবর্তীতে তার নেতার মাধ্যমে নির্মমভাবে নিহত হন। অনুরূপ ঘটনা ফাতেমি বংশের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। শিয়া মতবাদ প্রচারক আবু আব্দুল্লাহ আগলাবিদের রাজধানী দখল করে তথায় আগলাবি বংশের ধ্বংসস্তুপের ওপর ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা রাখেন। কিন্তু এই সফলতা সত্ত্বেও আবু আব্দুল্লাহর পরিণতি ভালো হয়নি। তিনি স্বীয় ত্যাগ ও তৎপরতায় যাকে খলিফা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন সেই ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর হাতেই তাকে জীবন দিতে হয়। ওবায়দুল্লাহ তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। তার এ হত্যাকান্ড ছিল অত্যন্ত জঘন্য কাজ। কিন্তু নব প্রতিষ্ঠিত ফাতেমি বংশের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার জন্য এ হত্যাকাণ্ড প্রয়োজন ছিল। কেননা আবু আব্দুল্লাহর প্রভাব এতো বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, যেকোনো মুহূর্তে তার ইশারায় ফাতেমি বংশের পতন ঘটতে পারত।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, আবু আব্দুল্লাহর হত্যাকান্ড ছিল ইতিহাসের অন্যতম নির্মম ঘটনা। কিন্তু তৎকালীন বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে ফাতেমি বংশের স্বার্থে এ হত্যাকাণ্ডের যথার্থতা ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৬ ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দশম শতাব্দীতে একদল আলীপন্থী ইসমাঈলী শিয়া মতাবলম্বী মহানবির (স)-এর জনৈক কন্যার নাম ভাঙিয়ে উত্তর আফ্রিকায় একটি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]*

ক. দারুল হিকমা কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. কাকে এবং কেন পাশ্চাত্যের মামুন বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? লেখো। ৩

ঘ. উক্ত বংশের সাংস্কৃতিক অবদান লেখো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-হাকিম দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন।

খ শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদানের জন্য আল মুইজকে পাশ্চাত্যের মামুন বলা হয়।

মূলত আল-মুইজের সময়কাল ছিল মিসরে ফাতেমি শাসনকালের স্বর্ণযুগ। আল-মুইজ মিসরে ফাতেমি শাসন সুদৃঢ় করে রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন এবং সমৃদ্ধিশালী একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সৈয়দ আমীর আলী তাকে পাশ্চাত্যের মামুন বলে অভিহিত করেছেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি আমার পাঠ্যবইয়ের ফাতেমি বংশের উত্থানের সাথে মিল পাওয়া যায়।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতেমা (রা)-এর বংশধরগণ ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত। এরা ছিল ইসমাঈলীয় শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পরবর্তীতে ইসমাঈলীয় মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্যবাসী আব্দুল্লাহ বিন-মায়মুন পারস্যের আওয়াজ ও সিরিয়ার সালমিয়াতে প্রচারকার্যের কেন্দ্র স্থাপন করে আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাঈ প্রেরণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইসমাঈলীয় মতবাদ ইয়েমেন, ইয়ামামা, বাহরাইন, সিন্ধু, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে।

উদ্দীপকের ফাতেমীয় বংশ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। যে বংশ মহানবি (স)-এর কন্যার নাম ভাঙিয়ে উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে এবং একটি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল্লাহর মৃত্যু হলে তার শিষ্য আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসাইন ইসামাঈলীয় প্রচারকার্যের দায়িত্ব নেন। ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উত্তর আফ্রিকায় গমন করে নিজেকে ইমাম মাহদীর অগ্রদূত বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে কাতামা গোত্রের সহায়তায় ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আগলাবি শাসক জিয়াদতুল্লাহকে পরাজিত করে সাইদ বিন হুসাইনকে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি দিয়ে খলিফা ঘোষণা করেন। এভাবে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী আগলাবি বংশের ধ্বংসস্তুপের ওপর আব্বাসি খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে একটি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে প্রতিষ্ঠিত এ বংশটিই ফাতেমি বংশ হিসেবে পরিচিত।

সুতরাং দেখা যায়, উদ্দীপকের বংশটির উত্থানের মধ্যে ফাতেমি বংশের উত্থানের মিল পরিলক্ষিত হয়।

ঘ উত্তর আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত ফাতেমি রাজবংশ সংস্কৃতির সকল অঙ্গনে অভূতপূর্ব উন্নয়ন তথা অবদান রেখে গেছেন।

ফাতেমি খিলাফত সংস্কৃতির চর্চা হিসেবে যেসব উন্নতি সাধন করেন তা তৎকালীন বিশ্বে বিরল ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় তারা ব্যাপক অগ্রগতি লাভ করেছিল। দারুল হিকমা, আল-আহজার মসজিদ ও বিশ্ববিদ্যালয় তার উত্তম উদাহরণ। চিকিৎসাবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চায়ও তারা প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এছাড়াও অসংখ্য সৌধ, প্রাসাদ, মসজিদ, মিনার এবং চারু ও কারুশিল্পে তাদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

উদ্দীপকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কন্যার নামে প্রতিষ্ঠিত ফাতেমি বংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই বংশের বিভিন্ন অবদানের মধ্যে সাংস্কৃতিক অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম নিদর্শন মনে করা হতো আল-আজহার মসজিদকে। পরবর্তীতে এ মসজিদটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী আল-আহজার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। যেখানে বিশ্বের স্বনামধন্য শিক্ষক ও ছাত্ররা পড়াশোনা ও গবেষণা করত।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরম পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দার-আল-হিকমা বা বিজ্ঞানের ভবন নির্মাণ ফাতেমীয় শাসকদের অন্যান্য দৃষ্টান্ত। এখানে পাঠাগার ও গ্রন্থাগার সংযুক্ত, প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ এবং নতুন গ্রন্থ প্রণয়নের অসামান্য অবদানের জন্য দারুল হিকমা প্রাচ্যে মামুনের বায়তুল হিকমার মতো প্রসিদ্ধি লাভ করে। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ফাতেমীয়রা বহু স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও তারা ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেন। ৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেম থেকে মিসরে আগত চিকিৎসক মুহাম্মদ আল-তামিমী এ সময়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে মুসা বিন আল-সাজ্জান এবং তার তদীয় পুত্র ইসহাক ও ইসমাঈলও বিশেষ অবদান রাখেন। সে সময়ে নির্মিত আল-আকসার, আল-সালেহ এবং ইবনে রাজ্জাকের মসজিদগুলোও অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ফাতেমীয় বংশের শাসকরা অসামান্য অবদান রেখে গেছেন যা তৎকালীন বিশ্বে বিরল ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৭ মি. রাও রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রজাসাধারণের জন্য কিছু অধ্যাদেশ জারি করেন। তিনি মহিলাদের বাহিরের কাজকর্ম ও পুরুষদের ঘরের দায়-দায়িত্ব পালনের আদেশ দিয়ে ব্যাপক সমালোচিত হন। অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বিশ্বমানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সকলকে অবাক করে দেন। *[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]*

ক. পাশ্চাত্যের মামুন কাকে বলা হয়? ১

খ. দারুল হিকমা কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের অধ্যাদেশ ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিমের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার বিবরণ দাও। ৩

ঘ. শুধু অধ্যাদেশ নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তার অবদানই উক্ত শাসককে ইতিহাস প্রসিদ্ধ করেছে— মূল্যায়ন কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিমকে পাশ্চাত্যের মামুন বলা হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের অধ্যাদেশে ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের নতুন আইন প্রণয়নের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ফাতেমি খলিফা ক্ষমতায় আসার পর নতুন নতুন আইন চালু করেন। তার আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো দিনে কোনো কাজ করা যাবে না, রাতে অফিস-আদালত খোলা থাকবে। খলিফাকে মালিকের পরিবর্তে

https://teachingbd24.com

"আমিরুল মুমিনিন" সম্বোধন করতে হবে। তিনি মন্ত্রিপরিষদের মিটিং রাতে শুরু করতেন। তার এই আইনগুলো ছিল উদ্দীপকে উল্লিখিত অধ্যাদেশের অনুরূপ।

উদ্দীপকের উল্লিখিত শাসক অর্থাৎ মি. রাও অধ্যাদেশ জারি করে বলেন যে, মহিলাদের বাহিরে কাজকর্ম করতে হবে এবং পুরুষদের ঘরের দায়িত্ব পালনের আদেশ দেন। ঠিক একইভাবে আল-হাকিম ১০০১ খ্রিস্টাব্দে কতগুলো নতুন আইন চালু করেন। যেমন– দিনে কোনো কাজ করা যাবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতে অফিস ও দোকান খোলা থাকবে। তিনি অনেক গির্জা ধ্বংস করেন খ্রিস্টানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিশেষ ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ (ঘণ্টা ও ক্রুশ) পরিধান করার নির্দেশ দেন। খলিফা আল-হাকিমের এসব কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের অধ্যাদেশে।

ঘ খলিফা আল-হাকিম তার প্রণীত আইনগুলোর জন্য নয় বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অবদানের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও মানমন্দির নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য কায়রোতে 'দারুল হিকমা' নামে একটি শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকে যেমন মি. রাও অধ্যাদেশ জারির পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বিশ্বমানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তেমনি খলিফা আল-হাকিমও নতুন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য 'দারুল হিকমা' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ায় বহু মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রধান কীর্তি হলো ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দারুল হিকমা বা বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠা, যা বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার অনেক পুস্তক সংগৃহীত ছিল। দেশ বিদেশের বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিত এখানে আলোচনায় বসতেন এবং গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলী-ইবনে-ইউনুস এবং পণ্ডিত ইবনে আল-হাইসাম তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। ইবনে খালদুনের মতে, তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য অথবা উপাসনার জন্য সেখানে যেতেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, শুধু অধ্যাদেশ নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদানই ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমকে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ৮ আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে জয়নগরে ধর্মভিত্তিক একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এ বংশকে কণ্টকমুক্ত করার জন্য সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সকলকে ত্যাগ করেন। সুদীর্ঘ ২৬ বছরের রাজত্বকালে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠিত বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

[আজিমপুর গভ: গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক. আল-মুইজ কে ছিলেন? ১

খ. দারুল হিকমা কী? ২

গ. উদ্দীপকের শাসকের চরিত্র পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের চরিত্রের ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত শাসকই তার বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা? মতামত দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-মুইজ ছিলেন ফাতেমীয় বংশের খলিফা।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকের শাসকের চরিত্র পাঠ্যবইয়ের ফাতেমি খিলাফতের ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর চরিত্রকে ইঙ্গিত করছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের জয়নগরে ধর্মভিত্তিক একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এ বংশকে কণ্টকমুক্ত করার জন্য সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সকলকে হত্যা করেন। খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ছিলেন একজন সুযোগ্য শাসক। আবু আবদুল্লাহ ও আবুল আব্বাস মাহদীকে নামমাত্র খলিফা হিসেবে রেখে নিজেদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা রাখতে চেয়েছিলেন। মাহদীর পদমর্যাদা ও সাম্রাজ্যের ওপর একচ্ছত্র আধিপত্য দেখে তারা ঈর্ষান্বিত হন। তারা মাহদীকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কিন্তু দূরদর্শী ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী তা বুঝতে পেরে তাদের প্রাণনাশ করেন। এভাবে তিনি নিজ বংশকে কণ্টকমুক্ত করেন। সুদীর্ঘ ২৬ বছরের কৃতিত্বপূর্ণ শাসনের মাধ্যমে তিনি তার বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। উদ্দীপকের জুবায়েরও ২৬ বছরের কৃতিত্বপূর্ণ শাসনের মাধ্যমে নিজ বংশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের জুবায়েরের চরিত্র খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীকেই আমি তার বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করি।

আল-মাহদী সিংহাসনে আরোহণ করে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ, দূরদর্শী, বুদ্ধিমান, সাহসী এবং উচ্চাভিলাষী শাসক ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সকল বাধা-বিপত্তি, বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দূর করে তার শাসন ক্ষমতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

মাহদী প্রথমে রাক্কাদায় রাজধানী স্থাপন করে কাতামা গোত্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নব প্রতিষ্ঠিত খিলাফতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাম্রাজ্যের সংহতি বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। পরবর্তীকালে ৯১৬-৯২০ খ্রিস্টাব্দে মাহদী কায়রোয়ানের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মাহদীয়া নগর প্রতিষ্ঠা করে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে মাহদী সিসিলি, মাল্টা, কর্সিকা ইত্যাদি দ্বীপে প্রভুত্ব কায়েম করেন এবং সার্ডিনিয়ায় নৌ অভিযান চালান। তিনি ইদ্রিসি রাজ্য জয় করেন এবং লিবিয়া ও মৌরিতানিয়ার অনেক স্থান জয় করেন। উমর বিন হাফসুনের সাথে যোগাযোগ করে স্পেন জয়েরও চেষ্টা করেন মাহদী।

পরিশেষে বলা যায়, উত্তর আফ্রিকায় মাহদীর শাসন শৃঙ্খলা স্থাপন, সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন এবং বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ ফাতেমি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীকে ফাতেমি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনা করাই যুক্তিসংগত।

প্রশ্ন ▶ ৯ "আজব দেশের ধন্য রাজা দেশ জোড়া তার নাম, বসলে বলে চলরে তোরা, চললে বলে থাম।" আমর বলল, বাস্তবে এর চেয়েও আজব রাজা ছিলেন। ফাতেমি বংশে এমন একজন অদ্ভুত শাসক সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। শাহিদ বলল, শেষ পর্যায়ের শাসকদের এমন অযোগ্যতার জন্যই ফাতেমিদের পতন ঘটে। *[উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী কে ছিলেন? ১

খ. আল-মুইজকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফাতেমি শাসক মনে করা হয় কেন? ২

গ. ফাতেমিদের পতন কীভাবে হয়েছিল? শাহিদের মতানুসারে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ফাতেমি বংশের অদ্ভুত শাসক' সম্বন্ধে আমরের কথার সঙ্গে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী।

খ আল-মুইজকে তার কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য ফাতেমি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়।

ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ফাতেমি বংশের প্রথম হলেও যুক্তিসংগতভাবে আল-মুইজ ছিলেন এ বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। মুইজ মিসর জয় করেন এবং উত্তর আফ্রিকায় শাসন কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জ্ঞান-গরিমা, দৃঢ়তা, উদারতা, দূরদর্শিতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণে আল-মুইজ ছিলেন ফাতেমি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা। তার রাজত্বকালে ফাতেমি সাম্রাজ্য

https://teachingbd24.com

চরম বিস্তৃতি লাভ করে এবং গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে। তাই আল-মুইজকে ফাতেমি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়।

গ শাহিদের বক্তব্যে মিসরে ফাতেমিদের পতনের পেছনে পরবর্তী শাসকদের অযোগ্যতার দিকটিই ফুটে উঠেছে।

ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম ছিলেন চরম খেয়ালি ও নির্জনতা বিলাসী। পরবর্তীতে আল-হাকিমের চেয়েও বেশি খেয়ালি, বেশি বিলাসী এবং অতিরিক্ত দুর্বল শাসকগণ মিসরে ফাতেমি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। আল-জহির, আল মুস্তানসির, আল মুসতালী, আল আমির, আল-হাফিজ, আল-জাফির, আল-ফইজ ও সবার শেষে আল-আজীদ ফাতেমি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারা নামেমাত্র শাসক ছিলেন। দেশের প্রকৃত শাসনক্ষমতা মন্ত্রীদের ওপর ন্যস্ত ছিল।

ফাতেমি বংশের পরবর্তী খলিফাগণ ছিলেন ব্যক্তিত্বহীন, অদক্ষ ও অযোগ্য। বদর আল-জামালী এবং আল-আফজাল ছাড়া অধিকাংশ মন্ত্রী ছিলেন কুচক্রী, স্বার্থপর ও ষড়যন্ত্রকারী। তারা খলিফাদের নামে ভয়ানক দুঃশাসন চালিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয় আর খলিফাগণ জনবিচ্ছিন্ন হতে থাকেন। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অঞ্চল ফাতেমিদের হাতছাড়া হতে থাকে। তাদের কর্তৃত্ব কেবল আফ্রিকা ও মিসরে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। এ অঞ্চলেও তুর্কি, বার্বার ও নিগ্রোদের দ্বন্দ্ব খিলাফতে ভয়ানক অরাজকতা তৈরি করে। কিন্তু অযোগ্য শাসকগণ তা বন্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেননি। এভাবে শেষ পর্যায়ের ফাতেমি শাসকদের অযোগ্যতার কারণেই তাদের পতন ঘটে। সুতরাং, শাহিদের মতটি সঠিক।

ঘ আল-হাকিম ফাতেমি বংশের একজন অদ্ভুত শাসক– আমরের এ বক্তব্যের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত।

আল-হাকিম সম্বন্ধে মানসিক ভারসাম্যহীনতার অভিযোগ রয়েছে। তিনি অনেক খ্যাতনামা লোককে হত্যা করেন। মিসরে খ্রিষ্টানদের গির্জাসমূহ ধ্বংস করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আদেশ দেন অথবা বড় ক্রুশচিহ্ন ধারণ করে সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে বাঁচার সুযোগ দেন। ইহুদিদের ক্ষেত্রেও তিনি কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। আবার রাষ্ট্রীয় শীর্ষপদে খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের নিয়োগ দেন। ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আদেশ জারি করেন, দিনে কোনো কাজ করা হবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতে সব কাজ-কর্ম করতে হবে এবং বেচাকেনা চলবে। তিনি একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন, যার অনুসারীদের বলা হতো দুজ বা দুজি। অনুসারীগণ তাকে মনে করত অবতার।

এ সকল পরস্পরবিরোধী এবং অযৌক্তিক শাসনরীতির জন্য আল-হাকিম সম্পর্কে আমরের বক্তব্য সঠিক বলে প্রমাণিত।

প্রশ্ন ▶ ১০ সম্রাট 'ক' সুশাসনের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ওপর জোর দেন। পুরো সাম্রাজ্যকে প্রদেশ, বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় ভাগ করেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

[শহীদ বীর বিক্রম রমিজউদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]

ক. 'আল-মাগরিব' শব্দের অর্থ কী? ১

খ. দারুল হিকমা সম্পর্কে যা জান লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে ফাতেমীয় বংশের কোন খলিফার বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল-মাগরিব শব্দের অর্থ পশ্চিম।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে সম্রাট 'ক' এর কর্মকাণ্ডের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ফাতেমি খলিফা আল-মনসুরের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল-মুইজ ৯৫২ সালে ফাতেমি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খলিফা হবার পরপরই সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি লাভ করে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ়নীতি গ্রহণ করেন। তিনি রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ওপর জোর দেন। পাশাপাশি সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করেন। প্রদেশ ও জেলাগুলোতে তিনি সুযোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করেন। এ ছাড়াও তিনি সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং নৌবাহিনীরও সংস্কার সাধন করেন। এছাড়াও তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর বেতন বৃদ্ধি করেছিলেন।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, সম্রাট 'ক' সুশাসনের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ওপর জোর দেন। পুরো সাম্রাজ্যকে তিনি প্রদেশ, বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় ভাগ করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কেন্দ্র থেকে এসব অফিসে প্রেরণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর বেতন বৃদ্ধি করেন। এ বিষয়গুলো আমরা ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কর্মকাণ্ডের মাঝেও লক্ষ করি।

ঘ উক্ত খলিফা অর্থাৎ আল-মুইজ অসামান্য অবদানের মাধ্যমে ফাতেমি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

একজন প্রকৃত শাসকের সফলতা নির্ভর করে রাজ্যে স্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে জনকল্যাণমুখী করার ওপর। রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভিতকে শক্তিশালী করাও শাসকের প্রধান কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তার এসব শাসকোচিত গুণাবলিই একজন শাসককে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্রাট 'ক' রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে জনগণের সুখ-সমৃদ্ধির অনুকূলে সাজিয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করেন। সমৃদ্ধ নগরী নির্মাণ, নৌবাহিনী গঠন প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে তিনি প্রশাসনকে শক্তিশালী করেন। একইভাবে আল-মুইজও সমগ্র সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যকে প্রদেশ, প্রদেশকে জেলায় বিভক্ত করে সুযোগ্য শাসক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন, ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি, সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সংস্কারে তিনি বিশেষ উদ্যোগ নেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তিনি উত্তর আফ্রিকা ও মিসরকে সুখ-সমৃদ্ধির শীর্ষে নিয়ে যান।

আল-মুইজের সংস্কারধর্মী উদ্যোগগুলো জনকল্যাণের স্বার্থে গ্রহণ করা হয়েছিল। তাই তৎকালীন শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে জনগণই তাকে ফাতেমি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদা দিয়েছে, যা উদ্দীপকের শাসকের সাফল্যেরই অনুরূপ।

প্রশ্ন ▶ ১১ ইউরোপীয় জাতিসমূহের মতো ইংরেজরাও এ দেশে ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। সুচতুর ইংরেজ লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৭ খ্রি. পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইতোমধ্যে তারা কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে যেসব বিশপরা এখানে ধর্ম প্রচারে আসেন তাদের উদ্যোগে গির্জাকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ভারতের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি।

[শেখ ফজিলাতুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ]

ক. ফাতেমি কোন খলিফা দার-আল-হিকমা নির্মাণ করেন? ১

খ. ইসমাঈলীয় কারা? ২

গ. উদ্দীপকের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাথে মিসরের কোন প্রতিষ্ঠানের সামঞ্জস্য রয়েছে? বুঝিয়ে দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাংলায় ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের কর্মকাণ্ড ফাতেমীয়দের মিসর বিজয়ের নিরিখে আলোচনা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম দার-আল-হিকমা নির্মাণ করেন।

খ ৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে শিয়া সম্প্রদায়ের ষষ্ঠ ইমাম জাফর সাদিকের মৃত্যুর পর শিয়া সম্প্রদায় যে দুটি ভাগে বিভক্ত হয় তাদের একটি ইসমাঈলীয় হিসেবে পরিচিত।

জাফর সাদিক তার মৃত্যুর পূর্বে পুত্র ইসমাঈলকে ইমামতির দায়িত্ব প্রদান করেন এবং পিতার মৃত্যুর পূর্বেই ইসমাঈল মৃত্যুবরণ করলে দ্বিতীয় মুসা আল-কাজিমকে ইমামতি দান করলে যারা তাকে ইমাম হিসেবে মেনে নিতে পারেনি তাদের ইসমাঈলীয় বলা হয়।

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাথে মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামঞ্জস্য রয়েছে।

উদ্দীপকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে যেসব ইংরেজ বিশপরা বাংলায় ধর্ম প্রচারে আসে তাদের উদ্যোগে এখানে গির্জাকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ভারতের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এ ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা ভারতের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি।

একইভাবে ফাতেমি খিলাফতের সময় মিসরে মসজিদকেন্দ্রিক একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। আল-মুইজের শাসনামলে ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি জওহর কর্তৃক মিসরে আল-আজহার মসজিদ নির্মিত হয়। আল-মুইজের সেনাপতি জওহর মহানবি (স)-এর কন্যা ফাতিমাতুজ্জোহরার (রা) স্মরণার্থে 'আল-আজহার' মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এ মসজিদটিতে একটি পাঠাগার সংযোজন করা হয়। খলিফা আল-আজিজ ক্ষমতা লাভ করে আল-আজহার মসজিদ ও পাঠাগারের পাশে একটি শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। পরবর্তীতে এ শিক্ষায়তনকে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। তখন থেকে এটিকে সমগ্র মুসলিম জগতের সর্বপ্রধান ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিংশ শতাব্দীতে আল-আজহার এর সাবেক মসজিদের কাঠামো হতে বৃহত্তর গন্ডিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে। বিশ্বের প্রাচীনতম এ বিশ্ববিদ্যালয়টি মিসর তথা সমকালীন বিশ্বে সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিকাশে অসামান্য ভূমিকা পালন করে।

ঘ বাংলায় ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের কর্মকাণ্ডের সাথে ফাতেমিদের মিসর বিজয়ের মিল রয়েছে।

মিসরের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সংযোগস্থলে এর অবস্থান। এখানকার বিভিন্ন গোত্র ও তাদের উপদলগুলো প্রায়ই ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকত। এছাড়া ইখশিদিয়া শাসকদের অত্যাচারে মিসরে রাজনৈতিক অরাজকতা দেখা দিলে মিসরীয় আমির উমরাহগণ খলিফা আল-মুইজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এ সকল কারণে মুইজ ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি জওহরের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন এবং প্রেরিত বাহিনী খুব সহজেই রাজধানী ফুস্তাত অধিকার করেন। সেনাপতি জওহর ফুস্তাতের সন্নিকটে 'আল-কাহিরা' (আধুনিক কায়রো) নামে অপূর্ব ও মনোরম নগরী নির্মাণ করেন।

একইভাবে উদ্দীপকে বাংলায় ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিসমূহের মতো ইংরেজরাও এ দেশে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হয়। সুচতুর ইংরেজ লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ফাতেমিদের কায়রোতে রাজধানী স্থাপনের মতোই ইংরেজরা কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে জওহর মিসরে বিবি ফাতিমাতুজ্জোহরার স্মরণার্থে 'আল-আজহার' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, যা ক্রমান্বয়ে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে বর্তমান বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব লাভ করেছে। একইভাবে উদ্দীপকে ইংরেজ-খ্রিস্টান বিশপরা ভারতবর্ষে গির্জাকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ফোর্ট উইলিয়াম এমনই একটি কলেজ যা ভারতের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ফাতেমিদের মিসর বিজয়ের সাথে বাংলায় ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তারের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ সুদীর্ঘ ২৩ বছর গৌরবময় রাজত্ব করার পর তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। তিনি খুব ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পবিদ্যায় উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতাও বলা হয়। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, ময়মনসিংহ]*

ক. কত সালে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? ১

খ. দারুল হিকমা কী? বর্ণনা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ফাতেমি শাসকের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উক্ত শাসককে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা কতটা যুক্তিযুক্ত? উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফাতেমী খিলাফত ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে ফাতেমীয় বংশের খলিফা আল-মুইজের বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে।

পিতা আল-মনসুরের মৃত্যুর পর আবু তামিম মা'আদ 'আল-মুইজ' উপাধি ধারণ করে ফাতেমি খিলাফতে আরোহণ করেন। ফাতেমি খিলাফতের তিনি চতুর্থ খলিফা। তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং দক্ষতা ফাতেমি সাম্রাজ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের খানিকটা উদ্দীপকের শাসকের মধ্যে লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের শাসক সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে এবং কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের ক্ষেত্রেও এমনটিই লক্ষণীয়। তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে সমগ্র সাম্রাজ্যকে প্রদেশে এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করে সেখানে সুযোগ্য শাসক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় তার পৃষ্ঠপোষকতা অবিস্মরণীয়। তিনি নিজেও ভাষাতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তার সময়ে শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তিনি সুদীর্ঘ তেইশ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে দক্ষতার সাথে শাসন পরিচালনা করেন। শাসনক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাকে ফাতেমি রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের বৈশিষ্ট্যাবলি ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের বৈশিষ্ট্যকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ উক্ত শাসককে অর্থাৎ আল-মুইজকে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত।

একজন প্রকৃত শাসকের সফলতা নির্ভর করে রাজ্যে স্থিতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে জনকল্যাণমুখী করার ওপর। রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভিতকে শক্তিশালী করাও শাসকের প্রধান কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তার এসব শাসকোচিত গুণাবলিই একজন শাসককে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একজন শাসক সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি তার বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে খ্যাত। একইভাবে আল-মুইজও ফাতেমি খিলাফতে আরোহণ করেন এবং তেইশ বছর শাসন পরিচালনা করেন। ক্ষমতায় এসেই তিনি বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তার করে তার সাম্রাজ্যকে সুসংহত করেন এবং তেইশ বছর শাসন পরিচালনা করে তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যকে প্রদেশ, প্রদেশকে জেলায় বিভক্ত করে সুযোগ্য শাসক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি, সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সংস্কারে তিনি বিশেষ উদ্যোগ নেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তিনি উত্তর আফ্রিকা ও মিসরকে সুখ-সমৃদ্ধির শীর্ষে নিয়ে যান।

আল-মুইজের সংস্কারধর্মী উদ্যোগগুলো জনকল্যাণের স্বার্থে গ্রহণ করা হয়েছিল। তাই তৎকালীন শাসনব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে তাকে জনগণই ফাতেমি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের মর্যাদা দিয়েছে, যা উদ্দীপকের শাসকের সাফল্যেরই অনুরূপ।

প্রশ্ন ▶ ১৩ বিশ্বের ইতিহাসে এক মহীয়সী নারীর নামে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত রাজবংশের শাসকদের মধ্যে একজন পাগল বা খামখেয়ালী শাসক ছিল। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি আব্বাসীয় খলিফা মামুনকে অনুসরণ করতেন। *[শেরপুর সরকারি কলেজ, শেরপুর]*

ক. জওহর কে ছিলেন? ১

খ. স্পেনের ধর্মান্ধ আন্দোলন সম্পর্কে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অনুচ্ছেদের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের কথা বলা হয়েছে? তার খামখেয়ালিপনার বিবরণ দাও। ৩

ঘ. জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি মামুনকে কীভাবে অনুসরণ করেছেন?

https://teachingbd24.com

ব্যাখ্যা দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জওহর ছিলেন ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি।

খ ইসলামি আচার-আচরণ, রীতিনীতি অনুসরণকারী খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে গোঁড়া ও ধর্মান্ধ খ্রিষ্টানরা এক জঘন্য আন্দোলন (৮৫০-৮৫২ খ্রি.) শুরু করে, ইতিহাসে যা 'ধর্মান্ধ আন্দোলন' বা Zealot Movement নামে পরিচিত।

আমির দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের শাসনকালের শেষ দিকে কর্ডোভার এক দল গোঁড়া ও ধর্মান্ধ খ্রিষ্টান ইসলাম ও আরবদের শিক্ষা ও কৃষ্টিতে আকৃষ্ট খ্রিষ্টানদের দ্রুত আরবীয়করণের বিরুদ্ধে এ উদ্ভট ও অভিনব আন্দোলন শুরু করে। তাদের এ আন্দোলন ছিল স্পেনে উদীয়মান ইসলামি শক্তি, কৃষ্টি-কালচারকে স্পেন হতে চিরতরে বিতাড়নের প্রাথমিক মহড়া।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের খলিফা আল-হাকিমের কথা বলা হয়েছে।

ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম ক্ষমতায় আসার পর নতুন নতুন আইন চালু করেন। তার আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো দিনে কোনো কাজ করা যাবে না। রাতে অফিস-আদালত খোলা থাকবে। খলিফাকে মালিকের পরিবর্তে 'আমিরুল মুমেনিন' সম্বোধন করতে হবে। তিনি মন্ত্রিপরিষদের মিটিং রাতে শুরু করতেন।

আল-হাকিম ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে কতগুলো নতুন আইন চালু করেন। যেমন– দিনে কোনো কাজ করা যাবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতে অফিস ও দোকান খোলা থাকবে। তিনি অনেক গির্জা ধ্বংস করেন। খ্রিষ্টানদের সম্পত্তি-বাজেয়াপ্ত করেন এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ (ঘণ্টা ও ক্রুশ) পরিধান করার নির্দেশ দেন। খলিফা আল-হাকিমের খামখেয়ালির কথাই উদ্দীপকে বলা হয়েছে।

ঘ জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠাই খলিফা আল-হাকিমের সাথে খলিফা আল-মামুনের সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ শাসকদের একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য। আর এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী শাসকেরা কিছু উল্লেখযোগ্য কাজের মাধ্যমে তাদের এ আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আব্বাসি খলিফা আল-মামুন নির্মিত বায়তুল হিকমা এবং ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের দারুল হিকমা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অসাধারণ ঝোঁক থেকে সৃষ্ট দুটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান।

খলিফা আল-মামুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচনের জন্য ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে 'বায়তুল হিকমা' নামক বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষা, গবেষণায় ব্যাপক ভূমিকা রেখে আব্বাসি সংস্কৃতিকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করে। খলিফা আল হাকিম বায়তুল হিকমার অনুকরণে ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে 'দারুল হিকমা' নামক জ্ঞানকেন্দ্রটি নির্মাণ করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি শিয়া মতবাদ প্রচার ও প্রসারের জন্য গড়ে উঠলেও এখানে জ্যোতির্বিদ্যা, ভাষা, ব্যাকরণ, আইন, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হতো। এখানকার পাঠাগার ও গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বিশ্বের নানা ধরনের বইয়ের সমাহার মিসরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং দেখা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় প্রতিষ্ঠান নির্মাণই আলোচ্য দুই শাসকের মধ্যে সাদৃশ্য গড়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ মোস্তার জনৈক শাসকের গৌরবময় চরিত্র ও কৃতিত্ব পড়ে জানতে পারে বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী এই শাসক তার সাম্রাজ্যকে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত পরিষদে বিভক্ত করেন। ভূমি জরিপ ব্যবস্থা ও ভূমি মালিকদের চার স্তরবিশিষ্ট বিন্যাস ছিল অসামান্য কীর্তি। তবে তার ভাষাজ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার মনোযোগ ছিল না। সামরিক বাহিনীকে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিলেও তিনি তা করতে ব্যর্থ হন। *[নিউ গভ: ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী]*

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী সম্পর্কে কী জান? ২

গ. উদ্দীপকে মোস্তারের পঠিত শাসকের কৃতিত্ব তোমার পঠিত কোন শাসকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মোস্তারের পঠিত শাসকের তুলনায় তোমার পঠিত শাসক কোন অর্থে অধিক কৃতিত্বের অধিকারী? ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আগলাবি বংশের অবসানের মাধ্যমে উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়ায় সর্বপ্রথম ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আগলাবীয় বংশের ধ্বংসস্তুপের ওপর ফাতেমি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক। আবু মুসলিমকে হত্যা করে আব্বাসি খলিফা আল-মনসুর যেমন আব্বাসি বংশের নিরাপত্তা বিধান করেন, ঠিক তেমনি মাহদীও আবু আবদুল্লাহকে হত্যা করে নিজবংশকে কণ্টকমুক্ত করেন। এছাড়াও তিনি প্রথমে আগলাবীয় রাজধানী রাক্কাদায় অবস্থান করে নব প্রতিষ্ঠিত ফাতেমি খিলাফতের শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সংহতি বজায় রাখতে সচেষ্ট হন। তবে ৯১৬-৯২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কায়রোয়ানের ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মাহদিয়া নগর প্রতিষ্ঠা করে সেখানে রাজধানী স্থানান্তর করেন।

গ উদ্দীপকে মোস্তারের পঠিত শাসকের কৃতিত্ব আমার পঠিত ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের রাজত্বকালকে মিসরীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তিনি ছিলেন প্রজারঞ্জক শাসক, বিদ্যোৎসাহী এবং বিচক্ষণ খলিফা। তিনি প্রায় ২৩ বছর সুশৃঙ্খল ও সুন্দরভাবে রাজত্ব পরিচালনা করেন। পিতা আল-মনসুরের মৃত্যুর পর তিনি তামিম মা'দ থেকে আল-মুইজ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। শাসনব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করার জন্য তিনি সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে ও প্রদেশগুলোকে কতকগুলো জেলায় বিভক্ত করেন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শনে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ইহুদি গোত্রের ইবন-কিলিস ও আশুককে ভূমি সংস্কারের কাজে নিয়োজিত করেন। তিনি ভূমি মালিকদের চার স্তরবিশিষ্ট বিন্যাসে সহায়তা করেন। তিনি সৈন্যবাহিনীর সংস্কার করেন, তবে পুরোপুরি সংস্কার করতে ব্যর্থ হন। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করেন। তবে তার জ্ঞান ও সাহিত্যচর্চা সীমিত থাকলেও তার উৎসাহে বহু জ্ঞানী-গুণী দরবারের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। তাছাড়া তার রাজ্য বিস্তার ফাতেমি বংশকে আরও সমৃদ্ধ করে। তাই তার ভূমিকা অসীম।

তাই বলা যায়, মোস্তারের পঠিত শাসকের কৃতিত্ব ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কৃতিত্বেরই অনুরূপ।

ঘ মোস্তারের পঠিত শাসকের সাথে আমার পঠিত শাসক আল-মুইজের সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোস্তারের পঠিত শাসকের তুলনায় আমার পঠিত শাসক আল-মুইজ অধিক কৃতিত্বের অধিকারী।

৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে আল-মনসুরের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবু তামিম মা'আদ-আল-মুইজ উপাধি ধারণ করে ফাতেমীয় বংশের চতুর্থ খলিফা হিসেবে শাসনভার গ্রহণ করেন। সাম্রাজ্যের বর্বর গোত্রের বিভিন্ন উপজাতিগণ অচিরেই তার শাসন কর্তৃত্ব মেনে নেয়। সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে তার সময়ে ফাতেমীয় বংশের গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

মোস্তারের পঠিত শাসক সুশাসক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যকে বিকেন্দ্রীকরণ করেন। ভূমি জরিপ ব্যবস্থা ও ভূমি মালিকদের স্তরবিন্যাস করেন। তবে তার ভাষাজ্ঞান সীমিত ছিল। এছাড়া সামরিক বাহিনীতে সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি তা করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু খলিফা আল-মুইজ সিংহাসনে আরোহণ করে বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তার করে তার সাম্রাজ্যকে সুসংহত করেন। খলিফার অব্যবহিত পর তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করে বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে সাম্রাজ্যের বিদ্রোহী নেতাগণ, গোত্র প্রধানগণ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তার আনুগত্য স্বীকার করেন।

https://teachingbd24.com

সিসিলি, মিসর বিজয়ের মাধ্যমে তার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান। ঐতিহাসিক Stanely Lane Poole সত্যিই বলেছেন, "চতুর্থ খলিফা আল-মুইজের সিংহাসনারোহণের সাথে সাথে ফাতেমিগণ একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।"

পরিশেষে বলা যায়, পরাক্রমশালী ও মার্জিত রুচির আল-মুইজ ফাতেমীয় সাম্রাজ্যের রাজ্যসীমা বর্ধিত এবং সুশাসন কায়েম করে রাজ্যে শান্তি এবং সমৃদ্ধি আনেন, যা মোক্তারের পঠিত খলিফার থেকে অনেক বেশি কৃতিত্বের দাবিদার।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সুশাসনের জন্য সম্রাট 'খ' বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ওপর জোর দেন। তিনি সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ, জেলা ও উপজেলায় বিভক্ত করেন। সংশ্লিষ্ট প্রদেশ, জেলা ও উপজেলায় সুযোগ্য কর্মচারি নিয়োগ করেন। সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীরও তিনি সংস্কার সাধন করেন। তিনি ফাতেমি বংশের শাসকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

[আর. ডি. এ ল্যাব: স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]

ক. ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী কত খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন? ১

খ. দারুল হিকমার পরিচয় বর্ণনা করো। ২

গ. উদ্দীপকে সম্রাট 'খ এর কর্মকাণ্ডের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ফাতেমি খলিফার কর্মকাণ্ডের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পাঠ্যপুস্তকের উক্ত ফাতেমি শাসকের কর্মকাণ্ড বর্তমানকালে কতটুকু গ্রহণযোগ্য বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে সম্রাট 'খ'-এর কর্মকাণ্ডের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ফাতেমি খলিফা আল-মনসুরের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল-মুইজ ৯৫২ সালে ফাতেমি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খলিফা হবার পরপরই সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ়নীতি গ্রহণ করেন। তিনি তার রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ওপর জোর দেন। তিনি সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করেন। প্রদেশ ও জেলাগুলোতে তিনি কেবল সুযোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং নৌবাহিনীরও সংস্কার সাধন করেন। তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর বেতন বৃদ্ধি করেছিলেন।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, সম্রাট 'খ' সুশাসনের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ওপর জোর দেন। পুরা সাম্রাজ্যকে তিনি প্রদেশ, বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় ভাগ করে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কেন্দ্র থেকে এসব অফিসে প্রেরণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর বেতন বৃদ্ধি করেন। এ বিষয়গুলো আমরা ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কর্মকাণ্ডের মাঝেও লক্ষ করে থাকি।

ঘ আমার পঠিত সম্রাট অর্থাৎ আল-মুইজ-এর কর্মকাণ্ড বর্তমানকালে সর্বাত্মকভাবে গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি।

ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বর্তমানকালে অত্যধিক ফলপ্রসূ একটি পদক্ষেপ। এ বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়ন করে বর্তমানে প্রশাসন ব্যবস্থার একটি সুষ্ঠু কাঠামো প্রণয়ন করা সম্ভব। বর্তমানে এ নীতি কার্যকর করা হলে নাগরিক জীবনের নানা ধরনের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। যেমন– যানজট সমস্যার সমাধান, বেকারত্ব হ্রাস এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি।

বিকেন্দ্রীকরণ নীতির মাধ্যমে বর্তমানে প্রত্যেক বিভাগ, জেলা ও প্রদেশগুলোতে নানা ধরনের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। যেমন– রাস্তাঘাট নির্মাণ, দালানকোঠা নির্মাণ, পয়ঃপ্রণালি নির্মাণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হবে। তাছাড়াও বর্তমানে এ নীতি কার্যকর হলে প্রাদেশিক গভর্নরের দ্বারা জনগণের যেকোনো ধরনের প্রয়োজন অতিদ্রুত মেটানো সম্ভব হবে। বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বর্তমানে প্রণয়ন করলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সহজে সমাধান করা সম্ভব হবে। খলিফা আল-মুইজের সামরিক ও নৌবাহিনীর সংস্কার বর্তমানে অত্যন্ত কার্যকরী একটি পদক্ষেপ। কারণ বর্তমানে যে দেশের সামরিক শক্তি যত বেশি সে দেশ তত শক্তিশালী। এ ছাড়াও বর্তমানে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান, বহিঃশত্রু মোকাবিলা এবং বিভিন্ন শান্তি মিশন পরিচালনার জন্য সামরিক বাহিনীর সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাছাড়াও নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে নৌবাহিনী গঠন বর্তমানে একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। কারণ নৌ-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিভিন্ন ধরনের জলদস্যুবৃত্তি দেখা যায়। তাই নৌ নিরাপত্তার জন্য নৌবাহিনীর সংস্কার বর্তমানে একটি উল্লেখযোগ্য বিবেচিত বিষয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, খলিফা আল-মুইজের উপর্যুক্ত কর্মকাণ্ড বর্তমানকালে অত্যধিক ফলপ্রসূ এবং অধিক গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন ▶ ১৬ মি. উইলিয়াম উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করে ডিক্রি জারি করেন যে দিনের বেলা কোন কাজকর্ম করা হবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতের বেলা সকল কাজকর্ম করতে হবে এবং বেচাকেনা চলবে। তিনি নৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কারকারী একজন জ্ঞানী শাসক ছিলেন। *[দিনাজপুর সরকারি কলেজ]*

ক. উত্তর আফ্রিকায় আগলাবীয় বংশের শেষ শাসক কে ছিলেন? ১

খ. আল-কাহিরা নগরী সম্পর্কে টীকা লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে মি. উইলিয়ামের কর্মকাণ্ডের সাথে কোন ফাতেমীয় খলিফার মিল পাওয়া যায়? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের নৈতিক ও ধর্মীয় ডিক্রি জারীর বাইরে তোমার পঠিত খলিফা শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আলোচনা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উত্তর আফ্রিকায় আগলাবীয় বংশের শেষ শাসক ছিলেন জিয়াদাত উল্লাহ।

খ সৃজনশীল ১ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ মি. উইলিয়ামের চরিত্রের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের মিল রয়েছে।

ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম ক্ষমতায় আসার পর নতুন নতুন আইন চালু করেন। তার আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো দিনে কোনো কাজ করা যাবে না। রাতে অফিস-আদালত খোলা থাকবে। খলিফাকে মালিকের পরিবর্তে "আমিরুল মুমিনিন" সম্বোধন করতে হবে। তিনি মন্ত্রিপরিষদের মিটিং রাতে শুরু করতেন। তাঁর এ আইনগুলো ছিল উদ্দীপকে উল্লিখিত অধ্যাদেশের অনুরূপ।

উদ্দীপকের উল্লিখিত শাসক মি. উইলিয়াম অধ্যাদেশ জারি করে, মহিলাদের বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ করেন। তিনি পুরুষদের দিনের বেলায় বাসা-বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার ও রাতের বেলায় কাজকর্ম করার নির্দেশ দেন। ঠিক একইভাবে আল-হাকিম ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে কতগুলো নতুন আইন চালু করেন। যেমন– দিনে কোনো কাজ করা যাবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতে অফিস ও দোকান খোলা থাকবে। তিনি অনেক গির্জা ধ্বংস করেন। খ্রিষ্টানদের সম্পত্তি-বাজেয়াপ্ত করেন এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ (ঘন্টা ও ক্রুশ) পরিধান করার নির্দেশ দেন। খলিফা আল-হাকিমের এসব কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের অধ্যাদেশে।

ঘ উক্ত শাসকের নৈতিক ও ধর্মীয় ডিক্রি জারীর বাইরে আমার পঠিত খলিফা আল-মুইজ শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় অসামান্য অবদান রেখেছেন।

আল হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও মানমন্দির নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য কায়রোতে "দারুল হিকমা" নামে একটি শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে যেমন মি. উইলিয়াম অধ্যাদেশ জারির পাশাপাশি একটি জ্ঞানগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তেমনি খলিফা আল-হাকিমও নতুন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য "দারুল হিকমা' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ায় বহু মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রধান কীর্তি হলো ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দারুল হিকমা বা বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠা, যা বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার অনেক পুস্তক সংগৃহীত ছিল। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিত এখানে আলোচনায় বসতেন এবং গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলী-ইবনে-ইউনুস এবং পণ্ডিত ইবনে আল-হাইসাম তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। ইবনে খালদুনের মতে, তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য অথবা উপাসনার জন্য সেখানে যেতেন।
পরিশেষে বলা যায় যে, খলিফা আল-হাকিম তার প্রণীত আইনগুলোর জন্য নয় বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৭ জনাব আসলাম রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রজা সাধারণের জন্য কিছু অধ্যাদেশ জারী করেন। তিনি মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ করেন। পুরুষদের রাতের বেলায় কাজকর্ম করার নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে তিনি ব্যাপক সমালোচিত হন। অন্যদিকে, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বিশ্বমানের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সকলকে অবাক করে দেন। *[ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. খলিফা মুইজকে পাশ্চাত্যের মামুন বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের অধ্যাদেশে ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিমের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তার বিবরণ দাও। ৩
ঘ. শুধু অধ্যাদেশ নয় জ্ঞান-বিকাশের জন্য তার অবদানই উক্ত শাসকের ইতিহাস প্রসিদ্ধ করেছে- মূল্যায়ন করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা হলো ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী।

খ শিল্প সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবদানের জন্য আল-মুইজকে পাশ্চাত্যের মামুন বলা হয়।
মূলত আল-মুইজের সময়কাল ছিল মিসরে ফাতেমি শাসনকালের স্বর্ণযুগ। আল-মুইজ মিসরে ফাতেমি শাসন সুদৃঢ় করে রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করেন এবং সমৃদ্ধিশালী একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সৈয়দ আমীর আলী তাকে পাশ্চাত্যের মামুন বলে অভিহিত করেছেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের অধ্যাদেশে ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিমের ব্যতিক্রমধর্মী আইন প্রণয়নের দিকটি ফুটে উঠেছে।
ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম ক্ষমতায় আসার পর নতুন নতুন আইন চালু করেন। তার আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো দিনে কোনো কাজ করা যাবে না। রাতে অফিস-আদালত খোলা থাকবে। খলিফাকে মালিকের পরিবর্তে 'আমিরুল মুমিনিন' সম্বোধন করতে হবে। তিনি মন্ত্রিপরিষদের মিটিং রাতে শুরু করতেন। তাঁর এ আইনগুলো ছিল উদ্দীপকে উল্লিখিত অধ্যাদেশের অনুরূপ।
উদ্দীপকের উল্লিখিত শাসক আসলাম অধ্যাদেশ জারি করে মহিলাদের বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ করেন। তিনি পুরুষদের দিনের বেলায় বাসা-বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার ও রাতের বেলায় কাজকর্ম করার নির্দেশ দেন। ঠিক একইভাবে আল হাকিম ১০০১ খ্রিস্টাব্দে কতগুলো নতুন আইন চালু করেন। যেমন– দিনে কোনো কাজ করা যাবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতে অফিস ও দোকান খোলা থাকবে। তিনি অনেক গির্জা ধ্বংস করেন। খ্রিস্টানদের সম্পত্তি-বাজেয়াপ্ত করেন এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ (ঘণ্টা ও ক্রুশ) পরিধান করার নির্দেশ দেন। খলিফা আল-হাকিমের এসব কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের অধ্যাদেশে।

ঘ 'শুধু অধ্যাদেশ নয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদানই উক্ত শাসক তথা খলিফা আল-হাকিমকে ইতিহাস প্রসিদ্ধ করেছে'– মন্তব্যটি যৌক্তিক।
আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও মানমন্দির নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য কায়রোতে 'দারুল হিকমা' নামে একটি শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন।
উদ্দীপকে যেমন জনাব আসলাম অধ্যাদেশ জারির পাশাপাশি একটি জ্ঞানগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনি খলিফা আল-হাকিমও নতুন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য 'দারুল হিকমা' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। আল হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ায় বহু মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রধান কীর্তি হলো ১০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দারুল হিকমা বা বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠা, যা বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার অনেক পুস্তক সংগৃহীত ছিল। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিত এখানে আলোচনায় বসতেন এবং গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলী-ইবনে-ইউনুস এবং পণ্ডিত ইবনে আল-হাইসাম তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। ইবনে খালদুনের মতে তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য অথবা উপাসনার জন্য সেখানে যেতেন।
পরিশেষে বলা যায় যে, খলিফা আল-হাকিম তার প্রণীত আইনগুলোর জন্য নয় বরং জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৮ আদনান খান দীর্ঘ ২৩ বছর সাফল্যের সাথে প্রশাসন পরিচালনা করে তার স্বর্গ নগর রাজ্যটিকে স্বর্ণময় করে তোলেন। তিনি ছিলেন তার রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। রাজ্য জয়, শাসনব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, বিদ্রোহ দমন, শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনে তার অবদান অপরিসীম। তিনি ছিলেন মেধাবী ও ধীশক্তিসম্পন্ন। তিনি অনেক রাজ্য জয় করেন। তবে পার্শ্ববর্তী 'শান্তি নগর' রাজ্য জয় ইতিহাসের পাতায় তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। সেখানে তিনি তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]*

ক. ফাতেমি কারা? ১
খ. দারুল হিকমা কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত শাসক কর্তৃক শান্তিনগর রাজ্য জয়ের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের মিসর বিজয়ের তুলনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের কর্মকাণ্ডে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে, বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাসুল (স)-এর জামাতা হযরত আলী (রা) এবং কন্যা ফাতিমা (রা)-এর বংশধরগণ ফাতেমি নামে পরিচিত।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক কর্তৃক শান্তি নগর রাজ্য জয়ের তুলনায় ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের মিসর বিজয় অধিক কৃতিত্বপূর্ণ।
আল-মুইজ ফাতেমি শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও অদম্য কর্মদক্ষতার ফলে উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে ফাতেমি শাসন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজয় ছিল মিসর বিজয়। উদ্দীপকেও এ বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
উদ্দীপকে দেখা যায় একটি রাজবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক আদনান সাহেব পার্শ্ববর্তী 'শান্তি নগর' রাজ্য জয় করেন এবং সেখানে তার রাজধানী স্থানান্তর করে। তার এ শান্তি নগর রাজ্য জয়ের তুলনায় আল-মুইজের

https://teachingbd24.com

মিসর বিজয় অধিক তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কেননা মিসরের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ, এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সংযোগস্থলে এর অবস্থান। ইখশিদিয়া শাসকদের অত্যাচারে মিসরে রাজনৈতিক অরাজকতা দেখা দিলে মিসরীয় আমির-উমরাগণ আল-মুইজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুইজ ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি জওহরের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন এবং প্রেরিত বাহিনী খুব সহজেই রাজধানী ফুস্তাত অধিকার করে। সেনাপতি জওহর ফুস্তাতের সন্নিকটে 'আল-কাহিরা' নামে অপূর্ব ও মনোরম নগরী নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে এটি ফাতেমি খিলাফতের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়। ৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি জওহর 'আল-আজহার' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তী খলিফা আল-আজিজের সময় মসজিদে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয় এবং এ পাঠাগারই কালক্রমে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আল-মুইজ কায়রোতে উপস্থিত হলে মিসরবাসী তাকে স্বাগত জানান। এভাবে কায়রো ফাতেমিদের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে উক্ত খলিফার অর্থাৎ আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আংশিক ফুটে উঠেছে— মন্তব্যটি যথার্থ।

খলিফা আল-মুইজের সিংহাসন আরোহণ ফাতেমি খিলাফতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জনকল্যাণমুখী এ শাসক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি নিজ সাম্রাজ্যকে উন্নতির শীর্ষে উন্নীত করেন। উদ্দীপকে তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সামান্যই ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে খলিফা আল-মুইজের সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখার আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু তিনি ফাতেমি খিলাফতকে একটি শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করাতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রথমেই তিনি খিলাফতের নিরাপত্তা বিধানে মনোযোগী হন। মরক্কো, সিসিলি, মিসর বিজয় করে খিলাফতের পরিধি বৃদ্ধি করেন। তার অসাধারণ দক্ষতায় উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় ফাতেমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সংস্কার করেন। ভূমি সংস্কারের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। চারিত্রিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, অমায়িক ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন। উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে প্রতিষ্ঠিত নানা স্থাপত্যকর্মে তার উন্নত রুচিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লিখিত দিকগুলো উদ্দীপকে উল্লেখ নেই।

ফাতেমি খলিফা আল-মুইজ একজন অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন খলিফা ছিলেন। তার দক্ষতার সামান্য পরিচয়ই আমরা উদ্দীপক থেকে লাভ করি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ১৯ রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের পর শার্লক গোমা বেশ কিছু অধ্যাদেশ জারি করেন। তিনি মহিলাদের বাহিরের কাজকর্ম ও পুরুষদের ঘরের দায়-দায়িত্ব পালনের আদেশ দিয়ে ব্যাপক সমালোচিত হন। অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য বিশ্বমানের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

[কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ]

ক. মিসর বিজয়ী সেনাপতির নাম কী? ১

খ. দারাজি বলতে কাদেরকে বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের অধ্যাদেশের খামখেয়ালিপনার সাথে ফাতেমি খলিফা আল হাকিমের নীতির তুলনা করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. খামখেয়ালিপনা তাকে সমালোচিত করলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা তাকে স্মরণীয় করেছে— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিসর বিজয়ী সেনাপতি ছিল খলিফা আল-মুইজ।

খ আল-হাকিমের প্রবর্তিত নতুন ধর্মের অনুসারীদেরকে দারাজি বা দ্রুজ বলা হতো।

উদ্ভট ও খামখেয়ালি চিন্তার ধারক আল-হাকিম ইসমাঈলীয় মতবাদের সূত্র ধরে নিজেকে আল্লাহর অবতার মনে করেন। তার ধারণা ছিল তার মধ্যে আল্লাহর নিজের রূপ পরিগ্রহ করেছেন। আর এ ধরনের মতাদর্শে যারা বিশ্বাসী ছিল, তারাই দারাজি বা দ্রুজ নামে পরিচিত ছিল।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের অধ্যাদেশের খামখেয়ালিপনার সাথে ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের নীতির মিল রয়েছে।

ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম ক্ষমতায় আসার পর নতুন নতুন আইন চালু করেন। তার আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো দিনে কোনো কাজ করা যাবে না। রাতে অফিস-আদালত খোলা থাকবে। খলিফাকে মালিকের পরিবর্তে 'আমিরুল মুমিনিন' সম্বোধন করতে হবে। তিনি মন্ত্রিপরিষদের মিটিং রাতে শুরু করতেন। তার এ আইনগুলো ছিল উদ্দীপকে উল্লিখিত অধ্যাদেশের অনুরূপ।

উদ্দীপকের উল্লিখিত শাসক শার্লক গোমা অধ্যাদেশ জারি করে মহিলাদের বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ করেন। তিনি পুরুষদের দিনের বেলায় বাসা-বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার ও রাতের বেলায় কাজকর্ম করার নির্দেশ দেন। ঠিক একইভাবে আল হাকিম ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে কতগুলো নতুন আইন চালু করেন। যেমন– দিনে কোনো কাজ করা যাবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতে অফিস ও দোকান খোলা থাকবে। তিনি অনেক গির্জা ধ্বংস করেন। খ্রিষ্টানদের সম্পত্তি-বাজেয়াপ্ত করেন এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ (ঘণ্টা ও ক্রুশ) পরিধান করার নির্দেশ দেন। খলিফা আল-হাকিমের এসব কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের অধ্যাদেশে।

ঘ খামখেয়ালিপনা আল-হাকিমকে সমালোচিত করলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা তাকে স্মরণীয় করেছে— উক্তিটি যথার্থ।

আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও মানমন্দির নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য কায়রোতে 'দারুল হিকমা' নামে একটি শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকে যেমন শার্লক গোমা অধ্যাদেশ জারির পাশাপাশি একটি জ্ঞানগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তেমনি খলিফা আল-হাকিমও নতুন আইন প্রণয়নের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য 'দারুল হিকমা' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ায় বহু মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রধান কীর্তি হলো ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দারুল হিকমা বা বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠা, যা বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার অনেক পুস্তক সংগৃহীত ছিল। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিত এখানে আলোচনায় বসতেন এবং গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলী-ইবনে-ইউনুস এবং পণ্ডিত ইবনে আল-হাইসাম তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। ইবনে খালদুনের মতে, তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য অথবা উপাসনার জন্য সেখানে যেতেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, খলিফা আল-হাকিম তার প্রণীত আইনগুলোর জন্য সমালোচিত হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ২০ সৈয়দ এর নামে তার ভক্তরা একটি বংশীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে বিজয়নগরে। এর জন্য প্রচার প্রচারণা ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে। করিম এ বংশের প্রথম ও কৃতিত্ববান শাসক।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]

ক. কত সালে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. দারুল হিকমা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে পাঠ্যবইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ বংশের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লেখো। ৩

ঘ. উক্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসকের শাসন সংস্কার লেখো। ৪

https://teachingbd24.com

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাম্রাজ্য অর্থাৎ ফাতেমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ছিল বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাবের ফসল।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতেমা (রা) এর বংশধরগণ ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত। তা ছিল ইসমাঈলীয় শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। কারবালার বিষাদময় ঘটনার পরবর্তীতে ইসমাঈলীয় মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্যবাসী আব্দুল্লাহ বিন-মায়মুন পারস্যের আওয়াজ ও সিরিয়ার সালামিয়াতে প্রচারকার্যের কেন্দ্র স্থাপন করে আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাঈ প্রেরণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইসমাঈলীয় মতবাদ ইয়েমেন, ইয়ামামা, বাহরাইন, সিন্ধু, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে।

৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল্লাহর মৃত্যু হলে তার শিষ্য আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসায়ন ইসমাঈলীয় প্রচারকার্যের দায়িত্ব নেন। ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উত্তর আফ্রিকায় গমন করে নিজেকে ইমাম মাহদীর অগ্রদূত বলে ঘোষণা করেন। পরে কাতামা গোত্রের সহায়তায় ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আগলাবি শাসক জিয়াদতুল্লাহকে পরাজিত করে সাঈদ বিন-হুসায়নকে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি দিয়ে খলিফা ঘোষণা করেন। এভাবে ফাতেমিরা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা উদ্দীপকের সভ্যতার উত্থানের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যময়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক অর্থাৎ ফাতেমি খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী ছিলেন ফাতেমি বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং এ বংশের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ শাসক।

৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী রাক্কায় রাজধানী স্থাপন করে ফাতেমি খিলাফতের সূচনা করেন। উত্তর আফ্রিকার সকল দলপতি আল-মাহদীর নিকট আনুগত্যের শপথ করে। সিংহাসনে বসে সন্দেহের বশে আল-মাহদী আবু আব্দুল্লাহ ও আব্বাসকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আব্বাসি খিলাফতে আবু মুসলিম খোরাসানির যেরূপ পরিণতি হয়েছিল ফাতেমি খিলাফতে আবু আবদুল্লাহরও একই পরিণতি হয়।

সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে মাহদী সিসিলি, মাল্টা, কর্সিকা ইত্যাদি দ্বীপে প্রভুত্ব কায়েম করেন এবং সার্ডিনিয়ায় নৌ অভিযান চালান। তিনি ইদ্রিসি রাজ্য জয় করেন এবং লিবিয়া ও মৌরিতানিয়ার অনেক স্থান জয় করেন। আল-মাহদী দীর্ঘ ২৬ বছর রাজত্ব করার পর ৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। তিনি পরম ধার্মিক ছিলেন। তিনি ফাতেমি বংশের শুধু প্রথম শাসকই ছিলেন না, এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসকও ছিলেন। উত্তর আফ্রিকায় তাঁর শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপন, সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন এবং বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি গ্রহণ ফাতেমি বংশকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, খলিফা আল-মাহদী ফাতেমি বংশ প্রতিষ্ঠা ও এর স্থায়িত্ব বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ২১ তিন গ্রামের মাতব্বর হচ্ছেন তোরাব আলী। পুরো গ্রামের লোকজন তাকে খুব সম্মান করে এবং গ্রামের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ তোরাব আলীর মাধ্যমেই সমাধা হয়। তোরাব আলীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে তার বড় ছেলে জহির তার স্থানে অধিষ্ঠিত হয়। গ্রামের মানুষের ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য কয়েকটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করে সবাইকে মা ফাতেমার অনুসারী হওয়ার কথা বলেন। আরও বলেন, ইসলামের ইতিহাসের আল-মুইজের অবদানের কথা এবং তিনি তার অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় ফাতেমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

ক. দাবুল হিকমা কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১

খ. আল-মুইজের মিসর বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জহির ইতিহাসের যে ব্যক্তির অনুপ্রেরণায় গ্রামের মানুষদের উন্নতির কথা চিন্তা করেন তার কৃতিত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মাতব্বর তোরাব আলীর মতোই ছিল উক্ত ব্যক্তির শাসনকাল-বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দাবুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন ফাতেমি খলিফা আল-হাকিম।

খ আল-মুইজের মিসর বিজয়ের কারণ হলো আমির-উমরাহগণকে সাহায্য করা এবং নিজ লক্ষ্য পূরণ করা।

আল-মুইজের মিসর বিজয়ের প্রাক্কালে মিসরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ইখশিদ বংশীয় শাসনকর্তা কাফুর এ সময় মিসর শাসন করতেন। তার ২০ বছরের কুশাসনে মিসর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সময় মিসরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ খলিফা আল-মুইজের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাকে মিসর দখল করার আহ্বান জানান। এছাড়া মিসর জয় করা তার জীবনের একটি লক্ষ্য ছিল। এসব কারণে খলিফা আল-মুইজ মিসর জয় করেন।

গ উদ্দীপকে জহির ইতিহাসের অন্যতম শাসক ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের অনুপ্রেরণায় গ্রামের মানুষদের উন্নতির কথা চিন্তা করেন।

খলিফা আল-মুইজ ৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমি খিলাফতে আরোহণ করে শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ়করণে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফাতেমি বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তার সুখ্যাতি অম্লান থাকবে। সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে আল-মুইজ সমগ্র সাম্রাজ্যকে প্রদেশে এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করে তথায় সুযোগ্য শাসক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শনে আল-মুইজ কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ইহুদি গোত্রের ইবনে কিল্লিস ও আশুককে ভূমি সংস্কারের কাজে নিয়োজিত করেন। উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, জহির গ্রামের ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য কয়েকটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা খলিফা মুইজের রাজত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় আল-মুইজের পৃষ্ঠপোষকতা অবিস্মরণীয়। তিনি ছিলেন খুবই সদয়-অমায়িক ও রুচিসম্পন্ন ব্যক্তি, বাগ্মীতা ও ভাষাচর্চায় তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তার উৎসাহে বহু জ্ঞানী-গুণী দরবারের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেন। এছাড়াও তিনি অসংখ্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা নির্মাণ করে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের মাতব্বর তোরাব আলীর মতোই ছিল খলিফা আল-মুইজের শাসনকাল— উক্তিটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতারোহণ করেই আল-মুইজ সাম্রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করে বিরাজমান অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে সাম্রাজ্যের বিদ্রোহী নেতাগণ, গোত্র প্রধানগণ এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন। ৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সেনাপতি জওহরকে মরক্কো পুনরুদ্ধারে প্রেরণ করেন। উমাইয়াদের বাধা প্রতিহত করে জওহর মরক্কো দখল করেন। আল-মুইজ ৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সেনাপতি আহম্মদ বিন হাসানের নেতৃত্বে সিসিলি দ্বীপ দখল করেন। সেখানে ইসলামি শাসনব্যবস্থা চালু হয় এবং বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে, মিসর বিজয় করে 'আল-কাহিরা' নামক শহরের গোড়াপত্তন করা হয়। ৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে জওহর বিবি ফাতিমার স্মরণার্থে আল-আজহার নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে খলিফা এ মসজিদটিতে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন– যা আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। তাছাড়া তিনি হেজাজ ও সিরিয়াও স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। এছাড়াও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে তিনি প্রদেশগুলোতে আলাদা আলাদা প্রশাসনিক বিভাগ সৃষ্টি করেছিলেন। সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর সংস্কার করে শক্তিশালী করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ফলে উত্তর আফ্রিকা ও মিসর সমৃদ্ধির শীর্ষ শিখরে আরোহণ করে।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, মাতব্বর তোরাব আলী গ্রামের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজ নিজ দায়িত্বে সম্পাদন করেন। আর জনগণের সুখ শান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি দায়িত্ব নিয়ে কাজ সম্পাদন করেন, যা ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের শাসনব্যবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২২ পৃথিবীর কোনো সাম্রাজ্যই চিরকাল টিকে থাকে না। প্রতিটি সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের মাঝেই উত্থান, সম্প্রসারণ ও সাফল্য এবং পতন অনিবার্য। এরূপ একটি সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল যা ইসলামের এক মহিয়সী নারীর বংশোদ্ভূত। এ সাম্রাজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করলেও পরবর্তীতে দুর্বল ও অযোগ্য শাসনব্যবস্থার ফলে খুব দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হয়। *[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]*

ক. 'সপ্ত ঝুলন্ত কবিতা' বা সাবআ মুয়াল্লাকাত কী? ১

খ. আল-হাকিমের সিংহাসনারোহণের ঘটনা বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পরবর্তী শাসকদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার কারণে এ সাম্রাজ্যে দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হয়-উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উকাজ মেলায় সেরা হিসেবে বিবেচিত যে সাতটি কবিতা সোনালি হরফে লিখে পবিত্র কাবা ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হতো সেগুলোকে বলা হয় 'সপ্ত ঝুলন্ত কবিতা' বা সাবআ মুয়াল্লাকাত।

খ ৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে পিতা আল-আজিজের মৃত্যুর পর মাত্র ১১ বছর বয়সে আল-হাকিম ফাতেমি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অতি অল্প বয়স হওয়ায় পিতার সময়কার প্রাদেশিক শাসনকর্তা বারজোয়ান তার প্রতিনিধি হিসেবে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। তবে বারজোয়ান ইবনে আমরকে হত্যা করে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হলে খলিফা হাকিম তার ঔদ্ধত্য সহ্য করতে না পেরে গুপ্তঘাতকদের সহায়তায় বারজোয়ানকে হত্যা করে খিলাফতের সমস্ত ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করেন।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাম্রাজ্য অর্থাৎ ফাতেমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ছিল বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাবের ফসল।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতেমা (রা)-এর বংশধরগণ ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত। এরা ছিল ইসমাঈলীয় শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। কারবালার বিষাদময় ঘটনার পরবর্তীতে ইসমাঈলীয় মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্যবাসী আব্দুল্লাহ বিন-মায়মুন পারস্যের আওয়াজ ও সিরিয়ার সালামিয়াতে প্রচারকার্যের কেন্দ্র স্থাপন করে আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাঈ প্রেরণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইসমাঈলীয় মতবাদ ইয়েমেন, ইয়ামামা, বাহরাইন, সিন্ধু, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে।

৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল্লাহর মৃত্যু হলে তার শিষ্য আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসায়ন ইসমাঈলীয় প্রচারকার্যের দায়িত্ব নেন। ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উত্তর আফ্রিকায় গমন করে নিজেকে ইমাম মাহদীর অগ্রদূত বলে ঘোষণা করেন। পরে কাতামা গোত্রের সহায়তায় ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আগলাবি শাসক জিয়াদাতুল্লাহকে পরাজিত করে সাঈদ-বিন-হুসায়নকে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি দিয়ে খলিফা ঘোষণা করেন। এভাবে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা উদ্দীপকের সভ্যতার উত্থানের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যময়।

ঘ পরবর্তী শাসকদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার কারণে ফাতেমি সাম্রাজ্য দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হয়।

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন বলেন, একটি রাজবংশের স্বাভাবিক কর্মশক্তি ও গৌরব বড়জোর একশ বছর বজায় থাকে। এরপর শুরু হয় এর ক্রমাবনতি এবং পরিশেষে পতন। তেমনি ফাতেমি বংশ ৯০৯-১০২১ পর্যন্ত গৌরবের সাথে শাসন করে। এ সময় মাহদী, মুইজ, আজিজ, আল-হাকিম, কৃতিত্বের সাথে শাসন করে। মালিকের মৃত্যুর পর ৮ জন শাসক ক্ষমতায় বসেন। তারা ছিল দুর্বল ও অযোগ্য প্রকৃতির শাসক। তাদের অযোগ্যতা, উজিরদের স্বার্থপরতা সর্বোপরি সালাউদ্দিন আইয়ুবির আক্রমণের ফলে ফাতেমি বংশের পতন হয়।

শাসনব্যবস্থার প্রতি উদাসীনতা ফাতেমি খিলাফতের সর্বত্র বিশৃঙ্খলার বীজ বপন করে-- যা এ বংশের পতন ত্বরান্বিত করেছিল। এছাড়া পরবর্তী এ দুর্বল শাসকদের নৈতিক স্খলন, উজিরদের ওপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীলতা এ বংশের পতন ডেকে আনে। তাছাড়া মন্ত্রীদের ষড়যন্ত্র এবং নস্যাৎমূলক কার্যকলাপ, সামরিক ক্ষমতা হ্রাস, তুর্কি, বার্বার ও নিগ্রোদের প্রকাশ্যে শত্রুতা ও চক্রান্ত, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে ফাতেমি খিলাফতের পতন হয়। ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে গাজী সালাহউদ্দীন ফাতেমি খলিফা আল-আজিদকে সিংহাসনচ্যুত করে মিসর দখল করেন। এর ফলে ২৫০ বছরের ফাতেমি খিলাফতের অবসান হয়। উদ্দীপকেও আমরা দেখি যে, এক বিখ্যাত মহীয়সী নারীর নামে প্রতিষ্ঠিত বংশ পরবর্তী শাসকদের দুর্বলতার কারণে দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হয়, যা ফাতেমি বংশের পতনের কারণের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, শাসকদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার কারণে ফাতেমি সাম্রাজ্য দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৩ লাবণী নতুন এলাকার একজন শাসকের কর্মকাণ্ড পড়ছিল। শাসক শাসন ক্ষমতা লাভের পর তার শাসন বংশকে একজন বিখ্যাত মহিয়সী নারীর নামে নামকরণ করেন। শাসক তার রাজত্বকে বিভিন্ন প্রদেশে ও জেলায় বিভক্ত করেন। তাতে দেশের প্রভূত উন্নতি হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক অগ্রগতি হয় ফলে জনগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. 'জোহরা প্রাসাদ' কে নির্মাণ করেন? ১

খ. প্রথম আব্দুর রহমানকে 'আদ-দাখিল' বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ৪র্থ শাসকের আর কী কী কার্যক্রম তার রাষ্ট্রের উন্নতিতে অবদান রেখেছিল বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দেখাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'জোহরা প্রাসাদ' নির্মাণ করেন তৃতীয় আব্দুর রহমান।

খ প্রথম আব্দুর রহমান স্বাধীন উমাইয়া আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলে তাকে আদ-দাখিল বা নবাগত বলা হয়।

আব্দুর রহমান আব্বাসি খলিফা ইউসুফকে পরাজিত করে নতুন করে আবার উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠান করেন। তার বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও সামরিক দক্ষতার কারণেই তিনি স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তার এ কার্যক্রমের জন্য তাকে আদ-দাখিল বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের সাথে আমার পঠিত ফাতেমীয় খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী নিজেকে হযরত আলী (রা) ও বিবি হযরত ফাতেমা (রা)-এর বংশধর বলে মনে করেন। তাই তার প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ইতিহাসে ফাতেমি খিলাফত নামে পরিচিত। ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী আশাতীতভাবে এক অসাধারণ ও পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার তিউনিসিয়ায় সর্বপ্রথম ফাতেমি খিলাফতের গোড়াপত্তন করেন।

উদ্দীপকে লাবণী এমন একজন শাসক সম্পর্কে পড়ছেন যিনি শাসন ক্ষমতা লাভের পর তার বংশের নাম একজন বিখ্যাত মহিয়সীর নারীর নামে নামকরণ করেন। যা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর ফাতেমীয় বংশ প্রতিষ্ঠার ঘটনাকেই নির্দেশ করেন। আব্বাসি খলিফাদের ইসলাম জগতে আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রতিবাদস্বরূপ ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। দাঈ বা প্রচারক হিসেবে ফাতেমি বংশধররা আফ্রিকায় প্রবেশ করলেও ধীরে ধীরে তারা দেশটিতে বিদ্যমান শাসকের সাথে রাজনৈতিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ইসমাঈলীয় মতাদর্শ প্রচারে বাধা দিলে তৎকালীন আগলাবি শাসক জিয়াদাত উল্লাহর সাথে ফাতেমি বংশোদ্ভূত আবু আব্দুল্লাহর সংঘর্ষ বাধে। তিনি নানা ঘটনায় শিয়া নেতা সাঈদ বিন হুসায়ুনকে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি দিয়ে ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা ঘোষণা করেন। আল-মাহদী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তার বংশের নামকরণ করেন ফাতেমীয় বংশ। সকল কায়রোয়ানবাসী আল-মাহদীর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। এভাবে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্পকালের মধ্যেই মাহদী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান এবং সাম্রাজ্যকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করান। উত্তম শাসক আর নিষ্ঠাবান সংগঠক হিসেবে আল-মাহদী ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত চতুর্থ শাসকের অর্থাৎ আল-মুইজের সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা এবং সামরিক বাহিনীর সংস্কার কার্যক্রম তার রাষ্ট্রের উন্নতিতে অবদান রেখেছিল বলে আমি মনে করি।

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় আল মুইজের পৃষ্ঠপোষকতা অবিস্মরণীয়। তিনি সুশিক্ষিত, বিদ্বান এবং সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি কবি, সাহিত্যিক আলেম, কুরআনে হাফেজ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের খুবই সমাদর করতেন। এছাড়া তিনি তার শাসনামলে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী পুনর্গঠন ও সংস্কার করেন। যা শাসন সংস্কারের পাশাপাশি রাষ্ট্রের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

উদ্দীপকের একটি রাজবংশের চতুর্থ শাসকের কথা বর্ণিত হয়েছে। যিনি তার রাজত্বকে বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করেছিলেন। ফলে তার দেশের প্রভূত উন্নতি ঘটে। এ ঘটনার মাধ্যমে ফাতেমীয় বংশের চতুর্থ শাসক আল-মুইজকে নির্দেশ করা হয়েছে। তবে আল-মুইজের অনুরূপ কার্যক্রম ছাড়া শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ ও অগ্রগতিতে প্রভূত ভূমিকা পালন করেছিল। কেননা আল-মুইজ সাহিত্য সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি সুশিক্ষিত, সুবক্তা এবং বহু ভাষাবিদ ছিলেন। তার অনুপ্রেরণায় বহু জ্ঞানী-গুণী রাজ দরবারের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আরবি ভাষায় তার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি চমৎকার কবিতা রচনা করতে পারতেন। সুদানি ভাষায় তার পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কায়রো ও মনসুরিয়ায় বহু পাঠাগার স্থাপন করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করে খলিফা আল-মুইজ ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে তার অবদান সম্পর্কে সৈয়দ আমির আলি বলেন তিনি নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্যের মামুন ছিলেন এবং তার শাসনকালে উত্তর আফ্রিকা সভ্যতা ও সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এছাড়াও খলিফা আল-মুইজ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, রাজ্য জয় ও বহিঃশক্তির হাত হতে দেশকে রক্ষা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী পুনর্গঠন ও সংস্কার করে সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। ফলে তার রাজত্বকালে স্পেন অসামান্য অগ্রগতি সাধন করেছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফাতেমি খলিফা আল-মুইজ তার শাসনামলে সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্নতি সাধন এবং সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, যা তার রাষ্ট্রকে অধিক শক্তিশালী ও উন্নত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৪ আক্কেলপুর পরগনার জমিদার ছিলেন সালামত শিকদার। তিনি ছিলেন খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। কখনো তিনি প্রজাদের প্রতি অত্যাচারী নীতি আবার কখনো তিনি প্রজাদের প্রতি উদার নীতি গ্রহণ করেছেন। তার রাজ্যে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারি মানুষ বাস করতো। তিনি কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি ক্ষুব্ধ আচরণ করতেন, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে উক্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন। তিনি সময়ের কাজ সময়ে করতেন না। যেমন, গরম কালের কাজ শীতকালে, আবার শীতকালের কাজ গরমকালে করতেন। তিনি তার কোনো কাজে কারো পরামর্শ গ্রহণ করতেন না। যার কারণে তার রাজ্যের প্রজাসাধারণ মাঝে মাঝে দুর্ভোগে পড়তো। তবে তিনি বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। প্রজাসাধারণের বিদ্যার্জনের জন্য তিনি একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটতো এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা হতো।

[যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর]

ক. কত খ্রিস্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. ফাতেমীয় কারা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে কোন ফাতেমীয় খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ফাতেমীয় খলিফার কৃতিত্বসমূহ মূল্যায়ন করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ ইসলামের চতুর্থ খলিফা ও মুহাম্মদ (স)-এর জামাতা হযরত আলী (রা) ও নবিকন্যা ফাতেমা (রা)-এর বংশধরগণ ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত।

ফাতেমি খিলাফত ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইসমাঈলীগণের সহায়তায় উত্তর আফ্রিকায় ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর নেতৃত্বে ৯০৯ সালে ফাতেমি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত জমিদারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে।

ফাতেমীয় খলিফা আল-হাকিম ছিলেন খামখেয়ালী প্রকৃতির শাসক। তিনি ক্ষমতায় আসার পর নতুন নতুন আইন চালু করেন। তার আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো দিনে কোনো কাজ করা যাবে না। রাতে অফিস-আদালত খোলা থাকবে। খলিফাকে মালিকের পরিবর্তে 'আমিরুল মুমিনিন' সম্বোধন করতে হবে। তিনি মন্ত্রিপরিষদের মিটিং রাতে শুরু করতেন। উদ্দীপকেও অনুরূপ খামখেয়ালী কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের জমিদার একজন খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। তিনি সময়ের কাজ সময় মতো করেন না। গরম কালের কাজ শীতকালে, আবার শীত কালের কাজ গরমকালে করতেন। কখনো নাচ-গান করতেন আবার কখনো ধর্মীয় কাজে নিমগ্ন থাকতেন। অনুরূপভাবে খলিফা হাকিমও ছিলেন খামখেয়ালী প্রকৃতির শাসক। তিনি ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে কতগুলো নতুন আইন চালু করেন। যেমন— দিনে কোনো কাজ করা যাবে না, দোকানপাট বন্ধ থাকবে এবং মানুষ আরাম করবে। রাতে অফিস ও দোকান খোলা থাকবে। তিনি অনেক গির্জা ধ্বংস করেন। খ্রিষ্টানদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ (ঘণ্টা ও ক্রুশ) পরিধান করার নির্দেশ দেন। খলিফা আল-হাকিমের এসব কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের জমিদারের কর্মকাণ্ডে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে উক্ত ফাতেমীয় খলিফা অর্থাৎ আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিতে অসামান্য অবদান রাখেন।

আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও মানমন্দির নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য কায়রোতে 'দারুল হিকমা' নামে একটি শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকেও আল-হাকিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের জমিদার খামখেয়ালী প্রকৃতির মানুষ হলেও তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। প্রজা সাধারণের বিদ্যার্জনের জন্য তিনি একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য 'দারুল হিকমা' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ায় বহু মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রধান কীর্তি হলো ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দারুল হিকমা বা বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠা যা বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার অনেক পুস্তক সংগৃহীত ছিল। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী ও পণ্ডিত এখানে আলোচনায় বসতেন এবং গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলী-ইবনে-ইউনুস এবং পণ্ডিত ইবনে আল-হাইসাম তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। ইবনে খালদুনের মতে, তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য অথবা উপাসনার জন্য সেখানে যেতেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, খলিফা আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ অবদানের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ২৫ আবু হানিফ নিজেকে একটি বিশেষ বংশের লোক দাবি করেন। তিনি তার এক সহকারীর দ্বারা কোনো গ্রামের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং নিজ বংশের শাসনব্যবস্থা চালু করেন। তার বংশের অন্যতম সেরা শাসক ছিলেন আবু জাফর যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অসামান্য অবদান রাখেন। তার প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তীতে বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে খ্যাত হয়। *[পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

https://teachingbd24.com

ক. ইসনা আশারিয়া কারা? ১
খ. ফাতেমীয় কারা? ২
গ. আবু হানিফের প্রতিষ্ঠিত বংশের সাথে তোমার পঠিত কোন বংশ প্রতিষ্ঠার মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. আবু জাফরের সাথে উক্ত বংশের কোনু ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসনা আশারিয়া হলো শিয়া সম্প্রদায়ের দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী।

খ ইসলামের চতুর্থ খলিফা ও মুহাম্মদ (স)-এর জামাতা হযরত আলী (রা) ও নবিকন্যা ফাতেমা (রা)-এর বংশধরগণ ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত।
ফাতেমি খিলাফত ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইসমাঈলীগণের সহায়তায় উত্তর আফ্রিকায় ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর নেতৃত্বে ৯০৯ সালে ফাতেমি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ আবু হানিফার প্রতিষ্ঠিত বংশের সাথে আমার পঠিত ফাতেমীয় বংশ প্রতিষ্ঠার মিল রয়েছে।
কারবালা প্রান্তরে ইমাম হুসাইনকে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর শিয়া আন্দোলন নতুন গতি পায়। শিয়ারা আব্বাসি খলিফাদের দুর্বলতার সুযোগে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠার জোর আন্দোলন চালাতে থাকে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্যবাসী আব্দুল্লাহ বিন-মায়মুন পারস্যের আওয়াজ ও সিরিয়ার সালামিয়াতে প্রচারকার্যের কেন্দ্র স্থাপন করে আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে দাঈ প্রেরণ করে। অল্প সময়ের মধ্যে ইসমাঈলীয় মতবাদ ইয়ামেন, ইয়ামামা, বাহরাইন, সিন্ধু, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে। ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল্লাহর মৃত্যু হলে তার শিষ্য আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসায়ন ইসমাঈলি প্রচারকার্যের দায়িত্ব নেয়। ফাতেমি ইতিহাসে আশ-শিয়ী ও মুয়াল্লিম হিসেবে পরিচিত আবু আব্দুল্লাহ ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় গমন করে নিজেকে ইমাম মাহদীর অগ্রদূত বলে ঘোষণা দেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে আফ্রিকায় ইসমাঈলীয়রা শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করে।
উত্তর আফ্রিকার আগলাবি শাসক জিয়াদাতুল্লাহ ইসমাঈলীয় মতবাদ প্রচারে বাধা দিলে আবু আব্দুল্লাহর সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ মার্চের যুদ্ধে জিয়াদাতুল্লাহ পরাজিত হয়ে রাক্কাদায় পলায়ন করেন। আগলাবি রাজধানী দখল করে আব্দুল্লাহ শিয়া ইমাম সাঈদ বিন-হুসাইনকে রাক্কাদায় আমন্ত্রণ জানান। সাঈদ পুত্র কাসিম ও আব্দুল্লাহর ভাই আব্বাসকে নিয়ে ইফ্রিকিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু আব্বাসি খলিফা মুকতাদী গুপ্তচরের সাহায্যে তাদের গ্রেফতার করেন। এ সংবাদে আবু আব্দুল্লাহ সিজিলমাসা আক্রমণ করে তাদের উদ্ধার করেন। অতঃপর আবু আব্দুল্লাহ সাঈদকে নিয়ে কায়রোয়ানে প্রবেশ করেন এবং সাঈদ বিন-হুসায়নকে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি দিয়ে খলিফা ঘোষণা করেন। এভাবেই উত্তর আফ্রিকাতে ফাতেমি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘ আবু জাফরের শিক্ষা উন্নয়নের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-আজিজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার মিল রয়েছে।
আল-মুইজের মৃত্যুর পর পুত্র আল-আজিজ ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে 'আল ইমাম আবু মনসুর নিজার আল-আজিজ বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করে ফাতেমি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর শাসনমালে ফাতেমি শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে। আল-আজিজ একজন কবি ছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
উদ্দীপকের আবু জাফরের শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি তার পিতার প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয়টিকে কলেজে উন্নীত করেন। অনুরূপভাবে খলিফা আল-আজিজ শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তিনি তার পিতার প্রতিষ্ঠিত আল-আজহার মসজিদকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেন। এছাড়াও সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি সরস-বুদ্ধিদীপ্ত ক্ষুদ্র কবিতা রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করতেন। ললিতকলায় তিনি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। তাঁর প্রাসাদে এক ধরনের নয়নাভিরাম সংগ্রহ ছিল। তিনি আল-আজহার মসজিদকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করেন। সংস্কৃতির বিকাশে তার বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে। এছাড়া তিনি বহু, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের আবু হানিফের সাথে খলিফা আজিজের শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার মিল রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি বংশের খলিফা আল-মুইজের সম্মতিক্রমে খলিফার প্রাসাদের দক্ষিণে বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কন্যা হযরত ফাতেমার (রা.) স্মৃতির স্মরণে খলিফার প্রধান সেনাপতি জওহরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এটি নির্মাণের মাধ্যমে ফাতেমি খিলাফতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ফাতেমী খলিফা আল-হাকিমের আরেকটি অনবদ্য সৃষ্টি হলো দারুল হিকমা। *[মিরপুর কলেজ, ঢাকা]*
ক. ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
খ. দারুল হিকমা সম্পর্কে বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে যে মসজিদের কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে যা জান লিখ। ৩
ঘ. উদ্দীপকে কোন জিনিসটিকে আল-হাকিমের অনবদ্য সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে যে মসজিদের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ আল-আজহার মসজিদটি ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি জওহর নির্মাণ করেছিলেন।
খলিফা আল-মুইজ ফাতেমি শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সততা, জ্ঞান গরিমা, মননশীলতা, সংকল্পের দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত খলিফা আল-মুইজ ছিলেন ফাতেমি খিলাফতের গৌরব। তার শাসনামলেই সেনাপতি জওহর মিসর জয় করে সেখানে আল-আজহার নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উদ্দীপকেও এ মসজিদ সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।
উদ্দীপকে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি কর্তৃক হযরত ফাতেমা (রা)-এর স্মৃতি স্মরণে একটি মসজিদ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। মূলত খলিফা আল-মুইজের সুযোগ্য সেনাপতি জওহর ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসর জয় করে আল-কাহিরা (কায়রো) নগরীর গোড়পত্তন করেন। সেনাপতি সেখানে বিবি ফাতেমাতুজ জোহরার স্মরণার্থে ৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে আল-আজহার নামে একটি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। মসজিদটির নির্মাণে ইট, মর্মর পাথর, কাঠ, পাথর ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। মসজিদটির দেয়াল উত্তর-পশ্চিমে ২৭৮ ফুট, দক্ষিণ-পূর্বে ২৯৭$\frac{৪}{৩}$ ফুট, উত্তর-পূর্বে ২১৬ ফুট এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ২২৩$\frac{১}{২}$ ফুট ছিল। পরবর্তীকারে খলিফা আল-আজিজ এ মসজিদে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। এ পাঠাগারই পরবর্তীকালে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতি হয়ে বর্তমান বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব লাভ করেছে। উদ্দীপকেও আল-আজহার মসজিদের কথাই বলা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে দারুল হিকমাকে আল-হাকিমের অনবদ্য সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, রাস্তাঘাট ও মানমন্দির নির্মাণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্য কায়রোতে 'দারুল হিকমা' নামে একটি শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকে এ প্রতিষ্ঠানটিকেই আল-হাকিমের অনবদ্য সৃষ্টি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
উদ্দীপকে ফাতেমি খলিফা আল-হাকিমের দারুণ হিকমাকে অনবদ্য সৃষ্টি বলা হয়েছে। খলিফা আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য 'দারুল হিকমা' নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। আল-হাকিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ায়

https://teachingbd24.com

বহু মসজিদ,স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মানমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তার প্রধান কীর্তি হলো ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দারুল হিকমা বা বিজ্ঞান ভবন প্রতিষ্ঠা, যা বাগদাদের বায়তুল হিকমার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। এখানে শিয়া ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার অনেক পুস্তক সংগৃহীত ছিল। দেশ বিদেশের বহু জ্ঞানী ও পন্ডিত এখানে আলোচনায় বসতেন এবং গবেষণা কর্ম সম্পাদন করতেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলী-ইবনে-ইউনুস এবং পন্ডিত ইবনে আল-হাইসাম তার দরবার অলংকৃত করেছিলেন। তিনি মুকাত্তাম পাহাড়ের ওপর একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। ইবনে খালদুনের মতে, তিনি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের জন্য অথবা উপাসনার জন্য সেখানে যেতেন।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, খলিফা আল-হাকিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে অসামান্য কীর্তি হলো দারুল হিকমা নামক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা। যেটি তাকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

প্রশ্ন ▶২৭ খলিফা রামীম রেহাত সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তিনি সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশ এবং প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

[সরকারি রাশিদাজ্জোহা মহিলা কলেজ, সিরাজগঞ্জ]

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ. 'দারুল হিকমা' সম্পর্কে টীকা লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে ফাতেমীয় বংশের কোন খলিফার বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে উক্ত খলিফার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আংশিক ফুটে উঠেছে-তোমার উত্তরের পক্ষে মতামত দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে ফাতেমীয় বংশের খলিফা আল-মুইজের বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠেছে।
পিতা আল-মনসুরের মৃত্যুর পর আবু তামিম মাদ 'আল-মুইজ' উপাধি ধারণ করে ফাতেমি খিলাফতে আরোহণ করেন। ফাতেমি খিলাফতের তিনি চতুর্থ খলিফা। তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং দক্ষতা ফাতেমি সাম্রাজ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের খানিকটা উদ্দীপকের শাসকের মধ্যে লক্ষণীয়।
উদ্দীপকের শাসক রামীম রেহাত সুদীর্ঘ তেইশ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পের যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি সুশাসনের জন্য সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে এবং প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাকে তার রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের ক্ষেত্রেও এমনটিই লক্ষণীয়। তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাকল্পে সমগ্র সাম্রাজ্যকে প্রদেশে এবং প্রদেশগুলোকে জেলায় বিভক্ত করে সেখানে সুযোগ্য শাসক ও কর্মচারী নিয়োগ দেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় তার পৃষ্ঠপোষকতা অবিস্মরণীয়। তিনি নিজেও ভাষাতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তার সময়ে শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। তিনি সুদীর্ঘ তেইশ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে দক্ষতার সাথে শাসন পরিচালনা করেন। শাসনক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাকে ফাতেমি রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসকের বৈশিষ্ট্যাবলি ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের বৈশিষ্ট্যকেই ইঙ্গিত করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যে উক্ত খলিফার অর্থাৎ আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আংশিক ফুটে উঠেছে— মন্তব্যটি যথার্থ।
খলিফা আল-মুইজের সিংহাসন আরোহণ ফাতেমি খিলাফতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জনকল্যাণমুখী এই শাসক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, যার বলেই তিনি নিজ সাম্রাজ্যকে উন্নতির শীর্ষে উন্নীত করেন। উদ্দীপকে তার অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সামান্যই ফুটে উঠেছে।
উদ্দীপকে খলিফা আল-মুইজের সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান রাখার আংশিক চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু তিনি ফাতেমি খিলাফতকে একটি শক্তিশালী ভিতের ওপর দাঁড় করাতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রথমেই তিনি খিলাফতের নিরাপত্তা বিধানে মনোযোগী হন। মরক্কো, সিসিলি, মিসর বিজয় করে খিলাফতের পরিধি বৃদ্ধি করেন। তার অসাধারণ দক্ষতায় উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় ফাতেমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা আনয়নে তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সংস্কার করেন। ভূমি সংস্কারের পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। চারিত্রিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, অমায়িক ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন। তার রুচিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে তার প্রতিষ্ঠিত নানা স্থাপত্যকর্মে। আল-মুইজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লিখিত দিকগুলো উদ্দীপকে উল্লেখ নেই।
ফাতেমি খলিফা আল-মুইজ একজন অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন খলিফা ছিলেন। তার দক্ষতার সামান্য পরিচয়ই আমরা উদ্দীপক থেকে লাভ করি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটিকে আমরা সঠিক বলতে পারি।

প্রশ্ন ▶২৮ নিশাত মজুমদার প্রথম বাংলাদেশি নারী যিনি ১৯ মে ২০১২ খ্রি. এভারেস্টের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করেন। এর ফলে বাংলাদেশি নারীদের সম্মান বিশ্ব দরবারে বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। হয়তো এমন একদিন আসবে তার বংশের লোকজন তার পরিচয়ে দেশজুড়ে পরিচিতি লাভ করবে। আরবীয় মুসলমানরাও তাদের প্রতিষ্ঠিত একটি শাসনব্যবস্থার নামকরণ করেছিল তাদেরই পূর্বকার একজন মহীয়সী নারীর নামে।

[বরগুনা সরকারি কলেজ, বরগুনা]

ক. ক্রুসেড (Crusade) শব্দের অর্থ কী? ১
খ. শিয়াদের পরিচয় দাও। ২
গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন মহীয়সী নারীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বংশের গোড়াপত্তন কীভাবে ঘটে? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ক্রুসেড শব্দের অর্থ ধর্মযুদ্ধ।

খ ইসলামের ইতিহাসে 'শিয়া' বলতে মহানবি (স)-এর জামাতা হযরত আলী (রা)-এর সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠিত দলকেই বোঝায়।
শিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে দল। 'শিয়া' হচ্ছে সেই গোষ্ঠী যারা একমাত্র মহানবি (স)-এর গোত্রভুক্ত। বিশেষ করে মুহম্মদ (স)-এর কন্যা ফাতিমা এবং তার স্বামী আলীর অনুসারী। ইসলামে 'খিলাফত' ও 'ইমামত' প্রশ্নে যে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মধ্যে যারা হযরত আলী (রা) কে সমর্থন করে রাজনৈতিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল তারাই শিয়া।

গ উদ্দীপকে আমার পাঠ্যবইয়ের মহিয়সী নারী হযরত ফাতেমা (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
হযরত ফাতেমা (রা) শুধু নবিকন্যা হিসেবে নয় পৃথিবীর ইতিহাসে মহীয়সী নারী চরিত্র হিসেবেও পরিচিত। আরবের মুসলমানগণ তৎকালীন শাসনব্যবস্থার নামকরণ করেন হযরত ফাতেমার নামানুসারে। অর্থাৎ ইসলামের চতুর্থ খলিফা মুহাম্মদ (স)-এর জামাতা হযরত আলী (রা) ও নবিকন্যা হযরত ফাতেমা (রা)-এর বংশধরগণ ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত। তবে ফাতেমিরা প্রকৃতই হযরত ফাতেমার বংশধর কিনা এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনে খালদুন, ইবনুল আসির, মাকরিজী, আবুল ফিদা, পি. কে. হিট্টি এবং আধুনিক গবেষক এইচ মেমরের মতে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী তথা ফাতেমিরা ফাতেমি বংশোদ্ভূত। অন্যদিকে আল সুয়ুতি, তাগরিবেরদি, ইবনে ইজারী, ইবনে খাল্লিকান প্রমুখ ওবায়দুল্লাহকে জনৈক ইহুদির সন্তান বলেছেন।
ইসলামে নবি তনয়া হযরত ফাতিমা (রা) কে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে বর্তমান বিশ্বের নারী সমাজ একইভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে, উদ্দীপকের উদাহরণ যার প্রকৃত প্রমাণ।

https://teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সাম্রাজ্য অর্থাৎ ফাতেমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ছিল বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রভাবের ফসল।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) ও হযরত ফাতেমা (রা)-এর বংশধরগণ ইসলামের ইতিহাসে ফাতেমি নামে পরিচিত। এরা ছিল ইসমাঈলীয় শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। কারবালার বিষাদময় ঘটনার পরবর্তীতে ইসমাঈলীয় মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে থাকে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পারস্যবাসী আব্দুল্লাহ বিন-ময়মুন পারস্যের আওয়াজ ও সিরিয়ার সালামিয়াতে প্রচারকার্যের কেন্দ্র স্থাপন করে আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাঈ প্রেরণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইসমাঈলীয় মতবাদ ইয়েমেন, ইয়ামামা, বাহরাইন, সিন্ধু, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তার লাভ করে।

৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আব্দুল্লাহর মৃত্যু হলে তার শিষ্য আবু আব্দুল্লাহ আল-হুসায়ন ইসমাঈলীয় প্রচারকার্যের দায়িত্ব নেন। ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উত্তর আফ্রিকায় গমন করে নিজেকে ইমাম মাহদীর অগ্রদূত বলে ঘোষণা করেন। পরে কাতামা গোত্রের সহায়তায় ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আগলাবি শাসক জিয়াদাতুল্লাহকে পরাজিত করে সাঈদ-বিন-হুসায়নকে ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী উপাধি দিয়ে খলিফা ঘোষণা করেন। এভাবে ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা উদ্দীপকের সভ্যতার উত্থানের ঘটনার সাথে সাদৃশ্যময়।

প্রশ্ন ▶২৯ অগাস্টাস সিজার ছিলেন রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনাকারী। তার সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটে। গড়ে ওঠে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ সময় রোম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন পণ্ডিতদের আগমন ঘটে। এ সকল পণ্ডিত দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও ভূগোল বিষয়ক নানা গ্রন্থাবলি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে এক স্বর্ণযুগের সূচনা করেন। স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ, রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও জনহিতকর কার্যাবলিতে তার অবদান ছিল অনস্বীকার্য।

[বি.এ.এফ শাহীন কলেজ, পাহাড়কাঞ্চনপুর, টাঙ্গাইল]

ক. কত খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. দারুল হিকমা কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের অগাস্টাস সিজারের সাথে কোন ফাতেমীয় খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের অগাস্টাস সিজারের ন্যায় উক্ত শাসক বা খলিফাও সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও প্রজারঞ্জক কার্যাবলি সম্পাদন করেছিলেন'— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ অগাস্টাস সিজারের কর্মকাণ্ডের সাথে ফাতেমি খলিফা আল-আজিজের কর্মকাণ্ডের মিল পরিলক্ষিত হয়।

একজন শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সাম্রাজ্যের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিছু কিছু শাসক রয়েছেন যারা জনকল্যাণের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতির বিকাশে অসাধারণ ভূমিকা রেখে সাম্রাজ্যকে সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এ বিষয়টিই অগাস্টাস সিজারের সাথে খলিফা আল-আজিজের মেলবন্ধন রচনা করেছে।

অগাস্টাস সিজার রোমান সাম্রাজ্যে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেন। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, জনহিতকর কাজের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে তিনি পণ্ডিত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে তার অবদান অতুলনীয়। একইভাবে খলিফা আল-আজিজ সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে এর বিস্তৃতি এবং জনকল্যাণে যেমন মনোযোগী হয়েছিলেন, তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতি ও স্থাপত্য শিল্পের বিকাশেও ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষিত ছিলেন। তাই শিক্ষার প্রসারে তিনি আল-আজহার মসজিদে একটি শিক্ষায়তন যুক্ত করেন। এছাড়া তিনি বহু স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। তিনি বিলাসিতা ও জাঁকজমক পছন্দ করতেন। তার সময়ে নির্মিত সোনালি প্রাসাদ, মুক্তমঞ্চ তার স্থাপত্য অনুরাগের অন্যতম প্রকৃত উদাহরণ। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতেও ব্যাপক অবদান রাখেন। উল্লিখিত কর্মকাণ্ডই রোমান সম্রাট অগাস্টাস সিজার এবং খলিফা আল-আজিজের মধ্যে সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

ঘ উদ্দীপকের শাসকের ন্যায় খলিফা আল-আজিজও ফাতেমি খিলাফতের বিস্তৃতি ও জনহিতকর কাজে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন।

খলিফা আল-আজিজের শাসনামল ফাতেমি খিলাফতের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, জনহিতকর কার্যাবলি, দক্ষ শাসননীতি তাকে ইতিহাসে বিশেষ পরিচিতি দান করেছে। ফাতেমি খিলাফতকে গৌরবের শীর্ষে নিয়ে যেতে তিনি বিশেষ অবদান রেখেছিলেন, যার মধ্যে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ এবং জনকল্যাণমুখী কার্যাবলি অন্যতম।

রোমান সম্রাট অগাস্টাস সিজার যেমন সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদনে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন, তেমনি খলিফা আল-আজিজও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারণ করেন। তিনি সমগ্র সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার কিছু অংশে ফাতেমি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সময়ে ফাতেমি খিলাফত ফোরাত নদীর সীমা থেকে আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তিনি তার সাম্রাজ্যকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেন। একজন সুদক্ষ শাসক হিসেবে তিনি জাতি- ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সবার কল্যাণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সেনাবাহিনীর সংস্কার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অতুলনীয়।

খলিফা আল-আজিজ একজন জ্ঞানী, দানশীল ও প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধির গুরুত্ব উপলব্ধির পাশাপাশি তিনি খিলাফতের সুনাম, গৌরব ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির প্রতিও সচেতন ছিলেন। তাই সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দমন করে সকল সম্প্রদায়কে নিয়ে সুখ-সমৃদ্ধিতে রাজ্য পরিচালনাই তার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এ লক্ষ্য অর্জনে তিনি পুরোপুরি সফল হয়েছিলেন। প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি তার এ সফলতারই ইঙ্গিত প্রদান করে।

প্রশ্ন ▶৩০ আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুর তার সিংহাসনকে কণ্টকমুক্ত করার জন্য খোরাসানের শাসনকর্তা আবু মুসলিমকে হত্যা করেন। তিনি তাবারিস্তান ও গীলান অধিকারের পর দায়লাম অধিকার করেন। খলিফা মনসুরের চিরস্মরণীয় গৌরবময় কীর্তি একটি নতুন নগরী স্থাপন করেন। তার নাম অনুসারে এই নগরীর নাম রাখা হয় মনসুরীয়া এবং নতুন নগরীতে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়।

[সরকারি ইয়াছিন কলেজ, ফরিদপুর]

ক. মিসর বিজয়ী সেনাপতির নাম কী? ১

খ. আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? ২

গ. আব্বাসীয় খলিফা আল-মনসুরের শাসনের সাথে ফাতেমীয় খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর শাসনের সামঞ্জস্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উপরোক্ত দুই শাসকের মধ্যে তোমার মতে কোন শাসক অধিক কৃতিত্বের দাবিদার? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিসর বিজয়ী সেনাপতির নাম জওহর।

খ আল-আজহার মসজিদ পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

আল-মুইজের সেনাপতি জওহর মিসর জয়ের পর সেখানে বিবি ফাতেমাতুজ জোহরার স্মরণার্থে আল-আজহার নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে খলিফা আল-আজিজ এ মসজিদে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। এ পাঠাগারই পরবর্তীকালে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব লাভ করেছে।

গ খিলাফতের অস্তিত্বকে শঙ্কামুক্ত করা, রাজ্য জয় এবং নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা করে রাজধানী স্থাপন করার দিক দিয়ে আব্বাসি খলিফা আল-মনসুর এবং ফাতেমি খলিফা আল-মাহদীর মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে।

ফাতেমি খলিফা ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী মক্কায় রাজধানী স্থাপন করে নবম খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমি খিলাফতের সূচনা করেন। তিনি নিজ খিলাফতকে

Teachingbd24.com

কন্টকমুক্ত করার জন্য উদ্দীপকের খলিফার ন্যায় নিষ্ঠুর কাজ করতেও দ্বিধা করেননি। আর এ বিষয়টিই তাদের মধ্যে প্রথমত সাদৃশ্য গড়ে দিয়েছে।

খলিফা আল-মনসুর যেমন নিজ সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি মনে করে দক্ষতাসম্পন্ন সেনাপতি আবু মুসলিমকে অন্যায়ভাবে সবার অলক্ষ্যে হত্যা করেছিলেন, ঠিক তেমনি আল-মাহদী আবু আবদুল্লাহ এবং আব্বাসকে হত্যা করেন। খলিফা মনসুরের ন্যায় আল-মাহদীও সিংহাসনে আরোহণের পর রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করেন এবং সিসিলি, মাল্টা, কর্সিকা, ইদ্রিসি, লিবিয়া ও মৌরিতানিয়া জয় করেন। তাছাড়া খলিফা মনসুরের বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠার ন্যায় আল-মাহদী প্রতিষ্ঠা করেন মাহদীয়া নগরী এবং এ নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আব্বাসি খলিফা মনসুর যেভাবে ইতিহাসে সমালোচিত এবং বিখ্যাত হয়েছেন, ঠিক একইভাবে ফাতেমি খলিফা আল-মাহদীও তার সমালোচনা ও খ্যাতির ভাগ নিয়েছেন। তাই বলা যায়, তারা দুজনেই একে অন্যের প্রতিরূপ।

ঘ উপর্যুক্ত দুই শাসকের মধ্যে আমার মতে, আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর অধিক কৃতিত্বের দাবিদার।

উদ্দীপকের শাসক আল মনসুর এবং ফাতেমি খলিফা আল-মাহদী ইতিহাসে সমানভাবে সমালোচিত হলেও কৃতিত্বের দিক দিয়ে আমি আল-মনসুরকে অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী মনে করি।

আব্বাসি খলিফা আল-মনসুর কিছুটা নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিলেও ইতিহাসে তাঁর শাসনামল গৌরবোজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে খলিফা আল-মনসুরই ছিলেন আব্বাসি খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। রাজ্য বিস্তার, বিদ্রোহ দমন, সেনাবাহিনী সুদৃঢ়করণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে তিনি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে খলিফা আল-মাহদীর রাজ্যজয় এবং রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার কিছু উদাহরণ থাকলেও তা খলিফা-মনসুরের তুলনায় নিতান্তই কম।

সিংহাসনে আরোহণ করেই আল-মনসুর তার চাচা আবদুল্লাহর রোষানলে পড়েন। অত্যন্ত কৌশলে তিনি এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। কিন্তু আল-মাহদীকে এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। ইতিহাস বিখ্যাত বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা খলিফা আল-মনসুরের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সুপরিকল্পিতভাবে এ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা, কুরআন-হাদিস সংকলন ও সংরক্ষণে তার ভূমিকা ছিল অনন্য। খলিফা আল-মনসুর সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান, নতুন সভ্যতার সৃষ্টিকারী হিসেবে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছেন। বিশ্ব মুসলিমের দৃষ্টিতে তিনি রাজ্যে সুন্নি মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। উল্লিখিত কৃতিত্বের জন্য আল-মনসুরকে আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। কিন্তু মাহদী ফাতেমি খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, কিছু মিল থাকলেও সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা, জনকল্যাণমূলক কার্যাবলি, রাজ্যে শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খলিফা আল মনসুর ফাতেমি খলিফা আল-মাহদী থেকে অধিক কৃতিত্বের দাবিদার।

প্রশ্ন ▶৩১ হান্নানদের গ্রামের জামে মসজিদে একটি গ্রন্থাগার আছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এ গ্রন্থাগারটি আরও সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। অনেক পুস্তক এখানে সংগৃহীত হয়েছে। গ্রামের জ্ঞানপিপাসুদের জন্য এটি জ্ঞানচর্চার একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছে। মসজিদের ইমামের উদ্যোগে স্থানীয় চেয়ারম্যানের সহায়তায় মসজিদের পাশেই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করা হয়। এর ফলে গ্রামের শিক্ষা বিস্তারে আমূল পরিবর্তন আসে। *[চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. ফাতেমীয় খিলাফত কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. দারুল হিকমা কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় কোন খলিফা এবং কীভাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে? ৩

ঘ. উক্ত খলিফার সময়কালে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অবদান ও উদ্দীপকে উল্লিখিত মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির তুলনামূলক বিবরণ দাও। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফাতেমীয় খিলাফত মিশরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সৃজনশীল ২ এর 'খ' নং প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ন্যায় খলিফা আল-মুইজ নির্মিত আল-আজহার মসজিদটি পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী ফাতেমি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ফাতেমি শাসকগণ সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে মিসরকে তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করে। এ ক্ষেত্রে ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের অবদান সর্বাধিক। তিনি মিসরের কায়রো শহরে বিশ্বখ্যাত আল-আজহার মসজিদ নির্মাণ করেন, যা পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত হান্নানদের গ্রামের মসজিদে গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারটি গ্রামের জ্ঞানপিপাসুদের জন্য জ্ঞানচর্চার একটি ক্ষেত্র, যার পাশেই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করা হয়। অনুরূপভাবে ফাতেমি খলিফা আল মুইজের সেনাপতি জওহর ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসর জয় করে আল কাহিরা (কায়রো) নগরীর গোড়াপত্তন করেন। সেখানে তিনি বিবি ফাতেমাতুজ জোহরার স্মরণে আল-আজহার নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। খলিফা আল-আজিজের সময়ে এ মসজিদটিতে একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়, যা পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। বর্তমানে এটি বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অর্জন করেছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের বর্ণনা থেকে আমরা ফাতেমিদের অন্যতম স্থাপত্যিক নিদর্শন আল-আজহার মসজিদেরই ইঙ্গিত পাই।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় খলিফা আল-মুইজ নির্মিত আল-আজহার মসজিদটি শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদান রেখেছিল।

খলিফা আল-মুইজ ছিলেন ফাতেমি রাজবংশের শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরম পৃষ্ঠপোষক। আল আজহার মসজিদ নির্মাণ ও পরবর্তীতে এর সাথে তিনি একটি বিদ্যায়তন যুক্ত করেন, যা পরবর্তীতে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। উদ্দীপকেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে লক্ষণীয় যে, হান্নানদের গ্রামে জামে মসজিদে একটি গ্রন্থাগার আছে। মসজিদের ইমামের উদ্যোগে স্থানীয় চেয়ারম্যানের সহায়তায় মসজিদের পাশেই একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ফলে গ্রামের শিক্ষা বিস্তারে আমূল পরিবর্তন আসে। অনুরূপভাবে, খলিফা আল-মুইজ মিসরের কায়রো শহরে বিখ্যাত আল আজহার মসজিদ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে খলিফা আল-আজিজ এখানে একটি পাঠাগার নির্মাণ করেন। এটিই পরে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়ে বর্তমান বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অর্জন করেছে, ৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এখানে ক্লাস শুরু হয়। শুরুতে এখানে কেবল কুরআন ও ইসলামি আইনশাস্ত্রের পাঠ দেওয়া হতো। কালক্রমে এর পাঠক্রমে আরবি ভাষা ও সাহিত্য, ইসলামি জ্যোতির্বিদ্যা, মুসলিম দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা অর্ন্তভুক্ত করা হয়। দেশি-বিদেশি বিজ্ঞ পন্ডিতদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে গণ্য করা হয়।

মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে এ বিশ্ববিদ্যালয়টির অবদান অতুলনীয়। শিক্ষা বিস্তারে উদ্দীপকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মসজিদটির অবদান এবং আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সামঞ্জস্যপূর্ণ।

https://teachingbd24.com

অধ্যায়-৭ : উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত

৩৪০. কার সমর্থকগণ শিয়া নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
ক হযরত ওসমান (রা)-এর
খ হযরত আবু বকর (রা) -এর
গ হযরত উমর (রা) -এর
ঘ হযরত আলী (রা) -এর **ঘ**

৩৪১. 'ক্রুসেড' কী? (জ্ঞান)
ক ধর্মযুদ্ধ খ ধর্মীয় স্থান
গ ধর্মীয় চিহ্ন ঘ ধর্মগুরু **ক**

৩৪২. হযরত আলী ও বিবি ফাতেমার বংশধরগণ ইতিহাসে কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান) [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ক আলী বংশীয় খ ফাতেমীয়
গ আব্বাসীয় ঘ কুরাইশ **খ**

৩৪৩. ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে খাতেমি খিলাফত স্থাপিত হয়েছিল কোথায়? (জ্ঞান) [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক আফ্রিকায় খ মক্কায়
গ মদিনায় ঘ ইফরিকিয়াতে **ক**

৩৪৪. ফাতেমিগণ কোন মহাদেশ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞান) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]
ক এশিয়া খ ইউরোপ
গ আফ্রিকা ঘ ওশেনিয়া **গ**

৩৪৫. কার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আব্বাসি খলিফা আব্বাস ও কামিলকে গ্রেফতার করেন? (জ্ঞান)
ক জিয়াদাত উল্লাহর খ মুয়াল্লিমের
গ মুফতাদীর ঘ আব্দুল্লাহর **গ**

৩৪৬. ওবায়দুল্লাহ আল মাহদী কোথায় রাজধানী স্থাপন করেন? (জ্ঞান)
ক সিজিলমাসায় খ ইফরিকিয়ায়
গ আগলাবীতে ঘ রাক্কাদায় **ঘ**

৩৪৭. ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী কী প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞান) [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা]
ক উমাইয়া খিলাফত
খ শিয়া ফাতেমীয় খিলাফত
গ আব্বাসীয় খিলাফত
ঘ স্পেনে উমাইয়া খিলাফত **খ**

৩৪৮. কার রাজত্বকালে আবু ইয়াজিদের নেতৃত্বে ব্যাপক খারেজি বিদ্রোহ হয়? (জ্ঞান)
ক আল মনসুরের খ আল কাঈমের
গ আল মুইজের ঘ আল মাহদীর **খ**

৩৪৯. আল-মুইজ কত বছর রাজত্ব করেন? (জ্ঞান)
ক ২২ খ ২৩
গ ২৪ ঘ ২৫ **খ**

৩৫০. শফিক মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের ইতিহাস পড়ে কোন সময়কে স্বর্ণযযুগের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করবে? (জ্ঞান) [গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা]
ক আল মনসুরের সময়
খ ইউসুফের শাসন
গ মুসা বিন নুসাইয়ের শাসন
ঘ আব্দুর রহমান আদ দাখিলের শাসনামল **ক**

৩৫১. আসলাম হানাফি মাযহাবের অনুসারী। তার অনুসরণ করা মাযহাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কার সময়ে? (জ্ঞান) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, যশোর]
ক আব্দুল আব্বাসের
খ আল-মনসুরের
গ হারুনের
ঘ আল আমিনের **খ**

৩৫২. আল মুইজের শ্রেষ্ঠ বিজয় কোনটি? (অনুধাবন) [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা]
ক মরক্কো খ সিসিলি
গ মিশর ঘ কায়রো **গ**

৩৫৩. আল মুইজ কার নেতৃত্বে সিসিলি দ্বীপ দখল করেন? (জ্ঞান)
ক আহমদ ইবনে হাসানের
খ আল জওহরের
গ হাসান বিন আলীর
ঘ আবু তামিম মাদের **ক**

Teachingbd.com

৩৫৪. আল মনসুর কী নামে এক সুদৃশ্য নগরী নির্মাণ করেন? (জ্ঞান) [গাইবান্ধা সরকারি কলেজ, গাইবান্ধা]

ক আল মনসুরী খ আল মনসুরা
গ তাহিরী মুইজের ঘ আল মাহদীর

ক

৩৫৫. আল কাহিরার বর্তমান নাম কী? (জ্ঞান)

ক মিসর খ কান্দাহার
গ কায়রো ঘ কুশিয়ারা

গ

৩৫৬. কোন ফাতেমির শাসককে পাশ্চাত্যের মামুন বলা? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]

ক আল মুইজ খ আল-আজিজ
গ আল-কাইম ঘ আল-মনসুর

ক

৩৫৭. ফাতেমি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এবং বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কে পরিচিত? (জ্ঞান) [জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ; শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]

ক আল কাঈম খ আল মুইজ
গ আল মনসুর ঘ আল মাহদী

খ

৩৫৮. খলিফা আল মুইজের জীবনে স্বপ্ন কী ছিল? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]

ক মিশরকে সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করা
খ সিরিয়াকে সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করা
গ স্পেনকে সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করা
ঘ আফ্রিকাকে সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করা

ক

৩৫৯. এস লেনপুল-এর মতে, আল মুইজের জীবনে মূল লক্ষ্য কী ছিল? (জ্ঞান)

ক আফ্রিকা জয় করা
খ মিসর জয় করা
গ কাবুল বিজয় করা
ঘ স্পেন জয় করা

খ

৩৬০. কোন খলিফার শাসনামল ফাতেমীয় রাজবংশের 'সোনালী যুগ' ছিল? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা]

ক আল-মনসুর খ আল হাকিম
গ আল মুইজ ঘ আল হাকাম

গ

৩৬১. "তিনি নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্যের মানুষ ছিলেন এবং তার শাসনকালে উত্তর আফ্রিকা সভ্যতা ও সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে আরোহণ করে"— এখানে আমীর আলী কোন শাসকের কথা বলেন? (প্রয়োগ)

ক আবু আব্দুল্লাহর
খ আল মাহদীর
গ আল আজিজের
ঘ আল মুইজের

ঘ

৩৬২. আল-হাকিম কত বছর বয়সে খলিফা হন? (জ্ঞান) [উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

ক ১২ বছর বয়সে
খ ১১ বছর বয়সে
গ ১০ বছর বয়সে
ঘ ৯ বছর বয়সে

খ

৩৬৩. দুরুল হিকমা কে প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞান) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]

ক আল-মাহদী খ আল-আজিজ
গ আল মুইজ ঘ আল-হাকিম

ঘ

৩৬৪. দারাজি সম্প্রদায় কোথায় এখনও বিদ্যমান আছে? (জ্ঞান)

ক লেবাননে খ সিরিয়ায়
গ ইসরাইলে ঘ মিসরে

ক

৩৬৫. সম্রাট বাবর মাত্র ১১ বছর বয়সে ফারগনার সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। সম্রাট বাবরের সাথে ফাতেমি কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)

ক আল মাহদি খ আল কাইম
গ আল আজিজ ঘ আল হাকিম

ঘ

৩৬৬. দারুল হিকমা কী? (জ্ঞান) [বি এ এফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা]

ক শিক্ষা ভবন
খ বিজ্ঞান ভবন
গ প্রশাসনিক ভবন
ঘ খলিফার অফিস

ক

৩৬৭. বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি? (জ্ঞান) [বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা]

ক অক্সফোর্ড খ রিয়াদ
গ আল-আজহার ঘ হাভার্ড

গ

Teachingbd.com

৩৬৮. সাঈদ বিন বাতরিক পেশায় কী ছিলেন? (জ্ঞান)
ক) চিকিৎসক　খ) কবি
গ) দার্শনিক　ঘ) শিক্ষক　● ক

৩৬৯. আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় স্থাপিত হয়? (জ্ঞান) [সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া]
ক) বাগদাদ　খ) কুফা
গ) কায়রো　ঘ) ফুসতাত　● গ

৩৭০. 'কসর-উল-বাহার' কী? (জ্ঞান)
ক) প্রাসাদ　খ) চিত্রকর্ম
গ) সাহিত্য　ঘ) শিলালিপি　● ক

৩৭১. জিরিয়াব কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক) প্রধানমন্ত্রী　খ) আইনশাস্ত্রবিদ
গ) সঙ্গীতজ্ঞ　ঘ) বিদ্রোহী নেতা　● গ

৩৭২. 'সাবিয়া' বলতে বোঝায়— (অনুধাবন)
ক) ছয়জন ইমামে বিশ্বাসী
খ) সাতজন ইমামে বিশ্বাসী
গ) দশজন ইমামে বিশ্বাসী
ঘ) বারোজন ইমামে বিশ্বাসী　● খ

৩৭৩. ইসমাঈলীয়দের সা'বিয়া বলার কারণ কী? (অনুধাবন)
ক) সপ্তম ইমামে বিশ্বাস
খ) দশম ইমামে বিশ্বাস
গ) দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাস
ঘ) পঞ্চম ইমামে বিশ্বাস　● ক

৩৭৪. আল আযহার মসজিদ নির্মাণ করেন— (জ্ঞান)
ক) উবায়দুল্লাহ আল মাহদী
খ) আল আজিজ
গ) জওহর আল সিকিল্লী
ঘ) আল হাকিম　● খ

৩৭৫. আল হাকিমের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা ছিল কাদের হাতে? (জ্ঞান)
ক) আমির ওমরাহদের
খ) জনগণের
গ) খলিফার
ঘ) সেনাবাহিনীর　● ক

৩৭৬. খলিফা আজিজ তুর্কিদের নিয়ে রক্ষীবাহিনী গঠন করেন। এর যথার্থ কারণ হলো— (অনুধাবন)
ক) বার্বারদের প্রতি অনাস্থা
খ) তুর্কিদের পৃষ্ঠপোষকতা দান
গ) বার্বারদের অসন্তোষ বৃদ্ধি
ঘ) তুর্কিদের প্রতি অনাস্থা　● ক

৩৭৭. ইবনে হায়সাম কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক) কবি　খ) চিকিৎসক
গ) বিজ্ঞানী　ঘ) দার্শনিক　● ঘ

৩৭৮. ফাতেমি শাসকগণের শেষ দিকে উজির-মন্ত্রিগণ ষড়যন্ত্র করেন। এর যথার্থ কারণ হলো—(উচ্চতর দক্ষতা)
i. খলিফাগণের আরামপ্রিয়তা
ii. খলিফাদের অযোগ্যতা
iii. সামরিক বাহীনির বিশৃঙ্খলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii　খ) i ও iii
গ) ii ও iii　ঘ) i, ii ও iii　● ক

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৭৯ ও ৩৮০নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

আরিফ ও সাইদ-এর মাঝে একটি সম্প্রদায় নিয়ে কথা হচ্ছিল :
আরিফ : এই সম্প্রদায়টি ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।
সাইদ : কারবালার ঘটনা তাদের মাঝে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তুলে।

৩৭৯. আরিফ ও সাইদ কোন সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করছিল? (প্রয়োগ)
ক) শিয়া　খ) সুন্নি
গ) জাফরিয়া　ঘ) গুপ্ত ঘাতক　● ক

৩৮০. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে— (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অটোমান খিলাফতের সময়
ii. উমাইয়া খিলাফতের সময়
iii. আব্বাসী খিলাফতের সময়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii　খ) i ও iii
গ) ii ও iii　ঘ) i, ii ও iii　● গ

Teachingbd.com

http://teachingbd.com